সামবেদ-সংহিতা।

(১)

পূজনীয়-পণ্ডিত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা-সহরে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকা।

—— • ——

বন্দনা।

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥ ১ ॥
যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥

* * *

ভাষ্য-সূচনা।

তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশৎ সায়ণাচার্য্যং * বেদার্থস্য প্রকাশনে ॥ ৩ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুঃ সায়ণাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥

বৃহস্পতি-প্রমুখ দেববৃন্দ, সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির প্রারম্ভে, যে দেবতাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হয়েন, সেই গজাননকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১ ॥

বেদনিবহ যাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ, যিনি বেদসমূহ হইতে নিখিল বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

মহেশ্বরের কটাক্ষে (অর্থাৎ তাঁহার করুণায়), শিবরূপ ধারণ করিয়া (অর্থাৎ শিবতুল্য প্রভাবশালী হইয়া), বুক্কমহারাজ বেদার্থ-প্রকাশের জন্য সায়ণাচার্য্যকে আদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

কৃপালু সায়ণাচার্য্য, অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা ব্যাখ্যা করিয়া, বেদার্থ প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

---

* সামশ্রমী মহাশয় প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাক্ষরে যে সামবেদ প্রকাশ করেন, তাহাতে এই ছত্রের পাঠ ছিল,—"আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে;" "কৃপালুর্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যত ॥" ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের প্রকাশিত পাঠ, 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' সংস্করণের পাঠের অনুসারী।

সামবেদার্থমেষোঽত্র প্রকাশয়তি সাদরম্।
উদ্গাতুস্তত্ত্বজিজ্ঞাসোরপি তেন কৃতার্থতা ॥ ৫ ॥
যজ্ঞোব্রহ্ম চ বেদেষু দ্বাবর্থৌ কাণ্ডয়োর্দ্বয়োঃ।
অধ্বর্য্যুমুখ্যৈর্ঋত্বিগ্‌ভিশ্চতুর্ভির্যজ্ঞসম্পদঃ ॥ ৬ ॥
নির্ম্মিমীতে ক্রিয়াসঙ্ঘৈরধ্বর্য্যুর্যজ্ঞিয়ং বপুঃ।
তদলঙ্কুর্ব্বতে হোতা ব্রহ্মোদ্গাতেত্যমী ত্রয়ঃ ॥ ৭ ॥
শস্ত্রযাজ্যানুবাক্যাভির্হোতালঙ্কুরুতেঽধ্বরম্।
আজ্যপৃষ্ঠাদিভিঃ স্তোত্রৈরুদ্গাতালঙ্করোত্যমুম্ ॥ ৮ ॥
ত্রয়াণামপরাধস্তু ব্রহ্মা পরিহরেৎ সদা।
ঋচাস্ব ইতি মন্ত্রেঽসাবর্থঃ সর্ব্বোঽভিধীয়তে ॥ ৯ ॥
যজ্ঞং যজুর্ভিরধ্বর্য্যুর্নির্ম্মিমীতে ততো যজুঃ।
ব্যাখ্যাতং প্রথমং পশ্চাদৃচাং ব্যাখ্যানমীরিতম্ ॥ ১০ ॥
সাম্নামৃগাশ্রিতত্বেন সামব্যাখ্যাঽথ বর্ণ্যতে।
অনুতিষ্ঠাসুজিজ্ঞাসাবশাদ্ ব্যাখ্যাক্রমো হ্যয়ম্ ॥ ১১ ॥

সেই সায়ণাচার্য্য, বেদার্থপ্রকাশ বিষয়ে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সামবেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। তাহা দ্বারা তাৎপর্য্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক যে উদ্গাতৃ ঋত্বিক্, তিনি চরিতার্থ হইবেন (অর্থাৎ তিনি বেদার্থ জানিয়া পূর্ণমনোরথ হইবেন) ॥ ৫ ॥

সমস্ত বেদে, দুইটী কাণ্ডে, যজ্ঞ এবং ব্রহ্ম—এই প্রয়োজনদ্বয় সাধিত হইয়াছে (অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডে যজ্ঞের বিষয় ও দ্বিতীয় কাণ্ডে ব্রহ্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে)। অধ্বর্য্যু-প্রমুখ ঋত্বিক্-চতুষ্টয় কর্ত্তৃক যজ্ঞ-সম্পত্তি সাধিত হইয়া থাকে। (পরশ্লোকে তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন) ॥ ৬ ॥

অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ ক্রিয়াসমূহের দ্বারা যজ্ঞের শরীর প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এবং হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা এই ঋত্বিকত্রয় ঐ যজ্ঞসম্বন্ধীয় শরীরকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

হোতা, শস্ত্র, যাজ্যা ও অনুবাক্য মন্ত্রের দ্বারা এবং উদ্গাতা আজ্যপৃষ্ঠ প্রভৃতি স্তোত্রের দ্বারা যজ্ঞকে অলঙ্কৃত করিবেন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা (প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্-বিশেষ), অপর তিন জন ঋত্বিকের অপরাধ সর্ব্বদা (সকল সময়ে) পরিত্যাগ করিবেন (তাঁহাদের দোষ প্রতীকার করিবেন)। 'ঋচাস্ব' এই মন্ত্রে উক্ত অর্থ-তাৎপর্য্য অভিহিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ যজুর্ম্মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞকে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রথমে যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা এবং শেষে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

সামমন্ত্রসকল ঋকের আশ্রিত বলিয়া সর্ব্বশেষে সামবেদের ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক লোকের জিজ্ঞাসানুরোধে এইরূপ লিখিত হইল ॥ ১ ॥

জাতে দেহে ভবত্যস্য কটকাদিবিভূষণম্।
আশ্রিতং মণিমুক্তাদিকটকাদৌ যথাতথা॥ ১২॥
যজুর্জাতে যজ্ঞদেহে স্যাদৃগ্ভিস্তদ্বিভূষণম্।
সামাখ্যামণিমুক্তাস্ত্বাঋক্ষুতাসু সমাশ্রিতাঃ॥ ১৩॥

* * *

ভাষ্যানুক্রমণিকা।

নম্বধ্বর্য্যুহোত্রুদ্গাতৃব্রহ্মকর্ত্তব্যপ্রতিপাদকো যো মন্ত্রস্তস্যার্থো যোজনীয়ঃ ইতি চেৎ, যোজ্যতে—"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ।" ইত্যেষ মন্ত্রঃ। তস্যায়মর্থঃ। ত্ব শব্দঃ সর্ব্বনামসু পঠিতঃ একশব্দপর্য্যায়ঃ। একহোতৃনামকঃ ঋত্বিক্ তত্র তত্র বিপ্রকীর্ণত্বেনাধীতানামৃচাং যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সঙ্ঘীভাবমাপাদ্য পুষ্টিং কুর্ব্বন্নাস্তে। এক উদ্গাতৃনামকঃ শক্কর্য্যুপলক্ষিতচ্ছন্দোবিশেষযুক্তাস্বৃক্ষু গায়ত্রাদিনামকং সাম গায়তি। একো ব্রহ্মনামকো হোত্রাদীনাং বেদত্রয়বিষয়ে যস্মিন্কস্মিংশ্চিদপরাধে জাতে তৎপ্রতীকাররূপাং বিদ্যাং বদতি। অতএব ছন্দোগা আমনন্তি—"যজ্ঞস্য হৈষভিষগ্যদ্ ব্রহ্মা যজ্ঞায়ৈব তদ্ ভেষজং কৃত্বা হরতি" ইতি।

যেমন অগ্রে দেহ উৎপন্ন হয়, এবং পরে তাহার কটক প্রভৃতি ভূষণ আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং ঐরূপ কটকাদি হইলে পরে তাহাতে মণিমুক্তা প্রভৃতির আবশ্যক হয়; সেইরূপ, যজুঃ হইতে যজ্ঞের দেহ উৎপন্ন হইলে, ঋঙ্মন্ত্র-সকল তাহার অলঙ্কারস্বরূপ হয়; পরে ঐ সকল ঋঙ্মন্ত্রে সাম নামক মন্ত্রসমুদায় মণিমুক্তার ন্যায় সংযুক্ত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। ১২—১৩॥

* * *

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিকের কর্ত্তব্য প্রতিপাদক যে মন্ত্র, তাহার অর্থ-প্রকাশ-পক্ষে নিম্নোক্ত ঋক্‌টি প্রযুক্ত হইতে পারে; যথা, 'ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু। ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ।' উহার অর্থ এইরূপ;—ত্ব-শব্দ সর্ব্বনাম-প্রকরণে পঠিত এক-শব্দ-পর্য্যায়। এক (প্রথম) অর্থাৎ হোতা এই নামে প্রসিদ্ধ যে ঋত্বিক্, তিনি সেই সেই স্থলে ভগ্নক্রমে পঠিত (ভ্রান্ত-উচ্চারণমূলক) যে সকল ঋক্, তাহাদিগকে যজ্ঞের অনুষ্ঠান-সময়ে একত্রে মিলিত করিয়া (যজ্ঞের) পুষ্টি-সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপর একজন উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্; তিনি শক্করী নামে প্রসিদ্ধ ছন্দঃ-সমন্বিত ঋক্-সকলকে গায়ত্র্যাদি নামক সাম-গান করিয়া থাকেন। আর একজন ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্; হোতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌ত্রয়ের বেদত্রয়বিষয়ে কোনও অপরাধ হইলে, তিনি তাহার প্রতীকার-স্বরূপ বিদ্যা পাঠ করিয়া থাকেন। অতএব, ছন্দোগ-ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন,—'যিনি ব্রহ্মা, তিনিই যজ্ঞের চিকিৎসক অর্থাৎ দোষ-প্রতিকারক; এবং তিনি যজ্ঞের নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহা অর্থাৎ দোষরূপ রোগ নাশ করিয়া থাকেন।' আরও;—'যদি ঋক্ হইতে যজ্ঞ-বিষয়ে আর্ত্তি অর্থাৎ

"যদি যজ্ঞ ঋক্ত আর্ত্তির্ভবতি ভূরিতি ব্রহ্মা গার্হপত্যে জুহুয়াৎ" ইত্যাদি চ। একস্ত্বধ্বর্য্যু-র্যজ্ঞস্য মাত্রামিয়ত্তাং বিমিমীতে বিশেষেণ পরিচ্ছিনত্তি ইতি॥

নমু বেদার্থপ্রকাশকেঽস্মিন্ গ্রন্থে বেদানাং ব্যাখ্যেয়ত্বে সতি তৎপরিত্যজ্য যজুরাদিকং ব্যাখ্যেয়ত্বেনোপন্যসিতুমযুক্তম্ ইতি চেৎ। নায়ং দোষঃ। মন্ত্রবিশেষবাচকৈর্যজুরাদি-শব্দৈস্তত্তন্মন্ত্রোপেতানাং বেদানামুপলক্ষিতত্বাৎ॥

নমু মন্ত্রবেদয়োঃ কো বিশেষঃ ইতি চেৎ উচ্যতে—মন্ত্রব্রাহ্মণসমষ্টির্বেদঃ। তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" ইতি। বেদৈকদেশয়োর্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ পৃথক্‌স্বরূপং জৈমিনির্ন্যায়েন নির্ণীতবান্। তত্র মন্ত্রস্বরূপনির্ণয়ং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে সপ্তমাধিকরণে ন্যায়বিস্তরকার ইত্থমুদাজহার—"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে" ইতি মন্ত্রস্য লক্ষণম্। নাস্ত্যস্তি বাঽস্য নাস্ত্যেতদব্যাপ্ত্যাদেরবারণাৎ॥ যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যানং লক্ষণং দোষবর্জ্জিতম্। তেঽনুষ্ঠান-স্মারকাদৌ মন্ত্রশব্দং প্রযুঞ্জতে॥" আধানে ইদমাম্নায়তে—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়' ইতি। তত্র মন্ত্রস্য লক্ষণং নাস্তি, অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোর্বারয়িতুমশক্যত্বাৎ 'বিহিতার্থা-

---

ত্রুটিরূপ পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মা গার্হপত্য অগ্নিতে ভূঃ এই মন্ত্রে হোম করিবেন। এক যে অধ্বর্য্যু, তিনি যজ্ঞের ইয়ত্তা বিশেষরূপে নিরূপিত করিয়া থাকেন।

যদি বল,—'এই বেদার্থপ্রকাশক গ্রন্থে সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা না করিয়া যজুঃ প্রভৃতির ব্যাখ্যা যুক্তিবিরুদ্ধ।' তাহাও বলিতে পার না। কারণ, সেই ঋগাদি মন্ত্রযুক্ত যে সমস্ত বেদ, সেই মন্ত্র-বিশেষ-বাচক শব্দই যজুঃ। এই শব্দ-সমূহের দ্বারা যখন উপলক্ষিত, অর্থাৎ সমস্ত বেদেই যজুঃ বিদ্যমান আছে। অতএব, যজুঃ প্রভৃতি মন্ত্রবিশেষের অর্থ প্রকাশ দ্বারাই বেদার্থ-প্রকাশ সিদ্ধ হইতেছে।

আচ্ছা। মন্ত্র আর বেদে বিশেষ কি? যদি এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ের সমষ্টির নাম বেদ। তৎপক্ষে আপস্তম্ব-স্মৃতিই প্রমাণ; যথা,—'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'; অর্থাৎ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইটীই বেদের নাম মাত্র। বেদের যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগদ্বয়, মহর্ষি জৈমিনি যুক্তির দ্বারা তদুভয়ের স্বরূপ পৃথক্ পৃথক্ নির্ণয় করিয়াছেন। সেই জৈমিনীয় ন্যায়-মালায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, সপ্তম অধিকরণে, ন্যায়বিস্তরকার মন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। "অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে' ইত্যাদি মন্ত্রে, মন্ত্র শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মন্ত্রের লক্ষণ আছে কি নাই, ইহাই সংশয়। মন্ত্রের লক্ষণ নাই; কারণ, অব্যাপ্ত্যাদি দোষের বারণ হয় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। যাজ্ঞিকগণের সমাখ্যাতে প্রসিদ্ধিই মন্ত্রের লক্ষণ। যাহা অনুষ্ঠানের স্মারক, যাজ্ঞিকগণ তাহাতেই মন্ত্র-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ,—যাজ্ঞিকগণ যাহাকে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই মন্ত্র) উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ-বর্জ্জিত; সুতরাং মন্ত্রের লক্ষণ আছে,—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। আধান-প্রকরণে 'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়' এইরূপ পঠিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিতে মন্ত্রের লক্ষণ নাই, যেহেতু, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি—এই দুই দোষ অনিবার্য্য। উক্ত দোষদ্বয় উল্লিখিত হইতেছে; যথা,—যাহা 'বিহিত অর্থের প্রকাশক, তাহাই মন্ত্র',—এইরূপ বলিলে বলস্তার

ভিধায়কো মন্ত্রঃ' ইত্যুক্তে 'বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে' ইত্যস্য মন্ত্রস্য বিধিরূপত্বাদব্যাপ্তিঃ। 'মননহেতুর্মন্ত্রঃ' ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণেঽতিব্যাপ্তিঃ। এবং 'অসিপদান্তো মন্ত্রঃ', 'উত্তমপুরুষান্তো মন্ত্রঃ' ইত্যাদি লক্ষণানাং পরস্পরমব্যাপ্তিঃ ইতি চেৎ। মৈবম্। যাজ্ঞিকসমাখ্যানস্য নির্দ্দোষ-লক্ষণত্বাৎ। তচ্চ সমাখ্যানমনুষ্ঠানস্মারকাদীনাং মন্ত্রত্বং গময়তি। 'উরুপ্রথস্ব' ইত্যাদয়োঽনুষ্ঠানস্মারকাঃ। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদয়ঃ স্তুতিরূপাঃ। 'ইষে ত্বা' ইত্যাদয়স্ত্বান্তাঃ। 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদয় আমন্ত্রণোপেতাঃ। 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' ইত্যাদয়ঃ প্রৈষরূপাঃ। 'অধাস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ' ইত্যাদয়ো বিচাররূপাঃ। 'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন' ইত্যাদয়ঃ পরিদেবনরূপাঃ। 'পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদয়ঃ প্রশ্নরূপাঃ। 'বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদয় উত্তররূপাঃ। এবমন্যদপ্যুদাহার্য্যম্। ঈদৃশেষত্যন্ত-বিজাতীয়েষু সমাখ্যানমন্তরেণ নান্যঃ কশ্চিদনুগতো ধর্ম্মোঽস্তি। যস্য লক্ষণত্বমুচ্যেত। লক্ষণ-স্যোপযোগশ্চ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্দর্শিতঃ—'ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বতঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ।' ইতি। তস্মাদভিযুক্তানাং মন্ত্রোঽয়মিতি সমাখ্যানং লক্ষণম্॥

কপিঞ্জলানালভেত', এই মন্ত্রের বিধিরূপত্ব-হেতু অব্যাপ্তি-দোষ হইতেছে। আর মননহেতু মন্ত্র অর্থাৎ যাহা মননের হেতু, তাহাই মন্ত্র,—এইরূপ লক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণরূপ অপর বেদভাগে অতিব্যাপ্তি দোষ (যাহা লক্ষ্য নহে, তাহাতে লক্ষণ যাওয়ার নাম অতিব্যাপ্তি) অবশ্যম্ভাবী। যদি বলা যায়,—"যাহার অন্তে 'অসি' এই পদ, বা উত্তম পুরুষের ক্রিয়া পদ থাকিবে, তাহাই মন্ত্র", এবং সেই মন্ত্র-লক্ষণ-সমুদায়ের মধ্যে পরস্পর অব্যাপ্তি-দোষ অনিবার্য্য; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু, যাজ্ঞিক-সমাখ্যান-রূপ মন্ত্রের লক্ষণ সর্ব্বথা দোষশূন্য। উক্ত সমাখ্যান, অনুষ্ঠানের স্মারক বিষয়ের মন্ত্রত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। 'উরু প্রথস্ব' ইত্যাদি বাক্য অনুষ্ঠানের স্মারক; সুতরাং উহাদের মন্ত্রত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' ইত্যাদি বাক্য-সকল স্তুতিস্বরূপ। 'ইষে ত্বা' ইত্যাদি ত্বান্ত ও 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে' ইত্যাদি বাক্য-সকল আমন্ত্রণপদযুক্ত হওয়ায়, সমাখ্যান-বশতঃ, মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'অগ্নিদগ্নীন্ বিহর' ইত্যাদি প্রৈষরূপ (নিয়োগপ্রতিপাদক) মন্ত্র। 'অধাস্বিদাসীদুপরি-স্বিদাসীৎ' ইত্যাদি বিচাররূপ মন্ত্র। 'অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন' ইত্যাদি পরিদেবন (বিলাপ) রূপ মন্ত্র। 'পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি প্রশ্নরূপ মন্ত্র। 'বেদিমাহুঃ পরমন্তং পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি উত্তররূপ মন্ত্র। এই প্রকারে অন্যান্য উদাহরণ জ্ঞাতব্য। এইরূপ অতিশয় বিজাতীয় (অর্থাৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ-জাতীয়) মন্ত্র বিষয়ে এক সমাখ্যান ব্যতিরিক্ত অন্য সকলের অনুগত এমন কোনও ধর্ম্ম নাই, যাহাকে লক্ষণ বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আচার্য্যগণ 'ঋষয়োঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্‌ত্বতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে লক্ষণের উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। সেই মন্ত্রের অর্থ এই যে, ঋষিগণও পৃথক্-ভাব-হেতু পদার্থ-সমুদায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হন নাই; অর্থাৎ, তাঁহারা বিচক্ষণ হইলেও পৃথক্‌ভাব-বশতঃ পদার্থের প্রকৃত নির্ণয়ে উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতগণ লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, অভিযুক্ত (প্রমাণবিৎ) ব্যক্তিগণের 'ইহাই মন্ত্র' এইরূপ সমাখ্যান (নামকথন), মন্ত্রের লক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণস্বরূপমপি তত্রৈবাষ্টমাধিকরণে ইত্থং নির্ণীতম্—"নাস্ত্যেতদ্‌ব্রাহ্মণেত্যত্র লক্ষণং বিদ্যতেঽথবা। নাস্তীয়ন্তো বেদভাগা ইতি কৢপ্তেরভাবতঃ॥ মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণং চেতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ। অন্যদ্‌ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ভবেদ্‌ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥" চাতুর্মাস্যেষ্বিদমাম্নায়তে—'এতদ্‌ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চহবীংষি' ইতি। তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ? বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ব্রাহ্মণভাগেষন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রভাগ একঃ ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তুং সংগৃহীতানি—'হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দাপ্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনাৎ'। ইতি। তেন হ্যন্নং ক্রিয়ত ইতি হেতুঃ। এতদ্দধ্নো দধিত্বমিতি নির্ব্বচনম্। অমেধ্যা বৈ মাষা ইতি নিন্দা। বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠেতি প্রশংসা। তদ্ব্যচিকিৎসন্ জুহবানীমাহৌষামিতি সংশয়ঃ। যজমানেন সম্মিতোদুম্বরী ভবতীতি বিধিঃ মাষানেব মহ্যং পচতে ইতি পরকৃতিঃ। পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুরিতি পুরাকল্পঃ। যাবতোঽশ্বান প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্নির্ব্বপেদিতি বিশেষাবধারণকল্পনা। এবমন্যদপ্যু-

---

উক্ত জৈমিনীয় ন্যায়মালায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে অষ্টম অধিকরণে ব্রাহ্মণের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমে প্রশ্ন হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণ' বিষয়ে লক্ষণ—আছে কি নাই? এই সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই; যেহেতু, বেদের ভাগ এতৎসংখ্যা পরিমিত, এইরূপ প্রসিদ্ধির অভাব (অর্থাৎ বেদভাগের ইয়ত্তা নাই)। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই ভাগদ্বয়ে বেদ বিভক্ত; সুতরাং মন্ত্র-ব্যতিরিক্ত ভাগই ব্রাহ্মণ; এইরূপে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। চাতুর্মাস্য-প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে যে,—'এতদ্‌ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চহবীংষি' ইতি। এই স্থলে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই কেন? কারণ, বেদ-ভাগ-সমুদায়ের ইয়ত্তার অনির্ণয়-হেতু ব্রাহ্মণ-ভাগে এবং অন্য সমস্ত ভাগে লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষের সংশোধন করিতে পারা যায় না। উদাহরণ দিবার নিমিত্ত প্রাচীনগণ পূর্ব্ব-কথিত একটী মন্ত্রভাগ এবং অপর কতকগুলি ভাগ সংগৃহীত করিয়াছেন,—'হেতুর্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনাৎ।' অর্থাৎ, হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরকৃতি, পুরাকল্প এবং ব্যবধারণকল্পনা। 'হেতু'—'তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে'; অর্থাৎ, 'সেই হেতু অন্ন করা হইতেছে'। নির্ব্বচন,—'এতদ্দধ্নো দধিত্বম্'; 'ইহাই দধির দধিত্ব'। নিন্দা,—'অমেধ্যা বৈ মাষাঃ'; মাষ (শস্য-বিশেষ) অপবিত্র (যজ্ঞের অযোগ্য)। প্রশংসা—'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা'; বায়ুদেব অত্যন্ত বেগগামী (সত্বর-ফলদায়ক)। সংশয়—'তদ্ব্যচিকিৎসন্ জুহবানীমাহৌষাম্'; তাঁহারা সংশয় করিয়াছিলেন—হোম করিব, কি করিব না। বিধি,—'যজমানেন সম্মিতোদুম্বরী ভবতি'; যজমানের শরীর-পরিমিত দীর্ঘ ঔদুম্বরী (যজ্ঞডুমুরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রতিমা) হইবে (করিবে)। পরকৃতি—'মাষানেব মহ্যং পচতে'; আমার নিমিত্ত মাষ পাক করিতেছে। পুরাকল্প—'পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ'; পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ-গণ ভয় পাইয়াছিলেন। ব্যবধারণ-কল্পনা—'যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্ নির্ব্বপেত'; যত অশ্ব প্রতিগ্রহ করিবেন, তত্তসংখ্যক বরুণদেব-সম্বন্ধীয় চতুঃ-

হাহার্য্যম্। ন চ 'হেত্বাদীনামন্যতমদব্রাহ্মণম্' ইতি লক্ষণম্। মন্ত্রেষপি হেত্বাদি সম্ভবাৎ। তথাহি 'ইন্দ্রবোবামুশন্তি হি' বেতি হেতুঃ 'উদানিষুর্ম্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে' ইতি নির্ব্বচনম্। 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতা' ইতি নিন্দা। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ' ইতি প্রশংসা। 'অধঃ-স্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ' ইতি সংশয়ঃ। 'কপিঞ্জলানালভতে' ইতি বিধিঃ। 'সহস্রমযুতাদদদৎ' ইতি পরকৃতিঃ। 'যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ' ইতি পুরাকল্পঃ। 'ইতি করণবহুলং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ। ন। 'ইত্যদদা ইত্যযজথা ইত্যপচঃ' 'ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ।' ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণেন গাতব্যে মন্ত্রেঽতিব্যাপ্তেঃ। 'ইত্যাহেত্যনেন বাক্যেনোপনিবদ্ধং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ। ন। 'রাজা চিদ্‌যং ভগং ভক্ষীত্যাহ', 'যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ' ইত্যনয়োর্ম্মন্ত্রয়োরতিব্যাপ্তেঃ। 'আখ্যায়িকারূপং ব্রাহ্মণম্' ইতি চেৎ। ন। যমযমীসংবাদসূক্তাদাবতিব্যাপ্তেঃ। তস্মান্নাস্তি ব্রাহ্মণলক্ষণমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—মন্ত্রব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারাৎ মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্ব্বমভিহিতত্বাৎ অবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণং ইত্যেতল্লক্ষণং ভবতীতি ॥

কপাল পুরোডাশ নির্ব্বপণ করিবেন। এই প্রকার অন্যান্য উদাহরণও বুঝিতে হইবে। 'হেতু প্রভৃতির অন্যতমই ব্রাহ্মণ' এইরূপ লক্ষণও হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রভাগেও হেতু প্রভৃতির সঙ্গতি হইয়া থাকে। তাহাই ব্যক্ত হইতেছে—'ইন্দ্রবো বামুশন্তি হি' ইত্যাদি; হে ইন্দ্র! হে বায়ু! সমস্ত সোম তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছে। এস্থলে হেতু। 'উদানিষুর্ম্মহী-রিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে'; অর্থাৎ, যেহেতু ঊর্দ্ধ হইতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে সিক্ত করে, সেইজন্য উদক বলা যায়। ইহা নির্ব্বচন। 'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ'; অর্থাৎ অবোধ মনুষ্য, নিষ্ফল অন্ন লাভ করিয়া থাকে। ইহা নিন্দা। 'অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ'; অর্থাৎ, অগ্নিই স্বর্গলোকের মস্তক এবং স্কন্ধ স্বরূপ। ইহাতে অগ্নির প্রশংসা বুঝাইতেছে। 'অধঃস্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ'; তিনি উপরে আছেন, না নিম্নে আছেন? ইহা সংশয়। 'কপিঞ্জলানালভতে'; কপিঞ্জল নামক পক্ষিবিশেষকে বলি প্রদান করিবে। ইহা বিধি। 'সহস্রমযুতাদদদৎ'; অর্থাৎ, সহস্র ও অযুত দান করিয়াছিলেন। ইহাই পরকৃতি। 'যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ'; অর্থাৎ, দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করিতেন। ইহা পুরাকল্প। আচ্ছা! যদি বলা যায়, যাহাতে ইতি শব্দের বাহুল্য আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ এবং ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু 'ইত্যদদা ইত্যযজথাঃ ইত্যপচঃ ইতি ব্রাহ্মণো গায়েৎ।' এই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গেয় মন্ত্রে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। যদি বল, যাহা 'ইত্যাহ' এইরূপ বাক্য দ্বারা নিবদ্ধ হইবে, তাহাই ব্রাহ্মণ। এইরূপও বলা যায় না। যেহেতু, 'রাজা চিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ, যো বা রক্ষাঃ শুচিরস্মীত্যাহ'—এই দুইটী মন্ত্রে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ হইতেছে। 'আখ্যায়িকারূপই ব্রাহ্মণ'—ইহাও বলিতে পার না; যেহেতু, যমযমী-সংবাদ সূক্ত প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি-দোষ অনিবার্য্য। অতএব, ব্রাহ্মণের লক্ষণ নাই,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, সিদ্ধান্তে বলিতেছি,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, এই দুইটিই বেদভাগ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় এবং মন্ত্র-লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, অবশিষ্ট (মন্ত্র ভিন্ন) বেদভাগই ব্রাহ্মণ; সুতরাং ব্রাহ্মণ লক্ষণ সিদ্ধ হইতেছে।

মন্ত্রবিশেষাণামৃগ্‌যজুঃসামরূপাণাং লক্ষণানি তস্মিন্নেবাধিকারে ত্রিষধিকরণেষু জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস—"তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা", "গীতিষু সামাখ্যা", "শেষে যজুঃ শব্দঃ" ইতি। তদেতন্ন্যায়বিস্তরে স্পষ্টীকৃতম্। "নর্কসামযজুষাং লক্ষণসাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্টপাঠ ইত্যস্ত্যসঙ্করঃ॥" ইদমাম্নায়তে—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়-স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজুꣳষি' ইতি ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ। ত্রিবেদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদা স্তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহুঃ তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্‌সামযজুꣳষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি। কুতঃ? সাঙ্কর্য্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। 'অধ্যাপকপ্রসিদ্ধেষু ঋগ্বেদাদিষু পঠিতো মন্ত্রঃ' ইতি হি লক্ষণং বক্তব্যম্। তচ্চ সঙ্কীর্ণম্। দেবো বঃ সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ ইত্যয়ং মন্ত্রো যজুর্ব্বেদে সম্প্রতিপন্নো যজুষাং মধ্যে পঠিতঃ। ন চ তস্য যজুষ্ট্বমস্তি। তদ্ব্রাহ্মণে সাবিত্র্যর্চেত্যৃক্‌ত্বেন ব্যবহৃতত্বাৎ। এতৎ সামগায়নাস্তে ইতি প্রাতজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সাম যজুর্ব্বেদেঽঙ্গীকৃতম্। 'অক্ষিতমসি', 'অচ্যুতমসি', 'প্রাণসংশিতমসি' ইতি ত্রীণি যজুꣳষি সামবেদে সমাম্নাতানি।

ঋক্, যজুঃ, সাম রূপ মন্ত্র-বিশেষের লক্ষণত্রয় উক্ত অধিকারে, তিনটি অধিকরণে, মহর্ষি জৈমিনি সূত্রিত করিয়াছেন; যথা,—'তেষামৃগ্‌যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা', 'গীতিষু সামাখ্যা', 'শেষে যজুঃ শব্দঃ''। এই তিনটি সূত্রের অর্থ এইরূপ:—সেই মন্ত্র-সকলের মধ্যে যে মন্ত্রে অর্থাপেক্ষায় পাদব্যবস্থা (ছন্দের এক এক অংশের পাদ) আছে, তাহাই ঋক্ মন্ত্র; যে মন্ত্রে গীতি (গান) হইয়া থাকে, তাহার নাম সাম; আর, ঋক্ বা সাম মন্ত্র ভিন্ন মন্ত্র, যজুঃ নামে কথিত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে 'ন্যায়বিস্তর' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে,—'নর্কসামযজুষাম্' ইত্যাদি। অর্থাৎ, ঋক্, সাম ও যজুঃ, ইহাদের লক্ষণ (পরিচায়ক ধর্ম্ম) নাই; যেহেতু, উহাদের পরস্পর মিশ্রণ লক্ষিত হয়। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,—পাদ, গীতি এবং মিলিত-পাঠ (পাদ ও গীতি ভিন্ন মিশ্রিত পাঠ) এই ব্যবস্থা থাকায়, পরস্পর সঙ্কর (মিশ্রণ) হইতেছে না। শ্রুতিতে আছে,—'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে' ইত্যাদি। যাঁহারা বেদত্রয়কে অবগত আছেন, তাঁহারা 'ত্রিবিদ' বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের সমীপে অধ্যয়নকারিগণ 'ত্রৈবিদ' বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা যে মন্ত্রভাগকে ঋক্ আদিরূপে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্রভাগকে রক্ষা করুন;—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে, ঋক্, সাম ও যজুঃ, এই ত্রিবিধ মন্ত্রভাগের ব্যবস্থানুরূপ লক্ষণ নাই কেন? যেহেতু, সাঙ্কর্য্য অনিবার্য্য। যদি বল,—অধ্যাপক-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ যে ঋগ্বেদ-আদি বেদত্রয়, তাহাতে পঠিত যে মন্ত্র, তাহাই ঋঙ্মন্ত্র—এইরূপই ঋক্-মন্ত্রাদির লক্ষণ বলিতে হইবে; কিন্তু তাহাও সঙ্কীর্ণ; কারণ, 'দেবো বঃ' ইত্যাদি মন্ত্র যজুর্ব্বেদেতে প্রতিপন্ন এবং যজুর্ম্মন্ত্রগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা যজুর্ম্মন্ত্র নহে; যেহেতু, উক্ত যজুর্ব্বেদ-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণভাগে, সাবিত্রী ঋক্-প্রকরণে, উহা তৃচভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। "এতৎসামগায়ন্নাস্তে" এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কোনও সাম-মন্ত্র যজুর্ব্বেদে স্বীকার করা হইয়াছে; সামবেদেতে 'অক্ষিতমসি', 'অচ্যুতমসি', 'প্রাণসংশিতমসি'—এই তিনটি যজুর্ম্মন্ত্র

তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। তস্মান্নাস্তি লক্ষণমিতি চেৎ। ন। পাদাদীনামসঙ্কীর্ণলক্ষণত্বাৎ 'পাদবন্ধেনার্থেনচোপেতাঃ বৃত্তবদ্ধাঃ মন্ত্রাঃ ঋচঃ,' গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি,' 'বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতাঃ মন্ত্রাঃ যজূংষি। ইত্যুক্তে ন কাপি সঙ্করঃ" ইতি॥

যদুক্তং গীতিষু সামাখ্যেতি তদেব বিশদীকর্ত্তুং সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে রথন্তর শব্দো নিরূপিতঃ। "অতিদেশ্যং বিনিশ্চেতুং কবতীষু রথন্তরং। গায়ত্রীতৃগ্ গানযুক্তা শব্দার্থো গানমেব বা॥ ইতি চিন্তা গানযুক্তাত্বভিষেত্যৃক্ প্রসিদ্ধিতঃ। লাঘবাদতিদেশস্য যোগ্যত্বাচ্চান্তিমোভবেৎ' (২ অ৹)॥ ইদমাম্নায়তে 'কবতীষু রথন্তরং গায়তি' ইতি। কয়া নশ্চিত্র আভুবদিত্যাদ্যাস্তিস্র ঋচঃ কবত্যঃ। তাসু বামদেব্যং সামাধ্যয়নতঃ প্রাপ্তং তদ্বাধিতুং রথন্তরং সামতাস্বতিদিশ্যতে। তত্রাতিদেশস্য স্বরূপং নিশ্চেতুং রথন্তরশব্দার্থশ্চিন্ত্যতে। গানবিশেষযুক্তাভিত্বামিদ্ধি হবামহ ইত্যাদ্যা ঋগ্ রথন্তরমিত্যুচ্যতে। কুতঃ? অধ্যেতৃ প্রসিদ্ধিতঃ রথন্তরং গীয়তামিতি কেনচিদুক্তাঃ অধ্যেতার স্বরস্তোভবিশেষযুক্তামভিত্বেত্যৃচং পঠন্তি। ন তু স্বরস্তোভমাত্রং। তস্মাদ্ গানবিশিষ্টায়া ঋচো রথন্তরশব্দার্থত্বমিতি প্রাপ্তে। ব্রুমঃ স্বরাদিবিশেষানুপূর্ব্বীমাত্রস্বরূপমৃগক্ষরব্যতিরিক্তং যদ্ গানং তদেব রথান্তরশব্দার্থঃ। কুতঃ? লাঘবাৎ।

উল্লিখিত হইয়াছে। গীয়মান সামমন্ত্রের আশ্রয়-স্বরূপ বহু ঋক্-মন্ত্র সামবেদে আম্নাত হইয়া থাকে। পরন্তু, উহাদের কোনও লক্ষণ নাই,—যদি এইরূপ বল; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পাদ প্রভৃতি (উহাদের) অসঙ্কীর্ণ লক্ষণ। সেই লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে,—পাদ, বন্ধ ও অর্থের সহিত যুক্ত; এবং বৃত্ত (ছন্দঃ) রচিত মন্ত্র সমূহ ঋক্, গীতিরূপ মন্ত্র সাম, বৃত্ত ও গীতি-রহিত প্রশ্লিষ্ট (পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভাবে) পঠিত মন্ত্র সমূহ যজুঃ নামে ব্যবহৃত। এইরূপ বলিলে, কোথায়ও সঙ্কর হইতে পারে না।

পূর্ব্বকথিত 'গীতিষু সামাখ্যা' (গীতিমন্ত্রের নাম সাম) এই বাক্যকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, 'রথন্তর' এই শব্দে জৈমিনি তদ্বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন; যথা, অতিদেশ্যং বিনিশ্চেতুং কবতীষু রথন্তরং' ইত্যাদি। শ্রুতিতে আছে,—'কবতীষু রথন্তরং গায়তি', কয়ানশ্চিত্র অভুবৎ' ইত্যাদি। এইরূপ তিনটি ঋক্ 'কবতী' নামে প্রসিদ্ধ বামদেব সম্বন্ধীয় সাম অধ্যয়ন হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে, সেই 'কবতী' ঋকে রথন্তর নামক সাম অতিদিষ্ট (আরোপিত) হইয়া থাকে। সেস্থলে, অতিদেশের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য, 'রথন্তর' এই কথা বলা যাইতে পারে। কেন? অধ্যয়নকর্ত্তার প্রসিদ্ধি হেতু, 'রথন্তরং গীয়তাং' (রথন্তর নামক সামগান গান করুন) এইরূপ কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক কথিত হইয়া, অধ্যয়নকারিগণ স্বরস্তোভ-বিশেষযুক্ত 'অভিত্বা' ইত্যাদি ঋক্ পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু কেবল স্বরস্তোভমাত্র পাঠ করেন না। সেই জন্য গানবিশিষ্টা ঋক্ রথন্তর শব্দের অর্থ মাত্র। এইরূপে প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ বিষয়ে বলিতেছি যে, স্বরাদি—বিশেষ-মাত্র-স্বরূপ ও ঋক্-সম্বন্ধীয় বর্ণ ভিন্ন যে গান, তাহাই রথন্তর শব্দের অর্থ। কেন? লাঘব-হেতু। আরও, কবতী নামক ঋক্ত্রয়ে গানই

কিঞ্চ কবতীষ্বৃক্ষু গানমতিদেষ্টুং যোগ্যং নত্বৃচস্তদ্ যোগ্যতাস্তি। কয়ানোঽভিত্বেত্যনয়োঋ'চোর্যুগপদাধারাধেয়ভাবেন পঠিতুমশক্যত্বাৎ। তস্মাদ্ গানবিশেষ এব রথন্তর শব্দার্থ।" ইতি॥

পুনরপি নবমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয় পাদে প্রথমাধিকরণস্ত প্রথম বর্ণকে সামশব্দস্ত গানমাত্রবাচিত্বং স্মারিতং। 'সামোক্তি বৃহদাদ্যুক্তী গীতায়মৃচি কেবলে। গানে বা গান এবেতি স্মার্য্যতে সপ্তমোদিতং। সামান্তবাচি সামশব্দোবিশেষবাচিনো বৃহদ্রথন্তরাদিশব্দাশ্চ গানমাত্রে বর্ত্তন্তে। ন তু গানবিশিষ্টায়ামৃচি ইত্যয়ং নিয়মঃ সপ্তমস্ত দ্বিতীয় পাদে সিদ্ধঃ। সোঽত্র বক্ষ্যমাণবিচারোপযোগিতয়া স্মার্য্যতে' ইতি॥

সামশব্দবাচ্যস্ত গানস্ত স্বরূপমৃগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে। ক্রুষ্টঃ প্রথমো দ্বিতীয়স্তৃতীয়শ্চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠশ্চেত্যেতে সপ্তস্বরাঃ। তে চাবান্তরভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ। স্বরস্ত সামনিষ্পাদকত্বং ছান্দোগ্যোপনিষদঃ প্রথমে প্রপাঠকে (৮।২০) প্রশ্নোত্তরাভ্যামামনন্তি। 'স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ। 'হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি।' পৃচ্ছেতি হোবাচ। 'কা সাম্নো গতিরিতি।' 'স্বর ইতি' হোবাচ ইতি। কাথা উদ্‌গীথবিদ্যায়াং স্বরস্ত সামসম্বন্ধিসর্ব্বস্বস্থানীয়ত্বং শোভনবর্ণস্থানীয়ত্বং চামনন্তি। 'তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্ব বেদ

অতিদেশের যোগ্য (অর্থাৎ গানেরই অতিদেশ সঙ্গত); কিন্তু ঋকের অতিদেশ-যোগ্যতা নাই। যেহেতু, 'কয়ানঃ', 'অভিত্বা' এই দুইটী ঋক্, এককালে আধার-আধেয় ভাবে পাঠ করিতে পারা যায় না। অতএব গান-বিশেষই রথন্তর শব্দের অর্থ, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

পুনর্ব্বার নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রথম অধিকরণের প্রথম বর্ণকে সাম-শব্দ যে গানমাত্রবাচী, ইহা স্মরণ করান হইয়াছে। 'সামোক্তি বৃহদাদ্যুক্তী' ইত্যাদি। অর্থাৎ, সাম উক্তি ও বৃহৎ আদির উক্তি কেবল গানবিশিষ্ট-ঋক্ বিষয়ে হইবে অথবা গান বিষয়েই হইবে?—এই আশঙ্কায়, 'গান বিষয়েই হইবে'—এইরূপ সপ্তম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। তাহাই এই অধ্যায়ে স্মারিত হইতেছে। সামান্তবাচী সাম শব্দ এবং বিশেষবাচী বৃহদ্রথন্তর প্রভৃতি শব্দ সমূহ কেবল গানে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু গান-বিশিষ্ট ঋকেতে থাকে না; এই নিয়মই সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা এস্থলে বক্ষ্যমাণ বিচারের উপযোগী বলিয়া স্মারিত হইয়াছে।

সাম শব্দের বাচ্য যে গান, তাহার স্বরূপ, ঋক সম্বন্ধীয় অক্ষর-সমূহে ক্রুষ্ট আদি সপ্তপ্রকার স্বরের দ্বারা এবং অক্ষরের বিকার প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ, এই প্রকার সাতটী স্বর 'ক্রুষ্ট' নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহারা অবান্তর-ভেদে বহু প্রকার হইয়া থাকে। স্বর যে সামের নিষ্পাদক, ইহা ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে প্রশ্ন এবং উত্তর দ্বারা কথিত হইয়াছে। 'শালবান্ মুনির পুত্র শিলক, চৈকিতায়ন্ দাল্‌ভ নামক ঋষিকে বলিয়াছিলেন,—'আমি, আপনাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিব?' দাল্‌ভ বলিয়াছেন,—'জিজ্ঞাসা কর।' শিলক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, —'সামের গতি কি হইবে?' দাল্‌ভ উত্তর দিয়াছিলেন,—'স্বরই গতি।' কাথশিষ্য ঋষিগণ বলিয়া থাকেন,—উদ্গীথ-বিদ্যাতে স্বর সামসম্বন্ধী এবং সকল পদার্থ-স্বরূপ এবং সুন্দর-বর্ণ স্থানীয়। তাঁহারা বলেন,—'সেই সামের যিনি স্ব (ধন) জানেন, তিনিই সামজ্ঞ। যিনি সামজ্ঞ,

ভবতি, হাস্য স্বং তস্য স্বর এব স্বং' ইতি। তস্য হেতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণং' ইতি চ।

অক্ষরবিকারাদীনাস্ত সামনিষ্পাদকত্বং নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয় পাদে এব 'অর্থৈকত্বাদ্ বিকল্পঃ স্যাৎ' (২৭ সূ০)। ইত্যেতস্য সপ্তমাধিকরণগতস্য সূত্রস্য ব্যাখ্যানাবসরে শবরস্বামিনা স্পষ্টমুক্তং। সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ। আহ ক ইমে গীত্যুপায়া নাম? উচ্যতে— "গীতির্নাম ক্রিয়াহ্যাভ্যন্তরপ্রযত্নজন্যা স্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা সামশব্দাভিলপ্যা সা নিয়ত-প্রমাণা ঋচি গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোহয়মৃগক্ষরবিকারোবিশ্লেষোবিকর্ষণমভ্যাসোবিরামঃ স্তোভ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে" ইতি। তদ্বিষয়ে বিচারো ন্যায়বিস্তরেঽভিহিতঃ। "সমুচ্চেয়া বিকল্প্যা বা বিভিন্না গীতিহেতবঃ। আদ্যঃ প্রয়োগ গ্রহণাদর্থৈকত্বাদ্বিকল্পনং॥" ছান্দোগ্যে ভবন্নকারাদিশাখাভেদেষু বিলক্ষণা গীতিহেতবোঽক্ষরবিকারাদয় আম্নায়ন্তে। তে সর্ব্বে কার্য্যানুষ্ঠানে সমুচ্চেতব্যাঃ। কুতঃ? প্রয়োগবচনে সর্ব্বেষাং পরিগৃহীতত্বাৎ। নৈবং একৈকশাখোক্তৈরেবাক্ষরবিকারাদিভিরধ্যয়নকাল এব গীতিস্বরূপনিষ্পত্তেস্তন্নিষ্পত্তি-লক্ষণস্য প্রয়োজনস্যৈকত্বাৎ প্রয়োগবচনপরিগৃহীতা অপি ব্রীহিযববদ্ বৃহদ্রথন্তরবচ্চ

স্বরই তাঁহার ধন অর্থাৎ সম্পত্তি হইয়া থাকে। যিনি এই প্রসিদ্ধ সামের সুন্দর (বিশুদ্ধ) অর্থ জানেন, তাঁহারই সুবর্ণ (উজ্জ্বল বর্ণ) হইয়া থাকে। সেই সামের একমাত্র স্বরই বিশুদ্ধ বর্ণ।

অক্ষর-বিকার প্রভৃতি সাম-নিষ্পাদক নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সপ্তম অধিকরণ স্থিত 'অর্থৈকত্বাদ্বিকল্পঃ স্যাৎ' (২৭ সূত্র) এইরূপ সূত্রের ব্যাখ্যাকারণ সময়ে শবরস্বামি কর্ত্তৃক তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে,—'সামবেদে সহস্রং' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—সামবেদে সহস্র প্রকার গীতির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারা সেই গীতির উপায় নামে খ্যাত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে,—আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া সমুদয় স্বরবিশেষের প্রকাশ-কর্ত্রী ক্রিয়ার নামই গীতি। সেই গীতি ঋকেতেই আছে; সাম নামে তাহা উচ্চারণীয় ও প্রমাণসিদ্ধ হইয়া গীত হইয়া থাকে। তাহার সম্পাদন-নিমিত্ত ঋকের অক্ষর-বিকার হইয়া থাকে। অক্ষরের বিশ্লেষ (বিভাগ), বিকর্ষণ, অভ্যাস (দ্বিরুক্তি), বিরাম, (পরবর্ণের অভাব), স্তোভ (স্তম্ভন, বাধা) ইত্যাদি সমস্ত বিকার সামবেদে উল্লিখিত হইয়াছে॥ উক্ত বিষয়ে যে বিচার সম্ভব, তাহা 'ন্যায়বিস্তর' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে; যথা,—"সমুচ্চেয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ,—বিভিন্ন গীতি-হেতু, স্তোভ সকল সমুচ্চয়-যোগ্য কিম্বা বিকল্প যোগ্য? এই সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে,—প্রয়োগ গ্রহণহেতু সমুচ্চয়-যোগ্য এবং অর্থের অভিন্নতা থাকায় বিকল্প হইবে। কিন্তু বিকল্পই সিদ্ধান্তসম্মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভবন্নকারাদি বিভিন্ন শাখার অক্ষর-বিকার প্রভৃতি অসাধারণ কারণের বিষয় কথিত হইয়াছে। সমস্ত গীতিকর্ম্মের অনুষ্ঠান সময়ে সেই সকল অক্ষরবিকার আদিরূপ কারণের সমুচ্চয় করিতে হইবে। কেন? যেহেতু, প্রয়োগ-বাক্যে সেই সকল কারণ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। কারণ, অধ্যয়ন-কালেই এক একটি শাখায় কথিত অক্ষর-বিকার প্রভৃতি দ্বারা গীতির স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে। সেই স্বরূপ-নিষ্পত্তিরূপ প্রয়োজনের একত্ব (অভেদ) হেতু গীতির কারণ-সমুদয় প্রয়োগ-বাক্যে গৃহীত হইলেও ব্রীহি যবের ন্যায় এবং বৃহদ্র

বিকল্প্যন্তে" ইতি ॥ গীতিহেতুষু স্তোভস্যাত্যন্তমপ্রসিদ্ধত্বাত্তল্লক্ষণং তস্মিন্নেব পাদে একাদশাধিকরণে চিন্তিতং। 'স্তোভস্য লক্ষণং নাস্তি কিং বাস্তি ন বিবর্ণতা। আধিক্যমপাতিব্যাপ্তং বিশিষ্টং লক্ষণং ভবেৎ। ন তাবদ্ বিবর্ণত্বং লক্ষণং। বর্ণবিকারস্য বিপরীতবর্ণত্বেন স্তোভত্বপ্রসঙ্গাৎ। অগ্ন আয়াহী (ছ প্র ১ দ ১১) ত্যস্যামৃচি অকারস্য স্থানে ওকারং কৃত্বা গায়ন্তি ওগ্নায়ি ইতি (গে০ প্র ১ সা ১)। অধিকো বর্ণঃ স্তোভ ইত্যুক্তে সতি অভ্যাসেঽতিব্যাপ্তঃ পিবা সোমমিন্দ্রমন্দতুত্বেত্যেতস্যামৃচি দতুত্বেত্যক্ষরত্রয়ং গানকালে ত্রিরভ্যস্তং। অতো বিকারাভ্যাসয়োরতিব্যাপ্তের্নাস্তি লক্ষণং ইতি চেৎ। নৈবং। "অধিকত্বে সত্যপবিলক্ষণবর্ণঃ স্তোভঃ। ইতি বিশিষ্টস্য তল্লক্ষণত্বাৎ লোকেঽপি সভায়াং বিপ্রলম্ভকেনোচ্যমানং প্রকৃতার্থানন্বিতং কালক্ষেপমাত্রহেতুং শব্দরাশিং স্তোভ ইত্যাচক্ষতে। তস্মাদস্তি লক্ষণং" ইতি। অক্ষরবিকারস্তোভাদিবৎ বর্ণলোপোঽপি কচিদ্ গীতিহেতুর্ভবতি। তল্লোপবিষয়শ্চ বিচারো নবমাধ্যায়ে প্রথমপাদস্যাষ্টাদশাধিকরণেঽভিহিতঃ—"ইরা গিরা বিকল্পঃ স্যাত্তুত্তৈরেবাবিশেষতঃ। আদ্যোঽয়মেবং বাধপূর্ব্বমিরায়া বিহিতত্বতঃ॥" জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্তুবীত' ইতি। যজ্ঞা যজ্ঞা ইত্যনেন শব্দেন যুক্তায়ামৃচ্যুৎপন্নং সাম যজ্ঞা যজ্ঞীয়ং। তস্যামৃচি 'গিরাশব্দঃ পঠ্যতে যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে' ইতি। তত্র সামগা যোনিগানমধীয়ানাঃ সহৈব গকারেণ গায়ন্তি। 'গায়িরা গিরা' ইতি। ব্রাহ্মণে তু গকারলোপ।

পত্তরের ন্যায় বিকল্প যোগ্য হইয়াছে। গীতির উপায়গণের মধ্যে স্তোভ-নামক উপায় অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, তাহার লক্ষণ সেই (দ্বিতীয়) পাদে একাদশ অধিকরণে বিবৃত হইয়াছে; যথা,—'স্তোভস্য লক্ষণং' ইত্যাদি। 'বিবর্ণত্ব' স্তোভের লক্ষণ নহে; কারণ, বিপরীতবর্ণত্বহেতু বর্ণ-বিকারের স্তোভত্ব-প্রসঙ্গ হয়, এবং 'অগ্ন আয়াহি' (ছ০ প্র ১ দ ১০১) এই ঋক্ মন্ত্রে অকারের স্থানে ওকার করিয়া 'ওগ্নায়ি' (গে০ প্র০ ১ সা ১) এইরূপ গান করা হইয়া থাকে। অধিক বর্ণই স্তোভ—এইরূপ বলিলে, অভ্যাসে অতিব্যাপ্ত দোষ হয়। 'পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা'—এই ঋকেতে 'দতু ত্বা' এই বর্ণত্রয় গানের সময় বারত্রয় অভ্যস্ত (উক্ত) হইয়াছে। অতএব বিকার ও অভ্যাস স্থলে অতিব্যাপ্তিদোষহেতু স্তোভের লক্ষণ নাই,—এরূপ বলিতে পার না; যেহেতু, অধিক অথচ বিলক্ষণ বর্ণই স্তোভ নামে খ্যাত,—স্তোভের এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, বলা যাইতে পারে। ইহলোকেও সভাক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভকগণ (বিরুদ্ধকর্ম্মকারী বা রসপ্রদর্শকগণ) কালক্ষয়ের জন্য যে সকল অসম্বদ্ধ শব্দরাশি উচ্চারণ করে, তাহাকে স্তোভ বলা যায়। তাহা হইলে, স্তোভের লক্ষণ আছে, ইহা স্থির হইল। অক্ষর-বিকার ও স্তোভ প্রভৃতির ন্যায়, বর্ণলোপও কোনও স্থলে গীতির হেতু হইয়া থাকে। অকার-লোপ-বিষয়ক বিচার, নবম অধ্যায়ের প্রথম পাদের অষ্টাদশ অধিকরণে কথিত হইয়াছে; যথা,—'ইরা গিরা' ইত্যাদি। জ্যোতিষ্টোম-যাগে এইরূপ শ্রুতি আছে,—'যজ্ঞাযজ্ঞীয়েন স্তুবীত'। 'যজ্ঞাযজ্ঞা' এই শব্দযুক্ত ঋকেতে উৎপন্ন সামকে যজ্ঞাযজ্ঞীয় বলা হইয়াছে। সেই ঋকে 'গিরা' শব্দ পঠিত হইয়াছে,—যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা' ইত্যাদি। সামগায়কগণ, গায়ি বা গিরা এইরূপ গকারের সহিতই যোনিগান করিয়া

পূর্ব্বকমাকার যকারাদিকং গানং বিধীয়তে। এয়ং কৃত্বোদেয়ং ইতি। গিরাশব্দে গকার-লোপাদিরা শব্দো ভবতি। ইরায়াঃ সম্বন্ধি গানং এয়ং। তাদৃশং কৃত্বা প্রয়োগকালে তদ্গানং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তত্র যোনিগান-ব্রাহ্মণয়োঃ সমানবলত্বেন বিশেষাভাবাৎ বিকল্পেন প্রযোক্তব্যং। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াদ্ যদ্ গিরাগিরেতি ব্রূয়াদ্ আত্মানমেব তদুদ্গাতা গিরেৎ' ইতি। গকারসহিতগানে বাধকমুক্ত্বা গকাররহিত-মিরাপদং গেয়ত্বেন বিধীয়তে। তৎপদাদেরিকারস্য গানার্থমাকারো যকার ইকারশ্চেতি ত্রীন্ বর্ণান্ প্রযুঞ্জতে। তত আয়িরা ইত্যেব গাতব্যং" ইতি। তত্রৈবোপরিতনাধিকারে কশ্চিদ্বিশেষশ্চিন্তিতঃ। "ইরাপদং ন গেয়ং স্যাদ্ গেয়ং বা গীত্যনুক্তিতঃ। ন জ্ঞেয়ং গীয়মানস্য স্থানে পাতাৎ প্রগীয়তে॥ ব্রাহ্মণেন বিহিত ইরাশব্দো ন গাতব্যঃ। কুতঃ? এরামিতিশব্দেন গীতেরনুক্তত্বাৎ। পাণিনীয়েন 'বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্' (পা০ ৫।২।৬১) ইতি সূত্রেণেরাশব্দাদণ্ প্রত্যয়ো মত্বর্থো যো বিহিতঃ তথা সতীরাপদোপেতং কৃত্বেতো-ভাবানেবার্থো ভবতি। যদি প্রগীতেরাপদসম্বন্ধঃ তদ্ধিতেন বিবক্ষ্যেত তদানীমাকারো যকারঈকারো রেফ আকারশ্চৈতৈঃ পঞ্চভির্বর্ণৈর্নিষ্পন্নমায়ীরারূপং গীয়মানেরাশব্দপ্রতি-

---

থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণভাগে গ-কারের লোপ করিয়া অকার যকারাদিরূপ গান বিহিত হইয়াছে; যথা,—'এরং কৃত্বোদেগেয়ং।' তাহার অর্থ এইরূপ,—গিরা শব্দের গকার লোপ হইলে, 'ইরা' এই শব্দ থাকে; ইরা সম্বন্ধীয় গান—'এর'। উক্ত প্রকার করিয়া প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) কালেতে সেই (এর নামক) গান করিবে। উক্ত স্থলে যোনি-গান এবং ব্রাহ্মণভাগ উভয়েরই তুল্যবলত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহাতে কোনও বিশেষ না থাকায় (অর্থাৎ উভয়েই তুল্য হওয়ায়) পরস্পরের বিকল্পে প্রয়োগ হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ বিষয়ে বলিতেছি,—'ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—'গিরা গিরা' এরূপ বলিবে না। যদি 'গিরা গিরা' এইরূপ বলে, তাহা হইলে উদ্গাতা আত্মাকেই পতিত করিবে (উদ্গাতা ঐরূপ উচ্চারণ করিলে পতিত হইবে, ইহাই ভাবার্থ)। এই প্রকার গ-কারযুক্ত পদের গান বিষয়ে বাধক গকার-শূন্য ইরা পদ গেয় অর্থাৎ গানের যোগ্য, ইহাই বিহিত হইতেছে। সেই (ইরা) পদের আদিস্থিত ই-কারের স্থানে অকার যকার এবং ইকার এই তিনটি বর্ণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং গানকালে 'আয়িরা' এইরূপই গান করিতে হইবে। সেই স্থলে অর্থাৎ নবম অধ্যায়ের প্রথমপাদের উপরিতন (ঊনবিংশ) অধিকরণে একটি বিশেষ বিষয় উদ্ভাবিত হইয়াছে; যথা,—'ইরাপদং ন গেয়ং স্যাৎ' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-ভাগ দ্বারা বিহিত ইরা শব্দ গান করিবে না; যেহেতু, 'এর' এই শব্দের দ্বারা গীতি উক্ত হয় নাই। কেবল 'বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্' (পা০ ৫।২।৬১) এই পাণিনি সূত্র দ্বারা ইরা-শব্দের উত্তর মত্বর্থে অণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। তাহা হইলে, 'ইরা পদযুক্ত' এর শব্দের অর্থ হইতেছে। যদি তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা প্রগীত (যাহা গীত হইয়াছে) যে ইরাপদ; তাহার সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয়; তাহা হইলে আকার যকার ইকার রকার এবং আকার এই পাঁচটি বর্ণদ্বারা নিষ্পন্ন 'আয়িরা' শব্দস্বরূপটী গীয়মান ইরা শব্দের

পাদিকং ভবতি। তাদৃশাৎ প্রাতিপদিকাৎ পাণিনীয়েন 'বৃদ্ধাচ্ছ' (পা০ ৪।২।১১৪) ইতি সূত্রেণ প্রত্যয়ান্তরে সতি 'আগ্নিরীয়ং কৃত্বেতি ব্রাহ্মণপাঠো ভবেৎ। তস্মান্নগেয়ং ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ। গীয়মানস্য গিরাপদস্য স্থানে ইরাপদং বিধীয়তে ইতি। পদমাত্রস্য বাধঃ, গানস্তু ন বাধ্যতে। কিঞ্চ 'বিমুক্তাদি' (পা০ ৫।২।৬১) সূত্রেণাণ্ প্রত্যয়েঽপি পূর্ব্বস্মাৎ 'মতৌ ছঃ সূক্ত-সাম্নো' (পা০ ৫।২।৫৯) ইতি সূত্রাৎ সামানুবৃত্তেরৈরং সামেত্যর্থো ভবতি। সামত্বং চ গীতিসাধ্যং। যদা তু তস্যবিকারঃ ইত্যাস্মিন্নর্থে অণ্ প্রত্যয়ঃ। তদানীমিরায়া বিকার ইতি বিগ্রহে যথোক্তং গানং লভ্যতে। তস্মাদ্ গাতব্যং' ইতি।

বহুভিঃ প্রকারৈর্গানাত্মকং যৎ সামস্বরূপং নিরূপিতং তস্যৈব দেবতা-স্তুতিহেতুত্বং নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদেঽষ্টমাধিকরণস্য প্রথমবর্ণকে নির্ণীতং। ঋক্-সামভ্যাং বিকল্পেন স্তুতিঃ সাম্নৈব বাপ্যনঃ। পূর্ব্বেব নৈবমৃগ্‌নিন্দা সামপ্রাশস্ত্য দর্শনাৎ॥ ক্বচিৎ কর্ম্মবিশেষে শ্রূয়তে— 'ঋচা স্তবতে সাম্না স্তবতে' ইতি। তত্র পূর্ব্বন্যায়েন বিকল্প ইতি চেৎ। নৈবং। ঋগ্‌নিন্দা-সাম-প্রশংসয়োর্ব্বাক্যশেষেঽবগমাৎ। 'যদৃচা স্তবতে তদসুরা অন্ববায়ন, যৎ সাম্না স্তবতে তদসুরানা-ন্ববায়ন্ য এবং বিদ্বান্ সাম্না স্তুবীত' ইত্যাচং নিন্দিত্বা সাম প্রশস্য লিঙ্‌প্রত্যয়েন সাম বিহিতং।

প্রতিপাদক হইতেছে। এতাদৃশ প্রতিপাদকের উত্তর 'বৃদ্ধাচ্ছঃ' (পা০ ৪।২।১১৪) এই পাণিনি সূত্রের দ্বারা অন্য প্রত্যয় হইলে ব্রাহ্মণে 'আগ্নিরীয়ং কৃত্বা' এইরূপ পাঠ হইতে উক্ত হেতু-বশতঃ গান করিবে না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, সিদ্ধান্তে বলিতেছি,— গীয়মান এরূপ 'গিরা' পদের স্থানে 'ইরা' পদ বিহিত হইতেছে। ইহাতে কেবল পদের বোধ হইতেছে; কিন্তু গান বাধিত হইতেছে না। 'বিমুক্তাদিভ্যঃ' (পা০ ৫।২।৬১) এই সূত্রানুসারে 'অণ্' প্রত্যয় হইলেও 'মতৌ ছঃ সূক্ত সাম্নোঃ' (পা০ ৫।২।৫৯) এই পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'সাম' এই শব্দের অনুবৃত্তিহেতু 'ঐর সাম' এইরূপ অর্থ হইতেছে; এবং ঐ সাম গীতিসাধ্য হইয়াছে। যখন 'তাহার বিকার' এই অর্থে তাহার (সাম শব্দের) উত্তর অণ্ প্রত্যয় হইতে পারে, তখন 'ইরায়া বিকারঃ' এইরূপ ব্যাস বাক্য করিলে উক্তানুরূপ গানকে পাওয়া যাইতেছে। অতএব 'গান করিবে',—ইহাই সিদ্ধান্ত।

বহুপ্রকারে গানাত্মক সামের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। সেই সাম যে দেবগণের সম্বন্ধে স্তুতির কারণ, তাহাই নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে অষ্টম অধিকরণের প্রথম বর্ণকে নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'ঋক্‌সামভ্যাং বিকল্পেন' ইত্যাদি। কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মে 'ঋচা স্তবতে, সাম্না স্তবতে' এইরূপ শ্রুত হইয়াছে। সেই শ্রুতিতে পূর্ব্ব-যুক্তি অনুসারে ঋক্ ও সাম মন্ত্রের বিকল্প হইবে,—এরূপ বলিতে পার না; যেহেতু, বাক্য-শেষে ঋকের নিন্দা এবং সামের প্রশংসা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঋত্বিক্‌গণ 'ঋকের দ্বারা যাহা স্তব করেন (যে কর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করেন), তাহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ অসুরেরা আসিয়া নষ্ট করে)। তাঁহারা সাম-মন্ত্রের দ্বারা যাহা স্তব করেন, তাহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয় না। এই প্রকার বিশেষরূপে জানিয়া সামের দ্বারাই কর্ম্ম স্তুতি করিবে (কর্ম্মারম্ভ করিবে)।' ইহা দ্বারা ঋকের নিন্দা করিয়া সামের প্রশংসা পূর্ব্বক, লিঙ্ প্রত্যয় দ্বারা সাম বিহিত হইয়াছে। অতএব সাম-মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিবে, ইহাই স্থির হইল।

তস্মাৎ সাম্নৈব স্তোতব্যং" ইতি ॥ তস্য চ সাম্নঃ ঋচং প্রতি সংস্কারকত্বং তস্মিন্নেব পাদে দ্বিতীয়াধিকরণে নির্ণীতং, "সামর্চ্চং প্রতিমুখ্যং স্যাদ্ গুণো বা বাহুপাঠতঃ। মুখ্যমভ্যসিতুং পাঠো গুণো গীতাক্ষরৈঃ স্তুতেঃ॥" রথন্তরং গায়তীত্যাদৌ যদ্গানং বিহিতং তদেব সামশব্দার্থ ইতি প্রতিপাদিতং স্মারিতঞ্চ তদেতদ্গানমৃচং প্রতি প্রধানকর্ম্ম স্যাৎ। কুতঃ? যাগপ্রয়োগাদ্ বহিরধ্যয়নকালেঽপি পঠ্যমানত্বাৎ গুণকর্ম্মত্বে তু ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবদ্ যাগমধ্যে এব গানমনুষ্ঠীয়েত। ততো বহির্গানস্য বিশ্বজিদাদিবৎ ফলং কল্পনীয়ং। মধ্যকালীনগানং তু প্রযাজাদিবদারাদুপকারকং। তস্মান্মুখ্যমেতন্ন তু গুণকর্ম্ম ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবদ্বহিঃপাঠঃ প্রধানকর্ম্মত্বং কল্পয়িতুং শক্নোতি। ভূমিরথিকশুষ্কেষ্টিন্যায়েন প্রয়োগপাটবায় গানাধ্যয়নোপপত্তেঃ, (ভূমিরথিকো ভূমৌ রথমালিখ্যাভ্যাসং করোতি, যথা বা ছাত্রৈঃ শুষ্কেষ্ট্যা প্রয়োগপাটবং সম্পাদয়ন্তি তদ্বৎ)। নাপি গুণকর্ম্মত্বে প্রয়োজনাভাবাৎ প্রধানকর্ম্মত্বমিতি বাচ্যং। গানেন সংস্কৃতৈর্ঋগক্ষরৈঃ স্তুতিসম্ভবাৎ আজ্যৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে ইতি স্তুতি-বিধানাৎ তস্মাদৃগক্ষরাণাং স্বরবিশিষ্টত্বাকারাভিব্যক্তির্দৃষ্টং। প্রয়োজনমিত্যদৃষ্টস্যাকল্পনীয়ত্বাদ্ গানং সংস্কারকর্ম্ম" ইতি।

যথোক্তমৃগক্ষরাণাং সংস্কারকং গীত্যাত্মকং যৎ সাম তদেকৈকং ছন্দোগা একৈক-

---

সেই সাম যে ঋক্ মন্ত্রের সংস্কারক, তাহাই উক্ত পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'সামর্চ্চং প্রতিমুখ্যং স্যাৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'রথন্তরং গায়তি' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে গান বিহিত হইয়াছে, তাহাই সাম শব্দের অর্থ, ইহাই এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং স্মরণ করান হইয়াছে' সেই গান ঋকের প্রধান কর্ম্ম (সংস্কারক) হইবে। কেন? কারণ যাগানুষ্ঠানের বাহিরে (অন্য সময়ে) অধ্যয়ন-কালেও তাহা পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুণকর্ম্ম হইলে ব্রীহি-প্রোক্ষণাদির ন্যায় যাগের মধ্যেই গান অনুষ্ঠিত হইত; তাহা হইলে অন্যকালীন গানের ফল, বিশ্বজিৎ আদির ন্যায় কল্পনা করিতে হইবে। যাগের মধ্যকালীন যে গান তাহা প্রযাজাদির ন্যায় আরাদুপকারক অঙ্গ; সেই নিমিত্ত, ইহা মুখ্য (প্রধান) কর্ম্ম, কিন্তু গুণকর্ম্ম নহে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এস্থলে বলিতেছি—বহিঃ-পাঠপ্রধান কর্ম্মত্বকে কল্পনা করিতে পারে না। কারণ,—'ভূমিরথিকশুষ্কেষ্টি' এই ন্যায় দ্বারা প্রয়োগ বিষয়ে পটুতার নিমিত্ত গান-অধ্যয়নের উপপত্তি হইতে পারে। (যেমন ভূমিরথিক ভূমিতে রথ অঙ্কিত করিয়া রথ-রচনা অভ্যাস করে, এবং যেমন ছাত্র শুষ্ক ইষ্টি অর্থাৎ নিষ্ফল যাগ দ্বারা অনুষ্ঠান বিষয়ে নিজের পটুতা সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ। ইহাই ভূমিরথিকশুষ্কেষ্টি ন্যায়ের তাৎপর্য্য)। 'গুণকর্ম্ম-পক্ষে প্রয়োজন না থাকায় ইহাই (গান) প্রধানকর্ম্ম হইবে', এইরূপও বলিতে পার না। যেহেতু, গানের দ্বারা সংস্কৃত (দোষশূন্য) ঋক্ সম্বন্ধীয় অক্ষর-সমূহ দ্বারা স্তুতি হইতে পারে; কারণ,—'আজ্য প্রভৃতির দ্বারা স্তব করিবে',—এইরূপ স্তুতি বিধান আছে। সেইজন্য, ঋক্-সম্বন্ধী অক্ষর-সকলের স্বর বিশিষ্টত্ব স্বরূপ যে অভিব্যক্তি, তাহাই প্রয়োজনরূপে লক্ষিত হইয়াছে। এই অন্য অদৃষ্টের কল্পনা হইতে পারে না। অতএব গান যে সংস্কার-কর্ম্ম, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

ঋক্-সম্বন্ধীয় অক্ষর-সমূহের সংস্কারক গীতিরূপ যে উক্ত সাম, তাহা এক একটী করিয়া

ক্ষামৃচি বেদসামনামকে গ্রন্থেঽধীয়ন্তে। উহনামকে তু গ্রন্থে একৈকং সাম তৃচেঽধীয়তে। সোঽয়-মূহগ্রন্থ। তস্মিন্নেব পাদে প্রথমাধিকরণস্য দ্বিতীয়বর্ণকে বিচারিতঃ—"উহগ্রন্থোঽপৌরুষেয়ঃ" পৌরুষেয়োঽথবাগ্রিমঃ। বেদ সাম সমানত্বাদ্ বিধি সার্থক্যতোঽন্তিমঃ॥" যস্মিন্ গ্রন্থে সামগা-স্তৃচে তৃচে সামৈকৈকং গায়ন্তি সোঽয়মূহগ্রন্থোনিত্যো ন তু পুরুষেণ নির্ম্মিতঃ। কুতঃ? অনধ্যায়বর্জ্জনেন কর্ত্তুরস্মরণেনাধ্যাপকানাং বেদত্বপ্রসিদ্ধ্যা চ বেদসামনামকযোনিগ্রন্থসদৃশ-ত্বাৎ। ইতি চেৎ। নৈবং। অপৌরুষেয়ত্বে বিধিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ যদ্ যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি ইতি বিধীয়তে। অয়মর্থঃ—অপৌরুষেয়ত্বেন সম্প্রতিপন্নে বেদ সামনামকে গ্রন্থে 'কয়া ন শ্চিত্র আ ভুবৎ' ইত্যেতস্যাং যোন্যামেকস্যামৃচি যদ্ বামদেব্য নামকং সামোপদিষ্টং তদেবোত্তরয়ো-র্ঋচোঃ 'কস্ত্বা সত্যোমদানাং' 'অভীষুণঃ সখীনাং' ইত্যনয়োঃ দ্বিতীয় তৃতীয়য়োর্গাতব্যং। ইত্যয়ং বিধিরূহগ্রন্থস্য বেদত্বে ব্যর্থঃ স্যাৎ। বেদ সামবদধ্যয়নাদেব তৎসিদ্ধেঃ। উপরিতন ঋগ্দ্বয়ে সাম্নেহস্য পৌরুষেয়ত্বেঽপি সামস্বরূপস্য তদাধারভূতানাং তিসৃণামৃচাং চ বেদত্বাদনধ্যায়ঃ বর্জ্জনীয়াঃ। কর্ত্তুরস্মরণং জীর্ণকূপারামাদিষ্বিব চিরকালব্যবধানাদুপপন্নং। অস্মরণমূলৈবাধ্যাপ-কানাং বেদত্বপ্রসিদ্ধিঃ। যথা বহ্বৃচামধ্যাপকামহাব্রতপ্রয়োগপ্রতিপাদকমাশ্বলায়ননির্ম্মিতং কল্প-সূত্রমারণ্যেঽধীয়মানাঃ পঞ্চমমারণ্যকমিতি বেদত্বেন ব্যবহরন্তি, তদ্বৎ। ন চ তস্যাপি বেদত্বম-

---

'ছন্দোগ'গণ এক একটি ঋকেতে বেদ-সাম নামক গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা উহ নামক গ্রন্থে এক একটী সাম-তৃচের পাঠ করেন। সেই উহ গ্রন্থের বিষয় সেই নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে, বিচারিত হইয়াছে; যথা—'উহ গ্রন্থোপৌরুষেয়ঃ' ইত্যাদি। সামগায়কগণ যে গ্রন্থে প্রত্যেক তৃচে এক একটী সামগান করিয়া থাকেন, সেই উহ গ্রন্থ নিত্য এবং পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রণীত নহে। কেন? কারণ, অনধ্যায়-বর্জ্জন, কর্ত্তার অস্মরণ (ইহার প্রণেতা কে, তাহার স্মরণ না হওয়া) এবং অধ্যাপকগণ বেদ-স্বরূপ—এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকায়, বেদ-সাম নামক যোনিগ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু, অপৌরুষেয় পক্ষে (ইহা পুরুষপ্রণীত নয়, এই পক্ষে) বিধির ব্যর্থতা-প্রসঙ্গ (অর্থাৎ বিধি ব্যর্থ) হইতে পারে; যেহেতু, 'যদযোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়ন্ত' এইরূপ বিহিত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই,—বেদ-সাম নামক গ্রন্থ অপৌরুষেয় প্রতিপন্ন হইলে, 'কয়া নশ্চিত্রঃ' ইত্যাদি যোনি-গ্রন্থে একটী ঋকেতে, যে বামদেব্য নামক সাম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই উত্তরবর্ত্তী 'কস্ত্বা সত্যো মদানাম' ইত্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে গান করিতে হইবে। তাহাতে উহ গ্রন্থের বেদত্ব হইলে, এইরূপ এই বিধি, নিরর্থক হইবে। কারণ, বেদ-সামের ন্যায় অধ্যয়ন হইতেই তাহা (অর্থাৎ উহ গ্রন্থের বেদত্ব) সিদ্ধ হইয়াছে। উপরিস্থ দুইটী ঋকে এই সাম পৌরুষেয় প্রতিপন্ন হইলেও, সাম-স্বরূপ এবং তাহার আশ্রয়ভূত তিনটি ঋকের বেদত্ব-হেতু, জীর্ণ কূপ ও উদ্যান প্রভৃতির ন্যায়, বহু কাল-ব্যবধান বশতঃ, অনধ্যায় (অধ্যয়নাভাব) এবং কর্ত্তার অস্মরণ, উপপন্ন হইয়াছে। অধ্যাপকগণের বেদত্ব-খ্যাতি অস্মরণমূলক। যেমন, বহ্বৃচের অধ্যাপকগণ মহাব্রতানুষ্ঠানের প্রতিপাদক যে আশ্বলায়ন-প্রণীত কল্পসূত্র, তাহা আরণ্যে অধ্যয়ন করতঃ, পঞ্চম আরণ্যককে বেদরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহাও সেইরূপ। 'তাহারও বেদত্ব হউক'—এই কথা

দিতি বাচ্যং। প্রথমারণ্যকেন পুনরুক্তত্বাৎ। অর্থবাদরাহিত্যেন ব্রাহ্মণসাদৃশ্যাভাবাচ্চ। তস্মাৎ পঞ্চমারণ্যকবদূহঃ পৌরুষেয়ঃ। পৌরুষেয়স্য চ ন্যায়মূলত্বাৎ যত্র বক্ষ্যমাণন্যায়-বিরোধস্তদপ্রমাণং' ইতি॥

তত্রৈবদ্ কেচিদ্‌বিশেষাস্তৃতীয় চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠাধিকরণৈর্বহুবর্ণকোপেতৈর্বিচারিতাঃ। তত্র তৃতীয়াধিকরণং,—"অংশৈঃ সামক্ষু কৃৎস্ন্যং বা প্রত্যৃচং তিসৃভিঃ শ্রুতেঃ। অংশৈর্নৈবং স্তুতের নৈরসিদ্ধেঃ প্রত্যৃচং ভবেৎ॥" 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' ইতি শ্রূয়তে। তত্র ত্রেধা বিভক্তেষু সামাংশেষু একৈকোঽংশঃ একৈকস্যামৃচি গাতব্যঃ। কুতঃ? একস্য সাম্নঃ তিসৃভির্ঋগ্‌ভির্নিষ্পাদনস্য শ্রবণাৎ, ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—স্তোত্রিয়মিতি স্তুতিনিষ্পাদকত্বং কৃৎস্নস্য সাম্নো বিধীয়তে। ন তু সামাংশানাং। স্তুতির্নাম গুণকথনপরমেকং বাক্যং। তচ্চ বাক্যমেকস্যামৃচি সম্পূর্ণং। ততঃ কৃৎস্নেন সাম্না তদ্‌বাক্যং সংস্কার্য্যমিতি প্রত্যৃচং সামাভ্য-সনীয়ং। তথা সতি দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োঋচোস্তস্যৈব সাম্ন আবর্ত্তমানতয়া সামান্তরত্বাভাবাদ্ ঋকৃত্রয়নিষ্পাদ্যত্বমবিরুদ্ধং। তস্মাৎ প্রত্যৃচং কৃৎস্নং সাম সমাপনীয়ং ইতি॥

চতুর্থাধিকরণং, 'তিসৃষ্বৃক্ষ্বিতং সাম বিষমাসু সমাসু বা। যথেচ্ছানিয়মাদস্যাঃ শরলেশা-পনুত্তয়ে॥' বিষমচ্ছন্দস্কাসু সমচ্ছন্দস্কাসু বা তিসৃষ্বৃক্ষু স্বেচ্ছয়া সাম গাতব্যং ইত্থমেবেতি নিয়ামকস্য কস্যচিদভাবাৎ ইতি চেৎ। নৈবং। শর-লেশপ্রসঙ্গস্য নিয়ামকত্বাৎ। শরো হিংসা

বলা যাইতে পারে; যেহেতু, প্রথম আরণ্যক-কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হইয়াছে, এবং অর্থবাদশূন্যহেতু ব্রাহ্মণের সমান হইতেছে না। সেই জন্য পঞ্চম আরণ্যকের ন্যায় উহ-গ্রন্থ পৌরুষেয়। পৌরুষেয় ও যুক্তিমূলক বলিয়া, যেস্থলে বক্ষ্যমাণ ন্যায়ের বিরোধ হইবে, তাহা প্রমাণ-বিরুদ্ধ॥

সে বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে; তাহা বহু-বর্ণকযুক্ত তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিকরণ দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তৃতীয় অধিকরণ এইরূপ, 'অংশৈঃ সামক্ষু' ইত্যাদি এ বিষয়ে 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং', এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতিতে ভগিত্রয়ে বিভক্ত যে সাম, তাহার মধ্যে এক এক ভাগ এক এক ঋকে গান করিবে। কেন? যেহেতু, একমাত্র সামের ঋকৃত্রয়ের দ্বারা নিষ্পত্তি-সম্বন্ধে শ্রুতি আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে আমরা বলিতেছি,—'স্তোত্রিয়ং' ইহা দ্বারা সমস্ত সাম যে স্তুতি নিষ্পাদক, ইহাই বিহিত হইতেছে। কিন্তু সামের অংশবিশেষ স্তুতি-নিষ্পাদক নহে। গুণ-কথনবাক্যের নাম স্তুতি। সেই বাক্য একটী ঋকে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং সমগ্র সামের দ্বারা সেই বাক্যের সংস্কার কর্ত্তব্য। এই জন্য প্রত্যেক ঋকে সমগ্র সামের আবৃত্তি করিবে। তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে উক্তবিধ সামের আবর্ত্তমানতা (পুনঃপুনঃ উক্তি) হেতু সামান্তরত্ব হইল না। অতএব উহার ঋকৃত্রয়-নিষ্পাদ্যত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না। সেইজন্য প্রত্যেক ঋকে সমস্ত সাম সমাপন করিবে।'

চতুর্থ অধিকরণ কথিত হইতেছে। 'তিসৃষ্বৃক্ষ্বিতং' ইত্যাদি। অর্থাৎ—'বিষম ছন্দঃ-বিশিষ্ট অথবা সম-ছন্দঃ-বিশিষ্ট যে কোনও তিনটি ঋকে স্বেচ্ছাধীন সাম গান কর্ত্তব্য,—এরূপ কোনও নিয়ামক বাক্য নাই।' কিন্তু তাহা বলিতে পার না। যেহেতু, শরলেশের প্রসঙ্গরূপ নিয়ামক বাক্য রহিয়াছে। শর শব্দের অর্থ হিংসা এবং লেশ শব্দের অর্থ—অল্পতা। কারণ,

লেশোঽয়ম্বং শৃ হিংসায়াং লিশ অল্পীভাবে ইত্যেতদ্ধাতুদ্বয় দর্শনাৎ। যত্ত্বধিকচ্ছন্দস্কায়াং যোনৌ উৎপন্নং সাম। ন্যূনচ্ছন্দস্কয়োর্গীয়েত। তদা সামভাগেনৈব তৎপূর্ত্তেরবশিষ্ট-সামভাগাশ্রয়াভাবাদ্ধিংস্তেত। যদি যোনেরপ্যধিকচ্ছন্দস্কয়োর্গীয়েত তদা সাম্নোঽল্পত্বাদবশিষ্ট-ঋগ্ভাগঃ সামরহিতঃ স্যাৎ। তস্মাৎ সমানচ্ছন্দস্কাস্বেব গাতব্যং' ইতি।

পঞ্চমাধিকরণে প্রথম বর্ণকং—'ছন্দস্যয়োরুত্তরাস্বয়োর্বা গীতেরিহোহনং। অবিশেষাদ্-বিকল্পঃ স্যাদন্ত্যঃসংজ্ঞাবলিষ্ঠতঃ॥' সামগানামৃক্পাঠায় দ্বৌ গ্রন্থৌ বিদ্যতে। ছন্দঃ উত্তরা চেতি। তত্র ছন্দোনামকে গ্রন্থে নানাবিধানাং সাম্নাং যোনিভূতা এবর্চ্চঃ পঠিতাঃ। উত্তরা গ্রন্থে তৃচাত্মকানি সূক্তানি পঠিতানি। একস্মিংস্তৃচে ছন্দোগতা যোন্যৃক্ প্রথমা ইতরেদ্বে উত্তরে। এবং স্থিতে সতি রথন্তরমুত্তরয়োর্গায়তি যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তীত্যত্র দ্বিবিধে উত্তরে সম্ভাবিতে। রথন্তরস্য ছন্দোগ্রন্থে-ভিত্বাশূরে-তীয়মৃগ্‌ যোনিত্বেন পঠিতা। তস্যা উপরিত্বামিদ্ধিহবামহ ইত্যাদয়ঃ বৃহদাদি সাম্নাং যোনয়ঃ পঠিতাঃ (৩ প্র। ১থ। ১ঋ) উত্তরা গ্রন্থে অভিত্বাশূরেতি সূক্তে তস্যাঋচউর্দ্ধং নত্বাবাঁ অন্যইত্যেষা (১।১১।২) সাম্নঃ কস্যাপ্যযোনিভূতা পঠিতা। তত্র ছন্দোগ্রন্থাপেক্ষয়া সামান্তরয়োর্যোনী যে রথন্তরস্য স্বযোন্যুত্তরে ভবতঃ। উত্তরাগ্রন্থাপেক্ষয়া তৃচগতে দ্বিতীয়তৃতীয়ে

হিংসার্থক শৃ ধাতু ও অল্পতা-বাচক লিশ ধাতু, এই ধাতুদ্বয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক-ছন্দোবিশিষ্ট যোনি ঋক্ হইতে উৎপন্ন সাম, অল্প-ছন্দোবিশিষ্ট ঋকদ্বয়ে গীত হইলে সাম ভাগদ্বারা তাহার পূরণ হওয়ায়, অবশিষ্ট সামভাগের আশ্রয় থাকিল না; সুতরাং তাহা হিংসিত হইল। আর যদি যোনি অপেক্ষা অধিকছন্দোবিশিষ্ট ঋক্দ্বয়ে গান করা হয়, তাহা হইলে সামের অল্পত্ব-হেতু অবশিষ্ট ঋকের অংশ সামরহিত হইবে। সেই জন্য তুল্য-ছন্দোবিশিষ্ট ঋকত্রয়ে গান করা কর্ত্তব্য, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

পঞ্চম অধিকরণের প্রথম বর্ণক বিবৃত হইতেছে,—'ছন্দস্যয়োঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ ঋক্ পাঠের নিমিত্ত সামগায়কগণের ছন্দঃ ও উত্তরা নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে ছন্দোনামক গ্রন্থে নানাবিধ সামের যোনিস্বরূপ ঋক্-সকল পঠিত হইয়াছে। 'উত্তরা' গ্রন্থে তৃচাত্মক সূক্তসকল পঠিত হইয়াছে। একটী তৃচে যে প্রথম যোনি ঋক্, তাহা ছন্দো-গ্রন্থে উল্লিখিত; আর অপর দুইটি ঋক্ উত্তরাগ্রন্থস্থিত। এইরূপ স্থির হইলে, 'রথন্তর-মুত্তরয়ো গায়তি, যদ্‌যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি'—এই শ্রুতিতে রথন্তর-সম্বন্ধে দ্বিবিধ উত্তরা সম্ভাবিত হইয়াছে। ছন্দো-গ্রন্থে 'অভিত্বা শূর' এই ঋক্ যোনিরূপে পঠিত হইয়াছে এবং তাহার পরে 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যাদি 'বৃহৎ', সমুদয় সামের উৎপত্তি-স্থান-সকলে পঠিত হইয়াছে। (উ৹ প্র৹ ১।স্ব৹ ১ ঋ) উত্তরা-গ্রন্থে 'অভিত্বা' শূর এই সূক্তে সেই ঋকের পরে 'ন ত্ব বাঁ অন্য' এই ঋক্ কোনও সামের যোনিরূপা নয় বলিয়া পঠিত হইয়াছে। সেই স্থলে যদি বল,—'ছন্দঃ' গ্রন্থের অপেক্ষায় বিভিন্ন সামদ্বয়ের যে দুইটি যোনি ঋক্, তাহারা রথন্তর-সামের স্বকীয় যোনিভূত ঋকের উত্তরা-ঋক্ হইয়া থাকে এবং উত্তরা গ্রন্থের অপেক্ষায় তৃচস্থিত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্, তাহারা স্বকীয় যোনিভূত

স্বযোন্যুত্তরে ভবতঃ। তত্র বিশেষনিয়মকাভাবাৎ যয়োঃ কয়োশ্চিদুত্তরয়োর্গানমিতি চেৎ। নৈবং। উত্তরেতি সংজ্ঞা সহসা বুদ্ধিস্থা ভবতি প্রতিযোগিনিরপেক্ষত্বাৎ। পূর্ব্বপঠিতাং যোনিমৃচপেক্ষ্য যদুত্তরাত্বং তদ্বিলম্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ দুর্ব্বলং। ঈদৃশমেবোত্তরাত্বং ছন্দসি পঠিতয়োস্বযোন্যুত্তরভাবিন্যোঃ সামান্তর যোন্যোর্দ্বয়োর্ঋচোঃ। তৃচগতয়োস্তু দ্বিতীয়তৃতীয়য়োরুত্তরাত্বং সংজ্ঞয়া বর্ত্ততে। অতস্তয়োরেবগানং। এবং সতি পূর্ব্বাধিকরণে নির্ণীতং সমাম্বেবগানমনুগৃহীতং ভবতি। কিঞ্চ তৃচাত্মকেষু সূক্তেষু যা প্রথমা যোনিভূতা তন্নাম্নাছন্দোগ্রন্থস্য 'যোনিগ্রন্থঃ' ইতি অধ্যাপকানাং সমাখ্যা। ইতরস্য তু তৃচসত্ত্বরূপস্য গ্রন্থস্যোপরিতনয়োর্ঋচোনামধেয়েন 'উত্তরা' ইতি সমাখ্যা। স এব গ্রন্থ কর্ম্মাঙ্গসমর্পকং প্রকরণং। পঞ্চদশ সপ্তদশাদি স্তোমানাং তৃচেম্বেবোৎপত্তেঃ। তস্মাদুত্তরাগ্রন্থয়োস্তৃচগতয়োর্দ্বিতীয় তৃতীয়য়োরয়মূহঃ ইতি।

দ্বিতীয়বর্ণকং "ত্রৈশোঽকেঽতি জগত্যো দ্বে আনেয়ে গীতয়েঽথবা। বৃহত্যাবাদিমঃ সাম্যাম্নোত্তরাত্বং শ্রুতের্ব্বলাৎ॥" দ্বাদশাহে চতুর্থেঽহান ত্রৈশোকনামকং সাম (উ২।প্র২।অ১৩) বিহিতং। তচ্চ বিশ্বাঃ পৃতনা (৫প্র ২১সূ ১ঋ) ইত্যেতস্যামতিজগত্যামুৎপন্নং তাস্মংশ্চ তৃচে তস্যা যোনেরুত্তরে দ্বে বৃহত্যৌ নেমিং নয়ন্তী-ত্যাদিকে (৫প্র।১৪সূ।২।৩ঋ) অম্নাতে।

যোনিভূত ঋকের উত্তরা-ঋক হইয়া থাকে এবং সেই বিষয়ে বিশেষ নিয়ামক বাক্যের অভাব-হেতু যে কোনও দুইটি উত্তরা ঋকের গান করিবে;—তাহা বলিতে পার না। কারণ, প্রতিযোগীর অপেক্ষা না থাকায়, 'উত্তরা' এই সংজ্ঞাশব্দ সহসা বুদ্ধিতে আসিয়া থাকে। পূর্ব্ব-পঠিত যোনি-ঋক্‌কে অপেক্ষা করিয়া যে উত্তরাত্ব বলা হইয়াছে, তাহা বিলম্বে বোধগম্য হয় বলিয়া, দুর্ব্বল 'ছন্দ'-গ্রন্থে পঠিত স্বীয়যোনির উত্তরভাবিনী (যাহা পরে হইয়া থাকে) ঋক্ এবং অন্য সামের যোনিভূত যে দুইটি ঋক্, তাহাদের এই প্রকার দুর্ব্বল উত্তরাত্বই প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ উক্তবিধ ঋক্‌দ্বয়কেই ঐরূপ উত্তরা বলা যাইতে পারে)। কিন্তু তৃচগত যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্, তাহাদের উত্তরাত্ব সংজ্ঞা সিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব সেই দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া গান করিবে। এইরূপ হইলে, পূর্ব্ব (চতুর্থ) অধিকরণে যে তুল্য-ছন্দে বিশিষ্ট ঋক্-সকলে গান করিবে—নির্ণীত হইয়াছে, তাহা অনুগৃহীত হইল। আরও, তৃচাত্মক সূক্ত-সমূহের মধ্যে প্রথম যে যোনি-ভূত ঋক্, তাহার নামানুসারে ছন্দোগ্রন্থের 'যোনিগ্রন্থ' সমাখ্যা (নাম), অধ্যাপকগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু অপর তৃচসমষ্টিরূপ গ্রন্থের উপরিতন ঋকদ্বয়ের নামানুসারে 'উত্তরা' সমাখ্যা হইয়াছে। সেই গ্রন্থ—কর্ম্মের অঙ্গ-প্রতিপাদক প্রকরণ বলিয়া খ্যাত। পঞ্চদশ সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোম-সকলের তৃচেতে উৎপত্তি হইয়া থাকে বলিয়া উত্তরা-গ্রন্থস্থিত তৃচগত যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ঋক্, তাহার এই 'ঊহ' হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

অনন্তর দ্বিতীয় বর্ণক কথিত হইতেছে,—'ত্রৈশোঽকেঽতিজগতৌ দ্বে' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—দ্বাদশাহ (দ্বাদশ দিন) সাধ্য কর্ম্মে চতুর্থ দিনে ত্রৈশোক নামক সাম, উহরূপে (উ ২। প্র ২। অ। ১২) বিহিত হইয়াছে। তাহা, 'বিশ্বাঃ পৃতনাঃ' এই অতিজগতী ঋকে উৎপন্ন। 'তস্যাযোনেঃ' ইত্যাদিরূপ সেই তৃচ আম্নাত হইলে, তাহাতে (সেই সামে) বৃহতীদ্বয়

তত্র বৃহত্যাম্বুপেক্ষ্য তয়োঃ স্থানে দ্বে উৎপত্তিসিদ্ধে অতিজগত্যৌ আনীয় তাসু তিসৃষু গেয়ং। তথা সতি সমাসু গানং পূর্ব্বত্র নির্ণীতমনুগৃহ্যেত। অতিজগতীষু স্তুবন্তি ইতি শ্রূয়মানং অতিজগতী-বহুত্বং অন্যথা নোপপদ্যেতেতি চেৎ, মৈবং। উত্তরয়োর্গায়ত্রীত্র্যুকস্য সংজ্ঞারূপস্যোত্তরাশব্দস্যাধীয়মানয়োর্বৃহত্যোর্মুখ্যত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ বহুত্বলিঙ্গাৎ সমাসু গানং ইতি ন্যায়াচ্চ বলীয়সী। যদেতদতিজগতীবহুত্বং তদ্বৃহত্যোঃ স্বীকারেঽপ্যুপপদ্যতে। একবিংশস্তোমস্যাত্র বিহিতত্বেন তৎসিদ্ধয়ে প্রথমায়াঃ অতিজগত্যাঃ সপ্তকৃত্য আবর্ত্তনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ ত্রৈশোকং সাম বৃহত্যোরূহনীয়ং ইতি।

ষষ্ঠাধিকরণে প্রথম বর্ণকং 'রথন্তরে ককুব গ্রাহ্যা গ্রথ্যাবাচ্যোঽর্থবত্ত্বতঃ। পুনঃ কদা প্রসিদ্ধ্যাদেরন্যোঽর্থোঽন্যত্র বীক্ষ্যতাং।' ইদমাম্নায়তে 'ন বৈ বৃহদ্রথন্তরমেবচ্ছন্দঃ যত্তয়োঃ পূর্ব্বাবৃহতী ককুভাবুত্তরে' ইতি। অয়মর্থঃ বৃহদ্রথন্তরং তদেতৎ সামদ্বয়মিতরসামবদেকচ্ছন্দস্কং ন ভবতি। যস্মাৎ কারণাৎ তয়োর্বৃহদ্রথন্তরসাম্নোরাশ্রয়ভূতাস্বৃক্ষু পূর্ব্বা বৃহতীচ্ছন্দস্কা (৩প্র।১২সূ১ঋ) উত্তরে তু দ্বে ঋচৌ (৩প্র।১২সূ।১ঋ) ককুবচ্ছন্দস্কে ইতরেষাং বামদেব্যাদি সাম্নামাশ্রয়ে তৃচে অবস্থিতাঃ তিস্রঋচঃ একচ্ছন্দস্কাঃ উত্তরা গ্রন্থে আম্নাতাঃ সংশয়বিলেশ পরিহারায় সমাসু গায়েৎ' ইতি ন্যায়েন নির্ণীতা এব। ইহ তু বাচনিকং বিষমচ্ছন্দস্কাসু

উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেই স্থানে উৎপত্তি-সিদ্ধ দুইটী অতি-জগতীকে আনয়নপূর্ব্বক সেই তিনটী ঋকেতে গান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পূর্ব্ব-নির্ণীত যে সমচ্ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্-বিষয়ক গান, তাহা অনুগৃহীত হয়। অন্যথা, 'অতি জগতীষু স্তুবন্তি'—এই শ্রুতিতে শ্রূয়মাণ যে অতিজগতীর বহুত্ব, তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিতে পার না। যেহেতু, 'উত্তরয়োর্গায়তি'—এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, সংজ্ঞারূপ উত্তরা শব্দের স্থানে যে বৃহতীদ্বয় পঠিত হইয়াছে, তাহাই মুখ্য (প্রধান)। এ বিষয়ে শ্রুতিও বহুত্ব-সামর্থ্য জন্য এবং 'সমাসু গানং' এই ন্যায়-হেতু বলবতী হইয়াছে। অতএব অতিজগতীর যে বহুত্ব, তাহা বৃহতীর পক্ষেও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। এই স্থলে একবিংশতি স্তোম বিহিত হওয়ায়, তাহা উপপন্ন করিবার জন্য প্রথমা ঋকের সপ্তবার আবৃত্তি করা কর্ত্তব্য সেই জন্য বৃহতীদ্বয়ে ত্রৈশোক নামক সামের উহ করিতে হইবে। এইরূপ পঞ্চম অধিকরণের সিদ্ধান্ত।

অনন্তর ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম বর্ণক কথিত হইতেছে,—'রথন্তরে ককুভ' ইত্যাদি। 'ন বৈ বৃহদ্রথন্তরম্' ইত্যাদি আম্নাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই,—বৃহৎ ও রথন্তর এই দুইটি সাম, অপর সামের ন্যায় একচ্ছন্দোবিশিষ্ট নহে; যেহেতু, সেই বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়ের আশ্রয়-স্বরূপ যে সকল ঋক বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বঋকটী বৃহতীছন্দোবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহা বৃহতীছন্দে রচিত (উ৹।প্র১২সূ।১ঋ)। কিন্তু, অপর দুইটি ঋক্ (উ৹।প্র১২সূ।১ঋ) ককুভ্ ছন্দে রচিত। ইহা ভিন্ন অপর যে সকল বামদেব্য প্রভৃতির সাম আছে, তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ তৃচে অবস্থিত তিনটি ঋক্ এক ছন্দে রচিত। সংশয় (সম্যক্ হিংসা) এবং বিলেশ (বিশেষ অল্পতা) এতদুভয়ের পরিহার; এবং 'সমাসু-গায়েৎ' এই ন্যায়, উত্তরা গ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু, এই

গানমিতি। তত্র রথন্তরস্যাশ্রয়তয়া তৃচোনোত্তরাগ্রন্থে সমাম্নাতঃ। কিন্ত্বাং? প্রগাথস্তমী-শ্রয়ত্বোম্নাতঃ স চ দ্বাভ্যামৃগ্‌ভ্যাং নিষ্পন্নত্বাৎ দ্ব্যৃচো ভবতি। তয়োশ্চ দ্বয়োর্ঋচোঃ অভিত্বা-শূরেত্যেষা (১ প্র ১১ সূ ১ঋ) প্রথমা। সাচ বৃহতী। নত্বা বাঁ অন্যোদিব্য ইত্যেষা (১প্র ১১সূ-২ঋ) দ্বিতীয়া। সাচ পংক্তিচ্ছন্দস্কা তথাচ সতি তাং পংক্তিচ্ছন্দস্কামপনীয় তস্যাঃ স্থানে দাশতয়ী গতে দ্বে উৎপত্তি ককুভৌ ঋচৌ গ্রহীতব্যে। কুতঃ? অর্থবত্বাৎ উদাহৃতেন ককুভাবুত্তরে ইতি বাক্যেন রথন্তরসাম্নঃ আশ্রয়ত্বেন ককুভোর্বিনিযুজ্যমানয়োঃ ককুব্‌ৎপত্তিরর্থবতী ভবতি। অন্যথা বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। কিঞ্চ আম্নাতায়া একস্যাঃ পংক্তেঃ স্বীকারে সতি ঋচোর্দ্বয়োরেব লাভাৎ একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং ইতি। বচনং বিরুদ্ধ্যেত। তস্মাদ্রথন্তর সাম্নি দ্বে বকুভা-বুত্তরে গ্রহীতব্যে অয়মেব ন্যায়ো বৃহৎসাম্নাপি যোজনীয়ঃ ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—আম্নাতয়োর্বৃহতী পংক্ত্যোরেব ককুব্‌ গ্রথনীয়া। তথাহি অভিত্বাশূরেত্যেষা বৃহতী প্রথবা স্তোত্রিয়া, তস্যামবি-কৃতায়ামেব রথন্তরং গাতব্যং। ততস্তস্যামৃচি চতুর্থং পাদং পুনরুপাদায়োত্তরস্যাঃ পংক্তেঃ পূর্বার্দ্ধেন সহ যোজনীয়ং। সেয়মষ্টাবিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা দ্বিতীয়া স্তোত্রিয়া। সাচৈক্য ককুব্‌

স্থলে বচনাধীন বিষম ছন্দোবিশিষ্ট (বিভিন্ন ছন্দে রচিত) ঋকে গান হইবে। উক্ত স্থলে বলা যাইতেছে যে, রথন্তর-সামের-আশ্রয়-রূপে উত্তরা গ্রন্থে তৃচ শ্রুত হয় নাই; তাহাতে কি হইবে (অর্থাৎ তাহাতে ক্ষতি নাই)? কারণ, তাহার (রথন্তরের) আশ্রয়রূপে প্রগাথ আম্নাত হইয়াছে। সেই প্রগাথ, দুইটী ঋকের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায়, দ্ব্যৃচ নামে খ্যাত। উক্ত ঋক্‌দ্বয়ের মধ্যে 'অভিত্বাশূর' এইটী প্রথমা;—তাহা বৃহতী-ছন্দোবিশিষ্ট। আর 'ন ত্বা বা অন্যো 'দিব্যঃ' এইটী দ্বিতীয়া;—ইহা পংক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট। তাহা হইলে, সেই পংক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌কে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাহার স্থানে 'দাশতয়ীস্থিত' যে উৎপত্তি ও ককুভ্‌-ছন্দোবিশিষ্ট দুই ঋক্‌, তাহাকে গ্রহণ করিবে। কেন? কারণ, প্রয়োজনবশতঃ 'ককুভাবুত্তরে' এইরূপ বাক্য উদাহৃত হইয়াছে; সেই বাক্য দ্বারা রথন্তর নামক সামের আশ্রয়রূপে বিনিযুক্ত যে ককুভ্‌দ্বয়, তাহাতে ককুভের উৎপত্তি-প্রয়োজন যুক্ত হইয়াছে। অন্যথা (অর্থাৎ এরূপ না বলিলে) তাহা (ককুভ্‌এর উৎপত্তি) নিরর্থক হইবে। আরও,—উল্লিখিত যে একমাত্র পংক্তি-ছন্দঃ, তাহা স্বীকার করিলে দুইটি ঋক্‌ই প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' এই বাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সেই জন্য, রথন্তর নামক সামে উত্তরবর্ত্তী ককুভ্‌-ছন্দোবিশিষ্ট দুই ঋক্‌ গ্রহণ করিবে; এই যুক্তিই বৃহৎ সামে যোগ করিবে; ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—উল্লিখিত বৃহতী ও পংক্তি ছন্দের মধ্যে ককুভ্‌-ছন্দ গ্রহণ করিবে। তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে। 'অভিত্বাশূর' ইহা প্রথমা ঋক্‌। এ ঋক্‌ স্তুতিরূপা এবং বৃহতীছন্দোবিশিষ্টা। অবিকৃত সেই ঋকে রথন্তর সাম গান করিবে। পরে সেই ঋকে পুনর্ব্বার চতুর্থ পাদকে উপাদান-পূর্ব্বক পরবর্ত্তী পংক্তি ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত যুক্ত করিবে। সেই এই অষ্টাবিংশতি (২৮) অক্ষরবিশিষ্ট ত্রিপদা (পদত্রয়-যুক্ত) দ্বিতীয় স্তুতিরূপা ঋক্‌। তাহা একটি ককুভ রূপে পরিণত হয়। সেই

সম্পদ্যতে তস্যাং ককুভি চরমং পাদং পংক্তেরুত্তরার্দ্ধেন সহ প্রগ্রথ্য তৃতীয়া স্তোত্রিয়া কর্ত্তব্যা। সাচ দ্বিতীয়া। ককুপ্ সম্পদ্যতে প্রগ্রথনপ্রকারেণ দ্বয়োর্ঋচোরাম্নাতয়োঃ। তৃচ নিষ্পত্তের্না স্তাক্তোবচনবিরোধঃ। অস্মিংশ্চ গ্রথনে পুনঃ পদা ইতিক্তিলিঙ্গং। তথাচ শ্রূয়তে—এষাবৈ প্রতিষ্ঠিতা বৃহতী যা পুনঃ পদা তদ্বৎ পদা পুনররিভতে তস্মাদ্বৎসোমাতরমভিহিং-করোতি। ইতি অয়মর্থঃ যা বৃহতা পুনঃ পদা ভবতি। সৈষা প্রতিষ্ঠিতা স্থিরা ভবতি। পদং চতুর্থঃ পাদঃ সোংপ্যৃগন্তরসম্পাদনায় পুনঃ পঠ্যতে। ততঃ সা বৃহতী পুনঃ পদা, সোমৃঙ্মাতা তস্যাঃ পাদো বৎসঃ তথাসতি যস্মাদত্র চতুর্থং পাদং উদ্গাতা পুনরারভতে তস্মাদ্ বৎসো-মাতরমভিবীক্ষ্য হিমিতি শব্দং করোতীতি। ন কেবলং লিঙ্গমাত্রেণ প্রগ্রথনং। কিন্তু ছান্দোগানাং প্রসিদ্ধ্যাপি। তে হ্যেবং স্মরন্তি; কাকুভঃ প্রগাথঃ ইতি। কিঞ্চ প্রগাথ-শব্দার্থপর্য্যালোচনেনাপি গ্রথনং গম্যতে। প্রকর্ষেণ গ্রথনং যত্র স প্রগাথঃ। প্রকর্ষোনাম্ আম্নাতাদৃক্পাঠাদাধিক্যং তচ্চ পূর্ব্বোক্তরীত্যা পাদাভ্যাসপুরঃসরমৃগন্তর সম্পাদনেনোপ-জায়তে। তস্মান্নোৎপত্তি-ককুভৌ গ্রহীতব্যে। কিন্তুর্হি? প্রগথনেন দ্বে উত্তরে ককুভৌ সম্পাদ্য তাসু তিসৃষু রথন্তরং গাতব্যং তথা বৃহদপি। এবং সতি পঙ্‌ক্তেঃ পাঠ সার্থো।

ককুভে স্থিত শেষ পাদকে পংক্তির উত্তরার্দ্ধের সহিত সম্বন্ধ করতঃ তৃতীয় স্তোত্ররূপা ঋক্ সম্পন্ন করিবে। তাহাই দ্বিতীয় ককুভ্-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রগ্রথন প্রকারানুসারে উল্লিখিত দুইটি ঋকে তৃচ সম্পাদিত হওয়ায়, উক্ত বচনের (অর্থাৎ 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' এই বাক্যের) সহিত বিরোধ হইল না। এই প্রগ্রথন বিষয়ে 'পুনঃপদাঃ' এইরূপ শ্রুতিবাক্যই সামর্থ্য অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্য বলেই ঐরূপ সম্বন্ধ করা যাইতেছে। সেই শ্রুতি এই,—'এষা বৈ প্রতিষ্ঠিতা বৃহতী যা পুনঃপদা' ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই,—যে বৃহতী পুনঃপদা হয়, তাহাই স্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠালাভ করে। পদ শব্দের অর্থ চতুর্থ পাদ (পদ্যের শেষ অংশ। অপর ঋক্ সম্পাদনের জন্য সেই চতুর্থ পাদ পুনর্ব্বার পঠিত হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃহতীচ্ছন্দ, পুনঃপদা নামে খ্যাত। সেই ঋক্ মাতৃস্বরূপা, তাহার পাদ বৎসস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে উদ্‌গাতা (ঋত্বিক্-বিশেষ) চতুর্থপাদকে এস্থলে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিয়া থাকেন বলিয়া, মাকে সম্মুখে দেখিয়া বৎস হিং এই প্রকার শব্দ করিয়া থাকে।' কেবল সামর্থ্যমাত্র দ্বারা প্রগথন (সম্বন্ধ-স্থাপন অর্থাৎ যোজনা) হয় না; কিন্তু ছন্দোগ (সামগায়ক) গণের প্রসিদ্ধি দ্বারাও প্রগথন হইয়া থাকে। তাঁহারা 'কাকুভঃ প্রগাথ' এইরূপ স্মরণ করিয়াছেন। আরও, প্রকৃষ্টরূপে গ্রথন হয় যাহাতে, তাহাই প্রগাথ, এইরূপ অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও গ্রথন বোধগম্য হইতেছে। আম্নাত ঋক্ পাঠ হইতে যে অধিকতা, তাহাই প্রকর্ষ। পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে পাদাবৃত্তি (পাদের পুনঃকথন) পূর্ব্বক অপর ঋকের সম্পাদন দ্বারা সেই আধিক্য উপপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে, উৎপত্তি ও ককুভ্ গ্রহণ করিবে না। তাহাতে কি বক্তব্য আছে? সে স্থলে বক্তব্য এই যে,—প্রগথন দ্বারা উত্তরবর্ত্তী ককুভ্‌দ্বয় সম্পাদন করিয়া সেই তিনটী ঋকে রথন্তর-সাম গান করা কর্ত্তব্য এবং বৃহৎ সাম গান করা বিধেয়। এইরূপ স্থির হইলে, পংক্তি ছন্দ পাঠ করা সার্থক হইল।

ভবতি। ন চৈবং ককুভুৎপত্তিবৈয়র্থমিতি শঙ্কনীয়ং। বাচস্তোমেস্তদুপযোগাৎ তস্মান্ন কাপি প্রগ্রথনে অনুপপত্তিঃ ইতি॥

দ্বিতীয়বর্ণকং,—"যৌধাজয়ে রৌরবেচ বৃহত্যোরাগমোঽথবা। প্রথনং পূর্ব্ববৎ পঙ্ক্তৌ ষষ্টি লক্ষমিহোচ্যতে॥', ইদমাম্নায়তে—রৌরব-যৌধাজয়ে বার্হতে তৃচে ভবতঃ ইতি। অয়মর্থঃ—রৌরব-নামকং কিঞ্চিৎ সাম তথা যৌধাজয়নামকমপরং তয়োঃ সাম্নোর্বৃহতীচ্ছন্দস্কস্তৃচ আশ্রয় ইতি। উত্তরা গ্রন্থে তু তস্য সামদ্বয়স্যাশ্রয় একঃ প্রগাথঃ আম্নাতঃ॥ তস্মিংশ্চ প্রগাথে পুনানঃ সোমেত্যসাবৃক্ প্রথমা সাচ বৃহতী 'দুহান উধর্দিব্যমিতি' দ্বিতীয়া, সাতু বিষ্টারপঙ্‌ক্তিঃ। তামেতাং বিষ্টপংক্তিমপনীয় তস্যাঃ স্থানে উৎপত্তি বৃহত্যৌ যে ঋচৌ আনেতব্যে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। বৃহতীবিষ্টারপংক্ত্যোঃ প্রগ্রথনবিশেষেণ দ্বে বৃহত্যাবুত্তরে সম্পাদনীয়ে ইতি রাদ্ধান্তঃ। তত্রোভয়ত্র যুক্তিঃ পূর্ব্বন্যায়েন দ্রষ্টব্যা। লিঙ্গংত্বেবমাম্নায়তে—ষষ্টিস্ত্রিষ্টুভোমাধ্যন্দিনং সবনং ইতি। অয়মর্থঃ—রৌরব-যৌধাজয়নামকে সামনী মাধ্যন্দিনে সবনে গীয়তে। তস্মিংশ্চ সবনে ত্রিষ্টুপ ছন্দস্কাশ্চঃ ষষ্টির্ভবন্তীতি। সেয়ং ষষ্টিসংখ্যা প্রগ্রথনপক্ষে উপপদ্যতে। তথাহি মাধ্যন্দিনে সবনে পবমান একঃ, পৃষ্ঠস্তোত্রাণি চত্বারি পবমানে ত্রীণি সূক্তানি;—উচ্চাতেজাতমিত্যেকং সূক্তং তত্র গায়ত্র্যাস্ত্রিস্রশ্চঃ। পুনানঃ সোমেতি

ককুভের উৎপত্তি যে নিরর্থক, এইরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, বাচস্তোম প্রকরণে তাহার (ককুভ উৎপত্তির) প্রয়োগ রহিয়াছে। অতএব তাহা সার্থক। এই সকল কারণে প্রগ্রথন-বিষয়ে কোনও অনুপপত্তি (যুক্তির অভাব) থাকিল না ইহাই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় বর্ণক কথিত হইতেছে,—'যৌধাজয়ে রৌরবে চ ইত্যাদি। শ্রুতিতে 'রৌরব যৌধাজয়ে বার্হতে তৃচে ভবতঃ'—এইরূপ আম্নাত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই,—একটি সামের নাম রৌরব, এবং অপর একটীর নাম যৌধাজয়। বৃহতীছন্দোবিশিষ্ট তৃচই সেই দুইটি সামের আশ্রয়। কিন্তু উত্তরাগ্রন্থে একমাত্র প্রগাথ সেই দুই সামের আশ্রয়রূপে আম্নাত হইয়াছে। সেই প্রগাথে 'পুনানঃ সোম' এই ঋক্‌টী প্রথমা, এবং তাহা বৃহতীছন্দে রচিত। আরও, 'দুহান উধর্দিবাম্' এই ঋক্‌টী দ্বিতীয়া; তাহাও বিষ্টারপংক্তি নামক ছন্দোবিশিষ্ট। সেই বিষ্টারপংক্তি ছন্দকে ত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে উৎপত্তিবৃহতীদ্বয়বিশিষ্ট দুইটি ঋক্‌কে আনয়ন করিবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। বৃহতী ও বিষ্টারপংক্তির প্রগ্রথন-বিশেষ দ্বারা অপর বৃহতীদ্বয়কে সম্পন্ন করিবে। ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত—এতদুভয় স্থলে যে যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বন্যায়ানুসারে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত স্থলে শ্রুতি-সামর্থ্য এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—'ষষ্টিস্ত্রিষ্টুভোমাধ্যন্দিনং সবনং'। তাহার অর্থ এই, রৌরব ও যৌধাজয় নামক সামদ্বয় মধ্যাহ্ন-কর্ত্তব্য যজ্ঞীয়-স্নানে গীত হইয়া থাকে। সেই সবন-কার্য্যে ত্রিষ্টুভ্ নামক ছন্দোবিশিষ্ট ষষ্টি (৬০) সংখ্যক ঋক্ আছে।' প্রগ্রথন করিলে (এক ছন্দের সহিত অপর ছন্দের পরস্পর যোজনা করাকে প্রগ্রথন বলা হইয়াছে), সেই ষষ্টি সংখ্যা উপপন্ন হয়। তাহাই সপ্রমাণ করা যাইতেছে; যথা,—মধ্যাহ্ন-কর্ত্তব্য যজ্ঞিয়স্নান বিষয়ে একটী পবমান, চারিটি পৃষ্ঠ-স্তোত্র এবং অপর তিনটী সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে 'উচ্চাতে জাতং' এই একটী

দ্বিতীয়ং সূক্তং, তচ্চ প্রগাথরূপং। তত্র পূর্ব্বা বৃহতী উত্তরাবিষ্টারপংক্তিঃ। প্রতুদ্রবপরিকোশমিতি তৃতীয়ং সূক্তং। তত্র ত্রিষ্টুভঃ তিস্রঃ। পৃষ্ঠস্তোত্রেষু অভিত্বা শূরেতি প্রগাথরূপং প্রথমং সূক্তং। তত্র পূর্ব্বা বৃহতী উত্তরা বিষ্টারপংক্তি। কয়ানশ্চিত্র ইতি দ্বিতীয়ং। তত্র তিস্রঃ গায়ত্র্যঃ, তম্বোদস্মমৃতীষহমিতি তৃতীয়ং প্রগাথরূপং, তত্র বৃহতীপংক্তৌ। তরোভির্বোবিদদ্বসুমিতি প্রগাথরূপং চতুর্থং। তত্রাপি বৃহতী-পংক্তৌ। এবমস্তরস্মিন্ সবনে সপ্ত সূক্তানি। তেষু নব সামানি গয়ানি। প্রথমে সূক্তে গায়ত্রমামহীয়বং চেতি দ্বে সামনী। দ্বিতীয়ে রৌরবং যৌধাজয়ং চ। তৃতীয়ে ঔষণং। চতুর্থে রথন্তরং। পঞ্চমে বামদেব্যং। ষষ্ঠে নৌধসং। সপ্তমে কালেয়ং। তত্র প্রথমসূক্তস্থ সামদ্বয়নিষ্পত্তয়ে দ্বিরাবৃত্তাবাশ্রয়ভূতা ঋচঃ ষড়্গায়ত্র্যো ভবন্তি। পঞ্চমসূক্তগতা বামদেব্যসামাশ্রয়ভূতাঃ তিস্রঃ ঋচঃ সপ্তদশস্তোমসিদ্ধ্যর্থমাবর্ত্ত্যমানাঃ সপ্তদশ গায়ত্র্যঃ ইত্যেবং মিলিত্বা ত্রয়োবিংশতি গায়ত্র্যঃ। ষষ্ঠে সূক্তে বৃহতীপংক্ত্যৌ প্রগ্রথনেন বার্হততৃচো ভবতি। তথা সপ্তমেঽপি। তত্রোভয়ত্র সপ্তদশ স্তোমে সতি চতুস্ত্রিংশদ্ বৃহত্যো ভবন্তি। দ্বিতীয়সূক্তেঽপি প্রগ্রথনেন বার্হতং

সূক্ত; তাহাতে গায়ত্রী নামক তিনটি ঋক্ আছে। 'পুনানঃ সোম' এইটি দ্বিতীয় সূক্ত। তাহা প্রগাথস্বরূপ এবং তাহাতে প্রথমে বৃহতী, পরে বিষ্টারপংক্তি এই দুই ছন্দঃ আছে। 'প্রতুদ্রব পরিকোশং'—ইহা তৃতীয় সূক্ত। উক্ত সূক্তে তিনটি ত্রিষ্টুভ্ আছে। পৃষ্ঠস্তোত্র-সমূহে 'অভিত্বা শূর' ইত্যাদি প্রগাথরূপ প্রথম সূক্ত। তাহার পূর্ব্বে বৃহতী এবং পরভাগে বিষ্টারপংক্তি ছন্দ আছে। 'কয়ানশ্চত্রঃ' ইত্যাদি দ্বিতীয় সূক্ত; তাহাতে তিনটি গায়ত্রী ছন্দ আছে। 'তং বোদস্মমৃতীষহং'—ইহা প্রগাথরূপ তৃতীয় সূক্ত। তাহাতে বৃহতী ও পংক্তি ছন্দঃ আছে। 'তরোভির্বোবিদদ্বসুং'—ইহা প্রগাথরূপ চতুর্থং সূক্ত; তাহাতেও বৃহতী ও পংক্তি ছন্দঃ আছে। এইরূপ অন্য সবন-প্রকরণে সাতটি সূক্ত আছে। তাহার মধ্যে নয়টি সাম গান যোগ্য (অর্থৎ নববিধ সামের গান করিবে।) সেই নয়টি সাম কি কি, এস্থলে তাহাই কথিত হইতেছে; প্রথম সূক্তে গায়ত্র ও আমহীয়ব এই দুইটি সাম, দ্বিতীয় সূক্তে রৌরব ও যৌধাজয় এই দুইটি সাম, তৃতীয় সূক্তে ঔষণ (উষাদেবসম্বন্ধীয়) সাম, চতুর্থ সূক্তে রথন্তর সাম, পঞ্চম সূক্তে বামদেব্য নামক সাম, ষষ্ঠ সূক্তে নৌধস সাম এবং সপ্তম সূক্তে কালেয় নামক সাম। ইহাই নববিধ সাম। উক্ত সাতটি সূক্তের মধ্যে প্রথম সূক্তের সামদ্বয় যাহাতে প্রতিপন্ন হয়, সেই নিমিত্ত উক্ত সামদ্বয়ের আশ্রয়ভূত যে তিনটি গায়ত্রী ঋক্ আছে, তাহা বারম্বার উচ্চারিত হইয়া ষট্‌সংখ্যক হইয়া থাকে। বামদেব্য-সামের আশ্রয়স্বরূপ যে তিনটি ঋক্, তাহা সপ্তদশ স্তোম-নিষ্পত্তির জন্য দ্বিরুক্ত হইয়া সপ্তদশ-সংখ্যক গায়ত্রী ঋক্ হইয়া থাকে। এইরূপে মিলিত হইয়া ত্রয়োবিংশতি (২৩) সংখ্যক গায়ত্রী হইল। ষষ্ঠ সূক্তে বৃহতী ও পংক্তি এই দুই ছন্দোবিশিষ্ট যে ঋক্ আছে, তাহা প্রগ্রথন দ্বারা বার্হত (বৃহতী-সম্বন্ধীয়) তৃচ হইয়া থাকে। সপ্তম সূক্ত ও ষষ্ঠ সূক্ত—এই উভয়ই সূক্ত মিলিয়া সপ্তদশ স্তোম হয়। এইরূপ চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) সংখ্যক বৃহতী হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সূক্তে প্রগ্রথন দ্বারা 'বার্হত-তৃচ' সম্পাদিত হইয়াছে। সামদ্বয়ের নিমিত্ত ঐ বার্হত তৃচ বারম্বার

তৃচং সম্পাদ্য সামষয়ার্থমাবৃত্তৌ ষড্‌বৃহত্যো ভবন্তি। চতুর্থসূক্তে রথন্তরসামার্থং পূর্ব্ব-বর্ণকোক্তরীত্যা প্রগ্রথনে সতি ককুভাবুত্তরে ভবতঃ। প্রথমা তু স্বতঃসিদ্ধ বৃহতী। তত্র সপ্তদশস্তোমে সতি পঞ্চ বৃহত্যো দ্বাদশ ককুভশ্চ সম্পদ্যন্তে; (তস্য চ স্তোমস্য বিধায়কং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে—পঞ্চভ্যোহিঙ্করোতি স তিসৃভিঃ, স একয়া, স একয়া। পঞ্চভ্যো-হিঙ্করোতি স একয়া, স তিসৃভিঃ, স একয়া। সপ্তভ্যোহিঙ্করোতি স একয়া, স তিসৃভিঃ, স তিসৃভিঃ ইতি। অয়মর্থঃ—একা স্বতঃসিদ্ধা বৃহতী, প্রগ্রথিতে দ্বে ককুভাবিত্যেবংবিধ স্তৃচস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈরাবর্ত্তনীয়ঃ। প্রথমে পর্য্যায়ে ত্রির্বৃহতী গাতব্যা, সকৃৎ সকৃৎ ককুভৌ। দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে,—সকৃদ্‌ বৃহতী ত্রিবারমনন্তরা ককুপ্‌ সকৃদন্ত্যা। তৃতীয়ে পর্য্যায়ে, সকৃৎ বৃহতী ত্রিস্ত্রি ককুভাবিতি হিঙ্করোতি হিঙ্কারোপলক্ষিতং গানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।) তদেবং তৃতীয় সূক্ত ব্যতিরিক্তেষু ষট্‌সু সূক্তেষু ত্রয়োবিংশতির্গায়ত্র্যঃ পঞ্চ চত্বারিংশদ্‌বৃহত্যো দ্বাদশ ককুভঃ সম্পান্নাঃ। তত্র ককুপ্‌ অষ্টাবিংশত্যক্ষরা তস্যাং ষোড়শাক্ষরে গায়ত্রী পাদদ্বয়ে যোজিতে। চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্‌ সম্পদ্যতে। অনয়া দিশা দ্বাদশানাং ককুভাং ত্রিষ্টুপত্বসম্পাদনায় চতুর্ব্বিংশতির্গায়ত্রীপাদা যোজনীয়াঃ। তথা সত্যষ্টৌ গায়ত্র্যো গতাঃ,

---

উচ্চারণ করিলে ছয়টি বৃহতী হইতেছে। চতুর্থ সূক্তে রথন্তর-সাম নিষ্পত্তির জন্য, পূর্ব্ববর্ণকে কথিত রীতি অনুসারে, বিশিষ্ট সম্বন্ধ দ্বারা তৃচের শেষ-পাঠ্য ককুভ্‌দ্বয় নিষ্পন্ন হইতেছে। কিন্তু প্রথম যে বৃহতী ঋক্‌, তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে। সেই সূক্তে সপ্তদশ স্তোম সিদ্ধ হইয়াছে; তাহাতে পাঁচটি বৃহতী এবং দ্বাদশটী ককুভ্‌ সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত স্তোমের বিধায়ক যে ব্রাহ্মণভাগ, তাহা এইরূপে শ্রুত হইয়াছে,—'পঞ্চভ্যো হিঙ্করোতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপ,—স্বতঃসিদ্ধ একটী বৃহতী ঋক্‌ এবং প্রগ্রথন দ্বারা উৎপন্ন দুইটী ককুভ্‌ ঋক্‌—তদুভয়ের দ্বারা একটী তৃচ নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেই তৃচটী, তিনটি পর্য্যায় দ্বারা আবর্ত্তিত করিবে। তাহার মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ে বৃহতী বারত্রয় এবং ককুভ্‌-ছন্দরচিত-ঋক্‌ দুইটি এক এক বার গান করিবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বৃহতী একবার, অনন্তর ককুভ তিন বার এবং সর্ব্বশেষস্থিত যে ককুভ্‌, তাহা একবার গান করিবে। আর তৃতীয় পর্য্যায়ে—বৃহতী একবার ও প্রথম ককুভ তিন বার এবং শেষ ককুভ তিন বার গান করিবে। গান করিবার সময় সর্ব্বত্র 'হিং' এইরূপ শব্দ করিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তৃতীয় সূক্ত ভিন্ন অন্য ছয়টি সূক্তে ত্রয়োবিংশতি-সংখ্যক গায়ত্রী ঋক্‌, পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক (৪৫) বৃহতী ঋক্‌ এবং দ্বাদশটি (১২) ককুভ্‌-ঋক্‌ সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সূক্ত-সমূহে যে ককুভ্‌ ছন্দঃ আছে তাহা অষ্টাবিংশতি (২৮) অক্ষর-বিশিষ্ট। যদি সেই ককুভ্‌-ছন্দে গায়ত্রীর দুই পাদ (ষোড়শ অক্ষর) যোগ করা হয়, তাহা হইলে চতুশ্চত্বারিংশৎ (৪৪) অক্ষর-বিশিষ্ট একটি ত্রিষ্টুভ্‌ ছন্দঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে দ্বাদশটি ককুভকে ত্রিষ্টুভ্‌ করিতে হইলে, তাহাতে গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি (২৪) পাদ যোগ করা আবশ্যক। যদি ঐরূপ যোগ করা হয়, তাহা হইলে ত্রয়োবিংশতি (২৩) গায়ত্রীর মধ্যে আটটি গায়ত্রী গত হইল?

পঞ্চদশ গায়ত্র্যোঽবশিষ্যন্তে। তাসাং পঞ্চচত্বারিংশৎ পাদাঃ। তাংশ্চ তাবতীষু বৃহতীষু সংযোজ্য ত্রিষ্টুভঃ সম্পাদনীয়াঃ। তত এতাঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ ককুভস্তু নিষ্পন্না দ্বাদশ। তৃতীয়ে সূক্তে স্বতঃসিদ্ধাস্তিস্রঃ ইত্যেবং প্রগ্রথনপক্ষে ষষ্টিস্ত্রিষ্টুভঃ উত্তরা-গ্রন্থে সমাম্নাতা এব লভ্যন্তে। উৎপত্তিবৃহত্যানয়নে তু প্রকরণাম্নাতানাং তাবতীনামলাভাৎ প্রকৃতহানপ্রকৃতকল্পনে প্রসজ্যোয়াতাং। তস্মাৎ ত্রিষ্টুভঃ ষষ্টিরিত্যেতদ্বৃহতী-প্রগ্রথনস্য লিঙ্গং। প্রগ্রথনপ্রকারং স্পষ্টীক্রিয়তে; পুনানঃ সোমেত্যস্যা বৃহত্যাশ্চতুর্থপাদং পুনরুপাদায় দ্বিরভ্যস্য হুতান উৎর্দ্দিবং-মিত্যস্যা বিষ্টারপংক্তেঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন সংযোজয়েৎ। সা বৃহতী ভবতি এতদীয়ং চতুর্থং পাদং দ্বিরভ্যস্যোত্তরার্দ্ধেন যোজয়েৎ। সাপি বৃহতী ভবতি। তস্মাদ্ যৌধাজয়ৌরবয়োঃ বৃহত্যৌ উত্তরে প্রগ্রথনীয়ে। এবং নৌধসকালেয়য়োরপি দ্রষ্টব্যং ইতি॥

তৃতীয় বর্ণকং,—'শ্রাবাশ্বাঙ্কীগবেহস্তুষ্ট নানেয়ে গ্রথ্যন্তেহপরা। পুরেব লিঙ্গং জগতী চতু-

---

কারণ, গায়ত্রী পাদত্রয়বিশিষ্ট। পাদত্রয়ের অষ্টগুণ করিলে ২৪শ পাদ হইয়া থাকে। সুতরাং আটটি গায়ত্রী, ক্রমে দ্বাদশ ককুভে প্রবিষ্ট হওয়ায়, আর পঞ্চদশটী (১৫) মাত্র গায়ত্রী অবশিষ্ট থাকিল। অবশিষ্ট সেই সকল গায়ত্রীর পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) পাদকে সমসংখ্যা (৪৫) বিশিষ্ট সমস্ত বৃহতীতে যথাক্রমে যুক্ত করিয়া ত্রিষ্টুভ নিষ্পন্ন করিবে। উক্ত প্রকারে পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) ককুভে দ্বাদশ ত্রিষ্টুভ্ নিষ্পন্ন হয়। 'স্বতঃসিদ্ধাস্তিস্রঃ' অর্থাৎ তিনটি বৃহতী কোন ছন্দ অপেক্ষা না করিয়া সিদ্ধ হইয়া আছে,—তৃতীয় সূক্তে এইরূপ প্রগ্রথন (যোজনা বিশেষ) বলা হইয়াছে। সেই পক্ষে ষষ্টি-সংখ্যক ত্রিষ্টুভ্ পাওয়া যায় ঐ ত্রিষ্টুভ্ সকল উত্তরাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকরণে উল্লিখিত ষষ্টি সংখ্যক ত্রিষ্টুভ্ উৎপত্তি-বৃহতী নিষ্পাদন সময়ে পাওয়া যায় না। সেইজন্য স্বতঃসিদ্ধ বৃহতীর স্থলে ষষ্টি-সংখ্যারূপ প্রকৃত সংখ্যার সঙ্গতি এবং উৎপত্তি-বৃহতী স্থলে তদপেক্ষা ন্যূন-সংখ্যারূপ অপ্রকৃত (অনুল্লিখিত) সংখ্যার কল্পনা করিতে হইবে। ঐরূপ প্রসঙ্গাধীন স্থির হওয়ায় ষষ্টিসংখ্যক ত্রিষ্টুভ বৃহতীর প্রগ্রথন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 'অতএব ত্রিষ্টুভঃ ষষ্টি'—এই বাক্যে প্রগ্রথনের সামর্থ্য আছে স্থির হইল। প্রগ্রথনের প্রণালী বলা যাইতেছে; যথা,—'পুনানঃ সোম', এই বৃহতী-ছন্দোবিশিষ্ট ঋকের চতুর্থ পাদকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া তাহা বারদ্বয় উচ্চারণ করিবে। তার পর তাহাকে 'হুতান উৎর্দ্দিবাম্' এই বিষ্টারপংক্তিছন্দঃযুক্ত ঋকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত করিবে। সেই ঋক্ বৃহতী নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত প্রকারে সংযোগ করিয়া যে বৃহতী ঋক্ হইয়াছে, তাহার চতুর্থ পাদকে দুই বার উচ্চারণ করিয়া উক্ত বিষ্টারপংক্তির উত্তরার্দ্ধের সহিত সংযুক্ত করিবে। তাহাও বৃহতী নামে খ্যাত। উক্ত প্রকার যোজনা দ্বারা যেরূপে বৃহতীদ্বয় উৎপন্ন হইল; যৌধাজয় ও ঔরব নামক সামদ্বয়ের প্রগ্রথন-প্রণালীও সেইরূপ জানিবে; নৌধস ও কালেয় নামক সামদ্বয়ও ঐরূপ গঠিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় বর্ণকের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় বর্ণক কথিত হইতেছে; যথা,—'শ্রাবাশ্বাং ধীগবে' ইত্যাদি। শ্রুতিতে আছে,—

র্বিংশতি-কীর্ত্তনং।' ইদমাম্নায়তে—পঞ্চছন্দা আবাপঃ আর্ভবঃ পবমানঃ সপ্ত সামা গায়ত্রে তৃচে ভবতঃ। শ্যাবাশ্বাঙ্কীগবে আনুষ্টুভে তৃচে ভবতঃ। উষ্ণিহি সফং, ককুভি পৌষ্কলং, কাবমন্ত্যাং জগতীষু ইতি। অয়মর্থঃ—অস্তি তৃতীয় সবনে পবমানঃ আর্ভবসংজ্ঞকঃ তস্মিন্ পঞ্চ সূক্তানি সপ্তসামানি; স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠা ইত্যেকং সূক্তং (উ১।প্র২ ৫) তস্মিন্ গায়ত্র্য-স্তিস্রঋচঃ। তাসু গায়ত্র্যং সংহিতং (উ১।প্র৮) চেতি দ্বে সামনী। 'পুরোজিতা বো অন্ধস' ইতি সূক্তান্তরং (উ১।প্র১৮) তত্রৈকানুষ্টুবুত্তরে দ্বে গায়ত্র্যৌ তাসু শ্যাবাশ্বং (উ১।প্র১১) আঙ্কীগবং (উ১।প্র১১) চেতি দ্বে সামনী। 'ইন্দ্রমচ্ছসুতা' ইত্যপরং সূক্তং (উ১।প্র১৮) তস্মিন্নুষ্ণিহস্তিস্রঃ। তাসু সফং সাম। পবস্ব মধুমত্তমং ইতি প্রগাথঃ (উ১।প্র১৬) তস্মিন্ পূর্ব্বা ককুপ্ উত্তরা পংক্তিঃ তত্র পৌষ্কলং (উ১।প্র৯) সাম। অভিপ্রয়াণি পবতে চ নোহিতং ইত্যন্ত্যং সূক্তং (উ১।প্র১৯)। তত্র তিস্রো জগত্যঃ তাসু কাবং (উ১।প্র১৩) সাম। এতেষাং পঞ্চানাং মধ্যে পুরোজিতীবঃ পবস্ব ইত্যনয়োঃ সূক্তয়োঃ যদ্যপি দ্বে দ্বে ছন্দসী তথাপি সমাসু গানং নিষ্পাদয়িতুং প্রগ্রথনে কৃতে সতি একমেব ছন্দঃ সম্পদ্যতে। ততো গায়ত্র্যনুষ্টুবুষ্ণিক্ককুব্জগতীভিঃ পঞ্চচ্ছন্দা আর্ভব পবমানোঽস্মিন্ সবনে আবপনীয় ইতি। তত্র পুরোজিতীবঃ ইত্যস্মিন্ সূক্তে শ্যাবাশ্বমাঙ্কীগবং চ সমাসু গাতুমুত্তরে

'পঞ্চছন্দা আবাপঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই—যজ্ঞনিমিত্তক তৃতীয় সবন-প্রকরণে আর্ভব নামক পবমান সূক্ত আছে; তাহাতে পাঁচটি ছন্দ ও সাতটি সাম বিদ্যমান। তাহার মধ্যে 'স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠা'—ইহা একটী সূক্ত (উ ১।প্র২।৫)। সেই সূক্তে তিনটি গায়ত্রী ঋক্ আছে। সেই ঋক্‌ত্রয়ে গায়ত্র্য ও সংহিতা নামক দুইটি সাম লক্ষিত হয়। 'পুরোজিতী বো অন্ধসঃ—ইহা অপর একটী সূক্ত (উ১।প্র১৮)। সেই সূক্তে একটী অনুষ্টুভ ঋক্ এবং পরে দুইটী গায়ত্রী ঋক্ আছে। সেই অনুষ্টুভ প্রভৃতি তিনটী ঋকে 'শ্যাবাশ্ব' (উ১।প্র১১) ও 'আঙ্কীগব' নামক দুইটী সাম আছে। 'ইন্দ্রমচ্ছসুতা' ইহা অপর একটী সূক্ত (উ০ ১।প্র১৮)। সেই সূক্তে উষ্ণিক্‌ছন্দোবিশিষ্ট তিনটি ঋক্ এবং তাহাতে 'সফ' নামক সাম আছে। 'পবস্ব মধুমত্তমং' ইহা প্রগাথরূপ সূক্ত। সেই প্রগাথের পূর্ব্বস্থিত ঋক্ ককুভ্‌ছন্দোবিশিষ্ট এবং পরস্থিত ঋক্ পংক্তিছন্দোবিশিষ্ট। 'তত্র পৌষ্কলম্' (উ১।প্র১৯)—ইহা অপর একটী সূক্ত। তাহাতে তিনটি জগতী ঋক্ আছে; সেই জগতীত্রয়ে 'কাব' নামক সাম গীত হইয়া থাকে। এই পাঁচটি সূক্তের মধ্যে 'পুরোজিতীবঃ' ও 'পবস্ব' নামক যে দুইটি সূক্ত আছে, সেই সূক্তদ্বয়ে যদিও দুইটি দুইটি করিয়া ছন্দের উল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও তুল্যছন্দঃ-বিশিষ্ট যে সকল ঋক্, তাহাতেই গান হইবে—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রগ্রথন করা হইয়াছে। সেইরূপ-ভাবে প্রগ্রথন করিলে, উল্লিখিত সূক্তদ্বয়ে ছন্দের পার্থক্য থাকে না। সুতরাং একই ছন্দঃ সম্পন্ন হইতেছে। উক্তরূপে একই ছন্দঃ নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়া গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, উষ্ণিক্, ককুভ্ ও জগতী—এই পঞ্চবিধ ছন্দোবিশিষ্ট যে আর্ভব পবমান সূক্ত, তাহা এই তৃতীয় সবনকালে অনুষ্ঠান করিবে। উক্ত আর্ভব-পবমানের অন্তর্গত 'পুরোজিতীবঃ' সূক্তে 'শ্যাবাশ্ব' ও 'আঙ্কীগব' নামক দুইটি সাম আছে। যাহাতে সমান-ছন্দোযুক্ত ঋক্

গায়ত্র্যাবাম্নাতে পরিত্যজ্য দ্বে উৎপত্ত্যানুষ্টুভাবনেতব্যে। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। চতুর্থং পাদং পুনরুপাদায় দ্বে অনুষ্টুভৌ প্রগ্রথনীয়ে, ইতি রাদ্ধান্তঃ। তত্রোভয়ত্র পূর্ব্ববর্ণকবৎ ন্যায়েন যুক্তির্দ্রষ্টব্যা। লিঙ্গং ত্বেবমাম্নায়তে—'চতুর্ব্বিংশতির্জগত্যস্তৃতীয়-সবন একা চ ককুবিতি'। সেয়ং সংখ্যা প্রগ্রথনপক্ষে উপপদ্যতে। তথাহি। গায়ত্র্য-সংহিতয়োঃ সাম্নোরাশ্রয়ে গায়ত্রে তৃচে দ্বিরভ্যস্তে সতি ষট্ গায়ত্র্যঃ ভবন্তি। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। অষ্টচত্বারিংশদক্ষরা জগতী। ততঃ ষড়্ভিঃ গায়ত্রীভিঃ তিস্রোজগত্যঃ ভবন্তি। শ্যাবাশ্বাঙ্কীগবয়োরাশ্রয়ভূতাঃ প্রগথিতা দ্বিরভ্যস্তাঃ ষড়নুষ্টুভো ভবন্তি। তাভিশ্চ তিস্রোজগত্যো ভবন্তি। মিলিত্বা সপ্ত জগত্যঃ সম্পন্নাঃ। সফস্য পৌষ্কলস্য চ সামান্তরবত্তৃচে গানং ন কর্ত্তব্যং। কিন্ত্বেকৈকস্যা-মৃচি। তৎকুতোঽবগম্যতে? উষ্ণিহি ককুভীতি সপ্তম্যেকবচনান্তাভ্যাং বিশেষবিধানাৎ। অষ্টাবিংশত্যক্ষরয়োরুষ্ণিক্ ককুভোরেকা জগতী গায়ত্রী পাদশ্চ সম্পদ্যতে। ককুভি মধ্যমঃ

সেই সামদ্বয় গীত হয়, তজ্জন্য সূক্তের শেষে দুইটী গায়ত্রীর উল্লেখ হইবে। কিন্তু পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে উৎপত্তিরূপ অনুষ্টুভদ্বয় আনয়ন করিতে হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এই পূর্ব্ব-পক্ষের সিদ্ধান্তান্তগত 'পুরোজতীবঃ' সূক্তে যে অনুষ্টুভ ছন্দের উল্লেখ আছে, তাহারই চতুর্থ পাদটীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া, প্রগ্রথন-নিয়মে দুইটী অনুষ্টুভ করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এই উভয়ের যুক্তি পূর্ব্ববর্ণকে উক্ত যুক্তির তুল্য জানিবে। যে পদার্থ-শক্তি দ্বারা প্রগ্রথন হইবে, সেই পদার্থ শক্তি 'চতুর্ব্বিংশতি জগত্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। যদি প্রগ্রথন করা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি (২৪) সংখ্যা উপপন্ন হইতে পারে। উক্ত চতু-র্ব্বিংশতি সংখ্যা কিরূপে উপপন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট করা যাইতেছে; যথা, গায়ত্র ও সংহিত নামক সামদ্বয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে গায়ত্র নামে তৃচ আছে, তাহা বারদ্বয় পাঠ করিলে ছয়টি গায়ত্রী ঋক্ হইয়া থাকে। ঐ গায়ত্রী ঋক্ চতুর্ব্বিংশতি-অক্ষরযুক্ত। কিন্তু জগতী ঋক্ আটচল্লিশ-অক্ষরযুক্ত। জগতী ঋক্ আটচল্লিশটী অক্ষরযুক্ত বলিয়া ছয়টী গায়ত্রী ঋকের দ্বারা তিনটি জগতী ঋক্ হইয়া থাকে। শ্যাবাশ্ব ও আন্ধীগব নামক সামদ্বয়ের আশ্রয়স্বরূপ যে অনুষ্টুভত্রয়, তাহা প্রগ্রথন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ অনুষ্টুভত্রয়, বারদ্বয় উচ্চারিত হইয়া ছয়টী অনুষ্টুভ হয়। উক্ত ছয়টি অনুষ্টুভের দ্বারা তিনটি জগতী সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বতঃসিদ্ধ জগতী একটী এবং গায়ত্রী হইতে তিনটি ও অনুষ্টুভ হইতে তিনটি জগতী সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল মিলিয়া সমষ্টিতে সাতটী জগতী উৎপন্ন হইল। উষ্ণিহি ও ককুভি এই দুইটি সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদ। ঐ দুইটি পদ দ্বারা বিশেষ বিধান করা হইয়াছে। সেই জন্য 'সফ' ও 'পৌষ্কল' নামক যে সামদ্বয় আছে, তৃচে তাহার গান করিবে না। কিন্তু এক একটী ঋকে তাহা গান করিবে,—এইরূপ বোধ হইতেছে। উষ্ণিক্ ও ককুভ্—এই দুইটি ছন্দঃ প্রত্যেকে অষ্টাবিংশতি-অক্ষর-বিশিষ্ট। উহাদের অক্ষর-সমষ্টির পরিমাণ—৫৬। ঐ দুই ছন্দে একটি জগতী ৪৮ অক্ষরে ও গায়ত্রীর এক পাদ ৮ অক্ষরে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ককুভ-ছন্দের মধ্যম পাদ দ্বাদশ-অক্ষরযুক্ত এবং উষ্ণিক্

পাদো দ্বাদশাক্ষরঃ। উষ্ণিহি চ পরঃ পাদঃ। ইতি তয়োর্ভেদঃ। কাবস্যাশ্রয়ভূতাঃ স্বতঃ-সিদ্ধা তিস্রো জগত্যঃ। ইতি মিলিত্বা পবমানেঽস্মিন্নেকাদশজগত্যো ভবন্তি। গায়ত্রী পাদশ্চাতিরিচ্যতে। আর্ভবপবমানবত্তৃতীয়সবনে যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্রমেকমস্তি। তস্য আশ্রয়ঃ যজ্ঞাযজ্ঞাবো অগ্নয়ে ইত্যসৌ প্রগাথঃ (উ১ প্র২০)। তত্র পূর্ব্বা বৃহতী উত্তরা বিষ্টারপংক্তিঃ তয়োঃ প্রগ্রথনেন ককুভাবুত্তরে কর্ত্তব্যে। তত্রৈক বিংশ স্তোমঃ তস্য বিধায়িকা বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে। সপ্তভ্যো হিংকরোতি স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ স একয়া। সপ্তভ্যো হিংকরোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ। সপ্তভ্যো হিংকরোতি স তিসৃভিঃ স একয়া স তিসৃভিঃ ইতি। অয়মর্থঃ। প্রথমায়াঃ বৃহত্যাস্ত্রিষু পর্য্যায়েষু ত্রিবারমেকবারং পুনস্ত্রিবারমিতি সপ্তবৃহত্যো মধ্যমায়াঃ ককুভঃ প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ পর্য্যায়য়োস্ত্রিস্ত্রিঃ পাঠঃ অন্ত্যে সকৃৎ উত্তমায়াঃ ককুভঃ আদৌ সকৃৎ। দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্ত্রিস্ত্রিঃ এবং চতুর্দ্দশ ককুভঃ। তাসু ককুপ্সু দ্বাদশাক্ষরাঃ মধ্যমপাদাশ্চতুর্দ্দশ। তেষু সপ্তপাদাঃ। সপ্তসু বৃহতীষু যোজনীয়াঃ। ততঃ সপ্তজগত্যোভবন্তি। অবশিষ্টাঃ অষ্টাক্ষরাঃ ককুভামাদ্যপাদা অন্ত্যপাদাশ্চ মিলিত্বাষ্টা-

---

ছন্দের শেষ পাদ দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। উষ্ণিক্ ও ককুভের এই মাত্র প্রভেদ। কাব নামক সামের আশ্রয়-স্বরূপ যে তিনটি জগতী আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপে মিলিয়া সমষ্টিতে একাদশ জগতী হয়। ঐ একাদশ জগতী আর্ভব নামক পবমান-সূক্তে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু গায়ত্রীর পদে অতিরিক্ত। আর্ভব পবমানের ন্যায় তৃতীয় যজ্ঞীয় স্থানে, একমাত্র যজ্ঞাযজ্ঞীয় স্তোত্র আছে। 'যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে'—এই প্রগাথই তাহার আশ্রয়। সেই প্রগাথের প্রথম ঋক্ বৃহতী, এবং উত্তর ঋক্ বিষ্টারপংক্তি। সেই বৃহতী ও বিষ্টারপংক্তি প্রগ্রথন (পরস্পর যোজনা) করিয়া দুইটি উত্তরা ককুভ্ করিবে। সেই ককুভে এক-বিংশতি (২১) স্তোম আছে। যে বিষ্টুতি সেই একবিংশ স্তোম বিধান করে, সেই বিষ্টুতি এইরূপে শ্রুত হইয়াছে; যথা,—'সপ্তভ্যো হিংকরোতি' ইত্যাদি। তাহার এই অর্থ,—'যজ্ঞাযজ্ঞা' এই প্রগাথে যে প্রথমা বৃহতী আছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে তিন বার, একবার এবং আরও তিনবার পঠিত হইয়া সমষ্টিতে সাতটি বৃহতী হয়। মধ্যম ককুভ,—প্রথম পর্য্যায়ে এক বার, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তিন বার ও তৃতীয় পর্য্যায়ে তিন বার পঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে চতুর্দ্দশ ককুভ্ সম্পন্ন হয়। সেই চতুর্দ্দশ ককুভে মধ্যম যে চতুর্দ্দশ পাদ আছে, তাহা দ্বাদশ-অক্ষর-বিশিষ্ট। সেই চতুর্দ্দশ পাদের মধ্য হইতে সাতটি পাদ, উক্ত সাতটি বৃহতীর সহিত যুক্ত করিতে হইবে। ঐরূপে যোগ করিলে, সাতটী জগতী হইয়া থাকে। অনন্তর চতুর্দ্দশ ককুভের অষ্টঅক্ষরবিশিষ্ট যে চতুর্দ্দশ আদি পাদ এবং চতুর্দ্দশ অন্ত্য পাদ অবশিষ্ট থাকিল, তাহা মিলিয়া সমষ্টিতে অষ্টবিংশতি (২৮) প্রাপ্ত হইতেছে। সেই আটাইশ পাদের মধ্যে ছয় পাদের দ্বারা একটী জগতী হয়। এই ক্রমে ২৪শ পাদের দ্বারা চারিটী জগতী হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশ মধ্যম পাদের মধ্যে দ্বাদশ-অক্ষর-বিশিষ্ট সাতটি মধ্যম পাদ অবশিষ্ট আছে; সেই সাতটি পাদে পবমান সূক্তের অতিরিক্ত যে গায়ত্রীর (আট অক্ষরযুক্ত) এক পাদ, তাহা যুক্ত করিবে; এবং ককুভ্ সকলের অবশিষ্ট যে অষ্ট-অক্ষরযুক্ত পাদ চতুষ্টয়, তাহাতে চারিটি অক্ষর

বিংশতিঃ। তেষু ষড্ভিঃ পাদৈঃ একা জগতীত্যনেন ক্রমেণ চতুর্ব্বিংশতিপাদৈশ্চতস্রোজগত্যো ভবন্তি। যে তু দ্বাদশাক্ষরাঃ সপ্তপাদাঃ পূর্ব্বমবশিষ্টাঃ, তেষু পবমানশেষোঽষ্টাক্ষরঃ পাদো-যোজনীয়ঃ। ককুভাং শেষেষষ্টাক্ষরেষু চতুর্ষু পাদেষু চত্বার্য্যক্ষরাণি যোজনীয়ানি। তে দ্বে জগত্যৌ ভবতঃ। তদেবং যজ্ঞাযজ্ঞীয়-স্তোত্রে ত্রয়োদশ জগত্যঃ পূর্ব্বোক্তাঃ পবমানগতা একাদশেতি চতুর্ব্বিংশতির্জগত্যঃ। চতুরক্ষরবর্জ্জিতাশ্চত্বারোঽষ্টাক্ষরপাদামিলিত্বা ককুবেকা ভবতি। অনেনলিঙ্গেন শ্যাবাশ্বমান্ধীগবং চ প্রগ্রথিততৃচে গাতব্যং। ন তু তত্রোৎপত্ত্য-নুষ্টুবানয়নমিতি স্থিতং ইতি।

চতুর্থবর্ণকং—"চতুঃশতে প্রগ্রথনমৃচঃ পাদস্য বাগ্রিমঃ। তৃচে মুখ্যত্বতো নৈবমৃগন্তত্বস্য বর্ণনাৎ।" গবাময়নে 'ব্রহ্ম' সাম বিহিতং—অভিবর্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি ইতি। তৎপ্রকৃত্য শ্রূয়তে,—চতুঃশতমৈন্দ্রাবার্হতাঃ প্রগাথাঃ' ইতি। চতুরুত্তরশতসংখ্যাকাঃ ইন্দ্রদেবতাকা বৃহতীচ্ছন্দস্কাঃ ঋগ্দ্বয়াত্মকাঃ তেষ্বেকপ্রগাথগতে যে ঋচৌ দ্বিতীয়প্রগাথগতামেকামৃচং চ প্রগ্রথ্য তৃচে অভিবর্তনামকং সাম গাতব্যং। তথা সত্যাম্নাতানামাবকৃতানামেব তিসৃণামৃচাং লাভাৎ তৃচস্য মুখ্যত্বং ভবতি। পূর্ব্বোক্তরীত্যা পাদপ্রগ্রথনে তু বিকৃতত্বাদমুখ্যস্তৃচঃ স্যাৎ।

যোগ করিবে। ঐরূপে যোগ করিলে আরও দুইটি জগতী সম্পন্ন হইবে। এই প্রকারে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' স্তোত্রে ত্রয়োদশ জগতী নিরূপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে পবমান সূক্তে একাদশ-সংখ্যক জগতী কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক জগতী নিষ্পন্ন হইল। অষ্টাক্ষর-বিশিষ্ট পাদ-চতুষ্টয়ে যে অতিরিক্ত চারিটি বর্ণ যোগ করা হইয়াছিল, সেই চারিটি বর্ণ ত্যাগ করিয়া, ঐ পাদ চতুষ্টয় মিলিত হইলে, একটা ককুভ্ ছন্দ হয়। এই প্রকারে পদার্থ-শক্তির দ্বারা স্থির হইল যে, শ্যাবাশ্ব ও আন্ধীগব এই দুইটী সাম, প্রগ্রথিত তৃচ গান করিবে; কিন্তু উক্ত সামদ্বয়ে উৎপত্তিরূপ অনুষ্টুভের অবতারণা করিবে না।

অতঃপর চতুর্থ বর্ণক কথিত হইতেছে; যথা, 'চতুঃশতে প্রগ্রথনম্' ইত্যাদি। গো-প্রচারণস্থলে 'অভিবর্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি' এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম নামক সাম বিহিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম নামক সামকে লক্ষ্য করিয়া 'চতুঃশতম্' ইত্যাদিরূপ শ্রুতি কথিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ এই, সূক্তে এক শত চারিটী প্রগাথ আছে। সেই প্রগাথ সকলের দেবতা ইন্দ্র। তাহাদের ছন্দ বৃহতী এবং দুইটী মাত্র ঋক্ তাহাদের স্বরূপ। উক্ত প্রগাথসমূহের মধ্যে প্রথম প্রগাথের দুইটী ঋক্ এবং দ্বিতীয় প্রগাথের মধ্যে একটী ঋক্ পরস্পর যোজনা করিলে যে একটী তৃচ হয়, তাহাতে অভিবর্ত নামক সাম গান করিবে। সপ্তবার উল্লিখিত যে তিনটী ঋক্, তাহা অবিকৃতভাবে এই তৃচে রহিয়াছে; সুতরাং উক্ত তৃচ প্রধান হইয়াছে। যদি পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে ঋকের পাদ-প্রগ্রথন হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋক্-সকল বিকৃত হইবে; তখন আর উক্ত তৃচ মুখ্য থাকিবে না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তে বলা যাইতেছে যে,—'প্রগত ঋক্, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে; সূক্তের সেই পৃথক্ত্বাবকেই সাম বাধ

প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অন্যা অন্যা ঋচো ভবন্তি। তদেব সাম্নাস্তৃচামন্যত্বমত্র বর্ণ্যতে। তচ্চ পাদপ্রগ্রথনে সম্ভবতি। ঋক্ প্রগথনে তু যেয়মৃক্ পূর্ব্বস্য তৃচস্যান্ত্যা সৈবোত্তরস্য তৃচস্যাদ্যেত্যন্যত্বমৃচা ন স্যাৎ; তস্মাৎ পাদস্য প্রগ্রথনং" ইতি।

তত্রৈব নবম-দশময়োরধিকরণয়োঃ অপরবিশেষৌ চিন্তিতৌ। নবমাধিকরণং। 'আই-ভাবো যোনিবশাদুত্তরাবশতোঽথবা। গীত্যর্থত্বাদাদিমোঽন্ত্যোবর্ণাভিব্যঞ্জকত্বতঃ॥" যদ্ যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি ইতি শ্রূয়তে। তত্র কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ ইত্যসাবৃগ্ যোনিঃ, তস্যামৃচি কয়া ইত্যক্ষরদ্বয়মাদ্যোভাগঃ নশ্চিত্র আভুবদিত্যক্ষরষট্কং দ্বিতীয়োভাগঃ; তস্মিন্ ভাগে দ্বিতীয়াক্ষরে চকারস্যোপরিতনমিকারং বিলোপ্য তস্য স্থানে আঈভাবমাম্নায় গীতি-নিষ্পাদিতা। 'কস্ত্বা সত্যোমদানামিত্যনয়োর্ভাবিন্যাত্তরা তস্যাং যোনিন্যায়েন চতুর্থাক্ষরে তকারস্যোপরিতনং যকারমোকারং চ লোপয়িত্বা তয়োঃ স্থানে আঈভাবঃ কার্য্যঃ।' 'অভীষুণঃ' অসাবপরোত্তরা। তস্যামপি চতুর্থাক্ষরে ণকারস্যোপরিতনং সকারং লোপয়িত্বা তস্য স্থানে আই ভাবঃ কর্ত্তব্যঃ। অন্যথা গীতিনাশপ্রসঙ্গাৎ। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নাত্র যোনৌ বর্ণান্তরস্যাগমঃ। কিন্তুর্হি? বিদ্যমান এব চকারস্যোপরিতনঃ ইকারঃ সামপ্রসিদ্ধয়ে বৃদ্ধঃ

হইয়াছে।' 'অন্যা-অন্যায়' ইত্যাদি বাক্যে ঋক্‌সকলের পৃথক্ ভাব (বিভিন্নতা) বর্ণিত হইতেছে। সেই পার্থক্য যদি পাদপ্রগ্রথন হয়, তাহা হইলে হইতে পারে। কিন্তু যদি ঋকের প্রগ্রথন হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ পার্থক্য থাকে না; যেহেতু, যে ঋক্ পূর্ব্বতৃচের শেষে থাকে, তাহা প্রগ্রথন দ্বারা উত্তর তৃচের প্রথমে হইবে। সুতরাং ঋকের পার্থক্য হইতে পারে না। এইজন্য পাদেরই প্রগ্রথন হইবে, ঋকের প্রগ্রথন হইবে না।

উক্ত বিষয়ে আরও যে বিশেষ আছে তাহা নবম ও দশম অধিকরণে চিন্তিত হইয়াছে। নবমাধিকরণ কথিত হইতেছে 'আইভাবঃ' ইত্যাদি। 'যদ্‌যোন্যাং তদুত্তর-য়োর্গায়তি' এইরূপ শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতিতে 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' এই ঋক্‌টী যোনি নামে খ্যাত হইয়াছে। ঐ যোনি ঋকের 'কয়া' এই অক্ষরদ্বয় প্রথম ভাগ এবং 'নশ্চিত্র আভুবৎ' এই ছয়টী অক্ষর দ্বিতীয় ভাগ সেই দ্বিতীয় ভাগের চি অক্ষরে, চ কারের পরে যে ই-কার আছে, তাহা লোপ করিবে; পরে তাহার স্থানে আ-ই এই বর্ণদ্বয় উল্লেখ করিলে গান নিষ্পন্ন হইবে। অনন্তর, 'কস্ত্বা সত্যো মদানাম্' এই ঋক্‌টী প্রথম উত্তরা নামে খ্যাত। যোনি-ঋকের যুক্তি-অনুসারে সেই উত্তরা ঋকে চতুর্থ অক্ষরে (ত-কারের পরে যে য-কার ও ও-কার আছে, ঐ দুই বর্ণ) লোপ করিয়া, ঐ বর্ণদ্বয়ের স্থানে আ এবং ই করিতে হইবে। 'অভীষুণঃ' এই ঋকটী দ্বিতীয় উত্তরা। তাহার চতুর্থ অক্ষর যে ণ-কার, তাহার পরস্থিত স-কারের লোপ করিয়া, সেই স কারের স্থানে আ এবং ই করিতে হইবে। যদি উক্ত প্রকারে আ ও ই করা না হয়, তাহা হইলে গানের নাশ হইতে পারে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। এক্ষণে সিদ্ধান্ত বলিতেছি;—উক্ত যোনি ঋকে অন্য বর্ণের আগম হয় নাই। যদি অন্য বর্ণের আগম না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? চ-কারের পরে যে ই-কার বিদ্যমান আছে, ঐ ই-কার, সামগান-প্রসিদ্ধিহেতু, বৃদ্ধি হইয়া ঐকার হইবে। সেই ঐ-কার

ত্তরকারো ভবতি। তস্য সন্ধ্যক্ষরত্বাৎ আকারঃ পূর্ব্বো ভাগঃ ইকারঃ উত্তরভাগঃ তাবতৌ বিশ্লেষেণ গীয়মানৌ আঈভাবং প্রতিপদ্যেতে। তথাচ সামগা আহুঃ—'বৃদ্ধং তালব্যমা ঈ-ভবতি' ইতি। তথা সত্যুত্তরয়োশ্চতুর্থাক্ষরে নাস্তি তালব্য ইকারঃ, ইত্যা-ঈভাবো ন কর্ত্তব্যঃ। 'অভীষুণঃ সখীনামবিতাজরিতৃণাম্' ইত্যেতস্যামুত্তরায়াং দ্বাদশাক্ষরগ-তস্য রেফস্যোপরিতনঃ ইকারঃ পূর্ব্ববদা-ঈ-ভবতি। তথা সোঽয়মাঈভাবঃ উক্তরীত্যা-বর্ণাভিব্যঞ্জকত্বাদুত্তরাগতবর্ণাংশেন কর্ত্তব্যঃ। গীত্যর্থত্বাভাবেন যোনিক্রমে তেন বিনাপি গীতির্ন্বিনশ্যতি" ইতি॥

দশমাধিকরণং—"স্তোভানোত্ত প্রদিশ্যস্তে নাগীতিত্বেন বর্ণবৎ। স্বরাদিবৎ প্রদিশ্যস্তে গীতিকালোপযোগতঃ।" বামদেব্য সাম্ন যোনৌঋয়োরর্দ্ধয়োর্ম্মধ্যে ঔকারদ্বয়েন হো শব্দেন হায়ি শব্দেন চ নিষ্পন্নঃ। স্তোভঃ এবমাম্নাতঃ—ঔ২৩ হো হায়ি ইতি। সোঽয়ং স্তোভঃনোত্তরয়োঃ অতিদিশ্যতে। কুতঃ? অগীতিত্বাৎ যদ্যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি ইতি গীমিমাত্রমতিদিশ্যতে। তত্র প্রথমায়া ঋচো বর্ণা যথা নাতিদিশ্যস্তে তথা স্তোভা অপি ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

সন্ধি হইতে উৎপন্ন। এইজন্য, সেই ঐ-কারের দুইটী ভাগ আছে,—প্রথম ভাগ আকার, দ্বিতীয় ভাগ ইকার। যখন ঐ দুইটী ভাগ পৃথক্ পৃথক ভাবে গীত হয়, তখন আকার ই-কারের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সামগায়কগণ বলিয়াছেন,—'বৃদ্ধি-প্রাপ্ত তালব্য বর্ণ বলিতে ঐকারকে বুঝায়; হ্রস্ব ইকার তালব্যবর্ণ। ইকারের বৃদ্ধি করিলে ঐকার হয়। সেই ঐকার বিভক্ত হইলে আকার এবং ইকারের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।' তালব্য ই-কারের স্থানে আকার এবং ইকার হইবে,—এইরূপ যদি স্থির হয়; তাহা হইলে, 'কয়া সত্যো' ও 'অভিষুণঃ সখীনাম্' এই দুইটী উত্তরা ঋকের চতুর্থ অক্ষরে তালব্য ইকার নাই; সুতরাং ঐ চতুর্থ অক্ষরে আকার এবং ইকার হইবে না। কিন্তু 'অভিষুণঃ সখীনাম্' এই উত্তরা ঋকের দ্বাদশ অক্ষর যে র-কার, সেই র-কারের পরে ই-কার আছে। ঐ ই-কারের স্থানে আকার এবং ইকার হইয়া থাকে। সেই আকারের ও ইকারের স্বরূপ, উল্লিখিত নিয়মে, ঐকারকে প্রকাশ করে। এইজন্য সেই আকার ও ইকার উত্তরা-ঋকের বর্ণ অনুসারে নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যদি উত্তরা ঋকের বর্ণ গানের নিমিত্ত না হয়, তাহা হইলে যোনি-ঋকের বর্ণ অনুসারে আকার ও ইকার হইবে; আর যদি যোনি-ঋকের নিয়মও অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে গীতি বিনষ্ট হয়।

অধুনা দশম অধিকরণে বর্ণিত হইতেছে—'স্তোভানোত্তপ্রদিশ্যস্তে' ইত্যাদি। দুই ভাগের মধ্যে ঔকারদ্বয়, হো শব্দ এবং হায়ি শব্দ দ্বারা বামদেব্য নামক সামের যে স্তোভ নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহা যোনি ঋকে 'ঔ২৩ হো হায়ি' এইরূপে উল্লিখিত আছে। সেই স্তোভ উত্তরা নামক দুইটি ঋকে অতিদিষ্ট হয় না। কেন? কারণ স্তোভ গীতি নহে। 'যদ্যোন্যাং তদুত্তরয়োর্গায়তি' এই শ্রুতি দ্বারা কেবল উত্তরা ঋক্‌দ্বয়ে গানের অতিদেশ হইতেছে। কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে যেমন প্রথম ঋক-সম্বন্ধীয় বর্ণ-সমূহের অতিদেশ করা হয় নাই, সেইরূপ স্তোভেরও অতিদেশ হইতেছে না। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছি,—যেরূপ

স্বরোবর্ণবিশ্লেষো বিরামঃ ইত্যেতে গীত্যুপযোগিত্বাৎ যথাতিদিশ্যন্তে তথা স্তোভা অপি গীতিকালপরিচ্ছেদকত্বাদতিদিশ্যন্তে" ইতি॥

অষ্টমাধিকরণং—দ্বিতীয়বর্ণকে কচিত্তৎপন্না গানাভাবশঙ্কা নিবারিতা। "গানস্ত নিয়মোনোক্ত বিস্থতে বহ্ন্যপস্থিতৌ। সাম্না ন হ্রস্বতোংস্তোব প্রকৃতত্বাচ্চ্যুতেরপি॥" কচিৎ কর্ম্মবিশেষে শ্রূয়তে—'অয়ং সহস্রমানব ইত্যেত তয়াহবনীয়মুপতিষ্ঠতে' ইতি। অনাবৃকসংহিতা গ্রন্থে সমাম্নাতা, প্রগীতা গানগ্রন্থে ততো বহ্নেরুপস্থানে তত্রামৃচি গানং ন নিয়তং। কিন্তু বিকল্পিতং ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—অস্ত্যেব নিয়মো গানে। কুতঃ? সামবেদে গানস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ, ঋচাং সংহিতা পাঠোঽত্র গানায়ৈব নহ্যাধারমন্তরেণ গাতুং শক্যতে। অথোচ্যেত। অয়ং সহস্রত্যাক-প্রতীকপূর্ব্বকেন বাক্যেনোপস্থানবিধানাদ্ বাক্যস্য প্রকরণাৎ প্রবলত্বাদৃচৈবোপ-স্থানং ইতি, তন্ন, প্রকৃতপ্রগীতমন্ত্রবাচিন্যা এতয়েতি সর্ব্বনাম শ্রুতেঃ প্রবলতরত্বাৎ। তস্মাৎ প্রগীতয়োরুপস্থানং" ইতি॥

পঞ্চদশাধিকরণাদিষু ত্রিষু ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যং চিন্তিতং। পঞ্চদশাধিকরণং,—"বৃহদ্রথন্তরৈর্ধর্ম্মৈঃ

স্বর, বর্ণ-বিশ্লেষণ এবং বর্ণের বিরাম প্রভৃতি গানের উপযোগী বলিয়া অতিদিষ্ট হয়। সেইরূপ স্তোভ-সকল গানের কাল-বিভাগ করিয়া থাকে। এইজন্য তাহাদেরও অতিদেশ করা হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত।

কোন্ স্থলে 'গান হইবে না' এইরূপ সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, তন্নিবারণ জন্য, অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকের অবতারণ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'গানস্ত নিয়মো নোক্ত' ইত্যাদি। কর্ম্ম- বিশেষকে উদ্দেশ করিয়া 'অয়ং সহস্রমানবঃ' ইত্যাদিরূপ শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ এই,—'অয়ং সহস্রমানবঃ' এই ঋকের দ্বারা 'আহবনীয়' অগ্নির উপস্থান করিবে।' অয়ং সহস্র মানবঃ' এই ঋক্‌টী সংহিতাগ্রন্থে আম্নাত হইয়াছে, এবং গান-প্রতিপাদক গ্রন্থে গীত হইয়াছে। এই স্থানে গান অবশ্য কর্ত্তব্য কি না,—ইহাই সংশয়। অগ্নির উপস্থানকালে উক্ত ঋকে গান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হয় নাই, উহা নিয়ত নহে, পরন্তু বিকল্পিত অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে গান করিতে পার, না করিলেও কোনও ক্ষতি নাই। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। একণে সিদ্ধান্তে বলিতেছি,—অগ্নির উপস্থানে গান নিয়ত অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন-না, সামবেদে গানের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। ঋক্‌সকল 'গানগ্রন্থে গানের যোগ্য হইবে', এইজন্যই সংহিতাতে তৎসমুদায় পঠিত হইয়াছে। কিন্তু সংহিতাতে পঠিত না হইলে, ঋক্-সকলের গান হয় না। কেন? কারণ, আশ্রয়-ব্যতিরেকে গান করা যায় না। যদি বল,—'অয়ং সহস্রমানবঃ' এই ঋকযুক্ত বাক্যের দ্বারা অগ্নির উপস্থান বিহিত হইয়াছে; প্রকরণ অপেক্ষা বাক্য প্রবল; সুতরাং ঋকের দ্বারাই অগ্নির উপাস্থান হইবে'; কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু, 'অয়ং সহস্রমানবঃ' বাক্যে 'এতয়া' এই সর্ব্বনাম শ্রুতি আছে এবং সেই শ্রুতি বাক্য অপেক্ষা প্রবলতর। সেইজন্য প্রস্তাবিত ও প্রগীত মন্ত্রে অগ্নির উপস্থান হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।'

পঞ্চদশ আদি তিনটী অধিকরণে ধর্ম্মের সাংকর্য্য চিন্তিত হইয়াছে। প্রথমে পঞ্চদশ অধিকরণ বর্ণিত হইতেছে; যথা,—'বৃহদ্রথন্তরৈর্ধর্ম্মৈঃ' ইত্যাদি। জ্যোতিষ্টোমযাগে বৃহৎ ও

সঙ্কীর্ণে র্যা বা ব্যবস্থিতে। পৃষ্ঠৈক্যাৎ সঙ্করোধর্ম্মে নির্দ্দেশাদেব্ব্যবস্থিতিঃ।" জ্যোতিষ্টোমে বিকল্পনং পৃষ্ঠস্তোত্রে বিহিতং-বৃহৎ পৃষ্ঠং ভবতি রথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি ইতি। তত্রোভয়ত্র ধর্ম্মাঃ শ্রুতাঃ—বৃহতি প্রস্তূয়মানে মনসা সমুদ্রং ধ্যায়েৎ। রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সম্মীলয়েৎ ইত্যাদয়ঃ। তে উভয়ত্র সঙ্কীর্য্যেরন্ পৃষ্ঠসিদ্ধিলক্ষণস্য কার্য্যস্যৈকত্বাৎ ইতি চেৎ। ন। নির্দ্দেশভেদাৎ, সাঙ্কর্য্যে স্ববৈলক্ষণ্যেন বৃহদিতি রথন্তরমিতি চ দ্বৌ নির্দ্দেশৌ নোপপদ্যে-য়াতাং।' কিঞ্চোভয়ধর্ম্ম-সাহিত্যং বিরুদ্ধং। উচ্চৈর্গেয়ং বলবদ্ গেয়মিতি বৃহদ্ধর্ম্মঃ। নোচ্চৈর্গেয়ং ন বলবদ্ গেয়মিতি রথন্তর-ধর্ম্মঃ। তস্মাত্তয়োধর্ম্মা ব্যবতিষ্ঠন্তে" ইতি॥

ষোড়শাধিকরণং,—"তয়োধর্ম্মাঃ সমুচ্চেয়া ন বা কণ্বরথন্তরে। দ্বিস্থানত্বাদ্ভাষ্য আদ্যো-বিরোধাৎ বাত্তিকেঽন্তিমঃ।' বৈশ্যস্তোমে কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি ইতি শ্রূয়তে। তত্র কণ্বরথন্তরাখ্যসাম্নঃ পৃষ্ঠস্তোত্রসাধনয়োঃ প্রাকৃতয়োঃ বৃহদ্রথন্তরয়োরুভয়োঃ স্থানে পতিতত্বাদুভয়সংবন্ধিধর্ম্মাঃ সমুচ্চেতব্যাঃ। যে তু বিরুদ্ধাঃ ধর্ম্মাঃ উচ্চৈর্গেয়ং নোচ্চৈর্গেয়মিত্যাদয়ঃ তে বিকল্প্যন্তাং। সমুদ্রধ্যাননিমীলনাদীনাং বিরোধাভাবাৎ প্রকৃতাবিব নির্দ্দেশভেদস্যাত্রাভাবাচ্চ সমুচ্চয়ঃ ইতি ভাষ্যকারস্য মতং। বিকল্পিতয়োরেব দ্বয়োঃ স্থানে পতিতত্বাদ্ বিরুদ্ধধর্ম্ম-

---

রথন্তর সামের এক বিকল্পাবিহিত হইয়াছে। সেই বিকল্প 'পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎ ও রথন্তর ভেদে বিবিধ হইয়া থাকে।' সেই বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয় পৃষ্ঠ-স্তোত্রে যে সকল ধর্ম্ম আছে, তদ্বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি আছে; যথা,—'যখন বৃহৎ নামক পৃষ্ঠের স্তুতি করিবে, তখন মনে মনে সমুদ্রের চিন্তা করিবে, আর যখন রথন্তর নামক পৃষ্ঠের স্তুতি করিবে, তখন মনের সহিত সমুদ্রের সম্মিলন করিবে' ইত্যাদি। যদি বল, সেই সকল ধর্ম্ম বৃহৎ ও রথন্তর উভয়-স্থলেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে; কারণ, বৃহৎ বা রথন্তর স্থলে পৃষ্ঠ-সিদ্ধিরূপ কার্য্য এক অভিন্ন।' তাহা বলিতে পার না। কারণ, বৃহৎ ও রথন্তর—সামের এইরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি উক্ত ধর্ম্ম-সকল সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে কোনও বিশেষ থাকে না। সুতরাং বৃহৎ-পৃষ্ঠ ও রথন্তর-পৃষ্ঠ এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ উপপন্ন হইতে পারে না। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে ও বলপূর্ব্বক গান করিবে'—ইহা বৃহৎ পৃষ্ঠের ধর্ম্ম; আর 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে না, ও বলপূর্ব্বক গান করিবে না',—ইহা রথন্তর-পৃষ্ঠের ধর্ম্ম; সুতরাং, বৃহৎ-ধর্ম্ম ও রথন্তর-ধর্ম্ম সাহিত্য-বিরুদ্ধ হয়। সেইজন্য উভয়ের ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

অধুনা, ষোড়শ অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'তয়োধর্ম্মাঃ সমুচ্চেয়াঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ, বৈশ্য-স্তোমে 'কণ্বরথন্তর নামে পৃষ্ঠ-স্তোত্র হইবে'—এইরূপ শ্রুতি আছে। পৃষ্ঠ-স্তোত্রের নির্ব্বাহক যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয় প্রস্তাবিত আছে, কণ্বরথন্তর নামক সাম সেই উভয়েরই স্থানীয়। এইজন্য কণ্বরথন্তর পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎ ও রথন্তর নামক পৃষ্ঠ-স্তোত্র-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসমূহের সমুচ্চয় করিবে। 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে ও উচ্চৈঃস্বরে গান করিবে না' ইত্যাদি রূপ যে সকল বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের বিকল্পবিধান হইবে,—ভাষ্যকারের ইহাই মত। সমুদ্রের ধ্যান ও নিমীলন প্রভৃতিরূপ ধর্ম্মসমূহের পরস্পর-বিরোধ নাই। কিন্তু প্রকৃতিস্থলে যেরূপ বৃহত্তিয় ও রথন্তরে বিভিন্নতা নির্দ্দিষ্ট আছে; এইস্থলে

ন্যায়ত্বাচ্চ বিকল্প এব যুক্তো ন তু সমুচ্চয়ঃ ইতি বার্ত্তিককারস্য মতং।' তয়োরুভয়োঃ তত্তন্মতবিপরীতঃ পূর্ব্বপক্ষ উন্নেয়ঃ"।

সপ্তদশাধিকরণম্।—"দ্বিসামকে দ্বয়োর্ধর্ম্মাকার্য্যং বা ব্যবস্থিতিঃ। পৃষ্ঠৈক্যাৎ সঙ্করো নৈবং ধর্ম্মাণাং সামগত্বতঃ।" গোসব উক্থ্যে কুর্য্যাৎ ইত্যাদিনা গোসবাদৌ বৃহদ্রথন্তরসামদ্বয়সাধ্যং পৃষ্ঠাস্তোত্রং বিহিতং। তত্র পৃষ্ঠস্তোত্রস্যৈকত্বেন ধর্ম্মব্যবস্থায়া অসম্ভবাৎ বৃহত্যুভয়ধর্ম্মা কর্ত্তব্যাঃ। রথন্তরেঽপ্যুভয়ধর্ম্মাঃ ইত্যেবং সাঙ্কর্য্যমিতি চেৎ। নৈবং নহ্যত্র পৃষ্ঠস্তোত্রপ্রযুক্তা ধর্ম্মাঃ কিন্তু সামপ্রযুক্তাঃ। ততঃ সামভেদাৎ ধর্ম্মাঃ ব্যবতিষ্ঠন্তে ইতি ব্যবস্থিতধর্ম্মোপেতাভ্যাং বৃহদ্রথন্তরনামকাভ্যাং সামভ্যাং নিষ্পন্নস্য স্তোত্রস্য পৃষ্ঠমিতি বৈদিকং নামধেয়ং। যথা ত্রিবৃচ্ছব্দস্যার্থো বেদপ্রসিদ্ধো গৃহীতঃ তদ্বৎ"।

স চ ত্রিবৃচ্ছব্দঃ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে পঞ্চমাধিকরণস্যান্তিমবর্ণকে বিচারিতঃ। "লৌকিকো বাক্যগোবার্থস্তিস্রস্তাদেঃ সমত্বতঃ। উক্তৌ বিশ্রুবাদৈক্যবাক্যাৎ ত্রিবৃত্ত্বিকান্তিমঃ॥" ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানং। ইতি শ্রুতৌ ত্রিবৃচ্ছব্দস্য ত্রৈগুণ্যং লোকপ্রসিদ্ধোঽর্থঃ, বাক্যশেষাদৃক্ত্রয়াত্মকেষু সূক্তেষবস্থিতানাং বহিষ্পবমানাত্মকস্তোত্রনিষ্পাদনক্ষমাণাং উপাস্মৈ গায়তা নরঃ…

সেরূপ নির্দ্দেশ নাই। এইজন্য উক্ত ধর্ম্ম-সকলের সমুচ্চয় হইবে; ইহাই বার্ত্তিককারের অভিমত। উক্ত বিকল্প ও সমুচ্চয় বিষয়ে ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককার উভয়ের মতের পরস্পর বিরোধী যে পূর্ব্বপক্ষ, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিবে।

অনন্তর সপ্তদশ অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'দ্বিসামকে দ্বয়োর্ধর্ম্ম-মাকার্য্যং', ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপ,—'গোসব উক্থ্যে কুর্য্যাৎ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা গোসব প্রভৃতি কার্য্যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয় হইতে নিষ্পন্ন পৃষ্ঠস্তোত্র বিহিত হইয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠস্তোত্রকে যদি একটী মাত্র পদার্থ বলা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এইজন্য বৃহৎ নামক পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহৎ ও রথন্তর এই উভয়েরই ধর্ম্ম বিহিত করিবে। রথন্তর-পৃষ্ঠস্তোত্রেও ঐরূপ করিতে হইবে। অতএব বৃহৎ ও রথন্তর-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মসকল সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ধর্ম্মসকল পৃষ্ঠস্তোত্রে প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু সামে প্রযুক্ত হইয়াছে; এইজন্য, সাম বিভিন্ন বলিয়া ধর্ম্মসকল ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। অতএব 'ত্রিবৃৎ' শব্দের যেরূপ বেদ-প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হয়, সেইরূপ ব্যবস্থিত-ধর্ম্মসমূহের সহিত যুক্ত যে বৃহৎ ও রথন্তর নামক সামদ্বয়, তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন স্তোত্রের নাম 'পৃষ্ঠ', ইহা বেদে অভিহিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে পঞ্চম অধিকরণের শেষ বর্ণকে উক্ত 'ত্রিবৃৎ' শব্দের বিচার করা হইয়াছে। উক্ত শেষ বর্ণক এইরূপ,—'লৌকিকো বাক্যগোবার্থ' ইত্যাদি। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা,—'ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানং' এই স্থলে যে 'ত্রিবৃৎ' শব্দ রহিয়াছে, তাহার অর্থ 'ত্রৈগুণ্য', ইহা লোকে প্রচলিত আছে। কিন্তু বাক্য-শেষ হইতে জানা যাইতেছে যে, ঋক্‌ত্রয়-বিশিষ্ট তিনটী সূক্তে 'বহিষ্পবমান' রূপ স্তোত্র নিষ্পাদন-সমর্থ 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ' ইত্যাদি যে নয়টী ঋক্ আছে, তাহাই 'ত্রিবৃৎ' শব্দের অর্থ। 'ত্রিবৃৎ' বলিতে উক্ত নয়টী ঋক্‌কেই বুঝাইতেছে। এস্থলে 'ত্রিবৃৎ' শব্দে ত্রৈগুণ্য অর্থের

(উ১প্র-১২৩প্ৰ০) ইত্যাদীনামৃচাং নবকমর্থঃ। তত্র ধর্ম্মনির্ণয়ে বেদস্ত প্রবলত্বেঽপি পদপদার্থনির্ণয়ে লোকবেদয়োঃ সমানবলত্বাৎ উভাবর্থৌ বিকল্পেন গ্রহীতব্যৌ ইতি চেৎ। নৈবং। লৌকিকার্থস্বীকারপক্ষে বিধিবাক্যে ত্রৈগুণ্যমর্থঃ, অর্থবাদবাক্যে স্তোত্রিয়ানামৃচাং নবকং ইত্যেবং বিধ্যর্থবাদয়োর্বৈয়্যধিকরণ্যাদেকবাক্যত্বং ন স্যাৎ। অতঃ একবাক্যত্বাৎ স্তোত্রিয়াণাং নবকমেব বিধিবাক্যে নিয়তোঽর্থঃ"।

পৃষ্ঠ শব্দস্য নামধেয়ত্বং প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদস্য তৃতীয়াধিকরণে চিত্রশব্দবন্নির্ণীতং,—"যচ্চিত্রয়া যজেতেতি তদ্গুণো নাম বা ভবেৎ। চিত্রস্ত্রীত্বগুণৌ রূঢ়েরগ্নীসোমীয়কে পশৌ। যদোর্বিধৌ বাক্যভেদো বৈশিষ্ট্যে গৌরবং ততঃ। স্যান্নাম পৃষ্ঠাজ্য-বহিষ্পবমানেষু তৎ তথা।" চিত্রয়া যজেত পশুকাম ইত্যাম্নায়তে। তত্র চিত্রাশব্দোনোদ্ভিচ্ছব্দবদ্ যৌগিকঃ, কিন্তু রূঢ্যা চিত্রত্বং স্ত্রীত্বং চাভিধত্তে। ততো ন পূর্ব্বন্যায়েন নামত্বং। তথা সতি অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি বিহিত পশুযাগমত্র যজেতেত্যনেন পদে নানূদ্য তস্মিন পশৌ চিত্রত্ব-স্ত্রীত্বগুণৌ বিধীয়েতে। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—চিত্রত্বং স্ত্রীত্বং চেতি যাবেতৌ গুণৌ

উক্ত প্রকার নয়টী ঋক্‌কে বুঝাইতেছে,—ইহাই সংশয়। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—যদিও ধর্ম্মনির্ণয়-বিষয়ে বেদ প্রবল, তাহা হইলেও পদ এবং পদার্থ-নির্ণয়-বিষয়ে লোক-শাস্ত্র ও বেদ উভয়েরই বল সমান ; সুতরাং ত্রৈগুণ্য ও নয়টী ঋক্ এই উভয় অর্থই বিকল্পে গ্রহণ করিতে হইবে।' সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু, লৌকিক অর্থ স্বীকার করিলে, বিধিবাক্যে 'ত্রৈগুণ্য' এই অর্থ হয় ; এবং অর্থবাদ-বাক্যে 'স্তোত্রযোগ্য ঋকের নয় সংখ্যা' এইরূপ অর্থ হয়। এইরূপ হইলে, বিধি ও অর্থবাদের সমানাধিকরণভাব থাকে না। সুতরাং বিধি ও অর্থবাদ এই উভয়ের একবাক্যতা হইতে পারে না। এই হেতু, যাহাতে বিধির ও অর্থবাদের একবাক্যতা হয়, সেই জন্য ত্রিবৃৎ শব্দের 'স্তোত্রযোগ্য ঋকের নয় সংখ্যা'—এই অর্থ বিধিবাক্যে নিয়মিত হইয়াছে। ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত।

যেরূপে চিত্রা শব্দের নামধেয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপে পৃষ্ঠ-শব্দ যে কোনও কার্য্যের নাম—তাহা প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের তৃতীয় অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে ; যথা, —'যচ্চিত্রয়া যজেতেতি' ইত্যাদি। তাহার বিবৃতি এইরূপ,—'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ' এইরূপ শ্রুতি আছে। ঐ শ্রুতিতে 'চিত্রা' শব্দ আছে। যেমন 'উদ্ভিদ্' শব্দ যৌগিক, সেই চিত্রাশব্দও সেইরূপ যৌগিক নয়। কিন্তু ঐ চিত্রা শব্দ প্রসিদ্ধি-হেতু চিত্র বর্ণ ও স্ত্রীজাতিকে বুঝাইতেছে। চিত্রা শব্দ উদ্ভিদ্ শব্দের ন্যায় যৌগিক নহে বলিয়া পূর্ব্বকথিত ন্যায় অনুসারে চিত্রা শব্দ কোনও কর্ম্মের নাম হইল না। তাহা হইলে, উক্ত শ্রুতিতে 'যজেত' শব্দের দ্বারা, 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' ('অগ্নি ও সোমদেবের উদ্দেশে পশু হনন করিবে') এই শ্রুতি-বিহিত পশুযাগের অনুবাদ করা হইয়াছে। সেই যাগসম্বন্ধীয় পশুতে চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব এই দুইটী গুণই বিহিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইতেছে,—যদি চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব এই দুইটী গুণের বিধান করা হয়, তাহা হইলে দুইটী বাক্য হইবে। সুতরাং বাক্যভেদরূপ দোষ হইতেছে। সেইজন্য কথিত আছে,—

তয়োর্ব্বিধানে বাক্যং ভিদ্যেত। তথাচোক্তং—প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ। অপ্রাপ্তে তু বিধীয়েরন্ 'বহবোঽপ্যেকযত্নতঃ' ইতি। অথ বাক্যভেদপরিহারায় গুণদ্বয়বিশিষ্টং পশু-দ্রব্যরূপং কারকং বিধীয়েত। তদা গৌরবং স্যাৎ। তস্মাচ্চিত্রা শব্দঃ পূর্ব্ববৎ যজিসামানাধিকরণ্যেন যাগনামধেয়ং ভবতি। চিত্রত্বং চ তস্য বিলক্ষণ দ্রব্যষায়োগোপপদ্যতে। দধিমধুঘৃতমাপোধানাস্তণ্ডুলাস্তৎসংসৃষ্টং প্রাজাপত্যং ইতি দধ্যাদীনি বিচিত্রাণি প্রদেয়দ্রব্যাণি ষড়াম্নতানি। তদেতচ্চিত্রানামকস্য যাগস্যোৎপত্তিবাক্যং যাগস্বরূপ ভূতয়োর্দ্দধ্যাদিদ্রব্যপ্রজাপতিদেবতয়োরত্রোপদিশ্যমানত্বাৎ। উৎপন্নস্য তস্য যাগস্য চিত্রয়া যজেত পশুকাম ইত্যেতৎ ফলবাক্যং। এবং সতি প্রকৃতার্থোলত্যেত-অগ্নীষোমীয়, পশ্বনুবাদেন গুণবিধানে প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাং; লিঙ্ প্রত্যয়স্য চানুবাদকত্বাঙ্গীকারান্মুখ্যোবিধ্যর্থো বাধ্যেত। তস্মাচ্চিত্রাপদং নামধেয়ং॥

যথা চিত্রাশব্দে নামধেয়ত্বং তথা বহিষ্পবমানশব্দে আজ্যশব্দে পৃষ্ঠশব্দে চ তৎ কর্ম্ম

'প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—'যদি কর্ম্ম প্রমাণান্তরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মে অনেকবিধ গুণ বিধান করা যায় না। কিন্তু যদি অন্য প্রমাণে কর্ম্ম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের উদ্দেশে এককালীন বহু গুণ বিধান হইতে পারে।' বাক্যভেদরূপ দোষের উৎপত্তি নিবারণ জন্য যদি চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব এই গুণদ্বয়-বিশিষ্ট দ্রব্যে 'চিত্রয়া' এই করণকারক বিধান করা হয়; তাহা হইলে উক্ত বিধান জন্য সেই দ্রব্যের গৌরব হইয়া থাকে। বাক্যভেদ ও গৌরব এই দোষদ্বয় হয় বলিয়া 'যজেত' পদের যজ ধাতুর এবং 'চিত্রয়া' পদের অধিকরণ এক হইয়াছে। সেইজন্য চিত্রা শব্দ উদ্ভিদ্ শব্দের ন্যায় যাগের নাম হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা সেই যাগ-কর্ম্মের বিচিত্রতা প্রতিপন্ন হয়। উক্ত যাগে যে যে ছয়টি বিশেষ-দ্রব্য প্রয়োজনীয়, তাহা এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—'দধি, মধু, ঘৃত, জল, ভৃষ্ট (ভাজা), যব ও তণ্ডুল। এই ছয়টি দ্রব্য দ্বারা প্রাজাপত্য কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।' 'দধিমধুঘৃতমাপো ধানাস্তণ্ডুলাস্তৎ-সংসৃষ্টং প্রাজাপত্যং',—এই বাক্যটি, চিত্রা নামক যাগের উৎপত্তি বাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্রব্য ও দেবতা এই দুইটি যাগ-মাত্রেরই স্বরূপ, উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত বাক্যে দধি প্রভৃতি দ্রব্য এবং প্রজাপতি দেবতা উপদিষ্ট হইতেছে। অতএব ঐ বাক্যের দ্বারা চিত্রাযাগ উৎপন্ন হইয়াছে। 'চিত্রয়া যজেত পশুকামঃ',—ইহা চিত্রা নামক যাগের ফলবোধক বাক্য। এইরূপ হইলে, চিত্রা শব্দের নামধেয়স্বরূপ প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশুর অনুবাদে চিত্রত্ব ও স্ত্রীত্ব গুণদ্বয়ের বিধান হইলে, নামধেয়স্বরূপ প্রকৃতের হানি হয় ও অপ্রকৃত যে চিত্রাগস্ত্রীপশু, তাহার প্রয়োগ হইতে পারে। 'যজেত' পদে লিঙ্ বিভক্তি আছে। ঐ লিঙ্-প্রত্যয় যে অনুবাদক, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং লিঙ্ প্রত্যয়ের বিধিরূপ প্রধান অর্থ বাধিত হইতেছে। অনুবাদে উক্তরূপ দোষ হইয়া থাকে বলিয়া চিত্রা পদ যাগের নামধেয় (নাম) হইয়াছে।

যেরূপে চিত্রা শব্দের যাগ-নামধেয়ত্ব প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপে 'বহিষ্পবমান' 'আজ্য' ও 'পৃষ্ঠ' শব্দেরও কর্ম্ম-নামধেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে। বহিষ্পবমান প্রভৃতি যে

নামধেয়ত্বং যোজনীয়ং। এবং হি শ্রূয়তে,—'ত্রিবৃদ্ বহিষ্পবমানং পঞ্চদশান্যাজ্যানি সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি ইতি'। অস্য বাক্যত্রয়স্যার্থো বিব্রিয়তে,—সামগানামুত্তরা-গ্রন্থে তৃচাত্মকানি সূক্তান্যা-ম্নাতানি তত্র উপাস্মৈ গায়তা নরঃ ইত্যাদ্যং সূক্তং দবিদ্যুতত্যা রুচা ইতি দ্বিতীয়ং। পবমানস্য তে, কব' ইতি তৃতীয়ং। জ্যোতিষ্টোমস্য প্রাতঃসবনানুষ্ঠানে তেষু ত্রিষু সূক্তেষু গায়ত্রং সাম গাতব্যং। তদিদং সূক্তত্রয়গানসাধ্যং স্তোত্রং বহিষ্পবমানমিত্যুচ্যতে। তত্রাবস্থিতানামৃচাং পবমানার্থ-ত্বাদ্বহিঃসম্বন্ধাচ্চ ন খল্বিদং স্তোত্রং ইতরস্তোত্রবৎ সদোনামকস্য মণ্ডপস্য মধ্যে ঔদুম্বর্য্যাঃ স্তম্ভশাখায়াঃ সন্নিধৌ প্রযুজ্যতে। কিন্তু সদসো বহিঃ প্রসর্পদ্ভিঃ প্রযুজ্যতে। তস্য চ বহিষ্পব-মানস্য ত্রিবৃন্নামকঃ স্তোমো ভবতি। তস্য চ স্তোমস্য বিধায়কং ব্রাহ্মণবাক্যমেবমাম্নায়তে 'তিসৃভ্যো হিংকরোতি স প্রথময়া তিসৃভ্যো হিং করোতি স মধ্যময়া। তিসৃভ্যো হিংকরোতি স উত্তময়োদ্যতী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিরিতি। অয়মর্থঃ—সূক্তত্রয়পঠিতানাং নবানামৃচাং গানং ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ কর্ত্তব্যং। অত্র প্রথমপর্য্যায়ে ত্রিষু সূক্তেষু আদ্যাস্তিস্র ঋচঃ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে মধ্যমাঃ, তৃতীয়ে পর্য্যায়ে চোত্তমাঃ। তিসৃভ্য ইতি তৃতীয়ার্থে পঞ্চমী। হিংকরোতি গায়তী-ত্যর্থঃ। সোহয়ং যথোক্তপ্রকারোপেতা গীতিস্ত্রিবৃৎ স্তোমস্য বিষ্টুতিঃ (স্তুতিপ্রকারবিশেষঃ)।

কল্পবিশেষের নাম, তাহাই ক্রমান্বয়ে বলা যাইতেছে। 'ত্রিবৃৎ, বহিষ্পবমান, পঞ্চদশ আজ্য এবং সপ্তদশ-সংখ্যক পৃষ্ঠস্তোত্র', এইরূপ শ্রুতি আছে। এই 'ত্রিবৃৎ-বহিষ্পবমানম্' ইত্যাদি বাক্যত্রয়ের অর্থ ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে। সামগায়কগণের উত্তরা নামক গ্রন্থে তৃচ-স্বরূপ তিনটি সূক্ত উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে 'উপাস্মৈ গায়তা নরঃ',—এইটী প্রথম সূক্ত। 'দবিদ্যুতত্যা রুচা,'—এইটী দ্বিতীয়; এবং 'পাবমানস্য তে কবে',—এইটী তৃতীয় সূক্ত। জ্যোতিষ্টোমযাগে প্রাতঃকালীন-সবনের সময় সেই তিনটি সূক্তে গায়ত্র নামক সাম গান করিতে হইবে। ঐ তিনটি সূক্তের গান হইতে যে স্তোত্র সম্পন্ন হয়, তাহাকেই 'বহিষ্পবমান' স্তোত্র বলে। কারণ, সেই সূক্তত্রয়ে বিদ্যমান ঋক্-সমূহ পবমানের প্রয়োজনীয়। উক্ত স্তোত্র অন্যান্য স্তোত্রের ন্যায় 'সদঃ' নামক মণ্ডপের মধ্যস্থলে উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) নির্ম্মিত স্তম্ভ-শাখার নিকটে প্রযুক্ত হয় না; কিন্তু 'সদঃ' নামক মণ্ডপের বহির্দ্দেশে বিচরণকারিগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ স্তোত্র-সম্বন্ধীয় ঋক্-সকলেরও বহিঃ-সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রের 'ত্রিবৃৎ' নামে স্তোম আছে। যে ব্রাহ্মণ-বাক্য দ্বারা সেই স্তোম বিহিত হইয়াছে সেই ব্রাহ্মণ-বাক্য এইরূপ উল্লিখিত আছে; যথা,—'তিসৃভ্যো হিং করোতি', ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—তিনটী পর্য্যায় দ্বারা সূক্তত্রয়ে পঠিত নয়টী ঋকের গান করিতে হইবে। প্রথম পর্য্যায়ে, তিনটি সূক্তের মধ্যে, প্রথম তিনটি ঋক্; দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মধ্যস্থিত তিনটি ঋক্ এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তম (শেষস্থিত) তিনটী ঋক্। 'তিসৃভ্যঃ' এই পদে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। 'হিং করোতি' বাক্যের অর্থ—'গান করিতে হয়' এইরূপ। ঐ ব্রাহ্মণ বাক্যে উল্লিখিত প্রকারে যে গীতি (গান) হইয়া থাকে, সেই গীতিই ত্রিবৃৎ-নামক স্তোমের বিষ্টুতি (স্তুতির প্রকার-

অস্যাঃ বিষ্টুতেরুদ্যতী নামেতি এবং পরিবর্ত্তিনী কুলায়িনীতি দ্বে বিষ্টুতী। তয়োঃ পরিবর্ত্তিন্যেবমাম্নায়তে। তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ পরিবর্ত্তিনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ ইতি। পরাচীভিঃ অনুক্রমেনাম্নাতাভিরিত্যর্থঃ। কুলায়িন্যেবমাম্নায়তে। তিসৃভ্যো হিংকরোতি স পরাচীভিঃ, তিসৃভ্যো হিংকরোতি যা মধ্যমা সা প্রথমা যা উত্তমা সা মধ্যমা যা প্রথমা সোত্তমা। তিসৃভ্যো হিংকরোতি যোত্তমা সা প্রথমা যা প্রথমা সা মধ্যমা যা মধ্যমা সোত্তমা। কুলায়িনী ত্রিবৃতো বিষ্টুতিঃ ইতি। অত্র প্রথমসূক্তে পাঠক্রম এব 'দ্বিতীয়ে মধ্যমোত্তম প্রথমাঃ তৃতীয়ে তূত্তম-প্রথম মধ্যমা' ইত্যেবং ব্যত্যয়েন মন্ত্রা গাতব্যাঃ। তদিদং বিষ্টুতিত্রয়ং বিকল্পিতং ত্রিবৃচ্ছব্দস্যেদৃশং স্তোমস্বরূপমর্থঃ ন তু ত্রৈগুণ্যমিতি পূর্ব্বপাদে নির্ণীতং॥

উত্তরাগ্রন্থে বহিষ্পবমান সূক্তেভ্যঃ ত্রিভ্য ঊর্দ্ধং চত্বারি সূক্তান্যাম্নাতানি অগ্ন আয়াহি বীতয়ে (উ ১প্র ৪সূ) ইত্যাদ্যং সূক্তং 'আনোমিত্রাবরুণা (উ ১প্র ৫সূ) ইতি দ্বিতীয়ং।

বিশেষ)। এই বিষ্টুতির নাম উদ্যতী। পরিবর্ত্তিনী ও কুলায়িনী নামে আরও দুইটি বিষ্টুতি আছে। সেই বিষ্টুতিদ্বয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তিনী বিষ্টুতি এইরূপে আম্নাত হইয়াছে,—'তিসৃভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। ইহার অর্থ,—সেই উদ্গাতা যথাক্রমে উল্লিখিত তিনটী ঋকের দ্বারা গান করিয়া থাকেন। এইরূপে আরও বারদ্বয় গান করেন। ঐ গীতিই 'ত্রিবৃৎ' স্তোমের পরিবর্ত্তিনী নামক বিষ্টুতি আছে। অনুক্রমে উল্লিখিত ঋক্‌কে পরাচী বলে। কুলায়িনী বিষ্টুতি এইরূপে আম্নাত হইয়াছে,—'তিসৃভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—সেই উদ্গাতা যথাক্রমে তিনটী প্রথমা উল্লেখ করিয়া গান করেন। পুনরায় মধ্যম ঋকত্রয়ের মধ্যে যে ঋক্ মধ্যম, তাহাকে প্রথম, যে ঋক্ উত্তম (শেষে পঠিত) তাহাকে মধ্যম এবং যে ঋক্ প্রথম, তাহাকে উত্তম করিয়া গান করেন। তৃতীয় বারে উত্তম ঋক্‌ত্রয়ের মধ্যে যে ঋক্ শেষে পঠিত হয়, তাহাকে প্রথম, যে ঋক্ প্রথমে আছে তাহাকে মধ্যম, এবং যে ঋক্ মধ্যে আছে, তাহাকে উত্তম করিয়া গান করিয়া থাকেন। ঐ গীতিই 'ত্রিবৃৎ' স্তোমের কুলায়িনী নামক বিষ্টুতি।' প্রথম সূক্তে যে মন্ত্র আছে, তাহা পাঠক্রমে (প্রথম মধ্যম ও উত্তম এই ক্রমে) গান করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় সূক্তে মধ্যম, উত্তম ও প্রথম এবং তৃতীয় সূক্তে উত্তম, প্রথম ও মধ্যম এইরূপ ব্যতিক্রম করিয়া মন্ত্র-সকল গান করিতে হইবে। উক্ত উদ্যতী, পরিবর্ত্তিনী ও কুলায়িনী—এই বিষ্টুতিত্রয় বিকল্পে বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথম সূক্তে উদ্যতী ও পরিবর্ত্তিনী, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সূক্তে কুলায়িনী বিষ্টুতি এইরূপ ব্যবস্থিত হওয়ায় বিকল্প হইয়াছে। উক্তরূপ বিষ্টুতিই স্তোমের স্বরূপ এবং বিষ্টুতিত্রয়যুক্ত স্তোমই ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ। কিন্তু 'ত্রৈগুণ্য' যে ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ নয়, তাহা তৃতীয় পাদে নির্ণীত হইয়াছে।

উত্তরানামক গ্রন্থে তিনটী বহিষ্পবমান সূক্তের পরে আরও সূক্তচতুষ্টয় উল্লিখিত হইয়াছে। 'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে (উ ১প্র ৪সূ)—ইহা প্রথম সূক্ত। 'আনো মিত্রাবরুণাঃ' (উ ১প্র ৫সূ)—ইহা দ্বিতীয় সূক্ত। 'আয়াহি সুসমাহিতঃ' (উ ১প্র ৬সূ)—ইহা তৃতীয়,

আয়াহি সুসমাহিত (উ ১প্র ৩সূ) ইতি তৃতীয়ং। 'ইন্দ্রাগ্নি আগতং সুতং' (উ১ প্রসূ) ইতি চতুর্থং। তান্যেতানি প্রাতঃসবনে গায়ত্রসাম্না গীয়মানানি চত্বার্য্যাজ্যস্তোত্রাণি ইত্যুচ্যন্তে। তন্নির্বচনং শ্রূয়তে—যদাজিমীয়ুস্তদাজ্যানামাজ্যত্বং ইতি। তেষাজ্যস্তোত্রেষু পঞ্চদশনামকঃ স্তোমো ভবতি। তস্য স্তোমস্য বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে,—পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স তৃস্ৃভিঃ স একয়া স একয়া। পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স একয়া। পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স একয়া স একয়া স তিসৃভিঃ ইতি। একং সূক্তং ত্রিরাবর্ত্তনীয়ং। তত্র প্রথমাবৃত্তৌ প্রথমায়া ঋচস্ত্রিরভ্যাসঃ। দ্বিতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমায়াঃ, তৃতীয়াবৃত্তাবুত্তমায়াঃ। সোহয়ং পঞ্চদশ স্তোমঃ। উক্তেভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ সূক্তেভ্যঃ ঊর্দ্ধমুত্তরাগ্রন্থে ত্রীণি মাধ্যন্দিনপবমান্ সূক্তান্যাম্নায় তত ঊর্দ্ধং চত্বারি সূক্তান্যাম্নাতানি। তেষু অভিত্বা শূরনোনুমঃ (উ ১প্র ১সূ) ইত্যাদ্যং। কয়া নশ্চিত্র আ ভুবৎ (উ ১প্র ১২সূ) ইতি দ্বিতীয়ং। তংবোদস্মমৃতীষহং (উ ১প্র ১৩) ইতি তৃতীয়ং। তরোভির্বোবিদ্বসুং (উ ১প্র ১৪) ইতি চতুর্থং। এতানি ক্রমেণ রথন্তর (ই ১প্র ১সা) বামদেব্য—(উ ১প্র৬ ৫সা) নৌধস—(উ ১প্র০ ৫সা) কালেয় (উ ১প্র ৭সা) সামভির্ম্মাধ্যন্দিনসবনে গীয়মানানি পৃষ্ঠস্তোত্রানীত্যুচ্যন্তে। স্পর্শনাৎ

সূক্ত। 'ইন্দ্রাগ্নী আগতং সুতং' (উ ১প্র ২সূ)—ইহা চতুর্থ সূক্ত। এই সূক্ত-চতুষ্টয় যখন প্রাতঃসবন-প্রকরণে গায়ত্র নামক সাম দ্বারা গীত হয়, তখন ঐ সূক্ত-চতুষ্টয়কে আজ্য-স্তোত্র বলে। উক্ত সূক্ত-চতুষ্টয় যে আজ্য-স্তোত্র হয়, যে বিষয়ে এই প্রকার নির্ব্বচন-শ্রুতি আছে; যথা,—'যদাজিমীয়ুঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—'যখন আজ্যস্তোত্র সকল, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণকে (এস্থলে প্রাতঃসবনই নির্দ্দিষ্ট ক্ষণ) প্রাপ্ত হয়, তখন আজ্যস্তোত্রের আজ্যত্ব (কর্ম্মে উপযোগিতা) প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।' সেই আজ্য-স্তোত্র-চতুষ্টয়ে পঞ্চদশ নামে স্তোম হয়। ঐ পঞ্চদশ স্তোমের বিষ্টুতি এইরূপে শ্রুত হইয়া থাকে; যথা,—'পঞ্চভ্যো-হিং করোতি' ইত্যাদি। উক্ত শ্রুতির অর্থ এই,—সেই উদ্গাতা ঋত্বিক্ পাঁচটী ঋক্ হইতে প্রথমে একটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে একটী ঋকের দ্বারা এবং শেষে তিনটী ঋকের দ্বারা গান করিয়া থাকেন। এইরূপে আরও বারদ্বয় গান করিয়া থাকেন।' উক্ত প্রকারে একটী সূক্তের বারত্রয় আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিক্রম এইরূপ,—প্রথম আবৃত্তিতে প্রথম ঋকের উল্লেখ তিন বার, দ্বিতীয় আবৃত্তিতে মধ্যম ঋকের উল্লেখ তিন বার, এবং তৃতীয় আবৃত্তিতে উত্তম ঋকের উল্লেখ তিন বার। এই স্তোম পঞ্চদশ নামে অভিহিত হইয়াছে। উত্তরা-গ্রন্থে উল্লিখিত সূক্তচতুষ্টয়ের পরে তিনটী মাধ্যন্দিন পবমান সূক্তের উল্লেখ হইয়াছে। তার পরে আরও চারিটী সূক্ত উল্লিখিত হইয়াছে; সেই সূক্ত-চতুষ্টয়ের মধ্যে 'অভি ত্বা শূরনোনুমঃ' (উ ১প্র ১সূ),-ইহা প্রথম সূক্ত। 'কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' (উ ১প্র ১২সূ),-ইহা দ্বিতীয় সূক্ত। 'তংবোদস্মমৃতীষহম্' (উ ১প্র ১৩),—ইহা তৃতীয় সূক্ত। 'তরোভির্বোবিদদ্বসুম্' (উ ১প্র ১৪সূ),—ইহা চতুর্থ সূক্ত। 'অভি ত্বা শূর' প্রভৃতি চারিটী সূক্ত, ক্রমান্বয়ে রথন্তর, বামদেব্য, নৌধস এবং কালেয় এই সামচতুষ্টয় দ্বারা মাধ্যন্দিনসবনে গীত হইয়া থাকে। এইজন্য উক্ত সূক্ত-চতুষ্টয়কে পৃষ্ঠস্তোত্র বলে। 'অভি ত্বা শূর' প্রভৃতি সূক্ত-চতুষ্টয় যে পৃষ্ঠস্তোত্র হয়, তদ্বিষয়ে 'স্পর্শনাৎপৃষ্ঠানি' এইরূপ

পৃষ্ঠানীত্যেবং নিরুক্তিরুক্তা। তেষু স্তোত্রেষু সপ্তদশ স্তোমো ভবতি। তস্য স্তোমস্য বিষ্টুতিরেবমাম্নায়তে—পঞ্চভ্যো হিংকরোতি, স তিসৃভিঃ স একয়া স একয়া পঞ্চভ্যো হিংকরোতি স একয়া স তিসৃভিঃ স তিসৃভিঃ ইতি। অত্র প্রথমাবৃত্তৌ প্রথমায়া ঋচঃ ত্রিরভ্যাসঃ। দ্বিতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমায়াঃ। তৃতীয়াবৃত্তৌ মধ্যমোত্তময়োঃ। সোঽয়ং সপ্তদশ স্তোমঃ। অত্র ত্রিষ্বপি বাক্যেষু ত্রিবৃৎ-পঞ্চদশ-সপ্তদশশব্দাঃ গুণবিধায়কত্বেন সম্মতাঃ। যদি বহিষ্পবমানাজ্যপৃষ্ঠশব্দা অপি গুণবিধায়কাঃ স্যুঃ, তদা প্রত্যুদাহরণং গুণদ্বয়, বিধানাদ্ বাক্যভেদঃ স্যাৎ। তস্মাদ্বহিষ্পবমানাদিশব্দাঃ স্তোত্রনামধেয়ানি। তৈর্নামভিঃ কর্মাণ্যনূদ্য ত্রিবৃদাদি-গুণাঃ বিধীয়ন্তে" ইতি।

উক্তস্য পৃষ্ঠাদিস্তোত্রস্য প্রধানকর্মত্বং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমপাদে পঞ্চমাধিকরণে নির্ণীতম্,—'প্রউগং শংসতীত্যাদৌ গুণত্বোত প্রধানতা। দৃষ্টাদেবস্মৃতিত্বেন গুণতা স্তোত্রশস্ত্রয়োঃ। স্তুত্যর্থত্বে স্তৌতিশংসত্যোর্দ্ধাত্বোঃ শ্রৌতার্থবাধনং। তেনাদৃষ্টমুপেত্যাপি

নিরুক্তি আছে। ঐ নিরুক্তি এ স্থলে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল না; তাহা স্থানান্তরে দেখিয়া লইবে। সেই পৃষ্ঠস্তোত্রে সপ্তদশ নামক স্তোম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সপ্তদশ স্তোমের যে বিষ্টুতি, তৎসম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি আছে; যথা,—'পঞ্চভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি। সেই শ্রুতির অর্থ এই,—'উদ্গাতা পাঁচটী ঋক্ হইতে প্রথমে তিনটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে একটী ও শেষে একটী ঋকের দ্বারা, গান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বারে প্রথমে একটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে তিনটী ঋকের দ্বারা ও শেষে একটী ঋকের দ্বারা গান করেন; এবং তৃতীয় বারে প্রথমে একটী ঋকের দ্বারা, মধ্যে একটী ঋকের দ্বারা ও শেষে তিনটী ঋকের দ্বারা গান করিয়া থাকেন।' এস্থলে প্রথম বারে প্রথম ঋকের তিন বার, দ্বিতীয় বারে মধ্যম ঋকের তিন বার এবং তৃতীয় বারে মধ্যম ও উত্তম ঋকের তিন বার করিয়া উল্লেখ হইয়া থাকে। ঐরূপ উল্লেখ হইলে যে ঋক্-সমষ্টি হয়, সেই ঋক্-সমষ্টিকেই সপ্তদশ স্তোম বলা হইয়াছে। 'ত্রিবৃদ্বহিষ্পবমানং' ইত্যাদি বাক্যত্রয়ে যে 'ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ'—এই তিনটি শব্দ আছে, তাহারা গুণ-বিধায়ক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 'বহিষ্পবমান, আজ্য ও পৃষ্ঠ' এই কয়েকটী শব্দও যদি গুণ-বিধায়ক হয়, তাহা হইলে প্রতি উদাহরণেই গুণদ্বয় বিধান হইতেছে; সুতরাং বাক্যভেদরূপ দোষ অনিবার্য্য। বহিষ্পবমান প্রভৃতি শব্দসমূহ স্তোত্রের নাম। সেই বহিষ্পবমান প্রভৃতি স্তোত্র-নাম-দ্বারা যাগাদি-কর্ম্মের অনুবাদ করিয়া, সেই যাগাদি-কর্ম্মে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ এই গুণত্রয় বিহিত হইতেছে।

উক্ত পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্তোত্র যে প্রধান কর্ম্ম, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে, পঞ্চম অধিকরণে, নির্ণীত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এই,—'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই—'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি বাক্যে যে স্তৌতি ও শংসতি পদ আছে, তাহার দ্বারা স্তোত্র ও শস্ত্রকে পাওয়া যায়। ঐ স্তোত্র বা শস্ত্র শব্দের প্রাধান্য আছে কি না,—ইহাই সংশয়। লোকে দেবতাবোধক স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখা যায়; সেইজন্য স্তোত্র বা শস্ত্র গুণকর্ম্ম (প্রধান কর্ম্ম নয়), ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। যদি স্তু ও শংস ধাতুদ্বয় দেবতাবোধক স্মৃতির অনুসরণ করে, তাহা হইলে শ্রুতিলব্ধ অর্থের বোধ হয়। স্মৃতি-বাক্যে

প্রাধান্যং শ্রুতয়ে মতং। জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—প্রউগং শংসতি, নিষ্কেবল্যং শংসতি আজ্যৈঃ স্তুবতে, পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে, ইতি। (প্রউগ-নিষ্কেবল্য শব্দৌ শস্ত্রবিশেষনামনী আজ্য-পৃষ্ঠ-শব্দৌ তু ব্যাখ্যাতৌ)। অপ্রগীতমন্ত্র-সাধ্যা স্তুতিঃ শস্ত্রং, প্রগীতমন্ত্র-সাধ্যা স্তুতিঃ স্তোত্রং। তয়োঃ স্তুত-শস্ত্রয়োর্গুণকর্ম্মত্বং যুক্তং। কুতঃ? তুষবিমোকবদ্দৃষ্টার্থলাভাৎ পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষু অনুস্মরণেন দেবতা সংস্ক্রিয়তে, ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—তেষু অনুস্মরণেন স্তোতব্যায়াঃ দেবতায়াঃ স্তাবকৈর্গুণৈঃ সম্বন্ধকীর্ত্তনং স্তৌতি-শংসতিধাত্বোর্মুখ্যোঽর্থঃ। যদি মন্ত্রবাক্যানি গুণসম্বন্ধাভিধানপরাণি, তদা ধাত্বোর্মুখ্যার্থলাভাৎ শ্রুতিরনুগৃহীতা ভবিষ্যতি। যদা তু গুণদ্বারেণানুস্মরণীয়দেবতাস্বরূপপ্রকাশনপরাণি মন্ত্রবাক্যানি স্যুঃ, তদা ধাত্বোঃ মুখ্যার্থো ন স্যাৎ। লোকে হি দেবদত্তশ্চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞঃ ইত্যুক্তে স্তুতিঃ প্রতীয়তে। তস্য বাক্যস্য গুণদ্বারেণ দেবদত্তস্বরূপোপলক্ষণপরত্বেন গুণসম্বন্ধপরত্বাৎ। যদা তু দেবদত্ত-স্বরূপপরতা যশ্চতুর্ব্বেদী তমানয় ইত্যাদৌ, তত্র ন স্তুতি প্রতীতিঃ। তদা চতুর্ব্বেদসম্বন্ধদ্বারেণ দেবদত্তস্বরূপপরত্বেন গুণসম্বন্ধপরত্বাভাবাৎ। ততশ্চাজ্যৈদেবং প্রকাশয়েৎ, পৃষ্ঠৈদেবং

স্তু ও শংস ধাতুর অর্থ অন্বিত হইলে, শ্রুতার্থের বোধ হয়; আর তদ্দ্বারা অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া স্তোত্রের ও শস্ত্রের প্রধান কর্ম্মত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতি-বাক্য প্রধান—ইহাই সিদ্ধান্ত। এই অধিকরণের বিবৃতি এইরূপ,—জ্যোতিষ্টোম যাগে 'প্রউগং শংসতি নিষ্কেবল্যং' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। ঐ শ্রুতিতে প্রউগ ও নিষ্কেবল্য—এই শব্দ-দুইটী বিশেষ শস্ত্রের নাম। আজ্য ও পৃষ্ঠ শব্দ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃষ্টরূপে গীত নয়, এরূপ মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন স্তুতিকে শস্ত্র বলে, এবং প্রগীত মন্ত্রের দ্বারা নিষ্পন্ন স্তুতিকে স্তোত্র বলে। সেই স্তোত্র ও শস্ত্র যে গুণ-কর্ম্ম, তাহা সঙ্গত। কেন? কারণ, অবঘাতাদি স্থলে যেরূপ তুষবিমোচনরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ 'প্রউগং শংসতি' ইত্যাদি স্থলে দেবতার সংস্কাররূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেই সমস্ত মন্ত্রে দেবতার স্মরণ হয়, এবং সেই স্মরণের দ্বারা দেবতার সংস্কার করা হইয়া থাকে;—ইহাই প্রাসঙ্গিক। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। অধুনা সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—মন্ত্রসমূহ স্মরণপূর্ব্বক দেবতার যে স্তুতি প্রযোজ্য, গুণের সহিত তাহার স্তোতব্য-স্তাবক-ভাব সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করাই স্তু ও শংস ধাতুর বাচ্য (মুখ্য) অর্থ। যদি মন্ত্র-বাক্য-সকল দেবতার সহিত গুণের উক্তরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্তু ও শংস ধাতু-দ্বয়ের মুখ্য অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রুত-বাক্য উপকৃত হইবে। কিন্তু যখন ঐ মন্ত্র-বাক্যসকল গুণ দ্বারা স্মরণীয় দেবতার স্বরূপমাত্র প্রকাশ করিবে, তখন স্তু ও শংস ধাতুর মুখ্য অর্থ হইবে না। লৌকিক ব্যবহারেও আছে যে,—'দেবদত্ত চতুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ'—এই কথা বলিলে, স্তুতি প্রতীত হয়; কারণ, ঐ বাক্য, গুণ দ্বারা, দেবদত্তের স্বরূপকে বিশেষ করিতেছে। সুতরাং দেবদত্তের সহিত 'অভিজ্ঞতা'-রূপ গুণের সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। কিন্তু যখন ঐ বাক্য দেবদত্তের স্বরূপ-মাত্র প্রকাশ করিবে, তখন 'যে চতুর্ব্বেদজ্ঞ, তাহাকে আনয়ন কর' ইত্যাদি স্থলে স্তুতি প্রতীত হইবে না। কারণ, সেই বাক্য, 'চতুর্ব্বেদী' পদে উপগম্য চতুর্ব্বেদ সম্বন্ধ দ্বারা, দেবদত্তের স্বরূপ মাত্র প্রকাশ

প্রকাশয়েৎ ইত্যেবং বিধ্যর্থপর্য্যবসানাদ্ ধাত্বোর্মুখ্যার্থোবাধ্যেত; ততো ধাতুশ্রুতিমবাধিতুং স্তোত্র-শস্ত্রয়োঃ প্রধানকর্ম্মত্বমভ্যুপেতব্যং। তত্র দৃষ্টং প্রয়োজনং নাস্তীতি চেদ্ ভবতোঽপূর্ব্বমস্তু" ইতি।

তত্রৈব দ্বিতীয়পাদে দ্বাদশাধিকরণে সামবিশেষপ্রযুক্তং কর্ম্মান্তরত্বমভিহিতং। "উক্তাগ্নিষ্টুতমেতস্য বারবন্তীয়সাম হি। রেবতীষু কৃত্বেতি শ্রুতং পশুফলাপ্তয়ে। রেবত্যাদি গুণঃ কর্ম্ম পৃথগ্ বা পূর্ব্ববদ্ গুণঃ। রেবতী-বারবন্তীয়-সম্বন্ধাখ্যঃ পশুপ্রদঃ। সাম্নোঽত্র ফলকর্ম্মভ্যাং সম্বন্ধে বাক্যভিন্নতা। তেনোক্ত-গুণসংযুক্তমস্তং কর্ম্মোচ্যতে ফলে।" ত্রিবদগ্নি-ষ্টোমস্তস্য বায়ব্যাসু ঋক্ষু একবিংশাগ্নিষ্টোম-সাম কৃত্বা ব্রহ্মবর্চ্চসকামো যজেত। ইত্যস্য সন্নিধৌ শ্রূয়তে—'এতস্যৈব রেবতীষু বারবন্তীয়মগ্নিষ্টোম-সাম কৃত্বা পশুকামোহ্যেতেন যজেত ইতি। অস্যায়মর্থঃ—অগ্নিষ্টোমস্য বিকৃতিরূপঃ কশ্চিদেকাহোঽগ্নিষ্টুন্নামকঃ। স চ পৃষ্ঠস্তোত্রে ত্রিবৃৎ স্তোমযুক্ততয়া ত্রিবৃদিত্যুচ্যতে। অগ্নিষ্টোমোক্থ্যাদীনাং সপ্তানাং সোমসংস্থানাং মধ্যেঽগ্নিষ্টোম-

---

করিতেছে। সুতরাং দেবদত্তের সহিত গুণের কোনও সম্বন্ধ হয় নাই। 'অমা-স্তোত্র দ্বারা দেবতাকে প্রকাশ করিবে',—এইরূপ বিধিবাক্যার্থ প্রতিপন্ন হয়। অতএব স্তু ও শংস ধাতুর মুখ্য অর্থ বাধিত হইবে। ধাতুদ্বয়ের মুখ্য অর্থ থাকে না বলিয়া, যাহাতে ধাতু-শ্রুতি বাধিত না হয়—সেই নিমিত্ত, স্তোত্রের ও শস্ত্রের প্রধান-কর্ম্মত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল,—স্তোত্রে ও শস্ত্রে এমন কোনও দৃষ্ট-প্রয়োজন নাই, যাহাতে স্তোত্র ও শস্ত্র প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে; তাহা হইলে এস্থলে অদৃষ্ট স্বীকৃত হউক; অর্থাৎ, অদৃষ্ট দ্বারা স্তোত্র ও শস্ত্র প্রধান কর্ম্ম হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে, দ্বাদশ অধিকরণে, সামবিশেষে প্রযুক্ত পৃথক্-কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে; যথা,—'উক্তাগ্নিষ্টুতমেতস্য' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—'অগ্নিষ্টুৎ' নামক যাগের বিষয় বলিবার পর, সেই অগ্নিষ্টুতের সম্বন্ধে পশুরূপ ফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত, 'রেবতীষ্বৃক্ষু কৃত্বা' এইরূপ বারবন্তীয় নামক সাম শ্রুত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—সেই রেবতী প্রভৃতি গুণ-কর্ম্ম অথবা পৃথক্ কর্ম্ম? এস্থলে ইহাই সংশয়। স্তোত্র ও শস্ত্রের ন্যায়, এস্থলে রেবতীর ও বারবন্তীয়ের পরস্পর সম্বন্ধই গুণকর্ম্ম হইবে। কারণ, ঐ সম্বন্ধ পশুরূপ ফল-দায়ক। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। তাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে; যথা,—যদি বারবন্তীয় সামের ফলের ও কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ-দোষ হইবে। উক্তরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, বাক্যভেদ হয় বলিয়া, পশুরূপ ফল-বিষয়ে বারবন্তীয় সামরূপ গুণ-যুক্ত পৃথক্ কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। এই অধিকরণের বিস্তারার্থ এই—ত্রিবৎ নামক অগ্নিষ্টোম যাগে, বায়ুদেবতা-সম্বন্ধীয় যে সকল ঋক্ আছে, তাহাতে একবিংশ নামক অগ্নিষ্টোম সাম গান করিবে। পরে 'ব্রহ্মতেজঃ কামনায় যাগ করিবে।' এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতির অর্থ এই,—একদিন-সাধ্য 'অগ্নিষ্টুৎ' নামক যে একটী যাগ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা 'অগ্নিষ্টোম' যাগের বিকৃত স্বরূপ। সেই 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে পৃষ্ঠস্তোত্রে ত্রিবৃৎ নামক স্তোমযুক্ত হয় বলিয়া তাহাকে 'ত্রিবৃৎ' বলা হয়। ঐ অগ্নিষ্টুৎ যাগ, অগ্নিষ্টোম উক্থ্য প্রভৃতি সাতটী সোমাশ্রয়ের মধ্যে, অগ্নিষ্টোমান্তর্গত

সংস্থারূপত্বাদগ্নিষ্টোমইত্যপ্যুচ্যতে। প্রকৃতৌ তৃতীয় সবনে আর্ভব-পবমানস্তোপরি যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং সাম গীয়তে। তেন চ সাম্না অগ্নিষ্টোমযাগস্য সমাপ্যমানত্বাদগ্নিষ্টোম-সামেত্যুচ্যতে। তচ্চ প্রকৃতৌ যজ্ঞাযজ্ঞাবো অগ্নয়ে ইত্যাগ্নেয়ীষৃক্ষু (উ১ প্র২০ সূ১।২ ৩খ) গীয়তে। অগ্নিষ্টুতি ব্রহ্মবর্চ্চসকামেন বায়ব্যাষৃক্ষু তৎ সাম গাতব্যং। তচ্চ প্রকৃতাবিবৈকবিংশস্তোম যুক্তং। পশুকামস্য তু রেবতীর্ন সধমাদেঃ ইত্যাদিষু রেবতীষৃক্ষু (উ প্র ৪। সূ ১১। ১-৩ খ) বারবন্তীয়ং সাম গায়েদিতি। তত্র রেবতীনামৃচাং বারবন্তীয়-নামকেন সাম্না যঃ সম্বন্ধঃ সোঽয়ং পশু-ফলায়াগ্নিষ্টুতি বিধীয়তে। এতস্যৈবেতি প্রকৃতপরামর্শকেনৈতচ্ছব্দেনান্যব্যাবর্ত্তকেনৈবকারেণ চাগ্নিষ্টুতঃ সমর্পমানত্বাৎ যথা পূর্ব্বাধিকরণে ইন্দ্রিয়ফলায় প্রকৃতেঽগ্নিহোত্রে দধি-গুণো বিহিতঃ তদ্বৎ। ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ — বিষমো দৃষ্টান্তঃ দধ্নো হোমজনকত্বং ন শাস্ত্রেণ বোধনীয়ং তস্য লোকতোঽবগন্তুং শক্যত্বাৎ। ফল-সম্বন্ধ এক এব শাস্ত্রবোধ্যঃ ইতি ন তত্র বাক্যভেদঃ।

বলিয়া তাহাকে অগ্নিষ্টোমও বলা যায়। প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোম যাগে, তৃতীয়সবন-প্রকরণে, আর্ভব পবমান নামক স্তুক পঠিত হইলে, পরে 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' এইরূপ সাম গান করা হইয়া থাকে। এই সাম দ্বারা অগ্নিষ্টোম যাগের সেই যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং' সমাপ্ত করিতে হয়। এইজন্য ঐ সামকে অগ্নিষ্টোম বলা যায়। সেই সাম প্রকৃতিভূত অগ্নিষ্টোমযাগে — 'যজ্ঞা যজ্ঞাবো অগ্নয়ে' ইত্যাদি আগ্নেয়ী (অগ্নিদেব-সম্বন্ধীয়) ঋক্-সমূহে গীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে, ব্রহ্মতেজকামী যজমান বায়ুদেবতাসম্বন্ধীয় ঋক্ সমূহে সেই সাম গান করিবে। অগ্নিষ্টোমযাগে সেই 'যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সামে যেমন একবিংশ নামক স্তোম যুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ অগ্নিষ্টোমের বিকৃতিভূত এই 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগেও একবিংশ স্তোম যুক্ত হইবে। পশুকামী যজমানের উদ্দেশে 'রেবতীর্নঃ সধমাদে' ইত্যাদি রেবতী-দেবতা-সম্বন্ধীয় ঋক্ সকলে বারবন্তীয় নামক সাম গান করিবে। ইহাই 'এতস্যৈব রেবতীষু' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ। উক্ত শ্রুতিতে, — বারবন্তীয় নামক সামের সহিত রেবতী-সম্বন্ধীয় ঋক্-সমূহের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাই পশুরূপ ফলের নিমিত্ত 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে বিহিত হইয়াছে। 'এতস্যৈব' এই স্থলে 'এতৎ' শব্দ প্রস্তুত-কর্ম্মের প্রতিপাদক এবং 'এব'কার অন্য কর্ম্মের বাধক হইয়াছে। সুতরাং 'এতৎ' শব্দ ও 'এব'কার অগ্নিষ্টুৎ-যাগকেই বুঝাইয়া দিতেছে। যেমন পূর্ব্ব (একাদশ) অধিকরণে প্রস্তুত অগ্নিহোত্র-যাগে ইন্দ্রিয়রূপ ফলের নিমিত্ত দধিরূপগুণ বিহিত হইয়াছে; সেইরূপ 'এতৎ' শব্দ ও 'এব'কার শব্দ দ্বারা লব্ধ 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে পশুরূপ ফল লাভের নিমিত্ত, বারবন্তীয় নামক সামের সহিত রেবতী ঋক্-সমূহের সম্বন্ধ বিহিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত বলিতেছি। তুমি যে পূর্ব্বাধি-করণের দৃষ্টান্ত দিয়াছ, তাহা অসদৃশ। কারণ, দধি যে হোমের নিষ্পাদক, ইহা শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না; ব্যবহার হইতেই দধির হোম-নিষ্পাদকত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু দধির ইন্দ্রিয়রূপ ফলের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, একমাত্র তাহাই শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়; সুতরাং 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' বাক্যে বাক্যভেদ দোষ হইল না। পরন্তু 'পশুকামো হ্যেতেন যজেত' প্রভৃতি 'রেবতী' ঋক্-সমূহের আশ্রয়

ইহ তু রেবত্যাগাধারক বারবন্তীয়-সাম্নোঽগ্নিষ্টুং কর্ম্মসাধনত্বং ফলসাধনত্বঞ্চেত্যুভয়ত্র শাস্ত্রৈক-বোধ্যত্বাদ্ দুর্ব্বারো বাক্যভেদঃ তেন পশুফলকং যথোক্তগুণবিশিষ্ট-কর্ম্মান্তরমত্র বিধীয়তে। এতচ্ছব্দঃ এবকারশ্চ বিধীমান-কর্ম্মান্তরবিষয়তয়া যোজনীয়ৌ" ইতি।

উত্তরস্মিংস্ত্বধিকরণে নিধন-বিশেষাঃ কাম্যাঃ বিচারিতাঃ। বৃষ্ট্যন্ন-স্বর্গ কামানাং সৌভরং স্তোত্রমীয়ন্তং। নিধনান্তপি হীষুর্গ্ ইতি বৃষ্ট্যাদিকামিনাং। ফলান্তরং কিং বৃষ্ট্যাদি হীবাদীনামুক্তোদিতে। সৌভরে ফলসংভিন্নে নিধনং বিনিয়ম্যতে। ফলান্তরং চতুর্থ্যোক্তং বৃষ্টিকামায় হীবিতি। সৌভরস্য ফলং বৃষ্টিপীবত্যুক্ত্যা বিবর্দ্ধতে। নোক্তং বৃষ্ট্যন্নকামানামন্তবং প্রত্যভিজ্ঞয়া। নিয়মেঽপি চতুর্থ্যোবা তাদর্থ্যামুপপদ্যতে। যো বৃষ্টিকামো যোঽন্নাদ্যকামো যঃ স্বর্গকামঃ স সৌভরেণ স্তুবীত। সর্ব্বে বৈ কামাঃ সৌভরং ইতি সামান্যায় পুনঃ সমাম্নাতং। হীবিতি বৃষ্টিকামায় নিধনং কুর্য্যাৎ। ঊর্গিত্যন্নাদ্যকামায় ঊ ইতি স্বর্গকামায় ইতি। সৌভরং নাম সামবিশেষঃ নিধনং নাম পঞ্চভিঃ সপ্তভির্ব্বা ভাগৈরুপেতস্য সাম্নোঽন্ত্যোভাগঃ। তস্মিন্নিধনে হীবাদয়ো বিশেষাঃ সৌভর-সাম-সাধ্যাস্তোত্র ফলেভ্যো বৃষ্ট্যাদিভ্যোঽন্যানি বৃষ্ট্যাদিফলানি জনয়িতুং বিধীয়ন্তে। কুতঃ? হীবাদিবিধিবাক্যে বৃষ্টিকামায়েত্যাদিনা চতুর্থী

স্বরূপ যে বারবন্তীয় নামক সামসমূহ, তাহা 'অগ্নিষ্টুং' যাগ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; সুতরাং উক্ত সাম অগ্নিষ্টুং যাগের সাধক এবং 'বারবন্তীয়' সাম উক্ত যাগের ফল সাধন করিয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্র হইতে একমাত্র বারবন্তীয় সামের কর্ম্মসাধনত্ব ও ফলসাধনত্ব, জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। অতএব সেস্থলে বাক্যভেদ অনিবার্য্য। বাক্যভেদ দোষ বারণ হয় না বলিয়া, পশুরূপ ফলবিশিষ্ট এবং রেবতী ঋক্ ও বারবন্তীয় সাম এতদুভয়ের সম্বন্ধরূপ গুণযুক্ত একটী পৃথক্ কর্ম্ম, 'এতস্যৈব রেবতীষু' এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা বিহিত করা যাইতেছে। পরন্তু 'এতৎ' শব্দ ও 'এব'কার শব্দ এতদুভয় দ্বারা যে কর্ম্মের বিধান করা হইতেছে, তাহা সেই পূর্ব্বোক্ত পৃথক কর্ম্মের পক্ষে যোজিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধিকরণে নিধনরূপ সামভাগে যে সকল 'হীষ্' আদি বিশেষ আছে, তাহারা 'কাম্য'—ইহা বিচারিত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এইরূপ,—'বৃষ্ট্যন্নস্বর্গকামানাং সৌভরং স্তোত্রমীয়ন্তং' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপে বিবৃত হইয়াছে,—প্রথমে 'যে বৃষ্টি কামনা করে, যে অন্ন আদি ভক্ষ্য কামনা করে; এবং যাহারা স্বর্গকামনা করে, তাহারা প্রত্যেকেই সৌভর নামক সাম দ্বারা স্তব করিবে। সমস্ত কামনাই সৌভরমূলক।' অতঃপর 'হীবিতি' ইত্যাদি আম্নাত হইয়াছে; অর্থাৎ,—'বৃষ্টিকামীর উদ্দেশে হীষ্ এই 'নিধন নামক সাম গান করিবে', 'অন্ন প্রভৃতি কামীর নিমিত্ত ঊর্ক্' এবং স্বর্গকামীর জন্য 'ঊ' এই প্রকার নিধনরূপ সাম গান করিবে।' সৌভর—সাম-বিশেষের নাম। পাঁচ বা সাত ভাগে বিভক্ত যে সাম, তাহার শেষ ভাগের নাম—নিধন। সেই নিধন-ভাগে যে সকল 'হীষ্' আদি বিশেষ আছে, তাহারা সৌভর নামক সাম হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল বিশেষ, স্তোত্রনিমিত্তক বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে অন্যান্য বৃষ্টি প্রভৃতিরূপ ফল উৎপন্ন করিবার জন্য, বিহিত হইয়া থাকে। কেন? কারণ, হীষ্-আদি বিধিবাক্যে 'বৃষ্টিকামায়' ইত্যাদি দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই চতুর্থী বিভক্তি তাদর্থ্যে

শ্রবণাৎ। সা চ তাদর্থ্যে ত্রয়াণাং হীষাদীনাং বৃষ্ট্যাদিকামপুরুষশেষত্বং গময়তি ; তচ্ছেষত্বং চ পুরুষাভিলষিত-ফলসাধনত্বে সত্যুপপদ্যতে। ততঃ সৌভরস্য হীষিতি নিধনবিশেষস্য চ ফলভূতে দ্বে বৃষ্টী ভবতঃ। তদুভয়মেলনান্মহতী বৃষ্টিঃ ইতি প্রাপ্তে. ব্রূমঃ—সৌভরবিধৌ যো বৃষ্ট্যাদিকামঃ স এব হীষাদিবিধৌ প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ততঃ সৌভরস্য ফলভূতা যে বৃষ্ট্যাদয়ঃ, ত এব হীষাদিশাস্ত্রেণানূদ্যন্তে ইতি ন ফলান্তরং। অথোচ্যেত নূতনফলান্তরাভাবাৎ হীষাদীনাং চ নানাশাখাধ্যায়ন্যাদেব সৌভরে প্রাপ্তত্বাদনর্থকোঽয়ং বিধিঃ ইতি। তন্ন। ফলত্রয়কামানাং ত্রয়াণামনিয়মেনৈব হীষাদিষু মধ্যে যস্য কস্যচিন্নিধনস্য প্রাপ্তৌ বিধেনিয়মার্থত্বাৎ তাদর্থ্যাত্ত্ব কালান্তরাভাবেঽপি সৌভরবাক্যোক্তবৃষ্ট্যাদিফলসাধনে সৌভরে হীষাদীনাং নিয়ম্যমানত্বাদুপপদ্যতে। তস্মাদয়ং নিধনবিশেষনিয়মো ন বিধিঃ” ইতি॥

তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে প্রথম-দ্বিতীয়াধিকরণয়োঃ সামগানে উচ্চত্ব-নীচত্ব-ধর্ম্মৌ

বিহিত। চতুর্থী হীষ্, ঊর্ক্ ও ঊ নিধনত্রয় যে বৃষ্টি, অন্ন ও স্বর্গকামী পুরুষত্রয়ের অঙ্গ, ইহাই বুঝাইতেছে। যদি ঐ হীষ আদি, পুরুষের অভিলষিত ফল সম্পাদন করে ; তাহা হইলে হীষ্ আদির অঙ্গত্ব উৎপন্ন হয়। হীষ্ আদির অঙ্গত্ব স্বীকৃত হইল বলিয়া সৌভর নামক সাম এবং ‘হীষ্’ এই নিধন-বিশেষ এতদুভয়ের ফলস্বরূপ দুইটি বৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে ঐ বৃষ্টিদ্বয়ের মিলন করিলে, মহতী বৃষ্টি হয়। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। অধুনা সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—যে বৃষ্টি প্রভৃতি কামনা, সৌভর-সম্বন্ধি বিধি-বাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই হীষ্ আদি বিধিবাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে। বৃষ্টি প্রভৃতি কামনার পার্থক্য নাই বলিয়া, সৌভর-সামের ফলভূত বৃষ্টি প্রভৃতি ‘হীষ’ প্রতিপাদক শাস্ত্রে পুনঃকথিত হইয়াছে ; অতএব হীষাদিতে বৃষ্টি প্রভৃতি পৃথক ফল নহে। অতঃপর যদি বলা যায়,—হীষাদি নিধন-বিশেষে বৃষ্টি প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোনও নূতন ফল নাই, পরন্তু হীষাদি নিধন-বিশেষ নানা শাখাতে পঠিত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ হীষ্ আদিকে সৌভর-সামে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং হীষিতি বৃষ্টিকামায়’ ইত্যাদি বিধি-বাক্যই নিরর্থক ; তাহাও বলা যায় না। কারণ, বৃষ্টি, অন্ন ও স্বর্গ এই কামনাত্রয়ের নিয়ম করায়, ঐ কামনাত্রয়ে হীষাদির মধ্যে যে কোনও একটী নিধন বিশেষ পাওয়া যায়। কিন্তু ‘হীষিতি বৃষ্টিকামায়’ ইত্যাদি বিধি-বাক্যে ‘উক্ত কামনাত্রয়ে হীষাদি যথাক্রমে প্রযুক্ত হইবে,—এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। ‘বৃষ্টিকামায়’ ইত্যাদি স্থলে চতুর্থী বিভক্তির অর্থ—তাদর্থ্য (নিমিত্ত)। ‘হীষিতি বৃষ্টিকামায়’ ইত্যাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বৃষ্টি প্রভৃতি’ তাহা পৃথক্ ফল না হইলেও সেই তাদর্থ্যরূপ চতুর্থীর অর্থ উপপন্ন হইতেছে। কারণ, ‘যো বৃষ্টিকামঃ’ ইত্যাদি সৌভর-বাক্যে উল্লিখিত বৃষ্ট্যাদিরূপ ফলের নিষ্পাদক সৌভর নামক সামে হীষ্ ঊর্ক্ ও ঊ এই নিধন বিশেষত্রয় নিয়মিত হইয়া থাকে। উক্তরূপে নিয়ম প্রতিপন্ন হইতেছে বলিয়া হীষিতি বৃষ্টিকামায়’ ইত্যাদি দ্বারা হীষ্ আদি নিধন-বিশেষের নিয়ম করা হইল। সেই নিয়ম-বিধি হীষাদির বিধায়ক নয়,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

সাম-গান বিষয়ে উচ্চত্ব ও নীচত্ব রূপ যে দুইটি ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মদ্বয় তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধিকরণে, যথাক্রমে বিচারিত হইয়াছে।

বিচারিতৌ। তত্র প্রথমাধিকরণং—'কর্ত্তব্যমুচ্চৈঃ সামর্গ্ভ্যামুপাংশু যজুষেত্যমী। মন্ত্রাণাং ঋগ্বেদানাং ধর্ম্মামন্ত্রগতাস্ততঃ বিধ্যুদ্দেশে মন্ত্রবাচিশব্দাঃ প্রোক্তা ঋগাদয়ঃ। ঋগ্বেদোঽগ্নেঃ সমুৎপন্ন ইত্যুপক্রমঃ বেদগঃ। অসংজাতবিরোধোঽতস্তদ্বশাদুপসংহৃতেঃ। নয়নে সতি বাক্যেন ধার্ম্মাণাং বেদগামিতা॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রূয়তে—উচ্চৈর্ঋচা ক্রিয়তে। উপাংশু যজুষা উচ্চৈঃ সাম্না ইতি। তত্র বিধিবাক্যে মন্ত্র-বাচিনামৃগাদিশব্দানাং প্রয়োগান্মন্ত্রধর্ম্মাঃ উচ্চৈস্ত্বাদয়ঃ। তথা সতি যজুর্ব্বেদোৎপন্নাঃ অধ্বর্য্যুণা প্রযুজ্যমানা অপ্যৃচঃ উচ্চৈরেব পঠিতব্যা ইতি চেৎ। মৈবং। অসংজাতবিরোধিত্বেন প্রবলমুপক্রমমনুসৃত্য তদ্বশেনোপসংহারস্য নেতব্যত্বাৎ। উপক্রমে হি বেদশব্দঃ শ্রুতঃ। ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত অগ্নেঃ ঋগ্বেদঃ বায়োর্যজুর্ব্বেদঃ আদিত্যাৎ সামবেদঃ ইতি। অতঃ উপক্রমগত-বেদানুসারেণ বিধ্যুদ্দেশগতানামপ্যৃগাদিশব্দানাং বেদপরত্বে সত্যৃচোঽপি যজুর্ব্বেদোৎপন্নাঃ উপাংশু পঠনীয়াঃ। নন্পক্রমোঽর্থবাদত্বাদ্ দুর্ব্বলঃ। উপসংহারো বিধ্যুদ্দেশগতাৎ প্রবলঃ ইতি চেৎ। বাঢ়ং। লব্ধাত্মনো হি বিধ্যুদ্দেশস্য প্রাবল্যং। ইহ তু প্রথমতো বুদ্ধ্যুৎপাদকঃ উপক্রমঃ। তদানীমলব্ধাত্মকত্বান্ন তস্য বাধকত্বং। পশ্চাৎ তু

প্রথম অধিকরণে এই 'কর্ত্তব্যমুচ্চৈঃ সামর্গ্ভ্যাং' ইত্যাদি। তাহার অর্থ, জ্যোতিষ্টোম-যাগে 'উচ্চৈর্ঋচা ক্রিয়তে' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। সেই 'উচ্চৈর্ঋচা ক্রিয়তে' ইত্যাদি বিধি-বাক্যে মন্ত্রবাচক ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং যদি উচ্চত্ব ও নীচত্ব মন্ত্র ধর্ম্ম হয়; তাহা হইলে যে সকল ঋক যজুর্ব্বেদে উৎপন্ন হয়, তাহা অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলেও উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইবে। কিন্তু এতৎসিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কেননা কোনরূপ বিরোধ উৎপন্ন হয় না বলিয়া, প্রবল উপক্রমবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই উপক্রমানুসারে উপসংহার-বাক্যের সমন্বয় করিতে হইবে। উপক্রম-বাক্যে বেদ শব্দ এইরূপে শ্রুত হইয়াছে; যথা—'ত্রয়োবেদা অসৃজ্যন্ত' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—'বেদত্রয় সৃষ্ট হইয়াছে; তাহা এই,—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য (সূর্য্য) হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে।' উপক্রম-বাক্যে বেদ শব্দ শ্রুত হইয়াছে বলিয়া উপক্রম-বাক্যস্থিত বেদ-শব্দানুসারে বিধিবাক্যস্থিত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দও বেদবাচক। অতএব যজুর্ব্বেদে উৎপন্ন ঋক্-সকলেরও অনুচ্চস্বরে পাঠ করিতে হইবে। 'উপক্রম-বাক্য অর্থবাদ মাত্র; সুতরাং উহা দুর্ব্বল। কিন্তু উপসংহার-বাক্য বিধি-স্বরূপ বলিয়া উহা উপক্রম-বাক্য অপেক্ষা বলবান।' এতদুক্তি সমীচীন ও স্বীকার্য্য। কিন্তু যখন বিধির উদ্দেশ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার প্রাবল্য স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঋগাদি যে বেদ এই উচ্চত্ব, নীচত্ব বিচার-স্থলে প্রধানতঃ উপক্রম-বাক্যই সেইরূপ বুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। সেই প্রথম অবস্থায় বিধির উদ্দেশ্য স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, সেই বিধির উদ্দেশ্য উপক্রম-বাক্যের বাধক হইতে পারে না। কিন্তু 'ঋক্ আদি যে বেদ' উপক্রম-বাক্যের দ্বারা এই বুদ্ধি প্রকাশিত হইলে, সেই বিধির উদ্দেশের উপক্রম ও উপসংহার বাক্যদ্বয়ের একত্ব-প্রতিপাদনের পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয় অবিরোধে স্বরূপ-লাভ (আত্মপ্রকাশ) করিয়া থাকে। উক্ত প্রকারে উপক্রম ও

বাক্যৈকবাক্যতয়া তদবিরোধেনৈবাস্মাকং লক্ষ্যতে। তদেবমুপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতাবলেন নির্ণয়াদ্ বাক্যবিনিয়োগোঽয়ং” ইতি ॥

দ্বিতীয়াধিকরণং—“যজুর্ব্বেদগমাধানং তদঙ্গং সাম তত্র কিং।” উচ্চৈরুপাংশু বা গানমুচ্চৈঃ শীঘ্রপ্রবৃত্তিতঃ। উৎপত্তের্বিনিয়োগোঽত্র প্রবলোঽনুস্মৃতির্যতঃ। মুখ্যান্তাদেন কর্ত্তব্যা তস্মাদ্গানমুপাংশুতা। আধানস্যাত্র মুখ্যত্বং গানস্য গুণতাথবা। বিনিয়োগস্য মুখ্যত্বমুৎপত্তেগুণতাথিহ। আধানে বামদেব্যাদসামাঙ্গত্বেন বিহিতানি। তত্র যদ্যপ্যেতানি যজুর্ব্বেদগতস্যাধানস্যাঙ্গানি। তথাপি সামবেদে তেষামুৎপন্নত্বাদুৎপত্তেশ্চ শীঘ্র বুদ্ধি-হেতুত্বাৎ সামবেদধর্ম্মেণ গেয়ানীতি চেৎ ন। বিনিয়োগস্য প্রাবল্যাৎ। স চ যজুর্ব্বেদে শ্রুতঃ- য এবং বিদ্বান বামদেব্যং গায়তি ইতি। গুণেন হি মুখ্যস্যানুসরণং ন্যায্যং। কো গুণঃ ? কিং মুখ্যং ? ইতি চেৎ। অত্রাঙ্গিত্বাদাধানং মুখ্যং। সামগানমঙ্গত্বেন গুণঃ। তথা সতি ধর্ম্মঃ শিরঃ ইত্যাদয় আধানাঙ্গভূতা মন্ত্রাঃ যথোপাংশু পঠ্যন্তে তথা সামান্যপ্যাধানানুসারেণোপাংশু গেয়ানি; অথবা বিনিয়োগোঽনুষ্ঠাপকবিধিত্বান্মুখ্যঃ, উৎপত্তিবিধিরতথাবিধত্বাদ্ গুণঃ। তস্মাদত্র বিনিয়োগ “বেদানুসারেণোপাংশু গেয়ানি' ইতি ॥

উপসংহার এই দুই বাক্যের একত্ব প্রতিপাদন দ্বারা বিধির উদ্দেশ নির্ণীত হইয়াছে। এইজন্য ইহা বাক্য বিনিয়োগ।

অতঃপর দ্বিতীয় অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'যজুর্ব্বেদোক্তমাধানম' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—বহ্নি-স্থাপনে বামদেব্য প্রভৃতি সাম অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। যদিও ঐ সমস্ত সাম যজুর্ব্বেদবিহিত বহ্নিস্থাপনের অঙ্গ, তাহা হইলেও উক্ত বামদেব্য প্রভৃতি সাম সামবেদে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সামের উৎপত্তি-বাক্য শীঘ্র বোধগম্য হয়। সেইজন্য সামবেদের ধর্ম্মানুসারে (উচ্চৈঃস্বরে) উক্ত বামদেব্যাদি সমগ্র সামে গান করিতে হইবে। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না এবং সে সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কারণ, এস্থলে বিনিয়োগই প্রবল। সেই বিনিয়োগ যজুর্ব্বেদে শ্রুত হইয়াছে; যথা,—'য এবং বিদ্বান বামদেব্যং গায়তি' ইতি। ইহার অর্থ এই,—যিনি এই প্রকার (উচ্চতাদি) জ্ঞাত আছেন, তিনি বামদেব্য সাম গান করিয়া থাকেন'। গুণ (অপ্রধান অঙ্গ) যে মুখ্যের (প্রধান পদার্থের) অনুসরণ হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত। এস্থলে কে গুণ ও কে মুখ্য; এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—এস্থলে আধান (বহ্নিস্থাপন) অঙ্গী, সুতরাং উহা প্রধান কর্ম্ম; আর সামগান অঙ্গ বলিয়া গুণ (অপ্রধান) কর্ম্ম। আধান প্রধান কর্ম্ম ও সামগান গুণ কর্ম্ম,—এইরূপ স্থির হইলে, যেমন আধান-কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ 'ধর্ম্মঃ শিরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ অনুচ্চস্বরে পঠিত হয়, সেইরূপ সামসমূহকে আধানানুসারে অনুচ্চস্বরে গান করিতে হইবে। অথবা, বিনিয়োগ বিধি কর্ম্মে অনুষ্ঠান-নির্ব্বাহক (অর্থাৎ, কর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ে পুরুষকে নিয়োগ করে); সুতরাং তাহা প্রধান বিধি। কিন্তু উৎপত্তি বিধি বিনিয়োগ বিধির তুল্য নয় বলিয়া তাহা অপ্রধান। বিনিয়োগ-বিধি প্রধান বলিয়া এই যজুর্ব্বেদোক্ত বহ্নি স্থাপনের স্থলে বিনিয়োগ বিধি অনুসারে বামদেব্যাদি সাম অনুচ্চস্বরে গান করিতে হইবে।

পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে চতুর্থপঞ্চমাধিকরণয়োঃ স্তোম-বিচারঃ। তত্র চতুর্থাধিকরণং—"স্তোমবৃদ্ধৌ কিমাগন্তোর্মধ্যেঽন্তে বাস্তু মধ্যতঃ। দ্বাদশাহবদন্তত্র মধ্যানুক্তের্ন মধ্যমঃ। ইদমাম্নায়তে—'একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ, ত্রিণবেনৌজস্কামং, ত্রয়স্ত্রিংশেন প্রতিষ্ঠাকামং' ইতি। তত্র প্রকৃতৌ বহিষ্পবমানস্তোত্রে ত্রয়স্তৃচা ভবন্তি। 'উপাস্মৈ গায়তে-ত্যাদিঃ' (উ১।প্র১।সূ১।২।২খ) একঃ। "দবিদ্যুতত্যারুচেত্যাদিঃ" (উ১।প্র১।সূ১ ২।৩খ) দ্বিতীয়ঃ। 'পবমানস্য তে কব" ইত্যাদিঃ (উ১।প্র।সূ১ ২।৩খ) তৃতীয়ঃ। তেষু ত্রিষু তৃচে-ষূর্দ্ধং গানেন ত্রিবৃৎস্তোমো ভবতি। নত্বত্র পঞ্চদশ-সপ্তদশস্তোমাদীনামিবাবৃত্তগানমস্তি। স চ বহিষ্পবমানোবিকৃতাবতিরাত্রে চোদকেন প্রাপ্তঃ। তত্র ত্রিবৃৎস্তোমং বাধিতুমেকবিংশাদি-স্তোমাঃ বিহিতাঃ। বহিষ্পবমানে আবৃত্তগানাভাবাৎ ত্রিষু তৃচেষ্বস্থিতাভির্নবভিঋগ্ভিরেক-বিংশস্তোমপূরণাভাবাৎ, তৎপূরণায় চত্বারস্তৃচা আগময়িতব্যাঃ। ত্রিণবস্তোমপূরণায় ষট্ তৃচাঃ। ত্রয়স্ত্রিংশস্তোমপূরণায়াষ্টৌ তৃচাঃ ঋচাগমনং চোপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। তেষাং চাগন্তুকানাং মন্ত্রাণাং প্রাকৃত-বহিষ্পবমানমধ্যে নিবেশঃ কার্য্যঃ; দ্বাদশাহে তদ্দর্শনাৎ। ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—

পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে চতুর্থ ও পঞ্চম অধিকরণে স্তোম বিচার করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে চতুর্থ অধিকরণ এই,—'স্তোমবৃদ্ধৌ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ-ব্যপদেশে 'এক-বিংশেনাতিরাত্রেণ' ইত্যাদি শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ শ্রুতির অর্থ,—'ঋত্বিক একবিংশ-স্তোম বিশিষ্ট অতিরাত্র-নামক যাগে প্রজাকামী যজমানকে দীক্ষিত করিবেন। পুনশ্চ উক্ত ঋত্বিক তেজস্কামী যজমানকে ত্রিনবস্তোম দ্বারা ও প্রতিষ্ঠাকামী যজমানকে ত্রয়স্ত্রিংশ নামক স্তোম দ্বারা, অতিরাত্র-যাগে দীক্ষিত করিবে।' প্রকৃতিভূত বহিষ্পবমান নামক স্তোত্রে তিনটি তৃচ আছে। তাহার মধ্যে 'উপাস্মৈ গায়তা' ইত্যাদি প্রথম তৃচ (উ০১।প্র০১। সূ০১।২।২খ); 'দবিদ্যুতত্যারুচা' ইত্যাদি দ্বিতীয় তৃচ (উ০১। প্র০১সূ০১২২৩খ); এবং 'পবমানস্য তে কব' ইত্যাদি তৃতীয় তৃচ (উ০১।প্র০৩।সূ০।২।৩খ); সেই তিনটী তৃচের মধ্যে প্রত্যেক তৃচের শেষে সাম গান করা হইয়া থাকে। উক্ত গান দ্বারা ত্রিবৃৎ স্তোম নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যেরূপ পঞ্চদশ ও সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোম সম্বন্ধে গানবৃত্তি হয়, এই ত্রিবৃৎস্তোমে সেইরূপ গানাবৃত্তি হইবে না। উক্ত বহিষ্পবমান স্তোত্র, বিকৃতি-স্বরূপ অতি-রাত্র নামক যাগে অতিদেশ দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। 'ত্রিবৃৎ' স্তোমকে নিরস্ত করিবার জন্য, সেই অতিদেশ হইতে প্রাপ্ত বহিষ্পবমান-স্তোত্রে, একবিংশ প্রভৃতি স্তোম বিহিত হইয়াছে। বহিষ্পবমান-স্তোত্রে গানের আবৃত্তি নাই। এইজন্য উক্ত তিনটি তৃচে বিদ্যমান যে নয়টি ঋক্, তাহা দ্বারা একবিংশস্তোমের নিষ্পত্তি হয় না। অতএব সেই একবিংশ-স্তোম নিষ্পত্তির নিমিত্ত, আরও চারিটি তৃচ আনয়ন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ত্রিনব (সপ্তবিংশ) স্তোম নিষ্পাদনের নিমিত্ত অতিরিক্ত ছয়টি ও 'ত্রয়স্ত্রিংশ' স্তোম নিষ্পত্তির নিমিত্ত আটটি তৃচ আনয়ন করিতে হয়। ঋকসমূহের আগমন পরে কথিত হইবে। প্রধান যাগ হইতে লব্ধ বহিষ্পবমান স্তোত্রের মধ্যে সেই অতিরিক্ত আগন্তুক মন্ত্রসমূহের সন্নিবেশ করিতে হইবে; কারণ, দ্বাদশ-দিন-সাধ্য যাগ-কর্ম্মে উক্ত মন্ত্র-সমূহের সন্নিবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। অধুনা সিদ্ধান্ত হইতেছে,—'দ্বাদশাহ' যাগে যে বাক্য উল্লিখিত আছে, তাহা

দ্বাদশাহে হি বচনমেবমাম্নায়তে,—'স্তোত্রিয়ানুরূপৌ তৃচৌ ভবতঃ। বৃষণ্বন্তস্তৃচা ভবন্তি। তত্র উত্তমপর্য্যাসঃ' ইতি। অয়মর্থঃ,—প্রাকৃতানাং বহিষ্পবমানগতানাং ত্রয়াণাং তৃচানাং স্তোত্রিয়োঽনুরূপঃ পর্য্যাসশ্চেতি ত্রীণি নামানি। তত্র চোদকাগতয়োরনুরূপপর্য্যাসয়োস্তৃচ-য়োর্ম্মধ্যে বৃষণ্বচ্ছব্দযুক্তাস্তৃচাঃ কর্ত্তব্যা ইতি। ন চৈবমতিরাত্রে মধ্যে নিবেশনায় বচনমস্তি। তস্মাৎ কৃপ্তক্রমমবাধিতুমাগন্তূনামন্তে নিবেশঃ" ॥

পঞ্চমাধিকরণং—"আর্ত্তবে সাম্ন আগন্তোরন্তে মধ্যেঽথবাগ্রিমঃ। পূর্ব্ববৎ ত্রীণি যজ্ঞগো-ক্ত্যুক্ত্যা মধ্যে নিবেশনং।' পূর্ব্বোদাহৃতেঽতিরাত্রে মাধ্যন্দিনার্ত্তবপবমানয়োশ্চোদকপ্রাপ্তৌ পঞ্চদশ-সপ্তদশস্তোমৌ বাধিতুমেকবিংশাদিবিবৃদ্ধস্তোমো বচনাদনুষ্ঠীয়তে। তত্র বহিষ্পবমানব-দৃগাগমনং ন ভবতি; কিন্তু সামাগমেন স্তোমপূরণমিতি দশমে বক্ষ্যতে। তস্য চাগন্তোঃ সাম্নঃ পূর্ব্বোক্তানামৃচামিবান্তে নিবেশনাৎ পঠিতানাং তৃচানাং মধ্যে তৎ সাম চরমে তৃচে গাতব্যং। ইতি প্রাপ্তে ব্রুমঃ।—'ত্রীণি হ বৈ যজ্ঞস্যোদরাণি, গায়ত্রী বৃহতী অনুষ্টুপ্, চাত্র হ্যেবাবপন্ত্যত এবোদ্বপন্তি' ইতি হি বিশেষ আম্নায়তে। অয়মর্থঃ স্তোমস্য বিবৃদ্ধয়ে সাম্ন আবাপঃ

এই,—'স্তোত্রিয়ানুরূপৌ তৃচৌ ভবতঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ,—প্রধান-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় যে তিনটি তৃচ বহিষ্পবমানস্তোত্রে বিদ্যমান আছে, তাহারা যথাক্রমে স্তোত্রিয়, অনুরূপ এবং পর্য্যাস এই নামত্রয়ে অভিহিত হইয়াছে। অতিদেশ-প্রাপ্ত অনুরূপ ও পর্য্যাস—এই দুই তৃচের মধ্যে 'বৃষণ্বৎ' শব্দ-যুক্ত কয়েকটী তৃচ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।' অতএব 'দ্বাদশাহ' যাগে উক্ত আগন্তুক তৃচ-মন্ত্র-সমূহ নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে উক্ত আগন্তুক মন্ত্র-সকল 'অতিরাত্র' যাগের মধ্যে বহিষ্পবমানে আসিতে পারে, সেরূপ কোনও বচন নাই। ফলতঃ, স্তোম-নিষ্পত্তির জন্য যে ক্রম প্রসিদ্ধ আছে, সেই ক্রমের বাধা না হয়, তন্নিমিত্ত উক্ত আগন্তুক মন্ত্র সমূহ অতিরাত্র-স্থলে-পঠিত তিনটি তৃচের শেষে সন্নিবিষ্ট হইবে। তৃচের মধ্যে তাহারা সন্নিবিষ্ট হইবে না,—ইহাই সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'আর্ত্তব সাম্ন আগন্তোঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এইরূপ,—চতুর্থ অধিকরণে 'অতিরাত্র' যাগকর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। সেই 'অতিরাত্র' যাগে মাধ্যন্দিন ও আর্ত্তব এই দুই পবমান স্তোত্র-সম্বন্ধী পঞ্চদশ ও সপ্তদশ নামক স্তোমদ্বয় অতিদেশ-বিধি দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত স্তোমদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য, তদপেক্ষা অধিক একবিংশাদি স্তোম অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান বাচনিক। যেরূপ বহিষ্পবমানে ঋকের আগম হয়, সেইরূপ উক্ত একবিংশাদি স্তোমের অনুষ্ঠানে ঋকের আগম হয় না। পরন্তু সামের আগম দ্বারা স্তোম-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহা দশম অধিকরণে উক্ত হইবে। সেই আগন্তুক সাম, পূর্ব্বকথিত ঋক্‌সমূহের ন্যায়, প্রস্তুত তৃচের শেষে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। সেইজন্য পঠিত তৃচ-সমূহের মধ্যে, শেষ তৃচে, উক্ত সাম গান করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গেল। এক্ষণে সিদ্ধান্ত বলিতেছি। 'ত্রীণি হবৈ যজ্ঞস্যোদরাণি' ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতি আছে। সেই শ্রুতির অর্থ স্তোমকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত তৃচের সহিত সামের সমন্বয়, এবং স্তোমকে হ্রাস করিবার জন্য উদ্বাপ (অনাগম) ব্যবস্থিত হয়। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে আবাপ ও উদ্বাপ হইয়া থাকে;

ক্রিয়তে, স্থানার চোদ্যাপঃ তাবুভাবাবাপোদ্বাপৌ গায়ত্র্যাদিষ্বেব নাঙ্গত্রেতি। 'উচ্চাতে জাতমন্ধসঃ ইত্যেষ মাধ্যন্দিন-পবমানস্যাস্তৃচঃ' (উ১।প্র৮।সূ১ ২।৩ ঋ)। 'স্বাদিষ্ঠয়া ইত্যেষঃ' (উ১।প্র১৩ সূ ২ ৩ ঋ)। আর্ভবপবমানস্য তাবুভৌ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কৌ তয়োরাবাপঃ। ন তু ত্রিষ্টুপ্‌জগতীছন্দস্কয়োরন্যয়োস্তৃচয়োঃ সামাবপনীয়ং" ইতি॥

তত্রৈব পঞ্চদশাধিকরণে স্তোমবিচারঃ;—"একস্তোমেঽন্যশব্দঃ স্যাদ্ বহুস্তোমেঽপি বাগ্রিমঃ। ত্রিবৃদস্তেত্যর্থবাদাম্নাতমাত্রস্য সম্ভবাৎ। অত্র পূর্ব্বোদাহৃতোঽন্যেনেত্যায়মন্যশব্দঃ একস্তোমকে ক্রতৌ বর্ত্ততে। কুতঃ? অর্থবাদেন তদবগমাৎ। 'যো বৈ ত্রিবৃদন্যং যজ্ঞ-ক্রতুমাপদ্যতে স তং দীপয়তি; যঃ পঞ্চদশঃ স তং, যঃ সপ্তদশ স তং, য একবিংশঃ স তং ইত্যর্থবাদঃ। অস্যায়মর্থঃ, ত্রিবিদাদয়শ্চত্বারঃ স্তোমাঃ অগ্নিষ্টোমে বর্ত্তন্তে। তেষু ত্রিবৃৎ স্তোমবিকৃতিরূপং যং যজ্ঞমাপ্নোতি স ত্রিবৃৎস্তোমঃ তং যজ্ঞং দীপয়তি প্রকাশয়তি সর্ব্বতোব্যাপ্নোতি ইতি। স্তোমান্তরস্যাপ্রবেশায় ত্রিবৃত্তএব সর্ব্বস্মিন্ যজ্ঞস্বরূপে ব্যাপ্তা-বয়মেকস্তোমকঃ ক্রতুর্ভবতি এবং পঞ্চদশাদিস্তোমব্যাপ্তির্যোজনীয়া। তথা সত্যর্থ-বাদাদেকস্তোমকানামেব বুদ্ধিস্থত্বাৎ তএবান্যশব্দেনোচ্যন্তে। একস্তোমকাশ্চ ষট্ রাত্র্যাদি-ষাম্নাতাঃ ত্রিবিদগ্নিষ্টোমো ভবতি পঞ্চদশ উক্‌থ্যো ভগতীত্যাদয়ঃ। তস্মাৎ তদ্বিষয়ো-

---

কিন্তু অন্য ছন্দে তাহা সম্ভবপর নহে।' 'উচ্চাতে জাতমন্ধসঃ'—ইহা মাধ্যন্দিন পবমানের প্রথম তৃচ (উ১।প্র৮। সূ১।২।৩ঋ); 'স্বাদিষ্ঠয়া'—ইহা আর্ভব পবমানের প্রথম তৃচ। উক্ত তৃচদ্বয় গায়ত্রীচ্ছন্দবিশিষ্ট। এইজন্য উক্ত তৃচদ্বয়ে সামের আবাপ আগম হইবে; কিন্তু ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতীছন্দবিশিষ্ট অপর দুইটী তৃচে সামের আগম করিবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, পঞ্চদশ অধিকরণে, স্তোম বিচার করা হইয়াছে। সেই অধিকরণ,—'এক স্তোমেঽন্য শব্দঃ স্যাৎ' ইত্যাদি। 'অন্যেন' ইত্যাদি বাক্যে 'অন্য' শব্দ পূর্ব্ব অধিকরণে উদাহৃত হইয়াছে। সেই 'অন্য' শব্দ এক-স্তোম বিশিষ্ট যজ্ঞে বর্ত্তমান আছে। কেন? তাহার কারণ—'ত্রিবৃদন্যম্' ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারা সেই একস্তোমবিশিষ্ট যজ্ঞের উপলব্ধি হইতেছে। উক্ত অর্থবাদের ব্যাখ্যা এই,—অগ্নিষ্টোম-যাগে 'ত্রিবৃৎ' 'পঞ্চদশ' 'সপ্তদশ' ও 'একবিংশ' এই স্তোম-চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে। সেই স্তোম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ত্রিবৃৎ নামক স্তোম বিকৃতিজন্যযাগ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ কোনও প্রধান যাগের অনুষ্ঠানানুসারে বিহিত এবং তদপেক্ষা ন্যূন-কালাদি-সাধ্য কর্ম্মকে বিকৃতি কর্ম্ম কহে; যেমন যাবজ্জীবন-কর্ত্তব্য দর্শপৌর্ণমাস যাগের বিকৃতি—মাসসাধ্য দর্শপৌর্ণ-মাস যাগ)। উক্ত 'ত্রিবৃৎ' স্তোম সেই যজ্ঞকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ সেই যজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গব্যাপক হয়। সেই যজ্ঞে অন্য কোনও স্তোম প্রবেশ করে না; সেইজন্য একমাত্র 'ত্রিবৃৎ' স্তোম সমগ্র যজ্ঞস্বরূপে ব্যাপ্ত হইলে, এক-স্তোমবিশিষ্ট যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। এবম্প্রকারে পঞ্চদশ প্রভৃতি তিনটি স্তোমের ব্যাপ্তি স্থির করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে,—অর্থবাদ হইতে এক-স্তোমবিশিষ্ট যাগসমূহই প্রথম জ্ঞান-গোচর হইতেছে। এইজন্য 'অন্য' শব্দ দ্বারা সেই যাগ সমূহই কথিত হইতেছে। 'ত্রিবৃৎ', 'অগ্নিষ্টোম' ও 'পঞ্চদশ' 'উক্‌থ' ইত্যাদি এক-স্তোম বিশিষ্ট যজ্ঞ। ষড়্‌রাত্র্যাদির মধ্যে তাহা উল্লিখিত

হন্তশব্দঃ ; ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ—'স তং দীপয়তীত্যত্র প্রকাশকত্বমাত্রমুচ্যতে। তচ্চ ব্যাপ্তিমন্তরেণ সম্বন্ধমাত্রাদপ্যুপপদ্যতে। তস্মাৎ অগ্নিষ্টোমপ্রতিযোগিতয়া বহুস্তোমৈক-স্তোমসাধারণত্বেন শ্রূয়মাণস্যান্যশব্দস্য সঙ্কোচহেত্বভাবাৎ সর্ব্ববিষয়োঽয়মন্যশব্দঃ' ইতি॥

সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে তৃতীয়াধিকরণে সর্ব্বপৃষ্ঠাতিদেশশ্চিন্তিতঃ ;—'বিশ্বজিৎ-সর্ব্বপৃষ্ঠঃ কিমনুবাদোঽথবাস্তরং। বৃহতা বা সমুচ্চেয়ং যদ্বা ষাড়হিকানি ষট্। অতি-দেশ্যানি তত্রাদ্যো মাহেন্দ্রাদিচতুষ্টয়ে। পৃষ্ঠশব্দাচ্চোদকেন সর্ব্বেষামিহ সঙ্গতেঃ। সমুচ্চয়ো বা বিধয়ে সর্ব্বত্বং বহ্বপেক্ষয়া। ন তু দ্বয়োরতঃ ষণ্ণাং পৃষ্ঠানামতিদেশনং॥" 'বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠো ভবতি' ইতি শ্রূয়তে। তত্র সর্ব্বপৃষ্ঠশব্দোঽনুবাদঃ। কুতঃ? প্রাপ্তত্বাৎ। তথাহি—জ্যোতিষ্টোমে মাধ্যন্দিনপবমানানন্তরভাবীনি মাহেন্দ্রাদীনি চত্বারি স্তোত্রাণি সন্তি। 'অভি ত্বা শূরনোনুমঃ' (১ প্র। ১১সূ), "কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ' (১প্র।১২সূ), তং বো দস্মমৃতীষহম্' (১ প্র। ১৩ সূ), তরোভির্ব্বো বিদদ্বসুম্। (১ প্র ১৪ সূ) ইত্যেতেষু চতুর্ষু সূক্তেষু তানি স্তোত্রাণি সপ্তদশস্তোমতামাপাদ্য গীয়ন্তে। একস্মিন্ সূক্তে বিদ্যমানানাং তিসৃণামৃচাং ব্রাহ্মণোক্তবিধানেন সপ্তদশধাভ্যাসঃ সপ্তদশস্তোমঃ। তাদৃশেষু স্তোত্রেষু পৃষ্ঠ-শব্দঃ শ্রূয়তে। 'সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি' ইতি। তানি পৃষ্ঠানি বিশ্বজিতি চোদকপ্রাপ্তত্বাচ্চ সর্ব্ব-

---

হইয়াছে। উক্ত কারণে অন্য শব্দ, এক স্তোম বিশিষ্ট যজ্ঞ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তাহার উত্তরে বলিতেছি—'সতং দীপয়তি'। এই অর্থবাদ-অংশে কেবল 'ত্রিবৃৎ' আদি স্তোমের যজ্ঞ-প্রকাশ-কর্তৃত্বই বলা হইতেছে। সেই যজ্ঞ-প্রকাশ-কর্তৃত্ব ধর্ম্মব্যাপ্তিব্যতিরেকে কেবল সম্বন্ধ হইতেই উপপন্ন হয়। এইজন্য অন্য শব্দ অগ্নিষ্টোম-যাগের প্রতিযোগী (যাহার অভাব বুঝায়, তাহাকে প্রতিযোগী বলে ; এখানে অন্য শব্দে অগ্নিষ্টোম ভিন্ন যাবতীয় যাগকে বুঝাইতেছে)। সুতরাং বহু-স্তোম বা একস্তোম পক্ষে,—'অন্য' শব্দ সাধারণভাবে শ্রুত হইয়াছে। সেই অন্য শব্দ, এক-স্তোম-বিষয়ে প্রযুক্ত—বহু স্তোম বিষয়ে প্রযুক্ত নয়,—এরূপ সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। কারণ, 'অন্যেন' পদস্থিত 'অন্য' শব্দ অগ্নিষ্টোম ভিন্ন সমস্ত যাগকে বুঝাইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, তৃতীয় অধিকরণে, সমগ্র পৃষ্ঠ-স্তোত্রের অতিদেশ উদ্ভাবিত হইয়াছে ; যথা,—'বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ কিম্' ইত্যাদি। 'বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞে সমগ্র পৃষ্ঠ স্তোত্র বিশিষ্ট হয়',—এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত শ্রুতিতে যে সর্ব্বপৃষ্ঠ শব্দ আছে, তাহা অনুবাদ মাত্র। কেন-না, প্রধান যাগে সমগ্র পৃষ্ঠ-স্তোত্র পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর তদ্বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। 'জ্যোতিষ্টোম' যাগে মাধ্যন্দিন-পবমানের অনন্তর মাহেন্দ্র আদি চারিটী স্তোত্র ('অভিত্বা শূর নোনুমঃ' প্রভৃতি) বিদ্যমান আছে। সপ্তদশ স্তোম নিষ্পাদনানন্তর সেই চারিটী স্তোত্র গীত হইয়া থাকে। 'পঞ্চভ্যো হিং করোতি' ইত্যাদি ব্রাহ্মণোক্ত বিধান অনুসারে একটী সূক্তে বিদ্যমান ঋকত্রয়ের সপ্তদশ বার আবৃত্তি করাকে সপ্তদশ স্তোম বলে। উক্ত প্রকার সপ্তদশ স্তোত্রকে—'পৃষ্ঠ স্তোত্র' বলা হয়। 'পৃষ্ঠ সপ্তদশ সংখ্যক হয়',—এইরূপ শ্রুত হইয়া থাকে। ঐ সপ্তদশ পৃষ্ঠ-স্তোত্র, অতিদেশ-বিধি দ্বারা, 'বিশ্বজিৎ' যাগে পাওয়া গিয়াছে। এইজন্য 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' শব্দ দ্বারা সেই সপ্তদশ পৃষ্ঠের অনুবাদ

পৃষ্ঠশব্দেনাতিদিশ্যন্তে, ইত্যেকঃ পক্ষঃ। রথন্তরপৃষ্ঠ-বৃহৎপৃষ্ঠয়োর্জ্জ্যোতিষ্টোমে বিকল্পিতয়োরিহাপি চোদকেন বিকল্পপ্রাপ্তৌ সর্ব্বশব্দেন সমুচ্চয়ো বিধীয়তে। তথা সত্যনুবাদকৃতং বৈয়র্থ্যং ন ভবিষ্যতি ইতি দ্বিতীয়ঃ। সর্ব্বত্বং বহুষু মুখ্যং ন তু দ্বয়োঃ। তস্মাদনেন সর্ব্বপৃষ্ঠশব্দেন ষট্সংখ্যাকানি পৃষ্ঠান্যতিদিশ্যন্তে। ষড়হে প্রতিদিনমেকৈকং পৃষ্ঠং বিহিতং। তানি চ পৃষ্ঠানি ষট্। রথন্তরবৃহদ্বৈরূপবৈরাজশাক্বররৈবতসামভিঃ নিষ্পাদ্যানি। যদ্যপি বিশ্বজিতএকাহত্বাদ্ জ্যোতিষ্টোমবিকৃতিত্বমেব ন তু ষড়হবিকৃতিত্বং, তথাপি সর্ব্বপৃষ্ঠোক্তিবলাৎ তানি ষট্পৃষ্ঠান্যতিদিশ্যন্তে' ইতি।

তত্রৈব দশমাধিকরণে স্বরসামবিকারচিন্তা। "ন বিকারা বিকারা বা স্বরসামাদয়ো ন হি। বৈষ্ণবত্বাদয়ত্তো নৈবমনন্যগতিলিঙ্গতঃ।" গবাময়নে দ্বয়োর্মাসষট্কয়োর্ম্মধ্যে বর্ত্তমানং বিষুবন্নামকং প্রধানভূতমেকমহর্ব্বিদ্যতে। তচ্চ দিবাকীর্ত্ত্যং। তস্মাৎ প্রাচীনাস্ত্রয়ঃ স্বরসামনামকাঃ অহর্ব্বিশেষাঃ। তথোপরিষ্টাদপি ত্রয়ঃ স্বরসামানঃ; তদেতদভিপ্রেত্য শ্রূয়তে—'অভিতো দিবাকীর্ত্ত্যং ত্রয়ঃ স্বরসামানঃ' ইতি। তেষু চ গ্রহপাত্রত্যায়

(পুনরুল্লেখ) করা হইতেছে। ইহা প্রথম পক্ষ। জ্যোতিষ্টোম যাগে রথন্তর ও বৃহৎ—এই দুই পৃষ্ঠ বিকল্পে বিহিত হইয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠদ্বয় 'বিশ্বজিৎ'-যাগেও অতিদেশ দ্বারা বিকল্পে পাওয়া যায়। কিন্তু 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' পদে 'সর্ব্ব' শব্দ দ্বারা উক্ত পৃষ্ঠদ্বয়ের সমুচ্চয় বিধান করা যাইতেছে। তাহা হইলে অনুবাদ-জন্য বিনিয় ব্যর্থতা হইবে না। ইহা দ্বিতীয় পক্ষ। 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' এই পদে যে 'সর্ব্ব' শব্দ আছে, সেই 'সর্ব্ব' শব্দ 'বহু' অর্থে প্রধান; কিন্তু দুই সংখ্যাতে প্রধান নয়। সেইজন্য 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' শব্দে ছয়-সংখ্যক পৃষ্ঠ অতিদিষ্ট হইতেছে। ষড়হ (ছয়দিনসাধ্য) যাগে প্রতিদিন এক একটী পৃষ্ঠ বিহিত হইয়াছে। উক্ত ছয়টী পৃষ্ঠ-স্তোত্র—যথাক্রমে রথান্তর, বৃহৎ, বৈরূপ্য, বৈরাজ, শাক্বর এবং রৈবত' এই ছয়টী সাম দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে হয়। 'বিশ্বজিৎ'-যাগ একদিন সাধ্য। এইজন্য উহা জ্যোতিষ্টোম-যাগেরই বিকৃত স্বরূপ। কিন্তু 'ষড়হ'-যাগের বিকৃতিস্বরূপ হয় নাই। তথাপি, 'বিশ্বজিৎ' যাগে, 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' এই বাক্যের সামর্থ্যে, উক্ত ছয়টী পৃষ্ঠ-স্তোত্রের অতিদেশ করা যাইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, দশম অধিকরণে, স্বর এবং সামসমূহের বিকার চিন্তিত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এই—'ন বিকারোঽবিকারে বা' ইত্যাদি। উক্ত অধিকরণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যথা,—সম্বৎসর-সাধ্য 'গবাময়ন' যাগে, প্রথম ছয় মাস ও অপর ছয় মাস'—এই দুই মাস-ষট্ক (অয়নের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ) আছে। তন্মধ্যে 'বিষুবৎ' নামক একটী প্রধান 'অহঃ'-স্তোত্র বিদ্যমান আছে। সেই 'অহঃ-'স্তোত্র দিবাভাগে কীর্ত্তন করিতে হয়। ঐ অহঃ-স্তোত্রের প্রথমে 'স্বরসাম' নামক 'অহঃ' সম্বন্ধি তিনটী বিশেষ বিদ্যমান। ঐ স্তোত্রের পরে তিনটী 'স্বর-সাম' বর্ত্তমান আছে। এতদভিপ্রায়ে শ্রুতি আছে,—'অভিতো দীবাকীর্ত্ত্যং' ইত্যাদি। শ্রুতির অর্থ এই—'দিবাভাগে কীর্ত্তনীয় যে অহঃস্তোত্র, তাহার সর্ব্বত্র (আদিতে ও অন্তে) তিনটী স্বর-সাম হইবে।' সেই সমস্ত স্বর-সামে গ্রহ-(যজ্ঞপাত্রবিশেষ) গণের যথাযথ স্থাপনের নিমিত্ত, সপ্তদশ স্তোম প্রভৃতি ধর্ম্ম বিহিত

সপ্তদশস্তোমাদয়ো ধর্ম্মা বিহিতাঃ। অন্যত্র ত্বেবং শ্রূয়তে ষ্ঠঃ ষড়হো দ্বৌ স্বরসামানৌ ইতি। তাবেতাবহর্ব্বিশেষৌ পূর্ব্বোক্তানাং স্বরসাম্নাং ন বিকারৌ কুতঃ? বৈষ্ণবসমানত্বাৎ। যথা বৈষ্ণবশব্দো দেবতারূপগুণবিধানেন মুখ্যবৃত্তিস্থায় লক্ষণয়া ধর্ম্মাননতিদিশতি, তথা সামবিশেষরূপগুণবিধায়কঃ স্বরসামশব্দঃ। ইতি প্রাপ্তে, ব্রূমঃ অনন্যগতিলিঙ্গবশাৎ স্বরসামানৌ বিকারৌ ভবতঃ। তথাহি ষড়হৌ দ্বৌ স্বরসামানৌ ইত্যেবং যোঽয়মষ্টাহ-উপন্যস্তঃ, তত্র ষট্‌স্বহঃসু ক্রমেণ 'ত্রিবৃৎ পঞ্চদশঃ সপ্তদশঃ একবিংশঃ ত্রিণবঃ ত্রয়স্ত্রিংশ' ইত্যেবং স্তোমষট্‌কং চোদকেন প্রাপ্তং। এবং স্থিতে তৃতীয়-ষষ্ঠদিবসগতয়োঃ সপ্তদশ-ত্রয়স্ত্রিংশয়োর্ব্ব্যত্যাসং বিধায়, সপ্তমাষ্টময়োরহ্নোঃ সপ্তদশস্তোমং সিদ্ধবৎ কৃত্বা ত্রিষু চরমেষ্বহঃ-সু সপ্তদশস্তোমনৈরন্তর্য্যমর্থবাদেনানুবদতি। 'যৎ তৃতীয়ং সপ্তদশমহঃ তৎ ত্রয়স্ত্রিংশস্থান-মভিপর্য্যাবরন্তি' ইতি ব্যত্যাসবিধিঃ। ত্রয়াণাং সপ্তদশানামনবধানত্বায়ঃ' ইত্যর্থবাদঃ। তত্র

হইয়াছে। অন্য স্থলে (বিকৃতিযাগে) 'পৃষ্ঠঃ ষড়হো দ্বৌ স্বরসামানৌ' এরূপ শ্রুতি আছে। তাহার অর্থ এই,—'পৃষ্ঠ ও ষড়হ এই দুইটী স্বর-সাম।' 'পৃষ্ঠ ও ষড়হ'-এই অহর্বিশেষ-দ্বয় পূর্ব্বকথিত স্বর-সামসমূহের বিকার নহে। কেন? কারণ, স্বর-সাম শব্দ বৈষ্ণব শব্দের তুল্য। 'বৈষ্ণব' শব্দ যেরূপ বিষ্ণুদেবতারূপ গুণ-বিধান দ্বারা প্রধান কর্ম্মে সঙ্গত হইয়াছে, পরন্তু লক্ষণাবৃত্ত দ্বারা ধর্ম্মসমূহের অতিদেশ করিতেছে না; সেইরূপ স্বর-সাম শব্দ অহঃ-স্তোত্রে সামবিশেষের গুণ বিধান করিতেছে,—'সপ্তদশ স্তোম' প্রভৃতির ধর্ম্ম অতিদেশ করিতেছে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—অন্যউপায়শূন্য 'পৃষ্ঠ ষড়হঃ' এই পুংলিঙ্গশব্দহেতু, পৃষ্ঠ ও ষড়হ অহর্বিশেষে বিহিত স্বরসামদ্বয় পূর্ব্বোক্ত স্বরসামসমূহের বিকারস্বরূপ হইয়াছে। তাহাই স্পষ্ট করা যাইতেছে,—'ষড়হ ও দুইটী স্বরসাম—এই প্রকারে যে 'অষ্টাহ' যাগ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই অষ্টাহ যাগে, ছয় দিনে, যথাক্রমে 'ত্রিবৃৎ', পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ এই ছয়টী স্তোম অতিদেশ দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থির হইলে, তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিবসে করণীয় যে সপ্তদশ ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম, এতদুভয়ের বিপর্য্যয় করিয়া, সপ্তম ও অষ্টম দিনে সপ্তদশ স্তোম প্রতিপন্ন করা হয়; অর্থাৎ ঐ স্তোম যেন উক্ত দিনদ্বয়ে প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইরূপ স্থির করা হইয়া থাকে। অনন্তর, অর্থবাদের দ্বারা অবশিষ্ট শেষদিনত্রয়ে সপ্তদশ স্তোমের নিরন্তর-ত্বই বলা হইতেছে। 'যৎ তৃতীয়ং সপ্তদশমহঃ' ইত্যাদি ব্যত্যাস-(বিপর্য্যয়) বিধি। তাহার অর্থ,—তৃতীয় দিনে কর্ত্তব্য যে সপ্তদশ স্তোম, তাহা ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের স্থানকে বিপর্য্যয়রূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ সপ্তদশ স্তোমের স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমের স্থানে সপ্তদশ স্তোম হইয়া থাকে;—ইহাই বিপর্য্যয় ভাব। 'ত্রয়াণাং সপ্তদশা-নামনবধানত্বায়ঃ'—ইহা অর্থবাদ। সেই অর্থবাদ দ্বারা যদি স্বর-সাম শব্দে আদি ও অন্ত দিনে সপ্তদশ স্তোম অতিদিষ্ট হয়, তাহা হইলে অষ্টাহ-যাগের শেষ তিন দিনে সপ্তদশ স্তোমের নিরন্তরত্ব (অবিচ্ছেদে প্রাপ্তি) উপপন্ন হয়। অন্যথা তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, উক্তরূপে সপ্তদশ স্তোমের নিরন্তরত্ব উপপন্ন হয় বলিয়া, বৈষ্ণব শব্দের যুক্তি

রথন্তরোরস্থোঃ সপ্তদশস্তোমং স্বরসামোশব্দোঽতিদিশেৎ। তদানৈরন্তর্যামুপপদ্যতে। মধ্যস্থপা। তস্মান্ন বৈষ্ণবন্যায়েন গুণবিধিঃ। কিন্তু ধর্ম্মানামতিদেশকঃ' ইতি॥

দশমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদে নবমাধিকরণং—'বাধাং শ্লোকাদিনাজ্যাদি ন বাধ্যঃ স্তুতিলিঙ্গতঃ। দেশসাম্নোর্বিধৌ ভেদো বৈশিষ্ট্যাত্তু সমুচ্চয়ঃ।" মহাব্রতে শ্রূয়তে—'শ্লোকেন পুরস্তাৎ সদসঃ স্তুবতে, অনুশ্লোকেন পশ্চাৎ ইত্যাদি। তত্র শ্লোকানুশ্লোকাদিনামকৈঃ সামভিঃ প্রাকৃতান্যাজ্যপৃষ্ঠাদিস্তোত্রগতানি রথন্তর-বামদেব্যাদিনামকানি সামানি বাধ্যন্তে। কুতঃ? 'স্তুবতে' ইতি প্রাকৃতলিঙ্গদর্শনাৎ প্রকৃতৌ 'আজ্যৈঃ স্তুবতে' পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে' ইতি শ্রুতং। নৈতৎ সারং। কিমত্র স্তুতিমনূদ্য দেশ-সামগুণৌ বিধীয়েতে? কিংবা গুণদ্বয়বিশিষ্টা স্তুতিঃ? নাদ্যঃ। বাক্যভেদাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে তু কার্যাভেদেন বাধ্যাভাবাৎ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ' ইতি॥

তত্রৈব দশমে কৌৎসাদিসাম্নঃ প্রাকৃতসামবাধকত্বং—'সমুচ্চীয়েত কৌৎসাদি যদ্বা প্রাকৃতবাধকং স্তুত্যাভাবাদাদিমোঽন্ত্যো লিঙ্গপ্রকরণদ্বয়াৎ।' বিকৃতিবিশেষে শ্রূয়তে,—'কৌৎসং ভবতি কাণ্বং ভবতি' ইতি। তদেতৎ কৌৎসাদিনামকং সাম প্রাকৃতেন সাম্না সমুচ্চীয়তে।

অনুসারে স্বর-সাম শব্দে গুণ-বিধি বিহিত হইবে না; কিন্তু সপ্তদশ স্তোম প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের অতিদেশ বিধি হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত সম্মত।

অনন্তর দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের নবম অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—বাধাং শ্লোকাদিনাজ্যাদি ন বাধ্যঃ স্তুতিলিঙ্গতঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—মহাব্রত বিষয়ে (ঋত্বিকৃগণ) 'সদঃ' নামক মণ্ডপের সম্মুখে শ্লোকের দ্বারা এবং পশ্চাতে অনুশ্লোকের দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন',—এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত মহাব্রতে 'শ্লোক', 'অনুশ্লোক' প্রভৃতি সামসমূহ কর্ত্তৃক প্রকৃতি (প্রধান) কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু আজ্য ও পৃষ্ঠাদি নামক স্তোমস্থিত রথন্তর, বামদেব্য প্রভৃতি সমস্ত সাম বাধিত হইবে। কেন? কারণ, 'স্তুবতে' এই বাক্যে বাধকতামূলক প্রকৃতিগত সামর্থ্য দেখা যাইতেছে। প্রকৃতিস্থলে 'আজ্যৈঃ স্তুবতে পৃষ্ঠৈঃ স্তুবতে', এইরূপ শ্রুত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। ভাল, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি,—এস্থলে (মহাব্রতে) স্তুতির অনুবাদ করিয়া, তাহাতে দেশ ও সাম এই গুণদ্বয় বিধান করিতেছ অথবা উক্ত গুণদ্বয়বিশিষ্ট স্তুতি বিধান করিতেছ? প্রথম পক্ষ বলিতে পার না; কেন-না, তাহাতে বাক্যভেদরূপ দোষ ঘটে। দ্বিতীয় পক্ষে, কার্য্যের বিভিন্নতা-হেতু, দেশ, সাম ও স্তুতি ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও বাধ্য নয়, সুতরাং তাহাদের সমুচ্চয় হইবে। এই পর্য্যন্ত নবম অধিকরণের মীমাংসা।

দশম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে, দশম অধিকরণে বলা হইয়াছে,—'কৌৎস' আদি সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের বাধক; যথা,—'সমুচ্চীয়েত কৌৎসাদি যদ্বা প্রাকৃতবাধকং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বিকৃতিযাগবিশেষে 'কৌৎস' ও 'কাণ্ব' সাম হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত 'কৌৎস' প্রভৃতি সামকে, প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত সামের সহিত সমুচ্চিত (সম্মিলিত)

কুতঃ? প্রাকৃতস্য স্তুতিলিঙ্গস্যাভাবেন কার্য্যৈক্যাভাবাৎ। নৈবং। প্রকরণাৎ ক্রত্বঙ্গত্বে সতি ঋগক্ষরাভিব্যক্তিসামর্থ্যলক্ষণ প্রাকৃতলিঙ্গেন কার্য্যৈক্যাবগমাৎ। তস্মাদ্ বাধকং" ইতি॥

একাদশে ত্বেকাদ্যুক্তিতঃ প্রাকৃতবাধকত্বং। "তৎ সর্ব্ববাধকং সর্ব্বমেকদ্ব্যাদ্যুক্তি-তোঽথবা। অবিশেষাদাদিমোঽন্ত্যা একাদ্যুক্তিবিশেষতঃ॥" তৎ পূর্ব্বোক্তকৌৎসাদি-সামবিষয়ঃ। তত্র কিং কৌৎসং সাম প্রাকৃত সর্ব্বসামনিবর্ত্তকং, কাণ্বমপি তথেত্যে-কৈকস্য সর্ব্বনিবর্ত্তকত্বমুচ্যতে? আহোস্বিদেকবচনান্ত নির্দ্দিষ্টমেকস্য নিবর্ত্তকং। দ্বিবচনান্ত নির্দ্দিষ্টং দ্বয়োঃ। বহুবচনান্তনির্দ্দিষ্টানি বহূনাং। তত্র নিয়ামকাভাবাদাদ্যঃ পক্ষঃ প্রাপ্নোতি। একাদিবচনরূপাণাং শ্রুতীনাং নিয়ামকত্বাদন্ত্যঃ পক্ষোঽভ্যুপেয়ঃ। তথাহি 'কৌৎসং ভবতি' 'বসিষ্ঠস্য জনিত্রে ভবতঃ' 'ক্রৌঞ্চানি ভবন্তি' ইতি নিবর্ত্তকেষু শ্রূয়মানানি এক-দ্বি-বহুবচনানি নিবর্ত্ত্যানাং তৎসংখ্যাবত্বং প্রত্যাসত্ত্যা বোধয়ন্তি কিঞ্চ এবং সতি অবাধিত-সামবিষয়শ্চোদকোঽনুগৃহীতো ভবতি। কৃৎস্নবাধে তু সর্ব্বশ্চোদকো নিরুধ্যেত তস্মান্ন সর্ব্ববাধকঃ" ইতি॥

করা হয়। কেন? কারণ, প্রকৃতি-সম্বন্ধী সামের স্তুতিবোধক সামর্থ্য নাই; এইজন্য কার্য্যেরও অভিন্নতা নাই। কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কেন-না, প্রকরণবশতঃ সামকে ও স্তুতিকে যজ্ঞের অঙ্গরূপে পাওয়া যাইতেছে। অনন্তর মন্ত্রাক্ষর-প্রকাশ সামর্থ্য-রূপ প্রকৃতি-গত লিঙ্গকার্য্যের অভিন্নতা প্রতীত হইতেছে। কার্য্যের অভিন্নতা বোধ হইতেছে বলিয়া কৌৎস আদি সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের বাধক হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

একাদশ অধিকরণে 'এক দ্বি' ইত্যাদি উক্তি আছে বলিয়া 'কৌৎসাদি সাম প্রকৃতিগত সামের বাধক হইবে'—এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে; যথা—'তৎসর্ব্ববাধকং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা এই,—এই অধিকরণে যে 'তৎ' পদ আছে, তাহা পূর্ব্বকথিত কৌৎসাদি সামকে বুঝাইতেছে। উক্ত অধিকরণে আশঙ্কা এই যে কৌৎস সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সমস্ত সামের নিবর্ত্তক, এবং কাণ্ব নামক সামও উক্তরূপ সমগ্র সামের নিবর্ত্তক। এইরূপে কৌৎস প্রভৃতি প্রত্যেক সামের সর্ব্বসামনিবর্ত্তকত্ব বলা হইতেছে। যে সাম একবচনান্ত, তাহা একমাত্র সামের নিবর্ত্তক, দ্বিবচনান্ত সাম সামদ্বয়ের, আর বহুবচনান্ত সাম বহুসংখ্যক সামের নিবর্ত্তক হইবে। এস্থলে তদ্বিষয় বলা যাইতেছে। উক্ত আশঙ্কায়, প্রথম পক্ষ পাওয়া যাইতেছে; কারণ, কৌৎস প্রভৃতি সামসমূহ, প্রত্যেকেই প্রকৃতি-প্রাপ্ত সমস্ত সামের নিবর্ত্তক হইবে না, এরূপ কোনও নিয়মবিধি নাই। সুতরাং শেষ পক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন রূপ শ্রুতি উক্তরূপ নিয়ম করিয়াছে। একবচনাদি শ্রুতি এই— 'কৌৎসং ভবতি বশিষ্ঠস্য জনিত্রে ভবতঃ ক্রৌঞ্চানি ভবন্তি' ইতি। প্রকৃতি-সামের নিবর্ত্তক কৌৎসাদি সামে এক, দ্বি ও বহুবচন শ্রুত হইতেছে; সেই একবচনাদি বচনত্রয় দ্বারা বাধ্য প্রকৃতিগত সামসকল একাদি-সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে অবাধিত সামবিষয়ক অতিদেশ-বিধি অনুগৃহীত হয়। কিন্তু যদি প্রকৃতিগত সমস্ত সামের বাধ হয়, তাহা হইলে সমগ্র অতিদেশ-বিধি বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাতিদেশ বিরুদ্ধ হইবে; পরন্তু কৌৎসাদি প্রত্যেক সাম, সমগ্র প্রকৃতিগত সামের বাধক হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশে স্তোমবৃদ্ধ্যবৃদ্ধ্যোঃ প্রাকৃতবাধিকা ;—"স্তোমস্যোর্বৃদ্ধ্যবৃদ্ধ্যোঃ প্রাকৃতং কিং নিবর্ত্ততে। অবৃদ্ধাবেব বাস্তঃ স্যাৎ সাম্নোৎপন্নস্যোপযোগতঃ। অবৃদ্ধাবুপযোগায় প্রাকৃতস্য নিবর্ত্তকং। বৃদ্ধৌ পূর্ব্বোপযোগিত্বাৎ বৃদ্ধৌ তু ন নিবর্ত্তকং।" সন্তি বৃদ্ধস্তোমকা অবৃদ্ধস্তোমাশ্চ বিকৃতিরূপাঃ ক্রতবঃ। তত্রোভয়ত্রাপি যানি সামান্যুপদিষ্টানি তৈরতিদিষ্টানাং সাম্নাং নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। অন্যথা সাম্নোৎপত্তিবৈয়র্থ্যাৎ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তঃ স্পষ্টার্থঃ॥

ত্রয়োদশে স্তোত্রে ছন্দোবিশেষত আবাপঃ ;—"ক্কাপিস্তোত্রেঽথ চি ক্কাপি স্যাদাবাপস্তয়োদ্ধৃতিঃ। পবমানেষু গায়ত্র্যাদিষ্বেবোক্তাবিশেষতঃ। আদ্যো নো পরিসংখ্যানাদত্র হ্যেবেতি তদ্বিধেঃ। বিধ্যন্তরাশেষরূপমপূর্ব্বং তদ্বিধীয়তে।" অবৃদ্ধস্তোমকেষু প্রাকৃতস্যাতিদিষ্টস্য সাম্ন উদ্বাপঃ, প্রত্যক্ষোপদিষ্টানামাবাপঃ, বৃদ্ধস্তোমকেম্বাবাপঃ, ইতি স্থিতং পূর্ব্বাধিকরণে। তাবেতাবাবাপোদ্বাপৌ যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্তোত্রে যস্যাং কস্যাঞ্চিদৃচি স্যাতাং। কুতঃ? নিয়ামকাভাবাৎ। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। নো খল্বেতদ্যুক্তং। এবকারেণ প্রকৃতপবমানব্যতিরিক্তেষ্বাজ্যাদিস্তোত্রেষু গায়ত্রীবৃহত্যনুষ্টুব্‌ব্যতিরিক্তাস্বৃক্ষু আবাপোদ্বাপয়োঃ পরিসংখ্যাতত্বাৎ। এবকারশ্চেব-

---

দ্বাদশ অধিকরণে স্তোমের বৃদ্ধি ও অবৃদ্ধি, এতদুভয়-প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের নিবৃত্তি বিচারিত হইয়াছে ; যথা,—স্তোমস্যোর্বৃদ্ধ্যবৃদ্ধ্যোঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বৃদ্ধস্তোম-বিশিষ্ট ও অবৃদ্ধস্তোমবিশিষ্ট কতকগুলি বিকৃতি যাগ আছে। সেই উভয়বিধ যাগে যে সকল সাম উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সাম কর্তৃক অতিদিষ্ট সামসমূহের নিবৃত্তি হইবে ; অন্যথা, সামের উৎপত্তি-বিধান ব্যর্থ বা নিরর্থক হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। অবৃদ্ধস্তোমবিশিষ্ট বিকৃতি-যাগে স্তোমের বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং, প্রয়োজন-বশতঃ উপদিষ্ট-সাম প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের নিবর্ত্তক হইবে ; কিন্তু বৃদ্ধ-স্তোমবিশিষ্ট বিকৃতি-যাগে উক্ত সামের উপযোগিতা আছে বলিয়া, স্তোমের বৃদ্ধি করিলে, উপদিষ্ট সাম প্রকৃতি প্রাপ্ত সামের নিবর্ত্তক হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

স্তোত্রে 'ছন্দঃ' বিশেষে সামের আবাপ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে ; যথা,—'ক্কাপি স্তোত্রে ঋচি ক্কাপি স্যাদাবাপস্তয়োদ্ধৃতিঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা এই,—অবৃদ্ধস্তোত্রবিশিষ্ট যাবতীয় বিকৃতি যাগে, প্রকৃতি যাগ হইতে অতিদেশ-প্রাপ্ত সামের উদ্বাপ (পরিত্যাগ) এবং সাক্ষাৎ-উপদিষ্ট সাম-সমূহের আবাপ (গ্রহণ) করিতে হইবে ; আর বৃদ্ধস্তোমবিশিষ্ট যাবতীয় বিকৃতি-যাগে উক্ত অতিদেশ ও উপদেশ-প্রাপ্ত উভয়বিধ সামেরই আবাপ করিতে হইবে। এতদ্বিষয় পূর্ব্ব (দ্বাদশ) অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে। সেই আবাপ ও উদ্বাপ, যে কোনও স্তোত্রে অথবা যে কোনও ঋকে, হইতে পারে। কেন? কারণ, স্তোত্রে আবাপ ও উদ্বাপ হইবে কিন্তু ঋকে হইবে না,—এরূপ কোনও নিয়ম-বিধি নাই। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। যাহা হউক, উক্ত পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর মত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, এবকারের দ্বারা প্রকৃতি-প্রাপ্ত 'পবমান' ব্যতীত অন্যাবিধ আজ্য স্তোত্র-সমূহে এবং পরিসংখ্যা-বিধি দ্বারা গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুপ্‌ ভিন্ন অন্য ছন্দঃ-বিশিষ্ট ঋক্-সমূহে আবাপ ও উদ্বাপ পাওয়া গিয়াছে। এবকার সম্বন্ধে এইরূপ

আম্নায়তে—'ত্রীণি হ বৈ যজ্ঞস্যোদরাণি যদ্ গায়ত্রী বৃহত্যনুষ্টুপ্ চ। অত্র হ্যেবাবপন্ত্যত এবোদ্বপন্তি' ইতি। নন্বাভূতামন্যত্রাবাপোদ্বাপৌ বিবক্ষিতঃ দেশেষু কথং প্রাপ্নুতঃ? ইতি চেৎ। অনেন বাক্যেন তদ্বিধানাৎ ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন চায়মর্থবাদঃ, অনন্যশেষত্বাৎ। নাপ্যনুবাদঃ অপূর্ব্বার্থত্বাৎ। তস্মাৎ পবমানেম্বেব গায়ত্র্যাদিষু আবাপোদ্বাপৌ।

চতুর্ব্বিংশে তু 'কণ্বরথন্তরং' স্বযোনাবেব, "বৃহদ্রথন্তরয়োরেকীয়যোনৌ কণ্বরথন্তরং। রথন্তরস্যৈব যোনৌ কিং স্বযোনাবুতাগ্রিমঃ। চোদকপ্রাপ্তিবিশেষেণ দ্বিতীয়োনামসাম্যতঃ। অনন্যাম্নাতিদেশঃ স্বযোনৌ পঠিতত্বতঃ।" বৈশ্যস্তোমে পৃষ্ঠস্তোত্রে সামবিশেষোবিহিতঃ,—'কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি' ইতি। প্রকৃতৌ পৃষ্ঠস্তোত্রে বৃহদ্রথন্তরসামনী বিকল্পিতে 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (ছ ৩।১।৫।২) ইতীয়মৃক্ বৃহতোযোনিঃ। 'অভি ত্বা শূর' (ছ ৩।১।৫ ২) ইতি রথন্তরস্য। 'পুনানঃ সোম' (ছ° ৫।১।৩।১) ইতি কণ্বরথন্তরস্য। তত্র বৃহদ্রথন্তরয়োরন্যতরস্য যোনৌ কণ্বরথন্তরং গেয়ং। কুতঃ? চোদকপ্রাপ্তয়োর্ব্বিশেষনিয়ামকাভাবাৎ। অথবা

শ্রুত হইয়াছে,—'ত্রীণিহবৈ যজ্ঞস্যোদরাণি, ইত্যাদি। ঐ শ্রুতির অর্থ, গায়ত্রী, বৃহতী ও অনুষ্টুভ্ এই যে তিনটী ঋক্ আছে, তাহারা যজ্ঞের তিনটি উদর স্বরূপ হইয়া থাকে। উক্ত উদরত্রয়ে ঋত্বিক্‌গণ সামের আবাপ করিয়া থাকেন। তাহাতে উদ্বাপও সম্পন্ন হয়; (আবাপ করিলে উদ্বাপ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ)। ভাল! উল্লিখিত স্তোত্র বা ঋক্-সমূহ ভিন্ন আবাপ ও উদ্বাপ অন্য স্থলে না হউক; কিন্তু বিবক্ষিত-স্থলে কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে,—'ত্রীণি হ বৈ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবাপ ও উদ্বাপ বিধান করা হইয়াছে। এই জন্য, বিবক্ষিত স্থলে, আবাপ ও উদ্বাপ পাওয়া যায়? এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, সিদ্ধান্তে বলা যায়—'ত্রীণি হ বৈ' ইত্যাদি বাক্য অন্য কোনও বাক্যের পোষক নয় বলিয়া উহাকে অর্থবাদ বলা যায় না; অপূর্ব্ব (অদৃষ্টরূপ) ফল সম্পাদক বলিয়া অনুবাদও বলা যায় না। কারণ, উক্ত বাক্য-অর্থবাদ বা অনুবাদ হইল না বলিয়া, পবমান-স্তোত্রে এবং গায়ত্রী প্রভৃতি ঋক্‌ত্রয়ে উভয়ত্রই আবাপ ও উদ্বাপ হইবে; কিন্তু অন্য স্থলে হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে যে,—কণ্বরথন্তর নামক সাম. নিজের উৎপাদিকা ঋকেই গীত হইবে; যথা,—'বৃহদ্রথন্তরয়োরেকীয়যোনৌ কণ্বরথন্তরং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বৈশ্যস্তোমরূপ বিকৃতি যাগে যে পৃষ্ঠস্তোত্র বিহিত হয়, 'কণ্বরথন্তরং পৃষ্ঠং ভবতি' এই শ্রুতি অনুসারে, তাহাতে কণ্বরথন্তররূপ সাম-বিশেষ বিহিত হইয়াছে। প্রকৃতিরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে যে পৃষ্ঠস্তোত্রের বিধান আছে তাহাতে বৃহৎ ও রথন্তর এই সামদ্বয় বিকল্পে বিহিত হইয়াছে। 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (ছ° ৩-১-৫-২) এই ঋক্, 'বৃহৎ' সামের উৎপাদিকা, এবং 'অভি ত্বা শূরঃ' (ছ° ৩-১-৫-২) এই ঋক্, 'রথন্তর' সামের উৎপাদিকা। 'পুনানঃ সোমঃ' (ছ° ৫-১-৩-১) এই ঋক্, কণ্বরথন্তরের উৎপাদিকা। 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' নামদ্বয়ের মধ্যে একটী সামের উৎপাদিকা যে ঋক্‌টী, তাহাতে কণ্বরথন্তর নামক সাম গান করিতে হইবে। কেন? কারণ,—অতিদেশ-বিধি-দ্বারা প্রাপ্ত বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয়ের কোনও বিশেষ নিয়ামক বিধি নাই।

রথন্তরৈবৈব যোনৌ গেয়ং। কুতঃ? রথন্তরমিতিনামসামান্য ধর্ম্মাতিদেশার্থত্বেন নিয়মকত্বাৎ। নৈতদ্ যুক্তং। বৃহদ্রথন্তরসাম্নোরেব প্রকৃতাবঙ্গত্বেন বিধানং। ন তু তদোন্যোঃ। অতো নাস্তি তয়োঃ অতিদেশতঃ প্রাপ্তিঃ। তস্মাৎ যোনৌ গেয়মিতি পরিশিষ্যতে। প্রাপ্তিশ্চ সামগানামুত্তরাগ্রন্থপাঠাদবগন্তব্যা। এবং সতি শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনেন ভবিষ্যতঃ।

পক্ষবিংশে তু কণ্বরথন্তরং স্বকীয়য়োরেবোত্তরয়োর্গেয়ম্; "সন্দেহ-নির্ণয়ৌ পূর্ব্ববদেবোত্তরয়োর্ঋচোঃ। যোনিত্যাগঃ সমশ্চেয় তৃচশব্দেন বাধনাৎ"। 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে' ইতি শ্রুতেঃ কণ্বরথন্তরনাম্নঃ ঋচাং ত্রয়মাশ্রয়ঃ। তত্রৈকা স্বযোনিঃ ইতরে সংযোগান্তরে। এবং বৃহদ্রথন্তরসাম্নোর্দ্রষ্টব্যং। তত্র বৃহদ্রথন্তরয়োঃ রথন্তরোত্তরয়োর্ব্বা অতিদেশপ্রাপ্ত্য-বিশেষেণ স্বেচ্ছয়া গেয়মিত্যাদ্যঃ পক্ষঃ। নামসাম্যাদ্রথন্তরোত্তরয়োরেব গেয়মিতি দ্বিতীয়ঃ

অথবা, রথন্তর সামের উৎপাদিকা যে ঋক্, তাহাতেই কণ্বরথন্তর সাম গান করিতে হইবে। কেন? কারণ, রথন্তর নামক সামসম্বন্ধী ধর্ম্মের অতিদেশ করিবার নিমিত্তই 'রথন্তর' নামের সাদৃশ্য খ্যাপন করা হইয়াছে। অতএব ঐ নাম-সদৃশ্যই উক্ত বিষয়ের নিয়ামক। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন,—তুমি (পূর্ব্বপক্ষবাদী) যাহা বলিলে, তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ—'বৃহৎ' ও 'রথন্তর', এই সামদ্বয়ই প্রকৃতিস্থলে অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সামদ্বয়ের উৎপাদিকা দুইটি ঋক্ প্রকৃতিস্থলে অঙ্গরূপে বিহিত হয় নাই। এই জন্য, উক্ত ঋক্দ্বয় অতিদেশ-বিধি দ্বারা পাওয়া যায় না। 'বৃহৎ ও রথন্তর' সামদ্বয়ের উৎপাদিকা দুইটী ঋক্ বিকৃতিস্থলে অতিদেশ দ্বারা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া, তাহাদের স্ব স্ব উৎপাদিকা ঋকে কণ্বরথন্তর সাম গান করিতে হইবে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। সামগায়কগণের উত্তরাগ্রন্থের পাঠ হইতে সামের স্বীয় উৎপাদিকা ঋকে কণ্বরথন্তর প্রাপ্তির বিষয় বুঝিতে হইবে। এইরূপ স্থলে, 'পুনানঃ সোমঃ' শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, কণ্বরথন্তর সামের উৎপাদিকা ঋকের হানি হইবে না; অথচ অশ্রুত 'বৃহৎ রথন্তর' সামদ্বয়ের উৎপাদিকা ঋকদ্বয়ের কল্পনাও হইবে না।

'উত্তরা'ঋক্দ্বয়ে 'কণ্বরথন্তর' সাম গান করিতে হইবে,—পঞ্চবিংশ অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে; যথা,—'সন্দেহ নির্ণয়ো পূর্ব্ববদেবোত্তরয়োর্ঋচোঃ'। ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা ব্যপদেশে 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে' এই শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তিনটি ঋক্ 'কণ্বরথন্তর' সামের আশ্রয়। উক্ত ঋক্ত্রয়ের মধ্যে একটী ঋক কণ্বরথন্তরের উৎপাদিকা, এবং অপর দুইটি স্ব স্ব উৎপাদিকা ঋকের উত্তরা। বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় সম্বন্ধেও এতদনুরূপ বিধি বিহিত হইবে। উক্ত স্থলে অতিদেশপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিধি না থাকায়, বৃহৎ ও রথন্তর সামে, কিম্বা রথন্তর সামের দুইটি উত্তরা ঋকে, ইচ্ছানুরূপ 'কণ্বরথন্তর' সাম গান করিতে হইবে। ইহা প্রথম পক্ষ। পক্ষান্তরে 'রথন্তর' এই নামের সাদৃশ্য-হেতু, 'রথন্তর' সামের দুইটি উত্তরা ঋকে, 'কণ্বরথন্তর' সাম গান করিতে হইবে। প্রকৃতি-যাগে দুইটি 'উত্তরা' ঋক্ সাক্ষাৎসম্বন্ধে অঙ্গ হয় নাই। তাহা না হইলেও প্রথমতঃ সাম-দ্বারা উক্ত ঋক্দ্বয়ের অঙ্গত্ব স্বীকার করা হয়; তদনন্তর অতিদেশ-বিধি দ্বারা তাহাদের প্রাপ্তি হয়। এই জন্য দুইটী পক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত দুই পক্ষে

পক্ষঃ। প্রকৃতাবৃচোঃ সাক্ষাদজন্যত্বাভাবেঽপি সামদ্বারকমজন্যত্বমঙ্গীকৃত্য চোদকপ্রাপ্ত্যা পক্ষদ্বয়োপন্যাসঃ। যোনিবদুত্তরয়োর্গ্রন্থপঠিতত্বাৎ স্বযোন্যুত্তরয়োর্গেয়মিতি তৃতীয়পক্ষো-রাদ্ধান্তঃ। বৃহদ্রথন্তরোত্তরয়োঃ স্বযোন্যুত্তরয়োর্ব্বা গীয়তাং। সর্ব্বথাপি সযোন্যৃকত্যাগ ঋগন্তরপরিগ্রহশ্চ সমানঃ। তথা সতি চোদকোঽত্র প্রাপকঃ ইতি। পূর্ব্বপাক্ষণোঽত্য-ধিকাশঙ্কা। তৃচশব্দঃ সমানচ্ছন্দস্কানামেকদেবত্যানামৃচাং ত্রয়ে প্রসিদ্ধঃ। অতস্তৃচশ্রুত্যা প্রত্যক্ষয়া চোদকপ্রাপ্তেস্ত বাধ ইতি রাদ্ধান্তাশয়ঃ ইতি"।

পঞ্চমপাদস্য দ্বিতীয়েঽধিকরণে তিসৃষ্বত্যাদ্যমন্ত্রচো বিবক্ষিতঃ;—"তৃচাস্তাসু তৃচেবাস্তে তিসৃষ্বত্যাচ্যতেঽগ্রিমঃ। ত্রিচ্ছন্দস্ত্বাৎ প্রাকৃতং স্যাৎ ক্রমাদত্র তৃচোঽখিলঃ॥" একসংখ্যায়াস্ত্রিসংখ্যায়াশ্চ ব্যতিষঙ্গবিধানাৎ 'একত্রিকনামকঃ' কশ্চিৎ ক্রতুর্ভবতি। সচৈবং শ্রূয়তে—'অথৈষ একত্রিকস্তস্যৈকস্যাং বহিষ্পবমানং তিসৃষু হোতুরাজ্যং একস্যাং মৈত্রাবরুণস্য তিসৃষু ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ একস্যামচ্ছাবকস্য তিসৃষু মাধ্যন্দিনঃ পবমানঃ' ইতি। সন্তি প্রকৃতৌ মাধ্যন্দিনপবমানস্য ত্রয়স্তৃচাঃ। 'উচ্চাতে জাতম্' ইত্যয়ং (উ ১। প্র ৮। সূ ২.৩ খ)

পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিপ্রেত। অধুনা সিদ্ধান্তবাদীর মত উল্লিখিত হইতেছে; যথা,—যোনি ঋকের ন্যায় দুইটি 'উত্তরা' ঋক্‌ও গ্রন্থে পঠিত হইয়াছে। এই জন্য উক্ত 'কণ্বরথন্তর' সাম, স্বীয় উৎপাদিকা ঋকের দুইটি উত্তরা ঋকে গান করিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তরূপ তৃতীয় পক্ষ। পূর্ব্ব অধিকরণ অপেক্ষা, এই অধিকরণের বিশেষ বিচার এইরূপ; যথা,—বৃহৎ ও রথন্তর এই সামদ্বয়ের উত্তরা ঋকে, কিম্বা স্বীয় উৎপাদিকা ঋকের দুইটি উত্তরা ঋকে, কণ্বরথন্তর সাম গান করা হউক। সর্ব্বপ্রকারেই স্বীয় যোনি (উৎপাদিকা) ঋকের ত্যাগ, অর্থাৎ উদ্বাপ এবং অপর ঋকের অর্থাৎ গ্রহণ আবাপ, এতদুভয়ই সমান। তাহা হইলে এস্থলে অতিদেশ-বিধিই প্রাপক অর্থাৎ প্রধান বিধি হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। 'তৃচ' শব্দ সমান-ছন্দো-বিশিষ্ট, এবং একদেবতাযুক্ত তিনটি ঋকেই তাহা প্রসিদ্ধ। এই হেতু, সাক্ষাৎ 'তৃচে' শ্রুতি দ্বারা অতিদেশ-প্রাপ্তির বাধ হইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্তবাদীর অভিপ্রায়।

পঞ্চম-পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে, 'তিসৃষু' এই শ্রুতিতে, প্রথম তৃচ (তিনটি ঋক্) বিবক্ষিত হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় অধিকরণ এই, 'তৃচাস্তাসু তৃচেবাস্তে' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'এক-সংখ্যা ও ত্রি সংখ্যা, এতদুভয়ের পরস্পর ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,—'একত্রিক' নামক কোনও একটী যজ্ঞ হইয়া থাকে। সেই যজ্ঞ এইরূপে শ্রুত হয়; যথা,—'অথৈষ একত্রিকঃ' ইত্যাদি। তাহার অর্থ এই,—অনন্তর 'একত্রিক' যজ্ঞ ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই 'একত্রিক' যজ্ঞে, একটি ঋকে বহিষ্পবমান স্তোত্র, তিনটি ঋকে হোতার আজ্য স্তোত্র, পুনরায় একটি ঋকে মৈত্রাবরুণের ও ঋক্‌ত্রয়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর (ঋত্বিক্ বিশেষের) আজ্য-স্তোত্র, পুনশ্চ আর একটি ঋকে অচ্ছাবাকের আজ্যস্তোত্র এবং তিনটি ঋকে মাধ্যন্দিন পবমান (হইয়া থাকে)'। প্রধান-যাগে, 'মধ্যন্দিন পবমান' স্তোত্রে তিনটি তৃচ আছে; যথা,—'উচ্চাতে জাতম্' (উ ১। প্র ৮। সূ ২.২ খ), এইটি

প্রথমোগায়ত্রীচ্ছন্দস্কঃ। 'পুনানঃ সোমঃ' ইত্যয়ং (উ ১। প্র ৯। সূ ১।২৩ খ) দ্বিতীয়ো বৃহতীচ্ছন্দস্কঃ। 'প্র তু দ্রবাং' ইত্যয়ং (উ ১১ প্র। ২০ সূ ১২৩খ) তৃতীয়স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দস্কঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য শ্রুতং—'ত্রিচ্ছন্দা আবাপো মাধ্যন্দিনঃ' ইতি। এবং সতি একত্রিকস্য মাধ্যন্দিনপবমানে তিসৃষ্বিতি যদুক্তং তত্র আস্নাণাং তৃচানামাদ্যাস্তিস্রঃ ঋচো গ্রাহ্যাঃ? কিং বা প্রথমতৃচস্থাঃ ক্রমপঠিতাস্তিস্রঃ? ইতি সংশয়ঃ। তত্র ত্রিচ্ছন্দস্কশ্রুত্যা প্রবলয়া দুর্ব্বলং পাঠক্রমং বাধিত্বা প্রথমপেক্ষো গ্রাহ্যঃ ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—যদেতৎ ত্রিচ্ছন্দস্কত্বং তদেতৎ প্রাকৃতং। তত্র ছন্দস্ত্রয়োপেতস্য তৃচত্রয়স্যোপদিষ্টত্বাৎ। বিকৃতাবপি তৎসর্ব্বমতিদিষ্টমিতি চেৎ। বাঢ়ং। অতএব পাঠক্রমোঽপ্যতিদিষ্টঃ। তথা সতি প্রক্রান্তগায়ত্রীচ্ছন্দস্কস্য তৃচস্য সমাপ্তৌ সত্যাং পশ্চাদ্ বৃহতীচ্ছন্দস্কে তৃচে প্রথমায়াঃ ঋচঃ প্রারম্ভাবসরঃ স চারম্ভস্তিসৃষু ইতি বিশেষবিধানেন বাধ্যতে। তস্মাদাদ্যতৃচোনিখিলোগ্রাহ্যঃ"।

তৃতীয়ে ধুর্গানমেকস্যামৃচি কর্ত্তব্যং,—"তৃচে স্যাদৃচি বৈকস্যাং ধুর্গানং প্রকৃতাবিব। তৃচে ভবেদিতৈকস্যাং শ্রুত্যাবৃত্তিবিধানতঃ।" একত্রিক এব ক্রতৌ ব্যতিষঙ্গৈকস্যাং চ স্তোত্রেষু সম্পাদ্যমানেষু যদ্ধুর্গানং তৎ কিং তৃচে স্যাৎ? উতৈকস্যামৃচি? ইতি সংশয়ঃ।

প্রথম তৃচ; ইহা গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্টঃ। 'পুনানঃ সোম.' (উ১। প্র৯। সূ১।২।৩ খ)—এইটী দ্বিতীয় তৃচ; ইহা বৃহতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। 'প্র তু দ্রবাং' (উ১১। প্র২০। সূ।২৩খ)—এইটী তৃতীয় তৃচ; ইহা 'ত্রিষ্টুভ্' ছন্দোবিশিষ্ট। এই অভিপ্রায়েই 'ত্রিচ্ছন্দা আবাপো মাধ্যন্দিনঃ,—' এই প্রকার শ্রুতি হইয়াছে। উক্ত প্রকারে বিচার্য্য বাক্য স্থির হইলে, 'একত্রিক' যাগের মাধ্যন্দিন পবমানোক্ত 'তিসৃষু' ইত্যাদি বাক্যে এই সংশয় হইতেছে যে, তিনটি তৃচের প্রথম ঋক্‌ত্রয় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? কিংবা প্রথম তৃচে বিদ্যমান ও যথাক্রমে পঠিত যে ঋকত্রয়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে? এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন,—প্রবল-ছন্দত্রয়ে বৈশিষ্ট্য শ্রুতি দ্বারা দুর্ব্বল পাঠক্রমকে বাধিত করা যায়। সুতরাং উক্ত সংশয়ের প্রথম পক্ষই গ্রাহ্য। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, উত্তরে বলা যাইতেছে,—এই যে ছন্দঃ-বিশিষ্টতা, তাহা প্রকৃতি যাগসম্বন্ধিনী। কারণ, সেই প্রকৃতি-যাগে ছন্দঃত্রয়বিশিষ্ট তিনটী তৃচ উপদিষ্ট হইয়াছে; যদি বল,—'বিকৃতি-স্থলেও সেই ছন্দঃত্রয়-বিশিষ্ট তিনটী তৃচই অতিদিষ্ট হইয়াছে।' কিন্তু তাহাও বলিতে পার। উক্ত তৃচত্রয়ের অতিদেশ হয়, এই জন্যই পাঠক্রমও অতিদিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে, অগ্রে আরব্ধ গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট তৃচের সমাপ্তি হয়। তৎপরে বৃহতীচ্ছন্দবিশিষ্ট তৃচে প্রথম ঋকের আরম্ভ হয়; এবং সেই আরম্ভ 'তিসৃষু' প্রভৃতি বিশেষ বিধান দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। বৃহতীসম্বন্ধীয় তৃচস্থিত প্রথম ঋকের আরম্ভ বিশেষ-বিধি দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া সমগ্র প্রথম তৃচ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় অধিকরণে, একটী ঋকে, 'ধুঃ গান কর্ত্তব্য' এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত অধিকরণ,—'তৃচে স্যাদৃচিত্র বৈকস্যাম্' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'একত্রিক' যাগে বিশিষ্ট-সম্বন্ধ দ্বারা একমাত্র ঋকে যে সকল স্তোত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই স্তোত্র-সমূহে যে ধুর্গান হয়, তাহা কি তৃচে হইবে, কিম্বা একটী মাত্র ঋকে হইবে?—ইহাই

অত্র চোদকেন তৃচে ভবেদিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ ইহৈকত্রিকক্রতৌ একস্যামৃচি ধূর্গানং ভবেৎ। কুতঃ? আবৃত্তং ধূর্ষু স্তুবতে ইতি আবৃত্তিবিধানাৎ। তৃচে গানেঽপি সাম্নস্ত্রিরাবৃত্তির্ভবেৎ? ন। আবৃত্তেঃ স্তুতিবিশেষণত্বাৎ। গুণসঙ্কীর্ত্তনপরঃ পদসমূহঃ স্তুতিঃ। তচ্চ ঋগাবৃত্তিং বিনা ভিন্নর্ক্ষু ন সিধ্যতি। তস্মাদেকস্যাং ধূর্গানং"॥

ষষ্ঠে স্তোমবৃদ্ধিরাগমাদ্ ভবেৎ। "স্তোমবৃদ্ধিঃ কিমভ্যাসাদাগমাদ্বাদ্যিমো মতঃ। অশ্রুতাগমকং নৈবং সংখ্যাবাধাদিকল্পতঃ। বিবৃদ্ধস্তোমকঃ ক্রতুরেবমাম্নায়তে—'একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ। ত্রিণবেনৌজস্কামং। ত্রয়স্ত্রিংশেন প্রতিষ্ঠাকামং' ইতি। প্রকৃতিগতেভ্যঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিস্তোমেভ্যো বিবৃদ্ধাঃ একবিংশত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশস্তোমাঃ। তেষু কিং প্রাকৃতানাং সাম্নাং অভ্যাসাদ্ বৃদ্ধির্ভবতি? কিং বা সামান্তরাগমাৎ? ইতি সংশয়ঃ। অশ্রুতস্য সামাগমস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাদ্ অভ্যাসাদ্ বৃদ্ধিঃ। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অভ্যাসোঽপি ন সাক্ষাচ্ছ্রুতঃ। কিন্ত্বেকবিংশাদিসংখ্যাপূরণায় কল্প্যতে। সংখ্যা চ দ্রব্যগতা ভিন্নদ্রব্যৈরেব পূর্য্যতে নত্বেকদ্রব্যাবৃত্ত্যা। ন অষ্টকৃত্বঃ একঘটমানীয় মদ্গৃহে সন্ত্যষ্টৌ ঘটাঃ ইতি ব্যবহরন্তি।

সংশয়। উক্ত সংশয়-নিরসনে, 'অতিদেশ-বিধি দ্বারা তৃচে ধূর্গান হইবে' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, তাহার উত্তরে বলিতেছি,—এই 'একত্রিক' যাগে একটী মাত্র ঋকে 'ধূর' গান হইবে। কেন? কারণ, 'আবৃত্তং ধূর্ষু স্তুবতে'—এই শ্রুতি দ্বারা গানের আবৃত্তি বিহিত হইয়াছে। যদি বল, তৃচে গান করিলেও 'সামের' বারত্রয় আবৃত্তি হইবে না কি? না, আবৃত্তি হইবে না। কারণ, আবৃত্তি স্তুতির বিশেষণ। যে পদ-সমূহ বা বাক্য গুণকীর্ত্তন করে, সেই পদসমূহের নাম স্তুতি। ঋকের আবৃত্তি ভিন্ন সেই স্তুতি ঋক্ত্রয়ে সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ঋকের আবৃত্তি ভিন্ন স্তুতি সিদ্ধ হয় না বলিয়া একটী মাত্র ঋকে 'ধূর' গান করিতে হইবে।

'অন্য সামের আগম হইতে স্তোমের বৃদ্ধি হয়'—ইহাই ষষ্ঠ অধিকরণের বক্তব্য। ষষ্ঠ অধিকরণ এই,—'স্তোমবৃদ্ধিঃ কিমভ্যাসাৎ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বিবৃদ্ধ-স্তোমবিশিষ্ট যাগের এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা,—'একবিংশেনাতিরাত্রেণ প্রজাকামং যাজয়েৎ' ইত্যাদি। এই শ্রুতির অর্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। প্রকৃতি-যাগস্থিত ত্রিবৃৎ ও পঞ্চদশ প্রভৃতি স্তোম অপেক্ষা একবিংশ, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ এই কয়েকটী স্তোম বিশেষরূপে বর্দ্ধিত। প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামসমূহের অভ্যাস (পুনঃপুনঃ উল্লেখ) প্রযুক্ত উক্ত একবিংশাদি স্তোমের বৃদ্ধি হয়, কিংবা প্রকৃতি-প্রাপ্ত সাম ভিন্ন অন্য সামের আগমহেতু তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে? অশ্রুত যে সামের আগম, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায় না। এইজন্য প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামসমূহের অভ্যাস হইতেই উক্ত স্তোমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। অতঃপর সিদ্ধান্ত বলিতেছি,—অভ্যাসও সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুত হয় নাই। কিন্তু একবিংশাদি সংখ্যা-পূরণের নিমিত্ত অভ্যাসের কল্পনা করা হয়। দ্রব্য-গত সংখ্যা ভিন্ন দ্রব্যের দ্বারাই সংখ্যা পূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল একদ্রব্যের আবৃত্তি দ্বারা তাহা পূরণ হয় না। দেখ,—একটীমাত্র ঘটকে, আট বার আনয়ন করিয়া, পরে 'আমার গৃহে আটটী ঘট আছে' এরূপ বাক্য কেহ ব্যবহার করে না। উক্ত কারণে,—স্তোমের

স্তুতঃ স্তোমাবয়বত্রিবাগন্তা সংখ্যা তদবয়বভূতানাং সাম্নাং পদার্থানাং ভেদং গময়তি। স চ ভেদঃ সামান্তরাগমলিঙ্গং, অত্র হ্যেবাবপন্তীত্যাবাপোদ্দেশেন দেশবিশেষবিধিরপরং লিঙ্গং। সামান্তরোৎপত্ত্যর্থমন্তল্লিঙ্গং। তস্মাদাগমেন বৃদ্ধিঃ"।

সপ্তমে বহিষ্পবমানবৃদ্ধাবৃচাগমঃ, "কিং বহিষ্পবমানর্দ্ধৌ সাম্নর্চা বাস্তিপূরণং। সাম্না পূর্ব্বোক্তিতো নৈবং সাৈমেকত্বপরাকৃতঃ॥" প্রকৃতৌ প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমানস্য অবিবৃদ্ধঃ স্তোমঃ। তস্য বিকৃতিষু বৃদ্ধৌ সত্যাং পূর্ব্বোক্তরীত্যা সামান্তরাগমে প্রাপ্তে ব্রুমঃ—'একং হি তত্র সাম' ইতি বহিষ্পবমানং প্রকৃত্য সাৈমেকত্বমাম্নায়তে। অতো ন সামান্তরাগমঃ সম্ভবতি। এবং তর্হি অভ্যাসেন সংখ্যাপূরণমস্তু ইতি ন বাচ্যং। 'পরাগ্ বহিষ্পবমানেন স্তুবন্তি' ইতি পরাক্‌শব্দেনাভ্যাসপ্রতিষেধাৎ। তস্মাদৃগাগমঃ"॥

ষষ্ঠপাদস্যাদ্যেহধিকরণে একং সাম তৃচে গেয়ং;—"সাৈমেকস্যাং তৃচে বাস্যাদাদ্যঃ স্বাধ্যায়বৎ ভবেৎ। বচনাল্লিঙ্গসংযুক্তাৎ স্তোত্রে সাম তৃচে ভবেৎ॥ পবমানাজ্যপৃষ্ঠাদিস্তোত্রেষু যৎবিহিতং রথন্তরবৃহৎবৈরূপাদিসাম অধ্যেতারঃ একস্যামৃচ্যধীয়তে, তৎ কিং স্তোত্র-

---

অবয়বরূপ ত্রিবাগত যে সংখ্যা, তাহাতে স্তোমের অবয়ব-স্বরূপ সমস্ত সাম-পদার্থের ভেদ বুঝাইতেছে। উক্ত ভেদ, প্রকৃতি প্রাপ্ত সাম ভিন্ন, অন্য সামে আগম-প্রতিপাদক-সমর্থ; আবাপের উদ্দেশে 'অত্রহ্যেবাপন্তি' এইরূপ যে দেশবিশেষ-নিরূপক বিধি আছে, তাহা সামান্তরের উৎপত্তি-নিষ্পাদক দ্বিতীয় সামর্থ্য। ফলতঃ, সামান্তরের আগম দ্বারা স্তোমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'বহিষ্পবমানের বৃদ্ধি করিতে হইলে ঋকের আগম কর্ত্তব্য'। সপ্তম অধিকরণে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। সেই সপ্তম অধিকরণ এই,—'কিং বহিষ্পবমানর্দ্ধৌ' ইত্যাদি। প্রকৃতি-স্থলে প্রাতঃসবনকালে বহিষ্পবমান স্তোত্রের স্তোম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; বিকৃতি-যাগে সেই স্তোমের বৃদ্ধি হইলে, পূর্ব্ব অধিকরণে কথিত নিয়মানুসারে, সামান্তরের আগম পাওয়া যায়। অতঃপর বলিতেছি,—'একং হি তত্র সাম'। এই শ্রুতি দ্বারা বহিষ্পবমানের উল্লেখ করিয়া সেই বহিষ্পমানে সামের একত্ব কথিত হইয়াছে। এইজন্য সামান্তরের আগম সম্ভবপর নয়। যদি বল, যখন সামান্তরের আগম সম্ভবপর হইল না, তখন প্রকৃতি-প্রাপ্ত সামের অভ্যাস দ্বারা একবিংশাদি সংখ্যার পূরণ হউক।' কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, 'পরাগ্ বহিষ্পবমানেন স্তুবন্তি' এই শ্রুতিতে 'পরাক্' শব্দ দ্বারা অভ্যাস প্রতিষিদ্ধ (নিবারিত) হইয়াছে। ফলতঃ, বিকৃতিস্থিত বহিষ্পবমান স্তোত্রের বৃদ্ধি করিতে সামান্তরের আগম হইবে না; ঋকের আগম হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'একটি সাম তৃচে গান করিতে হইবে'—ষষ্ঠ পাদের প্রথম অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে; যথা,—'সাৈমেকস্যাং তৃচে বা স্যাৎ' ইত্যাদি। প্রশ্ন হইতেছে,—অধ্যয়নকারিগণ পবমান আজ্য পৃষ্ঠ আদি স্তোত্র-সমূহে বিহিত যে রথন্তর বৃহৎ ও বৈরাজ প্রভৃতি সাম একটি ঋকে অধ্যয়ন করেন; সেই রথন্তর প্রভৃতি সাম, স্তোত্র-প্রয়োগের সময়েও কি একটী ঋকে গান করিতে হইবে? কিংবা তৎকালে তৃচে গান করিতে হইবে? এস্থলে ইহাই

প্রয়োগকালেঽপ্যেকস্তামৃচি গেয়ং? কিংবা তৃচে গেয়ং? ইতি সংশয়ঃ। অধ্যয়নস্যানুষ্ঠানার্থত্বাৎ যথাধ্যয়নমেকস্যামৃচি সাম্নঃ ক্বতং তথৈকস্যামেব গেয়ং। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অষ্টাক্ষরেণ প্রথমায়াঃ ঋচঃ প্রস্তৌতি দ্ব্যক্ষরেণোত্তরয়োঃ' ইতি। তিসৃষ্বৃক্ষু প্রস্তোত্রা গাতব্যভাগো নিরূপ্যতে। তদিদং তৃচস্য লিঙ্গং। 'ঋক্সামেশাবমিথুনৌসম্ভবাব' ইত্যাদৌ ঋগ্দেবতা-সামদেবতয়োঃ সংবাদরূপেঽর্থবাদে সামদেবতৈকামৃচং দ্বে ঋচৌ চ প্রত্যাখ্যায় তিস্রঃ ঋচোঽঙ্গীচকার। তদিদং অপরং লিঙ্গং। তাভ্যাং লিঙ্গাভ্যামুপবৃংহিতাৎ 'একং সাম তৃচে গীয়তে স্তোত্রিয়ং' ইতি বচনাৎ তৃচে গাতব্যমিতি" ॥

দ্বিতীয়ে স্বর্দৃক্শব্দো মীলনাবধিঃ,—"স্বর্দৃক্শব্দোবীক্ষণে চ কিং স্যাদন্যাঙ্গিতাঽথবা। মীলনাবধিতাশ্লেষস্তু ভিন্নবাক্যেন তদ্বিধেঃ। প্রতিশব্দেনাবাধিহি স্তোত্যোবাক্যং ন ভিদ্যতে। সত্যোবং মীলনস্যাপি বিধির্নোত্তরয়োর্ভবেৎ" অস্তি রথন্তরসাম্নোযোনৌ 'অভিত্বা শূর' ইত্যস্যামৃচি স্বর্দৃক্শব্দঃ 'ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশং' ইত্যাম্নাতঃ। অস্তি চোদ্গাতুঃ কর্ত্তৃতা তৃচে রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সম্মীলয়েৎ স্বর্দৃশং প্রতি বীক্ষেত ইত্যঙ্গাঙ্গভাবোঽত্র বিধীয়তে? কিংবা বিধীয়মানসম্মীলনাবধিত্বেন স্বর্দৃক্—শব্দোচ্চারণং নির্দ্দিশ্যতে? ইতি। তত্র সম্মীলন-বাক্যাৎ বীক্ষণবাক্যং ভিন্নং। ততো ন মীলনাবধিত্বেনান্বয়ঃ সম্ভবতীতি। কিঞ্চ বীক্ষেতেতি

সংশয়। অনুষ্ঠানের নিমিত্ত অধ্যয়ন হইয়া থাকে। এই হেতু, যেরূপ একটি ঋকে সামের অধ্যয়ন করা হইয়াছে, সেইরূপ একটী ঋকে সাম গান করিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। আট অক্ষরে প্রথম ঋকের এবং দুই অক্ষরে দুই উত্তরা ঋকের স্তুতি করা হয়। এইরূপে প্রস্তাবক (ঋত্বিক্-বিশেষ) ঋক্ত্রয়ে 'গেয়' অংশ নিরূপণ করিয়া থাকেন। ইহাই 'তৃচ' রূপ পদার্থ-প্রতিপাদক সামর্থ্য। 'ঋক্ সামেবাবমিথুনৌ সম্ভবাবঃ' ইত্যাদি বাক্য ঋক্-দেবতা ও সাম-দেবতা এতদুভয়ের পরস্পর আলাপ-রূপ অর্থবাদ। সেই অর্থবাদে সাম-দেবতা একটী ঋক্‌কে এবং অপর দুইটী ঋক্‌কে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনটি ঋক্ স্বীকার করিয়াছেন। এই অর্থবাদ-বাক্য দ্বিতীয়-তৃচ-প্রতিপাদন-সামর্থ্য। উক্ত দুই সামর্থ্য কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট (প্রবল) 'একং সাম তৃচে গীয়তে স্তোত্রিয়ং' এই বচন হেতু, একটি সাম তৃচে গীত হইবে। ইহাই (ষষ্ঠ পাদের প্রথম অধিকরণের) সিদ্ধান্ত।

'স্বর্দৃক্' শব্দ মীলন পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইবে'-দ্বিতীয় অধিকরণে তদ্বিষয় বিচারিত হইয়াছে; যথা,—'স্বর্দৃক্ শব্দে বীক্ষণে চ কিংস্যাদন্যাঙ্গিতাঽথবা।' ইত্যাদি তাহার ব্যাখ্যা, 'রথন্তর' সামের উৎপাদিকা 'অভি ত্বা শূর' ঋকে, 'স্বর্দৃক্' শব্দ—'ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশম্' এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে উদ্গাতার তৃচ-কর্ত্তৃত্ব আছে; কারণ, তৎসম্বন্ধে 'রথন্তরে প্রস্তূয়মানে সম্মীলয়েৎ' ইত্যাদি শ্রুতি আছে। উক্ত বিষয় এই,— 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ ও বীক্ষণ এতদুভয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব বিহিত হইতেছে অথবা 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা হইতেছে? উক্ত সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন,—'সম্মীলন-বাক্য হইতে বীক্ষণ-বাক্য ভিন্ন। সেইজন্য সম্মীলন পর্য্যন্ত 'স্বর্দৃক্' শব্দের উচ্চারণ-সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। পরন্তু 'রথন্তরে প্রস্তূয়মানে' ইত্যাদি বাক্যে

লিঙ্‌প্রত্যয়োঽত্র বিধায়কঃ শ্রূয়তে। ততঃ স্বর্দৃক্‌শব্দোচ্চারণং বীক্ষণাঙ্গং বীক্ষণং বা তদঙ্গং ইত্যাকাঙ্ক্ষিতাবোঽভ্যুপেয়ঃ। তথা সতি স্বর্দৃক্‌শব্দরহিতয়োর্ব্বচোর্গীয়মানে রথন্তরেঽপি বিহিত-সম্মীলনানুবৃত্তিঃ ফলবত্যতীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। স্বর্দৃশং প্রতীত্যনেন কর্ম্মপ্রবচনীয়েন প্রতিশব্দেন স্বর্দৃক্‌শব্দোচ্চারণস্য মীলনকালাবধিত্বং দ্যোত্যতে। ন চাত্র ভিন্নবাক্যত্বং একবাক্যত্ব-সম্ভবাৎ। তথাহি বিরোধপরিহারায় অতএব প্রাপ্তত্বাদ্‌ বীক্ষণং ন বিধেয়ং। তথা সতি আস্বর্দৃক্‌শব্দোচ্চারণাৎ সম্মীলয়েদিত্যেকং বাক্যং সম্পদ্যতে। এবং সত্যুত্তরয়োর্ব্বচোর্ম্মীলন-বিধ্যভাবঃ ফলিষ্যতীতি রাদ্ধান্তঃ" ॥

তৃতীয়ে বৃহদ্রথন্তরয়োর্দ্দিনভেদেন প্রয়োগঃ—"গাবময়নিকে পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হে প্রত্যহং দ্বয়ং। বৃহদ্রথন্তরং চেতি ভবেৎ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্দিনে। খণ্ডগর্ভবক্রীহেরাস্ত্যাস্তেঽপি সমোহ্যঃসৌ। অন্যোন্যনিরপেক্ষস্য চোদকাদস্তিমো ভবেৎ।" দ্বাদশাহে পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হ উৎপন্নঃ তত্র ষন্নমপাহ্লাং ক্রমেণ রথন্তরবৃহদ্বৈরূপবৈরাজশাক্বররৈবতানি সামানি বিহিতানি। গবাময়নে তু বিকৃতি-রূপোয়ঃ পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হঃ তত্র শ্রূয়তে—'পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো বৃহদ্রথন্তরসাম ইতি চোদকপ্রাপ্তয়োঃ বৃহদ্রথন্তরয়োঃ পুনর্ব্বিধানাৎ বৈরূপাদিনিবৃত্তিঃ। ততঃ শিষ্যমাণং বৃহদ্রথন্তরং সামদ্বয়ং কিং প্রত্যহং কর্ত্তব্যং? কিংবা কেষুচিদহঃসু বৃহৎ কেষুচিদ্রথন্তরং।' ইতি সংশয়ঃ।

'বীক্ষেত' এই লিঙ্‌ প্রত্যয় বিধিরূপে শ্রুত হইতেছে। সেই কারণে, 'স্বর্দৃশ্‌' শব্দের উচ্চারণ বীক্ষণের অঙ্গ, অথবা বীক্ষণ তাহার অঙ্গ। এইরূপে 'স্বর্দৃশ্‌' শব্দের উচ্চারণ ও বীক্ষণ, এতদুভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব বুঝিতে হইবে। উক্ত প্রকারে অঙ্গাঙ্গিভাব স্থির হইলে, 'স্বর্দৃশ্‌'-শব্দ রহিত ঋক্‌দ্বয়ে গীত 'রথন্তর' সামেও সম্মীলনের অনুবৃত্তি ফলবতী হইবে। প্রতি,—এই বাক্যের অন্তর্গত কর্ম্ম-বিজ্ঞাপক 'প্রতি' শব্দ, মীলন-কাল পর্য্যন্ত 'স্বর্দৃশ্‌' শব্দের উচ্চারণ কর্ত্তব্য - তাহা প্রকাশ করিতেছে। এস্থলে বাক্যের বিভিন্নতা নাই। কারণ, এস্থলে একবাক্যতার সম্ভব আছে। কিরূপে একবাক্যতা সম্ভব হয়, অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমাণ না থাকিলেও বিরোধ-পরিহারের নিমিত্ত বীক্ষণ উপপন্ন হইতেছে। এই হেতু, বীক্ষণের নিমিত্ত পৃথক্‌ বিধি করিতে হইবে না। তাহা হইলে, 'স্বর্দৃশ্‌' শব্দের উচ্চারণ পর্য্যন্ত সম্মীলন করিতে হইবে',—এবম্বিধ একটী বাক্য প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপে স্বর্দৃশ্‌ শব্দের সম্মীলন সিদ্ধ হওয়ায়, 'উত্তরা' ঋক্‌দ্বয়ে মীলন-বিধির অভাব প্রতিপন্ন হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

"দিন-ভেদে 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামের প্রয়োগ হইবে",—তৃতীয় অধিকরণে তদ্বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। সেই তৃতীয় অধিকরণ এই,—'গাবাময়নিকে পৃষ্ঠ্যষড়হে প্রত্যহং দ্বয়ং।' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা, - 'দ্বাদশাহ'-যাগে ষড়হ (ছয় দিনে) পৃষ্ঠ্যস্তোত্র উৎপন্ন হয়। সেই পৃষ্ঠ্যস্তোত্রে, ছয় দিনের মধ্যে, ক্রমে রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর ও রৈবত নামক ছয়টী সাম বিহিত হইয়াছে। কিন্তু, 'গবাময়ন'-যাগে বিকৃতিরূপ যে 'ষড়হ' পৃষ্ঠ্য-স্তোত্র বিহিত হয়, তদ্বিষয়ে 'পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো বৃহদ্রথন্তর সাম'—এইরূপ শ্রুতি আছে। উক্ত শ্রুতি দ্বারা বিকৃতি-রূপ ষড়হ-পৃষ্ঠ্য-স্তোত্রে অতিদিষ্ট 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' সামদ্বয় পুনর্ব্বার বিহিত হইয়াছে। এই হেতু, সেস্থলে বৈরূপাদি সাম-চতুষ্টয়ের বিধান নাই। অনন্তর

বৃহদ্রথন্তরঞ্চ বৃহদ্রথন্তরে তে চ সামনী যস্য ইতি দ্বন্দ্বগর্ভিতে বহুব্রীহাবিতরেতরযোগদ্বন্দ্বেন সাহিত্যং প্রতীয়তে। ততঃ প্রত্যহং সামদ্বয়ং ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তে সামনী যস্যাহ্নঃ ইত্ত স্তোত্রপদার্থত্বং, তদা তদহ্নক্তমেব স্যাৎ; ইহ তু ষড়হোঽন্যপদার্থঃ। তথা সতি ষড়হে দ্বয়োঃ সাম্নোঃ সাহিত্যং সিদ্ধান্তেঽপি সমানং, প্রকৃতৌ সাম্নোরন্যোন্যনিরপেক্ষত্বাদিহাপি নিরপেক্ষত্বমেব সাম চোদকে নাতিদিশ্যতে। তস্মাদ্ কেষুচিদহঃসু কিঞ্চিৎ সাম ইতি রাদ্ধান্তঃ।"

অথ চতুর্থাধিকরণমারচয়তি,—"স্যাদেকাদশিনা কিং প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োঃ। প্রত্যেকং মিলিতাঃ কিং বা বিভক্তাঃ স্যুস্তয়োরপি। উদ্দেশ্যয়োঃ প্রধানত্বাৎ প্রত্যেকং পশবোঽখিলাঃ। নোদ্দেশ্যৌ পশবস্ত্যাগঃ শিষ্টত্বাসঙ্গিতোঽস্তিমে।" দ্বাদশাহে শ্রূয়তে—একাদশিনা প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরতিরাত্রসংস্থয়োরতিরাত্রয়োরালভেরন্নিতি। তত্র তে পশব একাদশাপি প্রায়ণীয়েঽহনি কর্ত্তব্যাঃ। তথোদয়নীয়েঽপি সর্ব্বে কর্ত্তব্যাঃ। কুতঃ? প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োরুদ্দেশ্যত্বেন প্রাধান্যাৎ প্রতি প্রধান চাঙ্গাবৃত্তের্যুক্তত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। বচনান্তরেণ বিহিতানামেকাদশানাং প্রকরণেন দ্বাদশাহাঙ্গত্বে সিদ্ধে দেশাকাঙ্ক্ষায়াং তান্ পশূনুদ্দিশ্য প্রায়ণীয়োদয়-

---

সংশয় হইতেছে,—'অবাশিষ্ট বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় প্রতিদিনই কর্ত্তব্য, অথবা, কোনও দিন 'বৃহৎ' সাম এবং কোনও দিন 'রথন্তর' সাম বিধেয়? 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' এবং তদুভয়ের সম্মিলনে সংগঠিত 'বৃহদ্রথন্তর', পরে 'বৃহৎ ও রথন্তর সামদ্বয় যে দিন বিহিত হইয়াছে, সেই দিন ইতরেতর দ্বন্দ্বের দ্বারা 'বৃহৎ ও রথন্তর সামের' সাহিত্য বা পরস্পর সম্বন্ধ উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং প্রতিদিন উক্ত সামদ্বয় গান করিতে হইবে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। 'তে সামনী যস্যাহ্নঃ' এই ব্যাখ্যাবাক্যের দ্বারা 'দিবস' পদে যদি অন্য পদার্থ উপলব্ধ হয়; তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে, তাহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু এস্থলে 'ষড়হ'ই পৃথক্ পদার্থ;—দিবস পৃথক্ পদার্থ নয়। তাহা হইলে, সিদ্ধান্ত-পক্ষেও ষড়হে 'বৃহৎ ও রথন্তর' সামদ্বয়ের সাহিত্য বা সম্বন্ধ সমান। কারণ, প্রকৃতিরূপ 'দ্বাদশাহ' যাগে উক্ত সামদ্বয় পরস্পর নিরপেক্ষ। সুতরাং, বিকৃতিরূপ 'ষড়হ' যাগেও সামাতিদেশ-বিধি দ্বারা উক্ত নিরপেক্ষতাই অতিদিষ্ট হইতেছে। এই সকল কারণে কোনও কোনও দিনে উক্ত সামদ্বয়ের মধ্যে যে কোনও একটী সাম বিহিত হইবে। এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত।

অনন্তর চতুর্থ অধিকরণ কথিত হইতেছে; যথা,—'স্যাদেকাদশিনা কিং প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োঃ" ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'দ্বাদশাহ' যাগে 'একাদশিনা' প্রভৃতি শ্রুতি আছে; সেই শ্রুতির অর্থ,—'অতিরাত্র'-যাগে বিহিত প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় এই দুই অতিরাত্র-যাগে 'একাদশিনা দ্বারা একাদশ পশু বধ করিবে'। উক্ত অতিরাত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রায়ণীয় দিনে সেই একাদশ পশুবধই কর্ত্তব্য; উদয়নীয় দিনের কর্ত্তব্যও তদনুরূপ। কেন? কারণ,—উভয়ত্র উদ্দেশ্য অভিন্ন বলিয়া প্রায়ণীয় এবং উদয়নীয় প্রধান-মধ্যে গণ্য। সুতরাং প্রত্যেক প্রধান-কর্ম্মে অঙ্গের আবৃত্তি হইবে। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষবাদীরও ইহাই অভিমত। বচনান্তরের একাদশ সংখ্যক পশু বিহিত হইয়াছে; পরন্তু প্রকরণবশতঃ তাহারা যে 'দ্বাদশাহ' যাগের অঙ্গ, ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর দেশাকাঙ্ক্ষায়, সেই সকল পশুকে উদ্দেশ করিয়া, প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেশরূপে বিহিত হইয়া থাকে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে

নীয়ে দেশভেদেন বিধীয়েতে। তত্র কুতঃ উদ্দেশ্যত্বং? কুতস্তয়োঃ প্রাধান্যং? কুতস্তয়োঃ পশ্বাবৃত্তিঃ? এবং সতি যথা শতং দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োর্বিধীয়তাং ইত্যত্র দেবদত্তে পঞ্চাশ-বিধীয়তে। যজ্ঞদত্তে পঞ্চাশদিতি বিভাগস্তথা প্রায়ণীয়ে পঞ্চ পশব উদয়নীয়ে পঞ্চেতি বিভাগো-যুক্তঃ। পশ্ববশিষ্ট একঃ পশুরন্তিমঃ স প্রত্যাসন্নত্বাদন্তিমেঽহন্যুদবসানীয়ে কর্ত্তব্যঃ ইতি॥

পঞ্চমে সর্ব্বপৃষ্ঠে যথোক্তদেশে পৃষ্ঠানি—"কিং সর্ব্বপৃষ্ঠে সর্ব্বাণি পৃষ্ঠদেশে যথোক্তি বা, পৃষ্ঠশব্দাৎ পৃষ্ঠদেশে বচনাৎ তু ব্যবস্থিতিঃ।" ইদমাম্নায়তে বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ ইতি। ষড়হে ষট্‌স্বহঃসু ক্রমেণ রথন্তরং বৃহদ্বৈরূপং ইত্যাদিভিঃ সামভিঃ পৃষ্ঠস্তোত্রং নিষ্পাদিতং। তানি সর্ব্বাণি পৃষ্ঠসামানি যস্মিন্ বিশ্বজিতি সোঽয়ং সর্ব্বপৃষ্ঠঃ। তত্র মাধ্যন্দিনপবমানমৈত্রা-বরুণসাম্নোরন্তরালভূতে পৃষ্ঠস্তোত্রদেশে কিং সর্ব্বাণি পৃষ্ঠসামানি কার্য্যাণি? কিং বা যথাবচনং দেশব্যবস্থা? ইতি সংশয়ঃ। পৃষ্ঠকার্য্য গময়েন পৃষ্ঠশব্দেনপৃষ্ঠদেশে প্রাপ্তে বচনেন দেশবিশেষো ব্যবস্থাপ্যতে। বচনং চৈবমাম্নায়তে—পবমানে রথন্তরং করোত্যার্ভবে বৃহন্মধ্য-ইতরাণি; বৈরূপং হোতুঃ পৃষ্ঠং বৈরাজং ব্রহ্মসাম শাক্বরং মৈত্রাবরুণস্য রৈবতমচ্ছাবাকস্য ইতি বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়ঃ তস্মাদ্দেশবিশেষো ব্যবস্থিতঃ॥

ষষ্ঠে বৈরূপ-বৈরাজে উক্থ-ষোড়শিনোঃ পৃষ্ঠগতে "কাংস্যাদ্ বৈরূপ-বৈরাজে

পারে,—প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় - এতদুভয়ে, কি কারণে উদ্দেশ্যত্ব, কেনই বা প্রাধান্য, আর কেনই বা পশুর আবৃত্তি হইবে? কারণ, সেস্থলে উদ্দেশ্যত্বাদি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। সে পক্ষেও সিদ্ধান্ত হইতেছে। 'দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সম্বন্ধে এক শত বিধান কর' বলিলে যেমন দেবদত্তের নিমিত্ত পঞ্চাশ এবং যজ্ঞদত্তের নিমিত্ত পঞ্চাশ,—এইরূপ বিভাগ হইয়া থাকে; সেইরূপ, প্রায়ণীয় দিনে পাঁচটী পশু ও উদয়নীয় দিনে পাঁচটী পশু এইরূপ বিভাগও-যুক্তিসঙ্গত। আর শেষ অবশিষ্ট যে একটী পশু, তাহা আত-নিকটবর্ত্তী শেষ উদবসানীয়-দিনে অনুষ্ঠিত হইবে। সিদ্ধান্তবাদীর সংাহ অভিমত।

'সর্ব্বপৃষ্ঠ'-যুক্ত 'বিশ্বজিৎ' যাগে, যথোক্ত দেশে, পৃষ্ঠস্তোত্রসমূহ বিহিত হইবে',—পঞ্চম-অধিকরণে তাহা বিচারিত হইয়াছে। সেই অধিকরণ এই,—'কিং সর্ব্বপৃষ্ঠে সর্ব্বাণি' ইত্যাদি। উক্ত অধিকরণের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বিশ্বজিৎ সর্ব্বপৃষ্ঠঃ" প্রভৃতি শ্রুতির অবতারণা করা হইয়াছে। 'ষড়হ'-যাগে ছয় দিনে, যথাক্রমে 'রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ, বৈরাজ, শাক্বর এবং রৈবত' - এই ছয়টি সাম দ্বারা পৃষ্ঠস্তোত্র নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। সেই সমগ্র পৃষ্ঠ নিষ্পাদক সাম যে 'বিশ্বজিৎ'-যাগে বিদ্যমান থাকে, সেই 'বিশ্বজিৎ'-যাগকে সর্ব্বপৃষ্ঠ বলে। উক্ত 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' যাগে মাধ্যন্দিন-পবমান ও মৈত্রাবরুণ সামদ্বয়ের মধ্যভাগরূপ পৃষ্ঠস্তোত্রদেশে সমস্ত পৃষ্ঠ-সামের বিধান হইবে; অথবা বচনানুসারে দেশ-ব্যবস্থা হইবে? এস্থলে ইহাই সংশয়। পৃষ্ঠ-কার্য্যের প্রতিপাদক পৃষ্ঠ শব্দ দ্বারা পৃষ্ঠ-দেশ পাওয়া যাইতেছে; তৎপরে বচন দ্বারা বিশিষ্টদেশ ব্যবস্থাপিত হইতেছে। ঋষিগণ 'পবমানে রথন্তরং করোতি' ইত্যাদি বচনের উল্লেখ করিয়া থাকেন। বচন ন্যায় (যুক্তি) অপেক্ষা প্রবল। সেই জন্য পবমানাদিরূপ দেশ-বিশেষের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'বৈরূপ ও বৈরাজ' সাম 'উক্থ' এবং 'ষোড়শিন্' কার্য্যের পৃষ্ঠস্তোত্রে বিহিত হইবে'

উকথ-ষোড়শিনোরুক্ত। পৃষ্ঠোক্তাৎ ক্রতুসংযোগাদাস্তোক্তঃ পৃষ্ঠলিঙ্গতঃ।" ইদমাম্নায়তে উকথে। বৈরূপসাম্নৈকবিংশষোড়শী বৈরাজসামেতি। তত্র কৃৎস্নে উকথে বৈরূপং সাম কৃৎস্নে ষোড়শিনি বৈরাজং। বৈরূপং সাম যস্মিন্ উকথে ক্রতৌ, বৈরাজং সাম যস্মিন্ ষোড়শিনি ক্রতৌ ইত্যেবং ক্রতুসম্বন্ধপ্রতীতেঃ। মৈবং। প্রকৃতৌ রথন্তরসাম বৃহৎসাম ইত্যেবংবিধস্ত নির্দ্দেশস্ত পৃষ্ঠস্তোত্রবিষয়ত্বদর্শনাদত্রাপি তন্নির্দ্দেশেন পৃষ্ঠলিঙ্গেন পৃষ্ঠকার্য্যে বৈরূপং বৈরাজং চ ভবিতুমর্হতি। ক্রতুসম্বন্ধস্ত তয়োঃ পৃষ্ঠদ্বারেণোপপদ্যতে" ॥

সপ্তমে ত্রিবৃদগ্নিষ্টুতি স্তোম এব;—"ত্রিবিদগ্নিষ্টুদিত্যেতৎ সর্ব্বত্র স্তোম এব বা। আস্ত-ত্রৈগুণ্যবাচিত্বাদস্যাঃ স্তোমস্য রূঢ়িতঃ।" এবং শ্রূয়তে ত্রিবিদগ্নিষ্টুদগ্নিষ্টোমঃ ইতি। কিং ত্রিবৃত্ত্বমগ্নিষ্টুতি ক্রতৌ সর্ব্বেষু সাধনেষু সংবধ্যতে? কিংবা স্তোমমাত্রসম্বন্ধি স্থৎ? ত্রিবিদ্রজ্জুরিত্যাদৌ ত্রিবৃচ্ছব্দস্য ত্রৈগুণ্যবাচিত্বদর্শনাদত্রাপি ক্রতুসাধনেষু যা সংখ্যা শ্রূয়তে সা সর্ব্বা ত্রিবৃত্ত্বেন বিধীয়তে। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ যদ্যপি ত্রিবৃচ্ছব্দোঽবয়বপ্রসিদ্ধ্যা লোকে ত্রৈগুণ্যং ব্রূতে তথাপি বেদে রূঢ্যা স্তোমবাচকঃ ত্রিবৃদ্‌বহিষ্পবমানঃ ইত্যুক্ত্বা স্তোত্রিয়ানাং নবানামৃচামনুক্রমণেন স্তোমবিষয়মেব ত্রিবৃত্ত্বং ॥

ষষ্ঠ অধিকরণের তাহাই বিচার্য্য। সেই অধিকরণ এই,—'কাৎ স্যাদ্ বৈরূপ বৈরাজে' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে 'উকথো বৈরূপ সামা' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের অবতারণা আছে। তাহার অর্থ এই,—উকথ, নামক কর্ম্ম 'বৈরূপ' সামযুক্ত এবং একবিংশস্তোমবিশিষ্ট 'ষোড়শিন্' নামক কর্ম্ম—'বৈরাজ' সামযুক্ত যদি বল,—সমগ্র 'উকথ' কর্ম্মে 'বৈরূপ' সাম কর্ত্তব্য, এবং সমগ্র ষোড়শিন্' কর্ম্মে 'বৈরাজ' সাম যোজনা করিতে হইবে; তাহাও বলিতে পার না। কেন-না, প্রকৃতি যাগে পৃষ্ঠস্তোত্র-বিষয়ে 'রথন্তর' সাম ও 'বৃহৎ' সাম কর্ত্তব্য, এই প্রকার নির্দ্দেশ দেখা যায়। সুতরাং 'উকথাদি'রূপ বিকৃতি যাগেও বৈরূপাদির নির্দ্দেশরূপ পৃষ্ঠ-প্রতিপাদক সামর্থ্য দ্বারা, পৃষ্ঠকার্য্যে বৈরূপ ও বৈরাজ সাম হইতে পারে। পৃষ্ঠ দ্বারা উক্ত সামদ্বয়ের যজ্ঞ-সম্বন্ধ উপপন্ন হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত।

'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে ত্রিবৃৎ শব্দ স্তোমবাচক হইবে।' সপ্তম অধিকরণে তদ্বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। সে অধিকরণ এই,—'ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদিত্যেতৎ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে 'ত্রিবৃদগ্নিষ্টুদগ্নিষ্টোমঃ' ইত্যাদি শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত 'ত্রিবৃৎ' শব্দ 'অগ্নিষ্টুৎ' যাগে সমগ্র উপকরণেই সম্বন্ধযুক্ত হয়, কিম্বা কেবল স্তোমেই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে,—এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছে। 'ত্রিবৃৎ', 'রজ্জু' ইত্যাদি স্থলে দেখা যায় যে, ত্রিবৃৎ শব্দ ত্রৈগুণ্য-বাচী। এই হেতু, 'অগ্নিষ্টুৎ'-যাগে যজ্ঞের সাধক দ্রব্যাদিতে যে সংখ্যা শ্রুত হয়, 'ত্রিবৃৎ' শব্দ সেই সমস্ত সংখ্যাকে ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যায়,—যদিও ব্যবহার-প্রযুক্ত অবয়ব-প্রসিদ্ধি দ্বারা ত্রিবৃৎ শব্দ ত্রৈগুণ্যরূপ অর্থ বুঝাইতেছে; তথাপি বেদ-বিষয়ে রূঢ়ি (প্রসিদ্ধ) দ্বারা ত্রিবৃৎ শব্দ স্তোমবাচকই হইবে। কারণ, 'ত্রিবৃদ্‌বহিষ্পবমানঃ' বাক্যের পরে, নয়টি স্তোত্রীয় ঋকের ক্রমানুসারে, ত্রিবৃৎ শব্দ স্তোমবাচক হইয়া থাকে,—এইরূপ কথিত হইয়াছে। ইহাই এতদধিকরণের সিদ্ধান্ত।

অষ্টমে সংসবাদৌ পৃষ্ঠত্বং, "সংসবাদৌ দ্বয়োরেকং পৃষ্ঠং যদ্বা সমুচ্চিতং। একং প্রকৃতিবদ্ বিশ্বজিদ্বদন্যত্র চেত্তরং। বচনাদ্ বিশ্বজিতোক্তে নাম্নী যে স্তোত্রয়োর্দ্বয়োঃ। নেহাস্তি তৎ পৃষ্ঠ এব সাহিত্যং স্যাৎ পুনর্বিধেঃ।" ইদমাম্নায়তে—'সংসব উভে কুর্য্যাদ্ গোসব উভে কুর্য্যাদ্ অভিজিত্যেকাহঃ উভে বৃহদ্রথন্তরে কুর্য্যাৎ' ইতি। কিমত্র বৃহদ্রথন্তরয়োরেকং পৃষ্ঠস্তোত্রে ইতরদন্যস্তোত্রে স্যাৎ? কিংবা সমুচ্চিত্যমুভয়ং পৃষ্ঠস্তোত্রে? ইতি সংশয়ঃ। প্রকৃতৌ দ্বয়োর্বিকল্পিতত্বাদেকস্মিন্ প্রয়োগে একস্য পৃষ্ঠত্বাদত্রাপি তথাত্বং যুক্তং। তথা সত্যবশিষ্টং সাম সর্ব্বপৃষ্ঠ-বিশ্বজিন্ন্যায়েন স্তোত্রান্তরে প্রযোক্তব্যং ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তাদৃগ্ বচনাভাবেনাত্র বিশ্বজিদ্বৈষম্যাৎ প্রকৃতিবদ্ বিকল্পে সতি পুনর্বিধান-বৈয়র্থ্যাৎ সমুচ্চয় ইতি রাদ্ধান্তঃ"।

সপ্তমপাদস্য ষোড়শাধিকরণে বৃহদ্-যব খাদিরাঃ নিয়তাঃ;—"বৃহদ্‌যবখাদিরাশ্চ বিকল্প্যা-নিয়তা উত বিকল্প্যাশ্চোদকপ্রাপ্তের্নিয়তাঃ স্যুঃ পুনর্বিধেঃ।" ক্বচিদ্ বিকৃতৌ শ্রূয়তে—'বৃহৎপৃষ্ঠং ভবতি' ইতি ত্রৈধাতবীয়ে শ্রূয়তে—যবময়ো মধ্যমঃ ইতি বাজপেয়ে শ্রূয়তে—খাদিরো যূপো ভবতি ইতি তত্র বৃহদ্রথন্তরয়োঃ, ব্রীহিযবয়োঃ খাদির-বৈল্বাদীনাঞ্চ প্রকৃতৌ

'সংসব' প্রভৃতি যাগে পৃষ্ঠ-কর্ম্ম হইবে—অষ্টম অধিকরণে তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। 'সংসবাদৌ দ্বয়োরেকং' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা, শ্রুতিতে আছে, 'সংসব' যাগে, 'গোসব' যাগে এবং 'অভিজিৎ' নামক 'একাহ' যাগে, 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর' উভয়বিধ সাম বিহিত করিবে। উক্ত সংসবাদিতে, 'বৃহৎ' ও 'রথন্তর সামদ্বয়ের মধ্যে, একটী পৃষ্ঠস্তোত্রে এবং অপরটি অন্য স্তোত্রে বিহিত হইবে, অথবা পৃষ্ঠস্তোত্রেই উক্ত সামদ্বয় সমুচ্চিত হইবে?—পূর্ব্বপক্ষবাদী এইরূপ সংশয়ের অবতারণা করেন। প্রকৃতি-যাগে উক্ত সামদ্বয়ের বিকল্প-বিধান-হেতু, একটী প্রয়োগে (অনুষ্ঠানে) সামদ্বয়ের মধ্যে একের পৃষ্ঠত্ব হয়। এই কারণে অন্য স্থলেও (বিকৃতি-যাগে) উক্ত প্রকার প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে, অবশিষ্ট সাম 'সর্ব্বপৃষ্ঠ' নামক বিশ্বজিৎ-যাগের যুক্তি অনুসারে অন্য স্তোত্রে প্রযুক্ত হইবে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। কিন্তু অন্য স্তোত্রে প্রয়োগ-নিধায়ক কোনও বচন নাই। এই হেতু, সংসাবাদি-যাগে 'বিশ্বজিৎ'-সম্বন্ধীয় যুক্তির বৈষম্য হইতেছে। প্রকৃতি-যাগের ন্যায় বিকল্প বিধান হইলে পুনর্ব্বার বিধান ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত কারণে উক্ত সামদ্বয়ের সমুচ্চয় হইবে; ইহাই এতদধিকরণের সিদ্ধান্ত।

'বৃহৎ, যব ও খাদির' শব্দ তত্তৎস্থলে নিয়মিত থাকিবে'—সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ অধিকরণে তাহা নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'বৃহদ্‌যবখাদিরাশ্চ বিকল্প্যা নিয়তা [illegible]' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—বিশেষ বিশেষ বিকৃতি-যাগে 'বৃহৎ-পৃষ্ঠ হইবে',—এইরূপ [illegible] আছে। ত্রৈধাতবীয় যাগ বিষয়ে 'যবময়োমধ্যঃ' এই শ্রুতি দৃষ্ট হয়; এবং 'বাজপেয়' যাগে 'খাদির যূপ হইবে' ইত্যাকার শ্রুতি আছে। উক্ত বিষয়ে যদি বল, বৃহৎ ও রথন্তর, ব্রীহি ও যব এবং খাদির ও বৈল্ব প্রভৃতি তত্তৎ-সম্বন্ধী প্রকৃতিযাগে বিকল্পিত হইয়াছে বলিয়া, উক্ত বিকৃতি-যাগাদি স্থলেও অতিদেশ বিধি দ্বারা বৃহৎ প্রকৃতি শব্দ বিকল্পে বিহিত হইবে।

বিকল্পিতত্বাদত্রাপি চোদকেন বিকল্পিতা ইতি চেৎ। ন পুনর্ব্বিধান-বৈয়র্থ্যাৎ। পরিসংখ্যা তু দুষ্টত্বাৎ ন শক্যা তস্মান্নিয়তাঃ। ক্লোস্থতরং যর্থান্নিবর্ত্ততে"॥

অষ্টমপাদস্য ষষ্ঠাধিকরণে বিপ্রগানং বিকল্পিতং; "উভয়োঁ ব্রহ্মগানস্য নিষেধো বিহিত-স্তুতিঃ। বিকল্পিতোবা পুত্রোঽপি বপোৎখেদ ইব স্তুতিঃ। বিধানত্বমতোঽস্তোত্রং ব্রহ্মো-দ্গাতা তথা সতি। বিষয়ৈক্যাদ্ বিকল্পোঽত্র ষোড়শিগ্রহবন্মতঃ। আধানে বামদেব্যাদি-সাম্নাং গানানি বিহিতানি আধান এবেদমপরমাম্নায়তে। উপবীতা বা এতস্যাগ্নেয় ভবন্তি' যস্যাগ্ন্যাধেয়ে ব্রহ্ম-সামানি গায়ন্তি ইতি। উপশব্দঃ সামীপ্যং ব্রূতে। বিগতাঃ কালবিলম্বমন্তরেণ পরিত্যক্তা ইত্যর্থঃ। অনয়া নিন্দয়া ব্রহ্মণঃ সামগাননিষেধ উন্নীয়তে। স নিষেধ উদ্গাতৃবিহিতং বামদেব্যাদি সামগানং স্তৌতি। নহু ব্রহ্মণঃ সামগানমপ্রসক্তং তত্তন্নিষেধেঽত্যন্তাসম্ভাবিতত্বাচ্ছশবিষাণবচ্ছুন্য নহি বন্ধ্যাপুত্রো বা তদ্বধো বা সম্ভাবয়িতুং শক্যতে। তথা সতি তাদৃশেন কথং স্তুতিঃ? ইতি চেৎ বপোৎখেদবৎ ইতি ব্রূমঃ। স আত্মনোবপামুদখিদৎ ইত্যনেনাত্যন্তাসম্ভাবিতার্থেন যথা প্রাজাপত্যস্য তুপরতস্য অজস্য বিধিঃ স্তূয়তে তদ্বৎ। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ,—'নেদং বামদেব্যাদি সাম বিধীনাং স্তোত্রং ভবিতুমর্হতি। বিধীনামনেকত্বেন

কিন্তু তাহাও বলিতে পার না। কারণ, পুনর্ব্বার সে ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রভৃতির বিধান করা ব্যর্থ হয়। দোষযুক্ত বলিয়া পরিসংখ্যাও বিধান করা যায় না। সেই জন্য বৃহৎ ও রথন্তর প্রভৃতি সাম তত্তৎস্থলে নিয়মিত হইবে। এতদধিকরণে ইহাই সিদ্ধান্ত।

'বিপ্র কর্তৃক সামগান বিকল্পে বিহিত হইয়া থাকে—ইহাই অষ্টম-পাদের ষষ্ঠ অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। সে অধিকরণ এই,—'উভয়ো ব্রহ্মগানস্য নিষেধো বিহিত স্তুতিঃ' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা—বহ্নিস্থাপনে বামদেব্যাদি সাম-সমূহের গান বিহিত হইয়াছে। উক্ত বহ্নিস্থাপন-বিষয়েই অপর একটি শ্রুতি আছে; যথা,—'উপবীতা বা এতস্যাগ্নয়ো ভবন্তি' ইত্যাদি। 'উপ' শব্দ সামীপ্য-রূপ অর্থ বুঝাইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া (অতি সত্বর) অন্য কর্তৃক যে অগ্নিগণ পরিত্যক্ত হয়,—'উপবীতাঃ' পদে এই অর্থ উপলব্ধ হয়। উক্ত শ্রুতির বিবৃত এই, যাগের 'অগ্ন্যাধেয়' কর্ম্মে ব্রহ্ম সাম গান করা হয় সেই যাগের অগ্নি-সকলকে ঋত্বিক্ ভিন্ন অপর লোক অবিলম্বে ত্যাগ করে' ইত্যাদি। এই নিন্দাহেতু ব্রহ্মার (ঋত্বিক্-বিশেষের) সামগান নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সেই নিষেধ বিধি দ্বারা উদ্গাতার সম্বন্ধে বিহিত বামদেব্যাদি সাম-গানের প্রশংসা অধ্যাহৃত হইতেছে। এ ক্ষেত্রেও সংশয় হইতেছে। কারণ, সে স্থলে ব্রহ্মার সাম গান প্রসঙ্গই নাই, সুতরাং তাহার নিষেধ করা নিতান্ত অসম্ভব; এই জন্য উক্ত নিষেধ শশকশৃঙ্গের ন্যায় শূন্য। বন্ধ্যার পুত্র অথবা বন্ধ্যাপুত্রের নাশ, এতদুভয়ের সম্ভাবনা যেমন করিতে পারা যায় না; সেইরূপ অপ্রাপ্ত বিষয়ের নিষেধও সম্ভবপর হইতে পারে না। উক্ত আশঙ্কায়, 'বপায় উৎখেদের' ন্যায় এস্থলে নিষেধের সম্ভাবনা আছে বলিতে পারি। 'স আত্মনো বপামুদখিদৎ'—এই অত্যন্ত অসম্ভব-অর্থযুক্ত বাক্য দ্বারা যেরূপ মৃত 'প্রাজাপত্য' ছাগ-পশুর বিধি শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলে নিষেধ সম্ভবপর হইতে পারে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, তদুত্তরে বলা হইতেছে,—'উপবীতা বা এতস্য', এই শ্রুতি বাক্য বামদেব্য প্রভৃতি সমগ্র

স্ব স্ব সন্নিধি-পঠিতৈরর্থবাদৈর্নিরাকাঙ্ক্ষত্বেন চ তদন্বয়াযোগাৎ। কা তর্হ্যস্য বাক্যস্য গতিঃ? ইতি চেৎ উচ্যতে,—ব্রহ্মশব্দোঽত্র বিপ্রত্বজাতিদ্বারেণোদ্গাতারং ব্রূতে, যস্য চ গানং তন্নিষিধ্যে সতি বিধিনিষেধাভ্যামেকবিষয়াভ্যামুদ্গাতৃগানং বিকল্প্যতে"।

একাদশাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে দ্বাদশেঽধিকরণে ব্রহ্মসামস্যোৎকর্ষঃ;—"পর্য্যগ্নিকরণে ত্যাগ আলম্ভো ব্রহ্মসামনি। কর্ম্মশেষনিষেধশ্চ কর্ম্মান্তরবিধির্ভবেৎ। কিং যোৎকর্ষোঽববশিষ্টস্য স্যাত্, পোক্তিবদাদিমঃ। অদৃষ্টবাক্যভেদাপত্তের্বাক্যভেদেন চান্তিমঃ।" বাজপেয়ে সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূন্ সঞ্জ্ঞপয়তে ইতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে;—তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজন্তি ইতি ব্রহ্ম-সাম্ন্যালভতে ইতি। সপ্তদশস্য পশুষু পর্য্যগ্নিকরণেষনুষ্ঠিতে সত্যুত্তরকালভাবী কর্ম্মশেষ উৎসর্গ-শব্দেন নিষিধ্যতে, অশ্বমেধে পর্য্যগ্নিকৃতান্ আরণ্যানুৎসৃজন্তি ইত্যত্র কর্ম্মশেষনিষেধস্য প্রতি-পন্নত্বাদত্রাপি তথাত্বেন সপ্তদশ পশবঃ পর্য্যগ্নিকরণান্তাঃ সমাপ্যাঃ আলভতিনাচ ব্রহ্মসামকালে কর্ম্মান্তরং। ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কর্ম্মান্তরবিধৌ সপ্তদশজন্যাদৃষ্টাদ্ ভিন্নং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং কল্প্যেত বাক্যভেদশ্চ প্রাপ্নুয়াৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মসাম্ন্যালভতে ইত্যত্র দ্রব্যদেবতয়োরশ্রবণাৎ ন কর্ম্মান্তর-বিধিঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ পর্য্যগ্নিকরণানন্তরমেব কার্য্যাসা সপ্তদশ পশূনামালম্ভাদিশেষনা

সামবিধির প্রশংসা সূচক হইতে পারে না; কারণ,—বিধি অনেক এবং তাহা স্ব-স্ব-সন্নিধি-স্থলে পঠিত হয়। অর্থবাদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে বলিয়া বিধিসমূহের সহিত উক্ত বাক্যের সম্বন্ধ হয় না। তাহা হইলে উক্ত বাক্যের গতি কি হইবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'উপবীতাবৈ' ইত্যাদি প্রমাণ-বাক্য উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে যে 'ব্রহ্মন্' শব্দ আছে, তাহা 'বিপ্রত্ব' জাতি দ্বারা উদ্গাতাকে বুঝাইতেছে। যাহার গান হইবে, তাহারই নিষেধ করিবে। এই বিষয়ে প্রযুক্ত বিধি ও নিষেধ দ্বারা উদ্গাতার গান বিকল্পে বিহিত হইতেছে। ইহাই সিদ্ধান্ত।

একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে দ্বাদশ অধিকরণে 'ব্রহ্ম-সাম-বিষয়ক উৎকর্ষ' নিরূপিত হইয়াছে; যথা,—'পর্য্যগ্নিকরণে ত্যাগ আলম্ভো ব্রহ্মসামনি' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা; যথা,—'বাজপেয়'-যাগে সপ্তদশ-সংখ্যক প্রাজাপত্য পশু সঞ্জ্ঞপন করিবে', এইরূপ আরম্ভ করিয়া শ্রুত হইয়াছে,—'তান্ পর্য্যগ্নিকৃতানুৎসৃজন্তি' ইতি এবং 'ব্রহ্মসাম্ন্যালভতে' ইতি। উক্ত সপ্তদশ পশুতে অগ্নিসংস্কার করা হইলে, উত্তরকালে যে কর্ম্মের শেষ হইবে, 'উৎসর্গ' শব্দে তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে। 'অশ্বমেধ' যাগে 'অগ্নিসংস্কৃত আরণ্য (বন-জাত) পশুসমূহকে উৎসর্গ করিবে',—এই শ্রুতিতে কর্ম্ম-সমাপ্তির নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, এই 'বাজপেয়'-যাগেও উক্ত প্রকারে অগ্নি-সংস্কার করা পর্য্যন্ত সপ্তদশ-পশু সম্বন্ধীয় কার্য্য সমাপন করিতে হইবে। আঙ্ পূর্ব্বক লভ্ ধাতু দ্বারা 'ব্রহ্ম'-সামের সময় কর্ম্মান্তর কর্ত্তব্য, এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে, তদুত্তর বলিতেছি,—কর্ম্মান্তর-বিধিপক্ষে সপ্তদশ-পশু-জন্য অদৃষ্ট ফল হইতে ভিন্ন কোনও দৃষ্টফল কল্পনা করিতে হইবে; নচেৎ, তাহাতে বাক্যভেদরূপ দোষ প্রাপ্ত হইবে। 'ব্রহ্ম-সাম্ন্যালভতে' এই বাক্যে দ্রব্য বা দেবতা শ্রুত হয় নাই। এইজন্য ঐ বাক্য কর্ম্মান্তর-প্রতি-পাদক বিধি হইতে পারে না। উক্ত কারণে, অগ্নি-সংস্কার-করণানন্তর যে কর্ত্তব্য অর্থাৎ

ব্রহ্মসামকালে উৎকর্ষো বিধীয়তে। তথা সতি অর্বপ্রাপ্তঃ পর্য্যগ্নিকরণানন্তর ভাবিকর্ম্মব্যাপারো প্রয়াম উৎসর্গশব্দেনানূদ্যতে॥

মন্ত্রলক্ষণমারভ্য ব্রহ্মসামোৎকর্ষপর্য্যন্তৈঃ পূর্ব্বমীমাংসাগতৈঃ দ্বিষষ্টিসংখ্যাকৈর্ব্বিচারৈঃ সামবেদস্য ক্রতুষূপযোগো বিস্পষ্টিকৃতঃ। অতঃ সপ্রয়োজনত্বাদৃগ্বেদাদিবৎসাবশ্যং ব্যাখ্যাতব্যঃ॥ নন্বস্মিন্ সামবেদে ব্রাহ্মণভাগস্য ব্যাখ্যাতুং যোগ্যত্বেঽপি মন্ত্রভাগস্য ন ব্যাখ্যানযোগ্যতাস্তি. তত্রত্যানাং মন্ত্রাণাং গীতিমাত্রাত্মকত্বাৎ। ন খলু পদ-বাক্যব্যতিরিক্তায়াং স্বরস্তোভাদিসাধ্যায়াং গীতৌ ক্রিয়া-কারকযোজনাভিব্যঙ্গ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি যস্যাভিব্যক্তয়ে ভবতা গীতির্ব্যাখ্যায়েত। যত্তু স্বরাদিলক্ষণবিশেষকথনেন গীতিব্যাখ্যানং, তৎ পূর্ব্বাচার্য্যৈরেব তত্তল্লক্ষণমন্ত্রগ্রন্থেষু সম্পাদিতং ইতি ন তত্র ত্বয়া যতিতব্যং। অতঃ কথং ভবতো মন্ত্রভাগব্যাখ্যানং? অত্রোচ্যতে ন তাবদ্গীতির্নিরাশ্রয়া তস্যাঃ ঋচ্যাশ্রিতত্বাৎ। অতএব ছন্দোগা উপনিষত্স্বেবমামনন্তি। তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ইতি। গীত্যাশ্রয়ভূতা সেয়মৃগপি মন্ত্র এব। তেষামৃগ্যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা ইতি মন্ত্রবিশেষত্বেন সূত্রিতত্বাৎ-ঋগাত্মকস্য তু মন্ত্রস্য ক্রিয়াকারকান্বয়াভিব্যঙ্গ্যোঽর্থো বিদ্যতে। স চ ক্রত্বনুষ্ঠানকালেঽনুস্মর্ত্তব্যঃ ইতি

সপ্তদশ পশুদিগের আলম্ভন (বধ) প্রভৃতি সমাপন, ব্রহ্ম-সাম-কালে তাহার উৎকর্ষ বিহিত হইতেছে। 'উৎসর্গ' শব্দ দ্বারা এবম্বিধ সিদ্ধান্ত হইলে, অর্থাধীন-প্রাপ্ত যে পর্য্যগ্নিকরণান্তর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ব্যাপারের অবসান, তাহারই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) করা হইতেছে। এস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রের লক্ষণ হইতে ব্রহ্মসামের উৎকর্ষ পর্য্যন্ত 'পূর্ব্বমীমাংসা'স্থিত দ্বিষষ্টি (৬২) সংখ্যক অধিকরণ দ্বারা যজ্ঞসমূহে সামবেদের উপকারিতা বিশদরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই হেতু প্রয়োজনীয় বলিয়া ঋগ্বেদাদির ন্যায় সামবেদের ব্যাখ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। উক্ত বিষয়ে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন,—এই সামবেদে যে ব্রাহ্মণ-ভাগ আছে, তাহার ব্যাখ্যা হইতে পারে সত্য; কিন্তু মন্ত্র-ভাগের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, সামবেদীয় মন্ত্র-সমূহ গীতি-স্বরূপ। গীতি পদ বাক্যরহিত ও স্তোভ প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রিয়া ও কারকের যোজনা দ্বারা তাহাতে এমন কোনও অর্থ ব্যক্ত হয় না, যে অর্থ ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আপনি গীতির ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু স্বরাদিরূপ বিশেষের উল্লেখ দ্বারা যে গীতির ব্যাখ্যা হইয়াছে, সেই ব্যাখ্যা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই সেই সেই মন্ত্র-গ্রন্থ-বিষয়ে নিষ্পাদিত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত গীতি-ব্যাখ্যা বিষয়ে আপনার যত্ন করিতে হইবে না। অতএব, মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে; যথা,- গীতি আশ্রয়রহিত নহে; কারণ, উক্ত গীতি ঋকের আশ্রিত। এই জন্যই সামগায়কগণ উপনিষদে বলিয়া থাকেন,—"তস্মাদ্ ঋচ্যধ্যূঢ়ং সামগীয়তে', ইতি। তাহার অর্থ,—'তৎপরে ঋকে অধিরূঢ় সাম গান করা হয়।' গীতির আশ্রয়-স্বরূপ সেই ঋক্‌কেও মন্ত্র বলা হয়। কারণ, মন্ত্র, বিশেষাকারে, 'তেষামৃগযত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা' এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে। পরন্তু ঋগাত্মক মন্ত্রের ক্রিয়া ও কারকের অন্বয় দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ আছে। সেই মন্ত্রার্থ

ঋগ্ব্যাখ্যানমবশ্যং কর্ত্তব্যং। মন্ত্রৈরর্থানুস্মরণং তু প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চতুর্থাধিকরণে নির্ণীতং, মন্ত্রা উরু প্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ। যাগেষু তু পুরোডাশ-প্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ। ব্রাহ্মণেনাপি তদ্‌ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ। ন তদ্‌ভানস্য দৃষ্টত্বাদ্ দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ।" উরু প্রথস্বেত্যাদিং কশ্চিন্মন্ত্রঃ তস্যায়মর্থঃ—হে পুরোডাশ! ত্বং উরু বিপুলতা যথা ভবতি তথা প্রসর ইতি। এবমাদয়ো মন্ত্রাঃ যাগপ্রয়োগেষু চার্য্যমানাঃ অদৃষ্টমেব জনয়ন্তু। নত্বর্থপ্রকাশনায় তদুচ্চারণং পুরোডাশপ্রথনলক্ষণস্যার্থস্য ব্রাহ্মণবাক্যেনাপি প্রাপ্তত্বাৎ উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি ইতি হি ব্রাহ্মণবাক্যং। নৈতদ্‌যুক্তং। অর্থপ্রত্যায়নস্য দৃষ্টপ্রয়োজনসম্ভবে সতি কেবলাদৃষ্টস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ। তস্মাৎ দৃশ্যমানার্থানুস্মরণমেব যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্য প্রয়োজনং ব্রাহ্মণবাক্যেনার্থানুস্মরণসম্ভবে মন্ত্রৈরেবানুস্মরণীয়মিতি যো নিয়মঃ তস্য দৃষ্টাসম্ভবাৎ অদৃষ্টং প্রয়োজনং"॥

অস্মিন্নেবাধিকরণে মতান্তরেণ পূর্ব্বোত্তরপক্ষাবাহ—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বা কলহো বিনিযোজনে। ন মন্ত্রলিঙ্গ সম্বাণমন্ত্রবক্ত্রীতরদ্ যতঃ।" অস্য মন্ত্রস্য লিঙ্গেন বিনিয়োগে ব্রাহ্মণবাক্যং অবিবক্ষিতার্থং স্যাৎ। বাক্যেন বিনিয়োগে মন্ত্রলিঙ্গং ন বিবক্ষ্যেত ইত্যুভয়োর্ব্বিরোধাদপ্রামাণ্যং চোদনায়াঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। নায়ং বিরোধঃ প্রবলেন লিঙ্গেন বিনিযোগসিদ্ধৌ বাক্যস্যানু

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্মরণ করিতে হইবে। অতএব ঋকের ব্যাখ্যা অবশ্য-কর্ত্তব্য। মন্ত্র দ্বারা অর্থের (প্রয়োজনীয় পদার্থের) স্মরণ হইয়া থাকে। তদ্বিষয় প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে চতুর্থ অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈক হেতবঃ।' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'উরুপ্রথস্ব' এইরূপ কোনও একটি মন্ত্র আছে। তাহার অর্থ এই,—হে পুরোডাশ! যে প্রকারে প্রাচুর্য্য হয়, সেই প্রকারে তুমি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও। 'উরুপ্রথস্ব' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ যাগানুষ্ঠানকালে উচ্চারিত হইয়া অদৃষ্ট উৎপাদন করে; কেবল অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ করা হয় না; কারণ,—পুরোড়াশ দ্রব্যের প্রথন (বর্দ্ধন) রূপ মন্ত্রার্থ ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারাও পাওয়া গিয়াছে; ('উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি' ইহাই ব্রাহ্মণ বাক্য); ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—অর্থ জ্ঞাপনরূপ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সম্ভবপর হইলে কেবল অদৃষ্টমাত্রের কল্পনা করিতে পারা যায় না। উক্ত কারণে যাগানুষ্ঠানে মন্ত্রোচ্চারণের একমাত্র দৃশ্যমান (প্রত্যক্ষ) অর্থ স্মরণই প্রয়োজন। আর যেস্থলে ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা অর্থ স্মরণের সম্ভব, অথচ 'মন্ত্রেণেবানুস্মরণীয়ম' (মন্ত্রের দ্বারাই (অর্থ) স্মরণ করিতে হইবে), এইরূপ যে নিয়ম আছে; সেই স্থলে উক্ত নিয়মের দৃষ্ট প্রয়োজনের অসম্ভব হেতু অদৃষ্টই প্রয়োজন হউক।

এই চতুর্থ অধিকরণেই মতান্তরে পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ কথিত হইতেছে; 'মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বা কলহো বিনিয়োজনে'। ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—এই ('উরুপ্রথস্ব') মন্ত্রের লিঙ্গ (পদার্থ শক্তি) দ্বারা বিনিয়োগ হইলে ব্রাহ্মণ বাক্যের অর্থ বিবক্ষিত হয় না; এবং বাক্য দ্বারা বিনিয়োগ হইলে মন্ত্র-লিঙ্গ বিবক্ষিত হইবে না; এইরূপ উভয়ের বিরোধ হেতু প্রেরণার (বিধি বাক্যের) প্রামাণ্য নাই; ইহাই পূর্ব্ব পক্ষ। ইহা বিরোধ নহে; কারণ—অপেক্ষা প্রবল মন্ত্র লিঙ্গ অনুসারে বিনিয়োগ সিদ্ধ হইলে পর

যাবকত্বাৎ ইতি মাণ্ডব্যঃ।" অর্থানুস্মরণায় ব্যাখ্যাতব্যাঃ সামযোনিভূতাঃ ঋচঃ সংহিতাগ্রন্থে ছন্দোনামকে সমাম্নাতাঃ, তাঃ সর্ব্বা ঋচঃ আম্নাতক্রমেণৈব ব্যাখ্যায়ন্তে। ন চ তাসাং ক্রতুষু স্বাতন্ত্র্যেণ বিনিয়োগোঽস্তি। ব্রাহ্মণেন সূত্রেণ চ বিনিযুক্তানাং সাম্নামাশ্রয়ত্বেন উপযোগাৎ তস্মাদ্ ঋগ্বেদব্যাখ্যান ইবৈতদ্ব্যাখ্যানে বিশেষেণ বিনিয়োগো নান্বেষণীয়ঃ। সামান্যেন তু বিনিয়োগো যদ্যপি ব্রহ্মযজ্ঞবিষয়োঽস্তি তথাপ্যসৌ কৃৎস্নস্য বেদস্যৈক এবেতি নান্বেষণপ্রয়াসোঽস্তু। নবেদমপ্যাচার্ষিচ্ছন্দোদৈবতান্যবগন্তব্যানি। অন্যথা প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। তথাচ ছন্দোগা আমনন্তি—'যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত ব্রাহ্মণেন যজতি-বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বা পদ্যতে প্রবামীয়তে পাপীয়ান্ ভবতি। যাতযামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্ত্যথ। যো মন্ত্রে বেদ সর্ব্বমায়ুরেতি শ্রেয়ান্ ভবত্যযাতযামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্তি তস্মাদেতানি মন্ত্রে বিদ্যাৎ ইতি। এবঞ্চ তাসামৃচাং ক্রমব্যত্যাসেন বহ্বৃচৈঃ পঠ্যমানত্বাৎ তদীয়ানুক্রমণিকোক্তান্যার্ষাদীন্যত্রানুসন্ধেয়ানি॥

ইতি সায়ণাচার্য্যকৃতা সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকা সমাপ্তা। ওঁ তৎসৎ।

ব্রাহ্মণ বাক্য উক্ত বিনিয়োগের অনুবাদক হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। অর্থ স্মরণের নিমিত্ত ব্যাখ্যার যোগ্য যে সকল সামের উৎপাদিকা ঋক্ ছন্দঃ নামক সংহিতা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঋক্, উক্ত ক্রমে এই সামবেদে ব্যাখ্যাত হইতেছে। উক্ত ঋক্ সকলের স্বাধীনভাবে সমুদয় যজ্ঞে বিনিয়োগ হয় না, কারণ, ব্রাহ্মণ (অর্থবাদ) বাক্য এবং সূত্র (মন্ত্র বাক্য) দ্বারা বিনিযুক্ত সাম সমূহের আশ্রয়রূপে সেই ঋক্ সকলের উপকারিতা আছে। উক্ত কারণে ঋগ্বেদ ব্যাখ্যায় যেরূপ বিনিয়োগ বিশেষরূপে অন্বেষণ করিতে হয় না, সেইরূপ সামবেদ ব্যাখ্যায় বিশেষ বিনিয়োগ অন্বেষণ করিতে হইবে না। যদিও সামান্য বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞ বিষয়ে উল্লিখিত আছে; তথাপি ঐ সামান্য বিনিয়োগ সমস্ত বেদের পক্ষে একই,—এই হেতু অন্বেষণের নিমিত্ত চেষ্টাও নাই। তাহা হইলে ঋক্ মন্ত্রসমূহের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জ্ঞাত হওয়া উচিত, অন্যথাতে প্রত্যবায় হইতে পারে। সামগায়কগণ বলিয়া থাকেন, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জানেন না এরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি যাগ অথবা বেদাধ্যয়ন করান; সেই যজমান স্থাণু-(পত্রাদিশূন্য বৃক্ষ) ভাব প্রাপ্ত হন এবং মরিয়া গর্ত্ত নামক নরকে যান, আর মহাপাপগ্রস্ত হন। উক্তরূপে যে বেদ পাঠ করে, তাহার বেদ সকল জাতযাম জরাগ্রস্ত, হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। আর যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, ও দেবতা অবগত আছেন, তিনি পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়েন, মঙ্গলযুক্ত হয়েন এবং তাঁহার বেদ সকল পূর্ণবীর্য্য, সমগ্র ফলদানে সমর্থ হইয়া থাকে; অতএব ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা এই কয়টী প্রত্যেক মন্ত্রে অবগত হইবে ইতি। ঋষি প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য, এইরূপ স্থির হইলে বহ্বৃচ (ঋগ্বেদজ্ঞ)গণও সেই সকল ঋকের ক্রম বিপর্য্যয় করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। এই সামবেদ মন্ত্রসমূহেও সেই ঋগ্বেদীয় অনুক্রমণিকায় কথিত ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে হইবে।

সায়নাচার্য্যকৃত সামবেদ ভাষ্যানুক্রমণিকা সমাপ্ত। ওঁ তৎসৎ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথম দশতিঃ।

* . *

প্রথম দশতি।

সাম-সংহিতা—সঙ্গীতমূলক। স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে, তাললয়মানরাগমূর্চ্ছনার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে, সাম-গানে সঙ্গীতের স্বরলহরী ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া আছে। মর্ত্ত্যসকলে সে সঙ্গীত-শ্রবণে অধিকারী না হইলেও, শব্দ-ব্রহ্মরূপে সে সঙ্গীতের স্বর সাধকের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরূক রহিয়াছে। শব্দ-ব্রহ্ম-রূপে পরিব্যাপ্ত সেই সঙ্গীতের সুধাধারায় সাধকের হৃদয় সদা অভিষিক্ত হইয়া আছে।

সঙ্গীত ভাবমূলক। ভাষায় তাহার অভিব্যক্তি বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীতের যিনি আলাপ করিতে সমর্থ হন, তিনিই সে আনন্দ লাভ করিতে পারেন; অথবা সঙ্গীতের সুধাধারা যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, সুর-তান লয়-মানে আলাপ করিতে সমর্থ না হইলেও, তিনিই সে আনন্দের অধিকারী হন। তাই সাম-গান বুঝাইবার সামগ্রী নহে—হৃদয়ে ধারণা করিবার সামগ্রী। সে হিসাবে, যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের পক্ষে যে সামগানের উপযোগিতা নাই, তাহাও নহে; তাঁহারও সে গান হৃদয়ে ধারণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিবেন,—ইহাই সাম-গানের লক্ষ্য।

গায়ক না হইলেও, সঙ্গীতের স্বরে সাম-গান শুনিবার সুযোগ উপস্থিত না হইলেও, হৃদয়ে অনুধ্যান করিলেও সামগানের সাফল্য উপলব্ধ হয়। ভাবগ্রহণই পরম পদার্থ;—পরম-পদার্থই পরম আনন্দ। অর্থোপলব্ধি না হইলে সে ভাবগ্রহণ সম্ভবপর নহে; তাই ভাষ্যের বা অর্থের প্রয়োজন হয়। যদি সুরতানলয়ে সঙ্গীতের স্বরে গাহিবার সামর্থ্য না হয়, সাম-

গানের মর্ম্ম গ্রহণ কর,—অন্তরে অন্তরে অস্ফুট স্বরে অনুধ্যান কর, অভীষ্ট ফল তাহাতেই প্রাপ্ত হইবে। অধিকারিভেদে অর্থান্তর ঘটে। যিনি যে পথের পথিক, তিনি সেই পথেই অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য,—সামগানে পরম পদার্থ অভিব্যক্ত রহিয়াছে। সেই স্মৃতি লক্ষ্য করিয়া, যিনি যে পথেই অগ্রসর হউন, তিনি সেই পথেই গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারিবেন। উষার কোলে প্রভাতের শুকতারা যখন উদয় হয়, বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিক হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিলেও সকলেই সেই একই লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে পারে। সামগান ঋঙ্মন্ত্র সেই শুকতারা-স্বরূপ। যে ভাবেই হউক, অনুসরণ কর;—বস্তুতত্ত্ব ক্রমেই হৃদ্গত হইবে।

যাহা কবিতা, তাহাই সঙ্গীত। মাত্র সুরের ইতরবিশেষ। কবিতায় যে সুর যে মূর্চ্ছনা যে ভাবে বিহিত হয়, সঙ্গীতে তাহা অন্যভাবে অন্যরূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। বস্তু এক; পার্থক্য উচ্চারণের মাত্র। সামবেদে তাই দেখিতে পাই,—অধিকাংশ ঋঙ্মন্ত্রই গেয়-গান-রূপে গীত হইয়া থাকে। এমন কি, সামবেদের প্রায় দ্বি-তৃতীয়াংশ—ঋঙ্মন্ত্রেরই অনুবৃত্তি মাত্র; অথবা, ঋক্ ও সাম যেন অভিন্ন হইয়া আছে। ঋঙ্মন্ত্রসকল প্রধানতঃ অনুদাত্ত, স্বরিত, উদাত্ত, (উদারা, মুদারা, তারা)—তিন স্বরে উচ্চারিত হয়। সামগান ষড়জ-ঋষভ-নিষাদ-গান্ধারাদি সপ্তসুরে (স-ঋ-গ-ম-প-ধ নি-স সপ্তসুরে) গীত হইয়া থাকে। সঙ্গীতের যেমন নানারূপ প্রকারভেদ আছে, সামগানেও সেইরূপ প্রকারভেদ দেখিতে পাই। * একই ঋষি একই গান বিভিন্ন সুরে গাহিয়া গিয়াছেন; আবার একই গান বিভিন্ন ঋষি বিভিন্নরূপে আলাপ করিয়াছেন। এখানে উচ্চারণের বা সঙ্গীতালাপনের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ; লৌকিক ফলাফল তাহার অধীন নহে। সঙ্গীতের স্বরে প্রকারভেদ থাকিলেও,

---

* প্রতি সামের বিশেষ বিশেষ বর্ণের উপর ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কের সমাবেশ আছে। ঐ সকল অঙ্ক উচ্চারণের স্বরবোধক। উদাত্তে ১, অনুদাত্তে ২ এবং স্বরিতে ৩—এই ভাবে তিনটি অঙ্ক সামের উপরে বিন্যস্ত আছে। তৎসহ 'র' চিহ্ন (মতান্তরে '।' বা 'ন' চিহ্ন) স্বরের দীর্ঘত্ব (আঘাত) ব্যক্ত করে।

এইরূপ, গেয়-গানের মধ্যে বর্ণবিশেষের শীর্ষদেশে যে সকল অঙ্ক-সমাবেশ আছে, সেগুলি সপ্তস্বরের (সা ঋ-গ-ম প্রভৃতির) চিহ্ন মনে করিতে হইবে। ৩ চিহ্নে 'ষড়জ' বা 'সা', ৭ চিহ্নে ঋষভ বা ঋ, ২ চিহ্নে 'গান্ধার' বা 'গা', ৪ চিহ্নে 'মধ্যম' বা 'মা', ৫ চিহ্নে 'পঞ্চম' বা 'পা', ৬ চিহ্নে 'ধৈবত' বা 'ধা', ১ চিহ্নে 'নিষাদ' বা 'নি'। এইরূপ ক্রমানুসারে গানের উপর স্বরলিপি সজ্জিত আছে। মূর্চ্ছনা প্রভৃতির জন্য অন্যান্য চিহ্নের সমাবেশ আছে। সঙ্গীতজ্ঞগণ সঙ্গীতালাপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুযোগ ক্রমে আমরাও এক এক স্থলে তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা পাইব।

সামগানে ও ঋঙ্মন্ত্রে স্বরের যে চিহ্ন সচরাচর ব্যবহৃত দেখিতে পাই, উচ্চারণকালে সে চিহ্নের ব্যত্যয় দেখা যায়। একই মন্ত্রের বিভিন্নরূপ উচ্চারণে, একই সঙ্গীত বিভিন্ন সুরে গীত হওয়ার সাদৃশ্য সূচনা করে।

ভাবার্থ—সর্ব্বত্রই এক; শব্দশক্তি উভয়ত্রই অভিন্ন। কবিতার অপেক্ষা সঙ্গীত তন্ময়ত্ব-বৃদ্ধিকর। মানুষ কি প্রকারে ভগবানে ন্যস্তচিত্ত ও তন্ময় হইতে পারিবে, ঋগ্বেদের ও সামগানের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও মর্ম্মার্থ-নিবহ তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

—— • ——

প্রথমং সাম।

২ ৩　১ ২　৩ ১ ২　৩ ২　৩ ১ ২

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

১র　২র　৩ ১ ২

নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

৪　২র র　১　২ —　১ —　১ র ২র

১। ওগ্না ই। আয়াহী ৩ বীই তোয়া ২ ই। তোয়া ২ ই। গৃণানো

১ —　১ —　১ ২র ১

হ। ব্যদাতোয়া ২ ই। তো য়া ২ ই। না ইহোতাসা ২ ৩।

—　৩　৫র র　৩

ৎসা ২ ই। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হী ২ ৩ ৪ ষী॥

* * *

৪ ৫ ৪র ৫র　৪　১　র র　২

২। অগ্ন আয়াহী বী। তয়াই। গৃণানো হব্যদাতা। ২ ৩ য়াই।

২র র　২ ১　৫　১ ∧ ৩　৫র

নিহোতা সৎসি বর্হা ২ ৩ ইষি। বর্হা ২ ইষা ২ ৩ ৪ ঔ

র　২　১ ১ ১ ১

হোবা। বর্হী ৩ ষী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৪ ৫ ৪র ৫র　৪　৪　১ র　র　২

৩। অগ্ন আয়াহি। বা ৫ ইতয়াই। গৃণা। নো হব্যদা ১

২　২　৩　৫　১　১

তা ৩ য়ে। নিহোতা ২ ৩ ৪ সা। ৎসা ২ ৩ ৪ ই বা ৩।

১　৫ ৫

হা ২ ৩ ৩ ৪ ইষী ৬ হাই॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপিন্ জ্ঞানদেব) 'গৃণানঃ' (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ, অস্মাভিঃ অনুসৃতঃ ইত্যর্থঃ) 'বীতয়ে' (যজ্ঞভাগগ্রহণায়, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলিতায়, কর্ম্মাণি জ্ঞানসম্বন্ধিতানি করণায় ইত্যর্থঃ) 'হব্যদাতয়ে' (দেবেভ্যঃ হবিঃপ্রদানায়, অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায়, অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি করণায় ইত্যর্থঃ) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা সন্) 'বর্হিষি' (আস্তীর্ণে দর্ভে, অস্মাকং হৃদয়ে কর্ম্মণি বা ইত্যর্থঃ) 'নি সৎসি' (নিষৎসি—নিষীদ, উপবিশ, অবস্থানং কুরু ত্বমিতি শেষঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে জ্ঞানদেব! ত্বং হি সর্ব্বব্যাপী; অস্মাসু প্রকটিতঃ ভব; অস্মান্ দেবভাবসমন্বিতান্ কুরু ॥ (১অ—১খ—১দ—১সা) ॥ *

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপিন্ হে জ্ঞানদেব! অস্মৎকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া, যজ্ঞাংশ-গ্রহণের নিমিত্ত—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিলনের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করিবার জন্য, এবং সর্ব্বদেবসমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন করিবার জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব-সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন; দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আহ্বাতা হইয়া, বিস্তীর্ণদর্ভে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে উপবেশন করুন—অবস্থান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব। আপনি সর্ব্বব্যাপী; আমাদিগের মধ্যে প্রকটিত হউন; আমাদিগকে দেবভাবসমন্বিত করুন।) ॥ (১ম—১খ—১দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অগ্ন আয়াহীত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা গায়ত্রী আগ্নেয়ী। সৈষা প্রথমা। হে অগ্নে অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট! ত্বং আয়াহি অস্মদ্যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। কিমর্থং? বীতয়ে হবিষাং চরুপুরোডাশাদীনাং ভক্ষণায়। কীদৃশঃ সন্? গৃণানঃ অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ।

---

* এটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৬শ সূক্তের দশম ঋক্। ইহার ঋষি ভরদ্বাজ, ছন্দঃ গায়ত্রী। ইহার গেয়-গানের প্রথমটীর ও তৃতীয়টীর ঋষি—গোতম; দ্বিতীয়টীর ঋষি—কশ্যপ। এই সামের স্বরলিপি সম্বন্ধে মতান্তর দেখিতে পাই। এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থে দ্বিতীয় চরণে নিম্নরূপ স্বরচিহ্ন দৃষ্ট হয়। যথা,—

১ র ২র ৩ ১ ২
নি হোতা সৎসি বর্হিষি

ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ। পুনশ্চ কিমর্থং? হব্যদাতয়ে দেবেভ্যো হবিঃপ্রদানায়। আগত্য চ হোতা দেবানামাহ্বাতা সন্ বর্হিষি আস্তীর্ণে দর্ভে নিষৎসি নিষীদ। সদেশ্ছান্দসঃ শপো লুক্॥ (১অ—১খ—১দ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে সকল সাম-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রে ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই—তিন ভাবও পৃথক-রূপে এবং একযোগে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে।

তিন শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তিন ভাবে এই সামের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ মনে করিতে পারেন,—অগ্নি একজন ঋষি ছিলেন; দেবগণের নিকট তাঁহার গতিবিধি ছিল; তাঁহাকে হোতৃপদে বরণ করিলে তাঁহার দ্বারা যজমানের প্রার্থনা দেবসমীপে পৌছিতে পারিত। কোনও রাজার সহিত বা কোনও বড়লোকের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এবং তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে হইলে, সময় সময় যেমন একজন মধ্যস্থের প্রয়োজন হয়, অগ্নিদেব যেন সেই মধ্যস্থ-স্থানীয় ছিলেন। মন্ত্রে তাই তাঁহার উপাসনা।

সাধারণ যাজ্ঞিকগণ মনে করিতে পারেন,—তাঁহাদের সম্মুখে যে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিকুণ্ড, উহারই মধ্যে অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান হইয়াছে; ঐ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করিলে বা উহার নিকট প্রার্থনা জানাইলে, সে প্রার্থনা দেবসমীপে ঐ অগ্নিদেব পৌছাইয়া দিবেন। এ ক্ষেত্রে অগ্নিদেব যে কখনও মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করিয়া লইতে হয়। কারণ, তাঁহার সেই প্রকাশের বিষয় পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও, কলির মানুষ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে ভাব অনুভাবনার বিষয় মাত্র।

অন্য এক শ্রেণীর সাধক অগ্নিদেবকে আর এক মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকেন। সায়ণ যে 'অগ্নে' শব্দের প্রতিবাক্যে 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট' পদ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের অনুভাবনায় ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। তাঁহারা দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন,—সত্যই অগ্নিদেব 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট,' যিনি সর্ব্বত্রগতিশীল অর্থাৎ যাঁহাতে সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব আসে, ঐ শব্দে তাঁহাকেই বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতীরূপে, তেজোরূপে, অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ ভগবদ্বিভূতি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সে দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপের আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে উদয় হয়; আবার অন্ত স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করিবার জন্ত যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে, কর্ম্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করার আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'হব্যদাতয়ে' পদেও ঐরূপ বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া

যায়। প্রথম পক্ষের সম্বন্ধে মনুষ্যরূপ বা ঋষিরূপ দেবমধ্যস্থকারীকে পূজোপহার প্রদান অর্থ সূচিত করে। যাজ্ঞিক বিশ্বাস করেন,—তাঁহার প্রদত্ত আহবনীয় দ্রব্যাদি অগ্নি-মুখেই দেব-সমীপে সংবাহিত হইতেছে। তৃতীয় স্তরের সাধক বুঝিতেছেন,—'ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করিতেছে; আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্তাও তিনি, প্রদানের কর্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন; তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই।' তাই দীনতা জানাইয়া সাধক যেন কহিতেছেন,—হে দেব! এস; আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর, আমার হৃদয় সঞ্জাত ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃত-কৃতার্থ কর। জানি, তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমিই অনন্ত। কিন্তু দেখিতে পাই, তুমি অসংখ্য অনন্ত রূপে বিরাজমান্। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও তুমি প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ-সদ্ভাব রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস, তদুপরি উপবেশন কর।'

'বর্হিষি নিষৎসি' পদদ্বয়ে, সাধারণ দৃষ্টিতে কুশাসনে উপবেশন, যজ্ঞপক্ষে মানসনেত্রে যজ্ঞক্ষেত্রে কুশাসনে উপবেশন-দর্শন, এবং সাধনার পক্ষে হৃদ্দেশে সদ্বৃত্তির মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান—বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের ব্যাখ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত বা দেবভাববিমণ্ডিত করিবার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। (১অ-১খ—১দ—১সা)॥

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবেভির্মানুষে জনে॥ ২॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ র ৪ র ৫ র ৪ ৫ ৪ ২ ১ র র র র র র
ত্বমগ্নে যজ্ঞানাম্। ত্বমগ্ন। ই। যজ্ঞানাং হোতা। বিশ্বেসাং
২ র ১র ২ ১ ৩ র ২ ১
হা২৩ইতাঃ। দেবৈঃ ভা২৩য়ির্মা। নুষে জনা।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ৩হোবা। হো৫ই। ডা॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বং বিশ্বেষাং' (ত্বমেব সর্ব্বেষাং) 'যজ্ঞানাং' (সৎকর্ম্মণাং) 'হোতা' (আহ্বাতা, প্রবর্ত্তকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; 'মানুষে জনে' (অস্মিন্ জন্মজরামরণশীলে লোকে, প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং পক্ষে ইত্যর্থঃ) 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ, সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ আগত্য, অস্মান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্ প্রাপয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'হিতঃ' (মঙ্গলপ্রদঃ, অস্মাকং হিতসাধকঃ) ভব ইতি শেষঃ। জ্ঞানপ্রভাবেণ অস্মাকং সকলং মঙ্গলং সর্ব্বথা সাধিতং ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)॥ (১অ—১খ—১দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন; এই জন্মজরামরণশীল লোকে, প্রার্থনাকারী আমাদিগের পক্ষে, সকল দেবভাবের সহিত আসিয়া অর্থাৎ আমাদিগকে সকল দেবভাবের অধিকারী করিয়া, আপনি আমাদিগের হিতসাধক মঙ্গলপ্রদ হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের সকলপ্রকার মঙ্গল সর্ব্বথা সাধিত হউক।)॥ ১অ—১খ—১দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—ত্বমগ্নে ইতস্যা ঋচ্যায়াঃ পূর্ব্ববৎ সৈষা দ্বিতীয়া। হে অগ্নে! ত্বং বিশ্বেষাং যজ্ঞানাং অগ্নিষ্টোমাত্যগ্নিষ্টোমাদীনাং সম্বন্ধী হোতা হোমনিষ্পাদনশীলঃ। জুহোতেস্তাচ্ছীলিকস্তৃন্। যদ্বা যজ্ঞানাং যষ্টব্যানং বিশ্বেষাং দেবানাং হোতা আহ্বাতা। এবম্ভূতস্ত্বং মানুষে মনোরপত্যভূতে। জনে যজমানলক্ষণে। দেবেভিঃ দেবৈঃ। ছান্দসো ভিস ঐসভাবঃ। দেবনশীলৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ হিতঃ নিহিতঃ গার্হপত্যাদিরূপেণ সংস্থাপিতো ভবসি। যদ্বা দেবৈরেবেন্দ্রাদিভিরুক্তলক্ষণঃ সন্ যজ্ঞানাং নিষ্পাদনায় যজমানে নিযুক্তোঽসি॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (২) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, মনে হয়, অগ্নি যেন একজন ঋষিবিশেষ, তিনি যেন হোম-সম্পাদন করিয়া দেবগণকে আহ্বান করেন। তাহাতে 'বিশ্বেষাং যজ্ঞানাং' পদদ্বয়ে অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের বিষয় মনে আসে। অর্থাৎ, যত প্রকার যজ্ঞ আছে, সেই সকল যজ্ঞ-সম্পাদনে অগ্নি যেন হোতার আসন গ্রহণ করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের

উক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আর শেষাংশের অর্থ হয়,—মনুষ্যগণের যজ্ঞাদির জন্য তিনি দেবগণ কর্তৃক গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সায়ণাদি এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। 'হিতঃ' শব্দে 'নিহিতঃ' অর্থাৎ গার্হপত্যাদিরূপেণ সংস্থাপিতঃ এই অর্থই প্রচলিত আছে।

ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে একটু বিঘ্ন উপস্থিত হয় না কি? যদি তিনি হোমনিষ্পাদনশীলই হইলেন, তবে আবার তিনি গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে কেমন করিয়া অবস্থিত হইবেন? একদিকে মনুষ্যোচিত ক্রিয়া, অন্যদিকে অমানুষিক-ভাবে (অগ্নিরূপে) অবস্থান; দুইয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এখানে অগ্নি-উপলক্ষে অগ্নির অতীত অন্যের প্রতিই লক্ষ্য আছে উপলব্ধ হয়। তাহাতে এক ভগবানের প্রতি দৃষ্টি আসে; আর দৃষ্টি আসে—তাঁহার বিভূতির অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতি। ভগবৎ সম্বন্ধে 'অগ্নি' শব্দ প্রযুক্ত হইলে, লৌকিক ও অলৌকিক উভয় ব্যাপারই তৎকর্তৃক সাধিত হইতে পারে। হোম-নিষ্পাদনও করেন—তিনি, আবার অগ্নিরূপে বিদ্যমানও আছেন—তিনি। দুই বিপরীত ভাবই তাঁহাতে সম্ভব হয়। জ্ঞান-সম্বন্ধেও সেই ভাব। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,— 'আপনি দেবগণের দ্বারা অর্থাৎ দীপ্তিদানাদি গুণে প্রকাশমান্ হইয়া, অর্থাৎ মনুষ্যদিগকে তত্তদ্‌গুণে গুণান্বিত করিয়া, তাহাদের মঙ্গল-সাধন করুন।' (১অ—১খ—১দ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং ॥ ৩ ॥

•.•

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১র ২র ১র ৩ ১র
অগ্নিং দূতম্। বৃণীমাহই। হোতারা২৩ং বি। শ্ববেদসম্। অস্য
২ ১ ২ র ২ ১ ২ ১
যা২৩জ্ঞা। আ। ঔ৩হো বা। স্যা সুক্রতুম্। ই ডা
১ ১
২৩ভা৩৪৩। ঔ২৩৪৫ই। ডা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্ত' (অস্মাকং নিত্যানুষ্ঠীয়মানস্য) 'যজ্ঞস্য' (যাগাদিকর্ম্মণঃ) 'সুক্রতুং' (সৎকর্ম্মণঃ-সুসম্পাদকং) 'হোতারং' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বানকর্ত্তারং) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বধনোপেতং, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, প্রার্থনাপূরকং, অভীষ্টসাধকং ইতি যাবৎ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'বৃণীমহে' (সম্ভজামহে, বয়ামহে) বয়মিতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং জ্ঞানদেবং বয়ং সম্যক্ পূজয়াম—বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ। (১অ—১খ—১দ—৩সা)। *

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের নিত্যানুষ্ঠীয়মান যাগাদি-সৎকর্ম্মের সুসম্পাদক, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, সকলধনোপেত বা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, অভীষ্ট-সাধক জ্ঞানদেবতাকে আমরা সম্যক্ ভজনা করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। সৎকর্ম্মের সাধক সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদেবতাকে আমরা পূজা করি—আমরা জ্ঞানানুসারী হই।)॥ (১অ—১খ—১দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অগ্নিং দূতমিত্যেষা কণ্বপুত্রেণ মেধাতিথিনা দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা তৃতীয়া। দূতং দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তং। অগ্নিং দেবং বৃণীমহে স্তুতিভির্হবির্ভির্বা সম্ভজামহে। অস্য চ দূতত্বং তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতং—'অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীদুশনা কাব্যোঽসুরাণাং' ইতি। কথম্ভূতং? হোতারং সাধুদেবানামাহ্বাতারং। হ্বয়তেঃ সাধু-কারিণি তৃন্ (পা০ ৩।২।১৩৪।১৩৫)। বহুলং ছন্দসি (পা০ ৬।১।৩৪) ইতি সম্প্রসারণং। বিশ্ববেদসং বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাস্তম্। বেত্তেরসুন্ (উ০ ৪০।১৮৪)। যদ্বা বেদ ইতি ধননাম (নি০ ২।১০)। বিশ্বং সর্ব্বং বেদো ধনং যস্য তং। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং (পা০ ৬।২।১০৬) ইতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। অস্য প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং নিষ্পাদকত্বেন শোভনকর্ম্মাণং। অথবা ক্রতুরিতি প্রজ্ঞানাম শোভনপ্রজ্ঞং বা। তং ত্বাং বৃণীমহে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ (১—১খ—১দ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১২শ সূক্তের প্রথম ঋক্। ইহার ঋষি—মেধাতিথি; ছন্দঃ—গায়ত্রী। সামের নাম—বৃহৎ, গানের ঋষি—ভরদ্বাজ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় সামটীর ঋষি, প্রথম সামেরই ঋষি ভরদ্বাজ। সেটী ঋগ্বেদে সেই ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের প্রথম ঋক্। দ্বিতীয় সামের নাম—'সৌপর্ণং'; গেয়-গানের ঋষি—'বিশ্বমনা'।

তৃতীয় (৩) সামের মর্ম্মার্থ।

যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, সেই দৃষ্টিতে সেই ভাবেই স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। 'অগ্নিং দূতং বৃণীমহে' অর্থাৎ 'অগ্নিকে দৌত্যকার্য্যে বর। করিতেছি'—এ অর্থে, মানুষ রূপ তিনি, মধ্যস্থ হইয়া, দেবগণসমীপে আমাদিগের (যাজ্ঞিকের) প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন,—এই ভাব মনে আসে। তদনুসারে 'হোতারং' পদে আহ্বানকর্ত্তা, 'বিশ্ববেদসং' পদে যজ্ঞের প্রক্রিয়াপদ্ধতি-রূপ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ প্রভৃতি অর্থ সঙ্গত বলিয়া উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে 'দূত' বলার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি দেবগণকে বুঝাইয়া প্রার্থীর প্রাধান্য-রক্ষায় চেষ্টা পাইবেন। সাধারণ-দৃষ্টিতে এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থই বিহিত হয় যে, অগ্নি নামক কোনও ঋষিকে দেবগণের নিকট যেন দূতরূপে প্রেরণ করা হইতেছে।

যাজ্ঞিক যাঁহারা, তাঁহারা মনে করেন,—অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করিলে, তাহা দেবগণ-সমীপে সংবাহিত হইবে। অতএব, অগ্নি দূতস্থানীয়। এখানে দ্বৈতভাব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, অগ্নি এক দেবতা এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য দেবতাও আছেন। অগ্নিদেবতার দ্বারা সে সকল দেবতার সন্তোষবিধান করা সম্ভবপর। তাই তাঁহারা অগ্নিদেবের পূজা করিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অগ্নিদেবতার দ্বারাই তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বদেবতা সর্ব্বপ্রকারে প্রীতিলাভ করেন।

অগ্নিদেবকে অনেক স্থলেই দূতরূপে পরিচিত করা হইয়াছে। আর তিনি 'হোতা' বা দেবগণের আহ্বান-কর্ত্তা বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। এই সূক্তে দেবাসুরের সংগ্রামের সম্বন্ধ অনেকেই খ্যাপন করেন। আর্য্য ও অনার্য্যের যুদ্ধের ইঙ্গিত উহার মধ্যে তাঁহারা দেখিতে পান। কিন্তু কেহই অনুধ্যান করেন না যে, সে যুদ্ধ অতীতের যুদ্ধ নহে; সে যুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তিন কালেই চলিয়াছে।

যদি দূতরূপেই স্বীকার করিতে হয়, আমরা মনে করি, সেই চির-প্রজ্বলিত সমরানল নির্ব্বাপণ-পক্ষেই তাঁহার দৌত্যকার্য্যের সার্থকতা। দেব-রূপ অন্তরের সদ্‌বৃত্তির সহিত, অসুর-রূপ অসদ্‌বৃত্তির নিত্য-সংগ্রাম চলিয়াছে। দূতরূপে বৃত হইলে তিনি (প্রজ্ঞান বা জ্ঞানদেবতা) সেই সমরে শান্তিস্থাপন করেন। তাহাতে দেবপক্ষ জয়ী এবং অসুর-পক্ষ বিধ্বস্ত হয়। দূত বলার সার্থকতা এই অর্থেই সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 'হোতা' পদে সে ক্ষেত্রে হৃদয়ে দেবভাবের আহ্বাতা—সদ্ভাবের উন্মেষকর্ত্তা অর্থ উপলব্ধ হয়। এক পক্ষে এই অর্থ সঙ্গত হইতে পারে।

যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, কর্ম্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ভাবের যাঁহারা ভাবুক হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহারা দেখিতেছেন,—দূতও তিনি, হোতাও তিনি, যজ্ঞপ্রবর্ত্তকও তিনি, যজ্ঞসম্পাদকও তিনি। সেই জ্ঞানেই তাঁহারা অগ্নিদেবের ভজনা করিতেছেন; ডাকিতেছেন,—'হে দেব! আসুন, যজ্ঞসম্পাদন করুন। দূতরূপেও আপনি, সর্ব্বধনের অধিস্বামী (বিশ্ববেদসং) রূপেও আপনি। আপনি

আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। আপনি সর্ব্বস্বরূপ; আমরা যেন সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র আপনাকে সর্ব্বময়ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' (১অ—১খ—১দ—৩সা)॥

—•—

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নির্ব্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্ব্বিপন্যয়া।

১ ২ ৩ ১ ২র ২ র
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ৪॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ১ ৩ ৫র র ৩ ৫
১। অগ্নির্ব্বৃত্রা। ণা ২ য়ি জা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। ঘা ২ ৩ ৪ নাৎ।

২ ১ ২ ১ ২র ১ ২ ১ র ২ ৩
দ্রবিণৎস্যুর্ব্বিপন্যয়া ২। ও য়ি সমিদ্ধা ২ ৩ঃ শূ। ক্রায়াহুতঃ।

১ ২ ১
ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৪॥

* * *

৩ ২ ৩র ৪ ৫ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ২
২। অগ্নি র্ব্বো হো বা হায়ি। বৃত্রাণি জাঙ্ঘা ৩ নাৎ।

১ ২ ২ ১ ৩ ৫ ১ ১
ঔ হো ৩ বা ৩। দ্রবিণা ২ ৩ ৪ স্যূঃ। ওয়ি বোয়ি

৩ ৭ — ১ ২ ১ ৩ ৫র র র
পন্যয়া ২। সমায়ে ৩। ধা ২ঃ শু ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।

২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ক্রয়া হুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৪॥

* * *

৪ ৫ ১ ১র ৩র ২ ৩ ৫
৩। ওগ্নীঃ। বৃত্রাণি। জঙ্ঘনাৎ। ঔহোঁ হো ২ ৩ ৪ বা।

১ ২ ২১ ৩র ২ ৩ ৫ ১ ২
দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া। ঔহো হো ২ ৩ ৪ বা। সমিদ্ধ

১ ৩র ২ ৩ ৫ ৪
শুক্র য়া। ঔহোঁ হো ২ ২ ৪ বা। হো ৫

৫
তো ৬ হায়ি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্রবিণস্যুঃ' (স্তোতৃভ্যঃ দ্রবিণং ধনং দাতুমিচ্ছন্, অভীষ্টধনপ্রদঃ) 'সমিদ্ধঃ' (সম্যক্ দীপ্যমানঃ, স্বপ্রকাশঃ) 'শুক্রঃ' (নির্ম্মলঃ. শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ জ্ঞানদেবঃ) 'আহুতঃ' (অস্মাভিঃ সম্পূজিতঃ) 'বিপন্যয়া' (স্তুত্যা, স্তূয়মানঃ সন্) 'বৃত্রাণি' (শত্রূন্, অজ্ঞানরূপান অন্তঃশত্রূন্ বহিঃশত্রূন্ সর্ব্বান্) 'জঙ্ঘনৎ' (ভৃশং হন্তু, সর্ব্বথা নিপাতয়)। অনেন অন্তঃশত্রুবহিঃশত্রুবিবিধশত্রুনাশকামনা অজ্ঞানান্ধকারনাশাকাঙ্ক্ষা ইত্যর্থঃ প্রকাশ্যতে ইতি ভাবঃ। (১অ—১খ—১দ—৪সা)॥ *

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টধনপ্রদ, সম্যক্ দীপ্যমান স্বপ্রকাশ, নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্বরূপ সর্ব্ব-ব্যাপী জ্ঞানদেব, অস্মৎ কর্ত্তৃক সম্পূজিত ও স্তুত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগ কর্ত্তৃক সর্ব্বথা অনুস্মৃত হইয়া, আমাদিগের শত্রুগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানতা-রূপ আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু সকল শত্রুকে সংহার করুন। (এই মন্ত্রে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু বিবিধশত্রুনাশকামনা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ-কারনাশকামনা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১অ—১খ—১দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অগ্নির্বৃত্রাণীত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা চতুর্থী। দ্রবিণস্যুঃ। দ্রবিণং ধনং স্তোতৃণামিচ্ছন্। ছন্দসি পরেচ্ছায়াং ক্যচ্। প্রাতিপদিকেভ্যঃ

---

* এই মন্ত্রটী—ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের ৩৪শ ঋক্।

ইচ্ছায়াং ক্যচি সুগাগমঃ (পা০ ১।৪।৩৬)। যদ্বা হবিল'ক্ষণং ধনং তদাত্মন ইচ্ছন্নগ্নিঃ। বিপন্যয়া। পনতিঃ স্তুত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণয়া স্তুত্যা স্তূয়মানঃ সন্। বৃত্রাণি। বলেন জগতামাবরকাণি রক্ষপ্রভৃতীনি তমাংসি বা। জজ্ঘনৎ। ভৃশং হন্তু। হন্তের্যঙ্লুগন্তাল্লিঙর্থে লেট্ (পা০ ৩।৪।৭)। কীদৃশোঽগ্নিঃ? সমিদ্ধঃ। সমিদ্ভির্বিভিঃ সম্যগ্ দীপিতঃ। অতএব শুক্রঃ দীপ্যমানঃ। আহুতঃ হবির্ভিরাহুতঃ॥ (১অ—১খ—১দ—৪সা॥

* * *

চতুর্থ (৪) সামের মর্ম্মার্থ।

যিনি যে দিক্ হইতে যে ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন, এই সামের (ঋকের) অর্থ তিনি সেই ভাবেই নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার ব্যাখ্যায় সেই ভাবই বিকাশ পাইয়াছে। সকলের সকল প্রকার ব্যাখ্যার পরিচয় প্রদান করিতে হইলে বিরাট্ ব্যাপার হইয়া পড়ে। সুতরাং স্থূলভাবে দুই এক প্রকার ব্যাখ্যার মর্ম্ম মাত্র প্রদান করিয়া আমাদিগের ব্যাখ্যার উপযোগিতার বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

এক পক্ষের ব্যাখ্যা এই যে,—পূর্ব্বকালে যজ্ঞকর্ম্মে রাক্ষসদিগের উপদ্রব ঘটিত; তাহাতে যজ্ঞ-কর্ম্ম পণ্ড হইত; সেইজন্য অগ্নিদেবকে (অগ্নি-নামধেয় ঋষিকে বা মানুষকে) দূতরূপে বরণ করিয়া দেবগণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনায় প্রেরণ করা হইত। তাঁহাকে যাজ্ঞিকগণ শত্রুনাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন। তিনি (অগ্নিদেব) নিজেই রাক্ষসগণের সংহার-সাধন করুন অথবা দেবগণের সহায়তা লইয়াই রাক্ষসদিগের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হউন,—সে ব্যাখ্যায়, পূর্ব্ব মন্ত্রের এবং এই মন্ত্রের প্রার্থনায়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

যাঁহারা বেদজ্ঞ বেদব্যাখ্যাতা বলিয়া সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ-সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'দুই পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে (ভাবার্থে—আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে), বেদমার্গানুসারীদিগের পক্ষ হইয়া অগ্নিদেব দূতরূপে প্রতিপক্ষের দরবারে গমন করিয়াছিলেন; এবং সেখানে গিয়া আত্মপক্ষের বিজয়-লাভ-বিষয়ে স্পর্দ্ধা জানাইয়াছিলেন।' তৃতীয় মন্ত্রে দৌত্যকর্ম্ম-গ্রহণের ভাব এবং এই চতুর্থ মন্ত্রে তদ্বিষয়ে আত্ম-পক্ষের প্রাধান্য রক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, দূত এবং যোদ্ধা—এই দুই ভাবে অগ্নিদেবের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার স্থূল তাৎপর্য্য।

এইরূপ বিভিন্ন দিক্ হইতে মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইলেও, আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, অতঃপর তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা বলি, এ মন্ত্রে বহিঃশত্রু এবং অন্তঃশত্রু—বিবিধ শত্রু বিনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বৃত্রাণি' পদে শত্রুগণকেই বুঝাইতেছে বটে। কিন্তু সে শত্রু কিরূপ শত্রু? সংসারে চারিদিকে মানুষকে শত্রুতে বেষ্টিয়া আছে। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক—এই যে,

ত্রিবিধ দুঃখ, কত দিকের কত প্রকার শত্রুর দ্বারা সেই সকল দুঃখ সঞ্জাত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দুঃখের এবং দুঃখ-হেতুভূত কারণের কি অন্ত আছে? দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু অমর-বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে অমর-বর প্রদান না করিয়া, অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে দৈত্যরাজ, কৌশলে অমর-বর গ্রহণের কামনা করিয়া, প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,—'দিবাভাগে বা রাত্রিকালে যেন আমার মৃত্যু না হয়। অনলে অনিলে সলিলে যেন আমার মৃত্যু না হয়; দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-নর-কিন্নর যেন আমাকে হনন করিতে না পারে; অস্ত্রাদিতে বা পশু-পক্ষ-কীট-পতঙ্গের দংশনে যেন আমার মৃত্যু না হয়।' এইরূপ যত দিক হইতে যত ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, আপন জ্ঞান-বিশ্বাসমতে সকল দিক্ রোধ করিয়া, অন্তরে অমর-বর উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রাখিয়া, প্রকাশ্যে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ সঙ্কটের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কপটতার অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁহাকে পাইতে হইয়াছিল। দিবা ও নিশার সন্ধি-স্থলে, ব্যোমের ও পৃথিবীর মধ্যক্ষেত্রে, নরের ও পশুর যুগ্মমূর্ত্তির বিশাল নখরাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই পৌরাণিক আখ্যানে বুঝিতে পারা যায়, মানুষ যত দিক্ হইতেই আপনার শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে,—যদি এক দিকের এক পথ সে আপনার জন্য মুক্ত রাখিতে সমর্থ না হয়। মন্ত্রের 'বৃত্রাণি' পদে সকল দিকের সকল প্রকার শত্রুর প্রতি লক্ষ্য আছে। আর, সেই সকল শত্রু কি অস্ত্রে কি প্রকারে নিহত হইতে পারে, মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'শত্রু তো অসংখ্য অনন্ত, চারি দিক ঘেরিয়া আছে। আপনি সেই শত্রু সকলকে সম্পূর্ণরূপে হনন করুন। আমরা যে আপনাকে আহ্বান করিতেছি (আহুতি), আমরা যে আপনাকে স্তব করিতেছি (বিপন্যয়া), আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—আপনি আমাদের শত্রুনাশ করুন (বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ)। জানি, আপনি স্তোতৃগণের কামনানুরূপ ধনপ্রদানে সদাই ইচ্ছুক (দ্রবিণস্যুঃ),—আপনি অভীষ্ট ধনপ্রদ; তাই প্রার্থনা করি, শত্রুনাশ-রূপ অভীষ্ট-পূরণ করুন।' মন্ত্রে প্রযুক্ত অগ্নিদেবের অন্য কয়েকটী বিশেষণের সার্থকতার বিষয় এ পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে—তিনি 'দ্রবিণস্যুঃ' (অভীষ্টফলপ্রদ); মন্ত্রে সে বিশেষণের যেমন সার্থকতা আছে, বলা হইয়াছে—তিনি 'সমিদ্ধঃ' ও 'শুক্রঃ'; সেইরূপ, সেই দুই বিশেষণেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধ করুন। সম্যক্‌দীপ্যমান্ জ্ঞানস্বরূপ বা শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন সর্ব্বতোব্যাপ্ত যে অগ্নিদেব, এই যাঁহার গুণ-বিশেষণ বিভূতি-সম্পৎ—তেমন যে অগ্নিদেব, তাঁহার নিকট প্রার্থী কি প্রার্থনা-কামনা করিতে পারে? যাঁহার যে ধন প্রচুর আছে, মানুষ তাঁহার নিকট সেই ধনেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে। অর্থ আছে যাঁর, তাঁর কাছে প্রার্থী অর্থ চায়; জ্ঞান আছে যাঁর, তাঁর কাছে জ্ঞানলাভের প্রার্থনা করে। ইহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। এ মন্ত্রে দেখিতেছি, অগ্নিদেব অভীষ্টানুরূপ প্রার্থনা পূরণ করেন; আর দেখিতেছি—তিনি জ্ঞানের ও শুদ্ধ-সত্ত্বভাবের নিলয়-স্বরূপ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রার্থী সেইরূপ ধনেরই প্রার্থনা

করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞিক সাধক কহিতেছেন,—'হে অভীষ্টবর্ষী দেব! আপনি জ্ঞানাধার; আমায় জ্ঞান দান করুন। আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন; আমায় শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত করুন। অজ্ঞানতা-অন্ধকারই তো আমার প্রধান শত্রু। কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গ তো সেই অজ্ঞানতারই সন্তান-সন্ততি মাত্র। জ্ঞানদানে অজ্ঞানতা দূরীভূত করুন। মূল উচ্ছিন্ন হইলে, শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ তিষ্ঠিবে? আকর ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, শত্রু আর কি প্রকারে উদ্ভূত হইবে? জন্মক্ষেত্র বিধ্বংস হইলে, জায়মান কি আর উৎপন্ন হইতে পারে? কি অন্তঃশত্রু কি বহিঃশত্রু জ্ঞানোদয়ে সকল শত্রুই বিধ্বস্ত বিনষ্ট হয়। তাই প্রার্থনা,—'হে জ্ঞানদেব! জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া দেও; শত্রুগণ আপনা-আপনিই বিনাশ-প্রাপ্ত হউক।' মন্ত্রের ইহাই ভাব,—মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত অর্থ। * (১অ—১খ—১দ—৪সা)।

—— ০ ——

পঞ্চমং সাম।

১ ২　৩　১ ২　৩ ২　৩ ১ ২　৩ ২

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ং।

২　৩　২ ৩　১　র ২র

অগ্নে রথং ন বেদ্যং ॥ ৫ ॥

* * *

---

* এই মন্ত্রের যে অর্থ অধুনা বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতি দ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপ ধনলিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্রবর্ণ, অগ্নি শত্রুদিগকে নাশ করিবার নিমিত্ত হব্যদ্বারা আহুত করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য, এখানে 'দ্রবিণস্যুঃ' শব্দে 'হব্যরূপ ধনলিপ্সু' অর্থ করা হইয়াছে। অন্য এক বেদব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যায় এই 'দ্রবিণস্যুঃ' পদে যুদ্ধ-জয়ের পর স্বপক্ষের রাজার ধনপ্রাপ্তি-মূলক কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। অগ্নিদেব নিজে প্রার্থী—কি তিনি প্রার্থীর অভিলাষপূরণে ইচ্ছাসম্পন্ন,—ইহাই বিবেচনার বিষয়। শব্দের অর্থ দুই দিক দিয়াই নিষ্পন্ন হইতে পারে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতে চাহেন, তিনি সেই দৃষ্টিতেই দেখিতে পারেন। আমরা সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য-রক্ষায় দেবপক্ষে কি অর্থ বিহিত হইতে পারে, তাহারই অনুসরণ করিয়াছি।

গেয়-গানং।

৪র ৫ ৪ ১ ১ ১ র ২ ৩ ১
১। প্রেষ্ঠং বাঃ। অতা ২ ৩ য়িথীম্। স্তোষে মিত্রম্। ইব

৫ ১ ২ ২ ১
প্রা ২ ৩ য়াম্। অগ্নায়ি রা ৩ থা ৩ ম্। না

২ ১
বা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি। দা ২ ৩ ৪

৫ ৫
য়ো ৬ হায়ি ॥ ৫ ॥

* * *

৪র ৫ ৪ ১ ২
২। প্রেষ্ঠং বাঃ। ওহায়ি। অতা ২ ২ য়িথীম্। স্তুষায়ি।

১ ৩ ৫ ১র
মিত্রো ৩ ম্। ই বা ২ প্রা ২ ৩ ৪ য়াম্। ঔহোঽ২ ১ য়ি।

১ ২র ১ ১ ৫
অগ্নে রাথা ২ ৩ ন্। মা ২ ৩ বে ৩।

২ ৫ ৫
দা ৩ ৪ ৫ য়ী ৬ হা। য়ি ॥ ৫ ॥

* * *

৫র র ১ ১ র ২
৩। প্রেষ্ঠং বোহা উ। অতিথায়িম্। স্তষে মিত্রমিব প্রা ২ ৩ য়াম্।

১ ২ ১ ২ ৫র র
অগ্নায়ে ৩। বা ২ থা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।

২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ন বেদিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বঃ' ('এক এব বহু স্যাম্' যেন উক্তবান্ ত্বাং) 'প্রেষ্ঠং (চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং) 'অতিথিং' (পূজনীয়ং, সর্ব্বদেবময়ং) 'মিত্রমিব' (সখায়মিব সুহৃদমিব) 'প্রিয়ং' (প্রীতিহেতুভূতং) তথা 'রথং ন' (রথমিব, মোক্ষলাভায় যানমিব) 'বেদ্যং' (বিদ্যমানং জ্ঞাত্বা) 'স্তুষে' (স্তৌমি—অহমিতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব। ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ সুহৃদোপমঃ ভবসি; ত্বাং রথমিব বেদ্য পরিত্রাণলাভায় অর্চ্চয়ামি। (১অ—১খ—১দ—৫সা)। *

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! 'এক হইয়াও বহু হই'—যাঁহা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সেই আপনাকে, মিত্রের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষ-লাভপক্ষে রথস্বরূপ জানিয়া, স্তব করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্ব্বদেবময় চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ সুহৃদোপম হয়েন; আপনাকে রথস্বরূপ জানিয়া, পরিত্রাণ লাভের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। (১অ—১খ—১দ—৫সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং। প্রেষ্ঠং ব ইত্যেষা উশনসা দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা পঞ্চমী। হে অগ্নে! বঃ ত্বাং। পূজার্থে বহুবচনং। স্তুষে স্তৌমি—অহমুশনা ইতি শেষঃ। কীদৃশং? প্রেষ্ঠং স্তোতৃনামস্মাকং ধনদানেন প্রিয়তমং। অতিথিং সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং। যদ্বা অত সাতত্যগমনেঃ। ঋতন্যঞ্জ্যেত্যাদিনা (উ° ৪।২) অতেরিথিন্। সততং দেবানাং হবিঃ প্রদাতুং গচ্ছন্তং। মিত্রমিব সখায়মিব। প্রিয়ং স্তোতুং প্রীণীনকরং। রথং ন রথমিব বেদ্যং বেদো ধনং ধনহিতং লাভহেতুং। যথা রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারোঽনেন ধনং লভতে তাদৃশ ধনলাভকারণং। 'অগ্নে' ইতি ছন্দোগানাং, 'অগ্নিম' ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ॥ (১অ—১খ—১দ—৫সা)॥

* . *

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের প্রথম ঋক্। ইহার গেয়-গানের ঋষি—উশনা বা শিরিষ। গানের নাম—'ঔশনং' বা 'শৌরিষং'।

পঞ্চম (৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা এই সামমন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম,—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবমূলক অন্য অর্থ এ যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের বঙ্গদেশ-প্রচলিত অর্থ,—'প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।' এ অর্থ, অনেকাংশে সায়ণেরই অনুসারী।

প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যায় মর্ম্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। দেবগণের পক্ষ হইয়া অগ্নি ঋষি অসুরগণের শিবিরে দূতরূপে গমন করেন। অসুরগণ অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা তদুপলক্ষে অসুর সৈন্যগণকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—'অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিঃ'; সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁহাকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁহাকে রথের অর্থাৎ বাহকের ন্যায় জানিবে। কেন-না, তিনি অপর পক্ষের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন মাত্র। বার্ত্তাবহ বলিয়াই দূত অবধ্য।" এক দিক হইতে এ অর্থ ও বেশ সঙ্গত ও কৌতূহলপ্রদ।

এইরূপ বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইয়া আছে। সায়ণের অর্থের অনুসরণে উশনা ঋষি যেন অগ্নিকে স্তব করিতেছেন; তিনি মন্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি দ্রষ্টা। তদনুসারে অগ্নি ধনদানে প্রিয়তম এবং অতিথিবৎ পূজনীয়। সায়ণ এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। "রথং ন" উপমার প্রতিবাক্যে 'রথমিব' পদ-গ্রহণে তাঁহার দ্বারা যেমন ধন লাভ হয়, 'ধনহিতং লাভহেতুং' ধন বা হিত লাভের হেতুভূত অর্থ গ্রহণে বলিয়াছেন যে,—'রথের সেইরূপ তাঁহার দ্বারা ধনলাভ হইয়া থাকে।' কিন্তু সে ধন যে কি প্রকার, তাহা তিনি বিশদভাবে কিছুই বলেন নাই। এ হিসাবে, সায়ণের অর্থে কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিলেও থাকিতে পারে।

বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়,—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"স্তবে স্তৌমি অহমুশনা ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ,—'আমি উশনা ঋষি, আমি স্তব করিতেছি।' জন্মজরামরণশীল ঐ ঋষির (কবির পুত্র উশনার) সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। মন্ত্রের অর্থ-নিকাশন-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধ-সূচনার কোনও প্রয়োজনও দেখি না। আবহমান কাল যিনিই স্তব করিবেন, তাঁহারাই স্তুতিমন্ত্র-রূপে এই সাম ব্যবহৃত হইতে পারে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান—তিন কালের প্রার্থনাকারীই প্রার্থনার সময় বলিতে পারেন,—'স্তৌমি'। আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করি।

যাঁহার স্তব করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ-বিশেষণ-গুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি 'প্রেষ্ঠং'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—'ধনদানের দ্বারা তিনি প্রিয়তম'

অন্ত অর্থে দেখিতেছি,—'সন্নিধ অগ্র সমাগত বলিয়া প্রিয়তম।' তিনি আর কেমন?—না, 'অতিথিং মিত্রমিব প্রিয়ং।' অর্থাৎ, অতিথি আর মিত্রের মত প্রিয়। আর তিনি—'রথমিব বেত্তং'; রথের ন্যায় বহনকারী বলিয়া পরিচিত। এ সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, অগ্নিদেবে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। যখন 'প্রেষ্ঠং' শব্দে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক 'প্রিয়তম' অর্থ সূচনা করিতেছে, তখন বলিতে পারি,—অর্থাদি ধনদান দ্বারা অথবা সন্ধিকার্য্যে দৌত্যদ্বারা, সে প্রিয়তম পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রিয় হইতে পারে, প্রিয়তর হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়তম হইতে পারে না। প্রিয়তম হয়—কোন্ ধন দান করিলে? ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গধন যিনি দান করিতে পারেন, তিনি ভিন্ন প্রিয়তম বিশেষণ প্রকৃতরূপে অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা তাই 'প্রেষ্ঠং' কিনা 'চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। তার পর, 'অতিথিং' বিশেষণের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথি।' এখানে 'অতিথিং' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বদেবময়; অর্থাৎ, বলা হইতেছে যে, সকল দেবতাই একের মধ্যে আছেন;—সেই একককে জানিতে পারিলেই সকলকে জানিতে পারা যায়। অতিথি যে প্রিয় মিত্র হয়, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যখন বুঝি, তিনি সর্ব্বদেবময় পূজনীয়—আমার চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তখনই তাঁহাকে প্রিয় মিত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি প্রীতিহেতুভূত হন তখনই—সুহৃৎ সহায় বলিয়া বুঝিতে পারি তাঁহাকে তখনই, যখন তিনি সর্ব্বদেবময়-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া আমায় মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। রথের সহিত যে তাঁহার তুলনা হইয়াছে, তাঁহাকে যে রথস্বরূপ জানিয়া স্তব করিতেছি বলা হইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য—তিনিই এ সংসার-পারাবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। প্রতিপক্ষের সংবাদ-বহন জন্য নয়, অথবা রথে অর্থাদি বহন করা হয় বলিয়া নহে, তিনি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-রূপ যানে মোক্ষের প্রতি সংবাহিত করিয়া লন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে বেদে 'রথং ন বেত্তং' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রথং ন বেত্তং' বাক্যে আর এক ভাব মনে আসিতে পারে। 'রথ' শব্দে 'মনোরথকে' যদি কল্পনা করি, আর সেই মনোরথস্বরূপ তিনি বিদ্যমান আছেন—যদি দেখি, অর্থাৎ তাঁহারই অনুশাসনে তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহারই কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহাকে রথবৎ জানা হয়। তিনিই হৃদয়ে আসিয়া, রথরূপে অবস্থিত হইয়া, পতিমুক্তির পথে লইয়া যান। এ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। মন্ত্রের 'বঃ' পদে ব্যাখ্যাকারীদিগের অনেকেই 'তোমাদের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ বলিয়াছেন,—'বঃ, ত্বাং'—বহুবচনে একবচনের প্রয়োগ। আমরাও সেই সুরেই সুর মিশাইয়া বলি,—'কেবল বহুবচনে একবচন নয়, এক তিনি বহু হয়েন বলিয়াই বহুবচনের 'বঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশিষ্টতা-জ্ঞাপনার্থ এ প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে।'

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ প্রিয়তম পূজনীয় তোমায় যেন সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিতে পারি,—তোমায় যেন আমার প্রীতিহেতুভূত সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করি। আর তুমি যেন বহু হইয়াও একত্বের

বিকাশে আমার মনোরথকে অধিকার করিয়া আমার গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন কর। হে সর্ব্বদেবময়। আমার পরিত্রাতা রথ-জ্ঞানেই আমি তোমার অর্চ্চনা করিতেছি; তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেব। এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর। (১অ—১খ—১দ—সো)।

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র
উত দ্বিষো মর্ত্ত্যস্য ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ২র ১র ২ ১র ২ ২ ২ ১র
১। তম্নো য়াগ্নে মহোভিঃ। পাহীয়ি বী ৩ শ্বা। স্যা

র ২র ১ ২ — ১ ২ ১
অরাতেঃ। উতাদ্বাহ ১ য়ি ষা ২ ঃ। মর্ত্ত্যস্য। ইডা

২ ১
২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ৩ ৪ ই। ডা ॥ ৬ ॥

* * *

৫র ৫র র ৪ ৫ ৫ ২র ১ ২ ২
২। ত্বান্নো অগ্নেম। হো ৬ ভাঈঃ। পাহী বীশ্বা। ঔ ৩ হো।

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ — ১ ২
স্যা ঔ ৩ হো। অরাতেঃ। উতাদ্বা ১ ঈষাঃ ২। মর্ত্তা ২ য়া

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪। ঔ হোবা। স্যা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'নঃ' (অস্মান্) 'মহোভিঃ' (মহদ্ভিঃ ধনৈঃ, পরমার্থদানরূপৈঃ— রক্ষয়িত্বা ইতি যাবৎ) 'বিশ্বস্যাঃ' (বহুবিধাৎ) 'অরাতেঃ' (শত্রোঃ কবলাৎ, কামাদিরিপু-শত্রোঃ সকাশাৎ) 'ত্বং পাহি' (ত্বং রক্ষ, পরিত্রাণং কুরু) ; যদ্বা—'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মহোভিঃ' (জ্ঞানরূপৈঃ মহদ্ধনদানৈঃ) 'বিশ্বস্যাঃ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অরাতেঃ' (অদানাৎ) 'ত্বং পাহি' (ত্বং রক্ষ, যেন বয়ং অকাতরেণ জ্ঞানবিতরণায় সমর্থাঃ ভবেম তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ) 'উত' (অপিচ) 'মর্ত্ত্যস্য' (সংসারসুলভস্য, ইহলোকস্য) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টুঃ শত্রোঃ, কামক্রোধাদিরিপোঃ উপদ্রবাৎ) পাহি ত্বমিতি শেষঃ। মন্ত্রান্তর্গতস্য 'বিশ্বস্যাঃ অরাতেঃ' পদদ্বয়েন দ্বিবিধসূক্ষ্মভাবঃ প্রকাশ্যতে ; একঃ ভাবঃ—মহদ্ধনং দত্বা অস্মাকং অদাতৃত্বং নাশয়ঃ, মা কৃপণং কুরু ; দ্বিতীয়ং চ,—শত্রুকবলাৎ পরিত্রায়স্ব, কামক্রোধাদি-রিপূণাং প্রভাবঞ্চ খর্ব্বং কুরু, অস্মাসু বলং সঞ্চারয়। (১অ—১খ—১দ—৬সা)। *

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে পরমার্থদানরূপ মহদ্ধনের দ্বারা রক্ষা করিয়া বহুবিধ শত্রুর কবল হইতে—কামক্রোধাদিরিপু-শত্রুর গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করুন; অথবা, হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে জ্ঞানরূপ মহদ্ধন দানের দ্বারা সকল প্রকার অদান হইতে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, যেন আমরা অকাতরে সংসারে জ্ঞান—বিতরণে সমর্থ হই; তাহা বিহিত করুন; এবং মর্ত্ত্যসুলভ সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে—কামক্রোধাদিরিপুর উপদ্রব হইতে—আমাদিগকে রক্ষা করুন। (এই মন্ত্রের 'বিশ্বস্যাঃ অরাতেঃ' পদদ্বয়ে দ্বিবিধ সূক্ষ্মভাব প্রকাশ পায়; এক ভাব—মহদ্ধন প্রদান করিয়া আমাদিগের অদাতৃত্ব নাশ করুন, আমাদিগকে কৃপণ করিবেন না; অন্য ভাব—শত্রুকবল হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন, আমাদিগের মধ্যে কামক্রোধাদি রিপুর প্রভাব খর্ব্ব করুন, আমাদিগের মধ্যে বলসঞ্চার করুন!)॥ (১অ—১খ—১দ—৬সা)॥

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৭১ম সূক্তের প্রথম ঋক্। ইহার প্রথম গেয়-গানের ঋষি—'সাকমশ্ব' বা 'ইন্দ্র'; গানের নাম—'সাম্বর্গং'। দ্বিতীয় গানের ঋষি—প্রথম গানেরই অনুরূপ। দ্বিতীয় গানের নাম—'বাত্রয়ম্।' এই গানের উচ্চারণের স্বর-বিষয়ে সামান্য মতান্তর দেখা যায়।

সায়ণ-ভাষ্যং।—ত্বং ন ইত্যেষা সুদীতি-পুরুমীঢ়াভ্যাং তয়োরন্যতরেণ বা দৃষ্টা। ছন্দো দেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা ষষ্ঠী। হে অগ্নে। ত্বং নঃ অস্মান্। মহোভিঃ পূজাভিঃ মহাদ্ধনৈর্ব্বা। পাহি রক্ষ। কস্মাৎ পাহি? বিশ্বস্মাঃ বহুবিধাৎ অরাতেঃ অদাতুঃ সকাশাৎ অদানাদ্বা পাহি। ত্বমেব মহদ্ধনং দত্ত্বা অদাতুরদানাদ্বা সকাশাদ্রক্ষেত্যর্থঃ। যদ্বা মহোভির্যুক্তস্ত্বমিতি যোজ্যং। উত অপিচ। দ্বিষঃ দ্বেষ্টুঃ মর্ত্ত্যস্য মর্ত্ত্যাৎ সকাশাৎপাহি। অস্মভ্যং বলং দত্ত্বেতি ভাবঃ। অথবা মর্ত্ত্যস্য দ্বিষো দ্বেষাদ্রক্ষেতি সম্বন্ধঃ। অরাতেরিত্যস্য অদানাদিতিপক্ষে তত্রাপি মর্ত্ত্যস্যাদানাদিতি সম্বন্ধনীয়ং॥ (১অ—১খ—১দ—৬সা।)।

* * *

ষষ্ঠ (৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমাদিগকে এমন মহৎ ধন দেন—সে ধন বিতরণে আমাদের যেন কার্পণ্য না আসে, আমরা যেন অকাতরে সে ধন দান করিতে পারি।' এ পক্ষে সাধারণতঃ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে, বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু 'মহোভিঃ' মহদ্ধন কি তাহাকে কহে? কখনই নহে। অর্থ-সম্পদের এমনই আকর্ষণ যে, তাহার অধিকারী মাত্রকে প্রধানতঃ কৃপণ ও দানবিমুখ হইতে হয়। যদি প্রার্থনা সে পক্ষেই হইয়াছে মনে করি, এখানে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমায় ধন দেও; কিন্তু আমায় কৃপণ করিও না; আমি যেন অকাতরে তাহা দান করিতে পারি।' এ পক্ষে, কার্পণ্য এবং দানবিরতি হইতে পরিত্রাণ-লাভের কামনা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়।

অন্যপক্ষে যে অর্থ হয়, 'মহদ্ধন প্রদান দ্বারা বা পূজার্হ তুমি সহায়তা করিয়া, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শত্রুর কবল হইতে রক্ষা কর; আমরা বলি, সে পক্ষে মহদ্ধন—জ্ঞান; সে পক্ষে মহদ্ধন—সদ্বৃত্তিনিচয়। জ্ঞানের বা সদ্বৃত্তিনিচয়ের অধিকারী হইলে, কার্পণ্য-ভাবও আসে না, দানকার্য্যেও ব্যাঘাত ঘটে না। এখানে মহদ্ধনের প্রার্থনায়, আমরা বলি, জ্ঞানরূপ ধনেরই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে—হৃদয়ে সদ্বৃত্তি সমাবেশেরই কামনা জাগরূক হইয়াছে। শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পক্ষেও জ্ঞানধনই পরম ধন। 'দ্বিষঃ' পদে মানুষের বিবিধ প্রকার শত্রুকেই বুঝাইয়া থাকে; কামক্রোধাদি রিপুকেও বুঝাইতে পারে। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার শত্রু যাহাতে বিনষ্ট হয়, প্রলোভনাদির কবল হইতে যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারি, দানের সময় হস্ত যেন সঙ্কুচিত না হয়, অর্থাৎ সকলের প্রতি সম-জ্ঞান লাভ করিয়া সকলকে যেন সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতে সমর্থ হই,—ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা। (১অ—১খ—১দ—৬সা)।

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ১র　২র　৩　১ ২　৩ ১ ২ ৩　৩ ২
এহ্যূষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।

৩ ১ ২　৩　১ ২
এভির্ব্বর্দ্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র ২　৪ র ৫　৫　১　২ র　— ১
১। এহ্যূয্, ৩ ব্রবাণা ৬ য়ি তায়ি। অগ্নে ইত্থেতরা গা ২ য়িরাঃ।

২র　— ১　১　২
এভা ২ য়ির্ব্বর্দ্ধা। সয়া ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ য়ি।

১　৫　৫
দূ ২ ৩ ৪ ভো ৬ হায়ি ॥ ৭ ॥

* * *

৫র র　র　১　৫　১　র র　২
২। এহ্যূষ ব্রবৌ হোণায়িতায়ি। অগ্ন ইত্থেতরাঽ ১ গী

২　২　৫　১　২
৩ রাঃ। এভির্ব্বা ২ ৩ ৪ র্দ্ধা। সয়া ২ ১ হা

১　৫　৫
৩ ৪ ৩ য়ি। দ ২ ৩ ৪ ভী ৬ হায়ি ॥ ৭ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'তে' (তুভ্যং, ত্বদর্থোচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, যথোপযুক্তেন) 'সু' (সুষ্ঠু, ত্বদীয় শ্রবণযোগ্যেন সুস্বরেণ) 'ব্রবাণি' (ব্রুবাণি, ব্যক্তসমর্থঃ ভবানি ইতি

---

* এই সামটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের পঞ্চদশ ঋক্। ইহার দুইটী গেয়-গানেরই নাম—'শৌনঃশেফ'; গানের ঋষি—'বৎস' বা 'শুনঃশেফ'। সামের উচ্চারণ-চিহ্ন বিষয়ে সামান্য মতান্তর দেখা যায়।

অশাস্তে); 'উ' (যদিচ) 'ইতরাঃ' (উচ্চারণবৈকল্যাদিরূপাঃ দোষযুক্তাঃ) তা অপি কৃপয়া শৃণু ইতি শেষঃ; এবং 'এভিঃ' (অন্তরস্থিতৈঃ) 'ইন্দুভিঃ' (অস্মাকং ভক্তিসুধাভিঃ) 'বর্দ্ধাস' (বর্দ্ধস্ব, অস্মাসু পরিবৃদ্ধঃ ভবস্ব) ত্বমিতি শেষঃ। মন্ত্রা হি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাঃ; উচ্চারণ-বৈকল্যাৎ যদি ইতরাঃ ভবন্তি, তদপরাধঃ ক্ষমস্ব; অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু; অন্তরস্থিতৈঃ ভক্তিসুধাভিঃ প্রহৃষ্টঃ ভব। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১অ—১খ—১দ—৭সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আসুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যরূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হই; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয়, তথাপি কৃপা করিয়া সে স্তব গ্রহণ করুন; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদিগের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রসকল নিশ্চিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; উচ্চারণ বৈকল্য-হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদিগের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হউন।)॥ (১অ—১খ—১দ—৭সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং। এহ্যূষিত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা সপ্তমী। হে অগ্নে। এহি আগচ্ছ। তে তুভ্যং ত্বদর্থং গিরঃ স্তুতীঃ। ইত্থা ইত্থমনেন প্রকারেণ। সু সুষ্ঠু। ব্রবাণি ইত্যাশাস্তে। তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। উ ইত্যেতাঃ ইতরাঃ অসুরৈঃ কৃতাশ্চ স্তুতীঃ শৃণ্বিতিশেষঃ। তথাচ ব্রাহ্মণং "অগ্নিরিত্যেতারা গিরইত্যসূর্য্যাহ বা ইতরা গিরঃ" ইতি। অপিচ আগতস্ত্বং এভিঃ এতৈঃ ইন্দুভিঃ সোমৈঃ বর্দ্ধাস বর্দ্ধস্ব॥ ৭॥

* . *

সপ্তম (৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনা বড়ই উদার উচ্চভাবপূর্ণ। যদিও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন দিক দিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের জন্য সাধকের ভক্তের ব্যাকুলের আকুল আহ্বান প্রকাশ পাইয়াছে।

উচ্চারণ বৈকল্যে মন্ত্রফল পণ্ড হয়। আনুষঙ্গিক বিবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি-হেতু যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের লক্ষ্য সেই বিঘ্ন-বিদূরণ-প্রার্থনা। ভক্ত ভগবানকে আহ্বান করিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! আমায় সেই শক্তি দিন, আমি যেন সুষ্ঠু-সুন্দর-রূপে আপনার প্রীতিপদ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারি, আমার যেন মন্ত্রোচ্চারণে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে। চেষ্টা করিতেছি সাধ্যমত; তথাপি যদি কোনরূপ অঙ্গ-বৈকল্য হয়, মন্ত্র ইতর বা দোষ-দুষ্ট হয়; অপরাধ ক্ষমা করিবেন—মন্ত্র গ্রহণ করিবেন। হৃদয়ে ভক্তি-সুধা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি; সেই ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়াই প্রহৃষ্ট হইবেন অকিঞ্চনের ইহাই একমাত্র নিবেদন। আমার মন্ত্রোচ্চারণে ত্রুটি থাকিতে পারে, কর্ম্মাঙ্গে দোষ স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু হে দেব, আমার আভ্যন্তরীণ আকুলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, আমার প্রাণের একাগ্র-ভক্তির ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন।' এ মন্ত্রের এই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি, যদিচ প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন আছে। *

সকল প্রকার পূজা-উপাসনার পর, এমন কি আমাদিগের নিত্য-অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যাবন্দনাদির পরও, আমরা যে 'বৈগুণ্য-পরিহার' মন্ত্র পাঠ করি, আমরা যে প্লুত-কণ্ঠে জগজ্জননীর নিকট প্রার্থনা জানাইয়া থাকি,—

"ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥"

এই সাম-মন্ত্র সেই ভাবেরই দ্যোতক। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমার কর্ম্মাঙ্গের উচ্চারণ-বৈকল্যাদি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনি ক্ষমা করুন; আমার অন্তরের পূজা আপনি গ্রহণ করুন।' (১অ—১খ—১দ—৭সা)॥

—— • ——

অষ্টমং সাম।

২ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে বৎসো মনো যমৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ।
১ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥ ৮॥

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে অগ্নিদেব! তুমি এস। তোমার উদ্দেশে যে সুন্দর স্তুতি করিতেছি, তাহা শোন। ইতর অসুরগণের স্তুতিও শোন। তার এই সোমপানে বৰ্দ্ধিত হও।' কেহ বা অর্থ করিয়াছেন.—'আমাদের বাক্য এবং অসুরদের বাক্য শুনিয়া সোমরস মাদকদ্রব্যপানে উত্তেজিত হইয়া অসুর-সংহারে প্রবৃত্ত হও।' সায়ণের ভাষ্য এবং আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিয়া, সুধীগণ প্রকৃতার্থ গ্রহণ করিবেন—ইহাই আশা করি।

গেয়-গানং।

৫র র ১ র ১ ২র ১ ১
১। আ তে বৎসাঃ। মনো যমৎ। পরমাৎ। চিৎসধা
২ ১ ২ ২ ৪ ৫
২ ৩ স্থাৎ। অগ্নায়িত্বা ৩ ঙ্ কা ৩। ময়ো বা।
৪ ৫
গাহ ৫ য়ি রো ৬ হায়ি ॥ ৮ ॥

* . *

৪র ৫র ৪র ৫র ৪ ৫ ২ ১র র
২। আ তে বৎসো মনোযমৎ। ঐয়াহায়ি। পরমাচ্চিৎ সধস্থা দৈয়া
১ ১র র র র ১ ২র
২ ৩ হোইয়া। অগ্নে ত্বাঙ্ কাময় ঐয়া ২ ৩ হোইয়া। গিরা
১ ২ ১
ই ডা ২ ৩ ডা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ই। ডা ॥ ৮ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসঃ' (প্রিয়ঃ, কর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবানুগ্রহপ্রাপ্তঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'পরমাচ্চিৎ' (উৎকৃষ্টাদপি) 'সধস্থাৎ' (দ্যুলোকাৎ) 'তে' (তব) 'মনঃ' (মনঃসম্বন্ধং, তব করুণাধারাং) 'আ যমৎ' (আযময়তি, আকর্ষয়তি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বাং' (ত্বদীয়ং মনঃ, করুণাং) 'কাময়ে' (প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ— হে দেব! সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে, ভগবতঃ প্রিয়াঃচ ভবন্তি; কর্ম্মহীনঃ ভক্তিহীনঃ অহং; ত্বং হি করুণাময়ঃ; তজ্ জ্ঞাত্বা অহং শরণং যাচে; কৃপয়া মৎপ্রতি সদয়ঃ ভব। * (১অ—১খ—১দ—৮সা)।

* . *

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তম ঋক্। ঋক্‌দ্রষ্টা কণ্ব-গোত্রীয় বৎস ঋষি। কণ্ব এই মন্ত্রের দুইটী গেয়-গানের প্রবর্ত্তক। গানের নাম—'কাণ্বং'।

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনেন; হে জ্ঞানদেব! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হয়েন; আমি কর্ম্মহীন ও ভক্তিহীন; আপনি নিশ্চয় করুণাময়; তাহা জানিয়া, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি; কৃপা করিয়া সদয় হউন।)॥ (১অ—১খ—১দ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—আ তে বৎস ইত্যেষা কণ্বগোত্রেণ বৎসেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা অষ্টমী। বৎসঃ এতন্নামা ঋষিঃ। তে তব মনঃ পরমাচ্চিৎ উৎকৃষ্টাদপি সধস্থাৎ সহস্থানাৎ দ্যুলোকাৎ। আ যমৎ আ যময়তি। কেন সাধনেন? গিরা স্তুত্যা। শিষ্টং প্রত্যক্ষকৃতং। হে অগ্নে! ত্বাং কাময়ে ত্বদীয়ং মনো ময্যেব নিয়চ্ছামীতি প্রার্থয়ে। 'ত্বাঙ্ কাময়ে' ইতি ছন্দোগাঃ। 'ত্বাম্ কাময়ে' ইতি বহ্বৃচাঃ। সুবন্তত্বাদবগৃহ্য পঠন্তি॥ ৮॥

* * *

অষ্টম (৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে 'বৎস' শব্দ দেখিয়া সায়ণাদি ব্যাখ্যাকারগণ বৎস-ঋষির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'বৎস ঋষি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে স্তুতি-প্রভাবে আপনার মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। হে অগ্নিদেব! আমিও সেইরূপ আপনাকে পাইবার কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনার মন আসিয়া আমাতে মিলিত হউক।'

আমরা কিন্তু মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ ধারণা করিতেছি। এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে ভগবানের প্রিয়জনকে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা ভগবানের প্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হন, এ মন্ত্রের 'বৎসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যেখানেই যে উৎকৃষ্টতর লোকেই অবস্থান করুন, ভগবানের চিত্ত কোথাও স্থির থাকিতে পারে না—যখন তাঁহার ভক্ত বা প্রিয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। ভগবান্ তাই কহিয়াছেন,—

> "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
> মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এ মন্ত্র সেই উক্তিরই আবির্ভূত। প্রিয়জন আহ্বান করিলে তিনি যে বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না। তাঁহার চিত্ত যে সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সম্মিলিত হয়। এ মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। তার পর, লক্ষ্য করুন—মন্ত্রের প্রার্থনা। যাজ্ঞিক, সাধক অথবা যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহারই পক্ষে এ মন্ত্র উপযোগী প্রার্থনা হইবে। 'আমি অজ্ঞ, আমি অকৃতি; আমি কর্ম্মহীন, আমি জ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি যে দয়ার আধার—করুণার সাগর। তাই শরণাপন্ন হইতে সাহসী হইতেছি। ভক্ত অনুরক্ত প্রিয়জন—সে তো তোমার করুণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারীই আছে। তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তোমার আনুরক্তি তো থাকিবেই। ভক্তের যে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা,—এ তো সর্ব্বজনবিদিত। তাহাতে তোমার করুণার প্রকাশ আর কি আছে? কিন্তু আমার ন্যায় পাপীর পরিত্রাণেই তোমার করুণার মহিমা প্রকাশ করে। সেই ভরসাতেই শরণ লইয়াছি—চরণ ধরিয়াছি। আমার অন্তরে একবার তোমার আবির্ভাব হউক; তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সংশ্রবে আসিয়া, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক।' মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী নিহিত রহিয়াছে ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি॥ (১অ—১খ—১দ—৮সা)॥

———•———

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২র ৩ ১ ২

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত।

০ ১র ২উ ২ ৩ ১ ২

মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ৯॥

• • •

গেয়-গানং।

৫র র ৫র ৫র ১ ২ র ১ ৭ ^ ৩

১। ত্বামগ্নে পুষ্কা ৬ রাদধী। আথর্ব্বা। নায়িঃ। অমা ২ স্থা।

৫ ৩ ৫ ৩ ৫

২ ৩ ৪ তা। মূ ২ ৩ ৪ র্দ্ধ্নো। বা ২ ৩ ৪ য়িশ্বা।

৪ ৫ ৪ ৫

স্য বো বঃ। ঘাহ ২ তো ৬ হায়ি॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বিশ্বস্য' (জগতঃ সর্ব্বস্য) 'বাঘতঃ' (বাহকাৎ, ইষ্টসাধনাৎ, পরিত্রাণায়) 'অথর্ব্বা' (লোকহিতকামী সাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'মূর্দ্ধঃ পুষ্করাৎ' (মস্তিষ্ক-রূপাৎ অন্তরিক্ষাৎ, বিজ্ঞানময়কোষাৎ) 'ত্বাং নিরমন্থত' (ত্বাং অজনয়ৎ, জ্ঞানতত্ত্বং প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ)। পরমপ্রাজ্ঞঃ সাধুজনঃ লোকহিতকামনয়া জগতি জ্ঞানং নিতরাং বিতরতি—ইতি ভাবঃ। (১অ—১খ—১দ—৯সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সকল জগতের ইষ্টসাধন নিমিত্ত, লোকহিতকামী সাধুজন, মস্তিষ্করূপ অন্তরিক্ষ হইতে (বিজ্ঞানময় কোষ হইতে) আপনাকে নিষ্কাশন করিয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করেন। (ভাব এই যে,—পরম প্রাজ্ঞ সাধুজন লোকহিতকামনায় জগতে নিয়ত জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন।)॥ (১অ—১খ—১দ—৯সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।—ত্বামগ্ন ইত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা। ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ। সৈষা মনসী। হে অগ্নে! অথর্ব্বা এতৎসংজ্ঞঋষিঃ। ত্বাং পুষ্করাদধি পুষ্করে পুষ্করপর্ণে। নিরমন্থত অরণ্যোঃ সকাশাদজনয়ৎ। কীদৃশাৎ? পুষ্করাৎ। মূর্দ্ধঃ মূর্দ্ধবদ্ধারকাৎ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য জগতঃ। বাঘতঃ বাহকাৎ। "পুষ্করপর্ণে হি প্রজাপতির্ভূমিমপ্রথয়ৎ তৎ পুষ্করপর্ণে প্রথয়ৎ" ইতি শ্রুতেঃ। ভূমিশ্চ সর্ব্বজগত আধারভূতেতি পুষ্করপর্ণস্য সর্ব্বজগদ্ধারকত্বং। অত্র পুষ্করশব্দেন পুষ্করপর্ণমভিধীয়তে। ইত্যেতচ্চ তৈত্তিরীয়কে বিস্পষ্টমাম্নাতং "ত্বমগ্নে পুষ্করাদধীত্যাহ, পুষ্করপর্ণে হেনমুপশ্রুতমবিন্দৎ" ইতি॥ (১ম—১খ—১দ—৯সা)॥ *

* . *

নবম (৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সানাদিক হইতে নানাভাবে এই সাম মন্ত্রের অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। তবে সাধারণতঃ যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে;—'অথর্ব্ব ঋষি আরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩ বর্গের অন্তর্গত ঋক্। ইহার গেয়-গানের প্রবর্ত্তক—আগ্ন ঋষি। গানের নাম—'আর্ব্বেদঃ।' কিন্তু মতান্তরে এই গেয়-গানের নাম-বিষয়ে উক্ত আছে—"বাঘ্যশ্বঃ সুবিত্র আদ্যঃ।"

করিয়া পুষ্কর-তীর্থের সন্নিকটে অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।' অন্যপক্ষে প্রকাশ,—'আকাশ হইতে (পুষ্করাৎ) নির্ম্মন্থন দ্বারা অথর্ব্বা ঋষি অগ্নি উৎপন্ন করেন।' যাস্কের মতানুসারে 'বাঘতঃ' পদে মেধাবী' এবং 'পুষ্কর' পদে 'অন্তরিক্ষ' অর্থ প্রখ্যাত আছে। তদনুসারে কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন,—'অথর্ব্বা ঋষি পরম মেধাবী জ্ঞানী ছিলেন; তিনি 'বিশ্বস্য মূর্দ্ধ্নঃ' অর্থাৎ বিশ্বের মস্তক-স্বরূপ অন্তরিক্ষ হইতে বিদ্যুতাগ্নি আনয়ন করেন।' ঋষি বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন, শেষোক্ত অর্থে তাহাই অবগত হওয়া যায়।

প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি হইতে, বৈজ্ঞানিকের গবেষণা হইতে, মন্ত্রের যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই মন্ত্রের মধ্যে যে সর্ব্বকালে সকলের উপযোগী বিশ্বজনীন ভাব-কুসুম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি অতি অল্প জনেরই লক্ষ্য পড়িয়াছে। 'অথর্ব্বা' শব্দে অথর্ব্বা ঋষি কল্পনা করিয়া বৃথা কেন বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন আনয়ন করি? 'অথর্ব্ব' শব্দের অর্থ—'লোকহিতসাধক শিবস্বরূপ।' ধাত্বর্থের অনুসরণে 'জ্ঞান'-রূপ অর্থও সঙ্গত হয়। 'বাঘতঃ' পদ, অথর্ব্বের বিশেষণে 'মেধাবী' অর্থেই গ্রহণ করি। ঐ পদে 'ইষ্টসাধনের নিমিত্ত' 'পরিত্রাণের নিমিত্ত' অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে মনে করি। এখন বুঝুন,—'মূর্দ্ধ্নঃ পুষ্করাৎ' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করিতেছে? মস্তকের উপরিস্থিত অন্তরিক্ষ অথবা মস্তিষ্কের সারভূত জ্ঞান? জ্ঞান হইতেই নির্ম্মন্থন করিয়া দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। আমরা যে সে তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিতেছি, ত্রিকালের শিবস্বরূপ মহাত্মগণ সে তত্ত্ব ব্যক্ত করেন বলিয়া। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেব! পরম-জ্ঞানী শিব-স্বরূপ মহাত্মগণ আপনার সম্বন্ধে যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন, আমাদের যেন তাহা হৃদ্‌গম্য হয়;—আমরা যেন অন্তরে অন্তরে আপনার স্বরূপ অনুভব করিতে পারি। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের নির্ম্মন্থনেই আপনার সম্বন্ধী জ্ঞান উদ্ভূত হয়। আমরা যেন আমাদের কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির নির্ম্মন্থনে আপনাকে লাভ করিতে সমর্থ হই।' (১অ—১প্র—১দ—১সা)॥

—•—

দশমং সাম।

৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অগ্নে বিবস্বদাভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে।

৩ ১র ২র ৩ ২

দেবো হ্যসি নো দৃশে॥ ১০॥

•.•

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৪ ৫ ১র ৫ ৪　১ ৫　২র　১　২র　১
১।　অগ্নে বিবস্বদা ভরো। বা হা য়ি। অস্মভ্যমূত্তাহ্ ৩ য়ায়ি মহে। ওহ্।

২　১　১　২　২　১　২　৩ —
বা ৩ হায়ি।　ওহ্।　বা ৩ হা ৩ য়ি।　দায়িবোহ্ ১ হিয়া ২।

১　২　২　১　২　২　১ ʌ
ওহ্।　বা ৩ হায়ি।　ওহ্।　বা ৩ হা ৩ য়ি।　সা ২

৩　৫র র　২
য়ি না ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।　দৃশেহ্ ১ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'অস্মভ্যং' (অস্মান) 'মহে' (মহতে, বিষমে বিপদি) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়) 'বিবস্বৎ' (স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিযোগ্যং কর্ম্ম, সূর্য্যবৎপ্রকাশমানজ্ঞানসাহায্যেন তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদককর্ম্ম) 'আভর' (কারয়, সম্পাদয়); 'হি' (ত্বমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দৃশে' (দর্শনার্থং, আদর্শস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'দেবঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্নঃ) 'অসি' (ভবসি)। সূর্য্যঃ যথা স্বপ্রকাশেন জগৎপ্রকাশং করোতি, তদ্বৎ, হে দেব, অস্মাকং বিপদি পরিত্রাণোপায়ং প্রদর্শয়; যস্মাৎ ত্বং হি প্রত্যক্ষীভূতা দেবতা, তস্মাদিতি প্রার্থনা। (১অ—১প্র—১দ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে বিষম বিপদে পরিত্রাণের জন্য, আমাদিগের দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম্ম (সূর্য্যবৎ প্রকাশমান জ্ঞান-সাহায্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক কর্ম্ম) করাইয়া লউন; আপনিই আমাদিগের দর্শনার্থ অর্থাৎ আদর্শস্থানীয় দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্ন হয়েন। (ভাব এই যে,—সূর্য্য যেমন আত্মপ্রকাশ দ্বারা জগৎকে প্রকাশিত করেন, তদ্বৎ হে দেব, আমাদিগের বিপদে পরিত্রাণের উপায় প্রদর্শন করুন; যেহেতু আপনিই প্রত্যক্ষীভূত দেবতা, তাই এই প্রার্থনা।)॥ (১অ—১খ—১দ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।—সৈষা দশমী। পূর্ব্বোক্ত তু ঋক্ষু বহ্বৃচানামনুক্রমণিকাগ্রন্থং পর্য্যালোচ্য তত্রোক্তা ঋষিচ্ছন্দোদেবতাঃ যোজিতাঃ। এবমুত্তরাস্বপি যোজনীয়াঃ। অগ্নে বিবস্বদিত্যেষা তু বহ্বৃচৈর্নাম্নাতা। তথাপ্যস্যাশ্ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎস্পষ্টে ঋষিস্তু বামদেব ইতি গ্রন্থান্তরাদবগতঃ॥ হে অগ্নে। ত্বং অস্মভ্যং অস্মাকং। মহে উতয়ে, মহতে রক্ষণায়। অব রক্ষণে ইতি ধাতোঃ। উতিযূতেত্যতীতি সূত্রেণ নিপাতিতং রূপং বিবস্বৎ স্বর্গাদিলোকেষু বিশেষেণ নিবাসস্য হেতুভূতমিদং কর্ম্ম। আভর সম্পাদয়। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বং। হি যস্মাৎ। ত্বং নঃ অস্মাকং দৃশে দর্শনার্থং দেবঃ দ্যোতমানঃ অসি। ইন্দ্রাদয়ো নাস্মাভিঃ দৃশ্যন্তে। ত্বং তু গার্হপত্যাদিদেশেঽতিদ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যসে। তস্মাত্বাং বিশেষেণ প্রার্থয়ামহে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ (১অ—১খ—১দ—১০সা)॥

* * *

দশম (১০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় একই অর্থ নিষ্কর্ষ হয়। প্রার্থনা—পরিত্রাণ-কামনামূলক। 'মহে উতয়ে' পদদ্বয়ে বিষম বিপদে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা সূচনা করিতেছে। কিন্তু কি প্রকারে সে পরিত্রাণ-লাভ হইতে পারে? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই, মনে হয়, যেন উত্তর পাওয়া যাইতেছে,—'বিবস্বৎ আভর।' সায়ণ যাগাদিকর্ম্মের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। যজ্ঞের দিক্ দিয়াই তাই তিনি অর্থ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞাদিকর্ম্মের ফল—স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তি। সুতরাং তিনি বিবস্বৎ' পদের অর্থে লিখিয়া গিয়াছেন—'স্বর্গাদিলোকেষু বিশেষেণ নিবাসস্য হেতুভূতমিদং কর্ম্ম'; অর্থাৎ, স্বর্গাদি লোকে বিশেষভাবে বাসের হেতুভূত যে কর্ম্ম, 'বিবস্বৎ' পদে তাহাই বুঝা যাইতেছে। তদনুসারে এই সাম-গানের অর্থ হয় এই যে,—'হে দেব! যে কর্ম্ম করিলে সংসারের এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া বিশেষভাবে স্বর্গলোকে বাস করিতে সমর্থ হই, আমায় তেমন কর্ম্মে নিরত করুন।' পক্ষান্তরে 'বিবস্বৎ' শব্দে সূর্য্যদেবকে বুঝায়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'সূর্য্যদেব যেমন আত্ম-প্রকাশে জগৎকে প্রকাশিত করেন, হে অগ্নিদেব, আপনি সেইরূপ আমার হৃদয়ে জ্ঞানরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত করুন। অজ্ঞানতাই তো বিপদ! অজ্ঞানতার ন্যায় মহাবিপদ আর কি আছে? অতএব, আপনি জ্ঞান-সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা দূর করুন।' মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে,—'অন্যান্য দেবতা দৃশ্যমান্ নহেন। আপনাকে সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আপনাকেই একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা জানিয়া শরণ লইতেছি।' যে ভাবে যে দিক দিয়াই হউক, ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই অভিপ্রেত কর্ম্মে আত্মনিয়োগ-সামর্থ্য-লাভই এই মন্ত্রের প্রার্থনার লক্ষ্য বলিয়া বুঝা যায়। জ্ঞানই সে পক্ষে প্রধান সহায়। (১অ—১প্র—১দ—১০সা)।

প্রথমা দশতি সম্পূর্ণ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। দ্বিতীয়া দশতিঃ।

* . *

দ্বিতীয় দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ।
১ ২ ৩ ১ ৩
অমৈরমিত্রমর্দ্দয় ॥ ১ ॥

* . *

গেয়-গানং।

১ ২ র ৪ ৫ ১ ১ ৩ ক ৩ ৫
নমস্তো। হোগ্নায়। ওজসা ৩ য়ি। গৃণা ২ স্তা ২ ২ ৪ য়িদে।
১ ৩ ১ ২ ১ ক ৩ ৫র র
বা কৃষ্টয়া ২ ঃ। আমায়ে ৩ ঃ। আ ২ মা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।
২ ৩ ১ ১ ১ ১
ত্রমর্দ্দয়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥ *

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্না জনাঃ) 'ওজসে' (বলায়, জ্ঞানলাভায়) 'তে' (তুভ্যং, ত্বামুদ্দিশ্য) 'নমঃ'

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৭৫ম সূক্তের দশম ঋক্। ইহার ঋষি—বিরূপ, ছন্দঃ—গায়ত্রী, প্রকাশক—অগ্নি ঋষি এবং নাম—সংবর্গ।

সামবেদ—৫ (৪ সংখ্যা)

(নমঃসূচকং স্তোত্রং) 'গৃণন্তি' (উচ্চারয়ন্তি, গায়ন্তি; অতোঽহমপি ত্বাং স্তৌমীতি ভাবঃ); ত্বঞ্চ 'অমৈঃ' (অমিতবলৈঃ) 'অমিত্রং' (শক্রং মমেতিশেষঃ) 'অর্দ্দয়' (পীড়য়, নাশয়)। হে দেব। জ্ঞানলাভায় সাধকাস্ত্বাং স্তুবন্তি; ত্বমপি অমিতপরাক্রমেণ শক্রন্ জহীতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—২দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ হে অগ্নিদেব! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণ, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, আপনার উদ্দেশে নমঃসূচক স্তোত্র গান করিয়া থাকেন (অতএব আমিও আপনাকে স্তব করিতেছি); আপনি অমিতবলপ্রভাবে (আমার) শক্রকে বিনষ্ট করুন। (১অ—১প্র—২দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়খণ্ডে সেয়ং প্রথমা। আযুঙ্ক্ষ্বাহিরিতি। হে অগ্নে দেব। তে তুভ্যং নমো গৃণন্তি নমস্কারশব্দমুচ্চারয়ন্তি। কিমর্থং? ওজসে বলায়। কে? কৃষ্টয়ঃ যজমানাঃ অতোঽহমপি গৃণামীত্যর্থঃ। ত্বঞ্চ অমৈঃ বলৈঃ অমিত্রং শক্রং অর্দ্দয় নাশয়। (১অ—১প্র—২দ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। মর্ম্মার্থ এই যে,—সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব। আত্মোৎকর্ষ-বিশিষ্ট জনগণ, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানলাভের আশায়, প্রণাম পূর্ব্বক আপনার স্তব করিয়া থাকেন; এজন্য, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার নিমিত্ত, আমিও আপনার স্তব করিতেছি। আপনি আমাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দেন এবং আমার সাধন-পথের কণ্টকস্বরূপ রিপুশক্রকে সমূলে বিনষ্ট করুন।' মন্ত্রস্থিত 'ওজসে' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে, 'বলায়' অর্থাৎ বল-লাভের জন্য; আমরা ঐ পদের অর্থ করিতেছি—জ্ঞানলাভের জন্য। ফলিতার্থে উভয় অর্থই সমান। সাধন-মার্গে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানবলই একমাত্র প্রধান বল। হৃদয়ে জ্ঞানবল সঞ্চিত না হইলে, জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত না হইলে, ভগবানের করুণা লাভ সম্ভবপর হয় না। তাই সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব। আপনি জ্ঞানস্বরূপ; আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করুন, তাহার অব্যর্থ প্রভাবে অজ্ঞানজনিত কামক্রোধাদি অন্তঃশক্র ভস্মীভূত হউক,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব বিকাশ পাউক। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১অ—১প্র—২দ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্ত্যং।
১ ২ ৩ ২
যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরঃ॥ ২॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র ৪ ১ ১ ৫র র ২ ১র ১ ৯ ৫ ৫
দূতা ৩ং বো ৩। বিশ্ববেদসাং। হব্যবাহাং। অমা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ য়াং।
১ ২ ১ ২ ২ ২ ১
যাজিষ্ঠং। ঋা। জসে ৩ হায়ি। গিরা।
২ ১ ৫ ৪
ঔ ৩ হো বা। হোং ৫ ই॥ ২॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব। 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বধনাধিপতিং, সর্ব্বজ্ঞং) 'হব্যবাহং' (হুতবহনকারিণং) 'অমর্ত্ত্যং' (ক্ষয়রহিতং) 'যজিষ্ঠং' (অতিশয়েন অভীষ্টদায়কং) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, অভীষ্টসাধকং) 'বঃ' (ত্বাং) 'গিরা' (বাচা) 'ঋঞ্জসে' (প্রসাধয়ামি, হৃদয়ে সম্যক্ অলঙ্করোমি অহমিতি শেষঃ)॥ (১অ—১প্র—২দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি, সর্ব্ববিধ ধনের অধিপতি (সর্ব্বজ্ঞ) হুতবহনকারী, ক্ষয়রহিত এবং শ্রেষ্ঠ-অভীষ্টসাধক। আমি আপনাকে অন্তরের স্তুতিবাক্যের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বিভূষিত করিতেছি॥ (১অ—১প্র—২দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—ঐন্দ্রী দ্বিতীয়া। বামদেব ঋষিঃ। হে অগ্নে! বিশ্ববেদসং বিশ্বং সমস্তং বেদো ধনং যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ তং সর্ব্ববিদং বা। হব্যবাহং দেবেভ্যো হবিষাং বোঢ়ারং। অমর্ত্ত্যং অমরণধর্ম্মাণং। যজিষ্ঠং অতিশয়েন যষ্টারং। দূতং দেবানাং বঃ ত্বাং। গিরা

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। ইহার ঋষি বামদেব। গেয়গানের ঋষি বিশ্বমনা; সামমন্ত্রের নাম—বৈশ্বমনা।

স্তুতিরূপয়া বাচা। ঋঞ্জসে যজমানোঽহং প্রসাধয়ামি, বৰ্দ্ধয়ামীত্যর্থঃ। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকৰ্ম্মা ইতি যাস্কঃ॥ (১অ—১প্র—২দ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর অর্থ হইয়া থাকে,—'সৰ্ব্বধনাধিপতি অথবা সৰ্ব্বজ্ঞ, দেবগণের সমীপে হবিঃ-সমূহের বাহক, মরণরহিত, যাজকশ্রেষ্ঠ, দেবগণের দূত হে অগ্নিদেব! আপনাকে স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা যজমান আমি বৰ্দ্ধিত করিতেছি।' অর্থাৎ, আপনার গুণানুবাদ করিয়া আপনাকে বাড়াইতেছি।

ভাষ্যকারগণের মতে এই মন্ত্রটী অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে অগ্নি নামক কোনও ঋষি বা মনুষ্য অথবা প্রজ্বলিত ঐ হুতাশন—এই মন্ত্রের সম্বোধ্য হয়। কিন্তু আমরা বলি, এ মন্ত্রটী জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রস্থিত 'দূতং' 'বিশ্ববেদসং' প্রভৃতি বিশেষণগুলির সার্থকতা তৎপক্ষেই সুসঙ্গত হয়। কারণ, জ্ঞানের তুল্য সৰ্ব্বধনের অধিপতি বা সৰ্ব্বজ্ঞ কে আছে? সাধক যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার পরমার্থরূপ মোক্ষধন পর্য্যন্ত করতলগত হইয়া থাকে। এইরূপে দেখিতে গেলে, মন্ত্রস্থিত সমস্ত বিশেষণ-পদই জ্ঞানাগ্নির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। জ্ঞানই একমাত্র বার্ত্তাবহ। জ্ঞানই হুতবহনকারী। কিরূপে আরাধনা করিলে, ভগবানের নিকটে পৌঁছান যায়, একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই তাহা অধিগত হয়। শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান অবিনাশী। শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সাধকের দেবযজনেচ্ছা অতিশয়রূপে বলবতী হইয়া থাকে। জ্ঞানের তুল্য শ্রেষ্ঠ দেবযজনকৰ্ত্তা আর কে আছে? সেই জন্যই মন্ত্রের 'যজিষ্ঠং' পদের সার্থকতা।

মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে—'গিরা' 'ঋঞ্জসে'; অর্থাৎ—বাক্যের দ্বারা অলঙ্কৃত (পুষ্ট) করিতেছি। স্তুতিরূপে বাক্যের দ্বারা সাধক আমি জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে বৰ্দ্ধিত করিতেছি। ভাবার্থ এই,—আমি জ্ঞানস্বরূপ দেবতার স্তব করিতেছি; হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমার হৃদয়ে বৰ্দ্ধিত হইয়া বিরাজ করুন। আপনার অনুগ্রহে আমার হৃদয়ের অন্ধকাররাশি বিদূরিত হউক এবং সাধনার উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় হইয়া ক্রমশঃ আপনাতে বিলীন হই। মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। (১অ—১প্র—২দ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১
উপ ত্বা জাময়ো গিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ।
৩ ১র ২র
বায়োরনীকে অস্থিরন্॥ ৩॥

* * *

শ্রান্তং নাম গেয়-গানং।

১ র ১ ২র ৩ ২ ১ ৭ — ২ ১ ২ র ১
উপ ত্বা জা। মেয়োহ ২ গি। রওযিযযু ২ ঃ। দায়িদীশতির্হিবিক্ষ্কু।
২ ১ ৭ — ২র ১র ৩ ২ ৪ ৫
তওহযিযযু ২ ঃ। বায়োরা ২ ৩ নী। কয়া ৩ স্থাহ ৫ যিরা
১ ২ ১র ১ ১ ১ ১
৬ ৫ ৬ ন্। অশ্বা ৩ গাবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৩॥

* * *

শ্রৌষ্টীয়ং নাম গেয়-গানং।

১ র র ৫র ১ ২ ১ ২ ৪ ৩
উপত্বাজামা ৬ য়োগিরাঃ দাহয়িদিশ। তাহয়িঃ। হবী ২ স্কা ২ ৩ ৪
৫ ৫র র র র ৪ ৫ ১ ২
র্ত্তাঃ। বায়োরনাহায়িকায়া। স্থায়িরা।
৩র ৫ ৪ ৫
ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ঈড়া॥ ৩॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। 'দেদীশতীঃ' (অতিশয়েন দিশন্ত্যঃ, তব গুণান্ পুনঃপুনঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ) 'হবিষ্কৃতঃ' (সাধনার্থিনো মম) 'জাময়ঃ' (উৎপন্নাঃ ইমা ইত্যর্থঃ) 'গিরঃ' (বাচঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বায়োঃ' (প্রাণবায়োঃ বিশ্বব্যাপকস্য বা) 'অনীকে' (সমীপে) 'উপ অস্থিরন্' (উপতিষ্ঠন্তে, আরাধয়ন্তি)। প্রাণবায়ুনা সহ নিত্যসম্বন্ধকামনয়া তৎসমীপে ত্বাং উদ্বোধয়ামি; অথবা, ইমা স্তুতয়ঃ সর্ব্বব্যাপিনং মত্বা সর্ব্বত্রৈব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—২দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! পুনঃপুনঃ আপনার গুণানুকীর্ত্তনকারী, সাধনার্থী আমার এই বাক্যসমূহ আপনাকে (আমার) প্রাণবায়ুর সমীপে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছি। অর্থাৎ, প্রাণবায়ুর সহিত আপনার নিত্যসম্বন্ধলাভ-কামনায় আমি আপনার স্তব করিতেছে)। অথবা, এই স্তুতিসকল আপনাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হউক। (১অ—১প্র—২দ—৩সা)।

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের ১৩শ ঋক্। ইহার গেয়-গানের 'ঋষি'—'শ্রোভ' ও শ্রুষ্ট। গানের নাম—শ্রান্ত ও শ্রৌষ্টির।

সায়ণ-ভাষ্যং।—সৈষা তৃতীয়া। প্রয়োগ ঋষিঃ। হে অগ্নে। হবিষ্কৃতঃ যজমানার্থং গিরঃ স্তুতয়ঃ। জাময়ঃ স্বসারঃ ইব। দেবাশতীঃ তব গুণান্ দিশন্ত্যঃ। স্বা ত্বাং উপ তিষ্ঠন্তে। বায়োঃ অনীকে সমীপে ত্বাং সমেধয়ন্ত্যঃ অস্থিরন্ অতিষ্ঠংশ্চ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'হে অগ্নিদেব! যজমানের জন্য, ভগিনীগণের ন্যায় তোমার গুণসমূহের বর্ণনকারী স্তুতিসকল, তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে, এবং তাহারা বায়ুর সমীপে তোমাকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ স্থিতি করিতেছে।' ব্যাখ্যাকার, মন্ত্রস্থিত 'জাময়ঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'স্বসার ইব' অর্থাৎ ভগিনীগণের ন্যায়। তাহাতে ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'ভ্রাতার স্বল্পমাত্র গুণ থাকিলেও ভগিনীগণ যেমন তদ্বর্ণনে সহস্রমুখিনী হয়, সেইরূপ এই স্তুতিসকল আপনার গুণসমূহের বর্ণনাকারী হইয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইতেছে। জানি-না, এ অর্থ কতদূর সম্ভাবমূলক। আমরা কিন্তু ধাত্বর্থের অনুসরণে উক্ত 'জাময়ঃ' পদে 'উৎপন্ন' অর্থ গ্রহণ করিলাম। তাহাতে ঐ পদ 'গিরঃ' পদের বিশেষণ-রূপে গৃহীত হইয়াছে। নিত্য সত্য সনাতন বেদে অনিত্য ভ্রাতা 'ভগিনী'র উপমা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। পরন্তু 'জাময়ঃ' পদটী যে উপমা, মন্ত্র-মধ্যে তাহার জ্ঞাপকও 'ইব' 'ন' 'যথা' ইত্যাদি কোন শব্দই দৃষ্ট হয় না। উহা কেবল ভাষ্যকারেরই উদ্ভাবনী-শক্তি-প্রসূত। তৃতীয় পদের অর্থ, কষ্টকল্পনাতেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। 'স্তুতি সকল, বায়ুর সমীপে তোমাকে পরিবর্দ্ধিত করতঃ স্থিতি করিতেছে,'—এ বাক্যের অর্থগ্রহণ একান্ত দুরূহ। মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে,—'তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে;' আবার এ অংশে কথিত হইতেছে—'বায়ুর সমীপে স্থিতি করিতেছে।' ইহাই বা কিরূপে সম্ভবপর? একটু অভিনিবেশ-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এতৎপ্রসঙ্গে, 'বায়োঃ' পদে কোন্ বায়ু দ্যোতনা করিতেছে। ইহাকে যদি প্রাণবায়ু বলিয়া অর্থ করা হয়, তাহা হইলে কিরূপ সুসঙ্গত অর্থ প্রকাশ পায়। তাহাতে অর্থ হয়,—স্তোত্র-সকল প্রাণবায়ুর সমীপে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।' এস্থলে, সাধন অগ্নিস্বরূপ জ্ঞানময় দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমার প্রাণবায়ুর সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকুন। আমার দেহমধ্যে যতদিন প্রাণের সত্তা বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন আমি এ মরজগতে বিচরণ করিব, ততদিন যেন আমার হৃদয় হইতে আপনার জ্ঞানাগ্নিরূপ বিচ্ছিন্ন না হয়;—আমি যেন জীবনে কখনও আপনার অবিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে না পারি।' অথবা গত্যর্থক 'বা' ধাতু হইতে 'বায়ু' শব্দ উদ্ভূত বলিয়া, ঐ শব্দের 'সর্ব্বত্রগ – বিশ্বব্যাপী' অর্থ পরিগ্রহ করিলে মন্ত্রটীতে একটী উচ্চ ভাব প্রকাশিত হইতে পারে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে দেব! এই স্তুতিসকল, আপনাকে বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্রগ জানিয়া বিশ্বব্যাপী

ঋগ্ ব্যাখ্যানমবশ্যং কর্ত্তব্যং। মন্ত্রৈবর্থানুস্মরণং তু প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদে চতুর্থাধিকরণে নির্ণীতং, মন্ত্রা উরু প্রথস্বেতী কিমদৃষ্টৈকহেতবঃ। যাগেষুত পুরোডাশ-প্রথনাদেশ্চ ভাসকাঃ। ব্রাহ্মণেনাপি তদ্ভানান্মন্ত্রাঃ পুণ্যৈকহেতবঃ। ন তদ্ভানস্য দৃষ্টত্বাদ্ দৃষ্টং বরমদৃষ্টতঃ" উরুপ্রথস্বেত্যয়ং কশ্চিন্মন্ত্রঃ তস্যায়মর্থঃ—ভো পুরোডাশ। ত্বং উরু বিপুলতা যথা ভবতি তথা প্রসব ইতি। এবমাদয়ো মন্ত্রাঃ যাগপ্রয়োগেষু চার্য্যমানাঃ অদৃষ্টমেব জনয়ন্তি। নত্বর্থপ্রকাশানায় তদুচ্চারণং পুরেডাশগ্রহণলক্ষণস্যার্থস্য ব্রাহ্মণবাক্যনাপি প্রাপ্তত্বাৎ উরুপ্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি ইতি হি ব্রাহ্মণবাক্যং। নৈতদ্যুক্তং। অর্থপ্রত্যয়েনস্য দৃষ্টপ্রয়োজনসম্ভবে সতি কেবলাদৃষ্টস্য কল্পয়িতুমশক্যত্বাৎ। তস্মাৎ দৃশ্যমানার্থানুস্মরণমেব যাগপ্রয়োগে মন্ত্রোচ্চারণস্য প্রয়োজনং ব্রাহ্মণবাক্যেনার্থানুস্মরণসম্ভবে মন্ত্রৈনৈবানুস্মরণীয়মিতি যো নিয়মঃ তস্য দৃষ্টাসম্ভবাৎ অদৃষ্টং প্রয়োজনং" ॥

অস্মিন্নেবাধিকরণে মতান্তরেণ পূর্ব্বোত্তরপক্ষাবাহ—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো যদ্বা কলহো বিনিযোজনে। ন মন্ত্রলিঙ্গ সদ্ধার্থমনুবক্তীতয়দ্ যতঃ।" অস্য মন্ত্রস্য লিঙ্গেন বিনিয়োগে ব্রাহ্মণবাক্যং অধিরক্ষিতার্থং স্যাৎ। বাক্যেন বিনিয়োগে মন্ত্রলিঙ্গং ন বিবক্ষ্যত ইত্যুভয়োর্ব্বিরোধাদপ্রামাণ্যং চোদনায়াঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। নাস্তিং বিরোধঃ প্রবলেন লিঙ্গেন বিনিয়োগসিদ্ধৌ বাক্যস্যানু-

---

যজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্মরণ করিতে হইবে। অতএব ঋকের ব্যাখ্যা অবশ্য-কর্ত্তব্য। মন্ত্র দ্বারা অর্থের (প্রয়োজনীয় পদার্থের) স্মরণ হইয়া থাকে। তদ্বিষয় প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে চতুর্থ অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে; যথা,—'মন্ত্রা উরুপ্রথস্বেতি কিমদৃষ্টৈক হেতবঃ।' ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—'উরুপ্রথস্ব' এইরূপ কোন একটী মন্ত্র আছে। তাহার অর্থ এই,—হে পুরোডাশ। যে প্রকারে প্রাচুর্য্য হয়, সেই প্রকারে তুমি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হও। 'উরুপ্রথস্ব' ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ যাগানুষ্ঠানকালে উচ্চারিত হইয়া অদৃষ্ট উৎপাদন করে; কেবল অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ করা হয় না; কারণ,—পুরোডাশ দ্রব্যের প্রথম (বর্দ্ধন) রূপ মন্ত্রার্থ ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারাও পাওয়া গিয়াছে; (উরু প্রথস্বেতি পুরোডাশং প্রথয়তি, ইহাই ব্রাহ্মণ বাক্য); ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—অর্থ জ্ঞাপনরূপ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সম্ভবপর হইলে কেবল অদৃষ্টমাত্রের কল্পনা করিতে পারা যায় না। উক্ত কারণে যাগানুষ্ঠানে মন্ত্রোচ্চারণের একমাত্র দৃশ্যমান (প্রত্যক্ষ) অর্থ স্মরণই প্রয়োজন। আর যে স্থলে ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা অর্থ স্মরণের সম্ভব, অথচ 'মন্ত্রণেবানুস্মরণীয়ম্' (মন্ত্রের দ্বারাই (অর্থ) স্মরণ করিতে হইবে), এইরূপ যে নিয়ম আছে; সেই স্থলে উক্ত নিয়মের দৃষ্ট প্রয়োজনের অসম্ভব হেতু অদৃষ্টই প্রয়োজন হউক।

এই চতুর্থ অধিকরণেই মতান্তরে পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ কথিত হইতেছে; 'মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্যদ্বা কলহো বিনিয়োজনে'। ইত্যাদি। তাহার ব্যাখ্যা,—এই ('উরুপ্রথস্ব') মন্ত্রের লিঙ্গ (পদার্থ শক্তি) দ্বারা বিনিয়োগ হইলে ব্রাহ্মণ বাক্যের অর্থ বিবক্ষিত হয় না; এবং বাক্য দ্বারা বিনিয়োগ হইলে মন্ত্র লিঙ্গ বিবক্ষিত হইবে না; এইরূপ উভয়ের বিরোধ হেতু প্রেরণার (বিধি বাক্যের) প্রামাণ্য নাই; ইহাই পূর্ব্ব পক্ষ। ইহ বিরোধ নহে; কারণ—অপেক্ষা প্রবল মন্ত্র লিঙ্গ অনুসারে বিনিয়োগ সিদ্ধ হইলে পর

বাদকত্বাৎ ইতি রাদ্ধান্তঃ।" অর্থানুস্মরণায় ব্যাখ্যাতব্যাঃ সাম্নযোনিভূতাঃ ঋচঃ সংহিতাগ্রন্থে ছন্দোনামকে সমাম্নাতাঃ, তাঃ সর্ব্বা ঋচ আম্নাতক্রমেণেহ ব্যাখ্যাস্যন্তে। ন চ তাসাং ক্রতুষু স্বাতন্ত্র্যেণ বিনিয়োগঽস্তি। ব্রাহ্মণেন সূত্রেণ চ বিনিযুক্তানাং সাম্নামাশ্রয়ত্বয়া তদুপযোগাৎ তস্মাদ্ ঋগ্বেদব্যাখ্যান ইবৈতদ্ব্যাখ্যানে বিশেষেণ বিনিয়োগো নান্বেষণীয়ঃ। সামান্যেন ত বিনিয়োগো যদ্যপি ব্রহ্মযজ্ঞবিষয়োঽস্তি তথাপ্যসৌ কৃৎস্নস্য বেদস্যৈকরূপ ইতি নান্বেষণপ্রয়াসোঽস্তি। নম্বেবমপ্যৃচামৃষিচ্ছন্দোদৈবতান্যবগন্তব্যানি। অন্যথা প্রত্যবায়-প্রসঙ্গাৎ। তথাচ ছন্দোগা আমনন্তি—'যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত ব্রাহ্মণেন য জয়তিবাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বাপদ্যতে প্রবামীয়তে পাপীয়ান ভবতি। যাতয়মান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্ত্যথ। যো মন্ত্রে বেদ সর্ব্বমায়ুরেতি শ্রেয়ান্ ভবত্যযাতমানস্য ছন্দাংসি ভবন্তি-তস্মাদেতানি মন্ত্রে বিদ্যাৎ ইতি। এবন্তর্হি তাসামৃচাং ক্রমবত্যাপেন বহ্বৃচৈঃ অপ্যধীয়মানত্বাৎ তদীয়ানুক্রমণিকোক্তানৃষ্যাদীন্যত্রানুসন্ধেয়ানি॥

ইতি সায়ণাচার্য্যকৃতা সামবেদভাষ্যানুক্রমণিকা সমাপ্তা। ওঁ তৎসৎ।

ব্রাহ্মণ বাক্য উক্ত বিনিয়োগের অনুবাদক হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। অর্থ স্মরণের নিমিত্ত ব্যাখ্যার যোগ্য যে সকল সামের উৎপাদিকা ঋক্ ছন্দঃ নামক সংহিতা পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ঋক্, উল্লেখক্রমে এই সামবেদ ব্যাখ্যাত হইতেছে। উক্ত ঋক্ সকলের স্বাধীনভাবে সমুদয় যজ্ঞে বিনিয়োগ হয় না, কারণ ব্রাহ্মণ (অর্থবাদ) বাক্য এবং সূত্র (মন্ত্র বাক্য) দ্বারা বিনিযুক্ত সাম-সমূহের আশ্রয়রূপে সেই ঋক সকলের উপকারিতা আছে। উক্ত কারণে ঋগ্বেদব্যাখ্যায় যেরূপ বিনিয়োগ বিশেষরূপে অন্বেষণ করিতে হয় না, সেইরূপ সামবেদ ব্যাখ্যায় বিশেষ বিনিয়োগ অন্বেষণ করিতে হইবে না। যদিও সামান্য বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞ বিষয়ে উল্লিখিত আছে; তথাপি ঐ সামান্য বিনিয়োগ সমস্ত বেদের পক্ষে একই,—এই হেতু অন্বেষণের নিমিত্ত চেষ্টাও নাই। তাহা হইলে ঋক্ মন্ত্রসমূহের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা জ্ঞাত হওয়া উচিত, অন্যথাতে প্রত্যবায় হইতে পারে। সামগায়কগণ বলিয়া থাকেন, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা জানেন না এরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি যাগ অথবা বেদাধ্যয়ন করান; সেই যজমান স্থাণু-(পত্রাদিশূন্য বৃক্ষ) ভাব প্রাপ্ত হন এবং মরিয়া গর্ত্ত নামক নরকে যান, আর মহাপাপগ্রস্ত হন। উক্তরূপে যে বেদ পাঠ করে, তাহার বেদ সকল অতযাম জরাগ্রস্ত, হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। আর যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, ও দেবতা অবগত আছেন, তিনি পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়েন, মঙ্গলযুক্ত হয়েন এবং তাঁহার বেদ সকল পূর্ণ-বীর্য্য, সমগ্র ফলদানে সমর্থ হইয়া থাকে; অতএব ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা এই কয়টী প্রত্যেক মন্ত্রে অবগত হইবে ইতি। ঋষি প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য, এইরূপ স্থির হইলে বহ্বৃচ (ঋগ্বেদজ্ঞ)-গণও সেই সকল ঋকের ক্রম বিপর্য্যয় করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। এই সামবেদ মন্ত্রসমূহেও সেই ঋগ্বেদীয় অনুক্রমণিকায় কথিত ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতার অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে হইবে।

সায়নাচার্য্যকৃত সামবেদ ভাষ্যানুক্রমণিকা সমাপ্ত। ওঁ তৎসৎ।

বায়ুর সহিত সমীপে আরাধনা করিতেছে, বা বায়ুর সহিত মিলিত হইতেছে।' ভাবার্থ এই যে,—'তিনি বায়ুরূপে দৃশ্যমান্ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত বিদ্যমান। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই স্তুতিসকল তাঁহার উপাসনা করিতেছে। তাঁহার সত্তা কোথায় নাই। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে অণু-পরমাণু ব্যাপিয়া আছেন।' জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্রই তো তিনি সমভাবে বর্ত্তমান। পুরাণে দেখিতে পাই,—ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি জড় স্তম্ভ হইতেও প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভীত চকিত অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে' ইত্যাদি। স্থূলচক্ষুবিশিষ্ট আমরা কিরূপে ভগবানের সর্ব্বত্রস্থিত ভাব প্রত্যক্ষ করিব? এ সূক্ষ্মভাব দেখিতে হইলে সূক্ষ্ম জ্ঞানচক্ষুর আবশ্যক করে। আমরা ভাবি,—তিনি বিশেষ বিশেষ পদার্থে বিশেষ বিশেষ সত্তায় বিদ্যমান; কিন্তু কি ধারণা করি? ফলতঃ বায়ু যেমন সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট, তিনিও সেইরূপ সকল পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। জগতের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিতে পাইবে—সকলই তাঁহার অভিব্যক্তি। মন্ত্র সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে; ইহাই এ মন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। (১অ—১প্র—২দ—৩সা)।

———•———

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নমোভরন্ত এমসি॥ ৪॥

* • *

গেয়-গানং।

২ ১ ৪র ৫র ১ — ১১ — ২ ১র
উপা ত্বা ২ ৩ গ্নে দিবে দিবায়ি। দোষা ২ বাস্তা ২ঃ। ধিয়াবয়ং।
১ — — ২ ১র ২
নমো২ ভারা২। তয়ে মা ২ ৩ সা ৩১৩ য়ি।
১
ও ২ ৩ ৪ ৪ ই। ড॥ ৪॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের সপ্তমী ঋক্। ইহার ঋষি—মধুচ্ছন্দাঃ, ছন্দঃ গায়ত্রী। বিশ্বামিত্র ঋষি ইহার প্রকাশক গেয়-গানের নাম—বৈশ্বামিত্র।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব!) 'বয়ং' (যাজ্ঞিকাঃ) 'দিবে দিবে' (প্রতিদিনং) 'দোষাবস্তঃ' (রাত্রৌ দিবাচ, রাত্রৌ প্রকাশমানং বা) 'ধিয়া' (পরমার্থবুদ্ধ্যা) 'নমঃ' (নমস্কারং) 'ভরন্তঃ' (কুর্ব্বন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (সমীপে) 'এমসি' (প্রাপ্নুমঃ)। পরাৎপরবুদ্ধ্যা যে হি ত্বা সমুপাসতে তে খলু তব সন্নিহিতা এব ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—২দ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আমরা, প্রতিদিন দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ (অথবা রাত্রিতে প্রকাশমান আপনাকে) পরমার্থবুদ্ধিতে নমস্কার করিতে করিতে আপনাকে নিকটেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। (অর্থাৎ, যাহারা পরমার্থ বুদ্ধির দ্বারা আপনার উপাসনা করে, তাহারা আপনার অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয় অথবা আপনার সামীপ্য লাভ করিতে পারে)। (১অ—১প্র—২দ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। সৈষা চতুর্থী। মধুচ্ছন্দঋষিঃ। হে অগ্নেঃ। বয়মনুষ্ঠাতারঃ দিবে দিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তঃ রাত্রাবহনিঃ চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তঃ নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ উপ সমীপে ত্বা এমসি। ত্বামাগচ্ছামঃ।

উপশব্দস্য নিপাতস্বরঃ। ফি০ ৪।১২। ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়াঃ। পা০ ৮।১।২৩। ইতি যুষ্মচ্ছব্দস্যানুদাত্তস্তাদেশঃ। দোষাশব্দো রাত্রিবাচী। বস্তঃ ইত্যহর্ব্বাচী। দ্বন্দ্বমাসে কার্ত্তকৌজপাদিত্বাৎ। পা০ ৬।২।৩৯। আদ্যুদাত্তঃ। স'বেকাচঃ। পা০ ৬।১।১৬৮। ইতি ধিয়ো বিভক্তিরুদাত্তা। নম ইতি নিপাতঃ। ভরন্ত ইত্যত্র শপঃ পিত্বাচ্ছতুল'সার্ব্ব-ধাতুকত্বাচ্চানুদাত্তত্বে সতি ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। এমসীত্যত্রেদন্তোমসিঃ। পা০ ৭।১।৪৬। ইত্যাদেশো নিঘাতশ্চ। (১অ—১প্র—২দ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, তাঁহার বন্দনা তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে, তাঁহার সামীপ্য লাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা আর পুনঃপুনঃ জানিবার আবশ্যক করে না। ইহাই সার সত্য যে, তচ্চিন্তায় তদ্ধ্যানে তন্নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে থাকিতে, ক্রমে ক্রমে তৎসালোক্য, তৎসামীপ্য, তৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে, জ্ঞানরাজ্যের এক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। 'দোষাবস্তঃ' পদে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা

রাত্রি বস্তঃ দিন) অর্থই গৃহীত হয়। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, 'বস্তঃ' শব্দে 'প্রকাশমান' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষাবস্তঃ'। কে তিনি?—যিনি অন্ধকার নাশ করেন। সে অন্ধকারই বা কি?—যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা সংসার আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে। সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি-রোধকারী অন্ধকার নয়। সে যে আমার অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান অন্ধকার। এ মন্ত্রে সেই অন্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'তুমি এসো দেব। একবার আমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রকাশিত হও। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর; আর অজ্ঞান-আঁধার দূর হউক।

তার পর মন্ত্রের 'ধিয়া' শব্দ। 'ধিয়া' শব্দের সাধারণ অর্থ—'বুদ্ধ্যা' অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা। 'দোষাবস্তঃ' আপনি, আপনাকে যেন পরমার্থবুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি। সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত হইয়া, আপনাকেই একমাত্র পরাৎপর পরমপুরুষজ্ঞানে আপনার সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতিঃ যেন অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আনয়ন করিতে সমর্থ হই। এ জ্ঞান, যে সে জ্ঞান নহে,—এ জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, এ জ্ঞানে অনিত্য সাংসারিক অপবিত্রতা নাই, এ জ্ঞান নিত্যপূত। এ জ্ঞান তাঁহারাই ধ্যান,—যিনি সর্ব্বত্রগ যিনি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান্। 'ধিয়া' পদে সেই জ্ঞানের সম্বন্ধই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয় পাদে, 'নমঃ ভরন্তঃ ত্বা এমসি' শব্দগুলিতে, আর সকল ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে। আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে, আপনার অর্চ্চনে, আপনার শরণে, আপনার বন্দনে, আপনার অনুধ্যানে তন্ময় হইতে হইতে,—যেন আপনার সমীপে গমন করিতে পারি, আপনাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। এখানে প্রার্থনা,—'আমায় সেই সামর্থ্য দেও, আমায় সেই জ্ঞান দেও,—যে সামর্থ্য-প্রভাবে, যে জ্ঞান-সাহায্যে, আপনাকে সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বমূলাধার পরাৎপর ব্রহ্ম জানিয়া আপনাতেই বিলীন হইতে সমর্থ হই।' (১অ—১প্র—২দ—৪সা)।

পঞ্চমং সাম।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২
জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়।
১ ২　৩ ১ ২　৩ ২
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং ॥ ৫ ॥

গেয়-গানং।

৪৫ ১ — ১ — ১ ২র ১ —
১। জারা। বোধা ২ বোধা ২। তদ্বিবিড্ঢায়ি। বিশে বায়িশে ২।
১ র ২ ৩ ৫র র ১র
যজ্ঞা ২ ৩। যাযা ৩ ৪ ঔ হোবা। স্তোমহং।
২ ১র ২র ১
রুদ্রায়। দৃশীকাং ॥ ৫ ॥ *

* * *

৫র র ৪ ৫ ১ ২ ২ ১
২। জরাবোধো বা। তাদ্বিবিড্ঢায়ি। বিশায়ি বা ২ ৩
২ ২ ১র র ৭ ৪
য়িশে। যজ্ঞিয়ায়া। স্তোমহংরুদ্রা ৩ য়া ২।
৫ ৩র ২
দৃশীকো ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (জনানাং পাপত্রাণকারণাৎ) 'জরাবোধ' (স্তুত্যা উদ্বুদ্ধমান, সাধনপ্রভাবেন জাগরণশীল, পরিদৃশ্যমান বা হে দেব) 'বিশে বিশে' (সর্ব্বলোকে) 'বিবিড্ঢি' (প্রবিশ, অধিষ্ঠিতো ভবসি); 'যজ্ঞিয়ায়' (যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং) 'রুদ্রায়' (মহতে তুভ্যং প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'দৃশীকং' (দর্শনীয়ং, সমীচীনং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং) গ্রহণং কুরু ইতি শেষঃ। জনহিতসাধক হে দেব! ত্বং হি জনহিতসাধনায় সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্তোঽসি; অস্মৎ প্রদত্তাং পূজাং গৃহাণ ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ—১প্র—২দ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধনপ্রভাবে উদ্বুদ্ধমান্ হে দেব, পাপ হইতে মনুষ্যগণকে পরিত্রাণের জন্য আপনি সর্ব্বলোকে অধিষ্ঠিত (অনুপ্রবিষ্ট) আছেন। আমাদের যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠান-সিদ্ধির জন্য, সেই যে মহৎ আপনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমাদের স্তোত্র (পূজা) আপনি গ্রহণ করুন। (১অ—১প্র—২দ—৫সা)।

---

* এই সামটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তবিংশতি সূক্তের দশমী ঋক্। ইহার ঋষি—শুনঃশেপ, ছন্দঃ—গায়ত্রী। ইহার গেয়-গান দ্বিবিধ। প্রকাশক—অগ্নি ঋষি এবং নাম—জরাবোধির।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। শুনঃশেপ ঋষিঃ। হে জরাবোধ। জরয়াস্তুত্যা বোধ্যমানাগ্নে! বিশে বিশে তত্তদ্যজমানরূপপ্রজানুগ্রহার্থং। যজ্ঞিয়ায় যজ্ঞসম্বন্ধ্যনুষ্ঠান-সিদ্ধ্যর্থং। তদ্ দেবযজনং। বিবিড্ঢি প্রবিশ। যজমানোঽপি রুদ্রায় ক্রূরায়াগ্নয়ে তুভ্যং। দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং করোতীতি শেষঃ। অত্র যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্। জরা স্তুতিঃ জরতে স্তুতিকর্ম্মণঃ তদ্ বোধয়িতরিতি তাবদ্ বিবিড্ঢি। তৎকুরু। মনুষ্যস্য যজমানায়। স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ং ইতি।

জরাবোধ জৄষ বয়োহানৌ। অত্র তু স্তুত্যর্থঃ। ষিদ্ভিদাদিভ্যো ঽঙ্ ইত্যঙ্ প্রত্যয়ঃ। অতষ্টাপ্। জরয়া স্তুত্যা বোধো যস্যাসৌ জরাবোধঃ। যদ্বা জরয়া বোধ্যতে ইতি জরাবোধঃ। কর্ম্মণি আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বিবিড্ঢি। বিশ প্রবেশনে। লোটো হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অভ্যাসহলাদিশেষৌ হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ ইতি হের্ধিরাদেশঃ। ষত্বষ্টুত্বে। যদ্বা বিষ্ল ব্যাপ্তৌ ইত্যস্য লোণ্মধ্যমৈকবচনে অভ্যাসস্য গুণাভাবঃ। বিশে বিশে। সাবেকাচঃ ইতি চতুর্থ্যা উদাত্তত্বং। অনুদাত্তঞ্চ ইত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। যজ্ঞিয়ায়। যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ ইতি ঘঃ। দৃশীকং। অনিদৃশীভ্যাঞ্চেতি কীকন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ ৫॥

* * *

পঞ্চম (১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের একটী জটিল শব্দ—'জরাবোধ'। সায়ণের অর্থে ঐ শব্দে স্তুতির দ্বারা উদ্‌বুদ্ধমান্ অগ্নিকে বুঝাইতেছে। একজন ব্যাখ্যাকার ঐ শব্দে 'যাজ্ঞিক বিপ্র' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তদনুসারে, স্তুতিকারক যাঁহার স্তুতিতে ভগবান্ জাগরিত (উদ্‌বুদ্ধ) হন, ঐ শব্দ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায়ই ঐ শব্দকে ব্যক্তিবিশেষের বা দেবতা-বিশেষের নাম-মাত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমরা এ পক্ষে সায়ণেরই অনুসরণ করিলাম। আমরা মনে করি, স্তুতির দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, সাধনার দ্বারা যিনি উদ্‌বুদ্ধ হন; সাধকের দর্শনীয় হন, মনশ্চক্ষুর গোচরীভূত হন; সেই ভগবানই ঐ শব্দের লক্ষ্য-স্থল। মনুষ্যগণকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য যাঁহার করুণার হস্ত সদা প্রসারিত রহিয়াছে, সর্ব্বলোকের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশে তিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। 'বিশে বিশে বিবিড্ঢি' বাক্যে সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে, আমাদের অন্বয়ানুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশের (তৎ জরাবোধ বিশে বিশে বিবিড্ঢি) মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'জীবের পরিত্রাণকামনাহেতু সাধনার উপলব্ধীভূত হে দেব, আপনি বিশ্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন।' অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম,—'সেই যে আপনি, আমাদের কর্ম্মমাত্রে সিদ্ধি-প্রদানের জন্য আমাদের স্তোত্র বা পূজা গ্রহণ করুন।' 'দৃশীক' পদ দর্শনীয় অর্থ প্রকাশ করে। এখানে স্তোত্রকে একটু যেন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। স্তোত্র যেন আপনার দর্শনীয় হয়, স্তোত্র যেন সমীচীন অন্যায় না হয়। যে সে লোক, যে সে অবস্থায় অপকর্ম্মকারী জন,

যাহা-তাহা প্রার্থনা করিলেই যে, সে প্রার্থনা ভগবানের নিকট পৌঁছিবে, তাহা নহে। সৎপথানুবর্ত্তী জন যদি ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা করে, তবেই শ্রীভগবান তাহা গ্রহণ করেন। এখানে প্রার্থনায় সেই আভাষই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১অ—১প্র—২দ—৫সা)।

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ৪র ৫ ২র র ১র ২ ৩
প্রতি ত্যা ২ ৩ ঞ্চারুমধ্বরাং। গোপীথা। য়াহ্‌। প্রহুয়া
৫ ২ ১ ২ ১ ২র ১ ২
২ ৩ ৪ সায়ি। মরুদ্ভিঃ। আগ্না আগহা। ঔ ৩
৪ ৫ ৪
হোবা। হোহ ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'ত্যং' (তং, তথাবিধং, যথানুষ্ঠিতং) 'চারুং' (সুন্দরং, সুসম্পাদিতং) 'অধ্বরং' (যজ্ঞ, হিংসাদিরহিতং কর্ম্ম) 'প্রতি' (লক্ষ্য, লক্ষ্য) 'গোপীথায়' (সোমপানায়, হবির্গ্রহণায়, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'প্রহূয়সে' (প্রকর্ষেন ত্বং হূয়সে, আহূতো ভবসি) তস্মাৎ 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্দেবগণৈঃ সহ) 'আগহি' (আগচ্ছ) ত্বমিতি শেষঃ। হে দেব! এতাং পূজাং গৃহাণ, মরুদ্দেবগণৈঃ সহ অস্মান্ প্রাপয় ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ২দ, ৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! যথানুষ্ঠিত সুসম্পাদিত হিংসাদিরহিত আমাদিগের এই যাগাদি কর্ম্ম আপনি প্রাপ্ত হউন; এবং সেই কর্ম্মে ভক্তিসুধাপানজন্য

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ঊনবিংশ-সূক্তের প্রথম ঋক্। ছন্দঃ গায়ত্রী ও ঋষি মেধাতিথি। গেয়-গানের ঋষি অগ্নি ও সোম। গানের নাম—মারুত।

(হবির্গ্রহণার্থ) আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আহ্বান করিতেছি। মরুদ্দেব-গণ-সহ আপনি আগমন করুন। (১অ—১প্র—২দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথষষ্ঠী। মেধাতিথির্ঋষিঃ। ত্যচ্ছন্দঃ সর্ব্বনামতচ্ছন্দপর্য্যায়ঃ। হে অগ্নে! যো যজ্ঞশ্চারু অঙ্গবৈকল্যরহিতঃ। ত্যং তথাবিধং চারুমধ্বরং প্রতিলক্ষ্য গোপীথায় সোমপানায় প্রহূয়সে। প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে। তস্মাদস্মিন্নধ্বরে ত্বং মরুদ্ভিঃ সহ দেববিশেষৈঃ সহাগহি আগচ্ছ। সেয়মৃগ্‌ যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতা। তং প্রতি চারুমধ্বরং সোমপানায় প্রহূয়সে। সোঽগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছ। নি° ১০।৩।১২। ইতি। ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের শেষাংশ—'মরুদ্ভিরগ্ন আগহি'। উহার অর্থ—'হে অগ্নিদেব! মরুদ্‌গণের সহিত আপনি আগমন করুন।' কোথায় আগমন করিবেন? কি জন্য আগমন করিবেন? "অধ্বরং প্রতি" এবং "গোপীথায়" শব্দে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। বলা হইতেছে;—'অধ্বরে (হিংসারহিত যজ্ঞে বা হৃদ্দেশে) আসুন; গো-পানের (সোমপানের) জন্য আসুন।' অধ্বর কেমন? না—'চারু', সুসম্পাদিত অথবা সদ্ভাব-পরিপূর্ণ। 'অধ্বর' শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ—'হিংসা নাই যাহাতে'। তাহাতে যেমন 'বহির্যজ্ঞ' অর্থ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ 'অন্তর্যজ্ঞ' অর্থও সূচিত হইতে পারে। বহির্যজ্ঞ পক্ষে 'রাক্ষসাদি হিংস্রের হিংসাশূন্য' এবং অন্তর্যজ্ঞপক্ষে 'কামক্রোধাদি রিপুর হিংসারহিত' অর্থ অবভাসিত হয়। ফলতঃ, উভয় পক্ষেই নিস্পৃহ নির্লোভ নিরহঙ্কার বিদ্বেষ-পরিশূন্য ভাবই 'অধ্বর' শব্দের মুখ্য লক্ষ্য। তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ, যে যজ্ঞে বৈরিকৃত কোনও হিংসা নাই; তাহাই দেবগণের প্রীতিপ্রদ; সেই যজ্ঞই সদ্ভাব-পরিপূর্ণ ও সুসম্পাদিত।

সেই মনোহর যজ্ঞে (হৃদয়ে) দেবগণ আহূত হইতেছেন, কি নিমিত্ত? না, 'গোপীথায়'। ঐ শব্দের অর্থ সায়ণ করিয়াছেন—'সোমপানায়'। বুঝিয়া দেখুন—আবশ্যক-মত এখানে 'গো' শব্দে 'সোম' দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু হইয়া এখানে কেহ 'গো' অর্থ স্বীকার করিতে পারেন না। তাই সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'সোমপানার্থ'। বিধর্ম্মীরা তদনুসরণেই অর্থ করেন—সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য পানের জন্য'। সাবধানী জন অর্থ করেন—'গোদুগ্ধ পানের নিমিত্ত।'

'গো' শব্দ—বহু অর্থদ্যোতক। 'গো' শব্দে 'সোম' (চন্দ্র) বুঝায়; 'গো' শব্দে 'সোম' (যজ্ঞ) অভিহিত হয়; 'গো' শব্দ বলিতে 'সোম' (কিরণ বা জ্যোতিঃ) অর্থ প্রকাশিত হয়; 'গো' শব্দ 'সোম' (ভক্তিসুধা) অর্থও দ্যোতনা করিয়া থাকে। সায়ণাচার্য্য, স্থূলভাবে সোমপান মাত্র বলিয়াছেন; কিন্তু 'সোম' যে কি, তাহা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই। আমরা বলি, 'সোম' বলিতে বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবকে বুঝায়; 'সোম' বলিতে অন্তর্নিহিত

ভক্তিসুধাকে বুঝায়; 'সোম' বলিতে জ্ঞানরূপ দিব্যজ্যোতিঃ অর্থ প্রকাশ পায়। 'সোম' (চন্দ্র, যজ্ঞ, ভক্তিসুধা) পান করিতে এস—অর্থে এখানে প্রার্থনার ভাবে বলা হইতেছে—'আমাদের হৃদয়ের সদ্বৃত্তিসমূহ শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হউক, আর তোমরা আসিয়া তাহাতে মিশিয়া যাও।' চন্দ্রের স্নেহভাব—সদসদ্বৃত্তির সাম্যভাব রূপ সোম; যজ্ঞের পরিশুদ্ধ অংশ—ভক্তি-উপহাররূপ সোম; এবং রশ্মির বা জ্যোতির দ্যোতনা—জ্ঞান-বিকাশরূপ সোম। গত্যর্থমূলক 'গম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এই 'গো' শব্দে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, তিনের সমবায় পরিব্যক্ত করিতেছে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনের সমবায়যুত যে অধ্বর (যজ্ঞ বা হৃৎপ্রদেশ), তাহাই 'চারু' (দেবমনোহরণকারী)। এ মন্ত্রে সেই ভাবই প্রস্ফুটিত দেখি। সেই ভাব প্রাপ্ত হইলে, অগ্নিদেব, (ভগবান), মরুদ্গণ (বিভুত্যাদি) সহ অধ্বর (যজ্ঞ বা হৃদয়) প্রাপ্ত হন। মন্ত্রের উদ্দেশ্য,—সেই অবস্থায় উপনীত হও; ভগবানের করুণালাভের অধিকারী হইবে; ডাকিবার সামর্থ্য আসিবে—'মরুদ্ভিরগ্ন আগহি।' সে অবস্থায় ডাকিয়াও সুফল লাভ করিতে পারিবে। (১অ—১প্র—২দ—৬সা)।

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

অশ্বং নত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সম্রাজন্তমধ্বরাণাং ॥ ৭ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র র ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ৫

অশ্বন্নত্বা ঔ হো হায়ি। বারাবা ২ ৩ ৪ ন্তাং। বন্দাধ্যা ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ৩র র ৫ ১৩ ৫ ২ ৩

অগ্নায়িন্নমা। ঔ হো বা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উ হু বা ২

৫ ২১র২ ১ ১২ ৩র ৪ ৫

৩ ৪ ভীঃ। সম্রাজ। ন্তাহমধ্বরা ৩ ৪। ঔ হো বা।

১৩ ৫ ৩র ২

ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ৪

ণাং। এহিয়া ৫ হা। হো ২ ৫ ই ডা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'অশ্বং' (ব্যাপকং, রশ্মিং) 'ন' (ইব) 'বারবন্তং' (বাধানিবারকং, প্রকাশকং) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'সম্রাজন্তং' (স্বামিনং, নিষ্পাদকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'নমোভিঃ' (স্তুতিভিঃ) 'বন্দধ্যৈ' (বন্দিতুং প্রবৃত্তা ভবাম বয়মিতি শেষঃ)। রশ্মিবৎস্বপ্রকাশকং সর্ব্বসৎকর্ম্মসম্পাদকং জ্ঞানস্বরূপং ত্বাং বয়ং অভিষ্টসিদ্ধ্যর্থং সংভজামহে ইতি ভাবার্থঃ।

অথবা

২। 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'সম্রাজং' (সম্রাট্স্বরূপং) 'বারবন্তং' (অমৃতশালিনং) 'অশ্বং' (ব্যাপ্তিশীলং, সর্ব্বব্যাপকং) 'তং' (প্রখ্যাতং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং। দেবং) 'নমোভিঃ' (নমঃসূচকমন্ত্রৈঃ) 'নত্বা' (প্রণম্য) 'বন্দধ্যৈ' (বন্দিতুং প্রবৃত্তা ভবাম বয়মিতি শেষঃ)। (১অ—১প্র—২দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! রশ্মির ন্যায় স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) সর্ব্বযজ্ঞের (সকল সৎকর্ম্মের) সম্পাদক (প্রভু) জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আমরা যেন (অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য) বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

অথবা

২। যজ্ঞসমূহের সম্রাট্ (প্রভু) স্বরূপ, অমৃতবিশিষ্ট, সর্ব্বব্যাপক, প্রখ্যাত (সেই) জ্ঞানস্বরূপ দেবকে নমঃশব্দোচ্চারণপূর্ব্বক আমরা যেন বন্দনা করিতে (সর্ব্বদাই) প্রবৃত্ত হই। (১অ—১প্র—২দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। শুনঃশেপ ঋষিঃ। অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং সম্রাজং তং সম্রাট্স্বরূপং স্বামিনমগ্নিং ত্বাং নমোভিঃ স্তুতিভির্ব্বন্দধ্যৈ বন্দিতুং প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। বারবন্তং বালযুক্তং অশ্বং ন। অশ্বমিব। অশ্বো যথা বালৈর্ব্ব্যথকান্ মশক-মক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্বিরোধিনঃ পরিহরসি ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটীর প্রথম পাদস্থিত 'অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং'—শব্দ কয়টী বড়ই সমস্যা-মূলক। ব্যাখ্যাকারগণ, ভাষ্যকারের অনুসরণে ঐ শব্দ কয়টীর অর্থ করিয়াছেন—'পুচ্ছ ও কেশবিশিষ্ট অশ্বের ন্যায়।' তাহা হইতে টানিয়া বুনিয়া দৃষ্টান্ত ক্ষেত্রে ভাব আনা হইয়াছে,—'অশ্ব যেমন পুচ্ছাদি-সঞ্চালনে ব্যথাদায়ক দংশমশকাদিকে দূরীভূত করে,

অগ্নিদেবও সেইরূপ স্বকীয় জ্বালা (শিখা) দ্বারা আমাদিগের পীড়াদায়ক শত্রুগণকে দূর করেন।' এস্থলে, 'ঘোটক যেমন পুচ্ছাদিযুক্ত'—এবম্বিধ উপমার কোনরূপ সার্থকতাই আমরা, দেখিতে পাই না। অগ্নির শিখার সহিত ঘোটক-পুচ্ছের উপমাতে কি ভাব দ্যোতনা করে? দংশমশকাদির বিষয় মনে করাও বড় দূর-কল্পনার কথা।

'অশ্বং নত্বা'—এস্থলে 'ন' শব্দের অর্থ বৈদিক-প্রয়োগে 'ইব' এবং 'ত্বা শব্দের অর্থ 'ত্বাং' বলিয়া স্বীকার করিলে, উপমার ভাবই সূচিত হয় বটে; কিন্তু 'নত্বা' পদের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া সহজসাধ্য 'প্রণম্য' অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত উপমার ভাব আনয়নের আবশ্যক করে না। যাহাই হউক, উক্তরূপ দ্বিবিধ অর্থ-গ্রহণ পক্ষেই আমরা বলি, মন্ত্রে অনিত্য ঘোটকাদির সম্বন্ধ নাই। উপমা-পক্ষে এখানে জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানরূপ জ্যোতির উপমাই বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানরূপ রশ্মি, স্বতই বিস্ফারিত হয়; অজ্ঞানরূপ বাধা তাহার নিকট আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। এখানে, ঐ উপমায় যে অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহারই স্বরূপ উপলব্ধ হইতেছে। সাধারণ অগ্নি বা জ্যোতিঃ স্বতঃ-বিচ্ছুরণশীল হইলেও, তাহার গতিপথ বাধা থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানাগ্নির নিকট অজ্ঞানস্বরূপ বাধা আপনিই দূরীভূত হয়। এ মন্ত্রে উপাস্য অগ্নির সেই অলৌকিক তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। এই অগ্নির মধ্য দিয়াই আমি যেন সেই জ্ঞানাগ্নির অধিকারী হই,—ইহাই এ মন্ত্রের স্থূল প্রার্থনা।

পক্ষান্তরে, মন্ত্রটীতে বেশ সমীচীন সুসঙ্গত অথচ সমভাবদ্যোতক অর্থ প্রকাশিত হয়। তদর্থে ব্যাপ্তি অর্থমূলক 'অশূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'অশ্বং' পদে ব্যাপক—বিশ্বব্যাপক অর্থ দ্যোতনা করে। এস্থলে ঐ অশ্ব পদ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের সুসঙ্গত বিশেষণ। জ্ঞানাগ্নি যে বিশ্বব্যাপী, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনিই 'বারবন্তং'—অমৃতবিশিষ্ট; তাঁহারই অনুগ্রহে সাধক অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকে। এ পক্ষে 'বারবন্তং' পদে—'বারং অমৃতং তদ্‌যুক্তং' অর্থ—আমনন করা যায়। তিনি যজ্ঞসমূহের সম্রাট্ (সম্রাজং); তিনি হৃদয়রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, সাধক বহু যজ্ঞসাধনে সমর্থ হন; এ কারণে তাঁহাকেই যজ্ঞের একমাত্র প্রভু বলা হইয়াছে। তিনি প্রণম্য; তাঁহাকে নমস্কার-পূর্ব্বক আমরা যেন সর্ব্বদাই তাঁহার অনুধ্যানে নিরত থাকি।' এ পক্ষে ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১অ—১প্র—২দ—৮সা)।

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
ঔর্ব্বভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদাহুবে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিᳲ সমুদ্রবাসসং॥ ৮॥

গেয়-গানং।

৫র　৪　৩　৫　১　২র　১ —
ঔর্ব্ব ভৃগুবৎ। ঔহায়ি। শূ ২ ৩ ৪ চীং। আপ্নবানবদাহহূবাহয়ি।

১২১　১ —　১　১৲২১
হূবওয়ি। অগ্না ২ য়ি ৪ ৮ সমু ২ সমুও।

২১১২　১১১১
দ্রবাসসা ৩ ১ উবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমুদ্রবাসসং' (বিশালব্যাপিনং) 'শুচিং' (শুদ্ধসত্বং) 'ঔর্ব্বভৃগুবৎ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্বরূপং) 'অপ্নবানবৎ' (কর্ম্মক্ষয়কারকং) 'অগ্নিং' (দেবং) 'আহুবে' (আহ্বয়ামি অহমিতি শেষঃ)। জ্ঞানাগ্নির্হি ভগবদ্বিভূতিঃ। তৎসাধনমেব কর্ম্মক্ষয়কারকমিতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—২দ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশালব্যাপ্তিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্বরূপ কর্ম্মক্ষয়কারক ও জ্ঞানস্বরূপ দেবকে আমি আহ্বান করিতেছি। (১অ—১প্র—২দ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথাষ্টমী। প্রয়োগ ঋষিঃ। সমুদ্রবাসসং সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনং বাড়বং শুচিং শুদ্ধং। অগ্নিমৌর্ব্বভৃগুবৎ যথা ঔর্ব্বভৃগুঃ অপ্নবানবৎ যথা অপ্নবানস্তথা আহবে আহ্বয়ামি ॥ (১অ—১প্র—২দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিল। দৃষ্টিমাত্রেই এ মন্ত্রের অনিত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—ঔর্ব্ব নামে ঋষি ছিলেন, ভৃগু নামে ঋষি ছিলেন, অপ্নবান নামেও ঋষি ছিলেন। তাঁহাদের প্রসঙ্গ এই মন্ত্রে উত্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ, সকলেই একবাক্যে মন্ত্রের সহিত ঋষিত্রয়ের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। কোনও ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—ঋষিগণ বাড়বাগ্নি উৎপত্তির কারণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন;—মন্ত্রে সেই কথা বিবৃত আছে। ঋষিগণের উৎপাদিত সেই অগ্নির নাম শুচি;

সে অগ্নি, 'জলবাসসং' অর্থাৎ জলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। যুদ্ধকালে জল হইতে সেই অগ্নিকে নিষ্কাষিত করিয়া ঔর্ব, ভৃগু ও অপ্নবান ঋষি প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। এ অর্থে এখানে প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—হে অগ্নি। সেই ঋষিরা যেরূপভাবে তোমাকে আহ্বান করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন; আমিও সেইরূপভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' অগ্নি-ঋষি দেবাসুরের যুদ্ধে দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এ মন্ত্র সে উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াও কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ যিনি যাহাই নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্র মধ্যে যাঁহার নিকট যে ভাবই প্রতিভাত হউক না কেন; আমরা কিন্তু ভিন্নভাবে এ মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতেছি,—এ মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির নাম নাই; অথবা, অনাদি অনন্তকাল হইতে পর্য্যায়ক্রমে ঔর্ব ভৃগু প্রভৃতি যে সকল ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উদ্ভূত ও বিলীন হইয়াছেন; মন্ত্রে সমষ্টিভাবে তাঁহাদের প্রতিও লক্ষ্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও, দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহৃত হয়। একে একে আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত শব্দকয়টীর বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহাতে ভাবকুসুম আপনিই প্রস্ফুট হইয়া উঠিবে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীর প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমেই 'সমুদ্রবাসসং' পদের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে। আমরা মনে করি—ঐ পদ বিশালত্বজ্ঞাপক। 'সমুদ্র হইয়াছে বাসঃ (বসন) যাঁহার'—এ অর্থে সেই অগ্নিদেবকে বিশালব্যাপক বিশ্বব্যাপী বলিয়া সূচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষণ—'শুচিং'। অগ্নি যে পূত শুদ্ধভাবাপন্ন, দৃশ্যমান অগ্নি ও জ্ঞানাগ্নি দুই পক্ষেই তাহা প্রতীত হয়। তৃতীয় পদ—'ঔর্ব্বভৃগুবৎ'। শব্দার্থ অনুসারে উহার প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্বরূপ। এ অর্থ—বিশেষরূপে অনুধাবনার বিষয়। অগ্নিকে বা জ্ঞানাগ্নিকে যখন ভগবদ্বিভূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তখন তাঁহাকে ভগবদংশস্থানীয় সুতরাং শ্রেষ্ঠস্বরূপ মনে করা হয় না কি? এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থ পদ—'অপ্নবানবং' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'অপ্ন' এবং 'বান' এই দুই শব্দের সমবায়ে 'অপ্নবান' পদ সিদ্ধ হয়। 'অপ্ন' শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়; 'বান' শব্দে শোষণ বা ক্ষয়ের জ্ঞাপক। মুক্তি-লাভের উপায় কি? কর্ম্মক্ষয়ই মুক্তিলাভের নিদান নহে কি? বাসনাই কর্ম্মের প্রযোজক। বাসনাবিশিষ্ট কর্ম্ম, জীবের পুনরাবৃত্তির হেতুভূত। কর্ম্মক্ষয় ভিন্ন মানুষের মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। এখানে 'অপ্নবান' পদে সেই কর্ম্মক্ষয়কারী, কর্ম্মমূল কামনার বিনাশক, ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। জ্ঞানরূপ অগ্নির আবির্ভাবে কর্ম্মজনক বাসনা ভস্মীভূত হয়। বাসনা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেরও অবসান হইয়া আসে। মুক্তিদাতা জগদীশ্বর জ্ঞানের কেন্দ্রস্থানীয়। জ্ঞানাগ্নিরূপ তাঁহার বিভূতির বিষয়ই অপ্নবান পদের লক্ষীভূত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সর্ব্বব্যাপী দেব! জ্ঞানরূপে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।' (১অ—১প্র—২দ—৮সা)।

নবমং সাম।

০ ১ ২ ৩ ১ ২র ০ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং৺ সচেত মর্ত্ত্যঃ।
০ ১ ২ ০ ১ ২
অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ৪ ৫ র ৫ র ৫ ৩৪ ৫ র র
অগ্নিমিন্ধানো মনসৌ। হৌ হো বা হা ই। ধীয়ং৺ সচেতমৌ।
২র ১ ২ ১ ১
হো ৩ হা ৩। হো ২ ৩ ও র্ত্তিয়াঃ। অগ্নায়ে ৩ মৃ। আয়িন্ধা
৫র র ২ ১ ০ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔ হো বা। বিবস্বভী ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৯॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্ত্যঃ' (মরণশীলো মনুষ্যঃ অকিঞ্চনোঽপি) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'মনসা' (একান্তবুদ্ধ্যা) 'ইন্ধানঃ' (দীপয়ন্ আরাধয়ন্) 'ধিয়ং' (জ্ঞানং অধিকর্ত্তুং) 'সচেত' (সক্তো ভবেৎ); অতঃ অহমপি 'বিবস্বভিঃ' (জ্যোতির্ম্ময়কর্ম্মপ্রভাবৈঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'ইন্ধে' (দীপয়ামি আরাধয়ামীতি শেষঃ)। অকিঞ্চনোঽপি একান্তঃকরণেন দেবং আরাধয়ন্ জ্ঞানাধিকারী স্যাৎ। অতোঽহমপি তল্লাভায় দেবমুপাসয়ামি ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ২দ, ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মরণশীল অকিঞ্চন মনুষ্যও জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে একান্তচিত্তে আরাধনা করিয়া জ্ঞানাধিকারী হইতে সমর্থ হয়; (অতএব) আমিও যেন কর্ম্ম-প্রভাবে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার আরাধনা করি। (১অ, ১প্র, ২দ, ৯সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।—অথ নবমী। প্রয়োগ ঋষিঃ। মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যোঽগ্নিমিন্ধানঃ কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়ন্ মনসা এব শ্রদ্দধানো ধিয়ং কর্ম্ম সচেত কালে ভজেত। বিবস্বভির্ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ অগ্নিমেব ইন্ধে প্রজ্বলয়তি। বহ্ব চানামীধে ইতি পাঠঃ॥ (১অ, ১প্র, ২দ, ৯সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী, ৮ম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের ২২শ ঋক্। ইহার ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ। গেয়-গানের প্রকাশক—অত্রি-ঋষি এবং গানের নাম—আজি।

নবম (১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটীর প্রচলিত অর্থ এই যে,—'মনুষ্যজাতি, অগ্নিকে কাষ্ঠাদির দ্বারা প্রজ্বালিত করতঃ শ্রদ্ধার সহিত যথাকালে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; এবং ঋত্বিকগণের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করাইবে।' ভাষ্যানুসরণে প্রায় আধুনিক ব্যাখ্যাকারমাত্রেই ঐ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রের কোনরূপ স্বার্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যে 'ধিয়ং' পদের অর্থ—কর্ম্ম, 'বিবস্বভিঃ'—'ঋত্বিগ্‌ভিঃ' ও 'ইন্ধে'—'প্রজ্বলয়তি' এই তিন পদের এইরূপ অর্থই উক্ত ভাব-কল্পনার জনক।

এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। একটু স্থিরচিত্তে দেখিলে বুঝা যায়, মন্ত্রস্থিত 'মর্ত্ত্যঃ' পদে এখানে অকিঞ্চনকেই লক্ষ্য করিতেছে। যাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অপকর্ম্মকারক, অজ্ঞান—সেই-ই 'মর্ত্ত্যঃ'। এবম্ভুত ব্যক্তিও যদি একান্তচিত্তে ভগবদারাধনাতে নিরত হয়, তাহা হইলে সেও বিশুদ্ধ-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। 'ইন্ধে' ক্রিয়াপদটী, প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ—এই উভয় পুরুষেরই একবচনে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার উহাকে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে ঐ পদ, 'মর্ত্ত্যঃ' এই কর্ত্তৃপদেরই সমাপক; অর্থাৎ—'মরণশীল মনুষ্যজাতি ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।' আমরা ঐ পদকে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ এবং বিবস্বভিঃ' পদের অর্থ 'জ্যোতির্ম্ময় কর্ম্মসমূহ দ্বারা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এইরূপ অর্থ সূচিত হয়,—'আমি যেন জ্ঞানকিরণপূত সৎ কর্ম্মপ্রভাবে (একান্তচিত্তে) দেবারাধনায় তৎপর হই।' মন্ত্র যেন সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। বলিতেছে,—'কি পাপী, কি অজ্ঞান, সকলেই একান্তবুদ্ধিতে দেবারাধনে তৎপর হও; অবশ্যই শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইবে।' সাধক তাই তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রার্থনার স্বরে দেবতাকে মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছেন,—'হে দেব! আমি যেন একান্ত চিত্তে আপনার উপাসনায় সমর্থ হই।' (১অ, ১প্র, ২দ, ৯সা)।

দশমং সাম।

উ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং।

৩ ২উ ৩ ১ ১ ৩ ২
পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ১০॥

গেয়-গানং।

৪র　　　র৪　　১র　　র —
আদিৎ প্রত্না ৫ স্য রেতসাঃ। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসা ২ রাং।

২ ১র — ১ ২　　২ ১
পরায়া ২ দিধ্যতাই। দিবি। হোই। হোই।

২র ১র ২র ১র
ঔহো ঔহোবা ২ ৩ ৪ ৫ হা উ। বা ॥ ১০ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যস্মিন্‌কালে) 'দিবি' (দ্যুলোকে, সহস্রারে) 'পরঃ' (পরমাত্মা) 'ইধ্যতে' (দীপ্যতে সাধনাপ্রভাবৈরিতি শেষঃ) ; 'আদিৎ' (তৎক্ষণাদেব) সাধকাঃ 'রেতসঃ' (আদিবীজস্বরূপস্য) 'প্রত্নস্য' (পুরাতনস্য, নিত্যসত্যস্বরূপস্য পরব্রহ্মণঃ) 'জ্যোতিঃ' (পুণ্যালোকং) 'বাসরং' (প্রতিদিনং, সদৈব ইতি যাবৎ) 'পশ্যন্তি' (ঈক্ষন্তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ —সাধনাপ্রভাবেনৈব কেবলং লোকাঃ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে। (১অ—১প্র—২দ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সময় (সাধকের সাধনা-প্রভাবে) পরমাত্মা সহস্রার-পদ্মে প্রদীপ্ত হয়েন ; তখনই সাধক, আদিবীজস্বরূপ নিত্যসত্য পরব্রহ্মের পুণ্যজ্যোতিঃ দেখিতে পান। মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—একমাত্র সাধনা-প্রভাবেই মানুষ ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। (১অ—১প্র—২দ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। বৎস ঋষিঃ। পরো দিবি দিবঃ পরস্তাৎ ব্যত্যয়েন সপ্তমী বহ্বৃচানাং দিবেতি তৃতীয়ান্তেন ব্যত্যয়ঃ। দিবি দ্যুলোকস্যোপরি। যদ্ যদা। অয়ং বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ সূর্য্যাত্মনা ইধ্যতে দীপ্যতে। অনন্তরমেব। প্রত্নস্য চিরন্তনস্য। রেতসঃ গন্তঃ। রীগতিরেষণয়োঃ। অস্মাৎ সুরীভ্যাং তুড়্বেত্যসুন তুড়াগমশ্চ। যদ্বা রেতস ইত্যুদকনাম। রেতস্বিন উদকবতঃ। সামর্থ্যান্মত্বর্থো লক্ষ্যতে। ঈদৃশস্যেত্রস্য

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের ৩০ ঋক্। ছন্দঃ—গায়ত্রীঃ ; দেবতা ইন্দ্র অথবা অগ্নি। গেয় গানের প্রকাশক—প্রজাপতি ঋষি এবং গেয়-গানের নাম—নিধনকাম।

সূর্য্যাত্মনঃ। বাসরঃ নিয়ামকং। বাসরস্ত নিবাসহেতুভূতং বা। জ্যোতিঃ দ্যোতমানং তেজঃ। পশ্যন্তি সর্ব্বে জনাঃ। যদ্বা বাসরমিত্যত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। কৃৎস্নমহঃ উদয়প্রভৃত্যস্তময়াৎ জ্যোতিঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। ইসুসোঃ সামর্থ্যে ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (২০) সামের মর্ম্মার্থ।

—*—

এই সামটী বড় উচ্চভাবদ্যোতক। সাধকের সাধনার চরম অবস্থা, পরমব্রহ্মের স্বরূপ বিজ্ঞান, এই সাম মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। দ্বিতীয় দশতির সামগুলি যেন এক এক করিয়া জ্ঞানালোক-সাহায্যে সাধককে ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে। এই সাম-গানটী দশতির শেষ-গান—ইহা যেন সাধনার চরমগীতি। এই সাম-গানটী দশতির শেষে থাকিয়া সাধককে সাধনার শেষসীমা পরিজ্ঞাত করিতেছে। বলিতেছে,—'সাধক! স্তরে স্তরে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি যখন এই অবস্থায় আসিবে; তখনই দেখিবে—তোমার মস্তকস্থিত সহস্রার-পদ্মে সাধনার ধন পরব্রহ্ম অবস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার পুণ্যালোকে তোমার অন্তরদেশ আলোকিত হইয়াছে। তোমার অন্তরের গাঢ় অন্ধকার সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়াছ।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ, ভাষ্যের অনুসরণে, এ মন্ত্রের যে অর্থ কল্পনা করেন, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি;—'দ্যুলোকের উপর এই বৈশ্বানর অগ্নি, সূর্য্যরূপে প্রদীপ্ত হয়েন। তার পরই চিরগমনকারী অথবা উদকবিশিষ্ট সূর্য্যরূপ ইন্দ্রের নিবাসহেতুভূত বা নিয়ামক দীপ্তিমান্ তেজকে জীবসকল দেখিয়া থাকেন।' এ অর্থে এ মন্ত্রটী যেন একটী প্রক্রম মাত্র। সায়ণের ভাষ্যের অনুবাদে যে অর্থ হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সূর্য্যদেব উদয় হন, তখন তাঁহার জ্যোতিঃ সকলেই দেখিতে পান। সূর্য্য যখন আকাশে উদিত হয়েন, তখন সকল জীব তেজস্বান সূর্য্যকে দেখিতে পায়; -ইহাই যদি ঐ মন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ মন্ত্রাত্মক বেদ যে কত মূল্যবান্ ও শ্রদ্ধার বস্তু, সহজেই তাহা অনুমেয়। এ পক্ষে কোন্ শব্দ কি ভাব দ্যোতনা করিতেছে, ভাষ্য-দৃষ্টে তাহা অবগত হইবেন। ব্যাখ্যান্তরে আবার দেখিতে পাই,—এ মন্ত্রেও অগ্নি ঋষির যুদ্ধযাত্রার ব্যাপারই বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে কত প্রকারে বিদ্যুতের উৎপত্তি হইত, এই মন্ত্রে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে তাহার প্রণালী পরিকীর্ত্তিত। সে মতে—পূর্ব্বাপর কয়েকটী মন্ত্র এক অভিনব বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—১প্র—২দ—১০সা)।

—•—

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়া দশতিঃ।

তৃতীয় দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরূতমং।
৩ ৩ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে॥ ১॥

গেয়-গানং।

২ র ৪ ৫ ১ ২র ১ ২র র
১। অগ্নিং বো বৃধান্তাং। আধ্বরাণাং। পুরূতামো। হো বা ৩
২ ৩ — ১ ২ ১ ৫
হা ৩। আচ্ছা ২ নাপত্রে ২ ৩। সহো ২ ৩ ৪ বা।
৫ ৫
স্বা ৫ তো ৬ হা ই॥

৫ ৫ ২ ১ র র ২ র —
২। অগ্নিং বা ৬ এ। বৃধন্তাং। অধ্বরাণাং। পুরূতমমচ্ছা ২
১
হো ১ ই। না ২ ৩ প্ত্রে। সহস্বা ২ ৩ ৪ ৫
৩ ৫
তা ৬ ৫ ৬ ই। ঈ ২ ৩ ৪ তী॥

৫ ৪ ৫ ৫ ১ ২ ১ ২র র
৩। অগ্নিং বঃ। ওহাই। বৃধা২৩ন্তাং। অধ্বরাণাং।
২১ ২ ৩ র ৩ ৫
পুরূ১তা৩মাং। অচ্ছানপ্ত্রো২৩৪হাই।
১২ ২ ১ ২ ৫৫
সাহা৩হা। স্বতা। ঔ৩হোবা।
৫
হো৫ই। ডা॥১॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'নপ্ত্রে' (পতননিবারণায়) 'সহস্বতে' (তেজোময়জ্ঞানলাভায়) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'বৃধন্তং' (বর্দ্ধকং) 'পুরুতমং' (অতিশয়েন পূরকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অচ্ছা' (অভিগচ্ছত, আরাধয়ত)। দেবার্চ্চনমেব পতননাশকং প্রবলজ্ঞানজনকমিতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৩দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! (আমার) পতন নিবারণের জন্য এবং উচ্চ-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, তোমরা যজ্ঞের বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আরাধনা কর। (১অ—১প্র—৩দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয় খণ্ডে সৈষা প্রথমা। প্রয়োগ ঋষিঃ। অধ্বরাণাং অহিংস্রানাং বলিনাং। নপ্ত্রে বন্ধুঃ। সহস্বতে বলবতে। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। বৃধন্তং জ্বালাভির্ব্বর্দ্ধমানং। পুরুতমং অতিশয়েন বহুমাগ্নং। হে ঋত্বিজঃ বঃ যুয়ং অচ্ছা অভিগচ্ছতি। (১অ—১প্র—৩দ—১সা)।

* * *

প্রথম (২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া এবং কাহার উদ্দেশে ঐ 'বঃ' পদটী প্রযুক্ত, তাহার জ্ঞাপক কোনও সম্বোধন-পদ মন্ত্রের মধ্যে না থাকায়, ভাষ্যে তাহা অধ্যাহার করিয়া 'হে ঋত্বিজঃ' এই সম্বোধন পদটী স্থান পাইয়াছে; আর, 'সহস্বতে' ও নপ্ত্রে' এই পদদ্বয়ে

* এই সামটী অষ্টম মণ্ডলের ১০২ম সূক্তের সপ্তম ঋক্। ইহার ঋষি—প্রয়োগ প্রভৃতি। গানের প্রকাশক—সিন্ধুক্ষিত ঋষি; সুতরাং গেয়গানের নাম—সৈন্ধুক্ষিত।

বিভক্তির ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, ঐ পদদ্বয় 'অগ্নিং' পদের বিশেষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অহিংস্র ও বলিদিগের বন্ধু, বলবান, জ্বালানিচয়ে বর্দ্ধমান ও প্রচুর অগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে গমন (লাভ) কর।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণও সায়ণ-ভাষ্যকে অল্পবিস্তর আতরঞ্জিত করিয়া, প্রায় ঐ একই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রের মধ্যে কোনও সমাপিকা ক্রিয়া নাই; কেবলমাত্র ক্রিয়াজ্ঞাপক একটী ('অচ্ছা') অব্যয় পদ আছে। তাহাতে 'অভিগচ্ছত' এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন,—'হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে গমন কর বা লাভ কর',—এতদুক্তিতে অর্চ্চকের কি স্বার্থ আছে? অথবা, সাধারণের পক্ষে এই নিত্য-সত্য বেদমন্ত্র কি উচ্চ মহদ্ভাব শিক্ষা দিতেছে?

আমরা কিন্তু এ মন্ত্রের সমালোচনায় এক অভিনব ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ মন্ত্রে সাধক যেন, অভীষ্ট-লাভ আশায়, নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত করিতেছে। অভীষ্ট-লাভে বহু বিঘ্ন আসিয়া অন্তরায় হয়। বিশেষতঃ, এই কর্ম্মময় মানবজীবনে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-দেবারাধনায় দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে গেলে, পদে পদে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সংঘটিত হইয়া পতনাশঙ্কা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। সাধক তাই শ্রেয়োলাভে বিঘ্ননাশ আকাঙ্ক্ষায়, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাবী পতন নিবারণ মানসে, (নপতৃ, ন—পৎ, পতিত হইয়া+তৃন্‌-নিপাতন) এবং সমুজ্জ্বল জ্ঞান লাভের জন্য, (সহস্‌—তেজঃ, অস্ত্যর্থে বৎ) চিত্তবৃত্তিসমূহকে দেবার্চ্চনায় উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে। এতদর্থে 'নপ্‌ত্রে' ও 'সহস্বতে' এই পদাস্থিত চতুর্থী বিভক্তির ব্যত্যয়রূপ কষ্ট কল্পনা করিতে হয় না। অপিচ, মন্ত্রস্থিত 'অধ্বরাণাং বৃধন্তং' ও 'পুরূতমং' এই দেববিশেষণদ্বয়ও এ পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। দেবতা কেমন? না—তিনি যজ্ঞসমূহের বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক। তাঁহার আরাধনা করিলে, পতন নিবারণ সুনিশ্চিত। তিনি যে অভীষ্টবর্দ্ধক! যদিও কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়, তাহাও তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ণতা লাভ করিবে। তিনি বাসনা-পূরক; তাঁহার শরণাগত হও; তোমার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।' এ মন্ত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। (১অ—১প্র—৩দ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

২　৩　১২　২৩　২　৩২৩　২　১২

অগ্নিস্তিগ্মেন শোচিষা য˘ংসদ্বিশ্বং ন্যত্রিণং।

৩　১　২　২　২

অগ্নির্নো ব˘ংসতে রয়িং॥ ২॥

গেয়-গানং।

১২৮ ৩ ৫ ২ র ১ ২৮ ০
১। অগ্নে। ও ২ ৩ ৪ বা। তিগ্মেনা ৩ শা। চা ই ষা ও
৫ ১ ২৮ র৩ ৫ ১
২ ৩ ৪ বা। যা ৮ সা ও ২ ৩ ৪ বা। বা ই শ্বা
২ ৮৩ ৫ ২ ১ ৪র ৮
নি য়া। ত্রা ই ণা ও ২৩৪ বা। অগ্নির্নে। ২
র ৩ ২
ব ৮ স তে র য়ী ১ ম্॥

* * *

৪৫ ৪৫ ৩ ৫ ৫ ১৮৩ ৫
২। ওহা। ওগ্নীঃ। তা ২ ৩ ৪ ইগ্নে। নাশোচা ৩ ২ ৪ ইষা।
১ ৮ ৩ র ৫ ২১র৩ ৫ ২ ১ র ৮
য৮ সা ২ শ্বা ২ ৩ ৪ ই শ্বাং। নিয়ত্রা ২ ৩ ৪ ইণাং। অগ্নির্নে। ২।
১ ৩ ৩ ৫র র ১ ৩ ৫র
বা ২ ৮ সা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। রা ২ ৩ য়ীং॥

* * *

৫ ৫ ৫ ৪র৫ র ৫র ৪ ১
৩। অগ্নিস্তিগ্মেনশোচিষা ইহা। যং৮ সদ্বিশং ন্যত্রিণা ২ং। ইহা
১ র — ১২ ১ ৫ ৫
অগ্নির্নোব৮ সতা ২ ই। ইহা ৩ রা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হাই ৬॥ ২॥*

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (যঃ অগ্নিদেবঃ) 'তিগ্মেন' (তীব্রেণ) 'শোচিষা' (তেজসা) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'অত্রিণম্ (অত্তারং, শত্রুং) 'নি যং সৎ' (নিহন্তু), 'অগ্নিঃ' (সঃ অগ্নিদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'বংসতে' (দদাতু)। হে দেব! শত্রুং নাশয়, পরমার্থধনঞ্চ বিধেহি ইত্যেব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৩দ—২সা)।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের ২৮শ ঋক। ইহার ঋষি—বৃহস্পতি-বংশীয় ভরদ্বাজ। ইহার গেয়-গান তিনটী আছে। প্রথম দুইটী গানের প্রকাশক—অগ্নি ঋষি। তৃতীয় গানের প্রকাশক—বামদেব ঋষি। প্রথম দুইটী গানের নাম 'বর্হঃ'। তৃতীয় গান—বামদেব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনটী গানই প্রকাশ করিলাম।

বঙ্গানুবাদ।

যে অগ্নিদেব, আপনার তীব্র তেজের দ্বারা আমাদিগের সমস্ত শত্রুকে সংহার করেন, সেই অগ্নিদেব আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন (তিনি জ্ঞানস্বরূপ; জ্ঞানদান করুন)। (১অ—১প্র—৩দ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। ভরদ্বাজঋষিঃ। অয়ং অগ্নিঃ, তিগ্মেন তীক্ষ্ণেণ শোচিষা তেজসা। বিশ্বং সর্ব্বং। অত্রিণং অত্তারং রাক্ষসাদিকং। নিযংসৎ নিহন্তু। বহ্বৃচা অনুস্বারস্থানে আকারং কৃত্বা 'যাসৎ' ইতি পঠন্তি। অপিচ নঃ অস্মভ্যং। অগ্নিঃ রয়িং ধনং, বংসতে দদাতু। "বংসতে" ইতি ছন্দোগ্যাঃ। 'বনতে' ইতি বহ্বৃচাঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (২২) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের অর্থ—সরল ও সহজবোধ্য। এখানে শত্রু-সংহারের এবং ধনপ্রাপ্তির প্রার্থনা আছে। তাহা হইতে যাঁহারা যেরূপ শত্রু ও যে প্রকার ধন আমনন করিতে চাহেন, তাহাই করিতে পারিবেন। যাঁহারা রাক্ষসের উপদ্রব হইতে যজ্ঞ-রক্ষার কাহিনী এই মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা 'অত্রিণং' শব্দে সেই রাক্ষসগণকে মনে করিতে পারিবেন; যাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচনা করেন, তাঁহারা মন্ত্রার্থে সেই অসুর-নিধনের এবং তাহাদের কবল হইতে ধন-রক্ষার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে, মনে করেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছি, ইহাতে সেই ভাবেরই সামঞ্জস্য আছে, দেখিতে পাই। এ মন্ত্রেও হৃদয়ের শত্রুগণকে—কামক্রোধাদিকে বিনাশের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। রিপুবর্গ বিধ্বস্ত হইলে, পরমধন আপনিই অধিগত হয়। তেজের দ্বারা 'অত্রিকে' (শত্রুকে) ধ্বংস করার তাবার্থ এই যে,—'জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতার মূলীভূত রিপুবর্গকে বিনাশ করা।' জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা-নাশ হইলে, তাহারা বিমর্দ্দিত হয়।

এই মন্ত্রে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বড় আনন্দের বিষয় যে, সায়ণভাষ্যে এখানে 'আত্রিণং' শব্দে পৌরাণিক অত্রি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপিত হয় নাই। এক এক স্থলে তিনি মনুষ্যের সম্বন্ধ রাখিয়াছেন। তাহাতে বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন আময়ন করিয়াছে। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। 'আত্রিণং' শব্দের তিনি 'অত্তারং' প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন। তাহাই যুক্তযুক্ত। (১অ—১প্র—৩দ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অগ্নে মৃড় মহাঁ৺ অস্যয় আ দেবযুংজনং।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইয়েথ বর্হিরাসদং ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১ ৭ ৮ ৩ ২ ৩ ৫
১। অগ্নাই মৃড়া ২ ই ৩। মহাঁ৺ আ ২ ৩ ৪ সী।
১ র ৮ ৩ ২ ৩ ৫ ১ র
অয় আদা ২ ই। বয়ুঞ্জা ২ ৩ ৪ নাং। ইয়েথবা ২ ৩।
৩ ২ ৪
হিরা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ং॥

* * *

২। অগ্নেমৃড়মহাহং অসি। ওহা ৩ ওহা। অয়আদেবযুঞ্জনং।
ওহা ২ ওহা। ইয়েথা ২ ৩ ব। হিরা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ং॥ ৩॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব) 'মৃড়' (অস্মান্ সুখয়ঃ); ত্বং 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অয়ঃ' (সর্ব্বত্রগমনশীলঃ) 'দেবযুং' (দেবানাং কাময়িতারং, দেবভাব-প্রাপ্তেচ্ছুং) 'জনং' (প্রার্থনাকারিণং) 'বর্হিঃ' (দর্ভং, হৃদয়রূপাসনং) 'আসদং' (আসত্তুং, গ্রহণার্থমিতি যাবৎ) 'আ ইয়েথ' (আগচ্ছসি)। হে দেব! হৃদ্দেশে আসনং গৃহীত্বা অস্মাকং সুখং বিধেহি ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ—১প্র—৩দ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমাদিগের সুখ-সাধন করুন। আপনি মহান্; আপনি সর্ব্বত্রগমনশীল। দেবভাবপ্রাপ্তেচ্ছু এই প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে আসিয়া আপনি আসন গ্রহণ করুন। (১অ—১প্র—৩দ—৩সা)।

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের নবম সূক্তের প্রথম ঋক্। ইহার ঋষি গৌতম-বংশীয় বামদেব। ইঁহার গেয়-গানের প্রকাশক অগ্নি ঋষি। গানের নাম—বাম।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। বামদেব ঋষিঃ। হে অগ্নে। মৃড় অস্মান্ সুখয়। স ত্বং মহান্ অসি প্রভূতো ভবসি, যঃ ত্বং অয়ঃ গন্তা। দেবয়ুং দেবানাং কাময়িতারং। জনং যজমানং। বর্হিঃ দর্ভং। আসদং যজ্ঞে আসত্তুং। আ ইয়েথ আগচ্ছসি। 'অয়' ইতি ছন্দোগাঃ। 'ময়ীং' ইতি বহ্বৃচাঃ। (১অ—১প্র—৩দ—৩সা)।

* • *

তৃতীয় (২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্র-বিষয়েও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে বিশেষ কোনও মতান্তর দেখিতে পাই না। যাঁহারা অগ্নিদেবকে ঋষিভাবে দর্শন করেন, তাঁহারা মন্ত্রের 'বর্হিঃ' শব্দ দেখিয়া, তাঁহাকে কুশাসনে আসিয়া বসিবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে, ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তদনুসারে 'জনঃ' পদের 'যজমানঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয়, এবং মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—'তুমি এতই মহত্ত্বসম্পন্ন যে, যজমানের যজ্ঞে কুশ গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছ।'

আমরা 'বর্হিঃ' শব্দে হৃদয়রূপ কুশাসনকে মনে করিয়াছি। 'ভগবান সর্ব্বত্রগমনশীল। আমার হৃদয়রূপ কুশাসন শূন্য পড়িয়া আছে। তিনি মহান্; আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া, আমার এই হৃদয়রূপ কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন; তাহাতেই আমি সুখী হইব।' সেই সুখের প্রার্থনাই এ মন্ত্রে প্রকাশমান। (১অ—১প্র—৩দ—৩সা)।

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১
অগ্নে রক্ষা ণো অꣳহসঃ প্রতিস্মদেবরিষতঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
তপিষ্ঠৈরজরোদহ ॥ ৪ ॥

* • *

গেয়-গানং।

৩র ২ ৪র ৫র ৪ ৫ ১ র২১ ২
অগ্নেরা ৩ ক্ষাণো অꣳহসাঃ। প্রতিস্মদেবরিষা ২ ৩ তাঃ।
১ ২ ১র ২
তপাইষ্ঠা ২ ৩ ইরা। জরৌদা ২ ৩ হা ২ ৪ ৩।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড ॥ ৪ ॥ *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের ১৩শ ঋক্। ইহার ঋষি—মিত্রাবরুণবংশীয় বশিষ্ঠ। ইহার গেয়-গানের ঋষির নাম অগ্নি; গানের নাম—রক্ষোঘ্ন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব।) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষ' (পাহি); 'দেব' (হে দ্যোতমানঃ) 'অজর' (জরারহিতঃ, অক্ষয়ঃ) 'ত্বং রীষতঃ' (হিংসতঃ শত্রূন্) 'তপিষ্ঠৈঃ' (তাপকৈস্তেজোভিঃ) 'প্রতি দহ স্ম' (সর্ব্বতোভাবেন ভস্মীকুরু)। হে দেব। শত্রূন্ নাশয়; অস্মান্ পরিত্রাহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ—১প্র—৩দ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দ্যোতমান্। জরারহিত অক্ষয় আপনি; হিংসাপরায়ণ শত্রুগণকে আপনার তেজের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত করুন। (১অ—১প্র—৩দ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে অগ্নে! ত্বং নঃ অস্মান্ অংহসঃ পাপাৎ রক্ষা পাহি; সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। অপিচ হে দেব দ্যোতমানাগ্নে! অজরঃ জরারহিতস্ত্বং রীষতঃ হিংসতঃ শত্রূন্ সংহিতায়াং দীর্ঘচ্ছান্দসঃ। তাপিষ্ঠৈঃ অতিশয়েন তাপকৈস্তেজোভিঃ প্রতিদহ স্ম ভস্মীকুরু। স্মেতি সকারস্য সংহিতায়াং প্রতি স্ম ইতি ষত্বং বহ্বৃচাঃ কুর্ব্বন্তি। (১অ—১প্র—৩দ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রও সাধারণ সরল অর্থপূর্ণ। 'হে ভগবন্! আপনি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন; হিংস্র শত্রুদিগকে আপনার তেজের দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলুন।'

এ মন্ত্রে অগ্নি যে সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান্ অগ্নি নহেন, অথবা কোনও ঋষিবিশেষকে যে অগ্নিদেব সম্বোধনে আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা কদাচ মনে করিতে পারি না। এখানে যে সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই প্রতীত হইয়া থাকে। জ্ঞানরূপে হৃদয়ে তাঁহার উদয় হইলে, দেহের সমস্ত শত্রু নাশপ্রাপ্ত হয় এবং তদ্দ্বারাই পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। শত্রুনাশ অর্থে—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণকে নাশের কামনাই প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতেই পাপ দূরীভূত হয়। (১অ—১প্র—৩দ—৪সা)।

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ র ২র ২র ৩ ১ ২
অগ্নেযুঙ্ক্ষ্বা হি যে তবাশ্বাসো দেব সাধবঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অরং বহন্ত্যাশবঃ ॥ ৫ ॥

* . *

গেয়-গানং।

২ র ২ ৪র ৫ ৪র ৫ ১ র র র ১র ২ ১ ১
অগ্নেযু৩হঙ্ক্ষ্বাহিযেতবা। অশ্বা সোদেব সাধা ২ ৩ বাঃ। অরম্বা ২ ৩ হা।
র ২ ১
তিয়াশা ২ ৩ বা ৬ ৪ ৩ ২ ঃ। ও ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥ *

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান্) 'অগ্নে' (হে অগ্নিদেব।) 'তব' (ত্বদীয়াঃ) 'আশবঃ' (ক্ষিপ্রগামিনঃ) 'সাধবঃ' (সৎস্বরূপাঃ) 'যে হি' (প্রসিদ্ধাঃ) 'অশ্বাসঃ' (ব্যাপকাঃ কিরণাঃ) 'অরং' (পর্য্যাপ্তং, শীঘ্রং) 'বহন্তি' (অস্মান পরমার্থং প্রাপয়ন্তি), তান্ কিরণান 'যুঙ্ক্ষ্ব' (যুঙ্ক্ষ্ব, অস্মাকং হৃদ্দেশে যোজয়, প্রোদ্ভাসয়)। হে দেব। তব কিরণস্বরূপেণ শুদ্ধজ্ঞানেনৈব বয়ং পরমার্থং লব্ধুং সমর্থা ভবাম ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৫সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্ হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী সত্যস্বরূপ যে ব্যাপক কিরণসমূহ, আমাদিগকে শীঘ্রই পরমার্থ প্রাপ্ত করায় (অর্থাৎ আপনার যে কিরণপ্রভাবে আমরা শীঘ্রই পরমার্থ লাভ করি); আপনার সেই কিরণসমূহ আমাদিগের হৃদ্দেশে প্রোদ্ভাসিত করুন। (১অ,১প্র,৩দ,৫সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। হে দেব দ্যোতমান্। 'অগ্নে'। তান্ অশ্বান্ যুঙ্ক্ষ্ব আত্মীয়ে রথে যোজয়; (বহ্বৃচাস্তৈত্তিরীয়াশ্চ বিকরণপ্রত্যয়স্য লোপং কৃত্বা "যুঙ্ক্ষ" ইতি পঠন্তি।) যে তব ত্বদীয়াঃ সাধবঃ সাধকাঃ সুশীলা বা অশ্বাস অশ্বাঃ আশবঃ ক্ষিপ্রগামিনঃ অরং অলং পর্য্যাপ্তং ত্বদীয়ং রথং বহন্তি। বহন্ত্যাশবঃ ইতি ছন্দোগাঃ। "বহন্তি মন্তবঃ" ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ৫সা)।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের ৪৩শ ঋক্। ইহার ঋষি—ভরদ্বাজ। গেয়গানের ঋষি অগ্নি; গেয়-গানের নাম—বর্হোগ্ন্য।

পঞ্চম (২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামের অন্তর্গত 'অশ্বাসঃ' পদটীর ভাষ্যকার অর্থ করেন,—'অশ্বসকল।' মন্ত্রের মধ্যে 'আশবঃ' 'সাধবঃ'—পদ দুইটীর অর্থ—শীঘ্রগামী ও শান্তশিষ্ট। ঐ 'আশবঃ' ও 'সাধবঃ' পদ ঐরূপ অর্থে 'অশ্বাসঃ' পদের উপযুক্ত বিশেষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ মন্ত্রে রথের অর্থজ্ঞাপক কোনও শব্দ নাই; তবে, অশ্ব ও তাহার বিশেষণের যখন সার্থকতা প্রতিপন্ন হইল, তখন অবশ্যই এতৎসম্বন্ধবিশিষ্ট রথ অধ্যাহর্ত্তব্য। অপিচ, 'অরং বহন্তি' ও 'যুঙ্‌ক্ষ্ব' ক্রিয়াপদদ্বয়ও অশ্ব অর্থে বেশ সমীচীন হয়। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে দ্যোতমান্ অগ্নিদেব! আপনার যে সুশীল ক্ষিপ্রগামী অশ্বগুলি বেগে রথ বহন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আপনার রথে যোজনা করুন।'

মন্ত্রার্থ যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে ইহাতে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইল, বুঝিতে পারি না। অগ্নিদেব! আপনার অশ্বসকলকে রথে সংযোজিত করুন; আপনার অশ্বগণ শীঘ্রগামী এবং সংস্বভাববিশিষ্ট—ইহাতে সাধকের বা অর্চ্চনাকারীর কি সার্থকতা আছে? তবে কেহ মনে করিতে পারেন, সাধক হয় তো আপনার সাধনাক্ষেত্রে, অর্চ্চনাকারী হয় তো দেবযজনস্থানে, এ মন্ত্র দ্বারা ভাবে অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছেন। এরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া যাঁহারা এ অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা ইহাই সদর্থ বলিয়া স্বীকার করুন। আমরা কিন্তু এই সাম-মন্ত্রের অর্থ অন্য দৃষ্টিতে দর্শন করি।

আরও পুরাণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—অগ্নিদেব ছাগবাহন। তাঁহার বাহক তো অশ্ব নহে। এ পক্ষেও এখানে 'অশ্বাসঃ' পদের সার্থক প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয় না। তবে 'অশ্বাসঃ' বলিতে কি বুঝায়?

ভাষ্যানুসারী উক্তরূপ অর্থের ঘটক 'অশ্বাসঃ' পদের অর্থ, ঋগ্বেদের ব্যাখ্যায়, আমরা বহুবার বহুস্থলে সমালোচনা করিয়াছি। ব্যাপ্তি অর্থমূলক 'অশু' ধাতু হইতে 'অশ্বাসঃ' পদটী নিষ্পন্ন; তাহাতে ইহার অর্থ—ব্যাপক। অগ্নিদেব, কিরণ-জ্যোতিঃস্বরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। উক্ত 'অশ্বাসঃ' পদের অর্থ ব্যাপক-কিরণ-সমূহ। এ অর্থে, মন্ত্রমধ্যে দিব্য প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। সাধক যখন দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়েন, তখন তাঁহার সেই জ্ঞান-প্রভাবে অন্তর্নিহিত পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয়। তিনি পরব্রহ্মের পুণ্যময় দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পান। গীতাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

তাই সাধক, সেই অত্যুচ্চ মহৎ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি, অগ্নিদেবের দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানকে অধিকার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। সাধক বলিতেছেন,—'হে অগ্নিদেব! আপনার ক্ষিপ্রগামী, নিত্যসত্য,

জ্ঞানস্বরূপ দিব্যকিরণের প্রভাবে আমরা (যেন) শীঘ্রই পরমার্থ-লাভে সমর্থ হই; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী করুন। আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের এই চিরঅন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয় যেন ভবদীয় কিরণ-সম্পাতে আলোকিত হয়।' মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৫সা)।

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২
নি ত্বা নক্ষ্য বিশ্‌পতে দ্যুমন্তং ধীমহে বয়ং।

৩ ১ ২
সুবীরমগ্ন আহুত ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ২ ৪ ৫ ১ ২ ১ ৩ ১ ২
নিত্বা। হো৩ই। ন। ক্ষিয়া। বাইশপ্‌তাই। দ্যুমন্তং।
১ ২ ৩ ৫ ৪ ২র১২র ১
ধাই। মাহেবা ২ ৩ ৪ যাং। সুবাহাই। রামগ্নাও ২ ৩ ৪
৫ ৪ ৫
রা। হো ৫ তো ৬ হাই ॥ ৬ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নক্ষ্য' (ব্যাপক) 'বিশ্‌পতে' (বিশ্বপালক) 'আহুত' (সর্ব্বৈঃ সম্যক্‌ অভিহূত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং) 'সুবীরং' (কল্যাণাস্পদং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বয়ং' (সাধকাঃ) 'নিধীমহে' (হৃদয়ে স্থাপয়ামঃ)। হে দেব! যেন বয়ং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্নিবিষ্টচিত্তা ভবাম, তৎ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপক, বিশ্বপালক, সর্ব্বলোককর্তৃক অভিহূত (সম্পূজিত) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমরা সাধকগণ, (সেই) দীপ্তিমান, কল্যাণাস্পদ আপনাকে হৃদয়ে স্থাপন করিতেছি। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৬সা)।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্‌। ইহার ঋষি—বশিষ্ঠ। গেয়গানের ঋষি—বিশ্বমনা; গেয়-গানের নাম—বৈশ্বমনস্‌।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ ষষ্ঠী। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। নক্ষ্য উপগন্তব্য। নক্ষতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মা। বিশ্‌পতে বিশাং পতে। আহুত সর্ব্বৈর্যজমানৈরভিহুত। হে অগ্নে। দ্যুমন্তং দীপ্তিমন্তং সুবীরং কল্যাণস্তোতৃকং ত্বা ত্বাং বয়ং নি ধীমহে নিহিতবন্তঃ। ধীমহে বয়ং ইতি ছন্দোগা। দেব ধীমহি ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ৬সা)।

ষষ্ঠ (২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটীতে সাধক যেন পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়াছেন। তাই তিনি, আনন্দ-সহকারে জ্ঞানাগ্নির গুণরাশি বর্ণনা করিতে করিতে যেন বলিতেছেন,—'হে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি বিশ্বব্যাপক। আপনি বিশ্বের পালক। আপনি দীপ্তিমান্। আপনিই একমাত্র কল্যাণের আস্পদ। আমি আপনাকে হৃদয়ে স্থাপন করিতেছি। আপনার অনুধ্যানে আমি উৎসৃষ্ট-প্রাণ হইলাম। আপনি আমার চিরান্ধহৃদয়ে দীপ্তিপ্রকাশ করুন। আপনার অনুগ্রহে আমার পরম কল্যাণ সংসাধিত হউক।'

মন্ত্রের মর্ম্ম—'আপনাকে স্থাপন করিতেছি'। কিন্তু কোথায় স্থাপন করিতেছি?—মন্ত্র-মধ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ভাষ্যকারও ভাষ্য-প্রসঙ্গে তাহা বিবৃত করেন নাই। কয়েকজন ব্যাখ্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—যজ্ঞকুণ্ডে। অবশ্য যাজ্ঞিকের পক্ষে সংস্কৃত অগ্নিকে যজ্ঞকুণ্ডে স্থাপন অর্থও অসঙ্গত নহে। তৎপক্ষে মন্ত্রস্থিত অগ্নিদেবের বিশেষণ-কয়েকটীও অসঙ্গত হয় না। অন্তর্যাজ্ঞিক বহির্যাজ্ঞিক পক্ষে যজ্ঞকুণ্ডও দ্বিবিধ আমরা অন্তর্যাজ্ঞিকের অনুসরণে ব্যাখ্যা করিলাম। যাঁহার যে মত রুচিসিদ্ধ, তিনি সেই মতেরই অনুসরণ করিবেন। মন্ত্রস্থিত 'নক্ষ্য' পদের ভাষ্যকার অর্থ করেন,—'উপগন্তব্য'। 'উপগন্তব্য' অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাঁহার সমীপে গমন সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয় যাস্ক বলেন,—'নক্ষ' ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। আমরা এইমতেই 'ব্যাপক' অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। এই উভয় অর্থই সমীচীন। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৬সা)।

সপ্তমং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২

অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ং।

৩ ১র ২র ১

অপা৺ রেতা৺সি জিন্বতি॥ ৭॥

৫ র র ৫ ১ — ১- — ১র
অগ্নির্মূর্দ্ধাদী ৬ বঃককুৎ। পাতীঃ ২ পার্থী ২। বিয়া অয়াং।

১ — ১ — ১ ২
আপা ২ ৮ রাইতা ২। সিজিন্বা ২ ৩ তা ৩ ৪ ই।

১
ও২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥ *

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধা' (মস্তকস্বরূপঃ, শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ) 'ককুৎপতিঃ (সত্ত্বপালকঃ) 'অয়মগ্নিঃ' (অসৌ জ্ঞানস্বরূপদেবঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (জগতঃ) 'অপাং রেতাংসি' (স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানি ভূতানি) 'জিন্বতি' (প্রীণয়তি)। দেবোঽসৌ জ্ঞানস্বরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রীতিদায়ক ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৭সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মধ্যে মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সত্ত্বগুণের পালক এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, জগতের স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতদিগকে প্রীত করেন। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৭সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ সপ্তমী। বিরূপ ঋষিঃ। মূর্দ্ধা দেবানাং শ্রেষ্ঠঃ। দিবঃ দ্যুলোকস্য ককুৎ উচ্ছ্রিতঃ পৃথিব্যাঃ চ পতিঃ অয়ং অগ্নিঃ অপাং রেতাংসি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জিন্বতি প্রীণয়তি॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ৭সা)।

• • •

সপ্তম (২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা বলি,—এ মন্ত্রটীতেও জ্ঞানবহ্নির গুণ পরিবর্ণিত। সাধক, শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে জ্ঞানাগ্নির গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। সেই জ্ঞান কিরূপ? না—তিনি 'দিবো মূর্দ্ধা।' অর্থাৎ—তিনি দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—তাঁহার স্বরূপ-বিজ্ঞান ব্যতীত হৃদয়ে কোনও দেবভাবই অনুভব করা যায় না। বিশেষণ-কয়েকটীতে তাঁহার সেই স্বরূপ পরিবর্ণিত হইতেছে। তাঁহার স্বরূপ কি?

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৪৪শ সূক্তের ১৬শ ঋক্। ইহার ঋষি—বিরূপ। গেয়-গানের ঋষি—অগ্নি; গেয়-গানের নাম—আর্ষেয়।

তিনি 'ককুৎপতি'—হৃদয়ে সত্বগুণের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার আবির্ভাবে হৃৎপ্রদেশ সত্বগুণে পরিমার্জ্জিত হয়। অর্থাৎ, কামক্রোধাদিকৃত অসদ্ভাব-সমূহ কখনও হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। তিনি আর কেমন? না—'পৃথিব্যা অপাং রেতাংসি জিন্বতি।' অর্থাৎ,—পৃথিবীস্থ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতকে প্রীত করিতেছেন। বাহ্য অগ্নিমূর্ত্তিতেই হউক, ব্যাপক তেজঃস্বরূপেই হউক, আর হৃন্নিহিত জ্ঞানস্বরূপেই হউক,—স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দৃষ্টিতেই দেখা যায়, তিনিই একমাত্র সমস্ত ভূতের প্রীতির কারণ। তিনিই বস্তুমাত্রকে প্রীতি প্রদান করিতেছেন। তাঁহার অভাবে জগতের অস্তিত্বই থাকে না। তিনিই প্রাণশক্তিরূপে সৃষ্ট-সংসারের প্রীতির কারণ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এক্ষণে এ মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকার ও আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের মত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যকার, মন্ত্রস্থিত 'মূর্দ্ধা' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে 'দেবানাং' পদ উহ্য করিয়া বলিয়াছেন—'দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ'। ঐ শব্দে, আধুনিক কোনও ব্যাখ্যাকারের মত— 'দেবতাদিগের মস্তকসদৃশ' অর্থাৎ, এই অগ্নিদেব ব্যতীত সেই দেবগণের বুদ্ধি প্রকাশ হয় না। ভাষ্যকার অন্যান্য পদগুলির এইরূপ অর্থ করেন,—'দিবঃ ককুৎ' অর্থাৎ দ্যুলোকের সম্বন্ধে ককুদের (বৃষভের পৃষ্ঠদেশস্থিত মাংসলস্থানবিশেষের) মত উচ্চ; 'পৃথিব্যাঃ পতিঃ' অর্থাৎ 'পৃথিবীর পতি।' এরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'দেবশ্রেষ্ঠ, দ্যুলোকের সম্বন্ধে ককুতের ন্যায় উচ্ছ্রিত ও পৃথিবীর অধিপতি এই অগ্নিদেব, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল ভূতকে প্রীত করেন। (১অ, ৩প্র, ৩দ, ৭সা)।

—•—

অষ্টমং সাম।

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ১ ২র
ইমমূ ষু ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসং।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥ ৮ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ৫ ১ — ১ ১ — ১
ইমমূষু। ত্বমাস্মা ২ ৩ ৪ কাং। সানী ২ ৩ হোই। গায়া ২ হো।

২ ১ ২ ১ — ১ — ১
ত্রম্‌নব্যা ২ ৩ সাং। অগ্নে ২ হোই। দাইবা ২ হো।

২ ১ র ২ ১
ষুপ্রাবো ২ ৩ চা ৩ ৪ ২ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥ *

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তবিংশ সূক্তের চতুর্থী ঋক। ইহার ঋষি—শুনঃশেপ। গেয়-গানের নাম—গোম।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব!) 'ত্বং অস্মাকং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'সনিং' (আহবনীয়ং হবিঃ) 'নব্যাংসং' (চিরনূতনং) 'গায়ত্রং' (স্তোত্রং চ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষু) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ, অস্মাকং সুমঙ্গলার্থং) 'প্র বোচ' (প্রব্রূহি, প্রাপয় ইতি যাবৎ)। অস্মদভীষ্টপূরণার্থং অস্মাকং পূজাং সর্ব্বান্ দেবান্ প্রাপয় ইতি প্রার্থনা। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! প্রার্থনাকারী আমাদের আহবনীয় (পূজা) এবং (আমাদের উচ্চারিত এই) চিরনূতন গায়ত্র্য-স্তোত্র, আমাদের সুমঙ্গল-বিধানার্থ, সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথাষ্টমী। শুনঃশেপ ঋষিঃ। হে অগ্নে ত্বং অস্মভ্যং অস্মৎসম্বন্ধিনং। অস্মভ্যং ইতি তৈত্তিরীয়াঃ। ইমমূষু পুরোদেশেঽবস্থীয়মানমপি সনিং হবির্দানং নব্যাংসং নবতরং। নবীয়াংসং ইতি তৈত্তিরীয়াঃ। গায়ত্র্যং স্তুতিরূপং বচোঽপি দেবেষু দেবানাং অগ্রে প্রবোচঃ প্রব্রূহি॥ (১অ, ১প্র ৩দ, ৮সা)॥

* * *

অষ্টম (২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

এ মন্ত্রের 'নব্যাংসং' এবং 'প্রবোচ' পদ দুইটী উপলক্ষে নানা মতান্তর সৃষ্ট হইয়াছে। 'নব্যাংসং' পদে 'নবরচিতং' অর্থ গ্রহণ করিয়া, বেদবিদ্বেষিগণ কহেন,—'এই দেখুন, বেদ যে অপৌরুষেয় নহে, বেদের মন্ত্রগুলি যে সেদিন নূতন রচিত হইয়াছিল, এইখানে তাহার প্রমাণ দেখুন।' কিন্তু তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চাহেন না যে,—গায়ত্র্য-মন্ত্র চিরনূতন, আর সেই ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। 'প্র বোচ' পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'মনুষ্যরূপ দেবতা অগ্নি, অন্যান্য মানুষরূপ দেবতাকে যেন এই মন্ত্র-রচনার ও হবির্দ্দানের কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন; সেই ভাব এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।' পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, মন্ত্র তাঁহার চক্ষে সেই ভাবই প্রকটিত করিবে। এখানেও তাই। নিত্যসত্য সনাতন এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে,—'হে জ্ঞান-স্বরূপ দেব! আপনিই একমাত্র অগ্নিরূপে জ্যোতীরূপে পরিদৃশ্যমান্; অন্য দেবতার দৃষ্টির অতীত। তাই আপনারই নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আমার পূজা-অর্চ্চনা আপনিই সকল দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের অনুকম্পার অধিকারী করুন।' (১অ, ১প্র, ৩দ, ৮সা)।

——•——

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ২র ৩ ১র ২র ১
তং ত্বা গোপবনো গিরা জনিষ্ঠদগ্নে অঙ্গিরঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
স পাবক শ্রুধী হবং॥ ৯॥

* . *

গেয়-গানং।

৫ র ৪ — ৲ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ৭ ৲ ৩
তং ত্বা গোপা। বানো২গা ২ ৩ ৪ ইরা। জনা ইষ্ঠদা। গ্নয়া২ঙ্গা ২ ৪ ৪
৫ ২ ১ ২র ৩ ৫ ২ — ৩ ৫ ৪
ইরাঃ। সপৌবাও ২ ৩ ৪ বা। কৌবাও ২ ৩ ৪ বা। শ্রুধী ৫
৪
হবাং। হো৫ ই। ডা॥ ৯॥ *

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বজ্ঞ) 'পাবক' (শোধক) 'অগ্নে' (হে দেব !) 'তং' (তথাবিধং প্রখ্যাতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গোপবনঃ' (জ্ঞানপূতঃ, সাধকঃ) 'গিরা' (স্তুতিরূপয়া বাচা) 'জনিষ্ঠং' (বর্দ্ধয়ন্তি, তব গুণান্ কীর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ) ; 'সঃ' (তথাবিধঃ ত্বং) অস্মাকং 'হবং' (আহ্বানং) 'শ্রুধী' (শৃণু)। হে দেব ! জ্ঞানিনস্ত্বাং সম্পূজয়ন্তি ; তেষাং পূজাং ত্বং গৃহ্ণাসি ; অজ্ঞানা বয়ং ত্বাং পূজয়ামঃ, অস্ম কং পূজাং গৃহাণ। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৯সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ পবিত্রকারক হে দেব ! সেই প্রখ্যাত আপনাকে জ্ঞানী সাধক স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন (অর্থাৎ স্তুতি দ্বারা আপনার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন) ; সেই আপনি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৯সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। গোপবন ঋষিঃ। হে অগ্নে তং ত্বা ত্বাং গোপবনঃ ঋষিঃ গিরা স্তুত্যা জনিষ্ঠং জনয়তি বর্দ্ধয়তি। স্তূয়মানাহি দেবতা বর্দ্ধন্তে। তাদৃশাগ্নে। অঙ্গিরঃ সর্ব্বত্রগন্তঃ! অঙ্গিরসাং পুত্র বা হে পাবক শোধক! গোপবনস্য হবং

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ১১শ ঋক্। ইহার ঋষি—গোপবন। গেয়গানের ঋষি—এবং গেয়গানের নাম—গৌপবন।

আহ্বানং শ্রুধি শৃণু। ভং ঘাং ইতি, ভনিষ্বং ইতি চ ছন্দোগাঃ; বং ঘা ইতি অনিষ্টং ইতি চ বহ্বৃচাঃ॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ৯সা)।

* * *

নবম (২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসরণে এই সাম-মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নি! গোপবন ঋষি তোমাকে স্তুতির দ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছেন। শোধক, 'অঙ্গিরঃ' অর্থাৎ সর্ব্বত্রগমনশীল অথবা অঙ্গিরা ঋষির পুত্র, তাদৃশ হে অগ্নি! তুমি গোপবনের আহ্বান শ্রবণ কর।' এস্থলে মন্ত্রস্থিত 'গোপবনঃ' শব্দের অর্থ ভাষ্যকারের মতে 'গোপবন' ঋষি। গোপবন-নামধেয় কোনও ঋষি থাকিতে পারেন। কিন্তু, সেই গোপবন ঋষি অগ্নিদেবকে স্তুতির দ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছেন—ইহাতে কি ভাব আসে? আবার মন্ত্রের শেষাংশের ('স পাবক শ্রুধী হবং' অংশের) 'হে পাবক, তুমি গোপবনের আহ্বান শ্রবণ কর' অর্থই বা কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? শেষাংশের মধ্যে উক্ত 'গোপবনঃ' শব্দের কোনও সম্বন্ধই নাই। ভাষ্যকার উহা উহ্য করিয়াই অর্থ আমনন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। আমরা ঐ 'গোপবনঃ' শব্দের অর্থ করিলাম—'জ্ঞানপূত'। বেদ-মন্ত্রস্থিত 'গো' শব্দের ভাবার্থ যে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান—এ কথা আমরা বহু বার সমালোচনা করিয়াছি। তাহা হইতেই 'গোপবন' শব্দে 'জ্ঞানপূত' অর্থ আসে। মন্ত্রান্তর্গত আর একটি পদ—'অঙ্গিরঃ'। ভাষ্যকর্ত্তা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'সর্ব্বত্রগমনশীল', অথবা 'অঙ্গিরা ঋষির পুত্র'। গত্যর্থক 'অগি' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় প্রথম অর্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা বলি, যাঁহার জ্ঞান আছে, (অঙ্গ—জ্ঞান+ইরন—অস্ত্যর্থে) তাঁহাকেই 'অঙ্গিরাঃ' কহে। এ মতে আমরা অর্থ করিলাম—'সর্ব্বজ্ঞ'। আর, শেষাংশের (স পাবক শ্রুধী হবং' অংশের) 'আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন' এইরূপ অর্থই স্বতঃ-নিষ্কাশিত হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে, সাধক দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পবিত্রতাকারক। শুদ্ধ-সত্ত্বজ্ঞানাধিকারিগণ, আপনার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের আহ্বান আপনি শ্রবণ করুন। আমি অধম; আপনাকে আহ্বান করিতেছি। আপনি, কৃপাপূর্ব্বক আমার এই আহ্বান শ্রবণ করুন। (১অ, ১প্র, ৩দ, ৯সা)।

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি বাজপতিঃ কবিরগ্নির্হব্যান্যক্রমীৎ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দধদ্রত্নানি দাশুষে॥ ১০॥

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ৭
পর্য্যো। হো ই বাজা। পতা ইঃ কা ১ বী ২ঃ। আগ্নিৰ্হব্যা। নায়ক্রমী ২ ৩।

১ ১ ৳ ৩ ২ ৫রর ২র১৩১১১১
দধা ২ ৩ ৩। রা ২ ত্না ২ ২ ৪ ঔহোবা। নিদাশুষে ২ ৩ ৪ ৫॥ ১০॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজপতিঃ' (যজ্ঞপালকঃ, দেবভাবপোষকঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'দাশুষে' (অর্চ্চনাকারিণে) 'রত্নানি' (পরমধনানি) 'দধৎ' (প্রযচ্ছন্); 'হব্যানি' (হবীংষি, ভক্তিসুধাঃ) 'পর্য্যক্রমীৎ' (পরিক্রামতি, গৃহ্নাতীত্যর্থঃ)। দেবোঽহসৌ ভক্তিপূজিতঃ সন্ চতুর্ব্বর্গপ্রদো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবের পোষক, মেধাবী (এই) জ্ঞানস্বরূপ দেবতা, অর্চ্চনাকারীকে পরমধন দান করিতে করিতে (তাহার) ভক্তিসুধা গ্রহণ করেন। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। বামদেব ঋষিঃ। বাজপতিঃ বাজানামন্নানাং পতিঃ পালকঃ (পরিবাজপতিঃ কবিরিত্যেব হি বাজানাং পতিরিতি ব্রাহ্মণং।) কবিঃ ক্রান্তদর্শী মেধাবী বা। দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি ধনানি দধৎ প্রযচ্ছন্ অগ্নিঃ হব্যানি হবীংষি পর্য্যক্রমীৎ পরিক্রামতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ১০॥

* * *

দশম (৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'অন্ন-পালক, ক্রান্তদর্শী অথবা মেধাবী অগ্নি, হবিঃ-প্রদানকারী যজমানকে রমণীয় ধনসমস্ত প্রদান করতঃ হবিঃ-সমূহ গ্রহণ করেন।' কোনও ব্যাখ্যাকারের মত,—'হবিঃ-সমূহের চতুর্দ্দিকে জ্বালা দ্বারা পরিভ্রমণ করিতেছেন।'

মন্ত্রান্তর্গত 'বাজপতিঃ' শব্দের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'বাজানাং অন্নানাং পতিঃ'; অর্থাৎ—অন্নের পালক। আমরা এ পদের ভাবার্থ 'দেবভাবের পোষক' বলিয়া গ্রহণ করিলাম। 'কবিঃ' পদের অর্থ—মেধাবী। ভাব এই যে, হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি প্রজ্বলিত হইলে,

* এই ঋক্টী ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১৫শ সূক্তের তৃতীয়া ঋক। ইহার ঋষি বামদেব। গেয়গানের ঋষি—সুধাযর্চ্চা অথবা বহুরোচি ইহার গেয়-গানের নাম সুধা।

সাধক অতিশয় মেধাবান্ হন। মন্ত্রের আর একটী পদ—'রত্নানি'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করেন, রমণীয় ধনসমূহ। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'হবির্দ্দানকারী যজমানকে রমণীয় ধনসমূহ দান করিতে করিতে'। এ স্থলে যজমানকে রমণীয় ধনদান বলিতে কোন্ ধনের বিষয় মনে আসে? আমরা বলি, এ ধন—অনিত্য পুত্রবিত্তাদিরূপ ধন নহে। এ ধন—সেই দেবদত্ত রমণীয় ধন;—যে ধন প্রাপ্ত হইলে, সাধকের ধনাকাঙ্ক্ষা একেবারেই বিনষ্ট হয়; এ ধন—সেই পরম রমণীয় ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গধন। 'হব্যানি' পদের অর্থ—হবনীয়, দেবোদ্দেশে দানীয় বস্তু। দেবোদ্দেশে কোন্ বস্তু প্রদত্ত হয়? দেবতারা কোন্ হবনীয় গ্রহণ করেন, ইহার উত্তরে বলিতে পারি—'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।' দেবতারা গ্রহণ করেন—হৃন্নিহিত শুদ্ধ-সত্ত্বভাব—ভক্তিসুধা; তাহাই একমাত্র দেবোদ্দেশে হবনীয়। তাই আমরা 'হব্যানি' পদের অর্থ করিয়াছি —'ভক্তিসুধাঃ'।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়,—'হৃদয়ে দেবভাব-সমূহের পোষক, মেধাবী এই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা সাধকের ভক্তিসুধাতে প্রীত হইয়া সাধককে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠধন চতুর্ব্বর্গ প্রদান করেন।' এ মন্ত্র সাধারণতঃ এই মহত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। তুমি ধন চাও, দেবতাতে ভক্তিপরায়ণ হও। দেবতা তোমার একান্ত ভক্তিতে প্রীত হইয়া তোমায় সেই শ্রেষ্ঠধন প্রদান করিবেন। দেবতার অনুগ্রহলাভ করিতে হইলে, চাই—ভক্তি; চাই—ঐকান্তিকতা। মন্ত্র এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। (১ম, ১প্র, ৩দ, ১০সা)।

—— * ——

একাদশং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২
উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥ ১১ ॥

* *

গেয়-গান।

৪ ৫ ৪ ১ ৭ ৮ ৩ ৫ ২র ১
উদুত্যং। ও হা ই। জা। তবে ২ দা ২ ৩ ৪ সাং। দেবংবহা।

১ ৮ ৩ ৫ ১ র ৫ ১ ২র র ১
তো কেতা ২ ৩ ৪ বাঃ। দা ২ ৩ ৪ শে হাই। বা ই শ্বায়সূ। র্য্যাম।

৪ ৫ ৪
ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৬ ই। ডা॥ ১১ ॥ *

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫০শ সূক্তের ১ম ঋক্। ইহার ঋষি-কণ্ব। গেয়-গানের ঋষি—সূর্য্যবর্চ্চা অথবা বহুরোচি। গেয়গানের নাম—সূর্য্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ, জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'বিশ্বায়' (সর্ব্বস্মৈ দেবভাবায়) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং ধনপতিং বা) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'সূর্য্যং' (জ্যোতিঃস্বরূপং ব্রহ্ম) 'উদ্বহন্তি' (উর্দ্ধং বহন্তি, সাধকস্য সহস্রারে প্রকাশয়ন্তি)। জ্ঞানসাহায্যেন সাধকঃ ভগবৎ-স্বরূপং অনুভবং কুর্ব্বতে। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ অথবা ধনপতি দ্যোতমান্ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহস্রার পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথৈকাদশী। কণ্ব ঋষিঃ। ইয়ং সৌরী আগ্নেয়সমাখ্যানং ছন্দোগা গচ্ছন্তীতিবৎ প্রাণভৃত উপদধাতীতিবচ্চ দ্রষ্টব্যং॥ কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাশ্বাঃ। যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যং উদ্বহন্তি উর্দ্ধং বহন্তি। উ ইতি পাদপূরণঃ। উক্তঞ্চ 'মিতক্ষবেষ্বনর্থকাঃ কমিমন্নিতি (নিরু০ ১।৪) কিমর্থং? বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্য্যং? ত্যং তং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং দ্যোতমানং। অত্র নিরুক্তং উদ্বহন্তি জাতবেদসং দেবমশ্বাঃ কেতবো রশ্ময়ো বা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সন্দর্শনায় সূর্য্যং (নি০ ১২।২।৪) ইতি॥ ১১।

একাদশ (৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্বগণ অথবা সূর্য্য-কিরণসমূহ, সকলের (স্ব স্ব কর্ম্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে উর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্য বহন করিয়া থাকে? না—সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ সকল লোকই যাহাতে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায়, সেই জন্য)। সূর্য্যদেব কিরূপ? না—প্রসিদ্ধ, প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।' ভাষ্যকারের এই অর্থকেও আবার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন।*

---

* ব্যাখ্যাকারগণ এ মন্ত্রটীর যেরূপে অর্থ-পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটি অর্থ প্রদান করিলাম। যথা—'অশ্বরূপ রশ্মিসকল, জন্তুমাত্রের প্রবুদ্ধকারী সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।' ২) 'যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, সূর্য্যের রশ্মি বা ঘোটকসমূহ প্রাণিসকলের বিজ্ঞাতা দ্যোতমান সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যকে সেই প্রকারে উর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে।'

আমরা কিন্তু এ মন্ত্রটীর মধ্যে এক মহান্ উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'কেতবঃ' শব্দের অর্থ ভাষ্যকারের মতে প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্ব। ভাষ্যকার 'সূর্য্যের যে টক' অর্থ (ঋগ্বেদের অনেক স্থানে) গ্রহণ করেন। এখানে অশ্ব অথবা রশ্মি দুই অর্থই আমনন করিয়াছেন। আমরা ঐ পদের অর্থ বরাবরই 'প্রজ্ঞাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে প্রজ্ঞাপক শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণদ্যোতক। 'দৃশে বিশ্বায়' পদে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—'সমগ্র ভুবনের দর্শন-নিমিত্ত।' আমরা বলি, সমগ্র দেবভাবের দর্শন জন্য। এস্থলে ভুবন বা দেবভাব উভয় পদই অধ্যাহৃত। মন্ত্রস্থিত অন্যান্য পদগুলির অর্থ ভাষ্যানুসারী। কেবল, 'সূর্য্য' শব্দের অর্থ আমরা জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—এই আগ্নেয়-পর্ব্বের মধ্যে সূর্য্যাত্মক মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? উত্তরে সায়ণ বলিয়াছেন,—'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি' এই ন্যায়ানুসারে এখানে সূর্য্যাত্মক মন্ত্রও আগ্নেয় বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ—'ছত্রিগণ গমন করিতেছে' বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি' এস্থলে অগ্ন্যাধান সম্বন্ধীয় ইষ্টকোপাধান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির 'সমবায়াৎ' সূত্রানুসারে যেমন তৎসংযুক্ত অপর মন্ত্রও 'প্রাণভৃৎ' শব্দের লক্ষ্য সেইরূপ। ইহাতে কষ্টকল্পনা দ্বারা এই মন্ত্রের আগ্নেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। পরব্রহ্মের সূর্য্যরূপ বিভূতিতেই জ্যোতির পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ-পদ-কয়টীরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। ইহাতে মন্ত্রের ভাবার্থ এই হয় যে,—'সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান-সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ শিরস্থিত সহস্রার-পদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২ র ৩ ১ ২ ৩ ২

কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দেবমমীবচাতনং ॥ ১২ ॥

গেয়-গানং।

৩ ১ ১ ২ ৩ — ৫র র ২ ১ ২র ১ র
কবিমগ্নীং। উপা ২ ৩। স্তু ২ হা ২ ৩ ৪ ও হোবা। সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।

২র ২ র র ২র ১
দেবাং। অমীবচাতা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্। ও ৪ ৫ ই। ডা॥ ১২॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মানস! ত্বং 'কবিং' (মেধাবিনং) 'সত্যধর্ম্মাণং' (সত্যধর্ম্মোপেতং) 'অমীবচাতনং' (শত্রুঘাতকং) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অধ্বরে' (কামক্রোধাদ্যহিংসিতে হৃৎপ্রদেশে) 'উপস্তুহি' (প্রাপ্তুং স্তুতিং কুরু)। হে মানস। শত্রুনাশার্থং সত্যধর্ম্মপোষণার্থঞ্চ জ্ঞানস্বরূপং দেবং হৃদি নিধেহি॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ১২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! তুমি মেধাবী, সত্যধর্ম্মযুক্ত, শত্রুনাশক, দ্যোতমান, জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে কামক্রোধাদি কর্ত্তৃক অহিংসিত হৃৎপ্রদেশে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্তুতি কর। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বাদশী। মেধাতিথির্ঋষিঃ। হে স্তোতৃগণ্য! অধ্বরে ক্রতৌ অগ্নিং উপস্তুহি উপেত্য স্তুতিং কুরু। কীদৃশং? কবিং মেধাবিনং সত্যধর্ম্মাণং সত্যবচনরূপেণ ধর্ম্মেণোপেতং দেবং দ্যোতমানং অমীবচাতনং অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং বা ঘাতকং॥ ১২॥

* * *

দ্বাদশ (৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:• • •:• ——

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্তুহি' ক্রিয়াপদ অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। 'তোমরা স্তব কর' এই অর্থ উপলক্ষ করিয়া কেহ কহিতেছেন,—'এ মন্ত্রে যজমানকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ঋত্বিক উপদেশ দিতেছেন'; কেহ বা কহিতেছেন,—'ঋত্বিককে লক্ষ্য করিয়া যজমান আদেশ করিতেছেন'। ক্রিয়াহেতু কর্ত্তার সন্ধানে বড়ই বিতণ্ডা বাধিয়াছে।

আমরা কিন্তু ক্রিয়ার কর্ত্তাকে অন্যভাবে সন্ধান করিতে চাহি। মন্ত্রগুলি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মধ্যে অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া 'তুমি এই কর' বা 'তিনি এইরূপ করুন' এরূপ উপদেশ সঙ্গত বোধ হয় না। তবে কি? আমরা মনে করি, সাধক আপনাকে আপনি আহ্বান করিতেছেন। স্বগতঃ বলিতেছেন,—'মন রে আমার!

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্। ঋষি মেধাতিথি। ইহার গেয়-গানের ঋষি—বসুরোচি; তাহার নাম—কাব।

কেবল দূরে দূরে পলাইবার প্রযত্ন কেন? একটু নিকটে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর। বলিহীন হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও। সত্য-কথন-রূপ ধর্ম্ম গ্রহণ কর। হিংস্র শত্রুগণকে অন্তর হইতে অন্তরে রাখ। যদি ভগবানের করুণা চাও, যদি তাঁহার সাযুজ্য-লাভে অভিলাষী হও, এখনও সাবধান—এখনও নিকটে এস।' এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম; এ মন্ত্রে এই ভাবেই ভগবানের আরাধনা আছে। ভগবানকে আহ্বান করিবার সময় যখন বিচঞ্চল মনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন এই ভাবের প্রার্থনাই স্বাভাবিক। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১২সা)।

—— • ——

ত্রয়োদশং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২র ৩ ৩ ২

শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।

২উ ৩ ১ ২

শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥ ১৩॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র র ২ ১ ২ ৫ র ২ ১র ৩

১। শন্নোদেবীঃ। অভিষ্টী ২ ৩ য়া ৩ ৪ ই। শন্নাভবা। তু পীতা ২ ৩ য়া

৫ র ২র ২ ১ ৩

৩ ৪ ই। শং যোরভী। স্রব। তূ ২। না ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫

ঔহোবা। উং ২ ৩ ৪ পা॥ ১৩॥ *

* * *

৩ ২ ১ র ৫র র ৩ ৭ ৩২ ১

২। হুবা ৩ হো ২ ৩ ৪ ই। শন্নো দেবীঃ। অভিষ্টয়াই। হুবা ৩ হো

৫ ৫ ৫ ৪ র৫ ৩ ১—

২ ৩ ৪ ই। শন্নো ভব। তু পীতয়া ই। হুবা ৩ হো ২ ৩ ৪ ই।

র ৫ ৪ ৫ ২ ২ ১ ∧ ৩

শং যো রভি। স্রবন্তু নাঃ। হুবা ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫

ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা॥ ১৩॥ *

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের নবম সূক্তের চতুর্থী ঋক্। ইহার ঋষি সিন্ধুদ্বীপ প্রভৃতি। গেয়-গানের ঋষি—পারাবতিঃ। গেয় গানের নাম—কাশীত, কাপীত বা সুমন্দ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবীঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ হে দেবতাঃ) যূয়ং 'নঃ' (অস্মাকং) 'অভিষ্টয়ে' (অভীষ্টসিদ্ধায়) 'নঃ' (অস্মাকং) 'শং' (মঙ্গলং) বিধত্ত ইতি শেষঃ; 'পীতয়ে' (পানায়, তৃষ্ণানিবারণায়) 'শং' (সুখং, মঙ্গলং) 'ভবন্তু' (বিদধতু); 'শংযোঃ' (সুখসম্বন্ধযুতাঃ হে আপঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অভি' (প্রতি) 'স্রবন্তু' (করুণাধারাং বর্ষন্তু)। হে জলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ যূয়ং অস্মাকং মঙ্গলং বিধত্ত; অস্মৎপ্রতি করুণাধারাবর্ষণং কুরুত; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, আমাদের অভীষ্ট সাধনের জন্য আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের তৃষ্ণা জ্বালা-নিবারণের জন্য, আপনারা আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন। সুখসম্বন্ধযুক্ত হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ! আমাদের প্রতি আপনাদের করুণাধারা বর্ষিত হউক। (১অ—১প্র—৩দ—১৩সা)।

* * *

সায়ন-ভাষ্যং।

সিন্ধুদ্বীপে ঋম্বরীষো বা ত্রিত আপ্ত্যো বা ঋষিঃ। নঃ অস্মাকং পাপাপনোদয় দ্বারেণ শং সুখং ভবন্তু। দেবীঃ দেব্যঃ আপঃ অভিষ্টয়ে অস্মদ্যজ্ঞায় ভবন্তু যজ্ঞাঙ্গভাবায় চ ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। অপিচ নঃ অস্মৎসম্বন্ধিনে পীতয়ে পানায় চ শং সুখং ভবন্তু। তথা শং উৎপন্নানাং রোগাণাং শমনং যোঃ যাপনং অনুৎপন্নানাং পৃথক্করণং চ কুর্ব্বন্তু। অপিচ নঃ অস্মাকং অভি উপরি স্রবন্তু অভ্যর্থং সিঞ্চন্তু। শন্নো ভবন্তু ইতি ছন্দোগাঃ। আপো ভবন্তু ইতি বহ্বৃচাঃ তৈত্তিরীয়াশ্চ॥ ১৩॥

* * *

ত্রয়োদশ (৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

এ মন্ত্রে পানার্থ জল-প্রার্থনা অথবা যজ্ঞকার্য্যের জন্য সুখবিধানের আকাঙ্ক্ষা,—ভাষ্য-ভাবে প্রকাশ পায়। "যজ্ঞের জন্য সুখের বিধান করুন—পানের উপযোগী হউন, মঙ্গল-বিধান ও অমঙ্গল নিবারণ করুন, আমাদিগের মস্তকে ক্ষরিত হউন,"—মন্ত্রের এইরূপ অর্থই প্রধানতঃ প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন, এখানে জলকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে।

আমরা বুঝিতেছি, এখানে সম্বোধন-মাত্র জলকে আহ্বান করা হয় নাই। দেবী পদ দ্বারা—জলের অতীত—ধারণার বিষয়ীভূত সামগ্রীকেই বুঝাইতেছে। 'অভিষ্টয়ে'

ও 'পীতয়ে' পদদ্বয় সে পক্ষে এক গভীর ভাব প্রকাশ করে। 'অভিষ্টয়ে' পদে 'যজ্ঞের জন্য' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ঐ শব্দে যজ্ঞফল 'অভীষ্ট-সিদ্ধিরূপ কামনা' প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে, 'অভীষ্টসিদ্ধির জন্য' বলিতে নানা ভাব মনে আসে। সে সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়—পরমার্থ-লাভে। 'অভিষ্টয়ে' পদে সেই চরম আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইতেছে। 'পীতয়ে' পদ সে পক্ষে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিবার সময় পানীয়ের প্রার্থনা আবশ্যক হয়। সংসারের পাপের জ্বালায় মানুষ যখন জ্বলিয়া মরে, তখন সে পুণ্যসমুদ্ভূত শান্তিবারির প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। 'আমার অভীষ্ট পূরণ কর, আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর',—এবম্বিধ উক্তিতে 'অশান্তি দূর করিয়া আমাকে শান্তিধামে লইয়া যাও', মন্ত্রে এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ১৩সা)॥

চতুর্দ্দশং সাম।

১ ২ ৩১ ২র ৩ ১ ২
কস্য নূনং পরীণসি ধীয়ো জিন্বসি সৎপতে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
গোষাতা যস্য তে গিরঃ॥ ১৪॥

* * *

গেয়-গানং।

র ২ ৯ ৩২৩ ৫ ১ র
১। কস্যানু ১ না ২ ং। পরীণা ২ ৩ ৪ সী। ধিয়ে জিন্বা ২।
৩ ২ ৩ ৫ ১র২র র ১ ১ ৯ ৩ ৫র র
সিসৎপা ২ ৩ ৪ তা ই। গোষাতায়া ২ ৩। স্যা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔ হো ব।
২ ৩ ৫
উপ্। গী ২ ৩ ৪ রাঃ। *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সৎপতে' (সতাং পালক জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'কস্য' (সাধকস্য) 'ধিয়ঃ' (কর্ম্মাণি) 'পরিণসি' (ব্রহ্মণি) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'জিন্বসি' (প্রীণয়সি, ব্রহ্মাণং প্রাপয়সীত্যর্থঃ); 'যস্য' (সাধকস্য) 'তে' (তব সম্বন্ধিন্যঃ) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ) 'গোষাতা' (গোষাতৌ, জ্ঞানলাভে ভবন্তু)। ভবদীয় স্তুত্যা জ্ঞানবতঃ সাধকস্যৈব কর্ম্মাণি ব্রহ্মার্পিতানি ভবন্তি ইতি ভাবার্থঃ॥ (১অ, ১প্র, ৩দ, ১৪সা)॥

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৪শ সূক্তের ৭ম ঋক্। ইহার ঋষি—উশনা। গেয়-গানের ঋষি—গৌরাঙ্গিরস; গেয়-গানের নাম—মনাজ্যং।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাব-সমূহের পালক হে দেব! আপনি কোন্ সাধকের কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মে সমর্পিত করেন? আপনার সম্বন্ধিনী স্তুতি-সকল যে সাধকের জ্ঞান-লাভের হেতুভূত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ আপনার স্তুতি দ্বারা যে সাধক জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সাধকের কর্ম্মই আপনি পরব্রহ্মে আপ্যায়িত করেন)। (৩অ, ১প্র, ৩দ, ১৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্দ্দশী। উশনা ঋষিঃ। হে সৎপতে সতাং পতে। অগ্নে। নূনং ইদানীং কস্য কীদৃশস্য জনস্য পরীণসি ব্রহ্মণি ধিয়ঃ কর্ম্মাণি জিন্বসি প্রীণয়সি। যস্য তে তব সম্বন্ধিন্যঃ গিরঃ স্তুতয়ঃ গোষাতা গোসাতৌ গবাং লাভে ভবন্তু খলু। তস্মাত্বং কুত্র তিষ্ঠসি? অস্মাকমিদানীং গবেচ্ছা প্রবর্ত্ততে। যদ্বা। হে অগ্নে ত্বমিদানীং কস্য কর্ম্মাণি প্রীণয়সি? ন কস্যাপীত্যর্থঃ। অস্মাকমেব কর্ম্মাণি প্রীণয়েতি ভাবঃ। পরীণসি ইতি সৎপতে ইতি চ ছন্দোগাঃ পরিণসঃ ইতি দম্পতে ইতি চ বহ্বৃচাঃ॥ ১৪॥

ইতি প্রথমপ্রপাঠকীয় প্রথমার্দ্ধে তৃতীয় দশতি সমাপ্ত।

* * *

চতুর্দ্দশ (৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হয়,—'সতের পালক হে অগ্নিদেব! আপনি, ইদানীং কীদৃশ ব্যক্তির কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মে প্রীণিত করিতেছেন? আপনার সম্বন্ধী যাহার স্তুতিসমূহ গোলাভে সমর্থ হয়।'

এ মন্ত্রটী প্রশ্নোত্তরমূলক ও অতিশয় উচ্চভাবদ্যোতক। মন্ত্রের শেষাংশস্থিত একমাত্র 'যস্য' পদের প্রতি একটু স্থির-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেই এই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য অবগত হওয়া যায়। ভাষ্যকার 'যস্য' পদকে 'তে' পদের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে ভাষ্যের অর্থ অনুরূপ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ঐ 'যস্য' পদকে 'তে' পদের বিশেষণ বলিয়া না ধরিয়া, ঐ 'যস্য' পদকে উহ্য-বিশেষ্য 'সাধকস্য' পদের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিলে, মন্ত্রের মধ্যে এক মহদ্ভাব আপনিই বিকশিত হইয়া পড়ে। মন্ত্রান্তর্গত 'গোষাতা' পদের 'গো' শব্দের অর্থ ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'গরু' বলিয়াই ধরিয়াছেন। কিন্তু 'গো' শব্দ যে জ্ঞানার্থমূলক, তাহা আমরা বার বার আলোচনা করিয়াছি। এস্থলেও 'গো' শব্দ 'গরু' অর্থ না করিয়া 'জ্ঞান' অর্থ করাই সঙ্গত। এ মতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'আপনার সম্বন্ধিনী স্তুতি-সকল, যে সাধকের জ্ঞান-লাভের জন্য হইয়া থাকে। যে সাধক আপনার স্তুতি-পরায়ণ, সে নিশ্চয়ই জ্ঞান-লাভে সমর্থ; তাহার কর্ম্মসমূহকেই আপনি ব্রহ্মে সমর্পিত করিয়া থাকেন'—মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (১অ, ১প্র, ৩দ, ১৪সা)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

———o———

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

———:•:———

আগ্নেয়ং পর্ব্বঃ। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্থ দশতিঃ।

• . •

চতুর্থ দশতি।

যজ্ঞাযজ্ঞেতি খণ্ডেষু ত্রিকেষষ্টৌ চ বিংশতিঃ।
ঋচোবৃহত্য আগ্নেষ্যস্ত্যক্ত্যাতিস্র ইমা ঋচঃ॥ ১॥
অথজ্মো অথবেত্যৈন্দ্রী ত্রৈষ্টুভ্যাগ্‌ ব্রহ্মণস্পতেঃ।
ঊর্দ্ধ উষিতি যূপস্য স্তুতিরগ্নেরপীতরাঃ॥ ২॥
সমাখ্যা প্রাণভৃন্মাম্মাদিতি পূর্ব্বমুদীরিতং।
তদা তদাঽভিধাস্তন্তে ঋষয়ঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ॥ ৩॥

• . •

প্রথমং সাম।

৩ ১   ২   ৩ ১ ২   ৩ ১   ২   ৩   ১ ২
যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে।

১   ২   ৩২৩১২   ৩ ১ ২   ৩ ২
প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং

৩ ১র   ২র
মিত্রং ন শংসিষং॥ ১॥

• . •

গেয়-গানং।

৫র ১র ১ ৯ ৩২ ২র ২
১। যজ্ঞা যজ্ঞা। বো অগ্নয়া ৩ ই। গিরা ২ গিরা ৩ ৪। হা হো ৩ ই।
১২৮৩ ৫ ১ ২ ১ ২র ১ ২
চাদক্ষা ২ ৩ ৪ সাই। প্রপ্রা২ বয়মমৃতঞ্জা। তা বে ১
১ ১র ২ ১ ৩র ২ ৯
দাসা ২ ঃ। প্রিয়ম্মিত্রোং। নশ৺সিষাং। এ হিয়া।
৩র র
ঔহোহো ২ ৩ ৪ ৫ ই। তা॥ * ॥

২ ৩ ২ ৫ ১ ৩র ১
২। যজ্ঞা যজ্ঞা। হোই। বো ৩ গ্নয়এ ৩ ৪। হিয়া। গিরা গিরা।
১ ৯ ৩২১ ২ ৩র২১ ২১ ২ ১ ৩
চা ২ দক্ষসাই। প্রপ্রাবয়াং। অমৃতঞ্জা ত্ব। তবে ২ দা ২ ৩ ৪
৫ ২১ র ২১ ৩র ৯
সাং। প্রিয়ম্মিত্রোং। নশ৺সিষাং। এহিয়া।
৩র
ঔহো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

১র ১ ১র
৩। যাজ্ঞাযাজ্ঞা ২। বো অগ্নায়া ২ ই। গাইরা-গাইরা ২।
১ ৭ ১ ১র ১ ২ ১ ৯ ৩ ৫
চাদক্ষাসা ২ ই। প্রপ্রাবায়া ২ ঃ। অমৃতঞ্জা ৩। তবে ২ দা ২ ৩ ৪ সাং।
১ ১ ৭ ২
প্রায়ম্মহেত্রো ২ ঃ। নাশ৺সা ২ ৩ ই ষা ৩ ৪ ৩ ঃ।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

৩৩ ৪ ২ ৪৫ ১ ২ ২
৪। যজ্ঞাহ ৫ য। জ্ঞা ৩ বো ৩ গ্নায়াই। গাইরাগিরা। চা ৩ দা-
২ ২ ১র ১ ১র র ২ ১
ক্ষা ৩ সাই। **প্রপ্রা** ২ বয়মমৃতং। জাতা ২ ৩ রা। হুম্মাই।
২ ২৮ ১ ৩২ ১১১
দা ৩ সাং। প্রায়ুম্মিত্রশ্নশা ২ ৺সিষাউ। বা ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের প্রথমা ঋক। ইহার ঋষি—বৃহস্পতির পু
ত্র শংযু। গেয়গানের ঋষি—ভরদ্বাজ। প্রথম দুইটী গানের নাম—উপহব। তৃতীয় গানের নাম
শ্রৌতীপব। চতুর্থ গানের নাম যজ্ঞাযজ্ঞীয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবভাবাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকমনুগ্রহেণেতি শেষঃ) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দক্ষসে' (কর্ম্মসামর্থ্যলাভায়) 'অগ্নয়ে চ' (তেজঃস্বরূপ-জ্ঞানলাভায় চ) 'যজ্ঞাযজ্ঞা' (যজ্ঞে, সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু) 'গিরা গিরা' (স্তুতিরূপয়া বাচা) 'অমৃতং' (মরণরহিতং, নিত্যং) 'মিত্রং ন' (মিত্রমিব) 'প্রিয়ং' (অনুকূলং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং দেবং) 'প্র প্র শংসিষং' (প্রশংসাম, স্তোতুং সমর্থা ভবাম ইত্যর্থঃ)। (১অ, ১প্র, ৪দ, ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবভাবসমূহ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চ্চনাকারিগণ, কর্ম্মসামর্থ্য-লাভের নিমিত্ত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানলাভের জন্য, স্তুতিরূপ বাক্যদ্বারা নিত্য মিত্রের ন্যায় অনুকূল সর্ব্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করিতে যেন সমর্থ হই। (১অ, ১প্র, ৪দ, ১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থ খণ্ডে সেয়ং প্রথমা। শংযুঋষিঃ। হে স্তোতারঃ বঃ যূয়ং যজ্ঞাযজ্ঞা যজ্ঞে যজ্ঞে সর্ব্বেষু যাগেষু দক্ষসে প্রবৃদ্ধায় অগ্নয়ে গিরা গিরা স্তুতিরূপয়া বাচা স্তোত্রং কুরুতেতি শেষঃ (চ শব্দোভিন্নক্রমোব ইত্যস্মাৎপরোদ্রষ্টব্যাঃ) যূয়ং চ স্তোত্রং কুরুত, বয়মপি তমগ্নিং প্র প্র শংসিষং। প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (৮।১৬০) ইতি প্রশব্দস্য দ্বিরুক্তিঃ পাদপূরণার্থা। ব্যত্যয়েনৈকবচনং। (৩।৭।১০) ছান্দসোলুট্। প্রশংসামঃ। কীদৃশং? অমৃতং মরণরহিতং। জাতবেদসং। জাতানাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞানং জাতধনং বা। মিত্রং ন সখিভূতমিব প্রিয়মনুকূলং॥ যদ্বা ব্যত্যয়েন স্বমিত্যস্য বসাদেশঃ। অগ্নয় ইতি চ কর্ম্মণি চতুর্থী, ক্রিয়াগ্রহণমপিকর্ত্তব্যং ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ। চ শব্দশ্চ পিতি নিপাতশ্চেদর্থে বর্ত্তন্তে। দক্ষস ইতি দক্ষের্বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লটিরূপং। চণ্ যোগান্নিপাতৈর্যদ্যদিহন্ত ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তত্রায়মর্থঃ হে স্তোতস্ত্বং যজ্ঞে ইমমগ্নিং গিরা স্তুত্যা দক্ষসে চ বর্দ্ধয়সি চেৎ বয়মপি অমৃতত্বাদিগুণকং তং প্রশংসামঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

মন্ত্র-মধ্যে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া, ভাষ্যকার, অন্বয়মুখে 'হে স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন; এবং 'দক্ষসে' 'অগ্নয়ে' পদদ্বয়ের অর্থ 'অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তব কর।' মন্ত্রস্থ 'চ' শব্দটিরও ভিন্নক্রম বলিয়া 'বঃ' পদের পরই অন্বয় করিয়াছেন। তাহাতে অপরাংশের অর্থ হয়, 'তোমরা স্তব কর এবং

আমরাও সেই অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' অন্যান্য পদগুলির যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতবিরোধী নহে। ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে,—'হে স্তোতৃগণ। তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা স্তব কর। তোমরাও স্তব কর এবং আমরাও সেই অমরণধর্ম্ম জাতপ্রজ্ঞ বা জাতধন ও সখার ন্যায় অনুকূল অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি। আমরা বলি, মন্ত্রান্তর্গত 'বঃ' পদটীতে হৃন্নিহিত দেবভাবকেই বুঝাইতেছে, সাধক যেমন দেবভাব-সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'আমার কি সাধ্য আছে যে, আমি দেবতার স্তব করিব। তবে যদি কিছু স্তব করিতে সমর্থ হই, হে অন্তর্নিহিত দেবভাব-সমূহ। তাহা তোমাদেরই অনুগ্রহে।' 'দক্ষসে' পদের অর্থ—কর্ম্মসামর্থ্যলাভ জন্য এবং 'ঋতয়ে' পদের অর্থ—অগ্নির ন্যায় জ্ঞানলাভের জন্য। মন্ত্রস্থ 'চ' পদেরও এ পক্ষে সার্থক-প্রয়োগ দেখিতে পাই। তাহাতে এ মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'হৃদয়ে দেবভাবসমূহ পরিস্ফুট হইলেই সাধক তাহার প্রতি কর্ম্মেই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। তৎপ্রভাবে সৎকর্ম্মসাধনে যুগপৎ সামর্থ্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মে। তখনই দেবতা, মিত্রের ন্যায়, সাধকের সৎকর্ম্ম-সাধনে অনুকূল হন। (১অ, ১প্র, ৪দ, ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুৎত দ্বিতীয়য়া।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ১র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জাম্পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫র ২ ৪ ৫ র র ৫ ১ ২ ১ ২ —
১। পাহিনো ৩ অগ্নএকয়া। পাহিয়ুত। দ্বিতীয়া ১ য়া ২।
১ ২র রর ১ ২ — ১ ২ S
পাহিগীর্ভিস্তিসৃভিঃ। উর্জ্জাম্পা। ১ তা ২ ই। পাহিচতৌ ৩।
২ ২ ২র ১ ২ ১
হো ৩ বা। সৃভির্ব্বা ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ উ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ *

---

* এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের ৯ম ঋক। ইহার ঋষি—প্রগাথ-পুত্র ভর্গ। গানের ঋষি—ভরদ্বাজ। প্রথম গানের নাম—কার্ত্তযশ। দ্বিতীয় গানের নাম —মার্গেব। তৃতীয়গানের নাম—কর্ত্তবেশ।

৫র র র ৫ ২র ১ ২ ১
২। পাহিনোঅগ্নএকয়া ৬ এ। পা। হোই। উ। তা।

২ ১ ২ ২ ১র ৯ ৩ ৫ ১ ২ ৯
দ্বিতীয়া ৩ য়া। পাহো ২ ইগা ২ ৩ ৪ ইভীঃ। তাই স্ভিঃ।

র ২ ৯ ৩র র ৫ ১ ৫
উর্জ্জাম্পাতা। ঔ হোহো ২ ৩ ৪ বা। পা ২ ৩ ৪ হিহাই।

২ ১ ২১ ৩র র ৫ ১ ১
চস্তাস্ভা। ঔ হোহো ২ ৩ ৪ বা। বা ২ ৩ ৪ সাউ।

৫র ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা।

* * *

৪র ৩ ৪র ৫ র ৩২ ১ ৫ র
৩। পাহিনো অগ্নএ। কয়া। পা ২ ৩ ৪। হিয়ুতদ্বিতী

৪ ৫ ৪র ৩ ৪র ৩ ৪ ৩ ৪ ৫র র ২ ২ ১র ২
য়ায়া। পাহিগীর্ভিস্তিস্ভিরূর্জ্জাং। পা ৩ তাই। পাহো ই চা

২ ৫র ৪ ১ ১ ২ র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ তা ৩ ৪। হাও বা। স্ভির্ব্বসো। উ পা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'একয়া' (কর্ম্মমূর্ত্ত্যা) 'নঃ' (অস্মান্) 'পাহি' (রক্ষ); 'উত' (অপিচ) 'দ্বিতীয়য়া' (জ্ঞানমূর্ত্ত্যা) 'পাহি' (অস্মান্ রক্ষ); 'উর্জ্জাম্পতে' (বলপালক হে দেব!) ত্বং 'গীর্ভিঃ' (অস্মাকং স্তুতিভিঃ স্তুতঃ সন্নিতি শেষঃ) 'তিস্ভিঃ' (কর্ম্মজ্ঞানভক্তিরূপাভিঃ মূর্ত্তিভিঃ) 'পাহি' (অস্মান্ পালয়), 'বসো' (নিবাসভূত হে দেব!) ত্বং 'চতস্ভিঃ' (কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমোক্ষস্বরূপাভিঃ মূর্ত্তিভিঃ) 'পাহি' (অস্মান্ রক্ষ)। অত্র সাধনমার্গস্য স্তরপর্য্যায়ো বিবৃতঃ। যথাক্রমেণ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিসমবায়েন মোক্ষরূপাং চতুর্থাবস্থাং সাধকো লভতে—ইতি ভাবঃ। (১অ, ১প্র, ৪দ, ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি প্রথম—কর্ম্মমূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন; এবং দ্বিতীয়—জ্ঞানমূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। বলপালক হে দেব! আপনি আমাদিগের স্তুতি দ্বারা স্তুত হইয়া

কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিরূপ মূর্ত্তিত্রয় দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন। নিবাস-স্থানীয় হে দেব! আপনি, কর্ম্মজ্ঞানভক্তিমোক্ষ-রূপ মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দ্বারাও আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১অ, ১প্র, ৪দ, ২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। ভর্গঋষিঃ। হে অগ্নে নঃ অস্মান্ একয়া ঋচা গিরা পাহি রক্ষ। উত অপি চ। দ্বিতীয়য়া ঋচা পাহি পালয়। তিসৃভিঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ উর্জ্জাং অন্নানাং বলানাং বা। হে পতে। স্বামিন্। তথা পাহি। হে বসো বাসক অগ্নে। চতসৃভিঃ গীর্ভিঃ পাহি। (১অ, ১প্র, ৪দ, ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

এই সাম-মন্ত্রটী নিগূঢ়-তত্ত্ব-মূলক। কিন্তু ইহার অন্তর্গত 'একয়া' 'দ্বিতীয়য়া' প্রভৃতি পদ-কয়েকটী লইয়া ব্যাখ্যাকারগণ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। 'একয়া' 'দ্বিতীয়য়া' পদদ্বয়, গুণবাচক বিশেষণ পদ। ইহারা কোনও বিশেষ্যপদকে অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু মন্ত্রমধ্যে বিশেষ্য-পদ পরিদৃষ্ট হয় না। তাই, কেহ বলিয়াছেন,—এখানকার 'একয়া' পদের অর্থ—এক ঋকের দ্বারা; কাহারও মত—'এক বাণীর দ্বারা।' সে পক্ষে 'দ্বিতীয়য়া' পদে দুইটী ঋকের বা দুইটী বাণীর দ্বারা অর্থ আসে। এতদনুসারে মন্ত্রের তৃতীয় পাদের অন্তর্গত 'তিসৃভিঃ গীর্ভিঃ' পদের অর্থকল্পনা পক্ষে ভাষ্যকার বলেন,—তিনটী বাক্য দ্বারা। তৃতীয়াংশে বাণী-অর্থবোধক 'গীর্ভিঃ' পদ থাকায় আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ 'বাক্য দ্বারা' অর্থ পরিকল্পিত করিয়া লয়েন। শেষাংশে যে 'চতসৃভিঃ' পদ দৃষ্ট হয় তাহাও বিশেষ্য পদ না থাকা প্রযুক্ত, উক্ত 'গীর্ভিঃ' পদের সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে। এ মন্ত্রে ভাষ্যানুমোদিত অর্থ হয় এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি একটী ঋকের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন; অপিচ, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা (আমাদিগকে) পালন করুন। অন্ন অথবা স্বামী হে দেব, আপনি তিনটী স্তুতি দ্বারা সেইরূপ রক্ষা করুন। বাসক (গার্হপত্য-নামক) হে অগ্নি! চারিটী শব্দের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' ব্যাখ্যাকারগণ কেহ কেহ আবার ইহা হইতে অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছেন,—একটী বাণীর দ্বারা স্তুত হইয়া, দুইটী বাণীর দ্বারা স্তুত হইয়া ইত্যাদি।

এক্ষণে, আমরা এ মন্ত্রটীর মধ্যে যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, কর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের প্রথম উপায় ও অবলম্বন। কর্ম্মযজ্ঞ দ্বারাই সাধককে সাধনার প্রথম স্তরে অগ্রসর হইতে হয়। তাই প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি প্রথম—কর্ম্মমূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ আমরা যেন আপনার অনুগ্রহে সৎকর্ম্ম-সাধনে বাধাবিপত্তিহীন হইয়া থাকি।

আমাদের কর্ম্ম যেন আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।' এইরূপে কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর, সাধক সাধনার দ্বিতীয় স্তর জ্ঞান-মার্গে উপনীত হইয়া থাকেন। তখন প্রার্থনা হয়,—'হে দেব! আপনার দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' তাহার পর তৃতীয় স্তর—ভক্তির স্তর। এ স্তরে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তিনেরই প্রয়োজন। এই জন্য প্রার্থনাকারী এখানে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বলপালক দেব। আপনি কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিস্বরূপ মূর্ত্তিত্রয় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' অতঃপর সাধনার চরম—চতুর্থ স্তর বা তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থাতেই—এই স্তরে আরোহণ করিতে পারিলেই—মানুষ, জীবনের চরম-লক্ষ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে, চাই—কর্ম্ম, চাই—জ্ঞান, চাই—ভক্তি, চাই—মোক্ষ। এই চারি ভাবের যুগপৎ সমন্বয় যখনই ঘটিবে, তখনই সাধক ভগবৎসাযুজ্য লাভ করিবেন। এখানে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে নিবাসহেতুভূত দেব! কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি—আপনার এবম্বিধ মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এই জন্যই এখানে 'বসো' সম্বোধনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে সম্বুদ্ধ করা হইয়াছে। মুক্তির স্বরূপ-বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলেই সাধক ভগবানকে 'হে নিবাসস্থানীয়' বলিয়া সম্বোধন করিতে সমর্থ হয়।

এইবার সমগ্র প্রার্থনার বিষয়টী একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সে পক্ষে রসায়ন-বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিমিশ্রণের প্রক্রিয়া-পরিণতির স্তরপর্য্যায় অনুধাবন করা যাইতে পারে। একের সহিত অন্যের সংমিশ্রণে একটী নূতন অবস্থার উৎপত্তি হয়। সে অবস্থায় সেই দুই মূল বস্তুর সত্ত্বা বিদ্যমান থাকে; 'অথচ, আর এক নূতন বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে।' তাহার সহিত যদি অপর কোনও সামগ্রীর মিশ্রণ ঘটে, তাহাতে অপর এক রূপান্তর উপস্থিত হয়। ইহাতে তিন অবস্থার মধ্যে আবার এক চতুর্থ অবস্থা আসিয়া থাকে। এখানে সেই মিশ্রণের ভাব ব্যক্ত আছে। প্রথম ছিল—কর্ম্ম; তার পর আসিল—জ্ঞান; তার পর আসিল—ভক্তি। তখন আর তিনের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারিল না। সে তিন যখন এক হইয়া রহিল অথবা একাধারে তিনই হইয়া রহিল, তখনই তাহাদের সম্মিলন সংমিশ্রণ-জনিত চতুর্থ অবস্থা উপস্থিত হইল। সেই অবস্থাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সে অবস্থায় তিন হইতে চারের উৎপত্তি বুঝিতে পারি। মন্ত্রের চারিটী পাদের ('চতসৃভিঃ'র) সার্থকতা এই অনুভাবনাতেই প্রতিভাত হয়। তাহাতে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে আমার পরমাশ্রয় স্থান! নিরাশ্রয় আমি। সমুদ্র-জলে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি। তাই প্রার্থনা—আমার কর্ম্মের মধ্য দিয়া, আমার জ্ঞানের মধ্য দিয়া, আমার ভক্তির মধ্য দিয়া, আপনার সেই আশ্রয়ে লইয়া যাউন; আপনার সেই পরমাশ্রয়-স্থানে লইয়া গিয়া আমাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।' (১অ—১খ—৪দ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চ্চিভিঃ শুক্রেণ দেব শোচিষা।
ভরদ্বাজে সমিধানো যবিষ্ঠ রেবৎ পাবক দীদিহি॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

১। বৃহাদ্ভী ২ ৩ রগ্নে অর্চিভির্হা উ। শুক্রা ইণ দেব শোচিষা ভরদ্বা ১ জে ২ ৩। হো বা ৩ হা ই। সমীধীনঃ। যা বিশিষ্টিয়া ২ ৩। হো বা ৩ হা ই। রেবাৎপো ১ বা ২ ৩। হো বা ৩ হা ই। কা দীদি হি। ইড়া ২ ৩ ডা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥

* * *

২। বৃহদ্ভিরগ্নে অর্চিভী ৬ রে। শুক্রা ইণ দেব শোচিষা চিদধাতি ১ জে ২ ৩। ও ৩ বা। সমিধানঃ। যাবিষ্টিয়া ২ ৩। ও ৩ বা। রেবাৎপা ১ বা ২ ৩। ঔ ৩ বা। কা দীদি হি। ই ডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৩॥ *

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের সপ্তম ঋক। ইহার ঋষি - ভরদ্বাজ। ইহার গেয় গানের—ঋষি ভরদ্বাজ; গেয়-গানের নাম—পৃশ্নি।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (দ্যোতমান্) 'যবিষ্ঠ' (প্রভূততেজঃসম্পন্ন) 'পাবক' (শোধক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ভরদ্বাজে' (ভরৎ বাজে, অস্মাকং আরব্ধ যজ্ঞে, হৃৎপ্রদেশে) 'শুক্রেণ' (নির্ম্মলেন) 'শোচিষা' (তেজসা) 'সমিধানঃ' (সম্যগ্দীপ্যমানস্ত্বং) 'বৃহদ্ভিঃ' (মহদ্ভিঃ) 'অর্চ্চিভিঃ' (কিরণৈঃ, স্বরূপপ্রকাশৈঃ) 'রেবৎ' (অস্মাকং বিতরণোপযোগিজ্ঞানধনযুক্তং যথা তথা) 'দীদিহি' (দীপ্তিমান্ ভব)। হে জ্ঞানদেব! তব জ্ঞানদানরূপানুগ্রহেণ বয়ং চতুর্ব্বর্গোপেতাঃ ভবামঃ—জ্ঞানং হি চতুর্ব্বর্গলাভহেতুভূতং ইতি ভাবার্থঃ। (১অ—১প্র—৪দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান্, প্রভূতশক্তিশালী, পবিত্রকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের আরব্ধ যজ্ঞক্ষেত্রে স্বকীয় নির্ম্মল তেজের দ্বারা সম্যক্-রূপে দীপ্তিমান্ আপনি, মহৎ কিরণে, স্বরূপ প্রকাশে, আমাদিগকে বিতরণোপযোগি-জ্ঞানধনযুক্ত হইয়া দীপ্তিমান্ হউন। ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার জ্ঞানদানরূপ অনুগ্রহেই আমরা চতুর্ব্বর্গধন প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ, জ্ঞানই চতুর্ব্বর্গ-লাভের হেতুভূত। (১অ—১প্র—৪দ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। শংযুঋষিঃ। হে দেব! দানাদিগুণযুক্ত! যবিষ্ঠ যুবতম! পাবক শোধক! অগ্নে! শুক্রেণ নির্ম্মলেন শোচিষা তেজসা। ভরদ্বাজে অস্মদ্ভ্রাতরি সমিধানঃ সমিধ্যমানস্ত্বং বৃহদ্ভির্মহদ্ভিস্তেজোভিঃ নঃ অস্মদর্থং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দীদিহি দীপ্যস্ব। রেবৎ পাবক ইতি ছন্দোগাঃ। রেবন্ত শুক্র দীদিহি দ্যুমৎ-পাবক ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৪দ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

এ মন্ত্রটীর মধ্যে 'ভরদ্বাজে' পদ থাকায়, ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ ভরদ্বাজ মুনির ও তদ্ভ্রাতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। ভাষ্যানুসরণে ব্যাখ্যাকারদিগের মত—মন্ত্রদ্রষ্টা শংযু ঋষি, ভরদ্বাজের ভ্রাতা। সেই ভরদ্বাজের নিমিত্ত যজ্ঞীয় গবাশ্বাদিরূপ ধনের জন্য শংযু ঋষি, স্বয়ংই অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। কেহ বলেন,—শংযু ঋষি, ভরদ্বাজের সহোদর নহেন; এক আশ্রমে উভয়ের বাস বলিয়া উভয়ের মধ্যে সহোদরের ন্যায় প্রীতি ছিল।

ভাষ্যকারের মতে—এ মন্ত্রটী ঋষির নিজের নিমিত্ত প্রার্থনা-মূলক; কিন্তু, ব্যাখ্যাকারদিগের মতে শংযু ঋষি, ভরদ্বাজের নিমিত্ত যে ধন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এ মন্ত্রটী সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। ভাষ্য-মতে মন্ত্রার্থ হয়,—'হে দানাদিগুণযুক্ত, যুবকশ্রেষ্ঠ, শোধক অগ্নিদেব! নির্ম্মল তেজের দ্বারা আমার ভ্রাতা ভরদ্বাজ ঋষিতে অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে দীপ্যমান্ আপনি, মহৎ তেজঃসমূহের দ্বারা ধনযুক্ত হইয়া, আমাদিগের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হউন।' ব্যাখ্যাকারদিগের

মতে মর্ম্মার্থ হয়—'মহৎ বা প্রভূত তেজের দ্বারা সেই রকমভাবে প্রদীপ্ত হও—যাহার ফলে সে (ভরদ্বাজ) ধনযুক্ত হইতে পারে।' এ মতে মন্ত্রান্তর্গত শব্দ-কয়েকটী যে অর্থ সূচনা করিতেছে, ভাষ্যদৃষ্টে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

আমরা কিন্তু, মন্ত্রের ঐ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। আমরা মন্ত্রের অর্থ যেরূপে পরিগ্রহ করিলাম, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। আমরা বলি, নিত্য সত্য সনাতন বেদমন্ত্রমধ্যে কখনও বিশেষ কোনও ব্যক্তির বা বিশেষ কোনও মুনি-ঋষির প্রসঙ্গ স্থান পাইতে পারে না। হইতে পারে, মুনিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ও প্রযোজক। কিন্তু, মন্ত্রমধ্যে তাঁহাদের আখ্যায়িকার সম্বন্ধ আমরা স্বীকার করি না। তাই আমরা উক্ত 'ভরদ্বাজ' পদের ভরদ্বাজ ঋষিরূপ অর্থ আমনন না করিয়া উহার যৌগিকার্থই গ্রহণ করিলাম। ধারণ ও পোষণার্থ মূলক ডুভৃঞ্ (ভৃ) ধাতু হইতে 'ভরৎ' পদ নিষ্পন্ন হয়। ভরৎ+দ্বাজ—ভরদ্বাজ। ইহার ভাবার্থ—আরব্ধ যজ্ঞে বা হৃৎপ্রদেশে। ইহাতে মন্ত্রটীর কিরূপ সুসঙ্গত অর্থ হয়, দেখুন। অর্থ হয়,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। আপনি, আমাদিগের যজ্ঞক্ষেত্রে বা হৃৎপ্রদেশে নির্ম্মল প্রভূত তেজের দ্বারা ধনযুক্ত হইয়া দীপ্তিমান্ হউন।' এ ধন—পুত্রবিত্তাদিরূপ অনিত্য ধন নহে ; এ ধন—সেই সর্ব্বজনবাঞ্ছিত নিত্য—সত্য—মোক্ষধন। এখানে সাধক, দেবতার নিকট অনিত্য-ধনের কামনা জানাইতেছেন না। তাহার প্রার্থনা, নিত্য-সত্য, পরমধন-লাভ মূলক। যে ধনের ক্ষয় নাই—চ্যুতি নাই, যাহা অক্ষয়, সেই ধনই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দ্যোতমান্ জ্ঞানাগ্নি। আপনি আমাদের শোধক হউন।' প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। আমাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্র আপনার পবিত্র পূর্ণ-জ্যোতিতে প্রোদ্ভাসিত হউক।' প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেব। আপনি আমাদিগকে নিত্য-সত্য পরম ধন (জ্ঞান-ধন) প্রদান করুন।' আমরা বলি, মন্ত্রের মধ্যে এই মহদ্ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (অ—১প্র—৪দ—৩সা)।

—— * ——

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ত্বে অগ্নে স্বাহুত প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
যন্তারো যে মঘবানো জনানামূর্ব্বং দয়ন্ত গোনাং ॥ ৪ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১র ৪র র ১ ৫ ১ ১র ২ র ১ ২ ১ র ২
ত্বে অ ২ ৩ গ্নে স্বাহু৩ হা উ। প্রিয়াসঃ সন্তু সূরয়ঃ। যন্তারো ১ যা
১ ৪র ৫র ৪ ৫র ২ ১ ৭ ২
২ ৩ ৪ ই। মঘবানো জনা। নাম্। ঊর্ব্ব দয়া ২ ৩ হা।
২র ১র ১ ২ ১
ত গোনা ২ ম্। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩ ও
২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বাহুত' (সুষ্ঠুরূপেণাহুত, সাধুজনৈরর্চ্চিত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'জনানাং' (প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং সম্বন্ধে, অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'গোনাং' (জ্ঞানানাং') 'উর্ব্বং' (সমূহং, সম্যগ্ জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'দয়ন্ত' (প্রযচ্ছতু); যে 'সূরয়ঃ', (স্তোতারঃ, মেধাবিনঃ) 'মঘবানঃ' (জ্ঞানরূপধনান্বিতাঃ) 'যন্তারঃ' (নিয়ামকাঃ, সংযতচিত্তাঃ) তে হি 'ত্বে' তব) 'প্রিয়াসঃ' (প্রিয়াঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু, ভবেয়ুঃ ইতি ভাবঃ)। হে দেব! ত্বন্নিবিষ্টচিত্তানাং অর্চ্চনাকারিণাং অস্মাকং কল্যাণং বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা।* (ম—১প্র—৪দ—৪স)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সুষ্ঠুরূপে আহুত (সাধুগণের অর্চ্চনীয়) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করুন। যে মেধাবী স্তোতৃগণ জ্ঞানরূপ ধনযুক্ত ও সংযতচিত্ত, তাঁহারা আপনার প্রিয় হউন (হয়েন)। ভাব এই যে,—হে দেব! আপনাতে নিবিষ্টচিত্ত অর্চ্চনাকারী আমাদিগের কল্যাণবিধান করুন। (১অ—১প্র—৪দ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। হে অগ্নে! স্বাহুত যজমানৈঃ সুষ্ঠুভিঃ হুতঃ। ত্বে তব সূরয়ঃ প্রেরকাঃ স্তোতারঃ প্রিয়াসঃ প্রিয়াঃ সন্তু ভবন্তু। কিঞ্চ। যে মঘবানঃ ধনবন্তঃ যন্তারঃ প্রদাতারঃ জনানাং অস্মদীয়ানং উর্ব্বং সমূহং। গোনাং গবাঞ্চ উর্ব্বং সমূহং দয়ন্ত প্রযচ্ছন্তি, তে চ তব প্রিয়াঃ সন্তু ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। উর্ব্বং ইতি ছন্দোগাঃ। উর্ব্বান্ ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৪দ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

সাধারণতঃ এ মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'শোভন যজমান কর্তৃক আহূত হে অগ্নিদেব! আপনার প্রেরক স্তোতৃগণ (আপনার) প্রিয় হউক; আরও যে দানশীল ধনবানগণ আমাদিগকে এবং গো-সমূহকে সম্যক্-রূপে প্রদান করিতেছেন, তাঁহারাও আপনার প্রিয় হউন।' এরূপ অর্থে মন্ত্রের কোনরূপ নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। কারণ, 'দানশীল ধনিগণ আমাদিগকে এবং গো-সমূহকে সম্যক্ রূপে প্রদান করিতেছেন'—বাক্যে, কি ভাব উপলব্ধ হয়? এরূপ প্রার্থনাতেই বা কোন্ উচ্চভাব দ্যোতনা করে?

মন্ত্রান্তর্গত গো-শব্দ যে জ্ঞানার্থদ্যোতক, এ কথা আমরা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে 'দয়ন্ত' এই ছান্দস ক্রিয়া-পদটীর কর্তা 'মঘবানঃ' না হইয়া যদি অগ্নিদেব হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রের অর্থ বেশ সমীচীন হয়। ইহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—'প্রার্থনাকারিদিগকে

* মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের সপ্তম ঋক্। ইহার ঋষি বসিষ্ঠ। গেয়-গানের ঋষি ভরদ্বাজ। গেয় গানের নাম—উক্ন।

বহুবিধ জ্ঞান প্রদান করুন।' মন্ত্রের মধ্যে 'যন্তারঃ' একটী পদ আছে; ভাষ্যকার তাহার অর্থ করেন—'দাতারঃ'। আমরা ঐ পদের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অনুসরণে অর্থ করিয়াছি—'সংযতচিত্তাঃ'। প্রার্থনাতেও এই অর্থই সুসঙ্গত হয়। সংযতচিত্ত, জ্ঞান-ধনে ধনবান্, অর্চ্চনাকারিগণের মঙ্গল-বিধান, দেবতা স্বতঃই সাধিত করেন। কেন না, তাঁহাদিগের মঙ্গলের সঙ্গে সার্ব্বজনীন মঙ্গল বিজড়িত। বিশ্বের কল্যাণই সকল মঙ্গলাধার বিশ্বেশ্বরের একমাত্র অভিপ্রেত। এই প্রার্থনার সেই একভাব দ্যোতনা করে। প্রার্থনার আর এক ভাব,—'পরমজ্ঞানিগণের মঙ্গল-বিধান—সে তো নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। তাঁহারা যে মোক্ষাদি লাভের অধিকারী হইবেন, সে বিষয়ে সংশয়ই তো নাই। সংশয় কেবল—এই প্রার্থনাকারী আমাদিগের উদ্ধারের জন্য। তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।' প্রার্থনার এই মুখ্য মঙ্গলময় ভাব অবলম্বন করিয়া, আমরা এ মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম। মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা—'হে দেব! এই আমরা—যাঁহারা আপনার অর্চ্চনাকারী, তাহাদিগকে জ্ঞানবিভূষিত করুন।' দ্বিতীয়াংশের মর্ম্ম—'সংযতচিত্ত জ্ঞানরূপ ধনের অধিকারিগণের আপনি মঙ্গলবিধান করেন।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ। (১অ—১প্র—৪দ—৪সা)।

——০——

পঞ্চমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নে জরিতর্ব্বিশ্‌পতিস্তপানো দেব রক্ষসঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
অপ্রোষিবান্ গৃহপতে মহা৺ অসি
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দিবস্পায়ুর্দ্দুরোণয়ুঃ॥ ৫॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ৫র ৪ ৫ ৪ ৫ র ৪ ৫র
১। অগ্নে জরিতর্ব্বিশপতিঃ। ঔ হোবা। এ হিয়া। হা উ।
২ র ১র রS ১ ২ ১ ২ — ১ ২
তপানোদে ২ ব রক্ষসঃ। অপ্রো ষো ১ ইবা ২ ন্। গার্হপতা
১ ২A ৩ ৫ ১ র ২
৩ ই। মাহা৺ আ ২ ৩ ৪ সী। দিবাঃ। পয়ো
A৩ ৩ ৫ ২ ৪
বা ও ২ ৩ ৪ বা। হা ৩ হা ই। দুরো
৪
৫ ণয়ুঃ। হো ৫ ই। ডা। *

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ঊনবিংশ ঋক্। ইহার ঋষি—মধুচ্ছন্দা। ইহার গেয়-গানের ঋষি—গৌতম; গানের নাম—পৌরুমদ্রং।

৩ ৪র ৩ ৪৫ ৩২ ১ র র ৫র১ ৪৫

২। অগ্নে জরিতর্ব্বিশ্পতীঃ ৩। তা২৩৪পানো দেবর। ক্ষসাঃ।

১ র র র ২র ৩ ২ ১২ ১

তাপানো দেব রক্ষসো। অপ্রোষী৩বান্। গৃহপতা ই।

২১ ৩ ৫র ৪ ৫ ৩২ —

মাহা৺ আ২৩৪সী। ও৪হা। হহাই।

৫ ২র ১ ১ ১ ১ ১ ৩ ৫ ৩

দিবস্পায়ু২৩৪৫ঃ। ও৪হা। হ

২ — ৩ ১ ২ ১ ১

হাই দুরোণয়ূ২৩৪৫ঃ। ও৪

— — ১

হা। হহা৩৪৩ই। ও

২৩৪৫ই। ডা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'জরিতঃ' (স্তুত্য) 'দেব' (দ্যোতমান্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'ত্বং বিশ্পতিঃ' (বিশাং, সাধকানাং পালকঃ) 'রক্ষসঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'তপানঃ' (সন্তাপজনকঃ, নাশকঃ) ভবসি; 'গৃহপতে' (হৃদয়াধিপতে হে দেব!) 'দিবস্পায়ুঃ' (দেবভাবরক্ষকঃ) 'দুরোণয়ুঃ' (ব্রহ্মণা সহ মিশ্রয়িতা, ব্রহ্মপ্রাপকঃ) ত্বং 'অপ্রোষিবান্' (সাধকস্য হৃৎপ্রদেশং অত্যজন্) মহান্' (বর্দ্ধিতঃ, পূজনীয়ঃ) 'অসি' (ভবসি)। হে দেব! ত্বং সাধকানাং রক্ষকোঽসি, তেষাং হৃদয়েষ্চিরবিদ্যমান্ ভবসি। অসাধকান্ অস্মান্ কিঞ্চিৎ কৃপাং কুরু। ইতি ভাবঃ। (১অ—প্র—৪দ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তবনীয় দ্যোতমান্ জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি, সাধকদিগের রক্ষক (এবং) রিপুশত্রুর নাশক হয়েন। হৃদয়াধিপতি হে দেব! (হৃদয়ে) দেবভাবরক্ষক, ব্রহ্মপ্রাপক আপনি, সাধকের হৃৎপ্রদেশ ত্যাগ না করিয়া (ত্যাগ করেন না বলিয়া) বর্দ্ধিত (পূজনীয়) হয়েন। ভাব এই যে,—'হে দেব আপনি সাধকগণের রক্ষকরূপে তাঁহাদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। অভাজন আমাদিগের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষপাত করুন।' (১অ—১প্র—৪দ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। হে অগ্নে! দেব! জরিতঃ স্তোতঃ। স্তুত্য ইত্যর্থঃ। বিশ্পতিঃ প্রজানাং পালকঃ রক্ষসঃ রাক্ষসানাং তপানঃ সন্তাপকঃ অসি। হে গৃহপতে যজমানগৃহস্য পালকাগ্নে। ত্বং অপ্রোষিবান্ যজমানস্য গৃহমত্যজন্ মহান্

অতিশয়েন পূজ্যোঽসি। দিবঃ দ্যুলোকস্য পায়ুঃ পাতা। দুরোণযুঃ যজমানগৃহস্য মিশ্রয়িতা সর্ব্বদা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্ত্বং মহানসীত্যর্থঃ। তপান তাপান ইতি পাঠৌ। গৃহপতে গৃহপতিঃ ইতি চ। (১অ—১প্র—৪দ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:— —

এই সাম-মন্ত্রটীতে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতার গুণরাশি পরিবর্ণিত। জ্ঞানাগ্নি যে সকল হইতে মহান্—সর্ব্বাগ্রে পূজনীয়, এ মন্ত্র সেই তত্ত্ব বিবৃত করিতেছে। এ মন্ত্রের প্রথমাংশে জ্ঞানাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—'হে দ্যোতমান্ স্তবনীয় জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি বিশ্‌পতি—সাধুদিগের রক্ষক এবং কামক্রোধাদিরূপ অজ্ঞানতাজনিত রিপুরাক্ষসের সন্তাপদায়ক।' ইহা অবশ্যই সহজবোধ্য যে, জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে হৃদয় দেবভাবে সাধুভাবে প্রপূরিত হয়; এবং সেই হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা-প্রসূত রিপুরাক্ষস কামক্রোধাদি কৃত যাবতীয় উপসর্গ একেবারে নিরাকৃত হয়। অতএব শুদ্ধজ্ঞানাগ্নিই যে হৃদয়ে সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠাতা এবং অসদ্ভাবনাশক, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশে জ্ঞানাগ্নিকে 'গৃহপতি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমরা এস্থলে হৃদয়কেই গৃহ বলিয়া স্বীকার করিলাম। হইতে পারে,—তিনি যজমানের গৃহপালক; কিন্তু, জ্ঞানাগ্নিরূপে তিনি যে হৃদয়-গৃহের অধিপতি, তাহাতে সন্দেহ কি? শেষাংশে তাঁহার আর দুইটী বিশেষণ দেখিতে পাই,—'দিবস্পায়ুঃ' এবং 'দুরোণয়ুঃ।' ভাষ্যকার ঐ পদদ্বয়ের অর্থ করেন,—আকাশের রক্ষক এবং যজমান গৃহের মিশ্রয়িতা অর্থাৎ যজমানগৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আমরা ঐ পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছি—(হৃদয়ে) দেবভাবরক্ষক ও ব্রহ্মপ্রাপক। 'দিবস্পতিঃ' শব্দের অর্থ ভাষ্যানুসারে 'দ্যুলোক-পালক' বলিয়া ধরিলেও উহা হইতে 'দেবভাব পোষক' অর্থ স্বতঃই অবভাসিত হয়। 'দুরোণয়ুঃ' শব্দের মিশ্রণার্থ 'যু' ধাতু কাহার সহিত মিশ্রণের ভাব প্রকাশ করিতেছে? পরন্তু 'দুরোণ' শব্দই বা কাহার জ্ঞাপক? একটু চিন্তা করিলে, সহজেই বুঝা যায়, 'দুরোণ' শব্দ সেই পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে; আর মিশ্রণার্থ 'যু' ধাতু হইতে তাঁহার সহিত মিশ্রণের ভাবই প্রকাশিত হইতেছে! জ্ঞানাগ্নি পক্ষে এই বিশেষণ-দুইটী সঙ্গত বিশেষণ। সেই জ্ঞানাগ্নিই একমাত্র হৃদয়ে দেবভাবপোষক এবং পরব্রহ্মের সহিত মিশ্রণকারক। এ মতে মন্ত্র-শেষাংশের অর্থ হয়,—'হৃদয়-গৃহের অধিপতি হে দেব! হৃদয়ে দেবভাবপোষক ও ব্রহ্মপ্রাপক আপনি, সাধকের হৃৎপ্রদেশ ত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ) বর্দ্ধিত হয়েন (অথবা, হৃদয়-ক্ষেত্র ত্যাগ করেন না বলিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ—পূজনীয় হয়েন)।' এ মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, রিপুরাক্ষস নাশ করুন, সদ্ভাব পোষণ করুন।"

এ মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী প্রচলিত অর্থ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—'হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তোতঃ অর্থাৎ স্তুত্য! আপনি প্রজার পালক—রাক্ষসের সন্তাপক

হয়েন! হে যজমানগৃহের পাবক অগ্নে! আপনি যজমানের গৃহকে ত্যাগ না করিয়া মহান্ অর্থাৎ অতিশয় পূজ্য হয়েন। দ্যুলোকের পালক যজমানের গৃহের মিত্রস্থিতা (অর্থাৎ যজমান-গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান) আপনি মহান্ হয়েন। ভাষ্যের অনুসারী এই সকল অর্থের ও আমাদের অর্থের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধ হইবে। (১অ—১প্র ৪দ—৫সা)।

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

১ ৩ ২ ১ ৩ ১২ ৩ ১ ২র
অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাং
২ ৩ ১ ২
উষর্ব্বুধঃ॥ ৬॥

গেয়-গানং।

৫ র র ২ ১২ ২ ১ ৩ ২ —
১। অগ্নে বিবাহা উ। স্বা ৩ দুষা ৩ সাঃ। চা ই ত্রা ২ ৩ হা ই।
১ ২ ২ র ১ . ১ ৩ ৫ ১ ২ র —
রাধো ৩ হা ৩ ই। অমা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ য়া। আদা ১ শুষে ২।
১ ২র ২ ১ ২ — ১র ১ ২ ১
জাতবেদঃ। বহাতু ১ বা ২ং। অদ্যা হো ই। দা ২ ৩ ই বা ং উষঃ।
— ৩ ৫র র ২ র ১৩ ১ ১ ১ ১
বু ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। হুবে বসূ ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

৫ র ৪ ৫ ২ ১ র ২র ১ র ১ ১ ১ ২
২। অগ্নে বিবস্বদুষাসাঃ। চিত্রং রাধো অমা ২ র্ত্তিয়। আদা ১
১ ২ ৩র ১ ২ — ২র ২
শুষে ২। জা ত বেদঃ। বহাত ১ বা ২ং। অদ্যা দা ২ ৩ ই বাং।
১ — ৩ ৫র র ২র ১৩ ১ ১ ১ ১
উষঃ। বু ৩ ধা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। বিদা বস ২ ৩ ৪ ৫॥ ৬॥ *

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের নবম অধ্যায়ের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক। ইহার গেয়-গানের ঋষি জামদগ্ন্যঃ; গেয় গানের নাম—মাণ্ডব।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমর্ত্য' (ক্ষয়রহিত) 'জাতবেদ' (সর্ব্বজ্ঞ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'ত্বং' (ভবান্) 'অস্ত' (অস্মিন্ দিনে) 'দাশুষে' (অর্চ্চনাকারিণে মহ্যমিতি শেষঃ) 'উষসঃ' (উষোদেবতায়াঃ, জগৎপ্রবোধয়িত্র্যাঃ দেব্যাঃ) 'চিত্রং' (বিচিত্রং) 'বিবস্বৎ' (উৎকৃষ্টনিবাস-স্থানীয়ং) 'রাধঃ' (ধনং) 'আবহ' (আনীয় প্রাপয়, মহ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); কিঞ্চ 'উষর্ব্বুধঃ' (উষোবৎ সর্ব্বাগ্রে প্রবুদ্ধান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্ মহ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। উষসোদয়ে যথা অন্ধকারো দূরী ভবতি, তদ্বৎ হে জ্ঞানদেব, মম হৃদয়ে উদিত সন্ মম অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ॥ (১অ—১প্র—৪দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ক্ষয়রহিত সর্ব্বজ্ঞ হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি এক্ষণে অর্চ্চনাকারী আমাকে উষাদেবতার (জগতের প্রজ্ঞানকর্ত্রী দেবীর) উৎকৃষ্ট নিবাসস্থানীয় বিচিত্র ধন, আনয়ন-পূর্ব্বক প্রদান করুন; এবং উষার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে প্রবুদ্ধ দেবভাবসমূহ আমাকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'উষার উদয়ে অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়, তেমনি হে জ্ঞানদেব, আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন।') (১অ—১প্র—৪দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। প্রস্কন্ব ঋষিঃ। হে অগ্নে ত্বং উষসঃ উষো দেবতায়াঃ সকাশাৎ রাধঃ ধনং দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় আবহ আনীয় প্রাপয়। সোঽগ্নির্ব্বিশিষ্যতে। অমর্ত্য মরণরহিত। হে জাতবেদঃ। জাতানাং বেদিতঃ কীদৃশং রাধঃ বিবস্বৎ বিশিষ্টনিবাসোপেতং। চিত্রং নানাবিধং কিঞ্চ অদ্য অস্মিন্দিনে উষর্বুধ উষঃ-কালে প্রবুদ্ধান দেবানাবহ॥ (১অ—২প্র—৪দ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটীর প্রচলিত অর্থ,—'হে অগ্নিদেব! আপনি উষাদেবতার নিকট হইতে ধন আনয়ন করিয়া হবির্দ্দানকারী যজমানকে প্রদান করুন। আপনি কিরূপ?—মরণরহিত, জাতমাত্রের বেদিতা। কিরূপ ধন?—বিশিষ্টনিবাসযুক্ত, নানাবিধ। অদ্য উষঃকালে প্রবুদ্ধ দেবতাসমূহকে আমাদের নিকট আনয়ন করুন।' ভাষ্যকার এ মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণও ভাষ্যানুসরণে এই অর্থই স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা মন্ত্রমধ্যস্থিত দুই একটী শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ভাষ্যপ্রণোদিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্র-মধ্যে 'দাশুষে' একটী পদ আছে। ঐ পদ যে কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত

তৎসম্বন্ধে নানা কল্পনা করা যাইতে পারে ভাষ্যকার হবির্দ্দানপরায়ণ যজমানকে 'হবির্দ্দত্তবতে যজমানায়' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা, অর্চ্চনাকারী আমাকে (অর্চ্চনাকারিণে মহ্যং) অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'উষর্ব্বুধঃ দেবান্' বাক্যাংশের অর্থে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'প্রাতঃকালে জাগরিত দেবগণসমূহকে'। আমরা এ অর্থের সমীচীনতা না দেখিয়া ঐ পদদ্বয়ে 'উষার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে জাগরিত দেবভাবকে' অর্থ আমনন করিয়াছি। ইহাতে ভাবার্থ হইতে পারে,—'যে দেবভাবসমূহ, সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বসময়ে অন্যান্য অসৎ প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হয়, সেই দেবভাবসমূহকে আনয়ন-পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন।' মন্ত্রে ধনের বিশেষণেও দেখিতে পাই,—'উষসশ্চিত্রং।' ভাষ্যকার ঐ পদের সহজ অর্থ 'উষাদেবতার বিচিত্র ধন' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা বলি, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'উষাদেবতা যে ধনে ধনবতী হইয়া জগৎপ্রজ্ঞানকর্ত্রী হইতে পারিয়াছেন, হে দেব, আমাকেও সেই ধন প্রদান করুন। সেই ধনের প্রভাবে আমিও যেন জগৎকে প্রবুদ্ধ করিতে পারি; অর্থাৎ, আমার জ্ঞান ও ধনানুসরণে সমগ্র জগৎ যেন জ্ঞানী হয় এবং সেই ধনে জগৎ যেন ধনী হইতে পারে।' আমরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্রটীর ইহাই লক্ষ্য। (১অ—১প্র—৪দ—৬সা)।

—— * ——

সপ্তমং সাম।

১ ৩ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২

ত্বং নশ্চিত্র উত্যা বসো রাধাংসি চোদয়।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ৩ ২র

অস্য রায়স্ত্বমগ্নে রথীরসি বিদা গাধন্তুচে তু নঃ॥ ৭ ॥*

* * *

গেয়-গানং।

১ ১ ৫ ২ ১ ২ ১ ২

ত্বন্না ২ ৩ শ্চিত্র উত্যা। বসো রাধা। সিচোদা ১ যা ২ ৩।

১ ২৪ ৩ ৫ ২ ২র ১ র ২

আস্যারা ২ ৩ ৪ যাঃ। ত্বমগ্নে। রথাইরা সা ৩ ই।

১ ২৪ ৩ ৩ ২ ১ ২ ২র ১

বীদাগা ২ ৩ ৪ ধাম্। তুচা ২ ৩ হাই। তুনা।

২ ৩ ৫ ৪

ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৭॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের নবম ঋক্। ইহার ঋষি ভরদ্বাজ। ইহার গেয়-গানের ঋষি—ভরদ্বাজ; গেয়-গানের নাম—গাধ।

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসহেতুভূত, আশ্রয়স্থানস্বরূপ, হে দেব!) 'চিত্র' (বিচিত্রদর্শনীয়ঃ, চয়নীয়ঃ) 'ত্বং' (ভবান) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'উত্যা' (রক্ষণেন সহ) 'রাধাংসি' (ধনানি, চতুর্ব্বর্গরূপাণি) 'চোদয়' (প্রেরয়, প্রযচ্ছ); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'ত্বং' (ভবান) 'অস্য রায়ঃ' (চতুর্ব্বর্গরূপস্য ধনস্য) 'রথীঃ' (নেতা, প্রভুঃ) 'অসি' (ভবসি); 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'তুচে' চ (অপত্যায়, বংশপরম্পরয়া ইতি যাবৎ) 'গাধং' (প্রতিষ্ঠাং—সৎকর্ম্মসম্পাদনেন ইতি যাবৎ) 'তু' (ক্ষিপ্রং) 'বিদা' (প্রাপয়, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ) হে দেব! ত্বমেব চতুর্ব্বর্গপ্রদঃ। অস্মভ্যং চতুর্ব্বর্গং প্রযচ্ছ। অস্মাকং অপত্যানপি সৎকর্ম্মপরায়ণান্ কুরু। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৪দ—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়স্থানস্বরূপ হে দেব! বিচিত্রদর্শন আপনি, আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্ব্বর্গরূপ ধনের নেতা (প্রভু) হয়েন। আমাদিগকে এবং আমাদিগের অপত্যগণকে (বংশপরম্পরাকে) শীঘ্রই সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন। (১অ—১প্র—৪দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। তৃণপাণি ঋষিঃ। হে বসো বাসক! অগ্নে! চিত্রঃ দর্শনীয়স্ত্বং উত্যা রক্ষয়া সহ রাধাংসি ধনানি নঃ অস্মভ্যং চোদয় প্রেরয়। অস্য লোকে পরিদৃশ্যমানস্য রাধঃ ধনস্য ত্বং রথীঃ অসি রংহিতা নেতা ভবসি। অতঃ কারণাৎ অস্মভ্যং ধনানি প্রেরয়েত্যর্থঃ। অপি চ নঃ অস্মাকস্তুচে (অপত্যনামৈতৎ। নৈ০ ২২১) অপত্যায় অপতনহেতুভূতায় পুত্রায় গাধং প্রতিষ্ঠাং তু ক্ষিপ্রং বিদাঃ লম্ভয়॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

এ সাম-মন্ত্রটী এক উচ্চ প্রার্থনামূলক। সাধক জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিকট স্বীয় অভীষ্ট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গধন প্রার্থনা করিতেছেন, সর্ব্বতোভাবে আপনার রক্ষা কামনা করিতেছেন; এবং আপনার বংশপরম্পরারও মঙ্গল প্রার্থনা জানাইতেছেন।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি চতুর্ব্বর্গধনের প্রভু (রথী)। আপনি আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন। আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। আমাদের অপত্যগণকেও তদ্ধন-প্রাপ্তির উপযোগী সৎকর্ম্মান্বিত করুন।'

ভাষ্যকার 'রথী' শব্দের 'নেতা' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও ঐ শব্দে 'নেতা' প্রভু অর্থ আমনন করিয়াছি। রথী যেমন স্বকীয় রথকে যে দিকে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে বলিয়া রথের প্রভু; এই জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ চতুর্ব্বর্গকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন বলিয়া ইনিও চতুর্ব্বর্গের প্রভু।

ভাষ্যকারের ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থ অবভাসিত হয়;—'হে বাসক অগ্নিদেব! বিচিত্রদর্শন আপনি, রক্ষার সহিত ধনসমূহকে আমাদিগের প্রতি প্রেরণ করুন। আপনি এই লোকে পরিদৃশ্যমান্ ধনের নেতা হয়েন, (এই কারণ বশতঃ আমাদিগের প্রতি ধনসমূহকে প্রেরণ করুন)। পরন্তু আমাদিগের অপতনহেতুভূত পুত্রকে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা প্রদান করুন।' আমরা মন্ত্রমধ্যস্থিত পদগুলির ভাষ্যানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। মাত্র ভাবার্থ-নিষ্কাষণে ভাষ্য হইতে আমাদের অর্থ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। (১অ—১প্র—৪দ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

২উ　০ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২　০

ত্বমিৎ সপ্রথা অস্যগ্নে ত্রাতঋর্তঃ কবিঃ।

১র　২র　০ ১ ২　০ ১ ২

ত্বাং বিপ্রাস সমিধান দীদিব আবিবাসন্তি বেধসঃ॥ ৮॥

• • •

গেয়-গানং।

৫র　২র　র　১ র　২র　১ ৭

(১) হা উত্বমিৎ সপ্রথা অসি হা উ। আগ্ন ত্রাতঃ। ঋতাঃ কবা

৩র　২　১র　২র ১র　১ ২র　১ র

২ ৩ ৪ ইঃ। হা হো ই। ত্বাং বিপ্রাসং সমিধা। নাদী

২　৩র　২　১　২　৩র　২

দিবা ৪ ৪ ঃ। হা হো ই। আবিবাসা ৩ ৪ হা হো ৩।

৩র　২　২ ১　৫　৫

হা হো ৩। তিবো ২ ৩ ৪ বা। ধা ৫

৫

সো হা ৬ ই॥ ৮॥ *

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের পঞ্চম ঋক্। ইহার গেয়-গানের নাম গৌতম।

(২) ত্বং ত্বা ৬ মে। ইশপ্রা ৩ থা যা সাই। আ ২ ৩ ৪ সী।
আগ্নে ত্রাতঃ। ঋতা কবা ১ ইঃ। কা ২ ৩ ৪ বী। ত্বাং
বিপ্রাসঃ সমিধা। নাদী দিবো। দা ২ ৩ ৪ ইবাঃ।
আবিবাসা ২ ৩ হা। ত্তিবেধা ২ ৩ সা ৩ ৪ ৩ ঃ।
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই ডা ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রাতঃ' (পরিত্রাণকারক। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব।) 'ত্বমিৎ' (ত্বমেব) 'ঋতঃ' (সত্যস্বরূপঃ) 'কবিঃ' (মেধাবী) 'সপ্রথাঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ) 'অসি' (ভবসি)'; 'সমিধান' (সন্দীপ্যমান্) 'দীদিবঃ' (জ্যোতিষ্মান্, দাতা) 'বিপ্রাসঃ' (মেধাবিনঃ) 'বেধসঃ' (স্তোতারঃ) 'আবিবাসন্তি' (ত্বামেব উপাসতে)। হে জ্ঞানদেব! তব স্বরূপং জ্ঞাত্বা মেধাবিনঃ সদৈব ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৪দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণকারক জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনিই সত্যস্বরূপ মেধাবী সর্ব্বব্যাপক হয়েন। 'হে দীপ্যমান্ জ্যোতিষ্মান্! মেধাবী স্তোতৃগণ আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'মেধাবিগণই জ্ঞানদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত আছেন)।' (১অ—১প্র—৪দ—৮সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। বিরূপ ঋষিঃ। হে অগ্নে! ত্রাতঃ রক্ষক! ঋতঃ সত্যভূতঃ কবিঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ত্বমিৎ ত্বমেব সপ্রথাঃ সর্ব্বতঃ পৃথুঃ অসি ভবসি। হে সমিধান সমিধ্যমান! হে দীদিবঃ দীপ্যাগ্নে! ত্বাং বিপ্রাসঃ বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ বেধাতাঃ স্তোতারঃ আবিবাসন্তি বিচরন্তি ॥ (১অ—১প্র—৪দ—৮সা)॥

অষ্টম (৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

আমরা অজ্ঞ; আমরা দেবতত্ত্ব অবগত নহি; সুতরাং আমরা দেবার্চ্চনায় বিমুখ থাকি। কিন্তু যাঁহারা মেধাবী সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা দেবতার অর্চ্চনাতেই উৎসৃষ্টপ্রাণ আছেন। মন্ত্রটী—এই সরল এবং সহজবোধ্য ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

এই মন্ত্রের পদ-কয়েকটীতে জ্ঞানাগ্নির সদ্গুণাবলী পরিকীর্ত্তিত এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাগ্নির অধিকারী সাধকের অবস্থাও বর্ণিত রহিয়াছে। জ্ঞানাগ্নি কেমন? তিনি 'ত্রাতঃ'

ত্রাণকর্ত্তা। সাধককে সৎস্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া তিনিই একমাত্র পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। আর তিনি কেমন? 'ঋতঃ' অর্থাৎ সত্যস্বরূপ; 'কবিঃ' মেধাবী অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ। আর তিনি—'সপ্রথাঃ'—সুবিস্তীর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। গ্রন্থান্তরে উক্ত হইয়াছে—'সপ্রথাঃ' শব্দে সকল হইতে স্থূল বৃহৎকে বুঝাইয়া থাকে। একটু বুঝিয়া দেখিলে কিন্তু উভয় অর্থই এক হইয়া যায়। তিনি 'সমিধান'—তিনি 'দীদিবঃ'। 'দীদিবঃ' শব্দের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—দীপ্ত; কিন্তু, বিবরণ-গ্রন্থে 'দীদি' শব্দের অর্থ দান, তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ দানকারী। উভয় অর্থই সমীচীন বটে। কিন্তু এই 'দীদিবঃ' পদের অব্যবহিত পূর্ব্বেই দীপ্যমানার্থক 'সমিধান' পদ থাকায় ইহার দীপ্ত অর্থ অপেক্ষা দানকর্ত্তা অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এস্থলে সহজেই বুঝা যায়,—জ্ঞানাগ্নিই একমাত্র সাধকের চতুর্ব্বর্গ-ধন-প্রাপ্তির নিদান-স্বরূপ। অতএব তিনিই ধনপ্রদ।

অতঃপর জ্ঞানাগ্নির অধিকারী সাধকের বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করুন। এস্থলে সাধককে বলা হইয়াছে—'বিপ্রাসঃ'। এই 'বিপ্রাসঃ' শব্দের ভাষ্যপ্রণোদিত অর্থ—মেধাবিগণ। অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—ত্রিকালের যাবতীয় ব্যাপার যাঁহাদের প্রত্যক্ষভূত, তাঁহারাই মেধাবী পদবাচ্য। সাধক যদি জ্ঞানাগ্নির অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার এই অবস্থা আপনিই অধিগত হয়। এ পক্ষে মন্ত্রটীর অর্থ এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি সত্য-স্বরূপ, মেধাবী, সর্ব্বব্যাপক, দীপ্যমান এবং দানকর্ত্তা। ত্রিকালজ্ঞ সাধকগণ আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন।' (১অ—১প্র—৪দ—৮সা)।

—— • ——

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ নো অগ্নে বয়োবৃধং রয়িং পাবক শংস্যং।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
রাস্বা চ ন উপমাতে পুরুস্পৃহং সুনীতী
১ ২
সুযশস্তরং ॥৯॥

* • *

গেয়-গানং।

৩র ৪র ৫ র র ৪ ৫ ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ২র
আ নো অগ্নে বয়ো বৃধম্। এ ৩ ৪। রয়া ৩ ৪ ৫ ই ম্। পাবা
১ ২র ২ ১র ১ ২র র ১ ৭
৩ কাশাংসা ২ ৩ যাং। রাস্বা চ ন উপমাতে। পুরুস্পৃহা
১ ২ ৩ ২ ১
২ ম। সুনাইতা। ই সূ ৩ হা ই। যশস্তরাং।
৫ ৫ ৪
ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ইডা ॥৯॥ *

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের একাদশ ঋক্। ইহার গেয় গানের ঋষি—আয়ু। গেয়-গানের নাম - আয়ুঃ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (শোধক, পাপনাশক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানাগ্নে। 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বয়োবৃধং' (শুদ্ধসত্ত্ববর্দ্ধকং) 'শংস্যং' (প্রশংসনীয়ং) 'রয়িং' (ধনং—চতুর্ব্বর্গরূপমিতি শেষঃ) 'আ' (সম্যক্ প্রযচ্ছেতি শেষঃ); 'চ' (অপিচ) 'উপমাতে' (ব্রহ্মনির্ণায়ক হে দেব।) 'সুনীতী' (সুনয়নেন কৃপয়েতি শেষঃ। 'ন' (অস্মভ্যং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহনীয়ং, সর্ব্বজনৈঃ-রাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'সুযশস্তরং' (অতিশয়েন শোভনযশঃ, সৎকর্ম্মফলং ইতি যাবৎ) 'রাস্বা' (রাস্ব, দেহি)। পাপনাশকস্য দেবস্য কৃপয়া যেনাহং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপং পরমং ফলং লভামি,—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। (১অ—১প্র—৪দ—৯সা।

বঙ্গানুবাদ।

শোধক (পাপনাশক) হে জ্ঞানাগ্নি! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববর্দ্ধক প্রশংসনীয় চতুর্ব্বর্গরূপ ধন সম্যক্ রূপে প্রদান করুন; আর, ব্রহ্ম-নির্ণায়ক হে দেব! কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগের বহুকর্তৃক স্পৃহনীয় (সর্ব্ব-জনের আকাঙ্ক্ষনীয) অতিশয়-রূপে শোভন যশঃ প্রদান করুন। (পাপনাশক দেবতার কৃপায় আমরা যেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরমধন লাভ করি—এই আকাঙ্ক্ষা।) (১অ—১প্র—৪দ—৯সা।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। শুনঃশেফঋষিঃ। হে অগ্নেঃ। পাবক শোধক। বয়োবৃধঃ অন্নস্য বর্দ্ধকং শংস্যং স্তুতিবন্তং রয়িং ধনং নঃ অস্মভ্যং আভরেতি শেষঃ। আহৃত্যচ হে উপমাতে উপাস্যাৎ সমীপে মাতি মুক্তমিত্যপমাতিঃ হে তাদৃশ অগ্নে নঃ অস্মভ্যং সুনীতী। সুনোত্যাশোভনয়নেন পুরুস্পৃহং বহুভিঃ স্পৃহনীয়ং সুযশস্তরং অত্যন্ত-স্বভূতং কীর্ত্তিধনং রাস্ব দেহি। সুযন্তরং স্ব যশস্তরং ইতি পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—৪দ—৯সা)॥

নবম (৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী দেবতার নিকট প্রশংসনীয় ধন ও তদ্রূপ যশের প্রার্থনায় প্রযুক্ত। মন্ত্রটীর প্রথমার্দ্ধে ধনের প্রার্থনা ও শেষার্দ্ধে যশের প্রার্থনা প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধ দ্বারা সাধক জ্ঞানাগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জ্ঞানাগ্নি। আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব-বর্দ্ধক প্রশংসনায় চতুর্ব্বর্গ-রূপ ধন প্রদান করুন।' এস্থলে 'বয়োবৃধং' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অন্নের বর্দ্ধক'। আমরা ঐ পদের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি,—শুদ্ধসত্ত্বভাবের বর্দ্ধক। এরূপ হইলে, প্রার্থনায় ধনের অনিত্যতা একেবারে বিলুপ্ত হয়। পরন্তু, অন্নাদিরূপ অনিত্য ধন' কখনও অতিশয় প্রশংসনীয় পদবাচ্য হইতে পারে না। অতিশয় প্রশংসনীয় ধন, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ধনকেই বলিতে পারি।

মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রার্থনা,—'হে ব্রহ্মনির্ণয়ক দেব। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে বহু

কর্ত্তৃক স্পৃহণীয় অতিশয় শোভন যশঃ প্রদান করুন।' এস্থলে দেবতার একটী বিশেষণ-পদ দৃষ্ট হয়,—'উপমাতি'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'উপাস্মৎ সমীপে মা ত ঘৃতং' অর্থাৎ—'যিনি আমাদিগের সমীপে ঘৃত পারমাণ করেন'। ইহার ভাবার্থ—যিনি পরিমাণ-পূর্ব্বক ঘৃত গ্রহণ করেন। আমরা ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'ব্রহ্মনির্ণায়ক'। বহু-অর্থজ্ঞাপক 'উপ' এই উপসর্গের অর্থ—ব্রহ্ম। 'মা' ধাতুর অর্থ—পরিমাণ। অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্মের পরিমাণ নির্ণয়ে সক্ষম। এইরূপ অর্থ নিষ্কর্ষ করিলে, উক্ত বিশেষণ পদ, জ্ঞানাগ্নির বেশ সমীচীন বিশেষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। 'মাতি' পদে 'ঘৃত' অর্থ পরিগৃহীত হইলেও তাহা হইতে স্নেহভাবের বা সত্ত্বভাবের আভাষ আসে। তিনি সত্ত্বভাবের পরিমাণ করেন বা সত্ত্বভাবের সমীপে থাকেন—এ ভাবও বেশ সমীচীন হয়। তার পর, এ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় যে যশঃ, সে যশঃ অতিশয়রূপে শোভন এবং বহুকর্ত্তৃক প্রশংসনীয়। যশের এই বিশেষণ দুইটিতে কোন্ ভাব দ্যোতনা করিতেছে? এ প্রার্থনা—ক্ষণস্থায়ী সাংসারিক গুণ-দ্যোতক সামান্য যশের প্রার্থনা নহে। পরন্তু বুঝা যায়, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির এবং মহাজনপাদ মুনি-ঋষির যে যশঃ অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত লোকের মুখে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্তের মুখে কীর্ত্তিত হইবে—ইহা সেই বহুকর্ত্তৃক প্রশংসিত বহুর স্পৃহণীয় অতিশয় শোভন যশঃ। এই মন্ত্রে মহৎ ধন এবং শোভন যশঃ প্রার্থনায় ঐ ভাবই লক্ষ্য করিতেছি। (১অ—১প্র—৪দ—৯সা)।

দশমং সাম।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২র

যো বিশ্বা দয়তে বসু হোতা মন্দ্রো জনানাং।

৩ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১ ২

মধোর্ন পাত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্রস্তোমাযন্ত্বগ্নয়ে॥ ১০॥

* * *

গেয়-গানং।

১র ২৩ ৪র ৫ ৪র ৫ ১ — ১ — ১ র র

(১) যো বিশ্বা ৩ দায়তে বস্যো। হোতা ২ মাং দ্রো ২। জনানাং।

১ — ১ — ১র র র ১ — ১

মাধো ২ র্নাপা ২। ত্রা প্রথমান্যস্মৈ। প্রাস্তো ২ মায়া ২ ৩।

২ ১ ৫ ৫ ৫

ত্বুবী ২ ৩ ৫ বা। গ্না ৫ যো ৬ হা ই॥ ১০॥

---

* কিন্তু মন্ত্রটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'হে শোধক অগ্নিদেব। অন্নের বর্দ্ধক স্তবনীয় ধন আমাদিগের নিমিত্ত আহরণ করুন। আহরণ করিয়া, হে উপমাতি (আমাদের নিকট পরিমাণ পূর্ব্বক ঘৃত-গ্রহণকারিন্।) অগ্নিদেব। আমাদিগকে শোভন নরের দ্বারা বহুলোকের স্পৃহণীয় অত্যন্ত প্রভূত কীর্ত্তিধন প্রদান করুন।'

৫র র র ১ — ১র
(২) যো বিশ্বা দয়তে বসূ হা উ। হোতা মা দ্রো ২। জনা
র ১ ১ ২ ১ — ১ ১র র ১র
নাং। ওবা। ও বা। মাধো ২ র্না পা ২। ত্রা প্রথমান্যস্মৈ।
১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১ ৫
ঔবা ঔবা। প্রাস্তো ২ মায়া ২ ৩। তুবো ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫
গ্না ৫ য়ো ৬ হা ই॥ ১০॥

* * *

৫র র র র র র ৫ ১৫ ২S ১র র S
(৩) যো বিশ্বাদয়তে বস্বে হা ও হা ৬ এ! হোতা ২ মন্দ্রো জনা
A র S S ২ S ২ ২ ০ ২ ৩ ২
২ নাং। ও ৩ হা। ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪ ম ৩ ৪ ধোনপা।
১ ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২
ত্রা প্রথমানায় স্মা ই। ও ৩ হা ও ৩ হা ৩ এ ৩ ৪।
২ ২ ৩র ২ ২ ১ ৫
প্রস্তো ৩ ৪ মায়া ৩। তুবী ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫ ১
গ্না ৫ যো ৬ হা ই॥ ১০॥

* * *

৫র র র ৫ ১র র র র র ১ ২
(৪) যো বিশ্বাদয়তে বস্যু ৬ এ। হোতা মন্দ্রো জনানাং মাধো ১
২ ১র র র ১ ২ ২
নাপৌ। বা ৩ ২। ত্রা প্রথমান্যস্মৈ প্রাস্তো ১ মা যৌ।
২র র ২
বা ৩ ২। ত্বগ্নয়ে। ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১০॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হোতা' (হৃদয়ে দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'জনানাং' (সাধকানাং) 'মন্দ্রঃ' (মোদনঃ, আনন্দদায়কঃ) 'যঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'বসু' (বসূনি, পুরুষার্থ-রূপাণি চতুর্ব্বর্গধনানি) 'দয়তে' (অর্চ্চনাকারিভ্যঃ প্রযচ্ছতি); 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়)

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ১৪শ সূক্তের ১ম ঋক্। ইহার প্রচলিত চারিটি গান আছে। সেই সকল গানেরই ঋষি "অগ্নিঃ"। মন্ত্রের ঋষি—"ভার্গব"। প্রথম গানদ্বয়ের নাম—"হরি"। দ্বিতীয় গানদ্বয়ের নাম "দৈর্ঘ্য-শ্রবস"।

'অগ্নয়ে' (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'প্রথমানি' (মুখ্যানি) 'পাত্রা' (পাত্রাণি, আধারাঃ, হৃৎপ্রদেশাঃ) 'ন' (ইব) 'স্তোমাঃ' (এতানি স্তোত্রাণি, প্রার্থনাবোধকানি) 'প্রযন্ত' (প্রগচ্ছন্তু, এনং জ্ঞানস্বরূপং দেবং প্রাপ্নুবন্তু)। শুদ্ধভাবাপন্না হৃদ্দেশাঃ যথা জ্ঞানাগ্নেঃ প্রীতিদায়কঃ ভবন্তি, তদেতানি স্তোত্রাণ্যপি তস্য জ্ঞানাগ্নেঃ প্রীতিকারণানি ভবন্তিতি ভাবঃ। (১ম—১প্র—৪দ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, সাধকদিগের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সকল প্রকার ধন (চতুর্ব্বর্গধন) প্রদান করেন; অমৃতের (শুদ্ধসত্ত্বের) মুখ্য-পাত্রের (শ্রেষ্ঠ-আধার-স্বরূপ হৃৎপ্রদেশের) ন্যায়, এই স্তোত্রসমূহ সেই অগ্নিদেবকে প্রাপ্ত হউক। (অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃৎপ্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রীতিদায়ক হয়, সেইরূপ এই স্তোত্রসমূহও তাঁহার প্রীতির কারণ হউক।)॥ (১অ—১প্র—৪দ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং—অথ দশমী। সৌভরির্ঋষিঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতা মন্দ্রঃ মোদনঃ যঃ অগ্নিঃ বিশ্বা বিশ্বানি বসু বসূনি ধনানি জনানাং জনেভ্যঃ দয়তে প্রযচ্ছতি। তস্মৈ অস্মৈ অগ্নয়ে মধোঃ ন মদকরস্য সোমস্যেব প্রথমানি মুখ্যানি পাত্রা পাত্রাণি স্তোমাঃ স্তোত্রাণি প্রযন্তি গচ্ছন্তি॥ (১অ—১প্র—৪দ—১০সা)॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম প্রপাঠকীয়ে চতুর্থী দশতি সমাপ্তা॥ ৪॥

* * *

পঞ্চম (৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———:*:———

এই সাম মন্ত্রটীর প্রচলিত অর্থ,—'দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা হর্ষপ্রদ যে অগ্নিদেব, মনুষ্যদিগকে সকল প্রকার ধন প্রদান করেন, সেই এই অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া মদকর সোমের ন্যায়, মুখ্য পাত্রসমূহ ও মুখ্যস্তোত্র-সমূহ গমন করিতেছে।' ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য—ভাষ্যকার, এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মধোঃ' পদের 'মদকরস্য সোমস্য' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তাহাতেই এ মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ অবভাসিত হইয়াছে। এখানে উপমার ভাব—মদকর সোম যেমন অগ্নিদেবের

নিকট গমন করিয়া থাকে, মুখ্যপাত্র ও স্তোত্রসমূহ সেইরূপ গমন করিতেছে। এ অর্থে অগ্নিদেব অতিশয় মদ্যপায়ী—মদকর সোম তাঁহার অতীব প্রিয়বস্তু, এইরূপ ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরূক হয়।

কিন্তু 'মধোঃ' পদের 'মদকর-সোম' অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণই আমরা দেখিতে পাই না। বেদের মধ্যে 'মধু' পদ বহু স্থানে প্রযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেক স্থলেই উক্ত মধু শব্দের সুসঙ্গত অর্থ—'অমৃত—শুদ্ধসত্ত্ব'। আমরা সেই অর্থ ই স্বীকার করিলাম। ভাষ্যে মন্ত্রস্থিত 'মন্দ্রঃ' পদের পরবর্তী 'জনানাং' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় (জনেভ্যঃ) করিয়া, 'দয়তে' এই ক্রিয়াপদের অন্বয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ, 'জনসমূহকে প্রদান করেন' এইরূপ অর্থ—ভাষ্যকার আমনন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু, ঐ 'জনানাং' পদের, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'মন্দ্রঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়—'জনানাং অর্চ্চকানাং মন্দ্রঃ আনন্দদায়কঃ' অর্থাৎ—অর্চ্চনাকারীদের আনন্দপ্রদ। তাহাতে এ অংশের অর্থ হয়,—'দেবভাবসমূহের আহ্বান-কর্ত্তা সাধকদিগের আনন্দদায়ক যে জ্ঞানাগ্নি, সাধকদিগকে সকল প্রকার পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—ধন প্রদান করেন।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশে প্রোক্ত 'মধু' শব্দের পরই উপমাবাচী 'ন' পদ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার ঐ 'নঃ' পদের 'মধোঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়া অর্থাৎ 'মধু' পদকে উপমা বলিয়া স্বীকার করিয়া 'পাত্রা' 'স্তোমাঃ' পদদ্বয়কে উপমেয়-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে, শেষাংশের অর্থ হইয়াছে—'মধুর ন্যায় পাত্র এবং স্তোম, অগ্নিদেবতার নিকট গমন করিতেছে।' এস্থলে 'মুখ্যপাত্র ও মুখ্যস্তোম দেবতার নিকট গমন করিতেছে'—এই বাক্যে কোন্ সদর্থ দ্যোতনা করে? স্তোত্র না হয় অদৃশ্যরূপে দেবসামীপ্য লাভ করিতে পারে; কিন্তু, স্থূল জড়াত্মক পাত্র কিরূপে দেবসামীপ্যলাভে সমর্থ হইবে? যাহা হউক, আমরা কিন্তু 'পাত্রা' পদকে উপমান্ 'মধোঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়াছি। তাহাতে উপমা এবং ভাব উভয়ই সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধু শব্দে অমৃত—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। সেই অমৃত-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বের আধার হৃৎপ্রদেশের ন্যায় এই স্তোত্রসমূহ, জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ—'সদ্‌ভাব-পরিপূরিত হৃদপ্রদেশ যেমন জ্ঞানাগ্নির প্রিয়, এই স্তোত্র-মন্ত্রও সেইরূপ তাঁহার প্রিয় হউক।' ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞানাগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞানের প্রিয় সহচর। সত্ত্বভাব তাঁহার এতই প্রিয় যে, জ্ঞান সমুদিত হইলেই, তাহা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, জ্ঞানের উদয়ে, সদসৎ বিচার-শক্তির উন্মেষে, সদ্বস্তুর প্রতি হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।' এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই হয় যে,—'শুদ্ধসত্ত্বপূর্ণ হৃৎপ্রদেশ যেমন, জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ এই স্তোত্রমন্ত্র-সমূহ, সেই জ্ঞানাগ্নিকে প্রাপ্ত হউক।' (১ম—১প্র—৪দ—১০সা)।

—— • ——

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দো বৃহতী। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমী দশতী।

পঞ্চমী দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
এনাবো অগ্নিন্নমসোর্জ্জো নপাতমাহুবে।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রিয়ং চেতিষ্ঠমরতিঁ স্বধ্বরং বিশ্বস্য দূতমমৃতং ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৫র র র ৪ ৫ ১ র ২ র র ২ —
(১) এনাবো অগ্নিম্নামসা। উর্জ্জোনপা। তামা ২ হুবে ২।
১ ২র ২ ২ ১ ২ — ১ ১ ২ —
প্রায়ঞ্চেতিঠমরতিং। স্বধ্বা ১ রা ২ ং। বিশ্বাসা ২ দূ ২।
১ ২ ১ ২ ১ ৫
তামমৃতং। ইডা ২ ৩ ডা ৩ ৪ ৩। ও ৩ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

৫র র র র ১ র ২ র র ২
(২) এনাবো অগ্নিম্ন মসাহাউ। উর্জ্জোনপা। তামা ১ হুবে ২ ৩।
২ ১ ২র ২ ১ ২ ২
হা উ। প্রায়ঞ্চে তিষ্ঠমরিতং। স্বরাধ্ব। ১ রা ২ ৩ ং। হা উ।
১ ২ ২ ১ ২
বিশ্বাস্যা। ১ দূ ২ ৩। হা উ। তামমৃতং। ইডা ২ ৩ ভা।
১ ৫
৩ ৪ ৩। ও য ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ১ ॥

৫র ৪র ৫র ৪ ৪ ৫ ৪ ২র ১র ২র ১র ২ র ১ ১র
(৩) এনাবো অগ্নিমে ৫ নমসা। উর্জ্জো নপাতমাহুবে। প্রা ২ ৩ যাং ৮
১ ২ ১ ২ ১ ২ — ১ ২
চা ইতিষ্ঠং। আরতিং। স্বধ্বা ১ রা ২ ং। বিশ্বাস্যা ১ দূ ২
১ ২ ১ ২ ১
তামমৃতং। ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১॥

* * *

৫র ৪র ৫র ৪ ১র ৫র ৪ ১ র ২ র ২
(৪) এনাবো অগ্নিন্নমসো। জোনপো বা। তামাহুবে। প্র ২ ৩
২ ১ ২ ১ ২র ১
যাং। চা ই তিষ্ঠং। রা ২ ৩ তীং। স্বধ্বরং বিশ্বস্যা।
২ ১ ২ ১ ২
২ ৩ দূ। তামমমৃতং। ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩।
১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ১॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেবভাবাঃ। 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, যুষ্মানধিকর্তুমিত্যর্থঃ) 'উর্জ্জঃ' (বলস্য সত্ত্বভাবরূপস্য)। 'নপাতং' (পুত্রং, সদ্ভাবোৎপন্নং) 'প্রিয়ং' (সর্ব্বেষাং অনুকূলং) 'চেতিষ্ঠং' (অতিশয়েন প্রজ্ঞাতরং, প্রজ্ঞাপকং) 'অরতিং' (গন্তারং, স্বামিনং) 'স্বধ্বরং' (সুযজ্ঞং) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য) 'দূতং' (বার্ত্তাবহং, অভীষ্টপূরকং) 'অমৃতং' (ক্ষয়রহিতং, নিত্যং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'এনা' (অনেন) 'নমসা' (নমঃসূচকেন স্তোত্রেণ) 'আহুবে' (আহ্বয়ামি)। জ্ঞানাগ্নিরেব দেবভাবপ্রাপকঃ ইতি ভাবার্থঃ। (১অ—১প্র—৫দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবভাবসমূহ! তোমাদিগকে অধিকার করিবার জন্য আমি, সত্ত্বভাব-রূপ বলের পুত্রস্বরূপ অর্থাৎ সদ্ভাবোৎপন্ন, সকলের প্রিয়, অতিশয় জ্ঞানী বা জ্ঞাপক, (সকলের) অধিপতি, সুযোগ্য (শোভন-যজ্ঞকারী), সকলের অভীষ্টপূরক, ক্ষয়রহিত অর্থাৎ নিত্য-জ্ঞান-স্বরূপ দেবকে আহ্বান করিতেছি। (১অ—১প্র—৫দ—১সা)।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ৫ম অষ্টকের ২য় অধ্যায়ের ২১ সূক্তের ১ম ঋক্। এই মন্ত্রের ঋষি—'বসিষ্ঠ'। ইহার প্রচলিত চারিটী গান আছে। উক্ত গান-চতুষ্টয়ের ঋষি—'গোতম'। প্রথম গানদ্বয়ের নাম—'আগ্নেয়'। দ্বিতীয় গানদ্বয়ের নাম—'মধ্যাজ'।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমে খণ্ডে সেয়ং প্রথমা। বামদেব ঋষিঃ। উর্জ্জঃ বলস্য নপাতং পুত্রং প্রিয়ং অস্মাকং চেতিষ্ঠং অতিশয়েন জ্ঞাতারং প্রজ্ঞাতারং প্রজ্ঞাপকং বা। অরতিং গন্তারং স্বামিনং বা স্বধ্বরং সুযজ্ঞং বিশ্বস্য সর্ব্বস্য যজমানস্য দূতং অমৃতং নিত্যং অগ্নিং এনা অনেন নমসা স্তোত্রেণ যদ্‌যপ্যত্র'ত্বাদেশো নাস্তি তথাপি ছান্দসত্বাদিদংশব্দস্যৈনাদেশঃ। হে স্তোতারঃ! বঃ যুষ্মদর্থং আহুবে আহ্বয়ামি। (১অ—১প্র—৫দ—১সা)।

* * *

প্রথম (৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

পঞ্চম দশতির এই প্রথম সাম-মন্ত্রটীতে, মাত্র জ্ঞানাগ্নির গুণরাশি পরিবর্ণিত। এ মন্ত্র দ্বারা সাধক, দেবভাবসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে দেবভাবসমূহ। তোমাদিগের লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাগ্নিকে (হৃদ্দেশে) আহ্বান করিতেছি।' এ মন্ত্রের অর্থ-কল্পনা-পক্ষে যে শব্দ যে অর্থ দ্যোতনা করিতেছে, তৎপক্ষে ভাষ্যের সহিত আমাদের কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। কেবল, শেষাংশে 'বঃ' এই যুষ্মৎশব্দোৎপন্ন পদ থাকায়, এস্থলে ভাষ্যকার ঋত্বিক্ যজমানের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া 'স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির পক্ষে লক্ষ্য রাখিয়া, ঐ পদে 'দেবভাবনিবহ' অর্থ অধ্যাহৃত করিয়াছি।

এক্ষণে মন্ত্রস্থিত জ্ঞানাগ্নির বিশেষণ-কয়টীর প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমেই তাঁহাকে বলা হইতেছে—'উর্জ্জঃ নপাতং'। ভাষ্যকার ঐ পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন—বলের পুত্র। আমরা ভাষ্যানুসরণেই অর্থ করিয়াছি—শুদ্ধসত্বোৎপন্ন। সাধন-ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে হইলে শুদ্ধসত্বই একমাত্র প্রধান বল। সেই শুদ্ধসত্ব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে, জ্ঞানাগ্নি স্বভাবতঃ হৃৎপ্রদেশ অধিকার করে। অতএব শুদ্ধ-সত্ব যে জ্ঞানের জনক, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? তাহার পর, তাঁহাকে বলা হইয়াছে—'প্রিয়ং' অর্থাৎ তিনি সকলের প্রিয়। তিনি, 'চেতিষ্ঠং' অর্থাৎ অতিশয় জ্ঞানী জ্ঞাপক। তিনি, ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন এবং সাধককে তাহা জ্ঞাত করেন। তিনি, অধিপতি। তিনি, সুযজ্ঞ অর্থাৎ—শোভন যজ্ঞের নির্ব্বাহকর্ত্তা। জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, সাধকের যজ্ঞ শোভন হয়; অথবা শোভনরূপে তাঁহার সকল যজ্ঞই সমাহিত হইয়া থাকে। তিনি (সাধকমাত্রের) অভিষ্টপূরক এবং তিনি নিত্য।

মন্ত্রস্থিত বিশেষণ-পদগুলিতে জ্ঞানাগ্নির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধন-ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, জ্ঞানাগ্নিই যে প্রধান সহায় এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—এক মন্ত্র তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এবম্ভূত জ্ঞানাগ্নি, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলেই দেবভাবসমূহ একে একে হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। তাই সাধক, দেবভাবসমূহকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—'হে দেবভাবসমূহ! তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য অগ্রেই এবম্ভূত জ্ঞানাগ্নিকে আহ্বান করিতেছি। অর্থাৎ, জ্ঞানাগ্নি, হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলেই তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইব। (১অ—১প্র—৫দ—১সা)।

——•——

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শেষে বনেষু মাতৃষু সন্ত্বা মর্ত্তাস ইন্ধতে।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত
২উ ৩ ১ ২
আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র র র ৪ ১ ২র ১ ২র ১ ২ ২
শেষে বনা ৫ ইষু মাতৃষু। সাং ত্বামর্ত্তাসঃ। ইন্ধা ২ ৩ তাই। আতং
২র ১ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ১ ২র ১
দ্রো। হব্যংবহ। সা ই। হবী ২ ষ্কা ২ ৩ ৪ র্ত্তাঃ। আদিদ্দেবা
২ ১র ১ ২র
ই। ষু রাজা ২ ৩ সা ৩ সা ৩ ৪ ৩ ই।
১
ও ২ ৩ ই। ডা ॥ ২ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। ত্বং 'মাতৃষু' (মাতৃস্বরূপেষু) 'বনেষু' (ভক্তিষু) 'শেষে' (স্বপিসি, তিষ্ঠসি); 'মর্ত্তাসঃ' (অর্চ্চকাজনাঃ) 'ত্বা' (তথাভূতং ত্বাং) 'সমিন্ধতে' (সম্যক্ দীপয়ন্তি, হৃদি প্রজ্বালয়ন্তি); ত্বং 'অতন্দ্রঃ' (অনলসঃ, সদৈবেতি শেষঃ) 'হবিষ্কৃতঃ' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'হব্যং' (হবনীয়ং, পূজাং) 'বহসি' (দেবান্ প্রাপয়সি); 'আদিৎ' (অনন্তরমেব) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু) 'রাজসি' (দীপ্যসে)। (১অ—১প্র—৫দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি, (আপনার) মাতৃস্থানীয়া ভক্তির মধ্যে অবস্থান করেন। অর্চ্চকগণ, তথাভূত আপনাকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে প্রজ্বালিত করেন। আপনি আলস্যহীন হইয়া (সদাই) অর্চ্চনাকারীর

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের, ৩৪ সূক্তের ৫ ঋক্। ইহার ঋষি—'ভর্গঃ'। গেয়-গানের ঋষি—'গৌতম'। গানের নাম—দেবরাজ।

হবনীয় (পুজা) দেবতাদিগকে প্রাপ্ত করান। অনন্তর আপনি, দেবভাব-সমূহের মধ্যে দীপ্ত হয়েন। (১অ—১প্র—৫দ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। ভর্গ ঋষিঃ। হে অগ্নে। বনেষু মাতৃষু চ ত্বমপি বর্ত্তসে। তথাভূতং ত্বা ত্বাং মর্ত্তাসঃ মনুষ্যাঃ অধ্বর্য্যাদয়ঃ মন্থনেনোৎপাদ্য সমিন্ধতে। পশ্চাৎ প্রবৃদ্ধস্ত্বং অতন্দ্রঃ অনলসঃ সন্ হবিষ্কৃতঃ যজমানস্য হব্যাঃ হবিঃ বহসি দেবান্ প্রতি। আদিদনন্তরমেব দেবেষু মধ্যে রাজসি দীপ্যসে। মাতৃষু মাত্রো ইতি পাঠো। হব্যং হব্যঃ ইতি চ॥২॥ (১অ—১প্র—৫দ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাধারণতঃ এ মন্ত্রটীর অর্থনিষ্কর্ষ হয়,—'হে অগ্নিদেব। আপনি, মাতৃভূত বনের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন। তথাভূত আপনাকে অধ্বর্য্যু আদি মনুষ্যগণ, মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন করিয়া সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করিয়া থাকে। পশ্চাৎ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত আপনি, আলস্যরহিত হইয়া, যজমানের সহিত দেবগণের নিকট বহন করেন। অনন্তর আপনি, দেবের মধ্যে দীপ্ত হয়েন।' এস্থলে প্রথমাংশে বনকে অগ্নিদেবের মাতা বলা হইয়াছে। বোধ হয়. 'বনই দাবাগ্নির জনক' ইহা ভাষ্যকর্তার অভিপ্রায়। কাহারও কাহারও মত এই যে, 'বনেষু' 'মাতৃষু' পদদ্বয় পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ নহে। তাঁহাদের মতে 'বনেষু' অর্থাৎ অগ্নিদেব দাবাগ্নিরূপে অলক্ষিতপ্রতাপ হইয়া বনমধ্যে আর্দ্র বা শুষ্ক বৃক্ষে অবস্থান করেন, এবং 'মাতৃষু' অর্থাৎ অরণীকাষ্ঠদ্বয়-রূপ মাতার মধ্যে (ক্রোড়ে) অবস্থান করেন। শেষাংশস্থিত 'দেবেষু' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—দেব শব্দে এস্থলে ইন্দ্রাদি নহেন। ঐ দেব-পদ হবির্দ্দানশীল ঋত্বিক্‌গণকে লক্ষ্য করিতেছে। সে পক্ষে অর্থ এই যে,—'হে অগ্নিদেব। অতঃপর আপনি, ঋত্বিক্-গণের মধ্যে দীপ্ত হয়েন।'

মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করি। আমরা বলি, এই মন্ত্রটীতে ঐ চারি অংশে যথা-পর্য্যায় জ্ঞানাগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। প্রথম অংশে, তাঁহার উৎপত্তিস্থান পরিবর্ণিত। দ্বিতীয় অংশে, সাধকগণ কিরূপে জ্ঞানাধিকারী হয়, তাহা বিশদীকৃত। তৃতীয় অংশে, জ্ঞানাধিকারী সাধকের সাধনা, জ্ঞানাগ্নি দেবতার নিকট লইয়া যান, তাহা পরিস্ফুট আছে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অংশে, জ্ঞানাগ্নি যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয় পরিবর্ণিত আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশস্থিত 'বনেষু' 'মাতৃষু' পদদ্বয়ের ভাষ্যকর্তা কোনরূপ অর্থনির্দ্দেশ করেন নাই।

আমরা, মাতৃপদ দৃষ্টে 'বনেষু' পদের ধাত্বর্থানুসারে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'ভক্তিষু'। সম্যক্ ভজনার্থক 'বন্' ধাতু হইতে ঐ 'বনেষু' পদ নিষ্পন্ন। সম্যক্-রূপে ভজনা (দেবারাধনা) হয় কাহার দ্বারা? উত্তরে বলিতে পারি, ভক্তিই একমাত্র দেবার্চ্চনার মূল। জ্ঞানই বল, কর্ম্মই বল, ভক্তি না হইলে, কাহারও সত্ত্বা চিরস্থায়ী নহে। অতএব ভক্তিই একমাত্র জ্ঞানের জনক, ভক্তিই জ্ঞানাগ্নির মাতৃস্বরূপিণী। ভক্তি যদি হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়, কিছুতেই শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান অধিকৃত হয় না। দ্বিতীয় অংশে জ্ঞানাগ্নিকে বলা হইতেছে,—'হে দেব। এবম্ভূত আপনাকে সাধকগণ হৃদয়ে প্রজ্বালিত করেন।' অর্থাৎ,—ভক্তিই জ্ঞানের প্রসূ জানিয়া তাঁহারা ভক্তিমান্ হইয়া পরে আপনাকে লাভ করেন। তৃতীয় অংশের মর্ম্ম—তার পর আপনি সাধকের সম্যক্ অর্চ্চনাই আলস্যহীন হইয়া দেবতার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। চতুর্থ অংশের বিষয়—আপনার প্রভাবে (আপনাকে লাভ করিতে পারিলে) সাধক দেবত্বলাভে সমর্থ হয়। আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১অ—১প্র—৫দ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২ ০ ২
অদর্শি গাতুবিত্তমো যস্মিন্ ব্রতান্যাদধুঃ।

২ ৩র ২ ৩ ১ ২র ০ ১ ২ ০ ১ ২ ৩ ১ ২
উপোষু জাতমার্য্যস্য বর্দ্ধনমগ্নিং নক্ষন্তু নো গিরঃ॥ ৩॥

গেয়-গানং।

৩ ১র ৩ ১ ২ ১র ২র র ১ র ২।
অদর্শি গাতুবিত্তমা ৬ এ। যাস্মিন্ ব্রতানি যা দধুঃ। উপোষু জা ৩।

৩২ ২ ১র ২ ১ ২ ১ র ২
হা ৩ হা ই। তমারি যস্য বর্দ্ধনং। অগ্না। ইম্ন ক্ষা তা

২ ২ র ১ ২ ১ ২
হা ৩ হা। তুনো গিরঃ। ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩

১ ৩
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৩॥ *

---

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের ১০ সূক্তের ১ম ঋক্। ইহার ঋষি—কণ্বপুত্র প্রগাথ। গেয়-গানের ঋষি—'কৌশিক'। গানের নাম - গাথিন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন্' (জ্ঞানাগ্নৌ,—সঞ্জাতে ইতি শেষঃ) 'ব্রতানি' (সর্ব্বসৎকর্ম্মাণি) 'আদধুঃ' (আহিতবন্তঃ, সাধকাঃ সাধয়িতুং সমর্থা ভবেয়ুঃ), 'গাতুবিত্তমঃ' (শ্রেষ্ঠসৎকর্ম্মবেত্তা সঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'অদর্শি' (দৃষ্টোঽভূৎ, সাধকানাং হৃদ্দেশে প্রাদুর্ভবতি); এবম্বিধ 'সুজাতং' (সুষ্ঠু প্রাদুর্ভূতং) 'আর্য্যস্য' (ধর্ম্মস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'বর্দ্ধনং' (বর্দ্ধয়িতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'নঃ' (অস্মাকং, অর্চ্চনাকারিণাং) 'গিরঃ' (স্তুতিরূপা বাচঃ) 'উপোনক্ষন্ত' (উপগচ্ছন্তু, জ্ঞানাগ্নিং প্রাপ্নুবন্তু। জ্ঞানং হি সৎকর্ম্মসম্বন্ধযুতং। সাধক তজ্জ্ঞানং পশ্যন্তি প্রাপ্নুবন্তি চ। অস্মাকং স্তোত্রকর্ম্মাণি তজ্জ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৫দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, (সাধকগণ) সৎকর্ম্ম-সমূহ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন; সৎকর্ম্মবিদ্ সেই জ্ঞানাগ্নি, সাধকগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন (সাধকগণের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন); এবম্বিধ সুষ্ঠুরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক, জ্ঞানাগ্নিকে আমাদের স্তুতিরূপ বাক্য-সমূহ প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে, জ্ঞান সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। সাধকগণ তাহা বুঝিতে পারেন। সেই জ্ঞানকে আমাদিগের স্তোত্রকর্ম্মসমূহ প্রাপ্ত হউক।)॥ (১অ—১প্র—৫দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। সৌভরি ঋষিঃ। যস্মিন্ অগ্নৌ ব্রতানি কর্ম্মাণি আদধুঃ যজমানা আহিতবন্তঃ গাতুবিত্তমঃ অতিশয়েন মার্গানাং জ্ঞাতা সোঽগ্নিঃ অদর্শি প্রাদুরভূৎ। কিঞ্চ। সুজাতং সম্যক্ অস্য আর্য্যস্য উত্তমবর্ণস্য বর্দ্ধনং বর্দ্ধয়িতারং অগ্নিং নঃ অস্মাকং গিরঃ স্তুতিরূপাঃ বাচঃ উপো নক্ষন্ত উপগচ্ছন্তু। নক্ষ গতাবিতি ধাতুঃ। নক্ষন্ত নো গিরঃ ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৫দ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—+ ◌ +—

ভাষ্যানুসরণে সাধারণতঃ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, অগ্রে তাহারই পরিচয় দিতেছি; যথা,—'যজমানগণ, যে অগ্নিতে কর্ম্মসমূহ আহিত (স্থাপন) করেন, অতিশয়রূপে পথজ্ঞ সেই অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সম্যক্‌রূপে প্রাদুর্ভূত, উত্তমবর্ণসমূহের বর্দ্ধক (সেই) অগ্নিদেবকে আমাদের স্তুতিবাক্যসমূহ প্রাপ্ত হউক।' এরূপ অর্থ-পক্ষে মন্ত্রমধ্যস্থিত পদগুলি যে অর্থ দ্যোতনা করিতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহা বোধগম্য হইবে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন। মন্ত্রের প্রথমেই 'যস্মিন্' একটী পদ আছে। ভাষ্যকার, এই সপ্তমী বিভক্তির আধার-অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে—যে অগ্নিতে। আমরা ঐ সপ্তমী বিভক্তিকে ভাবে সপ্তমী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়—'যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, সাধকগণ সর্ব্বসৎ-কর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়।' 'গাতুবিত্তমঃ' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকর্ত্তা 'গাতু' শব্দে 'পথ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যের অন্তস্থলে আবার, এই 'গাতু' শব্দেরই অর্থ 'যজ্ঞ' বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। 'পথ' অর্থ পরিগ্রহ করিলেও যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, তাহা বলি না। তবে আমরা ঐ শব্দের 'পথ' অর্থ অপেক্ষা যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্ম-রূপ অর্থেরই সমীচীনতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করি। 'যজ্ঞ' অর্থ পক্ষে জ্ঞানাগ্নি যে যজ্ঞবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ সহায়, তাহাই বুঝা যায়। 'পথ' অর্থ কল্পনা করিলেও, জ্ঞানাগ্নি শ্রেষ্ঠ-পথজ্ঞ ভাব আসে। কোন্ পথে পরিচালিত হইলে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা যায়, কোন পথে গমন করিলে অধঃপতিত হইতে হয়, জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবেই মানুষ তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয়।

অতঃপর, মন্ত্রমধ্যস্থিত 'অদর্শি' ক্রিয়া পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই ক্রিয়াপদের অর্থ—দৃষ্ট হয়েন বা প্রাদুর্ভূত হয়েন। কিন্তু, কোথায় দৃষ্ট হয়েন—কোন্ জন কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন—মন্ত্রমধ্যে তাহার জ্ঞাপক কোনও পদই নাই। ভাষ্যকারও তাহার কোনরূপ আভাস দেন নাই। আমরা জ্ঞানাগ্নি পক্ষে—সাধকের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন বা সাধক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়েন—অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নির বিশেষণদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, জ্ঞান হৃদয় মধ্যে সঞ্জাত হইলে সত্ত্বভাব বা ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তিনি সুজাত, এইজন্যই তিনি আর্য্য-ধর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের পরিবর্দ্ধক। 'আর্য্যস্য বর্দ্ধনং' পদে ভাষ্যকার বলেন—'উত্তম বর্ণের বর্দ্ধক'। ইহাতে, দেবতার পক্ষপাতিত্ব-রূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে। এইজন্যই ভাব গ্রহণে আমরা ঐ 'আর্য্যস্য' পদের অর্থ করিয়াছি—'ধর্ম্মস্য' বা 'সত্ত্বভাবস্য'। অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি, ধর্ম্মের অথবা সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক। ইহাতে ঐরূপ দোষ দূরীভূত হয়। পরন্তু, অর্থের ও ভাবের উৎকর্ষতা উপলব্ধ হয়। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মন্ত্রটির মর্ম্মার্থ হয়,—'যে জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হইলে, সাধকগণ বহু সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়; যিনি সৎকর্ম্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞানাগ্নি সাধক-গণের হৃৎপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সেই উত্তমরূপে প্রাদুর্ভূত, সত্ত্বভাবের বর্দ্ধক, জ্ঞান-স্বরূপ দেবকে আমাদের স্তুতিবাক্য-সমূহ প্রাপ্ত হউক।'

এখানে সাধক সুদৃঢ় আশাতে আশ্বস্ত হইয়াছেন। মন্ত্র উপদেশ প্রদান করিতেছে—'জ্ঞানাগ্নি, সাধকদিগের হৃৎপ্রদেশে দৃষ্ট হয়েন। তুমি সাধনা কর, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। দৃঢ়-প্রযত্ন হও, তাঁহার আরাধনায়; অবশ্যই তিনি, তোমার অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে তাঁহার পুণ্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করিবেন।' এই উপদেশ-বাণী অনুধ্যান করিয়া—সাধক প্রার্থনার ভাবে বলিতেছেন,—'জ্ঞানস্বরূপ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত আমার এই স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হউক।' আমরা বলি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১অ—১প্র—৫দ—৩সা)।

—*—

চতুর্থং সাম।

অগ্নিরুক্থে পুরোহিতো গ্রাবাণো বর্হিরধ্বরে।
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মণস্পতে দেবা
অবো বরেণ্যং ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

(১) অগ্নি রুকৃথাই। পুরো ৩ হা ইতাঃ। গ্রাবাণো ব। হিরা ৩ ধ্বারাই
ঋচা যামি মরুতো ব্রহ্মাণস্পাতা ২ ই। দা ই বা ২ আবা ২ ৩ঃ।
বরো ২ ৩ ৪ বা। ণা ৫ য়ো ৬ হা ই ॥ ৪ ॥

(২) অগ্নিরুকৃথা ঔ হো হো হা ই। পুরো বা ও ২ ৩ ৪ বা। হিতাঃ।
গ্রাবাণো ব হিরৌ বা ঔ ২ ৩ ৪ বা। ধ্বরাই। ঋচৌ ৩ হো
যামি মরুতো ব্রহ্মাণস্পাতা ২ ই। দা ই বা ২ আবা ২ ৩ঃ।
বরো ২ ৩ ৪ বা। ণা ৫ য়ো ৬ হা ই ॥ ৪ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উক্‌থে' (স্তোত্রশস্ত্রাত্মকে) 'অধ্বরে' (যাগাদিসৎকর্ম্মসাধনবিষয়ে) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞান-স্বরূপো দেবঃ) 'পুরোহিতঃ' (ঋত্বিকস্বরূপঃ, পথপ্রদর্শকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'গ্রাবাণঃ' (গ্রাবা, প্রস্তরবদ্দৃঢ়ঃ স্থিরঃ সত্ত্বভাবঃ) পুরোহিতো ভবতি ইতি শেষঃ; বর্হিঃ' (প্রশান্তঃ হৃৎপ্রদেশঃ) পুরোহিতোঃ ভবতি ইতি শেষঃ; অতঃ তৎসর্ব্বং প্রাপ্তুমিচ্ছায়, 'দেবাঃ' (দ্যোতনাত্মকাঃ) 'মরুতঃ' (সর্ব্বত্রগামিনো হে দেবাঃ) 'ব্রহ্মণস্পতে' (স্তোত্রপালক হে দেব।)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথম ঋক। ইহার গানদ্বয়ের ঋষি—মনু। গেয়-গানের নাম—বার্হদুকথা।

যুষ্মাকং 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং) 'অবঃ' (রক্ষণং, প্রাপ্তেরুপায়ং ইতি যাবৎ) 'ঋচা' (ঋঙ্মন্ত্রস্বরূপেণ স্তোত্রেণ) 'যামি' (অহং প্রার্থয়ে)। যুষ্মাকং বরণীয়রক্ষণপ্রভাবেন সৎকর্ম্মসাধনে পুরোহিত-স্বরূপাঃ জ্ঞানাদয়ঃ সুরক্ষিতা ভবন্তু। এবং প্রার্থনেতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৫দ—৪সা)।

* ∘ *

বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রশস্ত্রাত্মক (উপাসনামূলক) যাগাদিসৎকর্ম্মসাধন বিষয়ে, জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেবতা (জ্ঞানাগ্নি), পুরোহিত-স্বরূপ (পথ-প্রদর্শক) হয়েন; প্রস্তরবৎ দৃঢ় স্থির সত্ত্বভাব, পুরোহিত-স্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হয়েন; প্রশান্তহৃৎপ্রদেশ, পুরোহিতস্বরূপ (পথপ্রদর্শক) হয়েন। অতএব, সেই সকলকে পাইবার ইচ্ছায়, দ্যোতনাত্মক হে সর্ব্বত্রগ দেবগণ, স্তোত্রপালক হে দেবতা, আপনাদিগের উৎকৃষ্ট রক্ষণ (আপনাদিগকে প্রাপ্তির উপায়) ঋঙ্মন্ত্র-স্বরূপ স্তোত্রের দ্বারা আমি আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। (অর্থাৎ, আপনাদিগের বরণীয় রক্ষা-প্রভাবে পুরোহিত-স্বরূপ জ্ঞানাদি যেন আমার হৃদ্দেশে সুরক্ষিত হয়)। (১অ—১প্র—৫দ—৪সা)।

* ∘ *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। মনুঃ প্রার্থয়তে। উকথে স্তোত্রশস্ত্রাত্মকে অধ্বরে হিংসা-রহিতে অস্মিন্ যজ্ঞে অগ্নিঃ পুরোহিতঃ যজ্ঞাৎ পুরতঃ উত্তরবেদ্যাং ঋত্বিগ্ভির্নিহিতোঽভূৎ। যথা গ্রাবাণঃ সোমাভিষবার্থং পুরতো নিহিতাঃ। বর্হিঃ চ পুরতো নিহিতং আসাদিতং। এবং সামগ্র্যাং সত্যাং হে মরুতঃ একোনপঞ্চাশন্মরুদ্গণাঃ। হে ব্রহ্মণস্পতে। স্তোত্রস্য পালক এতন্নামক দেব। হে দেবাঃ। দ্যোতনাদিগুণযুক্তাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ বরেণ্যং বরণীয়ং ভজনীয়ং অবঃ রক্ষণং ঋচা সূক্তরূপয়া স্তুত্যা বঃ যুষ্মান্ যামি মনুরহং যাচামি। য চতেল্ টি রূপং। বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ॥ মরুতঃ ব্রহ্মণস্পতে দেবাঃ ইতি ত্রীণ্যামন্ত্রিতত্বেন ছন্দোগাঃ পঠন্তি। মরুতঃ ব্রহ্মণস্পতিং দেবান্ ইতি দ্বিতীয়ান্তত্বেন বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৫দ—৪সা)॥

* ∘ *

চতুর্থ (৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——(‡ ∘ ‡)——

ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রের দ্বারা মনু নামক ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন। তাহাতে 'পুরোহিতঃ' শব্দের অর্থ (পুরঃ) যজ্ঞের অগ্রভাগে উত্তরবেদীতে ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক (হিতঃ) স্থাপিত। এই সম্মুখে স্থাপিত অর্থই অধ্যাহার করিয়া, 'গ্রাবাণঃ' ও 'বর্হিঃ' পদদ্বয়ের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নি—বেদীতে স্থাপিত, প্রস্তর সকল—সম্মুখে স্থাপিত, এবং বর্হিঃ—কুশও সম্মুখে আসাদিত। প্রস্তর কি নিমিত্ত স্থাপিত?—না, সোমাভিষব

করিবার জন্য। ইহাতে, একজন ব্যাখ্যাকারের মত—সোম ছেঁচিবার জন্য। ফলতঃ, ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ এই দাঁড়ায়—'স্তোত্র ও শস্ত্র-মন্ত্রাত্মক হিংসা-রহিত এই যজ্ঞের পুরোদেশে উত্তর-বেদীতে ঋত্বিকগণ কর্তৃক অগ্নি স্থাপিত হইয়াছে। সেইরূপ প্রস্তরসমূহ অগ্রে নিহিত ও বর্হিঃ সম্মুখে আসাদিত হইয়াছে। এইরূপে যজ্ঞীয় সামগ্রীসমূহ সজ্জীকৃত হইলে, হে একোন-পঞ্চাশৎ মরুদ্গণ। হে স্তোত্রপালক ব্রহ্মণস্পতিনামক দেবতা! এবং হে স্তোতমান্ ইন্দ্রাদি দেবগণ! আপনাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষণ, মনু আমি সূক্তরূপ স্তুতি দ্বারা যাচ্ঞা করিতেছি। অর্থাৎ, আপনাদের অনুগ্রহে আমার অনুষ্ঠেয় এই যজ্ঞীয় সামগ্রী যেন সুরক্ষিত হয়।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মন্ত্রের মধ্যে কিন্তু মনু ঋষির কোনও প্রসঙ্গই নাই। কেবল ভাষ্যকর্ত্তা উহা টানিয়া বুনিয়া আনিয়াছেন। 'যামি' এই উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ দেখিয়া এবং মন্ত্রের ঋষি মনু বলিয়া, বোধ হয়,—'মনু আমি প্রার্থনা করিতেছি' এই অর্থ আমনন করা হইয়াছে। হইতে পারেন—মনু ঋষি, এ মন্ত্রের দ্রষ্টা বা প্রযোজক; কিন্তু তিনিই যে প্রার্থনা করিতেছেন এবং এ মন্ত্র যে অন্যের প্রার্থনাবেদক নহে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। বেদমন্ত্র নিত্যসত্য সনাতন। এই মন্ত্রের দ্বারা, মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—তুমিও প্রার্থনা করিতে পার, আমিও প্রার্থনা করিতে পারি, অতীতেও প্রার্থিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও প্রার্থিত হইবে। যখন যিনিই প্রার্থনা করিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন—'আমি প্রার্থনা করিতেছি।'

'পুরোহিতঃ' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার, 'সম্মুখে স্থাপিত'—অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের সহজ সুবোধ্য অর্থ—পুরোহিত, ধর্ম্মকর্ম্মের পথপ্রদর্শক প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে অর্থসঙ্গতি ও ভাবের সমীচীনতা সুসঙ্গত হয়। জ্ঞানস্বরূপ দেবতা যে ধর্ম্মকর্ম্মের পুরোহিতস্বরূপ—তিনি যে পথপ্রদর্শক, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? এইরূপ প্রস্তরবৎ দৃঢ় (সুরক্ষিত) স্থির সত্ত্বভাব এবং প্রশান্ত হৃৎপ্রদেশও ঐ অর্থে বেশ সুন্দর প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পুরোহিত যেরূপ সর্ব্বসৎকর্ম্মের সহায়, ঋত্বিক্ ব্যতীত সকল প্রকার সদনুষ্ঠানই যেমন বিফল হইয়া যায়; সেইরূপ, সত্ত্বভাবসমূহ হৃদয়ে দৃঢ় ও স্থির না হইলে, হৃৎ-প্রদেশ প্রশান্ত না হইলে, কি আভ্যন্তরিক কি বাহ্যিক, সকল সদনুষ্ঠানই বিফল হইয়া যায়। অতএব, সৎকর্ম্মসাধনে এই জ্ঞানাদিকে পুরোহিত ব্যতীত অন্য কোন্ নামে অভিহিত করিব? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ হয়,—'স্তোত্র ও শস্ত্রমন্ত্রাত্মক যে যাগাদি সৎকর্ম্ম, তাহার সাধন-বিষয়ে জ্ঞানাগ্নি পুরোহিত-স্বরূপ হয়েন। এইরূপ, তৎসাধনে প্রস্তরবৎ দৃঢ় ও স্থির সত্ত্বভাবসমূহ এবং প্রশান্ত হৃৎপ্রদেশও ঋত্বিক্ হইয়া থাকে।'

এইবার, মন্ত্রশেষার্দ্ধের প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ভাষ্যকর্ত্তা, 'মরুতঃ' 'দেবাঃ' পদদ্বয়কে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া, অন্বয় করিয়াছেন। তাহাতে 'হে উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ! এবং হে ইন্দ্রাদি দেবগণ!' এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা, 'দেবাঃ' পদটীকে 'মরুতঃ' পদের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভাব এই যে,—'হে দ্যোতনাত্মক বায়ুবৎ সর্ব্বত্রগতিশীল দেবগণ!' অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র যাঁহাদের গতিবিধি অব্যাহত বা সকল স্থানে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, সাধক যেন তাঁহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া, বলিতেছেন,—'হে সর্ব্বত্রগ দেবগণ! আপনারা আমার অভ্যন্তরে স্থিত হইয়া আভ্যন্তরিক যজ্ঞীয় জ্ঞানাদি-রূপ সেই পুরোহিতগণকে সুরক্ষিত করুন।' ভাষ্যকার বলেন,—'যামি' এই পদ—ছান্দসপ্রযুক্ত। 'যাচামি' এই ক্রিয়াপদের মধ্যবর্ণের (চা-এর) লোপ করিয়া ঐ যামি পদ নিষ্পন্ন। তাঁহার মত, 'যামি' পদের অর্থ—যাইতেছি, 'যাচামি' পদের অর্থ—প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু, 'যা' ধাতুর প্রার্থনা অর্থও পরিদৃষ্ট হয়। অতএব, এরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন কি? যাহা হউক, মন্ত্রের শেষার্দ্ধে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন—'হে সর্ব্বত্রগ দেবগণ! হে স্তোত্র-পালক দেবতা! আপনাদের নিকট এই ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার আভ্যন্তরীণ সদনুষ্ঠানের পুরোহিত-স্বরূপ জ্ঞানাদিকে সুন্দররূপে রক্ষা করুন। অর্থাৎ, জ্ঞানাদি যেন হৃদয়ে সুরক্ষিত হয়।' স্তোত্রমন্ত্র-উচ্চারণে অভীষ্টপ্রাপ্তির কামনাতেই স্তোত্রমন্ত্রের পালক ব্রহ্মণস্পতি দেবতার আহ্বানের সার্থকতা সূচিত হয়। (১অ—১প্র—৫দ—৪সা)।

—•—

পঞ্চমং সাম।

২ ১২ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২

অগ্নিমীড়িষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষং।

২ ১ ৩ ১ ২ • ২উ ৩ ২

অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ় শ্রুতন্নরোঽগ্নিঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২

সুদীতয়ে ছর্দ্দিঃ॥ ৫॥

*

গেয়-গানং।

৫ ৪৫র ৩২ ৩র ৪র ৫ ২ ২র ১র ২র ১ ১র র

অগ্নিমীড়িষ্টা ৩ ৪ ওহো বা। অব সে। গাথাভিঃ শী। রশোচা ২ ৩

২ ১ ২ র — ২ ১ ১

ইষাং। অগ্নিং রায়া ই। পুরুমা ২ ৩ ইদো। শ্রুতন্নরো। অগ্নিঃ

২

সূ ২ ৩ দী। তয়া ইচ্ছা ২ ৩ ৪ ৫ দী ৬ ৫ ৬ঃ।

১২ ১ ১ ১ ১ ১

দক্ষা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫॥

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের চতুর্থ ঋক্। ইহার গানের ঋষি—বাম্র এবং নাম—পৌরুমীঢ়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুমীঢ়' (হে মনঃ) ত্বং 'অবসে' (রক্ষণায়, পাপাৎ পরিত্রাণলাভার্থং) 'অগ্নিং' (জ্ঞান-স্বরূপং দেবং) তথা 'রায়ে' (ধনার্থং, পুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থং) 'সুদীতয়ে' (শ্রেষ্ঠদানার্থঞ্চ) 'শীরশোচিষং' (ব্যাপকদীপ্তিবিশিষ্টং) 'শ্রুতং' (বিখ্যাতং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'গাথাভিঃ' (স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্‌ভিঃ) 'ঈড়িষ্ব' (স্তুহি, জ্ঞানমধিকর্ত্তুং চেষ্টস্বেত্যর্থঃ); 'নরঃ' (নেতৃস্থানীয়ঃ) 'ছর্দ্দিঃ' (সর্ব্বগঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) ত্বামনুগৃহ্ণাতু ইতি শেষঃ। 'হে মনঃ! ত্বং জ্ঞানাধিকারী ভব'—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১অ—১প্র—৫দ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পুরুমীঢ় (মন)! তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য জ্ঞান-স্বরূপ দেবতাকে স্তব কর; সেইরূপ, পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য এবং শ্রেষ্ঠ দাতা হইবার জন্য, ব্যাপক, দীপ্তিশালী, বিখ্যাত, জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা স্তব কর। নেতৃ-স্থানীয়, সর্ব্বত্রগ, সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করুন। ('হে মন! তুমি জ্ঞানাধিকারী হও,'—এবম্বিধ আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্র)॥ (১অ—১প্র—৫দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং—অথ পঞ্চমী। সুদীতি ঋষিঃ পুরুমীঢ়ো বা স্তন্তো বা। 'পুরুমীঢ়' ত্বং 'অগ্নিং' 'অবসে' রক্ষণায় 'ঈড়িষ্ব' স্তুহি 'গাথাভিঃ' (গাথেতি বাঙ্‌নাম ১।১১।৩৬) মন্ত্ররূপাভিঃ বাগ্‌ভিঃ। কীদৃশং? 'শীরশোচিষং' শয়নস্বভাবরোচিষং তথা 'রায়ে' ধনায় ঈড়িষ্ব। 'শ্রুতং' এনং 'তরঃ' অন্যেপি যজমানাঃ স্তুবন্তি স্বার্থং। তস্মাৎ 'সুদীতয়ে' মহ্যং অগ্নিঃ স্তুয়াভিষ্টুতঃ সন্ 'ছর্দ্দিঃ' গৃহং প্রযচ্ছন্ত্বিত্যেবং সুদীতিঃ পুরুমীঢ় ব্রূতে। "অগ্নিঃ সুদীতয়ে ছর্দ্দিঃ" ইতি ছন্দোগাঃ। "অগ্নিং সুদীতয়ে ছর্দ্দিঃ" ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৫দ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———— ০ ————

মন্ত্রমধ্যস্থিত 'পুরুমীঢ়' ও 'সুদীতয়ে' পদদ্বয় দৃষ্টে ভাষ্যকার, অপৌরুষেয় নিত্য বেদমন্ত্রে অনিত্য পুরুষের সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যাভাষে প্রকাশ, সুদীতি-নামক ঋষি, পুরুমীঢ় নামক অন্য কোনও ঋষিকে বলিতেছেন,—'হে পুরুমীঢ়! তুমি স্বীয় রক্ষার নিমিত্ত শয়ন-স্বভাব শিখাবিশিষ্ট (অর্থাৎ যাঁহার শিখা ঘুরিয়া ফিরিয়া ভূমিতে পতিত হয়, তাদৃশ) অগ্নিদেবকে মন্ত্ররূপ বাক্যের দ্বারা স্তব কর। অন্য যজমানগণও স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই

দেবতার স্তব করে ; অতএব তিনি তোমা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সুদীতিকে (আমাকে) গৃহ প্রদান করুন।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। ভাবার্থ এই—গৃহহীন সুদীতি ঋষি, স্বয়ং অগ্নিদেবতার আহ্বানে অশক্ত। অথবা, তিনি গৃহকামী হইয়া পুরুমীঢ় ঋষিকে যজ্ঞের পুরোহিত করিয়াছেন। সেই সুদীতি ঋষি, চতুরতাবলম্বনে পুরুমীঢ়কে বলিতেছেন,—'হে পুরুমীঢ়! তুমি নিজের রক্ষার জন্য অগ্নিদেবের স্তব কর ; আমার গৃহপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে স্তব কর। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অন্যান্য যজমানগণ তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।'

আমরা কিন্তু এরূপ অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধি করি না। মনুষ্য ঋষি প্রভৃতির নামের সহিত যে সকল পদের সম্বন্ধ সূচনা করা যায়, সে সকল ক্ষেত্রে আমরা ধাত্বর্থাদির অনুসরণে সুসঙ্গত অর্থই স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। এখানেও ঐ 'পুরুমীঢ়' ও 'সুদীতি' পদদ্বয়ের ধাত্বর্থাদির অনুসরণে সমীচীন অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা বলি, 'পুরুমীঢ়' পদ মনকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। কারণ 'পুরুমীঢ়' শব্দের অর্থ—বহুব্যাপারে আসক্ত। মন যে বহুব্যাপারে রত অর্থাৎ একটী ছাড়িয়া অন্যটীতে, অন্যটী ছাড়িয়া অপরটীতে সদা ঘূর্ণায়মান, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব, ঐ 'পুরুমীঢ়' পদ যে 'মনেরই' দ্যোতক পদ, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে 'সুদীতয়ে' পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ভাষ্যকার, অনেকত্র 'সুদীতয়ে' পদে 'শোভন দান নিমিত্ত' অর্থ আমনন করিয়াছেন। পরন্তু, 'দা' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' (তি) প্রত্যয়ে ঐ পদ নিষ্পন্ন। অতএব, কি নিমিত্ত আমরা, 'পুরুমীঢ়' ও 'সুদীতি' পদের ঐরূপ পৌরুষেয় অনিত্য মুনি-ঋষি-রূপ অর্থ গ্রহণ করিব? অতঃপর আর একটী পদের প্রতি লক্ষ্য করুন—'ছর্দ্দিঃ'। গত্যর্থক 'ছর্দ্দ' ধাতুর উত্তর—'ইস্' প্রত্যয়ে ঐ পদ নিষ্পন্ন। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'গৃহ'। আমরা বলি, ঐ পদ সর্ব্বত্রগ অর্থে অগ্নিদেবের বিশেষণ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের ভাবার্থ হয়,—'হে মন! তুমি পরিত্রাণলাভার্থ জ্ঞানের শরণাপন্ন হও। পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য ও শ্রেষ্ঠ দাতা হইবার নিমিত্ত জ্ঞানাগ্নির অধিকারী হইতে চেষ্টিত হও।' শেষাংশের প্রার্থনার ভাব—'সেই নেতৃস্থানীয় সর্ব্বত্রগ জ্ঞানাগ্নি তোমাকে অনুগৃহীত করুন।' এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত যে শব্দ যে অর্থ দ্যোতনা করিতেছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে সহজেই অনুমেয়। (১অ—১প্র—৫দ—৫সো)।

— • —

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ২ ১

শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দ্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্য্যমা প্রাতর্যাবভিরধ্বরে ॥৬॥

গেয়-গানং।

০ ২ ১ ৫ ৪ ৫ ২র ১র র ২ ১র
শ্রুধী ৩। শ্রু ২ ৩ ৪। ধি শ্রুৎকর্ণব। হ্নিভা ইঃ। দেবৈরগ্নে সযা বা

২ ১র র র ২ র ১
২ ৩ ভীঃ। আসীদতু বর্হিষি মিত্রো অর্য্যা ২ ৩ মা। প্রাত র্যা

২ ১ A ৫র র ২ ২ ৩
২ ৩ বা ৩। ভা ২ ইরা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। এ ২ ৩। ধ্বর আ॥ ৬॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্রুৎকর্ণ' (শ্রবণসমর্থকর্ণবিশিষ্ট, সাধকানাং প্রার্থনাশ্রবণপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'শ্রুধি' (অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু); এবং 'মিত্রঃ' (মিত্রস্বরূপো দেবঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকো দেবঃ) 'প্রাতর্যাবভিঃ' (জীবনপ্রভাতে হৃৎপ্রদেশ স্বতঃ আগচ্ছদ্ভিঃ) 'সযাবভিঃ' (সমানুগ্রহসম্পন্নৈঃ) 'বহ্নিভিঃ' (সত্ত্বপ্রাপকৈঃ) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ সহ আগত্য ইতি যাবৎ) 'অধ্বরে' (শত্রুকৃতোপদ্রবরহিতে যজ্ঞে) 'বর্হিষি' (হৃদ্রূপদর্ভাসনে) 'আ সীদতু' সর্ব্বতোভাবেন উপবিশতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'সাধকানাং প্রার্থনাশ্রবণপরায়ণ হে দেব! সর্ব্বৈ দেবভাবৈঃ সহ ত্বং হৃদি আগচ্ছ, অস্মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম প্রাপয়।' (১অ—১প্র—৫দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রবণশক্তিসম্পন্নকর্ণবিশিষ্ট (সাধকগণের প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণ সর্ব্বজ্ঞ) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং মিত্রস্বরূপ মিত্রদেবতা, গতিকারক অর্য্যমণ্ দেবতা, জীবন-প্রভাতে হৃৎপ্রদেশে স্বতঃ আগমনশীল সত্ত্বপ্রাপক দেবভাবসমূহের সহিত আসিয়া, শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত যজ্ঞে (কর্ম্মে) আমাদিগের হৃদয়-রূপ দর্ভাসনে সর্ব্বতোভাবে উপবেশন করুন। (প্রার্থনার ভাব,—'সাধকগণের প্রার্থনা-শ্রবণ-পরায়ণ হে দেব! সকল দেবভাব সহ আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন।')॥ (১অ—১প্র—৫দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। বৃহতীচ্ছন্দঃ। অগ্নিঃ দেবতা। হে 'শ্রুৎকর্ণ'। শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুত। 'অগ্নে'। অস্মদীয়ং বচনং 'শ্রুধি' শৃণু। যঃ 'মিত্রঃ' দেবঃ 'অর্য্যমা'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের নবম অনুবাকের ৩৪ সূক্তের ১৩শ ঋক (১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ৩০ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কিন্তু সেখানে একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সেখানে "আ সীদতু" স্থলে "আসীদন্তু" "প্রাতর্যাবভিঃ" স্থলে "প্রাতর্যাবাণো" এবং "অধ্বরে" স্থলে "অধ্বরং" পাঠ আছে। উহাই বহ্বৃচ সম্প্রদায়ের পাঠ।

দেবশ্চ 'অন্যৈঃ' 'প্রাতর্যাবভিঃ' প্রাতকালে দেবযজনং গচ্ছদ্ভিঃ 'দেবৈঃ' সর্ব্বৈঃ 'সযাবভিঃ' আহবনীয়াগ্নিনা ত্বয়া সমানগতিভিঃ অন্যৈঃ 'বহ্নিভিঃ' দেবৈঃ সহ 'অধ্বরে' ক্রতুনিমিত্তে 'বর্হিষি' দর্ভে 'আসীদন্তু' উপবিশন্তু। "আসীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্য্যমা প্রাতর্যাভিরধ্বরে" ইতি ছন্দোগাঃ; "আসীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্য্যমা প্রাতর্যাবাণো অধ্বরং" ইতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণতঃ ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'শ্রবণসমর্থ-কর্ণদ্বয়যুক্ত হে অগ্নিদেব। আপনি আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন। মিত্রদেব, অর্য্যমাদেব, প্রাতঃকালে দেবযজনস্থলে গতিশীল অন্য দেবগণের সহিত এবং আহবনীয় অগ্নিরূপ আপনার সহিত গমনশীল অন্য বহ্নিদেবগণের সহিত যজ্ঞনিমিত্ত (এই) দর্ভে উপবেশন করুন।' ইহাতে যে কোনও ভাব পরিগ্রহ হয়, তাহা আমাদের মনে হয় না।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'প্রাতর্যাবভিঃ' পদের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'প্রাতঃকালের যজ্ঞে গমনশীল দেবগণ।' কিন্তু ঐ পদের অর্থে আমরা বলিয়াছি;—'হৃদয়ে প্রথম অবস্থায় সমুদিত দেবভাবসমূহ।' অর্থাৎ, জন্মসহাগত সত্ত্বভাবাদিই ঐ পদের লক্ষ্যস্থল। 'বহ্নিভিঃ' পদের অর্থ পরিগ্রহণে ধাত্বর্থানুসরণে আমরা বলিয়াছি—সত্ত্বপ্রাপক। 'অধ্বর' শব্দের অর্থ—'শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত যজ্ঞ।' ভাব এই যে, যে যজ্ঞে বা যে কর্ম্মে রিপু-শত্রুগণের উপদ্রব তিরোহিত হইয়াছে। 'মিত্র-দেবতার সহিত আপনি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন'—এতদুক্তির মর্ম্ম এই যে, আমার হৃদয়ে মিত্রভাবের উদয় হউক,—সর্ব্বত্র সমদর্শন আসুক। 'গতিকারক আর্য্যমণ দেবতাকে লইয়া আসুন'—এতৎ প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, গতি-মুক্তির পক্ষে আমাদিগের প্রচেষ্টা হউক।'

এই সকল বিষয় আলোচনায় এই মন্ত্রের ভাবার্থ হয়,—'সর্ব্বজ্ঞ হে জ্ঞানাগ্নে। আমাদিগের অভিপ্রায় আপনি বিদিত হউন; এবং সকল দেবভাবসমূহের সহিত, এই হৃৎপ্রদেশে সন্নিবিষ্ট হউন।' (১ম—১প্র—৫দে—৬সা)। *

—— ০ ——

সপ্তমং সাম।

১ ২র ৩ ৪ ০২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র দৈবো দাসো অগ্নির্দ্দেব ইন্দ্রো ন মজ্‌মনা।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
অনু মাতরং পৃথিবীং বি বাবৃতে তস্থৌ
২র ১ ২
নাকস্য শর্ম্মণি ॥ ৭ ॥

* এই মন্ত্রটীর সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা মৎ-কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার ২২২০ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫ ২ র র র ৪ ৩ র ৫ ২ র ১ ২ ১ ২
প্র দৈবো দাসোঽগ্নীঃ। দেবঃ ইন্দ্রো ন মজ্মনা। অনুমা ২ ৩ তা।
১ ২ ১ র র ২ ১ ২
রং পৃথিবীং বিবাবৃতা ই। তস্থৌ না ২ ৩ কা। স্যা শর্ম্মণি
১ ২ ১ ৫
ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড়া ॥ ৭ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দৈবঃ' (দেবভাবপোষকঃ) 'দাসঃ' (দানশীলঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ) 'ইন্দ্র ন' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র ইব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'মাতরং' (মাতৃস্বরূপাং) 'পৃথিবীং' (অনন্তাস্পদত্বেনাতিবিস্তৃতাং সাধকস্য হৃৎস্বরূপাং ভূমিং) 'অনু প্র বিবাবৃতে' (অর্চ্চকানাং হিতার্থায় বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি); অসৌ জ্ঞানাগ্নিঃ 'মজ্মনা' (বলেন, সত্ত্বভাবেন বর্দ্ধিতঃ সন্নিত্যর্থঃ) 'নাকস্য' (স্বর্গস্য) 'শর্ম্মণি' (কল্যাণে) 'তস্থৌ' (তিষ্ঠতি, সাধকস্য পরমকল্যাণং সাধয়তি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানদেবস্য প্রভাবেন নরঃ সৎকর্ম্মণি প্রবুদ্ধো ভবতি। তদা তস্য আত্মনঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং চ শ্রেয়ো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৫দ—৭সা)। †

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবের পোষক, দানশীল, দ্যোতমান এবং পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রের ন্যায় (এই) জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, মাতৃস্থানীয়—অনন্তের আস্পদ বলিয়া অতিবিস্তৃত সাধকের হৃৎস্বরূপ ভূমিকে, অর্চ্চনাকারিগণের হিতসাধনে, বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, স্বর্গ-সম্বন্ধীয় কল্যাণে অবস্থিত হয়েন (অর্থাৎ সাধকের পরম-কল্যাণ সংসাধিত করেন)॥ (ভাব এই যে, জ্ঞানদেবতার প্রভাবে মনুষ্য সৎকর্ম্মে প্রবুদ্ধ হয়। তাহাতে তাহাদিগের আপনার এবং সকল জীবের শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে)॥ (১অ—১প্র—৫দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। সৌভরি ঋষিঃ। ছন্দঃ বৃহতী। দেবতা অগ্নিঃ। 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ 'দৈবোদাসঃ' দিবোদাসেনাহূয়মানঃ, 'অগ্নিঃ' 'মাতরং' সর্ব্বস্য লোকস্য ধারণাৎ পৃথিবী মাতা, তাং পৃথিবীং 'অনু' প্র বি বাবৃতে দেবান্ প্রতি হবির্ব্বোঢ়ুং,

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ১০ম অনুবাকের ১০ম সূক্তের ২য় ঋক্ (৬ষ্ঠ অষ্টক ৭ অধ্যায়, ২০ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের ঋষি – সৌভরি। গানের নাম দৈবোদাস।

† এই মন্ত্রটীর স্বর-বিষয়ে মতান্তর দেখি। 'এসিয়াটিক সোসাইটির' সংস্করণে 'প্র' পদের শীর্ষে কোনও চিহ্ন নাই। "দৈ" বর্ণের মস্তকে '১র', "বো" বর্ণের মস্তকে '২ র' আছে। "বাবৃতে" পদের চিহ্ন "তে" বর্ণের ঠিকপরে আ। ইত্যাদি। 'মজ্মনা' পদে সেখানে "মজ্মনা" রূপে পরিগৃহীত।

বিশেষেণ প্রবর্ত্তয়তি। যস্মাদেনমগ্নিং দিবোদাসঃ 'মজ্মনা' বলেন আজুহাব তস্মাদয়ং অগ্নিঃ 'নাকস্য' স্বর্গস্য 'শর্ম্মণি' গৃহে স্বায়তনে এব 'তস্থৌ' অতিষ্ঠৎ। "অগ্নির্দ্দেব ইন্দ্রঃ" ইতি, "নাকস্য শর্ম্মণঃ" ইতি ছন্দোগাঃ। "অগ্নির্দ্দেবা৺ অচ্ছ" ইতি, "নাকস্য সানবি" ইতি চ বহ্বৃচাঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটীর অর্থকল্পনা পক্ষে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্যকার "দৈবোদাসঃ" পদ দৃষ্টে ইহার মধ্যে দিবোদাস ঋষির সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ঐ 'দৈবোদাসঃ' পদের অর্থ, তাঁহার মতে—দিবোদাস কর্তৃক আহূয়মান। 'ইন্দ্র' পদটীকে তিনি অগ্নি দেবের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 'মজ্মনা' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে আবার সেই দিবোদাস ঋষিকেই টানিয়া আনিয়াছেন। শুধু দিবোদাসকে আনা নয়; পরন্তু 'এনং' এবং 'আজুহাব' এই ক্রিয়া পদদ্বয় অধ্যাহার করিয়া, ঐ 'মজ্মনা' পদে একটী অংশ কল্পনা করিয়াছেন। 'ইন্দ্রঃ' পদের পরবর্ত্তী 'ন' পদের অন্বয় মন্ত্র-মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। পরিশেষে 'তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি' অংশে ভাষ্যকার বলেন,—'যেহেতু দিবোদাস ঋষি, ইঁহাকে বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই অগ্নি এই স্বর্গের গৃহে (নিজের আয়তনে) স্থিত হইয়াছিলেন।' এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, ভাষ্য-মতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'দ্যোতমান, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত, দিবোদাস কর্তৃক আহূয়মান অগ্নিদেব (এই অংশে মূলস্থিত 'ন' এর অর্থ বাদ পড়িয়াছে) সকল লোককে ধারণ করেন বলিয়া পৃথিবী—মাতা, সেই মাতা পৃথিবীকে, দেবগণের নিকট হবির্ব্বহনার্থ বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। যেহেতু, এই অগ্নিকে দিবোদাস ঋষি, বলপূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন,—সেই হেতু এই অগ্নি, স্বর্গের গৃহে (স্বীয় আয়তনে) অবস্থিত হইয়াছিলেন।' মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা আবার এইরূপ,—"দিবোদাস কর্ত্তৃক আহূত অগ্নি মাতৃভূত পৃথিবীর অভিমুখে দেবগণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। দিবোদাস বলের দ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেশে অবস্থান করিলেন।" এ সকল অর্থে যে কোন্ ভাব দ্যোতনা করে, তাহা বুঝিয়া পাওয়া যায় না।

এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রটীর পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা প্রয়োজন। জ্ঞানাগ্নি যে ভগবানের প্রতিকৃতি, তাহা এ মন্ত্রে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। জ্ঞানাগ্নির একটী উপমা আছে—'ইন্দ্রো ন'; অর্থাৎ 'জ্ঞানাগ্নি' পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের ন্যায়। 'দৈবোদাসঃ' পদকে আমরা দুইটী পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা বোধগম্য হইবে। ভাষ্যে বা যাস্ক-নিরুক্তে দেখি,—'মজ্মন' শব্দ—বলের পরিচায়ক। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের সত্ত্বভাব-রূপ বল অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ইহার ভাবার্থ এই—সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা জ্ঞানাগ্নির বৃদ্ধি সঙ্ঘটিত হয়। এবম্ভূত জ্ঞানাগ্নি (মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'তস্থৌ নাকস্য শর্ম্মণি' অংশের ভাব) সাধকের পরম কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের তৃতীয় পদের ('অনু' হইতে 'বাবৃতে' পর্য্যন্ত অংশের) ভাবার্থ এই—সাধকের হৃৎপ্রদেশে জ্ঞানাগ্নির

মাতৃস্থানীয়। তাহাকে পৃথিবী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সাধক-হৃদয়, অনন্তের আস্পদ বলিয়া পৃথিবীর ন্যায় অতি বিস্তৃত। জ্ঞানাগ্নি সেই হৃদয়কে প্রবর্ত্তিত করেন;—অর্থাৎ, ভগবদারাধনাদিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়,—'দেবভাবের পোষক, দানশীল, পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রতুল্য এই জ্ঞানাগ্নি, অনন্তের আস্পদ বলিয়া অতি-বিস্তৃত সাধকের হৃদয়রূপ স্বীয় জন্মভূমিকে বিশেষরূপে সৎকর্ম্মাদিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই জ্ঞানাগ্নি, সত্ত্বভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের পরম কল্যাণ সংসাধিত করেন।' আমরা বলি, মন্ত্র-মধ্যে এইরূপ মহদ্ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (১ম—১প্র—৫দ—৭সা)।

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ র
অধ জ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি।
৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
অয়া বর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥ ৮ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ৫ ৫ ১ ২ – ১ র র ২ ১
অধ জ্মা ও বা। ধবাদা ১ ইবা ২ঃ। বৃহতো রোচানা ১ দাধী ২।
১ র ২র ৫ ২ ৫ ২ র ১ ৫
আ। পৌ। হৌ হো ৩। বা। বার্দ্ধস্ব তন্বা। গা ইরা ১
– ১ ২র র ৫ ৫ ২
মমা ২। আজাতাসৌ। হৌ হো ৩ বা ৩ ৪। হা হা
২ ২র ৩ ১ ২ ১ ১
উ বা ৩। ক্রতো পৃণা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! 'অধ' (অধুনা) 'জ্মঃ' (পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ) 'অধবা' (অথবা) 'দিবঃ' (অন্তরিক্ষাৎ) 'বৃহতঃ' (শ্রেষ্ঠাৎ) 'রোচনাৎ' (দীপ্যমানস্বর্গাৎ) 'অধি' (মম হৃদ্দেশমাগত্য) 'তন্বা' (বিস্তৃতয়া) 'মমা' (মদীয়য়া) 'গিরা' (স্তুতিরূপয়া বাচা) 'বর্দ্ধস্ব' (বর্দ্ধিতো ভব, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ); 'সুক্রতো' (হে শোভনকর্ম্মকারিন্ জ্ঞানাগ্নে) 'জাতা' (জেতান্, সত্ত্বভাবান্) 'পৃণ' (পালয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে দেব! যেন মৎহৃদয়ে নিখিল-জ্ঞানানাং বিকাশো ভবতি, তদ্বিধেহি।' (১অ—১প্র—৫দ—৮সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ১ম সূক্তের ১৮শ ঋক্ (৫অষ্টক, ৫অধ্যায় ১৩বর্গের অন্তর্ভুক্ত) মন্ত্রটী ঐন্দ্রসূক্তের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার দেবতা ইন্দ্র, কিন্তু এখানে আগ্নেয়-পর্ব্বের অন্তর্গত রহিয়াছে। সুতরাং দেবতা অগ্নি বলিলেও বলা যায় ইহার গেয় গানের ঋষি—মেধাতিথি বা মেধ্যাতিথি। গেয় গানের নাম সোক্রতব।

মন্ত্রানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি, সম্প্রতি পৃথিবী হইতে অথবা অন্তরীক্ষ হইতে এবং শ্রেষ্ঠ দীপ্যমান্ দ্যুলোক হইতে আমার হৃৎপ্রদেশে আগমন করিয়া, বিস্তৃত মদীয় স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা বর্দ্ধিত হউন (অর্থাৎ, অধিষ্ঠান করুন)। হে শোভনকর্ম্মকারিন্ জ্ঞানাগ্নি! আপনি আমার (হৃদয়ে উৎপন্ন) সত্ত্বভাবসমূহকে পালন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমার হৃদয়ে যেন নিখিল জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাহাই করুন)॥ (১অ—১প্র—৫দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথাষ্টমী। মেধাতিথির্মেধ্যাতিথিশ্চোভাবৃষী। ছন্দঃ বৃহতী। দেবতা ইন্দ্রঃ। হে ইন্দ্র! 'অধ' অধুনা 'জ্ম' জ্মাস্তি গচ্ছন্ত্যস্যামিতি জ্মা পৃথিবী তস্যাঃ সকাশাৎ 'অধবা' অপিবা 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ 'বৃহতঃ' মহতঃ 'রোচনাৎ' নক্ষত্রৈর্দ্দীপ্যমানাৎ স্বর্গাদ্বা আগত্য 'অধি' (পঞ্চমার্থানুবাদী) 'অয়া' অনয়া 'তন্বা' তথা বিস্তৃতয়া 'মম' মদীয়য়া গিরা স্তুত্যা 'বর্দ্ধস্ব' বৃদ্ধো ভব। হে 'সুক্রতো'! শোভন কর্ম্মবন্নিন্দ্র! 'জাতা' জাতান্ অস্মদীয়ান্ জনান্ অভিলষিতৈঃ ফলৈঃ আপূরয়॥ (১অ—১প্র—৫দ—৮সা)।

* * *

অষ্টম (৫২) সামের বিশদার্থ।

মন্ত্রটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রটী সরল অথচ সদ্ভাবদ্যোতক। ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। তবে শেষাংস্থিত 'জাতা' পদে আমরা 'জাত অস্মদীয় জন' অর্থ না ধরিয়া 'সত্ত্বভাব' অর্থ স্বীকার করিয়াছি। ভাষ্যকার ব্যাখ্যার প্রারম্ভে 'হে ইন্দ্র!' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা 'হে জ্ঞানাগ্নে!' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রের মধ্যে কোনরূপ সম্বুদ্ধপদ দৃষ্ট হয় না। মন্ত্র—সাধারণ প্রার্থনা-মূলক। সকল দেবতা-সম্বন্ধেই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রের প্রথম ও প্রধান প্রার্থনা,—'হে দেব! আপনি পৃথিবী হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে এবং দ্যুলোক হইতে আগমন করুন।' কিন্তু ইহাতে কি বুঝিয়া থাকি? বুঝি না কি—প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমার ঐ ঐ স্থানসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্জাত হউক।'

এইরূপে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়—'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও শ্রেষ্ঠ দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং স্তুতিবাক্য বা পূজা দ্বারা বর্দ্ধিত হউন। আপনার অনুগ্রহে আমার সত্ত্বভাবসমূহ চির অক্ষুণ্ণ হউক।' (১অ—১প্র—৫দ—৮সা)।

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২
কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্ত্তনং যদ্দূরে সন্নিহা ভুবঃ ॥৯॥

* * *

গেয়-গানং।

৪র র র ৫ ২ ১র ২র র ১ ২ ৩ ৫
১। কায়মানো৫ বনা তু বাং। যন্মাতৃরা। জাগন্না ২ ৩ ৪ পাঃ।
২ র — ১ ২ ২ ২ ৩ ∧ ৫
ন ততে অগ্নে ৩। প্রমৃষে হা ৩ ই। নিবার্ত্তা ২ ৩ ৪ নাং।
২ ১র ২ ৩ র ২ ১ ২ ৪ ৫
যদ্দরা ২ ৩ ই সান্। ই হা ভুবা ঔ ৩ হো বা।
৪
হো ৫ ই। ডা ॥ ৯ ॥ *

* * *

৫ ৫ ১র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ৫
২। এ কায়া। মানো। ব না তু ২ ৩ ৪ বাং। ও ই। তু ২ ৩ ৪ বাং।
৫ ২ ২ S ২ ২ ১র ২র ১ ২ ৩ ৫
উ হু বা হাই। ঔ ৩ হো ৩ ১ ই। যন্মাতৃরা। জাগন্না ২ ৩ ৪ পাঃ।
৩ ৫ ৪ ৫ ২ ২ ২ ১
আ ২ ৩ ৪ পাঃ। উহু বা হা ই। ঔ ৩ হো ৩ ১ ই। ন ত
২ ১ ৩ ১ ২ ১ ∧ ৩ ৫
ত্তু আ। গ্না ৩ ই প্রমৃষা ৩ ই। নিবা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ নাং।
৫ ৫ ২ S ২
তা ২ ৩ ৪ নাং। উহু বা হা ই। ঔ ৩ হো ৩ ১ ই।
২ ১র ২র ১ ১ ২ ৩ ৫ ৩
যদ্দূরে সাং। ইহা ভু ২ ৩ ৪ বাঃ। ভু ২
৫ ৪ ৫ ২ S
৩ ৪ বাঃ। উহু বা হা ই। ঔ ৩
২ ∧ ৩ ৫র র
হো ৩ ১ ২। যা ২ ৩ ৪ ঔ হো
৩ ৫
বা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৯ ॥

* এইসাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩য় মণ্ডলের (১ম অনুবাকের) ১ম সূক্তের ২য় ঋক্ (৩ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ৫ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের ঋষি—বিশ্বামিত্র এবং গানের নাম কশ্ব।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) 'ত্বং বনা' (বনানি, সংসাররূপকাননানি) 'কায়মানঃ' (কাময়মানঃ বর্ত্তসে ইতি শেষঃ); সর্ব্বান্ অনুগ্রহীতুং প্রযত্নপরস্তিষ্ঠসি ইতি ভাবঃ। 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'মাতৃঃ' (মাতৃস্বরূপান্) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্) 'অজগন্' (অগমঃ, স্বতঃপ্রাপ্তো ভবসি) 'তৎ' (তস্মাৎ) 'তে' (তব) 'নিবর্ত্তনং' (তত্রৈব বর্ত্তনং, তদেব গৃহং); 'যদ্দূরে' (অস্মান্ নানুগৃহ্য যদ্দূরস্থানে) 'সন্' (বর্ত্তমানস্ত্বং তিষ্ঠতীত্যর্থ) 'ন প্রমৃষে' (তদস্মাভির্ন সহ্যতে); অতঃ 'ইহ' (অস্মাকং হৃদ্দেশে) 'আভুবঃ' (অধিষ্ঠিতো ভব)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'সত্ত্বভাবেন সহ জ্ঞানদেবস্য অভিন্নসম্বন্ধঃ; অস্মাকং হৃদয়ঃ সত্ত্বভাবসম্পন্না ভবতু; জ্ঞানদেবো তত্রাধিষ্ঠানং করোতু।' (১অ—১প্র—৫দ,—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি সংসার-রূপ কানন কামনা করিয়া থাকেন (অর্থাৎ, সকলকেই অনুগ্রহ করিতে উদ্‌যুক্ত আছেন)। যেহেতু আপনি, মাতৃস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে স্বতঃই প্রাপ্ত হয়েন; সেই হেতু তাহাই আপনার গৃহ। আমাদিগকে অনুগ্রহ না করিয়া আপনি যে দূরে রহিয়াছেন, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না; অতএব, আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব,—'সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞানদেবতার অভিন্ন সম্বন্ধ; আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক; জ্ঞানদেবতা তথায় অধিষ্ঠান করুন।')। (১অ—১প্র—৫দ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবঃ অগ্নিঃ। হে 'অগ্নে'। 'বনা' বনানি কাননানি ভক্ষিতুং 'কায়মানঃ' কাময়মানঃ ত্বং 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ তানি বিহায় 'মাতৃঃ' মাতৃভূতাঃ 'অপঃ' 'অজগন্' অগমঃ গতবানসি। অপ্সু প্রবিষ্টত্বাচ্ছান্তো বর্ত্তসে। 'তৎ' তস্মাৎ 'তে' তব 'নিবর্ত্তনং' নিতরাং তত্রৈব বর্ত্তনং তেন চ বিনাশো লক্ষ্যতে। স 'ন প্রমৃষে' (কৃত্যার্থে কেন-প্রত্যয়ঃ) ন প্রমৃষ্যতে ন সহ্যতে। কুতঃ? ইত্যত আহ। 'যৎ' যস্মাৎ কারণাৎ 'দূরে সন্' দূরে অদৃশ্যতয়া বর্ত্তমানস্ত্বং 'ইহ' অস্মৎসম্বন্ধিষ্বরণীরূপেষু কাষ্ঠেষু 'আ ভুবঃ' সমন্তাৎ ভবেঃ। মন্থনাৎ ক্ষণমাত্রেণাস্মাকং সমীপে ভবসি তস্মাৎ তব দূরতো বর্ত্তনং অস্মভ্যং ন রোচতে। "ইহাভুবঃ" ইতি "অভব" ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—৫দ—৯সা)॥

* * *

নবম (৫৩) সামের মৰ্ম্মার্থ।

সাধারণদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, অগ্নিদেবের কামনীয় বস্তু যে 'বন', ইহা স্বতঃই প্রতীত হয়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নিরূপে দেখিতে গেলে, ঐ 'বন' পদই আবার সংসার-রূপ অরণ্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। জ্ঞানাগ্নি সংসারের প্রাণিমাত্রকেই কামনা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান, প্রাণি-

মাত্রের হৃদয়েই বিরাজিত। তিনি শুদ্ধ জ্ঞানরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া মানবের পরম কল্যাণ সাধনে সদাই চেষ্টিত। তবে, তাঁহাকে কি উপায়ে লাভ করা যায়?—মন্ত্র তাহাই উপদেশ দিতেছে। শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ তাঁহার মাতৃস্বরূপ। সত্ত্বভাব হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত হইলে, জ্ঞান আপনিই অধিগত হয়। পরন্তু হৃদয় সদ্‌ভাবে মার্জ্জিত না হইলে, সদ্‌ভাবের প্রভাবে হৃদয়ে রিপুশত্রুকৃত উপদ্রবের সাম্য সঙ্ঘটন না ঘটিলে, জ্ঞানাগ্নি কখনই হৃদয়-ক্ষেত্র আলোকিত করে না। তাহা হইলে, ইহা সহজেই অনুমেয় যে, সত্ত্বভাব—জ্ঞানাগ্নির জনক। সেই শুদ্ধসত্ত্বকে জ্ঞানাগ্নি সহজেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কারণ, ইহার সহিত জ্ঞানাগ্নির অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ। সাধনমার্গে উন্নতিকাম সাধক, যখন অল্পে অল্পে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব আনয়ন করিতে প্রযত্নপর হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সত্ত্বভাবানুসরণে জ্ঞানাগ্নিও শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। অগ্রে সদ্‌ভাব, পরে জ্ঞানাগ্নি। তবেই বুঝা গেল—সদ্‌ভাবই তাঁহার গৃহস্বরূপ। অতএব, তুমি হৃদয়ে সদ্‌ভাব পোষণের চেষ্টা কর, সহজেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। তিনি আপনিই আসিয়া তোমার হৃদয় আলোকিত করিবেন। মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মহৎ উপদেশ সংসূচিত হইয়াছে। শেষাংশে সাধক কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ না করিয়া যে দূরে রহিয়াছেন, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব, আপনি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।' মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতেছি।

কিন্তু ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রটী বাড়বাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। 'বনা' 'কাময়মানঃ' পদের অর্থ-নির্দ্দেশ কল্পে তিনি 'বনানি ভক্ষিতুং কাময়মানঃ' বাক্যাংশে 'ভক্ষিতুং' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তৎপরে 'তানি বিহায়' পদও অধ্যাহৃত। এ মতে প্রথমাংশের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! আপনি বনসমূহকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতৃভূত জলে প্রবিষ্ট আছেন।' ইহার ভাবার্থ—জলে প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া তথায় শান্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাহার পর, 'তৎ তে নিবর্ত্তনং' পদ কয়েকটীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁহার মত—'সেই হেতু আপনার সেইখানেই একমাত্র স্থিতি এবং তাহার দ্বারাই আপনার বিনাশ লক্ষিত হয়।' পরিশেষে 'ইহাভুবঃ' পদের অর্থপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—'ইহ' পদের অর্থ 'আমাদিগের সম্বন্ধীয় অরণীকাষ্ঠসমূহে' এবং 'আভুবঃ' অর্থাৎ 'অরণীকাষ্ঠ মন্থন করিলে' তৎক্ষণাৎ আপনি তাহার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হইয়া আমাদিগের সমীপে আগমন করেন।

এইরূপে ভাষ্যমতে সমাগ্র মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! আপনি, বনসমূহকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াও তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মাতৃস্বরূপ জলে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন (তথায় শান্ত-ভাবে বর্ত্তমান আছেন)। সেইজন্য, সেই জলসমূহ আপনার গৃহস্বরূপ। (সেই জলের দ্বারা আপনার বিনাশ লক্ষিত হয়) এক্ষণে আপনার এবম্ভূত ভাব আমাদের আর সহ্য হইতেছে না। কি জন্য সহ্য হইতেছে না?—ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যে কারণবশতঃ আপনি দূরে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন—এই আমাদের অরণীরূপ কাষ্ঠসমূহের চতুর্দ্দিকে আপনাকে বহির্গত হইতে হইতেছে; সেইজন্য আপনার দূরে অবস্থান আমাদিগের সহ্য হইতেছে না।' মন্ত্রটির প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এইরূপ; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি বন-সকলকে কামনা করিয়া থাক, তুমি মাতৃভূত জল-

সমূহে প্রবিষ্ট হইয়া (শান্ত হও), তোমার শান্তভাব সহ্য করা যায় না। এই তুমি দূরে থাকিয়াও আমাদের কাষ্ঠ-মধ্যে উৎপন্ন হও।" এখন, এবম্প্রকার অর্থের সহিত আমাদের অর্থের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। শব্দার্থগত বা অন্বয়গত যাহা কিছু বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহা কেবল পূর্ব্বাপর ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত। (১অ—১প্র—৫দ—৯সা)।

দশমং সাম।

০ ৱ ২ৱ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নি ত্বামগ্নে মনুর্দ্দধে জ্যোতির্জ্জনায় শশ্বতে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ৱ
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং
২ৱ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥ ১০॥ *

* * *

গেয়-গানং।

৫ৱ ২ ৩ ৫ ১ ২ৱ ১ ৭
১। নিত্বামগ্না ই। মনুর্দ্দা ২ ৩ ৪ ধাই। জ্যোতির্জ্জনা। যা শশ্বাতা
২ৱ ১ ২ ১ ৭ ২ ১ ৮ ৩
২ ই। দী। দাই। থক। ণ্বা ঋ ত জা ২। ত উ ২ ক্ষা।
৫ ১ ২ ৩ ১ ৮ ৩
২ ৩ ৪ ই তাঃ। যন্নমস্যা ২ ৩। তা ২ ই কৃ ২ ৩ ৪
৫ৱ ৱ ৩
ঔ হো বা। ষ্টা ২ ৩ ৪ যাঃ॥ ১০॥

* * *

৪ ২ ৫ ৱ ৪ ৫ ৱ ৪ ১ৱ ৱ
২। হো বা ই। নিত্বামগ্নে মনুর্দ্দধে। হো বা ই। জ্যোতির্জ্জনায়
ৱ ১ ২ ২ ১ ৭ ২ ৭ ৮ ৩
শশ্বতে। দাইদে ১ থক। ণ্বা ঋ ত জা ১ ৩। ত উ ২ ক্ষা
৫ ২ ১ ২ ৮ ১ ৩
২ ৩ ৪ ইতাঃ। পন্নামা ২ ৩ স্যা ৩। তা ২ ই কৃ ২ ৩ ৪
৫ৱ ৱ ১
ঔ হো বা। ষ্টা ২ ৩ ৪ যাঃ॥ ১০॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ১ম মণ্ডলের (৮ম অনুবাকের ১ম সূক্তের) ১১শ ঋক্ (১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১১ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের ঋষি—কণ্ব, এবং গানের নাম—সাধব।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'শশ্বতে' (সর্ব্বস্মৈ) 'জনায়' (লোকায়, লোকোপকারায়েত্যর্থঃ) 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃপ্রাপ্তো জনঃ, সাধক ইতি ভাবঃ) 'নি দধে' (ত্বাং হৃদি স্থাপিতবান্); 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্না সাধবঃ) 'যং' (ত্বাং) 'নমস্যন্তি' (নমস্কারং কুর্ব্বন্তি, তবাধিকারিণঃ সন্তঃ ত্বামেব পূজয়ন্তি); 'কণ্বঃ' (অতিক্ষুদ্রঃ) 'মনুঃ' (মনুষ্যোঽহং); 'ঋতজাতঃ' (সত্যোৎপন্নঃ) স ত্বং 'উক্ষিতঃ' (হৃন্নিহিতয়া ভক্তিসুধয়া তর্পিতঃ সন্, শুদ্ধসত্ত্বেন বৰ্দ্ধিতঃ সন্) 'দীদেথ' (মম হৃদয়ে প্রদীপ্তো ভব)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'সাধবো জ্ঞানাধিকারিণঃ; হে জ্ঞানদেব। অকিঞ্চনং মাং জ্ঞানদানং কুরু॥' (১অ—১প্র—৫দ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! সর্ব্বলোকের হিতার্থ সাধক আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; হে দেব! যে আপনাকে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধুগণ নমস্কার করিয়া থাকেন (আপনার অধিকারী হইয়া আপনারই পূজা করেন); অতিক্ষুদ্র মনুষ্য আমি; সত্যোৎপন্ন সেই আপনি, হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বৰ্দ্ধিত হইয়া, আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'সাধকগণ জ্ঞানের অধিকারী আছেন; হে জ্ঞানদেব; অকিঞ্চন আমায় জ্ঞান দান করুন।') ॥ (১অ—১প্র—৫দ—১০সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী॥ কণ্ব ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবঃ অগ্নিঃ॥ হে 'অগ্নে' 'জ্যোতিঃ' প্রকাশরূপং 'ত্বাং শশ্বতে' বহুবিধায় যজমানায় 'মনু' প্রজাপতিঃ 'নিদধে' দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্। হে 'অগ্নে!' ত্বং 'ঋতজাতঃ' ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্তভূতেনোৎপন্ন 'উক্ষিতঃ' হবির্ভিস্তর্পিতঃ সন্ 'কণ্বে' এতন্নামকে মহর্ষৌ ময়ি 'দীদেথ' দীপ্তবানসি। 'যং' অগ্নিং 'কৃষ্টয়ঃ' মনুষ্যাঃ 'নমস্যন্তি' নমস্কুর্ব্বন্তি স ত্বমিতি পূৰ্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ (১অ—১প্র—৫দ—১০সা)॥

* * *

দশম (৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী জটিল সমস্যায় পরিপূর্ণ। ভাষ্যকার, ইহাতে মনু প্রজাপতির ও কণ্ব ঋষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ অবভাসিত হয়; যথা,—'হে অগ্নিদেব। প্রকাশস্বরূপ আপনাকে বহুবিধ

যজমানের নিমিত্ত মনু প্রজাপতি দেবযজনস্থলে স্থাপন করিয়াছেন। হে অগ্নিদেব। যে আপনাকে মনুষ্যগণ নমস্কার করিয়া থাকে, সেই আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত উৎপন্ন এবং হবির দ্বারা তর্পিত হইয়া কণ্ব নামক মহর্ষিতে অর্থাৎ আমাতে প্রদীপ্ত হয়েন।' ইহাতে বোধ হয়, কণ্ব ঋষি যেন যজ্ঞার্থী হইয়া অগ্নিদেবকে বলিতেছেন,—'হে অগ্নি! সকল লোকের উপকারের জন্য—যজ্ঞের নিমিত্ত মনু প্রজাপতি আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই জন্য যজমানগণ আপনাকে নমস্কার করেন। সম্প্রতি আমি যজ্ঞার্থী—আমার যজ্ঞে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং মৎপ্রদত্ত হবির দ্বারা তৃপ্ত হইয়া, আমার এই যজ্ঞকুণ্ডে আপনি প্রদীপ্ত হউন।' এই উপলক্ষে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন,—'মনু ঋষি, যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নিকে স্থাপন করিয়াছেন, তদবধি যজমানগণ যজ্ঞ করিতে সমর্থ। মনুর পূর্ব্বে বোধ হয়, অগ্নির সত্তা ছিল না বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত না। পরন্তু, মনুর প্রদর্শিত পথাবলম্বনে কণ্ব ঋষি যজ্ঞ করিতেছেন—অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া, উক্ত ঋষিদ্বয়ের নাম মন্ত্রের অভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে।' ইহাই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে এই ব্যাপারের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী যাজ্ঞিক ঋষিগণ কি কেহই এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ করেন নাই?

আমরা তো বারম্বার বলিয়া আসিতেছি—নিত্য অপৌরুষের বেদের মধ্যে কখনই অনিত্য মুনি ঋষির প্রসঙ্গ স্থান পাইতে পারে না। আধুনিক মনুষ্য-নামবাচী মনু আদি শব্দ মন্ত্রের মধ্যে দেখিলেই যে মনু নামক ঋষি আদির কল্পনা করিব, তাহার কোনও কারণ নাই। একই শব্দ, কালভেদে নানা অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। 'মনু' পদের সাধারণ অর্থ 'মনুষ্য' এবং 'কণ্ব' পদের সাধারণ অর্থ অতি-ক্ষুদ্র অকিঞ্চন। ঐ দুই প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়া, ঐ পদ-দ্বয়কে প্রার্থনাকারীর দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করা যায়; এবং তাহাতে সুষ্ঠু সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ইহার পর, মন্ত্রস্থ অপরাপর পদগুলির অর্থ নিষ্কাষন পক্ষে ঐ দুই পদ কিরূপ সরলভাবে সহায়তা করিতেছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই তাহা বুঝা যাইবে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটীর ভাবার্থ হয়,—'হে জ্ঞানাগ্নি! সংসারের হিতের জন্য সাধক আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া, আপনি আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়েন। আপনি অভীষ্টবর্ষী। আপনি সত্যোৎপন্ন সত্যস্বরূপ। আপনি সকলেরই নমস্য। আপনার স্বরূপতত্ত্ব অধিগত হইয়া সাধুগণ আপনার পূজা করিয়া থাকেন। আপনার কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব বর্দ্ধিত হউক, এবং তৎপ্রভাবে আপনি হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন।' আমরা মনে করি, ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১অ—১প্র—৫দ—১০সা)।

ইতি পঞ্চমী দশতি। ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ড (দশতি) সমাপ্ত।

—•—

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দো বৃহতী। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠী দশতিঃ।

* * *

ষষ্ঠী দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচং।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র ৪ ২ ৪ ৫র ২র ১র ২ র ১ ২ ১ ২ —
দেবো ৩ বো ৩ দ্রবিণোদাঃ। পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচং। উদ্বা ১ সিঞ্চা ২।
১ ২র ১ ৭ — ১ র ২ র ১
ধ্বমুপবা পৃণধ্বং। আদিদ্বো দে ২। ব ও হতে। ই ডা ২ ৩
২ ১
ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৯॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মদীয়ং নিবাসস্থানভূতং) 'পূর্ণাং' (সদ্ভাবপূর্ণং) 'আসিচং' (ভক্তিরসেনাসিক্তঞ্চ হৃৎপ্রদেশং) 'দ্রবিণোদাঃ' (ধনপ্রদঃ) দেবঃ (দ্যোতমানো জ্ঞানাগ্নিঃ) 'বিবষ্টু' (কাময়তাং); তং দেবং 'উৎসিঞ্চধ্বাং বা' (ভক্তিরসেন সম্যক্ সিঞ্চধ্বং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭ম মণ্ডলের (১ম অনুবাকের) ১৬শ সূক্তের ১১শ ঋক্, (৫ অষ্টক, ২ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। গানের ঋষি—অগ্নি। গানের নাম—দ্রবিণ।

'উপপৃণধ্বং বা' (সদ্ভাবেন সম্যক্ পূরয়ত); 'আদিৎ' (অনন্তরমেব) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'ব' (যুষ্মান্) 'ওহতে' (মোক্ষং বা অভিলষিতং স্থানং প্রাপয়তি)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'অস্মাকং হৃদয়ঃ সদ্ভাবসমন্বিতো ভক্তিপ্লুতো ভবতু; তেন বয়ং মোক্ষং অভীষ্টঞ্চ প্রাপ্নুমঃ।' (১অ—১প্র—৬দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের নিবাসস্থানভূত, সদ্ভাবপূর্ণ ও ভক্তি-রসাপ্লুত (আমার) হৃৎপ্রদেশকে, ধনপ্রদ দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেব) কামনা করুন; তোমরা সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে ভক্তিরসের দ্বারা সম্যক্-রূপে সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা সম্যক্-রূপ পূর্ণ কর; অনন্তর (তাহা হইলে) এই দ্যোতমান জ্ঞানাগ্নি তোমাদিগকে অভিলষিত স্থান মোক্ষ প্রদান করিবেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয় সদ্ভাব-সমন্বিত ভক্তিপ্লুত হউক; তদ্দ্বারাই আমরা আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিব।)॥ (১অ—১প্র—৬দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠে খণ্ডে সেয়ং প্রথমা। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবঃ অগ্নিঃ॥ 'দ্রবিণোদাঃ' ধনানাং দাতা 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মদীয়াং 'পূর্ণাং' হবিষা 'আসিচং' আসিক্তাং চ স্রুচং 'বিবষ্টু' কাময়তাং। অতঃ 'উৎসিঞ্চধ্বং বা' সোমেন পাত্রং। 'উপ-পৃণধ্বং বা' সোমং। (বা শব্দৌ সমুচ্চয়ার্থৌ)। স্রুবগ্রহেণ হোতৃচমসং পূরয়ত চ অগ্নয়ে সোমং প্রযচ্ছত চেত্যর্থঃ। 'আদিদ্' অনন্তরমেব 'দেবঃ' অগ্নিঃ 'বঃ' যুষ্মান্ 'ওহতে'। "বিবষ্টু" "বিবষ্টো" ইতি পাঠৌ। (১অ—১প্র—৬দ—১সা)।

* * *

প্রথম (৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থানেই 'স্রুক্' এবং "সোমরসের" জ্ঞাপক কোনও শব্দ দৃষ্ট হয় না। একমাত্র 'পূর্ণাং' এই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদ দৃষ্টে স্রুক্ শব্দ ভাষ্যে অধ্যাহৃত হইয়াছে। 'স্রুক্' থাকিলেই হবনীয়ের প্রয়োজন; তাই, সোমরস-হবনীয়ের অবতারণা। অপিচ, "উদ্বাসিঞ্চধ্ব-মুপবাপৃণধ্বং" অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সোম প্রদান কর।' এইরূপে ভাষ্যকারের মতে, এই সাম-মন্ত্রটির অর্থ হয়,—'ধনসমূহের দানকর্ত্তা অগ্নিদেব, যুষ্মদীয় হবিঃপূর্ণ ও আসিক্ত (ভিজা) স্রুক্ কামনা করুন। অতএব, সোমের দ্বারা পাত্র সিঞ্চন কর, এবং পূর্ণ কর। (এখানে, 'বা' দ্বয়ের অর্থ সমুচ্চয় অর্থাৎ সোমরসের দ্বারা হোতার চমস পূর্ণ কর এবং অগ্নিকে সোম প্রদান কর।)

অনন্তর অগ্নিদেব, তোমাদের আহুতি পৌঁছাইয়া দেবেন।' আমরা কিন্তু মন্ত্রমধ্যে মাদক সোমরসাদির প্রসঙ্গ দেখি না। আমরা পূর্ব্বাপর বেদমন্ত্রকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এ মন্ত্রেরও সেইরূপেই অর্থ-পরিগ্রহ করিলাম।

এই মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। পরমার্থপ্রদ দেবতা যে বস্তু কামনা করিবেন, যে বস্তু তাঁহার পরমপ্রীতিপ্রদ, সেই বস্তু কি কখনও মাদক সোমরস রূপ হবিঃপূর্ণ স্রুক্ হইতে পারে? দেবতার আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—রিপুশত্রুর উপদ্রবরহিত সদ্ভাবপরিপূর্ণ সাধকের হৃদয়। ভক্ত সাধকই দেবতার প্রাণস্বরূপ—নির্ম্মল ভক্তহৃদয়ই তাঁহার কামনীয়। যখনই সাধকের হৃৎপ্রদেশ কামক্রোধাদিকৃত উপদ্রব-পরিশূন্য হইবে, যখনই সাধকের চিত্তবৃত্তিনিবহ সদ্ভাবে পরিপূরিত হইয়া ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হইবে; তখনই সেই সাধক-হৃদয় ভগবানের পরমপ্রীতিপ্রদ হইবে, তখনই ভগবান্ তাহা নিজেই কামনা করিবেন, তখনই তাহা তাঁহার নিত্যধামস্বরূপ হইবে।

এখানে সাধক স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা আমার হৃদয়কে ভক্তিরসাপ্লুত ও সদ্ভাবপূর্ণ কর—যাহাতে তাহা জ্ঞান-দেবতার বাঞ্ছনীয় হয়।' শেষাংশে প্রকাশ,—'তাহা হইলেই জ্ঞানদেব তোমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু হইবেন।' মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই,—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদের আধারস্বরূপ আমার হৃৎপ্রদেশকে এরূপ ভক্তিমিশ্রিত ও সদ্ভাব-পূর্ণ কর, যাহাতে তাহা দেবতার কামনীয় হয়। দেবতাকে হৃন্নিহিত ভক্তিরসের দ্বারা সিঞ্চন কর এবং সদ্ভাবের দ্বারা পূর্ণ কর। এরূপ করিলে, তোমাদের অনন্ত কল্যাণ সংসাধিত হইবে।' (১ম—১প্র—৬দ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ র ২ ৩ক ২র ২ ১ ২

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা।

১ ২ ৩ ১র র ২র ১ ২

অচ্ছা বীরং নর্য্যং পঙ্‌ক্তিরাধসং

৩ ২ ৩ ১ ২

দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥ ২ ॥ *

* * *

* এই সাম-মন্ত্রের স্বর-বিষয়ে মতান্তর দেখি। কোনও পুঁথিতে (পুস্তকে) 'বীরং' পদের 'র' বর্ণের শীর্ষদেশে '১' চিহ্ন আছে এবং 'নর্য্যং' পদের 'ন' বর্ণে '২র' ও 'র্য্যং' বর্ণে '৮' চিহ্ন আছে। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের (৮ন অনুবাকের) ৪০ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ২০ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের ঋষি—অগ্নি এবং গানের নাম—বার্হস্পত্য।

গেয়-গানং।

ঐপ্রেতু ৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ। প্রদা ইবিয়ে। তু সূনৃতা ৩। অচ্ছা ২ বা। ২ ৩ ৪ ইরাং। নর্য্যং প। ঙ্‌ক্তিরাধা ১ সা ২ ৩ং। দেবা ২ য়া ২ ৩ ৪ জ্ঞাং। না ২ র্য্যা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। তূ ২ ৩ ৪ নাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (লোকপালকো ভগবান্) 'ঐপ্রেতু' (অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; 'সূনৃতা দেবী' (প্রিয়সত্যভূতা, সদ্ভাবান্বিতা বাক্ বাগ্দেবী বা) 'ঐপ্রেতু' (অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; 'দেবাঃ' (দ্যোতমানা ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'বীরং' (প্রবলং রিপুশত্রুং) নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু ; 'নর্য্যং' (নরেভ্যঃ, সাধকেভ্যঃ হিতকরং) 'পঙ্‌ক্তিরাধসং' (শুদ্ধসত্ত্বাদিসাধিতং, সমৃদ্ধং) 'যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানং) 'নঃ' (অস্মান্) 'অচ্ছা' (আভিমুখ্যেন) 'নয়ন্তু' (প্রাপয়ন্তু)। ভগবান্ হৃদয়মধিকরোতু, প্রিয়সত্যবাক্যং কণ্ঠে তিষ্ঠতু ; এতয়োরানুকূল্যেন বয়ং নরহিতং সমৃদ্ধং সদনুষ্ঠানং সংসাধয়িতুং সমর্থা ভবামঃ ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৬দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকপালক ভগবান্ আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ; প্রিয় এবং সত্য-বাক্য বা বাগ্দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন ; দ্যোতমান্ ভগবদ্বিভূতি-সকল (আমাদিগের) প্রবল রিপুশত্রুগণকে দূর করুন ; এবং তাঁহারা মনুষ্যগণের (সাধকদিগের) হিতকর, সদ্ভাবাদির দ্বারা নিষ্পাদিত, মহৎ অনুষ্ঠান আমাদিগকে প্রাপ্ত করান। (ভাব এই যে,—'ভগবান্ হৃদয় অধিকার করুন, প্রিয় সত্য বাক্য কণ্ঠে অবস্থিতি করুক ; আর তাহাদিগের সহায়তায় আমরা যেন জনহিতসাধক সদনুষ্ঠান সাধনে সমর্থ হই।)॥ (১অ—১প্র—৬দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। অস্যা উত্তরস্যাশ্চ কণ্ব ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবতা অগ্নিঃ। 'ব্রহ্মণস্পতি' দেবঃ 'ঐপ্রেতু' অস্মান্ প্রাপ্নোতু। 'সূনৃতা দেবী' প্রিয়সত্যভূতা বাগ্‌দেবতা ঐপ্রেতু অস্মান্ প্রাপ্নোতু। 'দেবাঃ' ব্রহ্মণস্পত্যাদয়ো দেবতাঃ 'বীরং' শত্রুং নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু। কিং 'নর্য্যং' মনুষ্যেভ্যো হিতং 'পঙ্‌ক্তিরাধসং' ব্রাহ্মণোক্তবিধয়া পঙ্‌ক্ত্যাদিভিঃ সমৃদ্ধং 'যজ্ঞং' প্রতি 'নঃ' অস্মান্ 'অচ্ছা' আভিমুখ্যেন 'নয়ন্তু' প্রাপয়ন্তু ॥ (১অ—১প্র—৬দ—২সা)॥

দ্বিতীয় (৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনায় বিষয়ে আভাষ প্রাপ্ত হই। তবে সেই চতুর্ব্বিধ প্রার্থনার ভাব আমাদিগের ব্যাখ্যার অন্তরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে। আমরা বলি, প্রথম প্রার্থনা,—'লোক-পালক পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হউন।' কিন্তু পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হউন—প্রার্থনার কোন্ ভাব প্রকাশ করে? ইহাতে প্রকাশ করে—আমি যেন পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ, এমন কর্ম্ম আমি যেন করিতে পারি, যাহা তাঁহাকে পাইবার উপযুক্ত হয়। যে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব, তিনি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন; সেই কর্ম্ম, আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক। অপর তিনটী প্রার্থনায় সেই কর্ম্মের প্রকার বিবৃত হইয়াছে। এই তিনটীর প্রথমটীতে বাগ্‌যজ্ঞ, দ্বিতীয়টীতে চিত্তসংযম অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়ত্ব-রূপ মহাযজ্ঞ; এবং চরম অর্থাৎ তৃতীয়টীতে অনন্তের হিতকর সর্ব্বদ্ধ সদনুষ্ঠান বা সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মহাযজ্ঞ সূচিত হইয়াছে। বাগ্‌যজ্ঞের নিমিত্ত বলা হইয়াছে—'প্রিয় এবং সত্য-স্বরূপা বাগ্দেবী আমাকে প্রাপ্ত হউন।' অর্থাৎ, আমি যেন এমন বাক্য বলিতে অভ্যস্ত হই, যাহা সকল প্রাণীর প্রিয় এবং সত্য হয়। এই তো বাগ্‌যজ্ঞ। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং'—অনুশাসনের এইখানেই তো চরম পরিণতি। তার পরের প্রার্থনা,—'দ্যোতমান্ ভগবদ্বিভূতি-সকল আমাদের প্রবল রিপুশক্রকে বিদূরিত করুন।' অর্থাৎ, দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হউক, তাহাদের অব্যর্থ প্রভাবে কামক্রোধাদি রিপুগণের দমন হউক, রিপুশক্রকৃত উপদ্রবসমূহ একেবারে হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করুক। ইহাই ইন্দ্রিয়জয়রূপ মহাযজ্ঞ। অতঃপর শেষ প্রার্থনা—প্রার্থনার চরম পরিণতি। বাগ্‌যজ্ঞ ইন্দ্রিয়জয়রূপ যজ্ঞ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলে, সাধক, মহাযজ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন। তখন তিনি দেবতাকে বলিতে পারেন,—'অনন্ত প্রাণীর হিতকর, সদ্ভাবাদির দ্বারা সম্পাদিত, মহৎ অনুষ্ঠান আমাকে প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ,—ইহার পর আমার অনুষ্ঠান যেন অনন্তের হিতসাধনে সমর্থ হয়। আমি যেন অনুষ্ঠানপ্রভাবে, অনন্তে পরব্রহ্মে সম্মিলিত হইতে সমর্থ হই। আমরা বলি, মন্ত্র-মধ্যে এইরূপ উচ্চ মহৎ প্রার্থনার ভাবই প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। *

ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ অধিগত হওয়া যায়, যথা,—'ব্রহ্মণস্পতি দেব, আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। প্রিয়সত্যভূতা বাগ্দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি ঐ সকল দেবতা আমাদের শত্রুগণকে দূরে প্রেরণ করুন; এবং মানুষের হিতকর, ব্রাহ্মণোক্ত হবিঃ ও পংক্তি আদি ছন্দঃ দ্বারা সমৃদ্ধ যজ্ঞ আমাদিগকে উত্তমরূপে প্রাপ্ত করাইয়া দিউন।' (১অ—১প্র—৬দ—২সা)।

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সময় আর এক নূতন ভাব প্রখ্যাপন করিয়াছি। মৎ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতায়" ২০৮৮ পৃষ্ঠায় তাহা লক্ষ্য করুন। তবে দুই প্রকার ব্যাখ্যাতেই মন্ত্রের লক্ষ্য যে অভিন্ন, তাহাই প্রতীত হইবে।

তৃতীয়ং সাম।

২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২

ঊর্দ্ধ ঊ ষু ণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩

ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যদঞ্জিভির্ব্বাঘদ্ভির্ব্বি হ্বয়ামহে॥ ৩॥ *॥

* * *

গেয়-গানং।

২র র ১ ৫ ১র রর ৫র

ঊর্দ্ধ ঊ ষু ণা৩ ঊতা২৩৪য়া ই। তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্দ্ধো

২ ১ ২র ১৭ — ২র১ —

বা২৩জা। স্যা সনিতা। যাদঞ্জিভী২। বাঘাস্তী২ঃ।

১ — ২১র ২

বো বো২। হ্বয়া মা২৩হা৩৪৩ই।

১ ৫

ও২৩৪৫ই। ডা॥৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়) 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধদেশ বিদ্যমানঃ প্রভুর্ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'তিষ্ঠা' (তিষ্ঠ, স্থিতো ভব); 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) 'অঞ্জিভিঃ' (হৃদয়ং ভক্তিরসেন অঞ্জদ্ভিঃ) 'বাঘদ্ভিঃ' (পরমেশ্বরপ্রাপকৈঃ দেবভাবৈ সহ ইতি শেষঃ) 'হ্বয়ামহে' (ত্বাং আহ্বায়ামঃ); তস্মাৎ 'সবিতা দেবঃ' (সূর্য্যঃ) 'নঃ' (যথা উন্নতস্তিষ্ঠতি, তদ্বৎ) 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধদেশে বর্ত্তমানঃ সন্) 'বাজস্য' (অন্নস্য, ভক্তিভাবস্য, জ্ঞানপূতপূজোপকরণস্য) 'দাতা' (দানকর্ত্তা ভবেতি শেষঃ)। জ্ঞানভক্তিসম্ভাবা হৃৎপ্রদেশং যুগপদধিকুর্ব্বন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ—১প্র—৭দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অজ্ঞানরূপ দেব! আপনি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ঊর্দ্ধদেশে (প্রভুস্বরূপ) অবস্থিত হউন। যে কারণবশতঃ ভক্তিরস দ্বারা হৃৎপ্রদেশে-সিঞ্চনকারী দেবভাবের সহিত আপনাকে আহ্বান করিতেছি, সেই কারণ-

* এই সাম মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার ১ম মণ্ডলের (৮ম অনুবাকের) ৩৬ সূক্তে ১৩শ ঋক্ (১ অষ্টক, অধ্যায়, ১ বর্গের, অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের ঋষি—বশিষ্ঠ। গানের নাম—বীঙ্ক।

বশতঃ আপনি, সূর্য্যদেবের ন্যায় উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া, ভক্তিভাবের (জ্ঞান-পূত পূজোপকরণের) দানকর্ত্তা হউন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান, ভক্তি ও সদ্ভাবসমূহ যুগপৎ এককালীন আসিয়া আমার হৃৎপ্রদেশ অধিকার করুক।)॥ (১অ—১প্র—৬দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। ঋষিঃ স এব। হে যূপ! যদ্বা যূপাত্মকদারুনিষ্ঠাগ্নে! 'নঃ' অস্মাকং 'উতয়ে' রক্ষণায় 'উর্দ্ধঃ' উন্নতঃ 'তিষ্ঠা' তিষ্ঠ। 'সবিতা' দেবঃ 'ন' যথা সূর্য্যো দিব উন্নতস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ উর্দ্ধ উন্নতঃ সন্ 'বাজস্য' অন্নস্য 'সনিতা' দাতা ভবিষ্যসি। 'যদ্' যস্মাৎ কারণাৎ 'অঞ্জিভিঃ' যজ্ঞেন যূপমঞ্জদ্ভিঃ 'বাঘদ্ভিঃ' বহ্নং বহদ্ভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ 'বিহ্বয়ামহে'। অন্নস্য দানায় ত্বাং বিশেষেণাহ্বয়ামঃ, তস্মাদন্নস্য দাতা ভবেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকর্ত্তা এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যূপ অথবা যূপাভ্যন্তরস্থ অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়াছেন। মন্ত্রের মধ্যে কিন্তু যূপের অর্থজ্ঞাপক কোনও পদ দৃষ্ট হয় না। তাই আমরা উক্ত সম্বোধনের সমীচীনতা না দেখিয়া জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকেই সম্বোধন করিলাম; আগ্নেয়-পর্ব্ব প্রধানতঃ অগ্নিদেবতার সম্বোধনেই সূচিত হইয়া থাকে। অতঃপর প্রার্থনার লক্ষ্য অনুধাবন করুন। আমরা বলি, এ মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞান ভক্তি ও সদ্ভাব এই তিনটী বস্তু অধিকার করিবার প্রার্থনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত উর্দ্ধদেশে প্রভু হইয়া অবস্থিত হউন।' মর্ম্মার্থ এই যে,—'আমার শুভাশুভ সমস্তই আপনার উপর ন্যস্ত করিলাম; আপনি, আমার পরিচালক হউন।' দ্বিতীয় প্রার্থনা—'আপনি ভক্তিভাবের দাতা হউন; অর্থাৎ, আপনি আমাদিগকে ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদান করুন।' তার পর বলা হইয়াছে—'দেবভাবের সহিত আপনাকে আহ্বান করিতেছি।' কারণ, দেবভাব—জ্ঞানাগ্নির নিত্য-সহচর; দেবভাবের সহিত শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উর্দ্ধদেশে প্রভুস্বরূপ হইয়া অবস্থিত হউন। ভক্তিরস-দ্বারা হৃৎপ্রদেশ সিঞ্চনকারী দেবভাবের সহিত আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি। আপনি সূর্য্যদেবের ন্যায় উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া, আমাদিগকে ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদান করুন।' এ পক্ষে আমরা মন্ত্রস্থিত যে শব্দের অর্থ যেরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে লক্ষ্য করুন।

এক্ষণে, এই সাম-মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা, ভাষ্যানুসরণে সাধারণতঃ কিরূপে প্রচলিত আছে, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। বলিয়াছি তো, ভাষ্যকার এস্থলে যূপকে অথবা যূপাধিষ্ঠিত অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়াছেন। তার পর, 'উর্দ্ধঃ' পদের অর্থ—উন্নত হইয়া, 'বাজস্য' পদের অর্থ—

'অক্তন্ত', 'অঞ্জিভিঃ' পদের অর্থ—'যূপমঞ্জদ্ভিঃ' এবং 'বাঘদ্ভিঃ' পদের অর্থ—'যজ্ঞং বহদ্ভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ'—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে 'অঞ্জদ্ভিঃ' 'বাঘদ্ভিঃ' পদদ্বয়, বিশেষণ হেতু অন্য একটী বিশেষ্য পদকে আকাঙ্ক্ষা করে। সেই আকাঙ্ক্ষা নিরসনের জন্য, ভাষ্যকর্ত্তা 'ঋত্বিগ্‌ভিঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা এস্থলে পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতিরক্ষা-পক্ষে 'দেবভাবৈঃ' এই বিশেষ্য পদটীকে উহ্য বলিয়া মনে করিয়াছি। যাহা হউক, মন্ত্রটীর ভাষ্যানুসারী প্রচলিত অর্থ এই হয়,—হে যূপ বা যূপস্থিত অগ্নি! আমাদিগের রক্ষার জন্য তুমি উন্নত হইয়া অবস্থান কর। যেমন সূর্য্যদেব উন্নত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ উন্নত হইয়া তুমি অন্নদাতা হও। যে কারণবশতঃ যজ্ঞে যূপাঞ্জনকারী যজ্ঞবাহী ঋত্বিক্‌-গণের সহিত তোমাকে অন্নদান নিমিত্ত বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি, সেই কারণবশতঃ তুমি আমাদিগের অন্নের দাতা হও।' (১অ—১প্র—৬দ—৩সা)। *

— • —

চতুর্থং সাম।

২র ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্র যো রায়ে নিনীষতি মর্ত্ত্যো যস্তে বসো দাশৎ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩

স বীরং ধত্তে অগ্ন উকৃথশ৺সিনং

১ ২ ৩ ১ ২

ত্মনা সহস্রপোষিণং ॥ ৪ ॥ †

* • *

গেয়-গানং।

৪ র র র৪ ১ র ১র র র

প্র যো রায়া ৫ ই নিনীষতা ই। মর্ত্ত্যো যস্তে বসো দাশৎ স বীরা

২ ১ ২ ১ র ২

২ ৩ ন্ধা। তা অগ্ন উ। কৃথ শা৺ সিনং। ত্মনা সা ২ ৩ হা।

১র ২ ১

স্রপোষা ২ ৩ ই গা ৩ ৪ ৩ং। ও ২ ৪ ৩ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

* আমার ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১৮৭০ হইতে ১৮৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন) এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে কোন্ পদে কি উপলক্ষে কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টীকৃত আছে। সে ব্যাখ্যায় অন্য পথ গ্রহণ করিলেও, ভাব উভয়ত্রই অভিন্ন ও অক্ষুণ্ণ প্রতীত হইবে। সমালোচনা-প্রসঙ্গে সে ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য বলিয়া মনে করি।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ মণ্ডলের (১০ অনুবাকের) ১০৩ সূক্তের ৪ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৭ অধ্যায়, ১৩ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সেখানকার পাঠ—"প্র যং রায়ে নিনীষসি" ইত্যাদি। ইহার গেয়-গানের ঋষি—অঙ্গিরস। গানের নাম—বৈশ্বর্দ্ধস।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসহেতুভূত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'যো মর্ত্ত্যঃ' (মরণশীলো যো মনুষ্যঃ) 'রায়ে' (পরমধনার্থং) 'প্র নিনীষতি' (ত্বাং প্রণেতুং, প্রাপ্তুমিচ্ছতি); 'যঃ' (সাধকঃ) 'তে' (তুভ্যং) 'দাশৎ' (ভক্ত্যুপহারং প্রযচ্ছতি) 'সঃ' (তথাবিধঃ সাধকঃ) 'ত্মনা' (আত্মনৈব) 'সহস্রপোষিণং' (বহুপালকং, বহুনাং সতাং আশ্রয়রূপং) 'উক্থশংসিনং' (বেদপাঠিনং, ব্রহ্মনিষ্ঠং) 'বীরং' (শূরং পুত্রং, স্থানং) 'ধত্তে' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি)। হে জ্ঞানস্বরূপ! যস্তাং অধিকর্ত্তুং সমর্থো ভবতি স ঐহিকামুষ্মিকং পরমকল্যাণং প্রাপ্নুয়াদিতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৬দ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিবাসহেতুভূত জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! যে মনুষ্য পরমধনলাভার্থ আপনাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, যে সাধক আপনাকে ভক্তি উপহার প্রদান করিয়া থাকে; সেই সাধক নিজের দ্বারা বহুপালক (বহু সাধু ব্যক্তির আশ্রয়-স্থান-স্বরূপ) বেদপাঠী শূর পুত্র (ব্রহ্মনিষ্ঠ স্থান) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ! যে জন আপনাকে অধিকার করিতে সমর্থ হয়, সে জন ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।')॥ (১অ—১প্র—৬দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। সৌভরি ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবঃ অগ্নিঃ। হে 'বসো' বাসকাগ্নে। ত্বাং 'যঃ' তব স্তোতা 'রায়ে' ধনার্থং 'প্র নিনীষতি' প্রণেতুমিচ্ছতি, 'যঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'তে' তুভ্যং 'দাশৎ' হবীংষি প্রযচ্ছতি, 'সঃ' মনুষ্যঃ 'উক্থশংসিনং' উক্থানাং শস্ত্রানাং শংসিতারং 'ত্মনা' আত্মনৈব 'সহস্রপোষিণং' বহুধনং 'বীরং' পুত্রং 'ধত্তে' ধারয়তি। "প্র যো রায়ে নিনীষসতি", "প্র যং রায়ে নিনীষসতি" ইতি পাঠৌ। (১অ—১প্র—৬দ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী জ্ঞানাগ্নির গুণদ্যোতক। জ্ঞানাগ্নিকে হৃৎপ্রদেশে প্রজ্বালিত করিতে পারিলে, কিরূপ শ্রেয়ঃ সংসাধিত হয়, তাহাই এই সাম-মন্ত্রে পরিবর্ণিত। মানুষের কর্ম্মযজ্ঞ যদি জ্ঞানপূত হয়, তবেই তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার ফল—অবশ্যই সাধকের ঐহিক ও আমুষ্মিক সুখ প্রদানে সমর্থ। ঐহিক সুখের প্রধান উপাদান—বেদপাঠী ধনবান বীর পুত্র অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ স্থান। ঐরূপ পুত্র বা ঐরূপ স্থান—পারত্রিক সুখেরও হেতু হইয়া থাকে। আত্মজাত পুত্র যদি উন্মার্গগামী না হইয়া, বেদবিধি-বিহিত যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের

অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পিতৃগণের ও মনুষ্যগণের তর্পক হয়; তবে তাহা অপেক্ষা ঐহিক সুখজনক অন্য কামীয় বস্তু আর কি থাকিতে পারে?

অন্যদিকে আবার, সাধকের সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানপূত হইলে, তাহা তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদানভূত হয়। তাই এখানে ভাবে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। যে জন পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য আপনাকে পাইতে ইচ্ছা করে, যে সাধক আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে; সে জন ঐহিক কল্যাণরূপ বহুপালক বেদপাঠী বীর-পুত্র লাভ করে অথবা পরম ধন প্রাপ্ত হয়।' মন্ত্রমধ্যস্থ 'উক্‌থশংসিনং' প্রভৃতি পদ কয়েকটী 'আমুষ্মিক কল্যাণবোধক সাধুদিগের আশ্রয়রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মে নিষ্ঠা-রূপ) স্থান' অর্থ সংসূচিত করে।

অতঃপর ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রটীর অর্থ সাধারণতঃ যেরূপ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—'হে বাসব অগ্নিদেব। আপনার যে স্তোতা ধনের নিমিত্ত আপনাকে প্রণয়ন করিতে (প্রাপ্ত হইতে) ইচ্ছা করেন, যে মনুষ্য আপনাকে হবিঃ প্রদান করেন; সেই মনুষ্য—শস্ত্রমন্ত্রসমূহের প্রশংসাকারী, নিজের দ্বারা বহুধনী এবং বীর পুত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' ইহাই এই মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ। (১অ—১প্র—৬দ—৪সা)।

—•—

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাং।
৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ
অগ্নিঁ সূক্তেভির্ব্বচোভির্বৃণীমহে যঁ
৩ ২ ৩ ১ ১
সমিদন্য ইন্ধতে॥৫॥

* • *

গেয়-গানং।

৫ ৪ ২ ২ ১ র র ২ ১ ২ ১
প্রবাঃ। যহ্বং পুরু ২ ৩ ণাং। বিশাং দেবয়তা ২ ৩ য়ি নাং। অগ্নিঁ
র র র ২ ১ র ২ ১ -
সূক্তেভির্ব্বচোভির্ব্বৃ ণীমা ২ ৩ হা ই। যাঁ সা ২ মা ই দা
- ১ ২ র ১ ১
২ ন্। য ইন্ধতে। ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩ ও ২ ৩
৫
৪ ৫ ই। ডা॥৫॥*

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ১ম মণ্ডলের (৯ম অনুবাকের) ৩৬ সূক্তের ১ম ঋক্ (১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ৮ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সেখানে "ইন্ধতে" পাঠের পরিবর্ত্তে "ঈলতে" পাঠ দৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের গেয়-গানের ঋষি—কণ্ব। গানের নাম ঐতবাস্ত্র্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে চিত্তবৃত্তয়ঃ। 'অন্যে ইৎ' (সর্ব্বে সাধকাঃ) 'যং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'সমিন্ধতে' (হৃৎপ্রদেশে দীপয়ন্তি) 'তং' (এনং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দেবয়তীনাং' (দেবান্ কাময়মানানাং) 'পুরূণাং' (বহুবিধানাং, বিবিধ-প্রকারেণ) 'বিশাং' (ইতস্ততঃ প্রবেশশীলানাং, চঞ্চলস্বভাববিশিষ্টানাং) 'বঃ' (যুষ্মাকং অনুগ্রহায়, যুষ্মান্ সম্ভাবযুতান্ কর্তুং) 'সূক্তেভিঃ' (সূক্তরূপৈঃ) 'বচোভিঃ' (স্তুতিবাক্যৈঃ) 'প্র বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে)। জ্ঞানাগ্নিঃ যুষ্মান্ সম্ভাবসহযুতান্ করোতু ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৬দ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে চিত্তবৃত্তিসকল! যে এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে অন্যান্য সাধকগণ স্বীয় হৃৎপ্রদেশে প্রদীপ্ত করেন, সেই এই মহান্ জ্ঞানাগ্নিকে—দেবভাবকামী বিবিধ প্রকারে চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহ (সম্ভাব-সহযুত) করিবার জন্য সূক্তরূপ স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি। (ভাব এই যে,—'হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! জ্ঞানাগ্নি তোমাদিগকে সম্ভাবসহযুত করুন।')॥ (১অ—১প্র—৬দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠে খণ্ডে সেয়ং পঞ্চমী। কণ্ব ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবতা অগ্নিঃ। হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। 'দেবয়তীনাং' দেবান্ কাময়মানানাং 'পুরূণাং' বহূনাং 'বিশাং' প্রজারূপানাং 'বঃ' যুষ্মাকমনুগ্রহায় 'বৃহন্তং' মহান্তং 'অগ্নিং' 'সূক্তেভিঃ' সূক্তরূপৈঃ 'বচোভিঃ' বাক্যৈঃ 'প্র বৃণীমহে'। 'অন্যে ইৎ' অন্যেহপ্যৃষয়ঃ 'যং' এনমগ্নিং 'সমিন্ধতে' সম্যগ্‌দীপয়ন্তি তমগ্নিমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। "বচোভির্বৃ্ণীমহে" ইতি, "অন্য ইন্ধতং" ইতি চ ছন্দোগাঃ। "বচোভিরীমহে" ইতি, "অন্য ইচ্ছতে" ইতি চ বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৬দ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী কাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, মন্ত্রমধ্যে তাহার নিদর্শন-স্বরূপ কোনও সমৃদ্ধ পদ দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকার, এখানে 'ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তদনুসারে এই মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিক্‌গণ! হে যজমানগণ! দেবতাদিগকে কাময়মান বহুসংখ্যক প্রজারূপ আপনাদের (আপনাদিগকে) অনুগ্রহ করিবার জন্য মহান্ অগ্নিদেবকে সূক্তরূপ বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি। অন্যান্য ঋষিগণ যে এই অগ্নিকে সম্যকরূপে দীপ্ত করেন, সেই অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছি।' আমাদের মতে, মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত। চিত্তবৃত্তিসকল যখন একটু উন্নত স্তরে উন্নীত হয়, তখন তাহাদের মন্ত্রস্থ

'দেবয়ন্তীনাং' বিশেষণ যথাপ্রযুক্ত বলিতে পারা যায়। তখন তাহারা কিরূপে উন্নতি লাভ করিবে—কিরূপে দেবভাবসহযুত হইতে পারিবে—তন্নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং সাধককে সর্ব্বদাই তৎপক্ষে প্রযত্নপর হইতে উদ্বুদ্ধ করে। তৎকালেই সাধকের চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানাগ্নির নিকট এবম্বিধ প্রার্থনার সাফল্য উপলব্ধ হয়। তার পর, আরও একটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করুন—'পুরূণাং'। ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'বহুনাং'। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'বহুবিধানাং' অথবা 'বিবিধ প্রকারেণ'। ইহাতে চিত্তবৃত্তিসমূহের স্বাভাবিক অবস্থা একটু বোধগম্য আসে। চিত্তবৃত্তি কিরূপ? না, 'বহুবিধ' অথবা 'বিবিধ প্রকারে বিচালিত'। চিত্তের বৃত্তি কখনই একভাবে থাকে না; প্রতিক্ষণেই প্রতিনিয়তই তাহা ভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। চঞ্চলতাই চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম। সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। উহাদের আর একটী বিশেষণ আছে—'বিশাং'। এই পদটীর সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত—'প্রজানাং'। আমরা ধাত্বর্থানুসরণে উহার অর্থ করিয়াছি—'ইতস্ততঃ প্রবেশশীলানাং'; ভাবার্থ,—'চঞ্চলস্বভাববিশিষ্টানাং'। চিত্তবৃত্তিসমূহ যে সদাই চঞ্চলস্বভাব, ইহা আর অধিক করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। চিত্তশব্দ—মনের পরিচায়ক। এই মনের চাঞ্চল্যের বিষয় জ্ঞাত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত নরনারায়ণ অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন—"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥" মন—বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। এই সকল বিষয় স্থিরভাবে সমালোচনা করিলে, আমাদের মতে মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয়,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অর্থাৎ তোমাদিগকে সদ্ভাবসহযুত করিবার নিমিত্ত, জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। চিত্তবৃত্তিসমূহকে সদ্ভাবান্বিত করিবার জন্য এই জ্ঞানদেবতাকে (এই জ্ঞানাগ্নিকে) অন্যান্য সাধকগণ হৃৎপ্রদেশে প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন।' ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১অ—১প্র—৬দ—৫সা)। *

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ০ ২ ০ ২ ৩ ১র ২র
অয়মগ্নিঃ সুবীর্য্যস্যেশে হি সৌভগস্য।
০ ১ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
রায় ঈশে স্বপত্যস্য গোমত ঈশে বৃত্রহথানাং ॥৬॥ †

---

* 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা 'অন্তরস্থ দেবভাবনিবহকে' সম্বোধন করিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। সেখানেও অন্যার্থেও এই একই ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার' ১৮২৩ হইতে ১৮২৬ পৃষ্ঠায় কিভাবে এই মন্ত্রের কি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন।

† এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩য় মণ্ডলের (২য় অনুবাকের) ১৬ সূক্তের ১ম ঋক্। (৩ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ১০ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের স্বর-চিহ্ন সম্বন্ধে এইরূপ পাঠান্তর দেখি, যথা, 'হি' বর্ণের মস্তকে কেবল '১' চিহ্ন এবং 'স্বপত্যস্য' পদের 'স্ব' বর্ণ চিহ্নহীন 'প' 'ত্য' ও 'স্য' বর্ণত্রয়ে যথাক্রমে ৩, ২, ও ৩ বর্ণ আছে।

গেয়-গানং।

১ র ১ ২র র ২ ১ ৭ ৩
অয়মগ্নিঃ সুবীর্য্যস্য হা উ। আ ই শে হি সৌভগস্য। হো বা ৩ হা হি।

র ১র ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২
রায় ঈশে স্বপত্য। স্যা গো ১ মাতা ২ ৩ঃ। হো বা ৩ হা ই।

২র ১র ২ ১ ২ ২ ২র ২র র ১
ঈশে হা ২ ৩ ই বৃ ৩। হো বা ৩ হা। ত্রা হথা নাং। ইডা

২ ১ ৫
২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥ *

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিদেবঃ) ত্বং 'সুবীর্য্যস্য' (রিপুসমরে শোভনবীর্য্যবতঃ) 'সৌভগস্য' (ভগবৎকরুণায়া অধিকারিত্বাৎ সৌভাগ্যোপেতস্য সাধকস্য) 'ঈশে হি' (নিয়ামক ঈশ্বরো ভবসি); গোমতঃ (জ্ঞানবতঃ) 'স্বপত্যস্য' (সদ্ভাবসহযুতস্য সাধকস্য) 'রায়ঃ' (পরমার্থধনপ্রাপ্তেঃ) 'ঈশে' (হেতুস্বরূপো ভবসি); 'বৃত্রহথানাং' (রিপুশত্রুকৃতোপদ্রবনাশানাং) 'ঈশে' (স্বামী ভবসি)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। ত্বমেব সৌভাগ্যোপেতানাং সদ্ভাবসহযুতানাং সাধকানাং পরমার্থধনস্য শত্রুকৃতোপদ্রবনাশস্য চ অধিপতিঃ। অতস্ত্বাং বিহায় কস্য শরণাপন্নো ভবামি।' (১অ—১প্র—৬দ—৬সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ এই অগ্নিদেব আপনি—শত্রুসমরে উৎকৃষ্টবীর্য্যশালী এবং (ভগবানের কৃপার অধিকারী) সৌভাগ্যশালী সাধকের নিয়ামক (পরিচালক) হয়েন; আপনি জ্ঞানবিশিষ্ট সদ্ভাবসহযুত সাধকের পরমার্থপ্রাপ্তির হেতুভূত হয়েন; এবং রিপুশত্রুকৃত উপদ্রবনাশের প্রভু (কারণ) হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আপনি সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকের শত্রুনাশকারী অধিপতি। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব!')॥ (১অ—১প্র—৬দ—৬সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠে খণ্ডে সেয়ং ষষ্ঠী। অনেনোৎকীলঃ স্তৌতি। ছন্দো বৃহতী। দেবতা অগ্নিঃ। 'অয়ং' ভজনীয়ত্বেন অঙ্গুল্যা নির্দ্দিশ্যমানোঽগ্নিঃ 'সুবীর্য্যস্য' শোভনসামর্থ্যোপেতস্য 'সৌভগস্য' ত্বং 'ঈশে হি' ঈষ্টে খলু। ঈশ্বরো ভবসি সর্ব্বস্য বলারোগ্যহেতুতয়া

* এই গেয়-গানের ঋষি—মনা। গানের নাম—দোহ।

সৌভাগ্যকারিত্বাৎ। তথা 'গোমতঃ' গবাদিপশুযুক্তস্য 'স্বপত্যস্য' শোভনাপত্যস্য 'রায়ঃ' ধনস্য 'ঈশে' ঈষ্টে। পুত্রপশ্বাদ্যুদ্দেশেন ক্রিয়মাণকর্ম্মফলসম্পাদকত্বেন তৎস্বামিত্বাৎ। তথা এব স্তুতোঽগ্নিঃ 'বৃত্রহথানাং' (হননং হথঃ) শত্রুভূতবিনাশানামপি 'ঈশে'। ত্বয়ি সমর্পিত-কর্ম্মণামস্মাকং ত্বৎপ্রসাদাৎ পাপক্ষয়ো ভবতি ইতি সত্বাপি স্বামী। "ঈশে হি" ইতি, "ঈশেমহে" ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—৬দ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকর্ত্তার অভিপ্রায়,—এ মন্ত্র দ্বারা উৎকীল (আৎকীল) নামক মুনি, অগ্নিদেবকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে উৎকীল মুনির জ্ঞাপক কোনও শব্দ পাইলাম না। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটীতে জ্ঞানাগ্নির গুণরাশি পরিবর্ণিত। জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, সাধকের কিরূপে মহৎ শ্রেয়ঃ সংসাধিত হয়, তাহা এ মন্ত্রে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমেই বলা হইয়াছে—'তিনি কামক্রোধাদি শত্রুর সমরে বীর্য্যশালী এবং ভগবানের করুণালাভে সৌভাগ্যবান্ সাধকের নিয়ামক হয়েন।' অর্থাৎ, ভগবৎকরুণাপ্রাপ্ত সাধকের সকল কার্য্যই জ্ঞানের অনুসরণে—জ্ঞানাগ্নির প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে—সমাহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে—'সদ্ভাবসহযুত সাধকের জ্ঞানাগ্নিই পরমার্থপ্রাপ্তির হেতুভূত হইয়া থাকেন।' এস্থলে, 'স্বপত্যস্য' একটী পদ আছে। ভাষ্যকর্ত্তা ইহার অর্থ করিয়াছেন—'শোভনাপত্যস্য'; অর্থাৎ, অগ্নি শোভন অপত্যের দাতা হয়েন। অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে 'শোভন অপত্য' শব্দে আমরা সদ্ভাবসহযুত সাধককে অভিহিত করিয়াছি। জ্ঞানবান্ সদ্ভাবসহযুত সাধক যে ভগবানের সু-অপত্য, তাহা বলাই বাহুল্য। তার পর, শেষাংশের মর্ম্ম—জ্ঞানাগ্নিই কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুকৃত বাধা-বিঘ্ননাশের হেতু হইয়া থাকেন। অর্থাৎ, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অজ্ঞানতা-জনিত-কামাদি শত্রু দমিত হয়—তাহাদের উন্মার্গগামিনী শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়—সাধককে আর তজ্জনিত ব্যথায় ব্যথিত হইতে হয় না। এইরূপে সাধক, জ্ঞানাগ্নির আনুকূল্যে ও প্রভুত্বে বাধাবিঘ্নহীন হইয়া পরমপথানুসারী হইতে সহজেই সমর্থ হন। এ মতে সমস্ত মন্ত্রটীর ভাবার্থ এই যে,—'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি সাধকের পরিচালক হয়েন, তাহার পরমার্থ-প্রাপ্তির হেতু হয়েন এবং তাহার কামাদিশত্রুকে দমিত করেন।' আমাদের মতে, মন্ত্রটিতে এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত।

কিন্তু ভাষ্যকর্ত্তার মত এই যে, উৎকীল নামক ঋষি এই স্তব করেন। তদনুসারে মন্ত্রার্থ এই হয় যে,—'যজনীয় বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিশ্যমান্ এই অগ্নি, শোভনসামর্থ্যযুক্ত সৌভাগ্যবিশিষ্ট জনগণের ঈশ্বর হয়েন অর্থাৎ সকলের বল ও আরোগ্যের হেতু বলিয়া সৌভাগ্যদান করেন। সেইরূপ গবাদি-পশুযুক্ত শোভন অপত্য এবং ধনের প্রদাতা হইয়া থাকেন। অর্থাৎ, পুত্র ও পশু লাভ উদ্দেশে ক্রিয়মাণ সৎকর্ম্মসমূহের সম্পাদক

বলিয়া তাহার অধিপতি। সেইরূপ এই অগ্নি, শত্রুজনিত পাপরাশিবিনাশের অধিপতি। অর্থাৎ, আপনাতে কর্ম্মসমর্পণকারী আমাদিগের আপনার অনুগ্রহে পাপক্ষয় হয়—এই হেতু তাহারও স্বামী।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যভাবে এখানে আমাদেরই লক্ষ্যীভূত বস্তুর প্রতি মন্ত্রের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। (১অ—১প্র—৬দ—৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
ত্বমগ্নে গৃহপতিস্ত্বং হোতা নো অধ্বরে।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং পোতা বিশ্ববার প্রচেতা যক্ষি যাসি চ বার্য্যং ॥ ৭ ॥*

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫ র ৪ ৫ ৪ ১ র ২র ১ ২
১। ত্বমগ্নে গৃহপতা ইঃ। ত্বং হোতা নো অধ্বরা ই। ত্বং পো ২ ৩ তা।
১ ২র ১ ২র ৩র ২ ৩র ২
বা ই শ্ব বা। র প্র চা ই তাঃ। ঔ হো ৩ ৪ বা হা ই। ক্ষা ই।
১ ৩ ২ ২ ২ ১র ২
য। ২ ৩ সী ৩। হো বা ৩ হা ই। চ বা রা ২ ৩ যা ৩
১
৪ ৩ ১। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৭ ॥

• • •

৪ ৫ র ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ৩ ৫
২। ত্বমগ্নে গৃ। হা ই পতীঃ। ত্বং হো ২ ৩ ৪ তা। নো অধ্বারাই।
১ A ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২র
ত্বা ২ ম্পো ২ ৩ ৪ তা। বিশ্বা বা ২ ৩ ৪ রা। প্রচেতা ৩ঃ।
১ ২ ১ A ৩ ৫র র
যক্ষায়ে ৩। যা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।
২ ১র ২ ১ ১ ১ ১
চ বারিয়া ২ ৩ ৪ ৫ ই ॥ ৭ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী, ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭ম মণ্ডলের (১ম অনুবাকের) ১৬ সূক্তের ৫ম ঋক্ (৫ম অষ্টক, ২ অধ্যায়, ১১ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার তিনটী গান প্রচলিত আছে। প্রথম গানের ঋষি—অগ্নি অথবা বশিষ্ঠ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানের ঋষি—বরুণ। তিনটী গানের নাম—সমন্ত।

৩। ত্বমা ৩ গ্নে গৃহাপতীঃ। ত্ব৺হোতা নো অধ্বরে। ত্বা ২ ৩ ম্পোতা।
ঔ হো ৩ ৪ ই। ঔ হো। বা হা ই। বা ই শ্ব বা। রপ্রচাই
তাঃ। ঔ হো ৩ ৪ ই। ঔ হো। বাহাই। যজ্ঞা ই যা সা
ঔ হো ৩ ৪ ই। ঔ হো। বাহাই। চবা র ২ ৩
যা ৩ ৮ ৩ং। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববার' (সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'প্রচেতাস্ত্বং' (সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং অর্চ্চনাকারিণাং) 'অধ্বরে' (হিংসাপরিশূন্যে হৃৎপ্রদেশে) 'গৃহপতিঃ' (অধিপতিঃ ভব ইতি শেষঃ); 'ত্বং হোতা' (তত্র দেবভাবানামাহ্বাতা সন্) 'ত্বং পোতা' (তস্য শোধয়িতা ভব ইতি শেষঃ); 'বার্য্যং' (বরণীয়ং, অস্মাকং হৃৎস্থং শুদ্ধসত্ত্বং) 'যক্ষ' (ভগবন্তং প্রাপয়), 'যাসিচ' (অস্মভ্যং পরমার্থং প্রযচ্ছ চ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদয়াধিপতির্ভব, তং হৃৎপ্রদেশং সংশোধ্য তত্র দেবভাবানাহ্বয়, সদনুষ্ঠানং ভগবন্তং প্রাপয়, অস্মভ্যঞ্চ পরমার্থং দেহি।' (১অ—১প্র—৬দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপূজিত জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! সর্ব্বজ্ঞ আপনি, আমাদিগের হিংসারহিত হৃৎপ্রদেশের অধিপতি হউন; আপনি সেই হৃৎপ্রদেশে দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হইয়া হৃৎপ্রদেশের শোধনকর্ত্তা হউন; আমাদিগের বরণীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব ভগবানে পর্য্যবসিত করুন; এবং আমাদিগের পরম ধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব,—'হে দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ের অধিপতি হউন, হৃৎপ্রদেশ সংশোধন-পূর্ব্বক দেবভাবের আহ্বান করুন, সদনুষ্ঠানকে ভগবানে পাওয়াইয়া দেন, এবং আমাদিগকে পরমার্থ প্রদান করুন।')॥ (১অ—১প্র—৬দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠে খণ্ডে সেয়ং সপ্তমী। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। ছন্দো বৃহতী। দেবতা অগ্নিঃ। হে 'অগ্নে'। 'নঃ' অস্মাকং 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'ত্বং' গৃহপতিঃ' যজমানোঽসি। 'ত্বং' 'হোতা' দেবানামাহ্বাতাসি। হে 'বিশ্ববার' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়াগ্নে। 'ত্বং' 'পোতা' এতন্নামক ঋত্বিগসি।

অতঃ 'প্রচেতাঃ' প্রকৃষ্টমতিস্ত্বং 'বার্য্যং' বরণীয়ং হবিঃ 'যক্ষি' যজ। 'যাসি চ' অস্মাকং ধনং প্রাপয়। "যক্ষি যাসি চ" ইতি ছন্দোগাঃ। "যক্ষি বেষি চ" ইতি বহ্বৃচাঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামমন্ত্রটী জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনাদ্যোতক। মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দুই অংশে দুইটী প্রার্থনা প্রস্ফুট রহিয়াছে। প্রথমাংশে জ্ঞানাগ্নিকে বলা হইয়াছে—'বিশ্ববার' এবং 'প্রচেতাঃ'। এই পদদ্বয়ের অর্থ—বিশ্ব (সকল) কর্ত্তৃক পূজিত এবং সর্ব্বজ্ঞ। এই স্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে; এখানে আর ভাষ্যকর্ত্তা 'প্রচেতাঃ' পদে প্রচেতা-নামক ঋষির কল্পনা করেন নাই;—অগ্নিদেবকেই সূচিত করিয়াছেন। তৎপক্ষে ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'প্রকৃষ্টমতিঃ'। 'অধ্বরে' পদের অর্থ আমরা করিয়াছি—'হিংসাপরিশূন্য হৃৎপ্রদেশ'। 'গৃহপতিঃ' শব্দের অর্থ কল্পনাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকারের মত—'যজমান।' আমরা বলি, হৃৎপ্রদেশের স্বামী হৃদয়-রূপ গৃহের পতিই গৃহপতি নামে অভিহিত হন। 'হোতা' পদের অর্থ ভাষ্যকারের মতে—'দেবগণের আহ্বানকারী'; আমাদের মতে—'দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা'। 'পোতা' শব্দের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'পোতৃনামক ঋত্বিক্'। আমরা কিন্তু এ স্থলে, ধাত্বর্থের অনুসরণে, 'হৃদয়ের শোধয়িতা' বলিয়া ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'যাসি' পদের অর্থ-প্রসঙ্গে, ভাষ্যকর্ত্তা 'লৌকিক ধন' অধ্যাহার করিয়াছেন; আমরা এ স্থলে 'পরমার্থ ধন' অধ্যাহৃত করিয়াছি।

বহির্যজ্ঞীয় অগ্নিপক্ষে যজ্ঞের সুচারু নির্ব্বাহ-কামনা-বিষয়ে ভাষ্যোক্ত-প্রার্থনা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে ভাবে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের অর্থ আমনন করিয়া আসিতেছি; তৎপক্ষে জ্ঞানাগ্নির উদ্দেশে প্রার্থনার যথার্থ্যই এ স্থলে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি। এক্ষণে প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমাংশে জ্ঞানাগ্নির নিকট প্রার্থনা হইয়াছে—'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি আমাদের হৃদয়ের অধিপতি হউন।' ইহাতে বুঝা যায়, সাধকজ্ঞানের একান্ত শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন—'আমার হৃদ্প্রদেশে যেন আপনার আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। আপনার পুণ্য-জ্যোতিতে আমার হৃদয় ক্ষেত্র যেন সর্ব্বদাই প্রোদ্ভাসিত হয়। আপনি পরিচালক হইলে, কখনই আমি কুপথে পরিচালিত হইব না—ইহা স্থির নিশ্চয়।' দ্বিতীয় প্রার্থনা—'(তার পর) হে দেব! আপনি দেবভাবসমূহকে আমার হৃদয়ে আনয়ন করুন' ভাবার্থ এই,—'আপনি হৃদয়ের আধিপত্য গ্রহণ করিলে, আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ উন্মার্গগামী না হইয়া সৎপথাবলম্বী হইবে।' তৃতীয় অংশে দুইটী প্রার্থনা স্থান পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—'হে দেব! আমার হৃদয়ের বরণীয় সদ্ভাবসমূহকে ভগবানে পর্য্যবসিত করুন।' অর্থাৎ, আপনার আধিপত্যহেতু চিত্তবৃত্তিসমূহ দেবভাবাপন্ন হইলে, তাহা আপনি ভগবানে ন্যস্ত করেন—হৃদয় ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়। তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় প্রার্থনা—'হে দেব! আমাদিগের পরমার্থ প্রদান করুন।' অর্থাৎ, এইরূপ হইলেই আমরা আপনার অনুগ্রহে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থরূপ পরমার্থ প্রাপ্ত হইব। এইরূপে সম্যক্

মন্ত্রটীর প্রার্থনার মর্ম্মার্থ হয়,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। আপনি আমাদের হৃৎপ্রদেশের অধিপতি হউন; হে দেব। আপনি দেবভাবসমূহকে আমাদিগের হৃদয়ে আনয়ন করুন; হে দেব! আমার হৃদিস্থিত বরণীয় সদ্ভাবসমূহকে ভগবানে পর্য্যবসিত করুন, এবং আমাকে পরমার্থ ধন প্রদান করুন।' পর পর প্রার্থনার সামঞ্জস্য মন্ত্রের মধ্যে কিরূপ সঙ্গতভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এই প্রার্থনার বিষয় একটু বিনিবিষ্ট-চিত্তে অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এক্ষণে, ভাষ্যমতে এই মন্ত্রটীর অর্থ যেরূপে সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব। আমাদিগের যজ্ঞে আপনিই গৃহপতি অর্থাৎ যজমান; আপনিই হোতা অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী। সকলের পূজনীয় হে অগ্নি। আপনিই পোতৃনামক ঋত্বিক্। এই হেতু প্রকৃষ্টমতি আপনি বরণীয় (শ্রেষ্ঠ) হবিঃ যজন করুন (দেবগণকে প্রদান করুন) এবং আমাদিগকে ধন প্রাপ্ত করাইয়া দেন।' এ মন্ত্রটীর এই ভাবের অর্থই এখন প্রচলিত আছে। (১অ—১প্র—৮দ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্ত্তাস উতয়ে।
৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১
অপাং নপাতং সুভগং সুদংসসং
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুপ্রতূর্ত্তিমনেহসং॥ ৮॥ *

* • *

গেয়-গানং।

৫ র র র ৫ ৫ ২ ৩ ৩ ২র১
সখায়স্ত্বা ঔ হো হো হা ই। ববৃ। মা২৩৪হা ই। দেবমর্ত্তা৩
৩ ১ ১ ৫ ৫ ১ র ২ ৫ ৫
হা৩। স উ২তা২৩৪যা ই। অপান্নপা৩। তং সূ।
৩ ২ ২ ১২ ৩ ৫
ভগো। বা৩হা৩ই। সুদংসা২৩৪সাং।
২ ১ ২ ২ ১ র ২
সুপ্রতু২৩র্ত্তীং। অনেহা২৩সা৩৪৩ং।
১
ঔ২৩৪৫ই। ডা॥ ৮॥ †

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৩য় মণ্ডলের (১ম অনুবাকের) ১ম সূক্তের ১ম ঋক্ (৩ অষ্টক, ১ অধ্যায়, ৫ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

† এই গেয়-গানের ঋষি—বাম্রবৈখানস এবং গানের নাম—আঙ্গিপ অথবা বামব।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানাগ্নে! 'সখায়ঃ' (মিত্রাণি, মিত্রবদনুরক্তা ভক্তা ইত্যর্থঃ) 'মর্ত্তাসঃ' (মরণশীলাঃ, অর্চ্চনাকারিণো বয়ং) 'অপাং নপাতং' (শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্নং) 'সুভগং' (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনং) 'সুদং সসং' (শোভনকর্ম্মাণং) 'সুপ্রতূর্ত্তিং' (সাধকৈঃ সুখেন গন্তব্যং) 'অনেহসং' (উপদ্রবরহিতং) ত্বাং 'উতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণায়) 'বয়ুমহে' (বৃণীমহে, প্রার্থয়ামহে)। জ্ঞানাগ্নিঃ সত্ত্বভাবোৎপন্নঃ অশেষৈশ্বর্য্যদাতা সর্ব্ববিপদনাশকঃ। অস্মাকং রক্ষার্থং তং পূজয়ামঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—১প্র—৬দ—৮সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনার মিত্রের ন্যায় অনুরক্ত (ভক্ত) অর্চ্চনাকারী আমরা,—শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, শোভনকর্ম্মা, সাধকদিগের সুখপ্রাপ্য, উপদ্রবনাশকারী আপনাকে,—আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত বরণ করিতেছি। (১অ—১প্র—৬দ—৮সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠে খণ্ডে সেয়ং অষ্টমী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। হে অগ্নে! সখায়ঃ সোমাজ্যাদিহবিঃপ্রদানেনোপকারকত্বাৎ মিত্রাণি মর্ত্তাঃ মনুষ্যা ঋত্বিজো বয়ং অপাং নপাতং অপাং নপ্তারং সুভগং শোভনধনযুক্তং সুদং সসং সুকর্ম্মাণং সুপ্রতূর্ত্তিং শোভনপ্রতরং কর্ম্মানুষ্ঠাতৃভিঃ সুখেন গন্তব্যং অনেহসং উপদ্রবরহিতং। এতদ্‌গুণকং ত্বাং উতয়ে রক্ষণায় বয়ুমহে বৃণীমহে ॥ ৮ ॥ (১অ—১প্র—৬দ—৮সা)

ইতি সায়ণাচর্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

• • •

অষ্টম (৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকর্ত্তার সহিত প্রায়ই আমাদিগের মতবিরোধ নাই। মাত্র 'সখায়' পদের এবং 'অপাং নপাতং' পদদ্বয়ের ভাবার্থ আমরা অন্যরূপ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার, ঐ পদদ্বয়ের অর্থ-প্রসঙ্গে যথাক্রমে 'মিত্রাণি' 'ঋত্বিজঃ' (অর্থাৎ হবিঃ প্রদান দ্বারা তুষ্টিবিধানে ঋত্বিক্‌গণ মিত্রস্থানীয় হন) এবং 'অপাং নপ্তারং (অর্থাৎ জলের পৌত্র) অর্থ আমনন করিয়াছেন। এখানে ঋত্বিক্‌গণকে অগ্নিদেবের মিত্র বলা হইয়াছে।

ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে?—ইহাতে বুঝা যায়, ঋত্বিক-গণের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ। ঋত্বিক্-গণকে তিনি মিত্রের ন্যায় অনুগ্রহ করেন। বহির্যজ্ঞপক্ষে অগ্নিদেবতা ঋত্বিক্-গণকে মিত্রের ন্যায় অনুগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞপক্ষে জ্ঞানাগ্নিসম্পর্কে এ বিশেষণটী সমভাবে অধিকতর সুসঙ্গত বলিয়া উপপন্ন হয়। জ্ঞানাগ্নি যে সাধকের পক্ষে মিত্রের ন্যায় হিতকারী হন, সাধক যে তাঁহার মিত্রের ন্যায় একান্ত অনুরক্ত, এ বিষয় অধিক করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ভাষ্যকার, 'অপাং নপাতং' বাক্যে যে 'জলের পৌত্র'-রূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, আমরা তাহার সমীচীনতা উপলব্ধি করি না। বোধ হয়, বাড়বাগ্নিকে উদ্দেশ করিয়াই এ কথা বলা হইয়া থাকিবে। আমরা কিন্তু জ্ঞানাগ্নি-পক্ষে ঐ পদে 'শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি যে সদ্ভাব হইতে সঞ্জাত হইয়া থাকে, এ কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি।

তাহার পর, অন্যান্য বিশেষণ পদ-কয়টীর প্রতি লক্ষ্য করুন। জ্ঞানাগ্নি—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী; অর্থাৎ, জ্ঞানী সাধক জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে ষড়ৈশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয়েন। এই হেতু 'সুভগং' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—শোভনধনযুক্তং। ফলিতার্থে প্রায় উভয় ভাবই অভিন্ন। তবে 'ভগ' শব্দের অর্থ ষড়ৈশ্বর্য্য; তদনুসারেই আমরা ঐরূপ অর্থ-কল্পনা-পক্ষে যত্নবান হইয়াছি। তিনি—শোভনকর্ম্ম; অর্থাৎ, জ্ঞানাগ্নি হৃৎপ্রদেশে প্রজ্বলিত হইলে, সাধকের শোভনকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, অথবা কর্ম্মসমূহ শোভনরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তিনি সাধকদিগের সুখপ্রাপ্য;—সাধকগণ সুখেই (অনায়াসে) তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। তিনি উপদ্রব রহিত; ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার নিকট শত্রুকৃত উপদ্রব স্থান পাইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয়,—'হে দেব! আপনার একান্ত অনুগত আমরা, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত, আপনাকে বরণ করিতেছি। আপনি সত্ত্বভাব হইতে উৎপন্ন এবং শোভনকর্ম্মকারী। আপনি সাধকদিগের সুখপ্রাপ্তির কারণ, এবং শত্রুকৃত উপদ্রবনাশকারী। আসুন দেব! আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগের শোভন-কর্ম্ম শোভনরূপে নির্ব্বাহ করুন; অর্থাৎ, আপনি হৃদ্প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইলে (হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে) আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানতা দূর হইয়া সত্ত্বভাবের উদয় হইবে। তখনই আপনার প্রসাদে আমাদের কর্ম্ম সুশোভন হইবে অর্থাৎ আমরা ভগবৎ-কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইব।'

ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রটীর অর্থ যেরূপভাবে সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, উপসংহারে তাহাও বিবৃত করিতেছি। সে অর্থ,—'হে অগ্নিদেব! সোমাজ্য আদি হবিঃ প্রদানের দ্বারা আপনার উপকারক বলিয়া মিত্র, মনুষ্য ঋত্বিক্‌গণ আমরা, জলের পৌত্র, শোভনধনযুক্ত, শোভন-কর্ম্মকারী, কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের সুখপ্রাপ্য এবং উপদ্রবরহিত আপনাকে রক্ষার নিমিত্ত বরণ করিতেছি।' ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এ মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপেই অবগত হওয়া যায়। আমাদের অর্থ অন্য দৃষ্টিতে অন্য দিক দিয়া বিহিত হইয়াছে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। (১অ—১প্র—৬দ—৮সা)।

—•—

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দো বৃহতী। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমী দশতিঃ।

সপ্তমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
আ জুহোতা হবিষা মর্জ্জয়ধ্বং নি হোতারং
৩ ১ ২
গৃহপতিং দধিধ্বং।
৩ ২ ৩ ২ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইড়স্পদে নমসা রাতহব্যং সপর্য্যতা
৩ ২ ৩র ২র
যজতং পস্ত্যানাং॥ ১॥

গেয়-গানং।

৪র ৫ র ৪ ২ ১ র র — ১ ১র র ২
আ জুহোতা। হবিষা মর্জ্জয়া ২ ধ্বা উ বা ২। নিহোতারঙ্গৃহ-
১ ১ — ৩ ২ ৩ ২
পতিন্দধা ২ ইধ্বা উ বা ২ ৩ ৪। ই ডা ৩ ৪ স্পদা ই।
১ র র ২ ১ ১ ২ ১ ২র ২ ১
নমসা রা ত হা বা ২ ং। সাপর্য্যতা। যাজতম্পা
৪ ৫ ৪ ৩
২ ৩। স্ত্রিয়ো বা। আ ৫ নো ৩ হাই॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ। যূয়ং 'আজুহোতা' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং আহ্বয়ত); 'হবিষা' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন) 'মর্জ্জয়ধ্বং' (তং দেবং মৃড়য়ধ্বং, তর্পয়ত ইত্যর্থঃ); 'হোতারং' (দেবভাবানামাহ্বাতারং) 'গৃহপতিং' (হৃদয়গৃহস্বামিনং জ্ঞানাগ্নিং) 'ইড়স্পদে' (হৃদ্দেশে) 'নিদধিধ্বং' (নিঃশেষেণ ধারয়ধ্বং, সম্যক্ প্রতিষ্ঠাপয়ত ইতি ভাবঃ); 'নমসা' (নমস্কারেণ) 'রাতহব্যং' (দত্তহবিষ্কং, অর্চ্চিতং) 'পস্ত্যানাং' (সাধকানাং) 'যজতং' (হৃদ্দেশে যজনীয়ং তং জ্ঞানাগ্নিং ইতি ভাবঃ) 'সপর্য্যত' (পরিচরত, সেবয়ধ্বং)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—হে মনঃ। ত্বং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তো ভব। (২অ—১প্র—৭দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আহ্বান কর, শুদ্ধসত্ত্বভাব-রূপ হবিঃ দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্ত কর; দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, হৃদয়-গৃহের অধিপতি, জ্ঞানাগ্নিকে (আমার) হৃৎপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত কর, নমস্কারের দ্বারা অর্চ্চিত, সাধকদিগের হৃদ্দেশে পূজনীয় সেই জ্ঞানাগ্নির সেবা কর। (২অ—২প্র—৭দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমে খণ্ডে সেয়ং প্রথমা। শ্যাবাশ্ব ঋষিঃ বামদেবো বা ছন্দস্ত্রিষ্টুপ। অগ্নির্দ্দেবতা। হে ঋত্বিজঃ আ জুহোতা অগ্নিমাহ্বয়ত। কিঞ্চ হবিষা মর্জ্জয়ধ্বং মৃড়য়ধ্বং শুন্ধধ্বং। ডকারস্ত জকারশ্ছান্দসঃ অপিচ ইড়ঃ ইলায়াঃ পদে উত্তরবেদ্যামিত্যর্থঃ। হোতারং দেবানামাহ্বাতারং। গৃহপতিং গৃহপালকং অগ্নিং। নিদধিধ্বং নিঃশেষেণ ধারয়ধ্বং। কিঞ্চ নমসা নমস্কারেণ হবিষা বা যুক্তং। অতএব রাতহব্যং দত্তহবিষ্কং। পস্ত্যানাং যজ্ঞগৃহাণাং মধ্যে যজনং যজনীয়ং পূজনীয়মগ্নিং। সপর্য্যত পরিচরত ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

অন্তর্যজ্ঞসম্বন্ধীয় ও বহির্যজ্ঞসম্বন্ধীয় উভয় অগ্নিপক্ষেই এই মন্ত্রস্থিত বিশেষণ-পদ-কয়টীর সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার, বহির্যজ্ঞীয় অগ্নিপক্ষেই পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। তাই এস্থলে যদিও মন্ত্রের মধ্যে 'ঋত্বিজঃ' পদ পরিদৃষ্ট হয় না, তথাপি স্বয়ংমুখে তাহা অধ্যাহৃত করিয়াছেন। বহির্যজ্ঞবিষয়ে এরূপ সম্বোধন সুসঙ্গত বটে; কিন্তু অন্তর্যজ্ঞের দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে বলিতে পারা যায়—এ মন্ত্রটি সাধকের হৃদয়স্থিত চিত্তবৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধক, জ্ঞানলাভে অতিশয় চেষ্টিত হইয়াছেন। তাই তিনি প্রথমেই নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আহ্বান কর।' এ পক্ষে মন্ত্রের অংশের একটী পদের প্রতি লক্ষ্য করুন। পদটী—'ইড়স্পদে'। ভাষ্যকার বহির্যজ্ঞ-

বিষয়ে ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ইহার স্থানে অর্থাৎ বেদীর উত্তর স্থানে।' ধাত্বর্থের অনুসরণে আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'স্তুতির স্থানে অর্থাৎ যেখানে দেবগণের স্তুতি বর্ত্তমান থাকে।' একটু স্থিরচিত্তে দেখিলে বুঝা যায়, ঐ পদে কোন্ অগ্নিকে কোন্ স্থলে আহ্বানের বিষয় প্রকটিত করিতেছে। স্তুতির স্থান—সাধকের হৃৎপ্রদেশ; সেই হৃৎপ্রদেশে জ্ঞানাগ্নির আহ্বানের বিষয়ই উহার লক্ষ্য। এইরূপ মন্ত্রস্থিত প্রত্যেক বিশেষ পদই যে জ্ঞানাগ্নির পক্ষে সুষ্ঠু প্রযুক্ত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা সহজেই অধিগত হইবে। বহির্যজ্ঞীয় অগ্নির পক্ষেও, বলিয়াছি তো, বিশেষণ-কয়টীর সমীচীনতা উপলব্ধ করা যায়। বহির্যাজ্ঞিক ও অন্তর্যাজ্ঞিক যিনি যে পন্থানুসারী, তিনি সেই ভাবই এই মন্ত্রটীর মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন। ফলতঃ, আমাদের মতে মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয়,—'হে চিত্তবৃত্তিসকল! তোমরা সকলে জ্ঞানদেবতাকে আহ্বান করতঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হবনীয় প্রদানে পরিতৃপ্ত কর।' ইহাই মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য্য। তার পর, তৃতীয় অংশে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানাগ্নি, দেবভাবের আহ্বানকর্ত্তা এবং হৃদয়গৃহের অধিপতি। অতএব তাঁহাকে আমার হৃৎপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত কর।' শেষাংশে জ্ঞানাগ্নির একটী বিশেষণ আছে। তিনি নমস্কারের দ্বারা পূজিত; অর্থাৎ, সাধুগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তিনি সাধকদিগের হৃদয়নিবাসী। ইহাতে ঐ শেষাংশের মর্ম্ম হয়,—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! সকলের পূজনীয় সাধকদিগের হৃদয়নিবাসী জ্ঞানাগ্নির সেবা কর।' আমাদের মতে, ইহাই মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ।

এখানে ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রার্থ বহির্যজ্ঞীয় অগ্নিপক্ষে কিরূপে প্রচারিত আছে, নিম্নে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ভাষ্য-মতে এ মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অগ্নিদেবকে আহ্বান কর; এবং হবির দ্বারা তাঁহাকে সুখী কর। দেবগণের আহ্বানকারী গৃহপতি অগ্নিকে ইলার পদে অর্থাৎ উত্তর-বেদীতে নিঃশেষরূপে স্থাপন কর। অপিচ, নমস্কারের দ্বারা কিম্বা হবির দ্বারা যুক্ত বলিয়া দত্তহবিষ্ক, যজ্ঞগৃহে পূজনীয়, অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা কর।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে মন্ত্রটীর এই প্রকার অর্থ অবগত হওয়া যায়। (২অ—১প্র—৭দ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণস্য বক্ষথো ন যো

মাতরাবন্বেতি ধাতবে।

অনূধা যদজীজনদধা চিদা ববক্ষৎ সদ্যো

মহি দূত্যং চরন্॥ ২॥

গেয়-গানং।

(১) ও ই। চিত্র ইচ্ছা ইশো ১ স্তরুণা ২ ৩। স্যা ৩ বক্ষথিঃ

ও ই। ন যো মাতা রা বন্ধু বা ২ ৩ ই। তো ৩

ধাতবে ওঁ ই। অনুধা যাদ জীজনা ১ ২ ৫।

আ ৩ ধা চি দা। ঔ ই। ববক্ষৎসা স্তৌ ১ মহী

দূ ২ ৩। তি যা ৩ শ্চা ৫ রা ৬ ৫ ৬ন্।

দূত্যঞ্চরন্ মহে ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ॥ ২ ॥

* * *

(২) চিত্রা ৬ এ। এ ৩ ১ ২ ৩ ৪। শিশোস্তরুণস্য বক্ষথঃ। ক্ষথঃ

হি হি হিয়া ৬ হা উ। এ ৩ ১ ২ ৩ ৪। নয়ো মাতরা বম্বেতি

ধাতবে। তবে। হি হি হিয়া ৬ হা উ। এ ৩ ১ ২ ৩ ৪।

অনুধা যদজীজনাদধাচিদা। চিদা। হি হি হিয়া ৬ হা

উ। এ ৩ ১ ২ ৩ ৪। ববক্ষৎ সন্যো মহি দূতি

যঞ্চরন্। চরন্। হি হি হিয়া ৬ হা উ।

বা। এ ৬। ঋতুন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ) 'ধাতবে' (সাধকরক্ষার্থং) 'মাতরৌ' (জন্মকারণৌ, সকাম-পাপপুণ্যৌ) 'ন অম্বেতি' (নানুগচ্ছতি) ; 'অনুধাঃ' (নিষ্কামঃ সাধকঃ) 'যং' (জ্ঞানং) 'অজীজনৎ' (স্বীয়হৃদি স্থাপয়তি) ; 'শিশোঃ' (তস্য নবজাতস্য) 'তরুণস্য' (তরুণবয়স্কস্য, জ্ঞানস্য) বক্ষথঃ' (হবনীয়প্রাপণং) 'চিত্র ইৎ' (বিচিত্রমেব) ; 'অধাচিৎ' (যং, সাধক যৎযঃ স

জ্ঞানাগ্নিঃ) 'মহি' (মহত্বাৎ) 'দূত্যং' (দূতকর্ম্ম) 'চরন্' (আচরন্) 'সদ্যঃ' (শীঘ্রমেব) 'আববক্ষাৎ' (সাধকহৃদয়ে দেবভাবান্ আবহতি)। জ্ঞানমেব জন্মগতিরে ধমূলকং। জ্ঞানস্য প্রভাবেন সাধকঃ সত্ত্বভাবান্বিতো ভবতি নিঃশ্রেয়সঞ্চ লভতে। (১অ—১৪—৭দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানাগ্নি, সাধকের রক্ষার জন্য, জন্মকারণমূলক সকাম-পাপপুণ্যের অনুগমন করেন না; নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে স্বীয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; সেই নবজাত তরুণ জ্ঞানের হবনীয় প্রাপণ (দেবভাবসমূহকে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব-প্রদান) বিচিত্র ব্যাপার; যেহেতু, সাধক-হৃদিস্থিত সেই জ্ঞানাগ্নি, মহৎ দূতকর্ম্ম আচরণ করিয়া, সাধক-হৃদয়ে শীঘ্রই দেবভাবসমূহকে আনয়ন করেন। (অ—১প্র—৭দ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমে খণ্ডে সেয়ং দ্বিতীয়া। বার্হস্পত্যো বা বার্হস্পত্যো বেতি ঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। শিশোঃ শিশুভূতস্য অতএব তরুণস্য অগ্নেঃ। বক্ষথঃ। বক্ষেরৌণাদিকোহথস প্রত্যয়ঃ। হবির্ব্বহনং চিত্র ইৎ আশ্চর্য্যভূতমেব। য জাতোহগ্নিঃ মাতরৌ সর্ব্বস্য নির্ম্মাত্র্যৌ সর্ব্বস্য মাতৃভূতে দ্যাবাপৃথিব্যাবরেণ্যো বা। ধাতবে। ধেট্ পানে তুমর্থে ইতি (৩।৪।৯) তবেন্ প্রত্যয়ঃ। স্তনপানায় ন অপ্যেতি ন গচ্ছতি। ইণ্ গতৌ লটি উপসর্গেণ সমাসঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি (৮।১।৭১) গতের্নিঘাতঃ। অনূধাঃ। নঞো বহুব্রীহিসমাসঃ। তস্মিন্ অনুঙ স্ত্রিয়ানিষ্ঠাত্বাৎ অত্রানঙ্ ভাবঃ। প্রত্যেকবিবক্ষয়া একবচনং। অধোরক্তিঃ সন্ অয়ং লোকোহন্যো লোকশ্চ। যং যদি। এনমগ্নিং। অক্তাজনৎ জনয়েৎ তর্হি স্তনপানায় ন গচ্ছতীতি যুক্তং, তথা ন ভবতি। কিন্তু দ্যাবাপৃথিব্যৌ হি সর্ব্বেষাং কামদুঘে খলু। তথাপি ন যাতি। তস্মাদস্য হবির্ব্বহনং বিচিত্রং। অথ চিৎ উৎপত্ত্যনন্তরমেব। সদ্যঃ তদানীমেব শীঘ্রং। মহি মহত্বং। দূত্যং। দূতস্য ভাগকর্ম্মণী (৪।৪।১২০) ইতি কর্ম্মণি যৎপ্রত্যয়ঃ। দূতকর্ম্ম। চরন্ আচরন্। আববক্ষৎ দেবান্ প্রতি হবীংষ্যাবহতি॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ⁘ ——

এই সাম-মন্ত্রটী অতিশয় কুহেলিকাপূর্ণ। আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ নানাদিক হইতে ভাষ্যানুসরণে ইহার নানারূপ অর্থ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। সকল প্রকার ব্যাখ্যার মূলীভূত সায়ণাচার্য্যের যে ভাষ্য, তদ্দৃষ্টে এই মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ অবভাসিত হয়, অগ্রে তাহারই পরিচয় দিতেছি। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হয়; যথা,—

"শিশুভূত অতএব তরুণ এই অগ্নির হবির্বহন আশ্চর্য্য। কেননা, নবজাত অগ্নি, সকলের নির্ম্মাণকারিণী অথবা সকলের মাতৃভূত দ্যৌ ও পৃথিবী কিম্বা অরণীকাষ্ঠদ্বয়কে স্তনপানার্থ প্রাপ্ত হয়েন না। যদি, দ্যুলোক ও ভূলোক স্তনরহিত হইয়া ইঁহাকে উৎপাদন করিতেন; তাহা হইলে, স্তন পান করিতে না যাওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা নহে। দ্যুলোক ও ভূলোক, আমাদিগের সকলেরই কামদুঘা—অভীষ্টবর্ষী। তথাপি অগ্নি (স্তনপানার্থে) গমন করেন নাই। সেই জন্য ইঁহার হবির্বহন আশ্চর্য্য। উৎপত্তির পরই এই অগ্নি শীঘ্র বৃহৎ দূতকর্ম্ম আচরণ করিয়া দেবগণের নিকট হবিঃ বহন করেন।" ইহাই ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

মূলের মধ্যে 'মাতরৌ' একটি পদ আছে। ভাষ্যকার ঐ পদ দৃষ্টে দ্যাবাপৃথিবীদ্বয় অথবা অরণীদ্বয়কে অগ্নিদেবের মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 'ধাতবে' এই পদটীকে পানার্থ 'ধেট্' ধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্তনপান প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। তৎপরে 'অনূধাযদজীজনৎ' অংশে বিস্তর অবান্তর কথা টানিয়া আনিয়া অন্বয়-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। ভাষ্যানুমোদিত যজ্ঞাগ্নি বিষয়ক এবম্ভূত অন্বয় কিরূপ সদর্থ দ্যোতনা করিতেছে, তাহা সুধী মাত্রেরই বিবেচ্য। এই ভাষ্যানুসারী আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যা কিরূপ বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। মাতৃস্তন্য পান না করিয়াই শিশু অগ্নি দেবগণের নিকট হবিঃ বহন করেন—এখানে তজ্জন্যই তাঁহার প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত। ইহাই মন্ত্রের অধুনা-প্রচলিত অর্থ।

অতঃপর জ্ঞানাগ্নি পক্ষে আমরা যেরূপে এই মন্ত্রটীর অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য লক্ষ্য করুন। আমরা 'মাতরৌ' পদের অর্থ করিয়াছি—'জন্মকারণৌ সকামপাপপুণ্যৌ।' মাতা বলিতে জন্মের কারণ বুঝায়। দ্বিবচনের সার্থক প্রয়োগ এস্থলে সুষ্ঠু উপলব্ধ হয়। পাপ এবং পুণ্য যাহা কামনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই জন্মের কারণ হইয়া থাকে। নিষ্কাম ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কি পাপ কি পুণ্য, কিছুই জন্মহেতুভূত হইতে পারে না; নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত পাপ-পুণ্য মনুষ্যকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। আমাদিগের আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষদিগের যে সকল সাময়িক ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্তই তাহা তাঁহাদিগের বন্ধনের হেতুভূত হইতে পারে না। এই মহৎ উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি কর্ম্মের দ্বারা এবং গীতা-রূপ বাক্যের দ্বারা জগতে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নিষ্কাম কর্ম্মে প্রযত্নপর হও,—নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত পাপপুণ্যরূপ কোনও কর্ম্মই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেই তোমার মুক্ত অবস্থা। আমাদিগের অন্বয়ের প্রথম অংশের তাৎপর্য্য এই যে, যখনই হৃদয়ে জ্ঞান সঞ্জাত হইবে, তখনই সাধক সেই নিষ্কাম অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞান তাঁহার জন্মের হেতুভূত সকাম পাপ-পুণ্যের অনুসরণ করিবেন; অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বথা সকাম কর্ম্মে বিরত রাখিবেন। 'ধাতবে' এই পদটী, ধারণ ও পোষণার্থ 'ডুধাঞ্' ধাতু হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে ঐ পদের অর্থ হইতে পারে—সাধককে রক্ষা অথবা পোষণ

করিবার নিমিত্ত।' আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করি। 'অনূধা যৎ অজীজনৎ' অংশের অর্থ, আমরা করিয়াছি,—'নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।'

এইরূপে মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয়,—সাধকের রক্ষাকারী যে জ্ঞানাগ্নি, সেই জ্ঞানাগ্নি সাধককে তাঁহার জন্মের হেতুভূত সকাম পাপপুণ্যের অনুগমন করিতে দেয় না। নিষ্কাম সাধক যে জ্ঞানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই জ্ঞানের দেবোদ্দেশে শুদ্ধসত্ত্বভাব অর্পণ অতীব বিস্ময়কর। সেই জ্ঞানই দূতস্বরূপ হইয়া সাধকের হৃদয়ে সত্বর দেবভাবসমূহকে আনয়ন করেন। সাধক, তৎপ্রভাবে দেবত্ব অমরত্ব লাভে সমর্থ হন।' আমরা বলি মন্ত্রের মধ্যে মহৎ উচ্চ এই জ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। (১অ—১প্র—৭দ—২সা)।

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন

১ ২ ৩ ১ ২
জ্যোতিষা সং বিশস্ব।

৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সংবেশনস্তন্বে ৩ চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং।

৩ ২ ৩ ১ ২
পরমে জনিত্রে ॥ ৩ ॥

* * *

গেয় গানং।

৩ ৫র ৩ ২ ১ ২ ১র ২ ৩ ৪ ৫
ওঃ হা। ইহাই। ইদন্ত এ। কা ৩ স্পরঃ। উত এ। কাম্।

২ ১ ১র ১র ২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ২
তৃতীয়েন। জ্যোতিষা ৩। সংবিশস্ব। সংবেশনাঃ। তন্বুবে।

২ ৩ ৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ২ ১র র
চারুরেধি। ও ৪ হা। হ হা ই। প্রিয়ো। দেবা।

২র ১ ২ ২ ২ ৫
না ৩ স্পরঃ। মা ৩ ৪ ৩ ই। জা ৩ না ৫

ইত্রা ৬ ৫ ৬ ই ॥ ৩ ॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের চতুর্দশ সূক্তের প্রথমা ঋক। অষ্টম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সাম-মন্ত্রের ঋষি—বৃহদুক্থ। ইহার গেয়-গানের নাম—ষাম অথবা কৌৎস।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে জীব! 'ইদং' (অগ্নিরূপেণ প্রকাশমানং তেজঃ) 'তে' (তব) 'একং' (একোঽংশঃ, একমুপাদানং); 'পরঃ' (অপরঃ) 'উ' (তদ্যোঽপি, বায়ুরূপেণ প্রবহমানঃ প্রাণঃ) 'তে' (তব) একং' (একোঽংশঃ, একমুপাদানং); তথা 'তৃতীয়েন' (তৃতীয়াংশ-ভূতেন আত্মারূপেণ অবস্থিতেন পরমাত্মা) তব একঃ অংশঃ ইতি শেষঃ; ত্বং 'জ্যোতিষা' (জ্ঞানজ্যোতিঃসাহায্যেন) 'সং বিশস্ব' (পরমাত্মনি সম্মিলিতো ভব); 'তন্বে' (তনবে, তব দেহধারণায়, তৎসাফল্যার্থং, দৈনন্দিনকার্য্যে ইতি যাবৎ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পরমে' (উৎকৃষ্টে, শ্রেষ্ঠে) 'জনিত্রে' (জনকে, উৎপাদয়িত্রে, সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'সংবেশনঃ' (সম্মিলনঃ) সাধয়েতি শেষঃ; তস্মাৎ 'প্রিয়ঃ' (প্রীয়মাণঃ, ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভসমর্থঃ) 'চারুঃ' (কল্যাণপ্রাপ্তঃ) 'এধি' (ভব)। ইদং সাম আত্মসম্বোধনমূলকং। ভাবার্থঃ—স ভগবান তেজোরূপেণ বায়ুরূপেণ আত্মরূপেণ চ সর্ব্বেষাং লোকানাং মধ্যে বিরাজতি। তজ্জ্ঞানলাভায় সৎকর্ম্মণি সম্বন্ধযুক্তো ভব। তেন পরমাত্মনি মিলনং পরমানন্দলাভশ্চ ভবতি। (১অ—১প্র—৭দ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব! অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ এই যে তেজঃ, ইহা তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান); অপর বায়ুরূপে প্রবহমান্ ঐ যে প্রাণ, উহাও তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান); এইরূপ, তোমার তৃতীয়াংশভূত আত্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মা তোমার এক অংশ (তোমার এক উপাদান); তুমি তোমার জ্ঞানজ্যোতির সাহায্যে, সেই পরমাত্মায় মিলিত হও; তোমার দেহ ধারণের (নরজন্ম-গ্রহণের) সফলতার জন্য (জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যে) দেবভাবসমূহের শ্রেষ্ঠ জনয়িতার (সৎকর্ম্মের) সহিত তোমার সম্মিলন সাধন কর; আর, তাহা হইতে ভগবৎসান্নিধ্য-লাভসামর্থ্য ও কল্যাণ প্রাপ্ত হও। (১অ—১প্র—৭দ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং :—অথ তৃতীয়া। বৃহদুক্থ ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। এতয়া বৃহদুক্থো বাজিনং নাম স্বপুত্রং মৃতং বদতি। হে মৃতপুত্র! তে তব। ইদং উপরি জ্যোতিষেতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, অত্রেদং শব্দেন জ্যোতিরভিধীয়তে ইদং জ্যোতিরগ্ন্যাখ্যং একং একোঽংশঃ। অতঃ তে তব দেহগত তাংশেন বাহ্যমগ্নিং সংবিশস্ব সংগচ্ছস্ব। তথা পরঃ উ অন্যোঽপি তে তব একং বায়্বাখ্যোঽংশঃ তেন চ প্রা বায়্বাখ্যেন অংশেন বাহ্যং সংবিশস্ব শরীরান্তঃ প্রাণবায়োঃ বাহ্য গ্রবাযোশ্চৈকত্বাদংশত্বামিতি ভাবঃ। তথা তৃতীয়েন জ্যোতিষা

আদিত্যাখ্যেন তেজসা তবাত্মনা সংবিশস্ব সূর্য্যগত স্বচৈতন্যস্যোরস্তেদাংশকং, যোহসৌ সোহহমস্মি যোহসৌ সোহহং সূর্য্য আত্মা জগতঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ আত্মনঃ সূর্য্যপ্রবেশো যুক্তঃ। তন্বে তনবে পুনঃশরীরগ্রহণায় চারুঃ কল্যাণী ভূত্বা তস্মিন্ সূর্য্যে সংবেশনঃ সম্যক্ প্রবেষ্টা। এধি ভব। কীদৃশস্তং? প্রিয়ঃ তেন সহ প্রীয়মাণঃ। কীদৃশি তস্মিন্? দেবানাং পরমে উত্তমে। জনিত্রে জনকে। দেবানাং হ্যেতৎ পরমং জনিত্রং যৎ সূর্য্যঃ ইতি হি শ্রুতেঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৬৫) সামের মার্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, এই সাম মন্ত্রটি—বৃহদুক্থ ঋষি তাঁহার বাজিন-নামক মৃত-পুত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। মৃতপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া, ঋষি যেন এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—'হে মৃতপুত্র! এই যে অগ্নির জ্যোতিঃ উপরে উত্থিত হইতেছে, এই জ্যোতিঃ তোমারই এক অংশ; অতএব, তোমার অগ্নিহীন দেহকে এই বাহ্য অগ্নিতে সন্নিবিষ্ট কর। আরও, বায়ু তোমার আর এক অংশ; তুমি প্রাণবায়ুহীন হইয়াছ; অতএব, তোমার প্রাণ-বায়ুহীন দেহকে বাহ্য বায়ুতে প্রবিষ্ট কর। অর্থাৎ, তোমার শরীরাগ্নি ও প্রাণবায়ু, বাহ্যাগ্নিতে ও বাহ্যবায়ুতে মিলিত হইয়া যাউক। তোমার তৃতীয় অংশ আদিত্যাখ্য তেজঃ; তাহা সূর্য্যগত আত্মচৈতন্য হইতে বিভিন্ন হইয়াছে; সেই তেজকে সূর্য্যাত্মায় প্রবিষ্ট কর। আর পুনরায় দেহ-গ্রহণের জন্য, দেবগণের শ্রেষ্ঠ জন্মদাতা সূর্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কল্যাণ ও আনন্দ প্রাপ্ত হও।' এ পক্ষে ভাষ্যের ভাব এই যে, তোমার জ্যোতির অংশ জ্যোতিতে মিলিয়া যাউক, বায়ুর অংশ বায়ুতে লীন হউক, প্রাণের অংশ বা আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণের জন্য সূর্য্য-রূপ আত্মায় প্রবেশ করুক। অর্থাৎ,—'হে পুত্র আবার তোমার জন্ম হইবে—তুমি দুঃখিত হইও না"—ইহাই যেন মন্ত্রের মর্ম্ম।

মন্ত্রে যে কয়েকটি পদ আছে, তাহা হইতে ঐ সকল ভাব অনেক আয়াসে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে তিনটী বাক্য দৃষ্ট হয়। প্রথম বাক্য—'ইদং ত একং"; ইহার শব্দগত অর্থ—'এই তোমার এক। দ্বিতীয় বাক্য—"পর উ ত একং।" তাহার শব্দগত অর্থ হয়—'আর ঐ তোমার এক।" তৃতীয় বাক্য—"তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব।" ইহার অর্থ হয়—তৃতীয় জ্যোতির দ্বারা সংপ্রবিষ্ট হও।' মন্ত্রের প্রথমাংশে এই তো কয়েকটী পদ ও এই তো কয়েকটি বাক্য আছে। ইহা হইতে ভাবে যিনি যাহা ইচ্ছা অধ্যাহার করিয়া লন। এখানে অগ্নিই বা কোথায় পাই? এখানেই বায়ুই বা কোথায় পাই? অগ্নিদেবের স্তোত্রের মধ্যে মন্ত্রটি স্থান পাইয়াছে; সুতরাং 'ইদং' পদে অগ্নিকেই বুঝাইতেছে বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের অর্থ,—"এই (অগ্নি) তোমার এক অংশ, এই (বায়ু) তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় (আত্মা) স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশ দ্বারা তুমি (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ কর।" কিন্তু 'ইদং' নপুংসক লিঙ্গের পদ। সুতরাং অগ্নিকে

ছাড়িয়া অগ্নির জ্যোতিঃ বা তেজকে ধরিতে হয়। ভাষ্যকার তাই "ইদং জ্যোতি-রগ্ন্যাখ্যং" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আমনন ও অধ্যাহার ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং সকলকেই সে পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

আমরা যথাসম্ভব ভাষ্যেরই অনুসরণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমাদের ব্যাখ্যা একটু অন্যপথ গ্রহণ করিয়াছে। "তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং বিশস্ব" বাক্যে তৃতীয় এক বস্তুকে বুঝাইতেছে; এবং তাহার দ্বারা তাহার সহিত মিলনের ভাব আসিতেছে। এই ভাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া, আমরা ঐ বাক্যকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। যেমন 'ইদং' ও 'পরঃ' পদে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের বিষয় বলা হইয়াছে; সেইরূপ এখানে 'তৃতীয়েন' পদে, আমরা মনে করি, তৃতীয় অংশের বিষয় প্রখ্যাত আছে। এখানে বলা হইয়াছে—'সেই যে তৃতীয় অংশ, তাহারই জ্যোতির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাহাতে প্রবেশ কর বা মিলিত হও।' ইহার মর্ম্ম এই যে,—তোমার আর যে এক তৃতীয় অংশ আছেন, সে অংশই আত্ম-রূপে অবস্থিত পরমাত্মা; তাঁহারই জ্ঞান-জ্যোতির সাহায্যে তুমি তাঁহাতেই মিলিত হও।' এ অর্থও অধ্যাহার করা যায় বটে,—'তোমার অগ্নিভূত অংশ অগ্নিতে মিশিয়া যাউক, তোমার বায়ুভূত অংশ বায়ুতে মিশিয়া যাউক, আর তোমার জ্যোতিভূত অংশ জ্যোতিতে মিশিয়া যাউক।' কিন্তু "তৃতীয়েন জ্যোতিষা সং-বিশস্ব"—এই বাক্যে; তৃতীয়ের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষাই প্রধানতঃ প্রকাশ পাইতেছে। 'তোমার তিনটী অংশ বটে; কিন্তু তুমি মিলিতে চেষ্টা পাও—তৃতীয়ের সহিত—জ্যোতির সহিত; অর্থাৎ তোমার আত্ম যাহাতে পরমাত্মায় গিয়া মিলিতে পারে, তৎপক্ষেই যত্নবান হও।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই প্রকট রহিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে 'তন্বে' পদ দৃষ্টে, ভাষ্যকার এবং প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'তনুগ্রহণের' (পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণের) ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'আবার জন্ম গ্রহণের জন্য, দেবগণের যে উৎকৃষ্ট জন্মদাতা, তাঁহাতে মিলিত হইয়া প্রিয় ও চারু মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর।' ভাষ্যভাবে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের অর্থ এখানে সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। আমরা 'তন্বে' পদে 'জীবনধারণের সাফল্যের জন্য' অর্থ গ্রহণ করি। তাহাতে ভাব দাঁড়াইতেছে,—'হে জীব! তুমি যে এই দুর্লভ মানব-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ, সে জীবনের সফলতা-সাধন-পক্ষে তুমি কি চেষ্টা করিলে? এই জীবনের সাফল্য-সম্পাদনই যে তোমার পরকালের কাজ। সেই সাফল্য-সম্পাদনের জন্যই তুমি পরম দেবভাবের জনয়িতা সৎকর্ম্মের সহিত তোমার সম্মিলন-সাধন কর। অর্থাৎ, এ জীবনে এমন কর্ম্ম করিয়া যও—যদ্দ্বারা সে সফলতা-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে। সেই কর্ম্মের ফলেই চারু ও প্রিয় হইতে পারিবে, সেই কর্ম্মের ফলেই তুমি ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই বিদ্যমান। আপনি মৃতপুত্র-দর্শনে কোনও ঋষি কর্ত্তৃক হয় তো এ মন্ত্র কোনও কালে উচ্চারিত হইয়াছিল। সেই স্মৃতির অনুসারী ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ এ মন্ত্রের সহিত ঘটনা-বিশেষের ও ঋষি-বিশেষের সম্বন্ধ আনিয়া যোগ দিয়া থাকিবেন। নচেৎ,

কেহ হয় তো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন—'দেহ তো পঞ্চভূতাত্মক। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচ উপাদানে দেহ বিগঠিত।' কিন্তু এখানে এ মন্ত্রে তিনটী উপাদানের বিষয় প্রখ্যাত হইল কেন? তাহার কারণ,—এই মনে হয়, অগ্নি ও বায়ু—এই দুইয়ের মধ্যে ঐ পঞ্চভূতকেই পাওয়া যায়। আত্মা—তাহার অতীত। সেই লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে তিন বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। আরও এক কথা, 'ইদং' এবং 'উ' শব্দে যে অগ্নির তেজকে ও বায়ুকে মনন করা হইল; তাহার লক্ষ্য—অগ্নির ও বায়ুর অভিন্ন সম্বন্ধ। অগ্নি যেখানে দৃশ্যমান, বায়ু সেখানে বিকাশমান্ থাকিবে। তাই একক 'এই' (ইদং) এবং অপরকে 'ঐ' (উ) রূপে পরিচিত করা হইয়াছে।

এই মন্ত্র, আত্মোদ্বোধক মন্ত্র স্বরূপে সকলে সকল কালে অনুধ্যান করিতে পারেন।

এই সকল আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, মন্ত্রের শিক্ষা এই যে,—'সেই ভগবান্ তেজোরূপে বায়ুরূপে আত্মা-রূপে সকলের মধ্যেই বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত হও। তদ্দ্বারাই পরমাত্মার সহিত মিলন ও পরমানন্দ-লাভ হইবে।' * মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই নিহিত আছে,—বিচার বিশ্লেষণে আমাদের তাহাই মনে হয়। (১অ—১প্র—৭দ—৩সা)।

—— * ——

চতুর্থং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১

ইমঙ্ স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং

২ ৩ ১ ২

মহেমা মনীষয়া।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১

ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সঙ্সদ্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১ ২র

মা রিষাম বয়ং তব ॥ ৪ ॥

* * *

* এই মন্ত্রটীর নানাপ্রকার অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কেহ বা 'তন্বে' পদে 'তন্বঃ শরীরস্য' অর্থ গ্রহণ করেন তাহাতে দেবানাং পরমে জনিত্রে শরীরে প্রবেশন বা মিলন অর্থ আসিতে পারে। ভাব দাঁড়ায়,—তাঁহাতে তোমার শরীর প্রবেশকালে তুমি কল্যাণমূর্ত্তি ধারণ কর ও দেবগণের প্রিয় হও।' কিন্তু ভাব-পক্ষে এখানে অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হয়।

গেয়-গানং।

৩২ ৩র ৫ ১ ৩ ৫ ১ ২র ৮ ২ ১

ইমা ৮ স্তো ২ ৩ ৪ মাং। অর্হতি ২ ৩ ৪ জা। তাবেদসে ৩ হো ই।

৩ ২ ৩ ৫র ২ ৩ ৫ ১ ২র ৩ ২ ১

রথামী ২ ৩ ৪ বা। সম্মাহে ২ ৩ ৪ মা। মা নীষয়া ৩। হো ই।

৩ ২ ৩ ৫র ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২

ভদ্রা হী ২ ৩ ৪ নাঃ। প্রমাতী ২ ৩ ৩ বা। স্যাস৺সদে ৩।

১ ৩ ২ ৩ ৫ ২ ৩

হো ই। অগ্না ই সা ২ ৩ ৪ খ্যা ই। মারা ইষা ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ১ ২ ১

মা। বায়স্তবা ৩। হো ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অর্হতে' (পূজ্যায়) 'জাতবেদসে' (আদিভূতায় জ্ঞানায়) 'মনীষয়া' (নিশিতয়া বুদ্ধ্যা, প্রজ্ঞয়া) 'রথমিব' (রথঃ যথা আরোহিনাং অভীষ্টস্থানং প্রাপয়তি তদ্বৎ, ভগবৎ-সমীপ্য প্রাপকরূপং) 'ইমং স্তোমং' (এতৎ স্তোত্রং) 'সং মহেমা' (সম্যক্ পূজিতং কর্ম্মঃ, অনুসরামঃ ইতি ভাবঃ); অস্য' (জ্ঞানরূপস্য মন্ত্রদেবস্য বা) 'সংসদি' (সম্ভজনে) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'ভদ্রা হি' (কল্যাণী খলু) সাধয়তি ইতি শেষঃ; 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব।) 'তব সখ্যে' (ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি, জ্ঞানানুসারিণো ভূত্বা ইতি শেষঃ) বয়ং 'মা রিষাম' (হিংসিতা ন ভবামঃ, অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ)। সুবুদ্ধ্যা বয়ং যদা জ্ঞানানুসারিণো ভবামঃ তদা অস্মাকং শ্রেয়ো ভবতি, তদা কোঽপি অস্মান্ হিংসিতুং ন শক্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৭দ—৪সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পূজনীয় আদিভূত জ্ঞানের জন্য (পরমজ্ঞান লাভার্থ), প্রজ্ঞা-বুদ্ধির দ্বারা রথস্বরূপ (ভগবৎপ্রাপক) এই মন্ত্রকে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ (সম্পূজিত) করিতেছি, জ্ঞানস্বরূপ মন্ত্রদেবতার সম্ভজনে (সম্পূজনে) নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি এবং কল্যাণ সাধিত হয়। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার সহিত সখিত্ব হইলে (আপনার অনুসারী হইলে) আমরা আর হিংসিত হই না। (তখন আপনি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। (১অ—১প্র—৭দ—৪সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৯৪ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের ঋষি কুৎস—ইহার গেয়-গানের নাম—যজ্ঞায়ধি।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। কুৎস ঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ। অগ্নিঃ দেবতা। অর্হতে পূজ্যায়। জাতবেদসে জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে, জাতপ্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে। মনীষয়া নিশ্চিতয়া বুদ্ধ্যা। ইমং স্তোমং এতৎ স্তোত্রং। রথমিব। যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা। সংমহেমা সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ। তস্য অগ্নেঃ সংসদি সম্ভজনে। নঃ অস্মাকং। প্রমতিঃ প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ। ভদ্রা হি কল্যাণী সমর্থা খলু। অতস্তয়া বুদ্ধ্যা কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। হে অগ্নে! তব সখ্যে অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি বয়ং মা রিষাম হিংসিতা ন ভবাম। অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ॥ ৪॥ (১প্র—১কা—৭দ—৪ঘ)॥

* * *

চতুর্থ (৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ * §—

এই মন্ত্র বিশেষ সমস্যামূলক তিনটী পদ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। প্রথম 'জাতবেদসে'। এই পদে প্রধানতঃ 'অগ্নয়ে' (অগ্নির জন্য) অর্থ গ্রহণ করা হয় আমরা এখানে 'আবির্ভূত জ্ঞানের—পরম জ্ঞানের জন্য' অর্থ গ্রহণ করিলাম। সায়ণে উহার যে 'জাতপ্রজ্ঞায়' প্রতিবাক্য আছে, অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'সর্ব্বভূতজ্ঞ' রূপ উহার যে অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইতেই আমাদের ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। এই পদের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানে অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। দ্বিতীয় পদ—'রথমিব'। এখানে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ এক কল্পিত কাহিনীর সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই যে,—'সূত্রধর যেমন তক্ষ-কার্য্যের দ্বারা রথকে পরিষ্কার করে' ঐ পদে এই উপমা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া মন্ত্রকে পূজিত (পূজার যোগ্য) করা হইয়াছে।' সে পক্ষে 'সং মহেমা' পদের 'সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ' রূপ প্রতিবাক্য বেশ তান-লয়-সঙ্গত হইয়া দাঁড়ায় ইহা হইতে, কেহ বা 'বুদ্ধির দ্বারা আমরা মন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি'—এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কেহ বা, 'মন্ত্রকে আমরা পরিশুদ্ধ বা সংস্কৃত করিয়া লইয়াছি'—এই প্রকার অর্থ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, তক্ষ-কার্য্যে দক্ষ সূত্রধর যেমন রথের কাষ্ঠকে মাজিয়া-ঘসিয়া কাটিয়া-ছাঁটিয়া রথকে পরিষ্কার করে, আপনাদের বুদ্ধির দ্বারা মন্ত্রকে সেইরূপ মাজিয়া-ঘসিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা হয়,—"মনীষয়া ইমং স্তোমং রথমিব" বাক্যের এইরূপ অর্থই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। * কিন্তু ঐ

---

* ভাষ্যকার স্পষ্টতঃই এ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসরণকারিগণ কেহই এ ভাবের ব্যত্যয় করেন নাই। এ পক্ষে একটী ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রোক্ত সকল ভাবই প্রকাশমান্ দেখিবেন। যথা,—

(1) "Let us build a hymn of praise......To him I send forward a song as a carpenter (fits out) a chariot."

উপমার ভাব যে উহা নহে, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা বুঝা যায়। গত্যর্থপ্রকাশ পক্ষেই 'রথ' পদ ব্যবহৃত হয়। রথে আরোহণপূর্ব্বক গমনের ভাবই 'রথমিব' পদের প্রয়োগে সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়া থাকে। রথের উপমায় রথ খোদাই বা কাটাই-ছাঁটাই ভাব কোথাও প্রকাশিত দেখি না। বিশেষতঃ, যে বেদমন্ত্রকে শাস্ত্র অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, প্রার্থনাকারী আমার তাহার কাটাই-ছাঁটাই করিবে কি? স্তুতি-প্রস্তুতের ভাবও বেদ-মন্ত্রে আসিতে পারে না। সুতরাং নানা দিক হইতেই বিচারে সিদ্ধান্তিত হয়, এখানকার ভাব—আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাই সঙ্গত ও সমীচীন। আমাদের মতে, ঐ 'রথমিব' পদের ভাব এই যে,—'রথ যেমন আরোহীকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যায়, এবং বেদমন্ত্রও সেইরূপ মানুষকে তাহার ইষ্টদেব-সকাশে—ভগবৎসমীপে সংবাহিত করে।' এমন যে মন্ত্র—মেধাবিগণের দ্বারা, প্রাজ্ঞগণের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা—সেই মন্ত্র সম্পূজিত হয়; অর্থাৎ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সেই লক্ষ্য রাখিয়াই মন্ত্রের অনুসরণ ও অনুধ্যান করেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনায় মন্ত্রের প্রথমাংশের ("অর্হতে জাতবেদসে মনীষয়া রথমিব ইমং স্তোমং সংমহেমা" অংশের) মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'আমরা যেন আমাদের সদ্বুদ্ধির (তীক্ষ্ণবুদ্ধির) দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সেই পরমপূজনীয়, আদিভূত জ্ঞানের প্রাপ্তি-কামনায়, রথবৎ সংবাহনশীল এই মন্ত্রের পূজা অর্থাৎ অনুসরণ ও অনুধ্যান করি।'

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাব পরিগৃহীত হইলে, অপর দুই অংশের অর্থ পরিগ্রহ-পক্ষে আর কোনই সংশয় থাকে না। 'অস্য' পদে 'জ্ঞানস্বরূপ মন্ত্র-দেবতার' অথবা 'জ্ঞানের' ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ("অস্য সংসদি নঃ প্রমতঃ ভদ্রা হি" অংশের) অর্থ হয়,—'জ্ঞানের সেবায় (সম্ভজনে) বা জ্ঞানপ্রদ মন্ত্রের সেবায় প্রকৃষ্টা বুদ্ধি ও কল্যাণ সাধিত হয়।' এ সকল নিত্য-সত্য বাক্য। এ সকল বাক্যে বিরোধ উপস্থিতির সম্ভাবনা বা আশঙ্কা আদৌ নাই।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ ("অগ্নে সখ্যে মা রিষাম" অংশ) জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। পক্ষান্তরে উহাতে প্রার্থনার ভাবও ব্যক্ত হইতেছে। 'তোমার সহিত সখ্যতা হইলে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর' অথবা 'তোমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই, আমরা যেন শত্রু কর্তৃক হিংসিত না হই';—এই ভাব এই অংশে পরিব্যক্ত।

এইরূপে বুঝা যায় সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—'সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা যখন জ্ঞানানুসারী হই, তখনই আমাদের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়; কোনও শত্রুই তখন আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।' (১অ—১প্র—৭দ—৪সা)।

---

(২) "আমরা বুদ্ধি দ্বারা পূজনীয় সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি; অগ্নিভজনে আমাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট হয়; হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকলে হিংসিত হইব না।"

পঞ্চমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত
৩ ২ ৩ ২
আ জাতমগ্নিং।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ১ ১ ২
কবি৺ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং
৩ ২
জনয়ন্ত দেবাঃ॥ ৫॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ৪ ১ ৫ ৫ ৫ ১ র ১২
(১) মূর্দ্ধো হো হা ই। নন্দা২ ৩ ৪ ই বাঃ। অর তা ইং। পৃথী ৩
২ ৩১র ২ ২ ১ র ২ ১৪৫ ২ ১ ১র
ব্যাঃ। বৈশ্বানরাং। ঋত আ। জাতমগ্নীং। কবি৺ সম্রাজ
৭ ২র র ৩ ২ ৭ ১
মতি থায়িং। জনা২ ৩ নাং। আসন্নঃ পা। ত্রা ৩ জ্জন।
২ ৫ ৪
যা৩ ৪ ৩। তা৩ দা৫ ই বা৬ ৫ ৬ঃ॥ ৫॥

* * *

৪র ৫র র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
(২) হো বা ই। মূর্দ্ধো হা ই। নন্দা ই। বা ত অর! তি স্পৃথিব্যাঃ।
২ র ১ ৩ ৩ ২র ২র১র২ ২ ১ র ২ ৩৪৫ ২ র
ইহো। ইয়া ৩। ঈতয়া। বৈশ্বানরাং। ঋত আ জাতমগ্নাং। ই হো
১ ৩ ৩ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ৩ ৪ ৫ ২ র
ইয়া ৩। ঈতয়া কবি৺ সম্রা। জমতি। থজ্জনানাং। ই হো
১ ১ ২ র১ ২ ১র ২৩
ইয়া ৩। ঈতয়া। আসন্নঃ পা। ত্রা ৩ জ্জন। যন্ত
৪৫র ২ র ২ ১ ৩ ৫র
দেবাঃ। ইহো ই য়া ৩। ঈ ২। য়া২ ৩ ৪ ৫ ঔ
র ৩ ১ ১ ১ ১
হো বা। ঈ২ ৩ ৪ ৫॥ ৫॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথম ঋক্। চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সাম মন্ত্রের ঋষি—ভরদ্বাজ। ইহার গেয়-গানের নাম—বৈশ্বানর।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্তলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোহজনয়ন্, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসহযুতেন সৎকর্ম্মণা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৭দ—৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্ত্যলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষ শক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন।) (১অ—১প্র—৭দ—৫সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। বয়োর্ভারদ্বাজ ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। মূর্দ্ধানং শিরোভূতং। কস্য? দিবঃ দ্যুলোকস্য। পৃথিব্যাঃ প্রথিতায়া ভূমেঃ। অরতিং গন্তারং। যদ্বা গন্তব্যং স্বামিনং। বৈশ্বানরং বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং। ঋতে ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম। নিমিত্তসপ্তম্যেষা ঋতনিমিত্তং। আ আভিমুখ্যেন জাতং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নং। কবিং ক্রান্তদর্শনং। সম্রাজং সম্যগ্রাজমানং। যজমানানাং অতিথিং হবির্বহনায় সততং গন্তারং। যদ্বা অতিথিবিবৎ পূজ্যং। আসন্ আসনি আস্যং। দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী। আস্যভূতং। অগ্নিলক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে। পাত্রং পাতারং রক্ষকং। যদ্বা আজ্যেন ধারকং। এবংগুণবিশিষ্টং বৈশ্বানরাগ্নিং। নঃ অস্মাকং সম্বন্ধিনি যজ্ঞে। দেবাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ, দেবা এব বা। আ জনয়ন্ত আভিমুখ্যেনাজনয়ন্। অরণ্যোঃ সকাশাদ্ উদপাদয়ন্। (১প্র—.কা—৭দ—৫সা)।

• • •

পঞ্চম (৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে—জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন। এ সামের ইহা মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষ

কয়েকটীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ—'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে 'যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়'—এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্ত' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিক্-গণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন—এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিক্‌রা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, তাঁহারই বিষয় ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য-কথা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত আছে,—ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম—'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্মে পরব্রহ্মের সংস্রব আছে—সত্যের সংস্রব আছে—জ্ঞানের সংস্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ, সৎকর্ম্ম মাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠান মাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্র—যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আ-জাতমগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যেই ঐ অংশের সমস্ত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ' পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তার পর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে

কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে, দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি?—'মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ-সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে।' ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়। তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন কর,—ইহাই এই সাম মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ। (১প্র—১অ—৭দ—৫সা)।

———•———

ষষ্ঠং সাম।

বি ত্বদপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে

জনয়ন্ত দেবাঃ।

তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন

গির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ ৬॥

•.•

গেয়-গানং।

(১) ওঁ॥ বিত্বং। ও হা ই। আপো ন পর্ব্বতস্য পা ২ ৩ ষ্ঠাৎ।

উক্থেভিরগ্নে জনয়ন্তদা ২ ৩ ই বাঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বা

জয়া ২ ত স্তী। আজিম্নগা ইর্ষ বা ২ ৩ হা ৩ঃ। জায়ে

৩। গ্যু ২ রা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।

অশ্বা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥ ৬॥

•.•

(২) হা। যয়া ই দি বো হা ই। বিত্বৎ। আপো তপর্ব্ব। ৩।
পৃষ্ঠাৎ। হা। যয়াই। দিবো হা ই। উক্থাই। ভিরাগ্নে ০ জন।
যদ্দেবাঃ। হা যয়া। ই। দিবো হা ই। তং ত্বা। গিরাঃ
সুষ্ঠুতয়ঃ। বাজয়ন্তী। হা হয়া ই। দিবো হা ই। আজীং।
নগাইর্ব্ব বা ২ ৩ হা ৩ ঃ। জায়ে ৩। গ্যু ২ রা ২
৩ ৪ ঔ হো বা। অশ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ৬॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! 'পর্ব্বতস্য' (গিরিপ্রদেশস্য) 'পৃষ্ঠাৎ' (উপরিভাগাৎ) তত্র অক স্থিতাঃ 'আপঃ ন' (সলিলানি ইব, অনায়াসেন মনুষ্যাঃ যথা পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিতানি সলিলানি প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ) 'উক্থেভিঃ' (স্তোত্রৈঃ মন্ত্রমাহাত্ম্যপ্রভাবৈঃ) দেবাঃ' (অস্মাকং দেবভাবানিবহাঃ) 'ত্বৎ' (ত্বৎসকাশাৎ) 'বাজয়ন্ত' (অস্মাকং কামান্ পূরয়ন্তি, অভীষ্টং দদতি ইতি ভাবঃ); 'গির্ব্বাহঃ' (স্তুত্যা সহ বহনীয় হে জ্ঞানাগ্নে!) 'আজিং' (সংগ্রামভূমিং) 'ন' (যথা) 'অশ্বাঃ' (বাজনঃ), 'বাজয়ন্তি' (ত্বংয়া প্রাপ্নুবন্তি), তদ্বৎ 'তং' (স্তুতিবশপ্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুষ্টুতয়ঃ' (শোভনমন্ত্রস্তুতিরূপাঃ) 'গিরঃ' (বাচঃ, মন্ত্রাঃ) 'জিগ্যুঃ' (জয়ন্তি, বশীকুর্ব্বন্তি)। ইদং সাম মন্ত্রমাহাত্ম্যকীর্ত্তনমূলকং। মন্ত্রমাহাত্ম্যেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন চ জ্ঞানং সত্বরং তদধিগতং ভবতি ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৭দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত সলিলরাশি যেমন মনুষ্যদিগের অনায়াসে নিম্নভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্তোত্রমন্ত্র-প্রভাবে আমাদিগের দেবভাবসমূহ আপনার নিকট হইতে আমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ করাইয়া লয়েন। স্তোত্রমন্ত্রে বহনীয় হে জ্ঞানাগ্নি! বেগগামী অশ্ব যেমন

---

* এই সাম-মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকের অনুরূপ। সেখানে যে মন্ত্র আছে তাহা এই—"বিত্বদাপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানয়ন্ত যজ্ঞৈঃ। তং ত্বাভিঃ সুষ্টুতিভির্বাজয়ন্ত আজিং ন জগ্মুর্গির্ব্বাহো অশ্বাঃ॥" সাম মন্ত্রটীর ঋষি ভরদ্বাজ। গেয়গানের প্রথমটীর নাম আশ্ব এবং দ্বিতীয়টীর নাম ঐরত।

ত্বরায় সংগ্রাম-ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্তুতিবশপ্রসিদ্ধ আপনাকে সুস্তুতি-রূপবাক্য (বেদমন্ত্র) বশীভূত করিয়া থাকে। (ভাব এই যে,—মন্ত্র-সাহায্যে ও সৎকর্ম্মপ্রভাবে জ্ঞান সত্বর অধিগত হয়।)। (১অ—১প্র—৭দ—৬সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ। অগ্নিঃ দেবতা। হে অগ্নে! ত্বং তৎসকাশাৎ। উক্থেভিঃ উক্থৈঃ স্তোত্রৈঃ যজ্ঞৈর্হবির্ভিশ্চ। দেবাঃ স্তোতারঃ। কামান্ আত্মনঃ ব্যাপ্নবন্ত বিবিধং জনয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পর্ব্বতস্য মেঘস্য পৃষ্ঠাৎ উপরিভাগাৎ আপো ন আপ উদকানি যথা তদ্বৎ। অপি চ, হে গির্ব্বাহঃ। গীর্ভিঃ স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্‌ভিঃ বহনীয়াগ্নে। তবস্যবাঃ স্তোতারঃ। ত্বং প্রসিদ্ধং ত্বা ত্বাং। বাজয়ন্তি বলিনং কুর্ব্বন্তি। যদ্বা বাজমন্নমিচ্ছন্তি। অপি চ। ত্বং সুষ্টুবয়ঃ শোভনস্তুতিরূপাঃ। গিরঃ বাচঃ ত্বিশ্মঃ জয়ন্তি বশীকুর্ব্বন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অশ্বাঃ বাহাঃ আজিং সংগ্রামং যথা শীঘ্রং জয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৬॥ (১অ—১প্র—৭দ—৬সা) ॥

• • •

ষষ্ঠ (৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রকটিত হইল, সহসা তাহা দেখিলে, দেবতাকে যেন বড়ই তোষামোদপ্রিয় বলিয়া মনে হইতে পারে। সেইজন্য স্তোত্র মন্ত্র স্তুতি প্রভৃতি শব্দ যে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ, বুঝা উচিত—স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বারা ভগবানের কোনও গৌরববৃদ্ধি হয় না; কেন-না, তিনি গৌরব-মহিমার অতীত, বিশেষণে তাঁহার গৌরব-মহিমা ব্যক্ত হইবার নহে। তবে যে তাঁহার উদ্দেশ্য স্তুতিমন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হয়, তাহার লক্ষ্য কি? ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তোত্র-মন্ত্রাদি দ্বারা আপনাদেরই চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদন হয়;—আপনারাই উপকার প্রাপ্ত হই। স্তোত্রের দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা, ভগবানকে আহ্বান করিতে করিতে, হৃদয়ে এক সদ্ভাব জাগিয়া উঠে,—প্রাণ এক পরম প্রীতিরসে আর্দ্র হয়; আর সেই প্রীতির ও আনন্দের মধ্য দিয়া চির আনন্দময় ধামে আশ্রয় পাওয়া যায়। স্তোত্রমন্ত্রাদির উহাই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া। সুতরাং স্তোত্রমন্ত্রাদির দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া তিনি যে বাড়িয়া গেলেন, তাহা মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র; পরন্তু তদ্দ্বারা আপনাদেরই শ্রেয়ঃ সাধিত হয়—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তবে মন্ত্রে এমন কথা বলা হইল কেন—'মন্ত্র তাঁহাকে বশীভূত করিয়া থাকে বা তাঁহাকে জয় করিয়া থাকে?' এখানে ভাবিয়া দেখা উচিত—মানুষ আমরা কি চাই, আর মন্ত্রে আমরা কি পাই? আমরা চাই—সুখ; আমরা চাই—আনন্দ। কিন্তু সেই সুখ আর সেই আনন্দ,—চিত্তশুদ্ধিতে শুদ্ধসত্ত্বভাবেই অধিগত হয়; মন্ত্র সেই চিত্তশুদ্ধির ও শুদ্ধসত্ত্বভাবের উৎপত্তিমূল। মন্ত্রের উচ্চারণে ও অনুধ্যানে, সৎকার্য্যে।

প্রবৃত্তি আসে, হৃদয়ে সদ্ভাব জাগিয়া উঠে; তাহাতে, আনন্দের পর আনন্দ পরমানন্দ লাভ হয়। ভগবান্ আনন্দময়; আনন্দ যেখানে, সেখানেই তিনি আনন্দ-রূপে বিদ্যমান আছেন। এই ভাব হইতেই তিনি মন্ত্র বশীভূত হইয়া থাকেন বলা হয়। এই জন্যই, "ভক্তিডোরে ভগবান্ বাঁধা থাকেন"—প্রবাদ-বাক্য আছে।

যা'হা হউক, এখন ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের কি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আমাদের অর্থ তাহা হইতে কোন্ অংশে কি কারণে পৃথক্ হইল, তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ,—"হে অগ্নিদেব! স্তোতৃগণ স্তোত্রের দ্বারা আপনার নিকট আপনাদের কামনা পূরণ করিয়া লইতেছেন। মেঘ হইতে যেমন বৃষ্টিপাত হয়, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ স্তোত্রের দ্বারা তোমার মহিমা সেইরূপ বৃদ্ধি করিতেছেন। ঘোটক যেমন যুদ্ধজয়ী হয়, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিদিগের স্তুতিবাক্যগুলি সেইরূপ তোমাকে জয় করিবে।"

এক্ষণে ভাষ্যকারের সহিত কোন্ কোন্ স্থানে আমাদের মতবিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করুন। প্রথমতঃ, তিনি "পর্ব্বতস্য" পদে "মেঘস্য" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি "ভরদ্বাজাঃ স্তোতারঃ" পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, তিনি "ত্বাং বলিনং কুর্ব্বন্তি" অর্থাৎ স্তোতৃগণই তোমাকে বলশালী করিয়াছেন, স্তোতারাই তোমার মাহাত্ম্য বাড়াইয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন।

আমরা বলি,—"পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠাৎ আপো ন" বাক্যে "পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত জলের ন্যায়" অর্থই সঙ্গত হয়। মেঘের জল মানুষ অনায়াসে—অনায়াসে কেন—কোনরূপ আয়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু পর্ব্বতের উপরে যদি জল সঞ্চিত থাকে, সামান্য একটু পথ (খাত) করিয়া দিতে পারিলেই সে জল নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হইয়া আসে। এখানে উপমার, উপমান উপমেয় প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করুন। 'স্তোত্রের দ্বারা' বলায়, একটু প্রয়াসের ভাব আসে; নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না,—স্তোত্র-উচ্চারণ-রূপ একটু প্রয়াসও অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে তাঁহার অনুগ্রহ পাওয়া যাইবে,—আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। স্তোত্র-উচ্চারণ-রূপ সে অল্প আয়াস, পর্ব্বতপৃষ্ঠে সঞ্চিত জল-নিঃসারণে পথ-প্রস্তুত-রূপ আয়াসের সাদৃশ্য খ্যাপন করিতেছে। পক্ষান্তরে এখানে ভগবানের করুণারও বেশ পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্টি আনয়ন—মানুষের সাধ্যাতীত; এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানও সে পক্ষে কৃতকার্য্য হয় নাই। কিন্তু পাহাড়ের উপরে জল জমিয়া থাকিলে, তাহা নিঃসারণ করার চেষ্টা—অল্পবুদ্ধি মনুষ্যমাত্রেই করিতে পারে। এখানে পক্ষের মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'মানুষ! তোমাদের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। পর্ব্বতস্বরূপ পৃষ্ঠদেশে তাঁহার করুণাবারি সঞ্চিত রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিয়া, একটু পথ করিয়া লইয়া, সে করুণার ধারা গ্রহণ কর। তোমার পরিতপ্ত-প্রাণ শান্তিশীতলতা লাভ করুক।'

ভরদ্বাজাদি ঋষিরা তোমার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতেছেন—এরূপ বাক্য অধ্যাহার করার কোনই প্রয়োজন দেখি না। মূলে যখন ভরদ্বাজ-পদ নাই, কেন সে পদ টানিয়া আনি? মূলে 'বাজয়ন্তি' পদ আছে। তাহা হইতে ঐ কর্তৃপদ (ভরদ্বাজাঃ) অধ্যাহৃত

হইয়াছে ; এবং 'বাজয়ন্তি' পদে 'বলিনং কুর্ব্বন্তি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'বাজয়ন্তি' পদের মূল গত্যর্থক 'বজ্' ধাতু ; তাহা হইতে 'গমন করা' 'প্রাপ্ত হওয়া' প্রভৃতি অর্থই সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ 'বাজিনঃ' পদের সহিত উহা সম্বন্ধযুত মনে করিলে, "বাজিনঃ বাজয়ন্তি" পদদ্বয় সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। তাহাতে স্তুতি দ্বারা দেবতার মাহাত্ম্য-বৃদ্ধি করার অথবা দেবতাকে বলশালী করার কোনও ভাব থাকে না ; অথচ, উপমারও সঙ্গত প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়।

মন্ত্রের অন্তর্গত আর দুই একটী পদের বিষয় এক্ষেত্রে আলোচনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। একটী পদ—'গির্ব্বাহঃ'। এখানে কেহ কেহ 'স্তুতিবাহকঃ' অর্থ করেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। স্তুতির দ্বারা সংবহনীয় (স্তুতিরূপাভিঃ বাগ্‌ভির্ব্বহনীয়) অর্থই এখানে সঙ্গত। ভাব এই যে,—স্তোত্রমন্ত্রে সদ্ভাবের সঞ্চারে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়,—ভগবান্ সংবাহিত হন। 'আজং' পদের সার্থকতা এই যে, সংসার-সমরক্ষেত্রে পাপের সহিত দ্বন্দ্বে মানুষ নিয়ত বিব্রত হইয়া আছে। সেখানে দেবতার সাহায্য পাইলে, জয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সুস্তুতি দ্বারা দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা ভগবানে স্তুতিপরায়ণ হও, তাঁহার পূজায় ব্রতী হও সংসার-সমরাঙ্গনে জয়ী হইতে পারিবে।' ইহাই এ মন্ত্রের শিক্ষা। (১অ—১প্র—৭দ—৬সা) ।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

২ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২র
আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং

৩ ২ ৩ ১ ২
সত্যযজং রোদস্যোঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্য-

৩ ১ ২
রূপমবসে কৃণুধ্বং ॥ ৭ ॥ *

• • •

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্। অষ্টম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সাম-মন্ত্রের ঋষি বামদেব। ইহার প্রথম গেয়-গানের নাম—রৌদ্র। দ্বিতীয় গেয়-গানের ঋষি—বামদেব।

গেয় গানং।

৪র ৫র র ৪ ৩ ১র ৩ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
আবোরাজা। নমধ্ব! রস্য। রুদ্রাং। হোতা। রাং। স।

২ ৪ ৫ ২ ১ ৩ ২ র ৫
ত্যযজা ৩ং। রোদসীয়োঃ। অগ্নিস্পু। রা। তনয়ি।

২৪ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ৩ ২ ১ র ২
ত্নে রচিত্তাৎ। হিরণ্য। রূ! পা ৩ মব। সা ৩ ৪ ৩ ই।

২ ৩ ১
কা ২ মু ৫ ধ্বা ৬ ৫ ৬ং॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনুষ্যাঃ। 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'অধ্বরস্য' (হিংসাপ্রত্যবায়াদি-রহিতস্য কর্ম্মণঃ) 'রাজানং' (অধিপতিং) 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'রুদ্রং' (শত্রুদমনশীলং, রৌদ্রমূর্ত্তিধরং) 'রোদস্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'সত্যযজং' (সত্যজ্ঞানানন্দলক্ষণস্য সঙ্গময়িতারং, চিদানন্দপ্রদং) 'হিরণ্যরূপং' (সুবর্ণপ্রভং, দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানময়ং দেবং) 'তনয়িত্নোঃ' (অশনেঃ. অশনিপতনসদৃশাৎ ইতি যাবৎ) 'পুরা' (প্রাগেব) 'আকৃণুধ্বং' (সম্যক্‌প্রকারেণ তং দেবং ভজধ্বং)। বজ্রবৎ অকস্মাৎ মরণং আয়াতি? তদ্বিদিত্বা হে জীব! ত্বরয়া ভগবৎপদাঙ্কানুসারী ভব, ক্ষণমপি কালব্যাজং মা কুরু। ইত্যেবং উপদেশ ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৭দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মনুষ্যগণ! তোমাদের রক্ষার জন্য, তোমরা সেই হিংসাপ্রত্যবায়াদি রহিত কর্ম্মের অধিপতি, দেবভাবের আহ্বাতা, (আমাদের) শত্রু-দমনে রুদ্রমূর্ত্তিধর, দ্যাবাপৃথিবীর আনন্দ-সঙ্গময়িতা (চিদানন্দ প্রদ), দিব্য-জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, অশনি-পতনের ন্যায় সহসা মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে, সম্যক্‌প্রকারে ভজনা কর; (বজ্রপতনবৎ হঠাৎ কখন মৃত্যু আসিবে স্থির নাই; সুতরাং মুহূর্ত্ত-কালক্ষয় না করিয়া ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হও—এই উপদেশ) (১ক—১প্র—৭দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। বামদেবো ঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। অধ্বরস্য যজ্ঞস্য। রাজানং অধিপতিং। হোতারং দেবানামাহ্বাতারং। রুদ্রং রোদয়মাণং দ্রবন্তং, শত্রূন্ রোদয়ন্তং বা। যথা, এষ বা ঘোরা তনূর্যদ্রুদ্র ইতি

রুদ্রাখ্যকং। রোদস্যোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ। সত্যযজং সত্যস্যানন্দস্য দাতারং। যদ্বা সত্যযজ সত্যেন হবিষা দেবান্ যজন্তং। যদ্বা সত্যস্যানন্দলক্ষণস্য সঙ্গময়িতারং। রোদস্যোর্ব্ব্যাপ্য বর্ত্তমানং। হিরণ্যরূপং সুবর্ণপ্রভং। এবংবিধং অগ্নিং বঃ যুষ্মাকং অবসে রক্ষণায়, তনয়িত্নোঃ তনয়িত্নুরশনি সম্যাকম্পকঃ, তৎসদৃশাদ্, অচিত্তাৎ ন বিদ্যতে চিত্তং যস্মিন্ তদচিত্তং, চিত্তোপলক্ষিতসর্ব্বেন্দ্রিয়োসংস্কারো মরণামতি যাবৎ, তস্মাস্মরণাৎ। পু। প্রাগেব। আ কৃণুধ্বং যূয়ং সমস্তাদ্ভিরগ্নিং ভজধ্বং ॥ ৭ ॥ (১কা—১প্র—৭দ—৭সা)॥

• • •

সপ্তম (৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

দিন তো ঘনাইয়া আসিল। বজ্র তো মস্তকের উপর দোদুল্যমান রহিয়াছে। কখন সে বজ্র পাত হইবে, কোনই স্থিরতা নাই। এই মুহূর্ত্তেই, অশনিপাতের ন্যায়, হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তোমাকে গ্রাস করিতে পারে। তবে, আর কালবিলম্ব কর কেন? এখনও ভগবানের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লয়। যদি শ্রেয়ঃ চাও। যদি রক্ষা চাও, আর ক্ষণবিলম্ব করিও না,—এই মুহূর্ত্তেই শরণাগত হও। মন্ত্র, সকল মনুষ্যকে সম্বোধন করিয়া, এই বিবেক-বাণী ঘোষণা করিতেছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তোমরা অগ্নিদেবের ভজনা কর। বিশেষণে পরিচয় আছে,—সে অগ্নিদেবের স্বরূপ কি? তিনি জ্ঞানময় দেবতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার ভজনা কর—কি না জ্ঞানানুসারী হও। ভগবানের পূজায়, ভগবানের ধ্যানে, জ্ঞান লাভ হয় জ্ঞানেই মুক্তি। যদি মরণের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, দেবতার পূজায়—জ্ঞানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। জ্ঞানস্বরূপ দেবতা, জ্ঞানরূপে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া, তোমার পরমানন্দ প্রদান করিবেন।

সেই জ্ঞানদেবতা কেমন? নানারূপ পরিচয়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে—তিনি "রোদস্যোঃ সত্যযজং।" কি স্বর্গলোকে, কি পৃথ্বীলোকে, সর্ব্বত্র তিনি চিদানন্দরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। সত্যই আনন্দ। অনাবিল-আনন্দ যদি সংসারে কোথাও থাকে, সে সেই সত্যের অভ্যন্তরেই আছে। যেখানেই সত্য, সেখানেই তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার পক্ষে—আর যত বিশেষণ আছে, আমরা মনে করি, তাহার মধ্যে এই বিশেষণটিই তাঁহার পূর্ণ দ্যোতক। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না,—হিংসা-প্রত্যবায়াদি-পরিশূন্য কর্ম্মে (অধ্বরে) তিনি অধিপতিরূপে কেমন ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না,—তিনি রুদ্ররূপে কেমন ভাবে আমাদিগের শত্রুদিগকে দমন করিতেছেন? অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না—তিনি আবার কেমন ভাবে আমাদিগের জন্য দেবগণের আহ্বানকারী হইয়াছেন,—আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের সমাবেশ করিতেছেন। অজ্ঞান আমরা; আমরা হয় তো

বুঝিতে পারিব না,—তিনি 'হিরণ্যরূপং' দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ই বা কেমন। 'অবসে'—আমাদের রক্ষার জন্য, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বা তাঁহার পূজা করিয়া, আমরা যে কি ফল লাভ করিব—তাহাতেও অনেক সময় সংশয় উদয় অসম্ভব নহে। কিন্তু যদি আমরা একবার বুঝি—একবার অনুভব করি,—তিনি আনন্দময় তিনি দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপিয়া আনন্দ-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে চিনিতে পারি, নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারি। তাহাতে বুঝা যায়,—নির্ম্মল আনন্দময় যে সদ্ভাব, সেই তাঁহার অধিষ্ঠান-স্থান। তাহাতে বুঝা যায়,—সদ্ভাব-প্রাপক যে কর্ম্ম, তাহারই মধ্যে তিনি বিরাজমান রহিয়াছেন। এ মন্ত্র আমাকে সেই সন্ধান প্রদান করিল।

ভাষ্য ও তদনুসারী ব্যাখ্যায় প্রকাশ—ঋত্বিক্‌গণকে ও যজমানদিগকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। আমরা বলি, মন্ত্রটী আত্ম-উদ্বোধন-মূলক। ভগবানের অনুধ্যানে জনহিতকামনায় প্রাণ উদ্বেলিত হইলে, এই মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণে মানুষ সমর্থ ও অধিকারী হয়। * (১অ—১প্র—৭দ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩

ইন্ধে রাজা সমর্য্যো নমোভিঃ যস্য

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্রতীকমাহুতং ঘৃতেন।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

নরো হব্যেভিরীড়তে সবাধ অগ্নিরগ্রমুষসামশোচি ॥ ৮ ॥

* এই মন্ত্রের সম্বোধন ও লক্ষ্য বিষয়ে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে একটু মতান্তর দৃষ্ট হয়। কাহারও ধারণা, এখানে রুদ্রের সম্বোধন আছে। এ বিষয়ে একটি ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

(I) "Draw Rudra hither for your protection, the king of sacrifice, the truly sacrificing Hoti of the two worlds, the golden-coloured Agni, before the unseen thunder bolt (strikes you)"

(২) "হে ঋত্বিকগণ! যজ্ঞের অধিপতি, দেবগণের আহ্বাতা, দ্যাবাপৃথিবীর জন্মদাতা স্বর্ণপ্রভ রুদ্র অগ্নিকে তোমার রক্ষার জন্য বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্ব্বেই সেবা কর।"

গেয়-গানং।

(১) ইন্দ্রা২১২৩৪ই। হাউহাউহাউ। রাজা সমর্য্যো ন।
মো মো রোভীঃ। ওভীঃ। যস্যা ২১২৩৪। হাউ। হাউ।
হাউ। প্রতীকমাহুতঙ্ঘৃ। তা ই না। আইনা। আইনা।
নরা ৩১২৩৪ঃ। হাউ হাউ হাউ। হব্যেভিরীড়তে
স। বাধা। বাধাঃ। আগ্না ৩১২৩৪ই। হাউ
হাউ হাউ। অগ্রমুষমা ২৩ মশা উ। বা ৩।
চী ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥ *

* * *

(২) হোঁ হো ২। হোঁ হো ২। হোঁ হো ই। ইন্দ্রে রাজা সমর্য্যো
না ৩ মা ভা ২ঃ। ওভা২ঃ। ওভী২ঃ। যস্য প্রতীক-
মাহুতঙ্ঘৃং ৩ তা ই না ২। আইনা ২। আইনা ২। নরো
হবে ভিরীড়তে সা ৩ বাধা ২ঃ। বাধা ২ঃ। বাধাঃ ২ঃ।
হোঁ হো ২। হোঁ হো ই। আগ্নিরগ্রমুষসা ২৩
মশাউ। বা ৩। চো ২৩৪৫ ॥ ৮ ॥ *

* * *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭ম মণ্ডলের ৭ম সূক্তের প্রথমা ঋক্। (প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম মন্ত্রের ঋষি—বশিষ্ঠ। ইহার প্রথম গেয়-গানের নাম—বৈশ্ব, এবং দ্বিতীয় গেয়-গানটীর নাম—জ্যোতিঃ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজা' (হৃদি রাজমানঃ হৃদয়রাজ্যানাং অধিপতিঃ) 'অর্য্যঃ' (স্বামী, সর্ব্বাসাং মনোবৃত্তীনাং অধিস্বামী) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'নমোভিঃ' (স্তুতিভিঃ সহ, জ্ঞানানুশীলনেন সহ) 'সমিদ্ধে' (সমিধ্যতে, সম্যক্ দীপ্যতে, হৃদি ইতি শেষঃ); 'যস্য' (জ্ঞানরূপস্য দেবস্য) 'প্রতীকং' (রূপং, আদর্শং) ঘৃতেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন) 'আহুতং (পূজিতং, অনুধ্যাতং ভবতি ইতি শেষঃ) 'সবাধঃ' (বিচরণমার্গে বাধাপ্রাপ্তঃ, দুঃখাক্রান্তঃ) 'নরঃ' (মনুষ্যঃ) যদা তং দেবং 'হবৈঃ' (আহবনীয়ৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বৈরিতি যাবৎ) 'ঈড়াতে' (পূজয়তি); তদা অগ্নিঃ' (স জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'উষসাং' (উষঃ-কালানাং) 'অগ্রং' (পুরতঃ, সম্মুখং) 'আ অশোচি' (সর্ব্বতোভাবেন দীপ্যতে)। উষা-লোকো যথা অন্ধকারনাশানন্তরং অগ্রতো ব্যাপ্নোতি, তথা, জ্ঞানদেবঃ অনুসারিণাং পথপ্রদর্শনায় পুরতো ভাতি। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৭দ—৮সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে-দীপ্যমান) সকল মনোবৃত্তির অধিস্বামী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, স্তুতিমন্ত্রের সহিত (জ্ঞানানুশীলনের সহিত) সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়েন। জ্ঞানদেবতার রূপ বা আদর্শ শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সম্পূজিত (অনুধ্যাত) হয়। সংসার-ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণে বাধা-প্রাপ্ত (দুঃখাক্রান্ত) মনুষ্য যখন (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) আহবনীয় দ্বারা পূজা করেন, তখন সেই জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব ঊষাকালের ন্যায় অগ্রে অগ্রে সর্ব্বতোভাবে দীপ্যমান হয়েন; (অর্থাৎ, ঊষালোক যেমন অন্ধকার দূর করিয়া আপন সম্মুখভাগে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েন। জ্ঞানদেবতাও সেইরূপ অজ্ঞানতা দূর করিয়া হৃদয়ে প্রবাহিত হয়েন)। (১অ—১প্র—৭দ—৮সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। রাজা দীপ্তং, অর্য্যঃ স্বামী হবিষাং প্রেরকো বা অগ্নিঃ নমোভিঃ স্তুতিভিঃ সহ সমিদ্ধে সমিধ্যতে। যস্য অগ্নেঃ প্রতীকং রূপং ঘৃতেন আহুতং ভবতি। যে চ নরঃ অস্মদীয়াঃ, সবাধঃ সংশ্লিষ্টাঃ সঞ্জাতবাধাঃ, হব্যেভিঃ হব্যৈঃ সার্দ্ধং ঈড়তে স্তুবন্তি সঃ অগ্নিঃ উষসাং অগ্রঃ আ অশোচি আ দীপ্যতে ॥ ৮ ॥ (১কা—১প্র—৭দ—৮সা)।

• • •

অষ্টম (৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা অগ্নি মাত্রকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবর্ত্তিত আছে। ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির তেজঃ বৃদ্ধি পায়, ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক অগ্নিকে দীপ্যমান করিতেছি, রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক যজ্ঞকার্য্যে বাধা-প্রাপ্ত হইয়াও মনুষ্যেরা তাঁহাতে আহুতি প্রদান করিতে বিরত হইতেছে না, উষাকালের পূর্ব্বেই প্রজ্বলিত হইতেছেন;—এইরূপ সকল ভাব এই মন্ত্রে সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। * ভাষ্যেও প্রায় ঐ ভাবই প্রকটিত। ভাষ্যকার ঈড্যতে' ক্রিয়া-পদের 'স্তুবন্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়া, 'নর' পদের 'অস্মদীয়াঃ' প্রতিবাক্য আম্নন করিয়াছেন; এবং একটী 'যে' পদ অধ্যাহার করিতে ও 'সবাধঃ' স্থলে 'সবাধাঃ' (সংশ্লিষ্টাঃ) বহুবচনের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—'আমাদিগের মধ্যে যে সকল মনুষ্য বাধা প্রাপ্ত হইয়া হব্য দান করে' ইত্যাদি। যাহা হউক, আমরা যে দিক্ হইতে যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই একটু আলোচনা করিতেছি। কোন্ পক্ষে কোন্ ভাব মন্ত্রে প্রকটিত আছে, তাহাতেই তাহা বোধগম্য হইবে।

হৃদয়ে জ্ঞানালোক-প্রকাশ বিষয়েই যে মন্ত্রটীর প্রয়োগ, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের লক্ষ্য—জ্ঞানদেবতা। তাঁহাকে 'রাজা ও 'অর্য্য' বলা হইয়াছে। 'রাজা' পদে, জ্ঞানই যে হৃদয়-রাজ্যের রাজা, জ্ঞানই যে হৃদয়ে দীপ্যমান হয় সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'অর্য্য' পদের 'স্বামী' প্রতিবাক্যই (ভাষ্যানুসারে) গ্রহণ করি। কিন্তু স্বামী বলিলেই 'কাহার স্বামী' এরূপ প্রশ্ন জাগরূক হয়। আমরা তাই 'সকল মনোবৃত্তির স্বামী' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। জ্ঞানই যে সকল মনোবৃত্তির স্বামী, মনোবৃত্তি যে সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না 'নমোভিঃ' পদে স্তুতি নমস্কারই বুঝায়। কিন্তু ঐ পদের গূঢ় তাৎপর্য্য—যাঁহার নমস্কার করি, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, তাঁহার গুণাদর্শের অনুধ্যান ও অনুসরণ করা। তাই জ্ঞানপক্ষে 'জ্ঞানের অনুশীলন' ভাব গ্রহণ করি। 'সমিদ্ধে পদে 'হৃদয়ে দীপ্তিমান্ হয়'—এই ভাব মনে আসে। জ্ঞানপক্ষে, যতই অনুশীলন করিবে, ততই হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, ততই অগ্রসর হইতে পারিবে—ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশের ("রাজা অর্য্যঃ অগ্নিং নমোভিঃ সমিদ্ধে' অংশের) তাৎপর্য্য হয় এই যে,—"যে জ্ঞানদেবতা আমাদের হৃদয়ের অধীশ্বর আমাদের মনোবৃত্তি সমূহের স্বামী, আমাদের

---

* এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে প্রচলিত ভাব বুঝা যাইবে। যথা—যাঁহার রূপ ঘৃত দ্বারা আহুত হয়, নেতাগণ বাধাযুক্ত হইয়া যাঁহাকে হব্যের সহিত স্তুত করে, সেই রাজা, স্বামী, (অগ্নি) স্তুতির সহিত সমিদ্ধ হইতেছেন। অগ্নি উষার অগ্রে দীপ্ত হন।"

অনুষ্ঠান-অনুশীলন-কর্ম্ম এভাবেই আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে দীপ্যমান করি। অর্থাৎ, আমরা যদি তাঁহার সেবায় জ্ঞানানুসন্ধানে জ্ঞানের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি পক্ষে প্রযত্নপর না হই, তাহা হইলে জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, জ্ঞানহীন হৃদয় মরুভূমিসদৃশ। মরুস্থলীতে রাজরাজেশ্বর কখনও আগমন করেন না।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশকে (মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার "যস্য প্রতীকং ঘৃতেন আহুতং" অংশকে) এ পক্ষে প্রথমাংশেরই অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব মন্ত্রে ঐ যে 'নমোভিঃ' পদ আছে তাহা কি প্রকারে—এখানে সেই আভাস প্রাপ্ত হই। 'ঘৃতেন' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব বুঝাইতে পারে, পূর্ব্বে আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। ফলতঃ শুদ্ধসত্ত্বের আহুতি দেও, তাহা দ্বারাই তিনি তাঁহার নমস্কার হইবে, তাহা দ্বারাই তিনি প্রদীপ্ত হইবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের (আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) এইরূপে এক অভিনব ভাবসঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশ ("সবাধঃ" হইতে 'আ অশোচি" পর্য্যন্ত) কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, অনুধাবন করুন। এখানে প্রথম পদ—'সবাধঃ'। ঐ পদের ভাব—'দুঃখাক্রান্ত'। যে পথে মানুষ অগ্রসর হইতে চায় সে পথে বাধা-প্রাপ্তিই দুঃখ। সুপথেই হউক, আর কুপথেই হউক, বাধা সকল পথেই আছে। তাহাই দুঃখ। এখানে বলা হইতেছে,—'সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল সেইরূপ বাধাপ্রাপ্ত (দুঃখপ্রাপ্ত) জন যদি জ্ঞানানুসারী হয়, তাহার সে বাধা অপসৃত হয়; যে অজ্ঞানান্ধকারের কুহেলিকা তাহার গন্তব্য পথ ঘেরিয়া তাহাকে বাধা-বিভীষিকা দেখাইতেছিল, সে কুহেলিকা তখন দূর হইয়া যায়। তার পর দেখুন, "উষসাং অগ্রঃ" পদদ্বয় উপমায় কি সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে। জ্ঞানানুসরণের ফলে, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে, ঊষার আলোক বিচ্ছুরিত হয়। ঊষার আলোক যেমন, অগ্রে অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া, সম্মুখের অন্ধকারকে বিতাড়িত করিতে করিতে অগ্রসর হয়; জ্ঞানানুসারী জনের জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করিয়া আপন জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশেও তাৎপর্য্য এই যে,—মানুষ! তুমি বৃথাই বিপদে পড় না, কেন জ্ঞান-দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও। তোমার সকল বিপদ দূরে যাইবে। আঁধার টুটিবে, তুমি আলোক পুলকে মগ্ন হইবে।' (১ম—১প্র—৭দ—৮সা)।

—•—

নবমং সাম।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী

৩ ১ ২

বৃষভো রোরবীতি।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দিবশ্চিদন্তা দুপমামুদানডপামুপস্থে মহিষো ববর্দ্ধ ॥ ৯॥

গেয়-গানং।

২ র ১   ২ ১ ১র   ২ ১   ১   ১ ২   ১

(১) প্রকেতুনা। বৃহত্তায়া। তিয়গ্নাইঃ হো ই হো বা ৩ হো ই।

২র র ২   ২ ১র   ২১র২   ১   ১ ২   ১

আরোদসাই বৃষভো রো। রবীতাই। হোই হো বা ৩ হোই।

২ র ১ র   ২র ১   ২১র   ২র

অপামুপা। স্থে মহিষো। ববর্দ্ধা। হে ই হোবা হা ৩ ১ উ।

২   ১   ১ ১ ১ ১

বা ২ ৩। দে ৩। দিবা ২ ৩ ৪ ৫ ং॥ ৯॥

* . *

৫   ২ র ৯   ৩   ৫   ১ র   ২৩২   ২ ৩৪৫

(২) হা। হা ঔ হো ই। প্রা ২ ৩ ৪ কে। তু না। বৃহতা। যাতিয়গ্নীঃ।

২ র ৯   ৩   ২ ৫র   ১   ২৩২   ২৩৪৫

হা। হা ঔ হী ই। আ ৩ ৪ রো। দসাই। বৃষভো ৩। রোরবাতি।

২ র ৯   ৩   ৫   ১   ২   ১র

হা। হা ঔ হো ই। দী ২ ৩ ৪ বাঃ। চিদা। তা ৩ দুপ।

২ ৩৪৮   ৯   ৩   ৫   ১   ২

মামুদানট্। হা। হা ও হো ই। আ ২ ৩ ৪ পাং। উপাস্থে

১   ২ ৩৪৫   ২ র ৯ ৩

৩ মহি। সোববর্দ্ধা। হা হা ঔ হো বা ২ ৩ ৪ ঔ

২   ১র ১ ১ ১ ১

হো বা। এ ৩। দিবা ২ ৩ ৪ ৫ ং॥ ৯॥ *

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) যদা 'বৃহতা' (মহত্যা) 'কেতুনা (জ্ঞানস্য বিজয়পতাকয়া সহ) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আয়াতি' (আগচ্ছতি) তদা 'বৃষভঃ' (হৃদায় অভীষ্টবর্ষণশীল-রূপঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'রোরবীতি (প্রতিধ্বনয়তি, স্বপ্রকাশো ভবতি); 'মহিষঃ' (মহত্বসম্পন্নঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'দিবঃ চিৎ' (দ্যুলোকস্য অভ্যন্তরে' 'অন্তাৎ' (তস্য চ বহিঃ-প্রদেশাৎ আরভ্য ইতি যাবৎ) 'উপমাং' (অস্য লোকস্য অন্তিকং, সর্ব্বলোকসীমান্তং) 'উদানট্' (স্বতেজসা ব্যাপ্নোতি), কিঞ্চ 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'উপস্থে' (সমীপে) 'ববর্দ্ধ' (বর্দ্ধতে, সম্যক্ প্রদীপ্তো ভবতি)। জ্ঞানস্য ফলপ্রদায়কত্বং সর্ব্ববিদিতং জ্ঞানসঞ্চারেণ সহ নরঃ সুফলং লভতে। সত্ত্বভাব এব জ্ঞানস্য নিবাসস্থানং। (.অ—১প্র—৭দ—৯সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথম ঋক। সপ্তম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিশিরা—এই সামের ঋষি। গেয়গান দুইটীর নাম—সাম।

অথবা,

বিজয়ী বীরো যথা 'বৃহতা' (মহত্যা) 'কেতুনা' (পতাকয়া সহ) 'প্র যাতি' (রাজ্যং প্রবিশতি) 'রোদসী' চ (দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ) 'রোরবীতি' (বিজয়নিনাদেন প্রতিধ্বনয়তি); তদ্বৎ, 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ, অমিতপ্রভাবশালী) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'দিবশ্চিৎ' (দ্যুলোকস্য অপি) 'অন্তাৎ' (বহিঃপ্রদেশাৎ) 'উপমাং' (ইহলোকস্য অন্তিকং, সর্ব্বলোকসীমান্তং) 'উদানট্' (স্বতেজসা ব্যাপ্নোতি) এবং 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'উপস্থে' (সমীপে) 'মহিষঃ' (মহান্) 'ববর্দ্ধ' (বর্দ্ধতে, সম্যক্ প্রদীপ্তো ভবতি)। জ্ঞানস্য প্রভাবঃ সর্ব্বত্র অব্যাহতো ভবতি; সত্ত্বভাবসহযুতেন তৎপ্রভাবো বিবর্দ্ধতে। ইতি ভাবঃ॥ (১অ—১প্র—৭দ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা যখন আপনার মহতী বিজয়পতাকা-সহ দ্যুলোকে ও ভূলোকে আগমন করেন, তখন তাঁহার অভীষ্টবর্ষণশীল রূপ সর্ব্বতোভাবে স্বপ্রকাশ হয়। মহত্ত্বসম্পন্ন সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা দ্যুলোকের অভ্যন্তরে এবং তাহার বহিঃপ্রদেশে ইহলোকের সীমান্ত পর্য্যন্ত আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হন বটে, কিন্তু সত্ত্বভাবের সমীপেই তিনি সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়েন।) ভাব এই যে,—জ্ঞানের ফল-প্রদায়কত্ব সর্ব্ববিদিত। জ্ঞান-সঞ্চাবের সহিত মানুষ সুফল লাভ করে; সত্ত্বভাবই জ্ঞানের নিবাসস্থান।)॥ (১অ—১প্র—৭দ—৯সা)॥

অথবা,

বিজয়ী বীর যেমন বৃহৎ পতাকা সহ রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে জয়নিনাদে প্রতিধ্বনিত করেন; সেইরূপ, অভীষ্টবর্ষণশীল (অমিতপ্রভাবশালী) সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) দ্যুলোকের বহিঃপ্রদেশ হইতে ইহলোকের সীমান্ত পর্য্যন্ত (সর্ব্বলোকে) আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হয়েন, এবং সত্ত্বভাবের সমীপে মহান্ প্রদীপ্ত থাকেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাব সর্ব্বত্রে অব্যাহত, সত্ত্বভাবেরসহযোগে সে প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হয়।)॥ (১অ—১প্র—৭দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। ত্রিশিরাস্ত্বাষ্ট্রঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। অগ্নিঃ বৃহতা কেতুনা প্রজ্ঞাতেন যুক্তঃ সন্ আ ইদানীং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ প্রযাতি প্রকর্ষেণ গচ্ছতি। কিঞ্চ দেবানামাহ্বানকালে বৃষভঃ ইব রোরবীতি অত্যর্থং শব্দং করোতি। দিবশ্চিৎ অন্তরীক্ষলোকস্যাপি অন্তাৎ পর্য্যন্তাৎ (উপমেত্যন্তিকনাম) মেঘস্য সমীপং

উদানট্ উদন্নুতে অলনাম্মনাদিত্যাত্মনাবস্থিতঃ সন্ উর্দ্ধং ব্যাপ্নোতি। অশ্নোতের্ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। তিপো হল্ঙ্যাদিলোপঃ। অপাং বৃষ্টিলক্ষণানামুদকানাং উপস্থে উপস্থানে অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা মহিষঃ মহান্ ববর্দ্ধ বর্দ্ধতে। (১অ—১প্র—৭দ—৯সা)॥

* * *

নবম (৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রের আমরা দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিলাম। দুই প্রকার অর্থেই একই ভাব ব্যক্ত হইল। সে ভাব পরিগ্রহণ পক্ষে, এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তদনুসরণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কেন-না, আমাদের অর্থ একেবারেই পূর্ব্ববর্ত্তী পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ, প্রচলিত অর্থের মধ্য দিয়াই বা কি প্রকারে আমাদের পরিগৃহীত ভাব উপলব্ধ হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'অগ্নিদেব বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া অধুনা উৎকর্ষের সহিত দ্যুলোকে ও ভূলোকে গমন করিতেছেন। আর, দেবগণের আহ্বান-কালে তিনি বৃষের (ষাঁড়ের) ন্যায় ঘোর শব্দ করিতেছেন। অন্তরীক্ষলোকেরও অন্তভাগে মেঘের সমীপে জলনাম্মা আদিত্যের আত্মায় অবস্থিত হইয়া তিনি উর্দ্ধদেশে ব্যাপ্ত হইতেছেন। বৃষ্টিলক্ষণান্বিত উদকের উপস্থানে অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মন হইয়া তিনি মহান্ বৃদ্ধি পাইতেছেন।'

ভাষ্যের ভাবটী জটিল। আমরা ভাষ্যের যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম, তাহাতেও সে জটিলতা রহিয়া গেল। ঐ ভাষ্য হইতে যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেও ভাব পরিস্ফুট নহে; পরন্তু ভাবপ্রবাহ অন্য অর্থ অবলম্বন করিয়াছে। যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাও একটী উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"প্রকাণ্ড পতাকা লইয়া অগ্নি যাইতেছেন। বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছেন। শব্দে দ্যুলোক ও ভূলোক শব্দায়মান। গগনের কি দূর, কি নিকট, সকল স্থানে ব্যাপিয়া ফেলিলেন। জলের ভাণ্ডারের নিকট, অর্থাৎ আকাশে, তিনি প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে (অর্থাৎ বিদ্যুতের আকারে) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।"

একজন বিশিষ্ট বৈদিক পণ্ডিতের ব্যাখ্যায় আবার প্রকাশ,—'অগ্নি-নামক ঋষি দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণের পক্ষের দূত নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এই আগ্নেয়-পর্ব্বে তাঁহার কর্ম্ম-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সে পক্ষে, 'অগ্নিঋষি পতাকা ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন'—এ মন্ত্রে এতদ্রূপ ভাবই অধ্যাহৃত হয়। এইরূপে বুঝা যায়,—'অগ্নি'-পদে কেহ বা জলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কেহ বা মনুষ্য-বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

নানা দিক হইতে নানাভাবে অর্থ গ্রহণ করা যায় বটে; কিন্তু আমরা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, কোনও অর্থেই পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

কোনও কোনও স্থলে, ঐ সকল অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু অনেক স্থলেই অসঙ্গতি-দোষ আসিয়া পড়ে। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য উপলব্ধ হয়। প্রথম "অগ্নিঃ" পদ যদি বলি—'ঐ পদে জ্বলন্ত অগ্নিকেই লক্ষ্য করিতেছে, তাহা হইলে, তাহাতে কি অসঙ্গতির ভাব আসে, বুঝিয়া দেখুন। ঐ অগ্নির বৃহৎ প্রজ্ঞাটা কি হইল? অথবা, 'বৃহৎ পতাকা ধারণই' বা কি প্রকারে তাঁহাতে সম্ভব হইল? এইরূপ, যদি অগ্নিকে মানুষ বা ঋষি বলিয়া মনে করি; 'প্রজ্ঞা' তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে, 'পতাকা-ধারণও' তাঁহার পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু তিনি 'বিদ্যুতের মধ্যেই' বা কেমন করিয়া একাত্মভাবে মিশিবেন, আর 'মেঘের মধ্যেই' বা কেমন করিয়া থাকিবেন? এই দুই পক্ষেই ব্যাখ্যাকারগণের অর্থে ভাবসঙ্গতি থাকে না। পরন্তু এই সকল ব্যাখ্যার ও ভাব-প্রকাশের আলোচনা হইতেই মনে হয়,—নিশ্চয়ই কোনও অন্য ভাব উহার অন্তর্নিহিত আছে; মনে হয়,—অগ্নের অতীত কোনও বস্তুর সহিত উহার ভাবসম্বন্ধ গ্রথিত রহিয়াছে।

সে ভাবসম্বন্ধ কি প্রকার? মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অনুশীলনেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম—'কেতুনা' পদ। সায়ণ সঙ্গত প্রতিবাক্যই লিখিয়াছেন—'প্রজ্ঞানেন।' যেমন পদটী, তেমনই তাহার প্রতিবাক্যটী। যেদিক দিয়া যে ভাবে যাইবেন, সেদিক হইতে সেই ভাবের অর্থই প্রাপ্ত হইবেন। 'জ্ঞান' অর্থও হয়, 'পতাকা' (চিহ্ন) অর্থও হয়—'প্রজ্ঞান' এমনই প্রতিবাক্য। সাধারণ ভাবে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে, উহার মধ্যে একটী উপমার সম্বন্ধ আছে—স্বীকার করিলে ভাল হয়; এবং তদনুসারে 'কেতুনা' পদের প্রতিবাক্যে 'পতাকয়া সহ' পদ দেখা যায়। ভাব-পক্ষে কিন্তু ঐ পদে 'জ্ঞানের পতাকা সহ' (জ্ঞানরূপ পতাকয়া সহ) অর্থ পরিগ্রহণীয় বলিয়া মনে করি। সে পক্ষে "প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা রোদসী" পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব দ্যুলোকে ও ভূলোকে আপনার বিশিষ্ট জ্ঞানের পতাকা-সহ উপস্থিত হন; অর্থাৎ, জ্ঞানের বিজয়-পতাকা দ্যাবাপৃথিবী সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়।' এ অর্থে, এখানে একটী নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকাশ পাইল, বুঝা যায় না কি? আমাদের একটী ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে এই ভাবই প্রস্ফুট করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। এখানকার মুখ্য লক্ষ্য, ঐ ভিন্ন অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় না।

মন্ত্রান্তর্গত দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'বৃষভঃ'। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়—ষাঁড়ই তো বটে। কিন্তু বৃষভ এখানে ষাঁড় নহে, একটু সন্ধান করিলেই তাহা বুঝা যায়। বেদে বিভিন্ন স্থানে 'বৃষভঃ' পদ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—দেখুন—বিচার করুন;—তার পর ষাঁড়কে টানিয়া আনিবেন। ঋগ্বেদে (প্রথম মণ্ডল, ১৩৩শ সূক্তে ৭ঋক্ দেখুন) "বৃষভ ইন্দ্রঃ" পদ বহু স্থানে প্রযুক্ত আছে, সেখানে কি অর্থ মনে করিবেন? বলিবেন কি—'ইন্দ্র একটী ষাঁড়।' দেখুন—সায়ণও সেখানে সে অর্থ করেন নাই। সেখানকার অর্থ—বলবান্ বা অভীষ্ট-বর্ষণ-শীল। এইরূপ ঐ ঋগ্বেদেরই অন্যত্র (দ্বিতীয় মণ্ডল, ৩৩ সূক্তের ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫শ ঋক্ দেখুন) 'বৃষভ' পদ রহিয়াছে, এবং ঐ সকল পদ রুদ্রদেবতার বিশেষণ ও

সম্বোধন মধ্যে গণ্য আছে। সেখানেই বা কি বলিবেন? বলিবেন কি—'রুদ্রদেবতা একটি ষাঁড়-বিশেষ?' সায়ণও সেরূপ বলেন নাই। এমন কি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ঐ সকল স্থানে ষাঁড় অর্থ গ্রহণ করেন নাই। 'বৃষভ' পদে 'অভীষ্টবর্ষণশীলঃ' 'অভীষ্ট-পূরকঃ' অর্থই প্রায় স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। তবে এখানেই বা কেন অগ্নিদেব 'ষাঁড়ের স্থায় উচ্চ চীৎকার করিতেছেন' অর্থ আনি? 'বৃষভঃ রোরবীতি' বাক্যের ভাব তবে কি? এখানে একবার মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম স্মরণ করুন। মনে করুন—'জ্ঞানের বিজয়-পতাকা দ্যুলোকে ভূলোকে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।' অথবা মনে করুন—'বিজয়ী বীরের স্থায় জ্ঞান-জ্যোতিঃ চারিদিক অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।' তখন, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব যে অভীষ্টবর্ষণশীল, জ্ঞানপ্রভাবে যে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়,—দ্যুলোকে ভূলোকে এ বাণী বিঘোষিত হয় না কি? তখন, মানুষ শুনিতে পায় না কি—জ্ঞানই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। এইরূপে বুঝা যায়, এখানকার ভাব এই যে—'জ্ঞানই অভীষ্টবর্ষণ-কারী।' জ্ঞানদেবতার প্রতিষ্ঠা হইলে, জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হইলে, জ্ঞানই যে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ, তাহা স্বতঃই বিঘোষিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ("প্র কেতুনা" হইতে "রোরবীতি" অংশের) ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে, জ্ঞানদেবতার মহিমা কোথায় কিরূপ ভাবে ব্যাপ্ত হয়—তাহাই বলা হইয়াছে। তাহাতেই তাঁহার স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথম—"দিবশ্চিৎ।" ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'দ্যুলোকস্য অপি' অথবা 'দ্যুলোকস্য মধ্যে' পদ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। দ্যুলোকের (স্বর্গের) মধ্যে জ্ঞানের আধিপত্য যে বিস্তৃত আছে, স্বর্গস্থিত দেবগণ যে জ্ঞানময়, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। অতএব, প্রথমে বলা হইল, স্বর্গে তো জ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াই আছে, পরন্তু তাহার বাহিরে (অন্তাৎ) ইহলোকের সীমান্ত পর্য্যন্ত (উপমাৎ) অর্থাৎ সর্ব্বলোকে জ্ঞানপ্রভা আপন তেজে পরিব্যাপ্ত হয়। জ্ঞানের অবাধ-গতি কোথাও প্রতিহত হইবার নহে। তার পর আবার বিশেষ করিয়া বলা হইল,—কিন্তু সত্ত্বভাবের নিকটই তিনি সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়েন।' ভাব এই যে, জ্ঞানের আলোক সর্ব্বত্র প্রবেশ করিতে সমর্থ বটে; কিন্তু যেখানে সত্ত্বভাব, সেখানেই তাঁহার জ্যোতিঃ সম্যক্ প্রস্ফুট—সেইখানেই তাহা উজ্জ্বল হইয়া আছে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'জ্ঞান যেখানে, সেখানেই তো সত্ত্বভাব। তবে বিশেষ করিয়া আবার—সত্ত্বভাবের নিকট তাঁহার প্রস্ফুট অবস্থা—এরূপ বলা হইল কেন?' ইহার কারণ এই যে, অজ্ঞানতার কার্য্যকেও ভ্রম-বশতঃ অনেক সময় আমরা জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু সে ভ্রান্তি দূর হয়, যদি সত্ত্বসংযুত জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য থাকে। কেন না, সত্ত্বসম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞানই—প্রকৃত জ্ঞান-পদ-বাচ্য। 'অপাং উপস্থে ববর্দ্ধ' বাক্যে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইল।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞান যখন প্রাধান্য লাভ করে, তখন সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের প্রাধান্য সর্ব্বকালে এবং সকল স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞান যেখানে সৎকর্ম্মসংযুত হন, সেইখানেই তাঁহার জ্যোতিঃ সর্ব্বথা উজ্জ্বলতা লাভ করে।'

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্, আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সংযুক্ত হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি।' (১অ—১প্র—৭দ—৯সা)।

— • —

দশমং সাম।

৩ ২উ　৩ ১ ২　২ ৩ ১ ২　৩ ২

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতং জনয়ত প্রশস্তং।

৩ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ২

দূরেদৃশং গৃহপতিমথব্যুং ॥ ১০ ॥

• • •

গেয় গানং।

৫ উ র র ৫ ২　২ ১ ২ ১　২ ১　২　১

(১) হাউ হাউ হাউ আগ্নাং। নরাঃ নরাঃ। নরাঃ। দী ৩ ধিতি।

৩ ৩ ৪ ৫র　র র র　৪ ৫র　২ ১　২ ১　২ ১

ভিররণ্যো। হাউ হাউ হাউ। হস্তা। চ্যুতাং। চ্যুতাং। চ্যুতাং।

২ ১　২ ৩ ৪ ৫　র　র　র　৪ ৫　২ ১

জনয়। তপ্রশস্তং। হাউ। হাউ। হাউ। দুরাই। দৃশাং।

২ ১　১ র　২ ৩ ৪ ৫র　S S S

দৃশাং। গৃহপ তিমথব্যুং। হাউ হাউ হাউ।

৩র　১ ১ ১ ১

বা। ই২৩৪৫॥

• • •

৫র র র　৪ ৫　২ ১　১　২　২ র র ৫র

(২) হাউ হাউ হাউ। আগ্নীং। নরাঃ। দী ৩ ধিতি। ভিররণ্যো।

২র　৫র　র　র　র　৫ ৫র　২ ১　২ ১

ণ্যো। ণ্যো। হাউ হাউ হাউ। হাস্তা। চ্যুতাং। জনয়। ত

৩ ৪ ৫　২　২　১ ৯ ১　২ ৫　২ ৩

প্রশস্তং। স্তং। স্তং। হাউ হাউ হাউ। দুরাই। দৃশাং।

২ ১　র ৩ ৪ ৫　র　র　S S S

গৃহপ। তীমথব্যুং। ব্যুং। ব্যুং হাউ হাউ হাউ।

৩ ১ ১ ১ ১

বা। ই২৩৪৫॥ ১০॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথমা ঋক্। ৫ম অষ্টক ১ম অধ্যায় ২৩ বর্গের অন্তর্গত। এইসামের ঋষি বসিষ্ঠ। ইহার গেয়-গান দুইটী। প্রথমটী রনাম—চ্যবন; দ্বিতীয়টীর নাম শৈখণ্ডিন বা ইবব।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতারঃ, শ্রেষ্ঠপুরুষাঃ) 'দীধিতিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ, সৎকর্ম্মপ্রসূতৈর্মেধা-প্রভাবৈঃ) 'দূরেদৃশং' (দূরে পশ্যন্তং, দূরস্থিতং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎপরিদৃশ্যমানং) 'গৃহপতিং' (দেহরূপগৃহাণাং পালকং, স্বদেহপরিচালকং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎপরিদৃশ্যমানং) 'হস্তচ্যুতং' (হস্তস্খলিতং, বিচ্ছিন্নসম্বন্ধং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎ পরিদৃশ্যমানং) 'অথর্য্যং' (অগম্যং, চিরসম্বন্ধ-বিশিষ্টং, দৃষ্টিভেদেন তদ্বৎ পরিদৃশ্যমাং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অরণ্যোঃ' (অরণীদ্বয়োর্মধ্যে, ভক্তিসহযুক্তে কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'জনয়ন্ত' (জন্তয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। দৃষ্টিশক্তীনাং তারতম্যবশাৎ জ্ঞানদেবস্য অস্তিত্বস্য নিকটে বা দূরে প্রত্যক্ষং ভবতি। ভক্তিসহযুতস্য কর্ম্মণঃ অভ্যন্তরে জ্ঞানদেবো বিরাজতে। জ্ঞানভক্তিকর্ম্মণাং অবিচ্ছিন্নঃ সম্বন্ধোঽস্তীতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৭দ—১০সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ

জননায়ক শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, সৎকর্ম্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে (জ্ঞান-কিরণের সাহায্যে), দূরে দৃশ্যমান অথবা আপনার দেহ-রূপ গৃহেরই অধিপতি-রূপে বিদ্যমান, বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ অথবা চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই জ্ঞানং দেবতাকে ভক্তি-সংযুত কর্ম্মের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (মন্ত্রের ভাব,—দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে, কেহ বা মনে করেন,—সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব দূরে আছেন; কেহ বা তাঁহাকে দেহ-রূপ গৃহেরই অধিপতি-রূপে বিদ্যমান দেখিতে পান; কেহ দেখেন—তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; কেহ দেখেন—সে সম্বন্ধ চির অবিচ্ছিন্ন। এমন যে জ্ঞান-দেবতা, শ্রেষ্ঠপুরুষগণ, আপনাদের সৎকর্ম্মপ্রসূত মেধাপ্রভাবে, ভক্তিসহযুত কর্ম্মের মধ্যেই, তাঁহাকে দেখিতে পান।)। (১অ—১প্র—৭দ—১০সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। বসিষ্ঠ ঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। নরঃ নেতার ঋত্বিজঃ প্রশস্তং প্রকর্ষেণ স্তুতং দূরে দৃশ্যমানং দূরে পশ্যন্তং বা গৃহপতিং গৃহাণাং পালকং অথর্য্যং অথর্ব্বতির্গত্যর্থঃ অগম্যং অতনবন্তং বা হস্তচ্যুতং হস্তেন জাতং অরণ্যোঃ বিদ্যমানং অগ্নিং দীধিতিভি অঙ্গুলিভি জনয়ন্ত জনয়ন্তি। অত্র যাস্কঃ—দীধিতয়োঽঙ্গুলয়ো ভবন্তি ধীয়ন্তে কর্ম্মস্বরণী প্রত্যুত এন অগ্নিঃ সমরণাজ্জায়ত ইতি বা হস্তচ্যুতো হস্তপ্রচ্যুত্যা জনয়ন্ত প্রশস্তং দূরে দর্শনং গৃহপতিমতনবন্তং (নি০ ৫।২.১১) ইতি। (১অ—১প্র—৭দ—১০সা)।

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

• • •

দশম (৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রটীর ভাব বড়ই উচ্চ। অথচ, টহার প্রচলিত অর্থে সে ভাব সম্পূর্ণ অনধিগম্য হইয়া যায়। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে—'ঋত্বিক্-গণ হস্তের ও অঙ্গুলির দ্বারা অরণীকাষ্ঠদ্বয় সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করেন। সে অগ্নি 'দূরে দৃশং' দূরে প্রজ্বলিত হন;—অরণ্য ঋষিগণের যজ্ঞে শিখা বিস্তার করিয়া আছেন। সে অগ্নি 'গৃহপতিং' অর্থাৎ গার্হ-পত্যাগ্নি-রূপে গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। সে অগ্নি 'হস্তচ্যুতং' অর্থাৎ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে হস্ত হইতে নির্গত হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে 'অথব্যুং' অর্থাৎ অগম্যভাবে অবস্থিতি করেন। ফলতঃ, অরণীকাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অঙ্গুলির ক্রিয়ার ফলে যে অগ্নি হস্ত হইতে বহির্গত হয়, সেই অগ্নির বিষয়ই এখানে বলা হইয়াছে,—ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র এই ভাবই প্রকাশ দেখি। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও বুঝিতে পারিবেন, কি ভাবে মন্ত্রার্থ চলিয়া আসিয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই :—"প্রশস্ত দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলি দ্বারা উৎপাদন করেন।" ঐরূপ অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া যে অর্থ গ্রহণ করা যায় এবং আমরা যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাই আমরা প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে যুক্তিপরম্পরার আভাস মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তথাপি তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক মনে করি। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদই অনুধাবনার বিষয়ীভূত। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুসরণে এক একটী পদের ও তাহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম—'নরঃ' পদ। ভাষ্যানুসারেই ঐ পদে 'নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ' ভাব আসে। দ্বিতীয়—'দীধিতিভিঃ' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যে 'অঙ্গুলিভিঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধ মত চালাইতে হইবে বলিয়াই যেন ভাষ্যকারকে ঐ শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলে, অন্য প্রমাণ আনার আবশ্যক হইত না; অথচ, অর্থও সহজ হইয়া আসিত। 'দীধিতি' শব্দে সূর্য্য, কিরণ, জ্ঞান প্রভৃতি অর্থ হয়। তাহা হইতেই আমরা 'সৎকর্ম্মপ্রসূত মেধা' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্ব মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার প্রভাবের বিষয় বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। বলা হইতেছে সে স্বরূপ অবগত হওয়া যায় কি প্রকারে?—উত্তর "দীধিতিভিঃ" অর্থাৎ জ্ঞানের বা মেধার দ্বারা। সেই ভাব এই পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা হইতেই বুঝিতে পারি, সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞানই জ্ঞানদেবতার স্বরূপ জানাইয়া দেয়। সৎকর্ম্মে জ্ঞানের উৎপত্তি; জ্ঞান-সাহায্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

এখন দেখুন সেই জ্ঞানদেবতা (অগ্নিং) কেমন? 'দূরেদৃশং,' 'গৃহপতিং,' 'হস্তচ্যুতং,' 'অথব্যং'—এই চারিটী পদে তাহা ব্যক্ত করিতেছে। এই চারিটী পদের প্রথম ও দ্বিতীয় পদদ্বয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পদদ্বয়—পরস্পর বিপরীত-ভাবদ্যোতক। তিনি—'দূরে দৃশং,' আবার তিনি—'গৃহপতিং,'; তিনি—'হস্তচ্যুতং,' আবার তিনি—'অথব্যং'। ইহাতে বুঝা যায়, এখানে বলা হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে মানুষ তাঁহাকে বিভিন্ন বিপরীত ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। যাহারা দূরে আছে, তাহারা দেখে—তিনি দূরে রহিয়াছেন; যাঁহারা নিকটস্থ হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পান—'এই তো তিনি আমার দেহেরই অধিপতি হইয়া আছেন।' এইরূপ, যাঁহারা তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারা বলেন—তিনি 'হস্তচ্যুতং' অর্থাৎ নিঃসম্বন্ধ; যাঁহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—তিনি 'অথব্যং'; অর্থাৎ,—'তিনি আর কোথায় যাইবেন—এই তো আমাদের মধ্যেই চিরসম্বন্ধযুত হইয়া রহিয়াছেন।' এই চারি পদে, বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেবতা যেমন প্রতিভাত হন—তদনুসারে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার স্বরূপ। যে তাঁহাকে ধরিতে পারে, সে তাঁহাকে ধরিয়াই আছে; যে তাঁহাকে ধরিতে পারে না, তাঁহা হইতে সে দূরে পড়িয়াছে। দেবতাকে সকলে চিনিতে পারে না, দেবভাব সকলের আয়ত্তাধীন হয় না। যাঁহার যেমন সাধনা, যাঁহার যেমন কর্ম্ম, তিনি সেইভাবে দেবদর্শনে সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

এখন অবশিষ্ট সমস্যামূলক পদ—'অরণ্যোঃ'। ঐ পদের অর্থ—অরণীদ্বয়ের মধ্যে। সেই অর্থ স্বীকার করিয়াই আমরা ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি। আমরা মনে করি, এখানে একটী রূপক-উপমা বিদ্যমান আছে। অরণীকাষ্ঠদ্বয়ের (অথবা চকমকির ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, কাষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তরে (চকমকির ভিতরে) যেমন অগ্নি অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করে; এখানে জ্ঞানাগ্নির অবস্থিতি বা উৎপত্তি সম্বন্ধে উপমায় সেই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। জ্ঞানাগ্নি আমার এই শুষ্ককাষ্ঠসদৃশ (অথবা চকমকির পাথরসদৃশ) হৃদয়েই আছেন। কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় কি প্রকারে? তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। জ্ঞান উৎপন্ন হয় কিসে? ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মে। ভক্তির ও কর্ম্মের সম্বন্ধে বা মিলনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ভক্তির ও কর্ম্মের মধ্যেই জ্ঞান বিদ্যমান আছে। এই ভাব এখানে পরিব্যক্ত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ সৎকর্ম্মসহযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানদেবতার সন্ধান প্রাপ্ত হন। দৃষ্টিশক্তির তারতম্যানুসারে জ্ঞানদেবতাকে কেহ নিকটে এবং কেহ বা দূরে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছিন্ন মনীষিগণ তাহা বুঝিয়া থাকেন।' এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সম্বন্ধতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানুষ জ্ঞানদেবতার অনুসরণকারী হও। ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানকে লাভ কর।' (১অ—১প্র—৭দ—১০সা)।

—— • ——

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টমী দশতিঃ।

* . *

অষ্টমদশতিঃ।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ২৩ ৩ ২ ৩ ১২৩
অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানং

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসং।

৩ ২৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র ভানবঃ সস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ১ ॥ ০

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষাসং প্রতি' (উষঃকাল-সম্বন্ধে, জ্ঞানোদয়প্রারম্ভে) 'আয়তীং' (আগচ্ছন্তীং) 'ধেনুমিব' (রশ্মিমিব, পানকারিণমিব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'জনানাং' (লোকানাং, সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'সমিধা' (সমিদ্ভিঃ, সত্ত্বভাবৈঃ সহ) 'অবোধি' (প্রবুদ্ধোঽভূৎ); উষঃকালে যথা অলোকরশ্মি উষাসং অনুসরতি, সত্ত্বভাবেন সহ তদ্বৎ জ্ঞানাগ্নিঃ হৃদি আলোক-প্রদানং করোতি ইতি ভাবঃ। 'যহ্বাঃ' (মহান্তঃ) 'বয়াং' (শাখাঃ, পক্ষিণঃ) 'প্রোজ্জিহানাঃ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায় দ্বাদশ বর্গে অন্তর্ভুক্ত) এই মন্ত্রের দ্রষ্টা দুই জন ঋষি; বুধ এবং গবিষ্ঠির।

ইব' (প্রোদ্গময়ন্তোবৃক্ষাদিব, যদ্বা—উড্ডীয়মানাঃ পক্ষিণ ইব, স্বাধিষ্ঠানাং ত্যজন্ত ইতি যাবৎ) তদ্বৎ 'ভানবঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'নাকং' (অন্তরিক্ষং, স্বর্গলোকং) 'অচ্ছ' (আভিমুখ্যেন) 'প্র সস্রতে' (প্রসরন্তি, প্রাপ্নুবন্তি)। পক্ষিণো যথা (যদ্বা বৃক্ষশাখাঃ যথা) বৃক্ষসম্বন্ধং অতিক্রম্য আকাশে আত্মসম্প্রসারণং কুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ জ্ঞানসান্নিধ্যপ্রাপ্তা বয়ং সংসারসম্বন্ধং ত্যক্ত্বা পরমার্থসন্নিকর্ষং মোক্ষং বা লভামহে ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৮দ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

উষঃকালে আগমনকারী সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব জনসমূহের (সাধকগণের) সত্ত্বভাবের সহিত প্রবুদ্ধ হয়েন। (ভাব এই যে, উষার পশ্চাতে আলোকরশ্মি যেমন ধাবমান হয়, সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান সেইরূপ সংযুক্ত হয়েন—হৃদয় আলোকিত করেন। মহান্ বৃক্ষের শাখা বহির্গমনের ন্যায় (অথবা, উড্ডীয়মান পক্ষীর আপন আশ্রয়স্থানত্যাগের ন্যায়) জ্ঞানরশ্মিসমূহ অন্তরিক্ষ-অভিমুখে প্রসারিত হয় (অর্থাৎ, জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা সাধকগণ পরমার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন)। (ভাব এই যে, পক্ষিগণ বা বৃক্ষশাখা সকল যেমন বৃক্ষসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া আকাশে আত্মসম্প্রসার করে, জ্ঞানসম্বন্ধপ্রাপ্ত আমরাও সেইরূপ সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ-সন্নিকর্ষ বা মোক্ষ্য লাভ করি)॥ (১অ—১প্র—৮দ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টম খণ্ডে প্রথমা। বুধশ্চ গবিষ্ঠিরশ্চ ঋষী। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। দেবতা অগ্নিঃ। অয়ং অগ্নিঃ জনানাং অধ্বর্য্বাদীনাং সমিধা সমিদ্ভিঃ অবোধি প্রবুদ্ধোঽভূৎ। ধেনুমিব অগ্নিহোত্রার্থং ধেনুং প্রতি যথা প্রাতর্বুধ্যতে তদ্বদ্ আয়তীং আগচ্ছন্তীং উষাসং প্রতি উষঃকালে ইত্যর্থঃ। অথ প্রবুদ্ধস্যাগ্নেঃ ভানবঃ রশ্ময়ো জাতাঃ যহ্বাঃ মহান্তঃ বয়াং শাখাং প্রোজ্জিহানাঃ প্রোদ্গময়ন্তো বৃক্ষা ইব। যদ্বা মহান্তঃ প্রোজ্জিহানাঃ স্বাধিষ্ঠানং ত্যজন্তো ভানবঃ নাকং অন্তরিক্ষং অচ্ছ আভিমুখ্যেন প্র সস্রতে প্রসরন্তি সস্রতে সিস্রতে ইতি পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—৮দ—১সা)॥

• • •

প্রথম (৭৩) সামের মার্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিলতাপূর্ণ। সেই জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের বিভিন্নরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ব্যাখ্যা ভাষ্যেই বোধগম্য হইবে। অধিকন্তু নিম্নে মন্ত্রটীর একটী বঙ্গানুবাদ এবং একটি ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী ঊষা উপস্থিত হইলে অগ্নি অধ্বর্য্যুগণের কাষ্ঠ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শিখাসমূহ মহান্ এবং শাখাবিস্তারকারী (বৃক্ষের) ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হইয়াছে।"

(২) "Agni has been wakened by the fuel of men, in face of the Dawn who approaches like a milch. cow. His flames stream forward to the sky quick (birds) that fly up to a branch."

কেহ কহেন,—'অগ্নিহোত্রীদিগের যজ্ঞাগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রাত্রিতে কাষ্ঠাদির অভাব-হেতু সে অগ্নি নির্ব্বাপিত অথবা ক্ষীণপ্রভ হইতে পারে। তাই এখানকার ভাব এই যে, রাত্রিতে যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, ঋত্বিকগণ প্রাতে যজ্ঞশালায় গমন করিয়া কাষ্ঠাদির দ্বারা সেই নির্ব্বাপিত যজ্ঞাগ্নিকে প্রজ্বালিত করেন।' সেই বিষয়ই এখানে পরিবর্ণিত হইয়াছে। ইহাই একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের অভিমত।

এখন, আমরা এই মন্ত্রের যে অর্থ যে ভাব পরিগ্রহ করিলাম, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অর্থসমূহ যে কি প্রকারে অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহাও বুঝা যাইবে। এ পক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিয়া সুধীগণ ক্রমশঃ মর্ম্মানুধাবন করুন। কল্পতরুরূপ বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা নানা প্রকারেই সাধিত হইতে পারে। তবে কোন্ ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত হয়, তাহাই বিবেচনাধীন।

আমরা অন্বয়মুখে মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে ('উষাসং প্রতি আয়তীম ধেনুমিব অগ্নিঃ জানানাং সমিধা অবোধি' অংশে। অলন্ত অগ্নি-পক্ষেও অর্থ হয়; আবার জ্ঞান,পক্ষেও অর্থ আসে। লোকগণের প্রদত্ত সমিধ দ্বারা আগুণ জ্বলে; আবার সত্ত্বভাবের সমাবেশেই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এই দুই ভাবই এখানে গ্রহণ করিতে পারি। তবে পূর্ব্ব মন্ত্রের উপসংহার-বাক্যের 'সত্ত্বভাবের নিকট জ্ঞান কিরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'—এই ভাব স্মরণ হইলে, জ্ঞানের ও সত্ত্বসম্বন্ধের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত আছে,—মনে আসে। তার পর, 'উষাসং প্রতি আয়তীং ধেনুমিব' এই উপমাতেই ঐ ভাবই অধিকতর প্রস্ফুট হইয়া থাকে। যদি বলেন,—এই—বাক্যের অর্থ—'গাভীর ন্যায় আগমনকারী ঊষা।' তাহাতে কোনই ভাব অধ্যাহৃত হয় না। পক্ষান্তরে ঊষার সঙ্গে আলোকরশ্মিরই অব্যাহত গতি সংস্কৃত-ভাষায় (কেবল সংস্কৃতভাষায়ই বা বলি কেন, প্রায় সকল ভাষাতেই) এবংবিধ প্রয়োগই দেখিতে পাই। সুতরাং 'ধেনুং' পদ এখানে কিরণার্থক স্বীকার করিতে হয়। ধাত্বর্থের অনুসরণেও 'ধেনুং' পদে 'কিরণ' রশ্মি', অর্থ আসিতে পারে। 'ধে' ধাতুর অর্থ 'পান করা'। 'পান করে' (জল প্রভৃতি) বলিয়াই 'ধেনু' পদে গাভীকে বুঝায়। কিন্তু আমরা বলি, পান-বিষয়ে রশ্মির বা কিরণের ক্ষমতা স্বতঃই লক্ষিত হয়। জল 'পান' বা 'শোষণ'—রশ্মির বা কিরণের চিরন্তন কার্য্য।

সুতরাং আমরা উপমার সার্থকতা রক্ষার পক্ষে 'কিরণ' বা 'রশ্মি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে উপমার অতি সঙ্গত ভাবই প্রাপ্ত হই,—উষার প্রতি আলোকরশ্মি যেমন অনুবর্তন করে, সত্ত্বভাবের প্রতিও জ্ঞান সেইরূপ আকৃষ্ট থাকে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'হে মানব! তোমরা সৎকর্ম দ্বারা সত্ত্বভাব সঞ্চার কর; জ্ঞান-দেবতা তোমায় অনুগ্রহ করিবেন। জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে তোমাদের সকল বন্ধন ছিন্ন হইবে।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। এই অংশের ('ভানবঃ বহ্বাঃ বয়াং প্রোজ্জিহানাঃ ইব অচ্ছ প্র সস্রতে' অংশের) 'বয়াং' পদে সংশয় আসে। ঐ পদে 'শাখাসমূহ' এবং 'পক্ষী সকল' দ্বিবিধ অর্থ অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু ঐ উভয় প্রকারের অর্থ গ্রহণ করিয়াও আমাদের ব্যাখ্যার লক্ষ্য অব্যাহত থাকে। 'বৃক্ষ হইতে যেমন শাখা নির্গত হয়, অথবা 'আশ্রয়স্থান বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া পক্ষিগণ যেমন অন্তরীক্ষে উড্ডীন হয়'—এ উপমা অগ্নির শিখা-পক্ষেও খাটে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিষয়েও যথা প্রযুক্ত হইতে পারে।' তবে উহা—সেই 'কিরণ' বা জ্যোতিঃ'—কোথায় বিস্তৃত হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে, জ্ঞান-পক্ষের প্রাধান্যই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 'নাকং' পদে স্বর্গ বুঝায়। ঐ পদের নিগূঢ় ভাব—'মোক্ষ' বা 'ভগবৎসান্নিধ্য'। যেখানে অসুখ বা দুঃখ নাই, শব্দার্থানুসারে তাহাকেই 'নাক' কহে। আকাশ অর্থের অনুসরণ করিলে, 'অগ্নির শিখা আকাশে উত্থিত হয়'—এইরূপ একটা ভাব আসে। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণের কোনই সার্থকতা থাকে না। অগ্নির শিখা আকাশে উত্থিত হউক বা না হউক, তাহাতে প্রার্থনাকারীর কি আসে যায়? অতএব, মন্ত্রগুলিকে প্রার্থনামূলক বা যজ্ঞকর্মের উদ্দেশ্য-সাধক বলিয়া মনে করিলে, মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। মানুষ যখন সৎকর্মের দ্বারা সত্ত্বভাবের সাহায্যে জ্ঞান-রশ্মিকে লাভ করে, তখন সেই জ্ঞানরশ্মির প্রভাবে তাহারা মোক্ষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। শাখার উদ্গমের উপমা অপেক্ষা পক্ষীর উড্ডয়নের উপমায় একটু নিগূঢ় ভাব পাওয়া যায়। পক্ষীর উড্ডয়নে আশ্রয়-স্থান পরিত্যাগ, পার্থিব সকল সম্বন্ধ পরিহার, জন্মজরামরণের সম্বন্ধ-নাশ—এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হই। বৃক্ষশাখা-উদ্গমের উপমায় পার্থিব-সম্বন্ধ থাকার ভাব আসে। অর্থাৎ, কর্মফলে স্বর্গাদিলাভজনিত সুখ-ভোগই বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে পতনের আশঙ্কা একেবারে দূরে যায় না। যিনি যে ভাবে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উপমায় সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করা যায়। যিনি কেবল কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত, তিনি স্বর্গাদি প্রাপ্তির দ্বারা (বৃক্ষের শাখা-উদ্গমের ন্যায়) সুখভোগ করেন; আর, যিনি কর্মকাণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাঁহার কর্মসম্বন্ধ সমস্তই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আত্যন্তিক দুঃখনাশ-রূপ পরমসুখ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শব্দার্থে দুই ভাবই আসিতে পারে।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! আমার সত্ত্বভাবের সহিত আপনি আমার মধ্যে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হউন; উষার আলোকের ন্যায় আমার

সত্বভাবের সহিত প্রজ্ঞান-রশ্মি প্রকটিত হউক। পক্ষিগণ যেমন আশ্রয়-স্থান ত্যাগপূর্ব্বক অনন্তে উড্ডীন হয়, আমার সত্বভাবসহ জ্ঞান আমায় সেই দুঃখবিরহিত মোক্ষধামে লইয়া যাউক।' (১অ—১প্র—৮দ—১সা)।

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

প্র ভূর্জ্জয়ন্তং মহাং বিপোধাং মূরৈরমূরং পুরাং দর্ম্মাণং।

১২ ৩ ১ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১

নয়ন্তং গীর্ভির্ব্বনা ধিয়ং ধা হরিশ্মশ্রুং ন

২র ৩ ২

বর্ম্মণা ধনর্চ্চিং। ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫র ৪ ১ র ২ ১ ২র ১ 5র র ১ র ২ ২

১। অবোধিয়া। গ্নাইঃ সমিধা। জনা ২ নাং। প্রতাইধে ৩ নুং।

র ১র র ২ ২ ২ ২ ১ ২র ১র ২ ১ ২র র

ইবায়তী মুষাসং। যহ্বা ই ৩ বা। প্রবা ২ যামুজ্জিহানাঃ।

১ ১র র ২ র র ১র ১ ১ ২ ১

প্রভানা ২ ৩ বাঃ। সস্রতেনা ক মচ্ছ। ইড়া ২ ৩

২ ১ ১

ভা ২ ৪ ২। ও ২ ৩ ৪ ৫। ই ডা॥ ১॥

• • •

৪ ৫র ৪ ৫ ৪র ৩ ২ ২র ৩র ৫র ২র ১ র \ ১

২। প্রভূর্জ্জয়ন্তাং। মহা ৩ ৪ ৩ ০ বিপোধাং। মূরৈরমূরং পুরাং

৭ ২ ৩২ ২ ৩র ৫ ৩২

দর্ম্মা ৩ ২ ণাং। নয়া ৩ ৪ ৩ স্তঙ্গীর্ভিঃ। বনা ৩ ৪ ৩

২৩৫র ৪ ৫ র ৪ ৫র ৫ র

ধিয়ন্ধাঃ। হরিশ্ম শ্রুং নবর্ম্মণা ৬। হা উবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ধনা ৩ র্চ্চী ২ ৩ ৪ ৫ ং॥ ২॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৪৬শ সূক্তের পঞ্চম ঋক্ (অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের প্রথম বর্গের অন্তর্গত। ইহার ঋষি—বৎসপ্রি। গেয় গান দুইটী। গেয় গানের নাম—শ্রৈতং শয়নং শ্যায়ন দীর্ঘায়ুষ্যং প্রভৃতি। গেয়-গানের ঋষির নাম—শ্রেনঃ অথবা প্রজাপতি।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'জয়ন্তং' (কামাদিরিপূণাং জেতারং) 'মহাং' (মহান্তং) 'বিপোধাং' (মেধাবিনঃ ধর্ত্তারং, শুদ্ধসত্ত্বভাবাদীনাং সাধকানাঞ্চ পোষকং পালকং বা) 'মূরৈঃ' (মূঢ়ৈরধিষ্ঠিতানাং, মায়য়া জনিতানাং) 'পুরাং' (শরীরাণাং) 'দর্ম্মাণং' (আদরেণ রক্ষকং, উচ্ছেদকং) 'অমুরং' (মোহবিহীনং দেবং) ; 'প্রভূঃ' (স্তোতুং প্রভবঃ সমর্থো ভব) ; অপিচ, 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ) 'বনা' (বননীয়ং, সম্ভজনীয়ং) 'নয়ন্তং' (ধনানি প্রাপয়ন্তং, পরমার্থসন্নিকর্ষং মোক্ষং বা দাপয়ন্তং) 'হরিশ্মশ্রুং ন' (হরিদ্বর্ণকেশময়ং শিখেব শত্রুভীতিপ্রদং অজ্ঞানাধারনাশকং দিব্যজ্যোতীরূপং) 'বর্ম্মণা' (কবচেনোপেতং) 'তং দেবমুদ্দিশ্য ধনর্চিং' (প্রীতিকরস্তোত্রং) 'ধিয়ং' (পরিচরণরূপং কর্ম্ম চ) 'ধাঃ' (বিধেহি, কুরু ইত্যর্থঃ)। মনঃসম্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র জ্ঞানকিরণং মোক্ষঞ্চ লব্ধুং বহুগুণোপেতং জ্ঞান-স্বরূপ-দেবং প্রতি তৎপ্রীণনকরং কর্ম্মসাধনস্য উপদেশঃ পরিলক্ষ্যতে। ভাবার্থঃ—হে মনঃ ত্বং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তো ভব। (১অ—১প্র—৮দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! তুমি কামাদি শত্রুসেনা-বিজয়ী, অতি মহৎ, মেধাবিগণের (শুদ্ধসত্ত্বাদির বা সাধকের) পালক মায়ার দ্বারা উৎপন্ন দেহের রক্ষক (অথবা, উচ্ছেদক) মোহবিহীন, দেবতাকে আরাধনা করিবার জন্য সমর্থ হও ; অপিচ, স্তুতির দ্বারা (সত্ত্বভাবের দ্বারা) সম্ভজনযোগ্য সকল ধনের প্রদাতা (অথবা, পরমার্থ সন্নিকর্ষে নয়নকর্ত্তা কিংবা মোক্ষ-প্রাপয়িতা), শত্রুভীতিপ্রদ অজ্ঞানাধারনাশক দিব্যজ্যোতীরূপ কবচ-ধারী সেই দেবতার উদ্দেশে তাঁহার প্রীতিপ্রদ স্তোত্র-মন্ত্র ও তাঁহার পরিচরণ-রূপ কর্ম্ম সম্পন্ন কর। (মন্ত্রটি মনঃসম্বোধনমূলক। জ্ঞান-কিরণ ও মোক্ষলাভের জন্য বহুগুণোপেত জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রীতিকর কর্ম্ম-সম্পাদনের উপদেশ এখানে পরিলক্ষিত হয়। ভাবার্থ—'হে মন! তুমি হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও।') ॥ (১অ—১প্র—৮দ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।—অথ দ্বিতীয়া বৎসপ্রিঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ। অগ্নিঃ দেবতা। হে স্তোতঃ! ত্বং জয়ন্তং অসুরসেনানাং জেতারং মহাং মহান্তং বিপোধাং মেধাবিনঃ ধর্ত্তারং মূরৈঃ মূঢ়ৈরধিষ্ঠিতানাং পুরাং শরীরাণাং দর্ম্মাণং আদরেণ রক্ষকং অমুরং অমূঢ়মগ্নিং প্রভূঃ স্তোতুং প্রভব সমর্থো ভব গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ বনা বননীয়ং সম্ভজনীয়ং নয়ন্তং ধনানি প্রাপয়ন্তং বর্ম্মণা কবচস্থানীয়জ্বালয়োপেতং হরিশ্মশ্রুং ন হরিতবর্ণকেশময়মিব ধনর্চিং ধার্য্যমাণং ক্রিয়মাণং স্তোত্রং যস্য তং প্রীণনকরস্তোত্রং বা অগ্নিমুদ্দিশ্য ধিয়ং পরিচরণরূপং কর্ম্ম ধাঃ বিধেহি। মূরৈঃ

সুরাঃ ইতি চ পাঠৌ। নরস্থং গীর্ভির্বনা ধিয়ন্ধা হরিশ্মশ্রুং ন বর্ম্মণা ধনর্চ্চিং ইতি ছন্দোগাঃ। নরন্তো গর্ভং বনাং ধিয়ং ধূর্হরিশ্মশ্রুং নার্ব্বাণং ধনর্চ্চং ইতি বহ্ব্চাঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অগ্নিদেবের গুণ-বিশেষণের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,—'তিনি চমৎকার পদার্থ, তাঁহাকে স্তব করিলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়। তিনি নিজে মোহবিহীন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে হোমের দ্রব্য দিয়া তাঁহার দ্বারা যত অনুষ্ঠান করাইয়া লয়।' এরূপ ব্যাখ্যায় অগ্নিদেবের বিশেষত্ব বিলুপ্ত হয়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ, তিনি যে মুক্তি-দাতা,—ইহাতে সে ভাব আদৌ উপলব্ধ হয় না। পরন্তু তাঁহাকে অগ্নিনামধেয় কোনও সাধারণ ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। 'তাঁহাকে স্তব করিলেই সম্পত্তি পাওয়া যায়'—এতদ্বাক্য দেবভাব-খ্যাপনের অনুকূল নহে; পরন্তু উহাতে দেবার্চ্চনার বিশিষ্টতা বিনষ্ট হয়। যিনি মোহবিহীন, যিনি মোহের অতীত, হোমের দ্রব্য দিয়া মানুষ তাঁহার দ্বারা যাহা তাহা করাইয়া লয়—এতদুক্তি তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। মূঢ় জনই স্তবস্তুতিতে মোহগ্রস্ত হয়; কিন্তু যিনি 'অমূর' মোহাতীত, তিনি স্তবস্তুতিতে বিচলিত হয়েন কি? স্তোত্রমন্ত্রাদির দ্বারা ভগবানের গৌরব বৃদ্ধি হয় না; তাহাতে স্তোতারই চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হয়। ভগবানের নাম করিতে করিতে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। ফলে, চির আনন্দময় ধামে আশ্রয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক, যিনি যে ভাবই পরিগ্রহণ করুন, আমরা মনে করি,—এ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যে যে ব্যাখ্যা একটিত, তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। পূর্ব্ব মন্ত্রে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'তিনি যেন সত্ত্বভাবের সহিত সাধকের হৃদয়ে প্রবুদ্ধ হয়েন। তাহার ফলে সাধক ভগবৎসন্নিকর্ষ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।' এ মন্ত্রে সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবের স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। এ মন্ত্রে তাঁহার যে কয়েকটী গুণ-বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মন্ত্রের ভাব আপনিই অধিগত হইবে।

মন্ত্রের একটী পদ—'অমূরং'। ঐ পদের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'অসুরসেনানাং জেতারং'। আমরা ঐ পদে 'কামাদি শত্রুজয়কারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব পরিব্যক্ত হয়। কাম-ক্রোধাদি অন্তঃশত্রুসমূহ বাধা-বিঘ্ন উৎপন্ন করে। জ্ঞানাগ্নি সেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করেন। হৃদয়ে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়; তখন অজ্ঞানান্ধকার দূরে যায়, অজ্ঞানজনিত কামাদি শত্রু ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উন্মার্গগামিনী শক্তি তিরোহিত হইলে সাধককে আর তজ্জনিত ব্যথায় ব্যথিত হইতে হয় না। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতার স্তুতি কর, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাঁহার প্রীতির কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানকিরণপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চারে

তোমার অজ্ঞানতাজনিত কামাদি শত্রু দূরে পলাইবে। তখন তুমিও সেই জ্ঞানদেবতার ন্যায় 'জেতারং' অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারিবে।

জ্ঞানদেবতার আর একটী বিশেষণ—'মূরৈঃ পুরাঃ দর্ম্মাণং'; অর্থাৎ, তিনি অজ্ঞানী-দিগেরও রক্ষক। এতদ্বাক্যে কেমন এক উচ্চ উদার ভাব পরিস্ফুট! যাহারা জ্ঞানামার্গে তাদৃশ অগ্রসর হয় নাই,—ভগবানের অমিত প্রভাব-বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তাহাদিগকেও উপেক্ষার চক্ষে দেখেন না। তিনি তাহাদিগের প্রতিও কৃপাপরায়ণ। মনকে সম্বোধন করিয়া তাহা বলা হইতেছে,—'হে মন! যদিও তুমি অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, যদিও তোমাতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হয় নাই; তথাপি তুমি হতাশ হইও না। তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। তিনি মূঢ়জনেরও যখন রক্ষক, তখন তাঁহাকে ভজনা করিতে করিতে তুমিও জ্ঞানকিরণলাভে সমর্থ হইবে,—তুমিও শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে তাঁহার রক্ষার অধিকারী হইবে, অথবা তিনি কামাদি শত্রুগণের আশ্রয়স্বরূপ এই দেহের নাশক; তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিলে জীবের সংসারে দেহ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। তিনি যে 'মহাং'; তাঁহার ন্যায় মহান্ আর কে আছে? তাঁহার অনুধ্যানে তাঁহার ভজনায় নিবিষ্টচিত্ত হইতে হইতে, তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূরে যাইবে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হইবে; পরিশেষে তাঁহার কৃপায় ভগবৎ-সন্নিকর্ষলাভে সমর্থ হইবে।

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের আর একটী বিশেষণ—'নয়ন্তং'। সায়ণ ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ধনানি প্রাপয়ন্তং।' আমরা উহার অর্থ করিলাম—'পরমার্থসন্নিকর্ষং মোক্ষং ধারয়ন্তং।' মানুষ কামনার দাস। মানুষ—চায় ধন, চায় অর্থ। কি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, তখন আর পার্থিব ধনৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তখন পরমার্থ-সন্নিকর্ষলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তিই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। তাই জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে মোক্ষের প্রাপক বা ধারক বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত 'বনা' পদেরও এ পক্ষে সার্থক প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি সকলের প্রতিই অনুগ্রহ করিতে প্রযত্নপর আছেন। সুতরাং জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ হইবে, পরমার্থ-সন্নিকর্ষলাভ যে তাঁহার পক্ষে অতি সহজ, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

জ্ঞানদেবতার আর একটী বিশেষণ—'হরিশ্মশ্রুং ন বর্ম্মণা'। আমরা ইহার অর্থ করিয়াছি,—'শত্রুভীতিপ্রদ-কবচস্থানীয়জ্বালয়োপেত জ্যোতিঃসমূহ-পরিবৃত।' ভাষ্যের অর্থ—'হরিদ্বর্ণ কেশময়মিব' ইত্যাদি। জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে শত্রুভয় দূরে পলায়ন করে। হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার হইলে, তখন আর শত্রুভয় থাকে না। কবচ বা বর্ম্ম যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্র হইতে শরীরকে রক্ষা করে, জ্ঞানস্বরূপ বর্ম্ম দ্বারা সেইরূপ কামক্রোধাদির আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তাই মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে মন, জ্ঞানদেবতার জ্যোতীরূপ বর্ম্মে পরিবৃত হও; তোমার সকল শত্রু দূরে পলায়ন করিবে।' অন্তর্যাত্মিক ও বহির্যাত্মিক উভয়ের পক্ষেই এই সকল বিশেষণের সার্থকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ, মন্ত্রান্তর্গত প্রতি বিশেষণেরই সার্থকতা আছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'হে মন! জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আহ্বান কর, তাঁহার স্তুতিপরায়ণ হও,—তাঁহার

পূষার ব্রতী হও,—তাঁহার প্রীতিকর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তুমি সংসার-সমরাঙ্গণে জয়ী হইতে পারিবে,—তোমার সকল শত্রু বিধ্বস্ত হইবে। (১অ—১প্র—৮দ—২সা)।

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১র

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্ বিষুরূপে

১ ২ ৩ ১ ২

অহনী দ্যৌরিবাসি।

২ ৩ ৩ ৩ ১ ২র

বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে

৩ ২ ৩ ১ ২

পুষন্নিহ রাতিরস্তু॥৩॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ৪র ৫ ৪ ৫ র ৫ ৫ ১র র ১ র ৫

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং। ত আ ৬ ন্যাৎ। বিষুরূপে অহনিদ্যৌ।

৭ ২ ১ র র র র ২ ১

ইবা ২ ৩ সী। বা ই শ্বাহি মায়া অব সাই। স্বধা ৩ বান্।

১র ২র ১ ২ ২ ২ ৩৪৫

ভদ্রা তে। পু। ষা ৮ নিহ। রাতিরস্তু। তিরা

র ১

৫ স্তু হা উ বা॥৩॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে 'পূষন্' (শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী দেব)। 'তে' (তব 'অন্যৎ' (একং) 'শুক্রং' (শুক্লবর্ণং, দিবাবৎ শুভ্রং, শান্তরূপং, জ্ঞানরূপং, জাগ্রদ্রূপং বা) অস্তি; হে দেব! 'তে' (তব) 'অন্যৎ' (একং অপরং বা রাত্রিবৎ কৃষ্ণবর্ণং, রৌদ্ররূপং, অজ্ঞানরূপং, সুপ্তরূপং বা) অস্তি; যথা প্রকাশাপ্রকাশৌ যে রূপে বর্ত্ততে; হে দেব, 'তে' (তব) 'বিষুরূপে' (বিষম-রূপে, জাগ্রৎসুপ্তরূপে, জ্ঞানাজ্ঞানরূপে, বিশ্বরূপে বা) 'যজতং' (যজনীয়ং, স্তবনীয়ং, হৃদিধারণযোগ্যং); বয়ং তে বিবিধরূপাণি যজামহে ইত্যর্থঃ; হে দেব! ত্বং 'দ্যৌরিব' (আদিত্য ইব, জ্ঞানদেব ইব) 'অসি' (স্বপ্রকাশো ভবসি); হি (সুতরাং) ত্বং 'বিশ্বা' (সর্ব্বা) 'মায়া' (প্রজ্ঞাসানি, শুদ্ধসত্ত্বানি) 'অবসি' রক্ষসি পালয়সি); হে স্বধাবন্!

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৮শ সূক্তের প্রথম ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত। এই মন্ত্রের ঋষি—ভরদ্বাজ। গেয় গানের নাম—শুক্রং।

(অন্নবন্ সম্বন্তাবধারক) 'তে' (তব) 'ভদ্রা' (কল্যাণপ্রদা) 'রাতিঃ' (দানং, শুদ্ধসত্বাদিকং) 'ইহ' (ইহলোকে, অস্মাসু ইতি যাবৎ) 'অস্তু' (প্রবর্ত্তয়তাং, ভবতু ইতি শেষঃ) অস্মাকং মঙ্গলকরং দানং প্রবর্ত্তয়স্ব ইতি ভাবঃ। জ্ঞানদেবো হি শান্তরৌদ্ররূপেণ স্বপ্রকাশো বিদ্যতে। অতঃ তস্য বিশ্বরূপস্য সর্ব্বাণি রূপাণি যজনীয়ানি। স দেবঃ সর্ব্ববিধ-প্রজ্ঞানস্য রক্ষাকর্ত্তা। অতঃ তস্য দেবস্যানুগ্রহেণ বয়ং শুদ্ধসত্বাদিভিঃ জ্ঞানকিরণৈর্ব্বা প্রবুদ্ধা ভবামঃ ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৮দ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী দেব। আপনার দিবাৎ শুভ্রবর্ণ (শান্ত-ভাবাপন্ন, জ্ঞানময় বা জাগ্রৎ) একটী রূপ; আবার, আপনার রাত্রিবৎ কৃষ্ণবর্ণ (রৌদ্রভাবাপন্ন, অজ্ঞানময় বা সুপ্ত) আর একটী রূপ। আপনার সেই বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন (জাগ্রৎসুপ্ত, জ্ঞানাজ্ঞানময়, শান্তরৌদ্রভাবাপন্ন) সকল রূপই যজনীয়। হে দেব! জ্ঞানদেবতা আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ থাকিয়া আপনি বিশ্বের সত্ত্বাদি পোষণ করিতেছেন। (অতএব) হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগকে আপনার মঙ্গলময় দান প্রদান করুন (অথবা, পরমার্থ-সন্নিকর্ষলাভে সহায় হউন)। (ভাব এই যে. উক্ত-দেবের অনুকম্পাপ্রযুক্তই শুদ্ধসত্ত্বাদিদ্বারা অথবা জ্ঞানকিরণদ্বারা আমরা আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হই।) (১অ—১প্র—৮দ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া ভরদ্বাজ ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ। পূষা দেবতা। হে পূষন্। তে তব শুক্রং শুক্লবর্ণং অন্যৎ একমহর্ভবতি বাসরাত্মকং তথা তে তবসম্বন্ধি, যজতং যজিরত্র সঙ্গতিকরণে বর্ত্ততে যজনীয়ং প্রকাশেন সঙ্গমনীয়ং স্বতঃ কৃষ্ণবর্ণং অন্যৎ এক-মহর্ভবতি রাত্র্যাখ্যং। ইত্থং বিষুরূপে শুক্লকৃষ্ণতয়া নানারূপে অহনী তব মহিমা নিষ্পদ্যেতে। যদ্বা হে পূষন্! ত্বদীয়মন্যদ্রূপং শুক্রং নির্ম্মলং দিবসস্তোৎপাদকং ত্বদীয়মন্যদেকরূপং যজতং কেবলং যজনীয়ং ন প্রকাশকং রাত্রেরুৎপাদকং। অতএব বিরূপে বিষমরূপে অহনী অহশ্চ রাত্রিশ্চ ভবতঃ। অহোরাত্রয়োর্নির্ম্মাণে সূর্য্য এব কর্ত্তা। কথমস্যপ্রসক্তিরিতি? তত্রাহ দ্যৌরিবাসি যথা দ্যৌরাদিত্যঃ প্রকাশয়তি তথা ত্বং প্রকাশকোঽসি। কুতঃ? ইত্যত আহ হে স্বাধাবন্ অন্নবন্ পূষন্। বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ মায়াঃ প্রজ্ঞাঃ হি যস্মাৎ কারণাদ্ অবসি রক্ষসি অতঃ কারণাৎ ত্বং সূর্য্য ইব ভবসীত্যর্থঃ। তাদৃশস্য তে তব ভদ্রা কল্যাণীরাতিঃ দানং ইহ অস্মাসু অস্তু ভবতু! যাস্কস্তাহ—শুক্রং তেঽন্যল্লোহিতং তেঽন্যদ্যজতং তেঽন্যদ্যজ্ঞিয়ং তেঽন্যদ্বিষমরূপে তে অহনী কর্ম্মণা দ্যৌরিব চাসি সর্ব্বাণি চ প্রজ্ঞানান্যবস্যন্নবন্ (১২।২৬) ইতি। স্বধাবন্ স্বাধাবঃ ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—৮দ—৩সা)॥

তৃতীয় (৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।
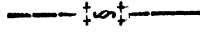
এ মন্ত্রটি বড়ই জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় এবং প্রচলিত অনুবাদ-সমূহে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—পুষা দেবতার দুইটি দিন আছে। একটী শুক্লবর্ণ এবং একটী কৃষ্ণবর্ণ। শেষোক্ত দিন তাঁহার অনুগমন করে; তাহাতে সেটী রাত্রি আখ্যায় অভিহিত হয়। অথবা, পুষাদেবতার দুই রূপ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। এই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দিবসসমূহ তাঁহার মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। আদিত্য যেমন দিবা ও রাত্রির প্রকাশয়িতা, পুষাদেবতাও সেইরূপ বিবিধ বর্ণ দিবার প্রকাশক। পুষাদেবতা বিশ্বের সমস্ত মায়া রক্ষা করেন; তাই তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। সুতরাং প্রার্থনা হইতেছে,—যজমানগণ যেন তাঁহার কল্যাণকর দান-প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি যুক্তির অবতারণায়, ব্যাখ্যাকার এ মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও প্রকটিত করিতেছি; যথা,—"হে পুষা! তোমার একরূপ (দিবা) শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ রাত্রি কেবল যজনীয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক। কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর। সম্প্রতি ত্বদীয় কল্যাণকর দান বর্ষিত হউক।" এরূপ ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহণ করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

আমরা এ মন্ত্রের যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহার যৌক্তিকতার বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা অন্বয়মুখে মন্ত্রটীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ, মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহ পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছে। ঐ অংশের 'শুক্রং' এবং 'যজতং' পদদ্বয়ের বিশ্লেষণ করিলেই মন্ত্রের উচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'শুক্রং' পদের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—শুক্লবর্ণ; আমরাও 'শুক্লবর্ণ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমরা উহার বিশ্লেষণে 'দিবাবৎ শুভ্রং' 'শান্তরূপং' 'জ্ঞানরূপ', 'জাগ্রদ্রূপং' প্রভৃতি প্রতিবাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দিবার আলোকে যেমন জগৎ উদ্ভাসিত হয়, ভগবানের শান্তরূপ, জ্ঞানরূপ বা জাগ্রদ্রূপ (প্রকাশ-রূপ) হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে সেইরূপ হৃৎপ্রদেশ শুভ্র জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠে। আর তাঁহার কৃষ্ণ বা অজ্ঞান (অপ্রকাশ) রূপে হৃদয় অজ্ঞানতমসমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এস্থলে দিবা ও রাত্রির প্রসঙ্গে সেই ভাবই উপলব্ধ হয়। জ্ঞান যখন সুপ্ত থাকে, তখনই কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণ হৃদয়ক্ষেত্র আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে; কিন্তু তাহার জাগ্রদবস্থায়—তাহার প্রকাশরূপ—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষে, সকল কুহেলিকা বিদূরিত করে। মন্ত্রে তাই তাঁহার সকল রূপেই উপাসনার উপদেশ আছে। তাঁহার এক একটী রূপের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, তখনই বিশ্বরূপের ধারণা জন্মে; তখনই বুঝিতে পারা যায়,—তিনি এক হইয়াও বহু, আবার বহু হইয়াও এক। হৃদয়ে সেই জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, তখনই তিনি স্বপ্রকাশ হইয়া পড়েন। মন্ত্রের ঐ সকল অংশে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে হয়। অজ্ঞান

আমরা ; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না,—তাঁহার শান্তরূপই বা কেমন, তাঁহার প্রজ্ঞানরূপই বা কেমন, তাঁহার জাগ্রদ্রূপই বা কেমন, আর তাঁহার প্রকাশরূপই বা কেমন? অজ্ঞান আমরা ; আমরা হয় তো বুঝিতে পারিব না,—তাঁহার রৌদ্ররূপই বা কিরূপ, তাঁহার অজ্ঞানরূপই বা কিরূপ, তাঁহার সুপ্তরূপই বা কিরূপ, আর তাঁহার অপ্রকাশরূপই বা কিরূপ? কিন্তু যদি আমরা একবার বুঝি, একবার অনুভব করি—তিনি জ্ঞানাজ্ঞান, রৌদ্র-শান্ত, জাগ্রৎ-সুপ্ত সকল রূপেই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন ; যদি একবার অনুভূতি জন্মে,—তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, জ্ঞানসূর্য্যের উদয়েই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তিনি আনন্দরূপে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপিয়া আছেন ; তবেই তাঁহাকে চিনিতে পারিব,—তবেই তাঁহাকে ধরিতে সমর্থ হইব। তিনি বিশ্বের শুদ্ধসত্ত্বভাবের রক্ষক বা পালক ; আনন্দময় যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহাতেই তাঁহার অধিষ্ঠান। তিনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িতা, আবার শুদ্ধসত্ত্বভাবেই তিনি পরিপুষ্ট। যেখানে সত্ত্বের সমাবেশ, সেইখানেই তিনি চিরবিদ্যমান। তাই চতুর্থ অংশে বলা হইয়াছে,—'ত্বং বিশ্বা মায়া অসি'—তিনি নিখিলপ্রজ্ঞানের রক্ষাকর্ত্তা—শুদ্ধসত্ত্বাদির পোষণকর্ত্তা।

মন্ত্রের একটী সংশয়মূলক পদ—'যজতং'। ঐ পদের অর্থে সায়ণ বলিয়াছেন,—'যজিরত্র সঙ্গতিকরণে বর্ত্ততে যজনীয়ং প্রকাশেন সঙ্গমনীয়ং স্বতঃ কৃষ্ণবর্ণং' ইত্যাদি। আমরা কেবল মাত্র 'যজনীয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবানের একটী রূপ—অপ্রকাশরূপ কেবল মাত্র যজনীয়। সে রূপে তাঁহার প্রকাশ নাই, মানুষ সে রূপে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না ; তাই সেরূপ কেবলমাত্র যজনীয় অর্থাৎ যজন দ্বারাই কেবল সে রূপের উপাসনা করিতে হয়। মন্ত্রের এই অংশসমূহে জ্ঞানস্বরূপ সত্ত্বভাবপোষণকারী পূষন দেবতার মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে উহাতে প্রার্থনার ভাবও ব্যক্ত হইয়াছে। 'যাঁহাতে পরস্পর-বিরোধী গুণসমূহ বিদ্যমান অর্থাৎ যিনি নির্গুণ, যিনি বহুরূপ অর্থাৎ রূপাদিবিহীন, তাঁহাকে হৃদয়ে স্থাপন কর'—মন্ত্রের এই অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণবর্ণ দিবার সম্বন্ধ কষ্টকল্পনামূলক। ভাবগ্রহণ-পক্ষেও সে কল্পনা নিরর্থক হয়।

মন্ত্রের শেষাংশে পূষাদেবতাকে 'স্বধাবন্' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদের 'অন্নবন্' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উহার 'সত্ত্বভাবধারক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। অন্নপ্রার্থী জনের নিকট ইহলোকে অন্নদান শ্রেষ্ঠ দান হইতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা মুক্তির অভিলাষী, তাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব রক্ষায় কামনাই করিয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্বভাবে সকল বস্তুই অধিগত হয়। পার্থিব অন্নের তো কথাই নাই ; মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত সুগম হইয়া আসে। সেই দানই শ্রেষ্ঠ দান। জ্ঞানদেবের নিকটই সেই প্রার্থনাই সঙ্গত প্রার্থনা। 'তিনি শুদ্ধসত্ত্বের পোষক, তিনি অশেষ প্রজ্ঞানের অধিপতি ; তিনি আমাদিগকে জ্ঞানদানে আমাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাবে সঞ্চার করুন ; আমরা সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই'—আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এই উচ্চ ভাব, এই উচ্চ প্রার্থনাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১অ—১প্র—৮দ—৩সা)।

——•——

চতুর্থং সাম ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১
ইড়ামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং
২র
হবমানায় সাধ ।
১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে
৩ ১ ২ ৩ ২
সুমতির্ভূত্বস্মে ॥ ৪ ॥

* * *

গেয় গানং *

৫র ১ ২র ২ ২ ৪ ৫ ৫ ১ র ০
ইড়ামগ্নাই । পুরুদা ৩ । সং সনিংগোঃ । শশ্বত্তমং
১ ৫র র ৩ ৫
হবমানা । যসা ২ ৩ ৪ ধা ।
১র র ২ ২ র ৪ ৫ ৫ ৫
স্যান্নস্সুনস্তনয়ঃ । বিজা ৩ বা ৩ । আগ্নে সাতাই ।
৩২ ৫ ৫র ৫ ৩র ১ ১ ১ ১ র
সুমা ৩ ৪ ৩ । তী ৩ঃ । ভূত্বহাউবা । স্মা ২ ৩ ৪ ৫ ই ॥ ৪ ॥ ০

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

অগ্নে '(জ্ঞানস্বরূপ দেব) ত্বং 'হবমানায়' (প্রার্থনাকারিণে, সাধকায় ইতি যাবৎ) তস্তু পরমার্থ-সন্নিকর্ষ-লাভার্থং ইতি ভাবঃ) 'পুরুদংসং' (পুরুদংসসং, বহুকর্ম্মাণং, আশ্চর্য্যকর্ম্ম-কারকং) 'গোঃ সনিং' (জ্ঞানকিরণসম্পাদয়িত্রীং, শুদ্ধসত্ত্বজনয়িত্রীং) 'ইড়াং' (বিবেকরূপাং ধিয়ং) 'শশ্বত্তমং' (নিরন্তরং, সদৈবং) 'সাধ' (সাধয়, হৃদি জনয় ইতি ভাবঃ) ; হে 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ দেব) তবানুগ্রহেণ 'নঃ' (অস্মাকং, প্রার্থনাকারিণাং সাধকানাঞ্চ) 'সূনুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বজনয়িতা, পবিত্রকারী) 'তনয়ঃ' (বিস্তারকমঃ মোক্ষদানসমর্থঃ শুদ্ধসত্ত্বং প্রজ্ঞানং বা) 'স্যাৎ' (ভবতু) ; তবপ্রভাবেন অস্মাকং হৃৎপ্রদেশঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবেন উদ্ভাসিতো ভবতু ইতি ভাবঃ ; হে দেব ! 'তে' (তব-সম্বন্ধিনী) যা 'সুমতিঃ' (শোভনবুদ্ধিঃ, তবানুগ্রহো বা)

* এই সাম-মন্ত্রটি, ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের একাদশ ঋক্ (প্রথম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, সপ্তবিংশ বর্গের অন্তর্গত) । ইহার ঋষি—বিশ্বামিত্র । গেয়-গানের নাম—কৌৎস ।

সা 'অস্মে' (অস্মাকং, অস্মদর্থং) 'বিজাবা' (অবন্ধ্যা, অনায়াসলভ্যা ইতি যাবৎ) 'ভূতু' (ভবতু)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। ত্বং অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতো ভব। শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রজ্ঞানঞ্চ সঞ্চয়। হৃৎপ্রদেশং সংশোধ্য ভগবন্তং প্রাপয় ইতি ভাবঃ। (১ম—১প্র—৮দ—৪সা)।।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেবতা! আপনি প্রার্থনাকারিগণের (সাধকদিগের) পরাগতি-লাভের নিমিত্ত, তাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণসম্পাদয়িতা (শুদ্ধ-সত্ত্বজনয়িতা) বিবেক সঞ্চার করেন। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনার অনুগ্রহে (আমাদের হৃদয়ে) পবিত্রকর মোক্ষদানসমর্থ প্রজ্ঞা (শুদ্ধ-সত্ত্বাদির উদ্ভব) হউক হে দেব। আপনার শোভনবুদ্ধি (আমাদের পক্ষে) অনায়াসলভ্য হউক, (অথবা আপনার অনুগ্রহলাভে আমরা যেন আপনার ন্যায় সুবুদ্ধিসম্পন্ন হই।)। (১অ—১প্র—৮দ—৪সা)।

• • •

অথ চতুর্থী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! পুরুদংসসং দংসঃ বেষঃ ইতি (নি০ ২২।১৩) কর্ম্মনামসু পঠিতত্বাদ্ দংসঃ শব্দঃ কর্ম্মবাচী পুরূণি বহূনি দংসাংসি কর্ম্মাণি যস্যাঃ সা, তাং বহুকর্ম্মাণং গোঃ সনিং গবাদিপশূনং সম্পাদয়িত্রীং ইড়াং এতন্নামিকাং গোরূপাং দেবতাং শশ্বত্তমং নিরন্তরং হবমানায় যজমানায় মহ্যং সাধ সাধয়। কিঞ্চ নঃ অস্মাকং সূনুঃ পুত্রঃ তনয়ঃ পৌত্রঃ স্যাৎ ভবতু, ইতি তে তব যা সুমতিঃ শোভনা বুদ্ধিঃ সা বিজাবা অবন্ধ্যা সতী অস্মে অস্মাকং ভূতু ভবতু ॥ ৪॥

• • •

চতুর্থ (৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—•—

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রটীও বিষম জটিলতাপূর্ণ। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার তাই এ মন্ত্রের বিভিন্নরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"হে অগ্নি। তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততিজনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।"

আর একজন ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—'হে অগ্নি। গবাদি পশুর জনয়িত্রী বহুকর্ম্মকারী ইড়া নাম্নী দেবীকে যজমান আমায় অন্ন নিরন্তর আনিয়া দেও। আমাদের পুত্র হউক, পৌত্র হউক।' ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ও অনেকটা এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। নিত্যসত্য বেদমন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা কিরূপ সমীচীন, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন। মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণে, মন্ত্রের প্রকৃত ভাবগ্রহণ করা তো দূরের কথা; বরং বেদমন্ত্রের প্রতি উপেক্ষার ভাবই আনয়ন করে। 'গবাদি পশুর জনয়িত্রী ইড়া-নাম্নী দেবীকে অগ্নিদেব আমার নিকট নিরন্তর আনিয়া দেন',—অগ্নিদেবের নিকট এরূপ প্রার্থনায় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের কোনও মাহাত্ম্যই প্রকাশ পায় না; দেবারাধনারও কোনও সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।

যাহা হউক, আমরা এ মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত অর্থসমূহ কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে তাহা উপলব্ধি হইতে পারিবে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণে অগ্রসর হইলেই আমাদের ব্যাখ্যায় যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে,—'অ গ্ন…স্যাৎ।' এই অংশের 'গোঃ সনিং' বাক্যাংশ বিষম সংশয়-মূলক। ঐ বাক্যাংশের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—'গবাদিপশূনাং সম্পাদয়িত্রীং' এবং 'ইড়াং' পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন,—'এতন্নামিকাং গোরূপাং দেবতাং'। এইরূপ শব্দার্থ হইতেই যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বেদের বহু স্থলে 'গো' শব্দের আলোচনা করিয়াছি। প্রায় সকল স্থলেই 'গো' শব্দে জ্ঞানকিরণ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ধাত্বর্থের অনুসরণেও ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গমনার্থক গম্ ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। কিরণের বা রশ্মির ন্যায় দ্রুতগমনশীল আর কি আছে? ভক্ত সাধক জ্ঞানকিরণ-লাভেরই কামনা করিয়া থাকেন; পার্থিব গবাদি পশু তাঁহার কামনার সামগ্রী নহে। আর 'গো' শব্দে 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ গ্রহণ করিলে, মন্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্যও বিঘ্ন ঘটে না; মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি-পক্ষেও এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অতঃপর 'ইড়াং' পদ। ইড়া পদে কেন ইলানাম্নী দেবী অর্থ গ্রহণ করিব? 'ইড়াং' পদে 'বিবেকরূপধিয়ং' অর্থ গ্রহণে মন্ত্রের ভাবসঙ্গতিপক্ষে কোনই অন্তরায় দেখি না। বরং 'গোঃ সনিং' পদদ্বয়ের সহিত ইহার অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত অন্বয় হয়। হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ প্রবেশ না করিলে বিবেকরূপা ধী-শক্তির অধিষ্ঠান সুদূরপরাহত হয়। সাধক পরমার্থ-লাভপ্রয়াসী; গবাদি পশু তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারে কি? তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে জ্ঞানদেবতা! আমাদিগের পরমার্থলাভের জন্য আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণসঞ্চারকারিণী বিবেক-বুদ্ধি উৎপন্ন করুন।' মন্ত্রাংশের এই অর্থই সঙ্গত—এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"অগ্নে নঃ…স্যাৎ"। এই অংশও বিশেষ সংশয়মূলক। এই অংশের অন্তর্গত 'সূনুঃ' ও 'তনয়ঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে আলোচ্য। ভাষ্যকার 'সূনুঃ' পদে পুত্র, অর্থ আনয়ন করিয়াছেন। জননার্থক সূ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। তাই আমরা ঐ পদে 'শুদ্ধসত্ত্বজনকঃ' অর্থ পরিগ্রহ করিলাম। 'তনয়ঃ' পদের অর্থ ভাষ্যকার করিয়াছেন—'পৌত্রঃ।' আমরা অর্থ করিলাম—'বিস্তারক্ষমঃ'। পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা যেমন বংশ বিস্তৃত হয়, জনকজননী যেমন পবিত্রতা লাভ করে, তাঁহারা যেমন পুন্নামনরক যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন; সেইরূপ প্রজ্ঞার সঞ্চারে সাধকের হৃদয় বিস্তৃত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হয়, আর তাহাতে ক্রমশঃ তিনি পরমার্থলাভে সমর্থ হন।

পুত্র পৌত্রাদি সংসারবন্ধনের হেতুভূত। 'জন্তুঃ' ও 'জনয়ঃ' পদদ্বয়ের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলেও সংসারবন্ধনের ভাবই আসে। কিন্তু এখানে প্রার্থনাকারী মুক্তিলাভপ্রয়াসী। মন্ত্রের এ অংশে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে জ্ঞানদেবতা! আপনি আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বজনক পবিত্রকারক ও বিস্তারক্ষম, অগ্রেনয়নসমর্থ, বা মোক্ষদানসমর্থ, প্রজ্ঞার সঞ্চার করুন।' এই অর্থই এস্থলে সুসঙ্গত। কিন্তু 'জনয়' পদের জন্ ধাতু বিস্তারার্থক। প্রজ্ঞার সঞ্চারে হৃদয়ে মহান্ উদার ভাবের উদয় হয় চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে,—শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে হৃদয় ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তিমুখী হইয়া পড়ে।

মন্ত্রে 'ইড়াং' পদের একটী বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়,—'পুরুদংসং'। ঐ পদের আমরা অর্থ করিয়াছি,—'আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকং বহুকর্ম্মাণং'। এই বিশেষণ পদেরও সার্থকতা আছে। বিবেকবুদ্ধি যে বহুকর্ম্মকারী ও আশ্চর্য্যকর্ম্মকারিণী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিবেকের উদয় হইলে পাপভরাক্রান্ত বিপন্ন জনগণও উদ্ধার পাইতে পারে; তাই—'বহুকর্ম্মাণং'। আবার, যাহার সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আশা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; বিবেক সাহায্যে তাহারও উদ্ধার সম্ভবপর। তাই 'আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকং' প্রতিবাক্যের সার্থকতা। তাই 'ইড়াং' বিবেকরূপা ধী,—'পুরুদংসং' বহুকর্ম্মসাধয়িত্রী ও আশ্চর্য্যকর্ম্মকারিণী।

মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেবতা! আপনার শোভনরুচি বা আপনার অনুগ্রহ আমাদের অনায়াসলভ্য হউক। জ্ঞানকিরণে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে এইরূপ প্রার্থনাই পরিস্ফুট হয়। যাহা সৎ, তাহাতে অসতের সংস্রব থাকিতে পারে না। সৎস্বরূপ নিকট সদ্ভাবের কামনাই সমীচীন। তাই সৎস্বরূপ ভগবানের নিকট সুমতিলাভের প্রার্থনা অতীব সুসঙ্গত বলিয়াই উপলব্ধ হয়। (১অ—১প্র—৮দ—৪সা)।

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্র হোতা জাতো মহান্নভোবিন্ নৃষদ্মা

৩ ১ ২ ২ ৩ ২
সীদদপাং বিবর্ত্তে।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
দধদ্যো ধায়ী সুতে বয়াꣳসি যন্তা বসূনি

৩ ১ ২ ৩ ২
বিধতে তনূপাঃ॥ ৫ ॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের একচত্বারিংশৎ সূক্তের প্রথম ঋক (অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের ঋষি—বৎসপ্রি। ইহার গেয়-গান দুইটী; দুইটী কাশ্যপ নামে অভিহিত।

গেয়-গানং।

৪ র ৫র র ৫ ২ ১র র র ১ ১র

১। প্রহোতা জাতাঃ। মহান্নভোবিন্নৃষদ্মা ২ ৩ সীদাৎ। অপাং

২ ১ র ১র ৩ ২

বিবর্ত্তাই। দধদ্যো ২ ৩ ধা। যাই। সুতে বয়া৺ সিয়ন্তাউ।

১র ২ ১ ∧ ০ ৫র র

বা। বাসু নিবিধ। তা ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১

তনূ ৩ পা ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

৪ র ৫র র ৪ ৫ ৫ ১ — ১ — ১ র

২। প্রহোতা জাতঃ। উহু বাহাই। মাহা ২ ম্নাভো ২। বাইন্নৃষদ্মা-

র ৭ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১

সীদদপাং বিবা ২ ৩ র্ত্ত'ই। আঔ ৩ হো। ইহা। দাধা ২

১ — ১ র র র ২ ১ ২

ধ্যোধ ২। যাইসুতেবয়া৺সিয়ন্তা বসু ২ ৩ নী। আ ঔ

২ ১ ২ ১ ২ ১ ∧ ০

৩ হো। ইহা। বিবতায়ে ৩। তনূ ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ১র ৩ ১ ১ ১ ১

ঔ হোবা হবিষ্মতে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥ *

---

* এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে স্বর ও পাঠাদি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক মনে করি। বহু মন্ত্রেরই স্বর ও পাঠ বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। একাধিক পুঁথি (গ্রন্থ) মিলাইতে গেলে বিষম সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে এই মন্ত্রটীরই বৈষম্যের ও পাঠাদির বিভিন্নতার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রান্তর্গত 'ধায়ী' পদ বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্নরূপে হ্রস্ব-ইকারান্ত 'ধায়ি' এবং দীর্ঘ ঈকারান্ত 'ধায়ী' উচ্চারিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্বর বিষয়ে দেখিতে পাই, কোন গ্রন্থে 'প্র' পদের শীর্ষদেশে '১' অঙ্কের চিহ্ন আছে; কোনও গ্রন্থে উহার মস্তকে '১র' চিহ্ন রহিয়াছে। তাহাতে উচ্চারণের কি বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সীদদপাং' 'সুতে' 'যন্তা' প্রভৃতি পদে যে উচ্চারণ-চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে, পাঠান্তরে তাহা নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়। যথা,—

১ ১র ৩ ১ ২ ৩ ১

'প্র' স্থলে 'প্র' 'সীদদপাং' স্থলে 'সীদদপাং,'

৩ ১ ৩ ১র ৩ ১ ৩ ১র

'সুতে' স্থলে 'সুতে', 'যন্তা' স্থলে যন্তা'।

এইরূপ 'বসূনি' পদের উচ্চারণ-স্বরে কোথাও 'নি'র মস্তকে '২র' চিহ্ন আছে, 'সূ'র শীর্ষদেশে কোনরূপ চিহ্ন নাই। অধিক বলিব কি, এই মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নামও কোথাও হ্রস্ব-ইকারান্ত কোথাও দীর্ঘ-ঈকারান্ত প্রয়োগ দেখা যায়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ 'অপাং' (সাধকস্য হৃৎস্বরূপস্য পবিত্রস্থানস্য, শুদ্ধসত্ত্বভাবস্য) 'বিবর্ত্তে' (নিগূঢ়প্রদেশে, শুদ্ধসত্ত্বানামভ্যন্তরে ইতি ভাবঃ) অবস্থিতঃ সন্ 'হোতা' (সৎকর্ম্ম-নিয়ামকঃ, মোক্ষপথপ্রদর্শক ইতি যাবৎ) 'জাতঃ' (অভূবঃ)। যথা অন্তরিক্ষস্য উপস্থানে (যদ্বা উদকানাং, মধ্যে) বিদ্যুত নিষণ্ণোঽভূৎ, তদ্বৎ অনস্তাস্পদত্বেনাতিবিস্তৃতস্য সাধকস্য হৃদ্রূপস্য পবিত্রস্থানস্য নিগূঢ়প্রদেশে জ্ঞানস্বরূপো দেব সুপ্তে অবস্থিত আসীৎ; ইদানীং সাধকস্য সাধনাপ্রভাবেন স দেবো জাগ্রৎ তস্য কর্ম্মনিয়ামকো মোক্ষপথপ্রদর্শকশ্চ ভবতি। 'নত্তোবিৎ' (উৎপত্তিস্থানস্য বেত্তা, প্রার্থনাকারিণাং ভক্তসাধকানাং হৃদ্দেশাভিজ্ঞঃ, আবির্ভূত ইত্যর্থঃ) 'মহান' (মহত্ত্বাদিগুণোপেতত্বাৎ বরণীয়ঃ) স দেবঃ 'নৃষদ্মা' (নৃসদ্মনি, সত্ত্বভাবাধারভূতে ভক্তানাং হৃৎপ্রদেশে) 'প্রসীদৎ' (প্রসন্নো ভূত্বা অধ্যতিষ্ঠৎ)। হে মনঃ! 'যঃ' (যো জ্ঞানাগ্নিঃ) 'দধৎ' (সত্ত্বাদীনি ধারয়ন্) 'সু ধায়ী' (প্রার্থনাকারিণাং আত্মনি) নিহিতোঽভূৎ, তং দেবং 'বিধতে' (পরিচর, হৃদি নিধেহি ইত্যর্থঃ)। স দেবঃ 'তে' (তুভ্যং, প্রার্থনাকারিণে) 'বয়াংসি' (অন্নানি, সত্ত্বভাবাদীনি) 'বসূনি' (পরমার্থরূপধনানি) চ 'যন্তা' (নিয়মিতা) এবং 'তনূপা' (তুক্তানাঞ্চ পরিত্রাতা) ভবতু ইতি শেষঃ। (১অ—:প্র—৮দ—৫সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা, সাধকের হৃদ্‌রূপ পবিত্র স্থানের নিগূঢ়প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া (সত্ত্বভাবের অভ্যন্তরে বিরাজিত থাকিয়া) সৎকর্ম্ম-নিয়ামক মোক্ষপথ-প্রদর্শক হয়েন। (অন্তরীক্ষের উপস্থানে বিদ্যুৎ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সাধকের হৃৎকন্দরে জ্ঞানকিরণ সেইরূপ সুপ্তাবস্থায় অবস্থিত আছে; সাধনা-প্রভাবে সৎকর্ম্মদ্বারা সেই জ্ঞানরশ্মি প্রকাশ পায়—ইহাই ভাবার্থ)। ভক্তহৃদয়াভিজ্ঞ বরণীয় সেই দেবতা ভক্ত-হৃদয়ে প্রসন্নভাবে অধিষ্ঠিত হন। হে মন! যে জ্ঞানাগ্নি সত্ত্বাদি ধারণ করিয়া প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে নিহিত হয়েন, সেই জ্ঞানদেবতার পরিচর্য্যায়

শাস্ত্রে দেখিতে পাই, 'ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্র উচ্চারণের দোষে, একরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষায় প্রয়োগ করিয়া, স্বরভেদ-হেতু অন্যরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এখন যেরূপ পাঠান্তর ও স্বর-ভেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত উচ্চারণ যে কি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এরূপ সংশয়-ক্ষেত্রে যাহা প্রাণস্পর্শী হয়, যাহা হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয় পরমানন্দ প্রদান করে, সেই উচ্চারণই প্রকৃষ্ট উচ্চারণ বলিয়া মনে করিতে হইবে,—তাহাতেই অভীষ্ট ফল-লাভ সম্ভবপর। এই ভাবে পরম পথে অগ্রসর হইতে হইতে প্রকৃত-ধ্বনি আপনিই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে।

প্রবৃত্ত হও। সেই দেবতা তোমার সত্ত্বভাবাদির ও পরমার্থরূপ ধনের নিয়ামক এবং দুষ্কৃতসমূহের পরিত্রাতা হউন। (১অ—১প্র—৮দ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। বৎসপ্রিঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। যঃ অগ্নিঃ অপাং অন্তরীক্ষনামৈতৎ (নি০ ১।৩।৮) অন্তরিক্ষস্য বিবর্ত্তে বিবর্ত্তনে উৎসঙ্গে বৈদ্যুৎরূপেণ নিষণ্ণ অভূৎ, স ইদানীং হোতা যজমানানাং হোমনিষ্পাদকো জাতঃ প্রাদুর্ভূতঃ, মহান্ গুণৈঃ পূজ্যঃ। নভোবিৎ অন্তরিক্ষস্য জ্ঞাতা যতস্তত্রোৎপন্নঃ অতস্তস্য জ্ঞাতা নৃষদ্মা নৃষু সীদন্ সদেন্দ্রমিন্ নিৎস্বরঃ (৬।১।১১৭) প্রসীদৎ বেদ্যাং প্রসীদতি। অপামুপস্থে মহিষা অগৃভ্ণন্ ইতি হি নিগমঃ। যদ্বা, অপাং পয়সাং ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণামুপস্থে উপস্থানে সমীপে বেদ্যা যুক্তলক্ষণঃ সন্। অথবা, অপাং উদকানাং বিবর্ত্তে মধ্যে যোঽগ্নির্হি বর্ত্তোঢ়ুমসহমানো নিগূঢ় সন্ স দেবৈঃ পুনঃ প্রার্থিতঃ উক্তবিধঃ সন্ বেদ্যাং প্রসীদতি, সোঽগ্নিঃ দধৎ হবীংষি ধারয়ন্ সুধায়ী বেদ্যাং নিহিতোঽভূত। হে স্তোতঃ। সোঽগ্নি বিধতে পরিচরতে তে তুভ্যং বয়াংসি অন্নানি বসূনি ধনানি চ যন্তা নিয়মযিতা ভবতু। তনূপাঃ তন্বঃ পাতা চ ভবত্বিতি শেষঃ। নৃষদ্মা নৃষদ্বা ইতি চ পাঠৌ। দধস্বো ধায়ী সুতে ইতি ইতি ছন্দোগাঃ। দধির্ধোধায়ী স তে ইতি বহ্বৃচাঃ॥ (১অ—১প্র—৮দ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে ও প্রচলিত অনুবাদাদিতে যে ভাব পরিব্যক্ত, তাহাতে মন্ত্রের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধ হওয়া সুকঠিন। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,—'অগ্নিদেব অন্তরীক্ষে বা জলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিলেন; তিনি হোতৃগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া হবিঃসমূহ ধারণ-পূর্ব্বক বেদীতে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি অন্তরীক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; তিনি অন্তরীক্ষের বিষয় অবগত আছেন। তিনি অন্নদান করুন, ধনদান করুন এবং শরীরকে রক্ষা করুন'; ইত্যাদি। ভাষ্যে এ ভাব পরিব্যক্ত হইলেও, বেদী অর্থজ্ঞাপক কোনও পদই মন্ত্রের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'সদ্মা' পদের ব্যাখ্যায়ই ভাষ্যকার এই অর্থ আমনন করিয়াছেন। 'সদ্মা' পদের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'সীদন্ প্রসীদৎ বেদ্যাং প্রসীদতি।' ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসরণেই অগ্নিদেবের বেদীতে উপবিষ্ট হওয়ার অর্থ আনয়ন করিয়াছেন।

একজন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"যে অগ্নি মনুষ্যদিগের মধ্যে অবস্থিতি করেন, জলের মধ্যেও অবস্থিতি করেন, যিনি আকাশের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেহেতু আকাশে তাঁহার জন্ম; তিনি এক্ষণে বিপুলমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হোতা হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা, অতএব তাঁহাকে আধান করা হইয়াছে। তুমি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছ, অতএব তিনি তোমার দেহরক্ষাপূর্ব্বক তোমাকে অন্ন ও সম্পত্তি দিবেন।"

আর একজন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'যে অগ্নি অন্তরীক্ষের বিবর্ত্তে বিদ্যুৎ-রূপে বিরাজ করিতেন; তিনি এখন যজমানদিগের হোতারূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ

গুণেই তাঁহাদের নিকট পূজনীয় হইতেছেন। যে অগ্নি অন্তরীক্ষের বিষয় অবগত হইয়া মনুষ্যলোকে অবস্থিতি করেন, তিনি এক্ষণে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন; তিনি হবিরাদি বহন করিয়া বেদিতে নিহিত হউন। হে স্তোতা, তিনি দেবগণের নিকট গমন করিতেছেন; তিনি যেন তোমাদের জন্য অন্ন ও ধনসমূহ পাঠাইয়া দেন এবং তোমায় শরীর রক্ষা করেন'; ইত্যাদি।

আমরা কি অর্থে কি ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম অংশ বিশেষ সমস্যামূলক; তাই আমরা তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ঐ অংশের 'অপাং বিবর্ত্তে' বাক্যে ভাষ্যকার 'অন্তরীক্ষস্য বা উদকানাং মধ্যে' অর্থ আমনন করিয়াছেন। তাহাতে 'অগ্নি জলোৎপন্ন' এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কিন্তু উহার অর্থ করিলাম,—'সাধকস্য হৃদ্স্বরূপস্য পবিত্রস্থানস্য নিগূঢ়প্রদেশে, শুদ্ধসত্ত্বানামভ্যন্তরে।' ভাষ্যকার যে অগ্নিকে অন্তরিক্ষে বা জলমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাতে বাড়বাগ্নিকেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। জলের মধ্যে অগ্নি বিদ্যমান, বিজ্ঞান মতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এ সত্য, বহু প্রাচীন কালে আর্য্য ঋষিগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তদ্বিষয় উপলব্ধ হয়। আমরা জ্ঞানাগ্নি-পক্ষে ঐ অংশের অর্থ করিলাম—'সাধকদিগের হৃৎপ্রদেশে নিগূঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'হোতা জাতঃ' শব্দের অর্থে ভাষ্যকার 'হোতৃরূপে আবির্ভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অর্থ করিলাম,—'সৎকর্ম্মনিয়ামকো মোক্ষপথপ্রদর্শকো বভূব'। ইহাতে পূর্ব্বাংশের সহিত এই অংশের অতি সুসঙ্গত অন্বয় হইয়াছে। জন্মাবধি জ্ঞানের অঙ্কুর হৃদয়ে নিহিত থাকে। সাধনার দ্বারা, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে, তাহার উৎকর্ষতা সাধিত হয়। তাই মন্ত্রের এ অংশে বুঝা যাইতেছে,—'যে জ্ঞানাগ্নি জন্মাবধি সাধকগণের হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল, সাধনা-প্রভাবে সে জ্ঞানাগ্নি এক্ষণে উদ্দীপিত হইয়াছেন। তাহাতে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের সঞ্চার হইয়াছে; ভগবৎসন্নিকর্ষলাভ-প্রয়াসী সাধকগণ মুক্তিপথের পথিক হইয়াছেন।'

মন্ত্রের প্রথমাংশের অন্তর্গত সমস্যামূলক দুইটী পদ—'নভোবিৎ' ও 'নৃষদ্মা'। প্রথম পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'অন্তরিক্ষস্য জ্ঞাতা যতস্তত্রোৎপন্নঃ অতস্তজ্ জ্ঞাতা।' দ্বিতীয় পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন,—'নৃষু সীদন্' ইত্যাদি। তাহা হইতে অর্থ আসিয়াছে,—'তিনি অন্তরিক্ষবিৎ হইয়াও অথবা অন্তরিক্ষে জন্মিয়াও মনুষ্যলোকে অবস্থিত।' যাহা হউক, আমরা এতদ্রূপ অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সাধারণ অগ্নিপক্ষে এরূপ উক্তি প্রযোজ্য হইলেও, জ্ঞানাগ্নি-পক্ষে ইহার সমীচীনতা আদৌ দৃষ্ট হয় না। তাই আমরা 'নভোবিৎ' পদের অর্থ করিলাম,—'উৎপত্তি-স্থানস্য বেত্তা, প্রার্থনাকারিণাং ভক্তসাধকানাং হৃদ্দেশাভিজ্ঞ, যদ্বা আবির্ভূত ইত্যর্থঃ।' আর 'নৃষদ্মা' পদের অর্থ আমনন করিলাম,—'সত্ত্বাধারভূতে ভক্তানাং হৃৎপ্রদেশে' ইত্যাদি। জ্ঞানাগ্নি-পক্ষে এতদ্রূপ ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। জ্ঞানরূপ দেব ভক্ত সাধকগণের হৃদয়াভিজ্ঞ; কেন না, তাহাতেই তাঁহার অধিষ্ঠান। জ্ঞানের আলোক সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হয় বটে; কিন্তু যেখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব, সেখানেই তাহার জ্যোতিঃ সম্যক্ পরিস্ফুট

ভক্তের ভগবান্ ভক্তিডোরেই বাঁধা থাকেন। তিনি ভক্তাধীন; তাই ভক্তের কাতর ক্রন্দনে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। আদিভূত সেই জ্ঞানদেব ভক্তের পরিচর্য্যায় তাহার পবিত্র হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহাতে হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে উদ্দীপিত হয়। জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিস্ফুরণে সৎকর্ম্মপ্রভাবে সাধকের চিত্তের উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। সাধক ভক্ত যখন এইরূপে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখনই তিনি 'মহান্' রূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হন। সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে, জ্ঞান-বলই একমাত্র প্রধান বল। হৃদয়ে জ্ঞানবল সঞ্চিত না হইলে, জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত না হইলে, ভগবানের করুণা লাভ সম্ভবপর হয় না। আমরা মনে করি, মন্ত্রের এ অংশে,—'মহান্···প্রসীদৎ' অংশে (মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এই ভাবই পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের শেষাংশ সরল প্রার্থনা-মূলক। ঐ অংশের মর্ম্ম এই যে,—'যে জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্বাদি ধারণ-পূর্ব্বক ভক্ত-সাধকগণের হৃৎপ্রদেশে অবস্থিত আছেন, হে মন, তুমি তাঁহার পরিচর্য্যা কর অর্থাৎ তাঁহাকে হৃদয়ে স্থাপন কর। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, তাঁহার প্রভাবে তোমার হৃদয়ে সত্ত্বভাবাদির সঞ্চার হইবে; পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ধন তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন।' জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, সাধকের শোভন-কর্ম্ম আরম্ভ হয়। তিনি যখন হৃদয়ে অবস্থিত; তখন তিনি নিশ্চয়ই অনায়াস-লভ্য—সুখপ্রাপ্য হন।

মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইতেছে,—'আপনি সাধকদিগের হৃৎপ্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের সৎকর্ম্মের নিয়ামক ও মোক্ষপথ-প্রদর্শক হন।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে,—'ভক্ত হৃদয়াভিজ্ঞ সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া ভক্তহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।' এই দুই অংশে ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্ত। প্রার্থনা-পক্ষে ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—'হে জ্ঞানদেবতা, আপনি আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করুন। আপনি হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিলে, আমার উন্মার্গগামী চিত্তবৃত্তি-সমূহ সৎপথে পরিচালিত হইবে। পরবর্ত্তী অংশের ভাব এই যে—'আপনাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলে, চিত্তবৃত্তিসমূহ দেবভাবাপন্ন হইবে, আমার অন্তর তখন ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িবে।' মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে,—'সেই দেবতা প্রার্থনাকারী তোমাদিগকে অন্ন (সত্ত্বভাবাদি) ও ধন (পরমার্থধন) প্রদান করেন।' ভাব এই যে,—'জ্ঞানদেবতার প্রভাবে হৃদয় নির্ম্মল হইলে, তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হইবে। ফলে পরমার্থলাভ সুগম হইয়া আসিবে।' মন্ত্রে উপমা-প্রসঙ্গে তাই বুঝান হইয়াছে,—'অন্তরীক্ষে যেমন বিদ্যুৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে, সাধকের হৃৎকন্দরে জ্ঞানদেবতা সেইরূপ সুপ্ত হইয়া আছেন। তুমি সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধনপ্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপিত কর। তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। তাঁহার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে সত্ত্বভাবাদি সংরক্ষিত হইবে, পরমার্থ-ধন লাভ তোমার পক্ষে সুগম হইয়া আসিবে।' (১অ—১প্র—৮দ—৫সা) ॥

—•—

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ৪ ৩ ১ ২　　৩ ২　৩　১　২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্র সম্রাজমসুরস্য প্রশস্তিং পুংসঃ কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য।

১ ২　৩　২　৩ ১ ২ ৩ ১　২　৩ ১ ২ ৩

ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দদ্বারা

১ ২

বন্দমানা বিবষ্টু ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

৫ র ১ ২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
প্র সম্রাজং। অসুরা ৩। স্যাপ্রশস্তাং। পুং সঃ কৃষ্টাই। না ৩ মনু।
২র ৩৪৫ ২ র ২ ০ ১৩৪৫ ২১ র ২র
মা দিয়স্যা। ইন্দ্রস্যে বা ৩ ৪ ৩ প্রতব। সস্কৃতানি। বন্দদ্বারা
১ ২র ১ ৩ ৫র র
বন্দমানা। বিবা ২ ষ্ট ২ ৬ ৪ ঔ হো বা।
৩ ৫
বী ২ ৩ ৪ শাঃ ॥ ৬ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! 'অসুরস্য' (শত্রোঃ—অজ্ঞানরূপস্য) 'পুংসঃ' (অভিভবকারিণঃ, বিনাশকস্য) 'কৃষ্টীনাং' চ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং, সাধকানাং) 'অনুমাদ্যস্য' (স্তুত্যস্য, আনন্দস্বরূপস্য) 'ইন্দ্রস্য ইব' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনো ভগবত ইব) 'তবসঃ' (প্রভাবসম্পন্নস্য) 'সম্রাজং' (সম্যগ্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) তস্য জ্ঞানাগ্নেঃ 'প্রশস্তং' (শ্রেষ্ঠং স্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'প্র' (প্রস্তুহি, প্রকৃষ্টরূপেণ আরাধয়; এবং 'বন্দদ্বারা' (স্তুতিভিঃ) 'বন্দমানাঃ' (স্তূয়মানা যে দেবাঃ সন্তীতি শেষঃ) তেষাং 'কৃতানি' (কর্ম্মাণি, পূজারাধনারূপাণি) 'প্র বিবষ্টু' (প্রকর্ষেণ কাময়তাং)। হে মনঃ! ত্বং জ্ঞানানুসারী ভব, ভগবতঃ কর্ম্মাণি চ কুরু—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১অ—১প্র—৮দ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! অজ্ঞানরূপ শত্রুর অভিভবকারী (বিনাশক) আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের স্তবার্হ (অথবা আনন্দস্বরূপ) পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন সর্ব্বপ্রকাশশীল সেই জ্ঞানাগ্নির শ্রেষ্ঠস্বরূপকে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর, এবং স্তুতির দ্বারা স্তূয়মান দেবগণ-সম্বন্ধীয় পূজা-আরাধনা-রূপ কর্ম্ম-সকলকে কামনা কর। (ভাব এই যে,—'হে মন! তুমি জ্ঞানানুসারী হও; এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মমাত্র অনুষ্ঠান কর)॥ (১অ—১প্র—৮দ—৬সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। বশিষ্ঠ ঋষি। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। অসুরস্য বলবতঃ পুংসঃ বীরস্য পৌংস্যমিতি বীর্য্যমুচ্যতে তথা চ যাস্কঃ পুমান্ পুরুমনা ভবতি পুংসতের্ব্বেতি কৃষ্টীনাং জনানাং অনুমাদ্যস্য স্তুত্যস্য তবসঃ বলবতঃ ইন্দ্রস্যেব তস্যাগ্নেঃ প্রশস্তং উৎকৃষ্টং সম্রাজং সম্যগ্রাজমানং স্বরূপং প্রস্তোতু। তথা বন্দদ্বারা বন্দনং বন্দঃ স্তুতঃ তদ্দ্বারাণি স্তুতিপ্রমুখানি বন্দমানা সর্ব্বৈঃ স্তূয়মানানি কৃতানি কর্ম্মাণি প্র বিবষ্টু প্রকর্ষেণ কাময়তাং।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের প্রথম ঋক (তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের ঋষি বশিষ্ঠ। ইহার গেয় গানের নাম ঘৃতাচী অথবা আঙ্গিরস। গেয়-গানের ঋষির নাম—ঘৃতাচী অথবা অঙ্গিরঃ।

প্রসম্রাজমসুরস্য প্রশস্তং ইতি ছন্দোগাঃ। প্রসম্রাজো অসুরস্য প্রশস্তিং ইতি বহ্বৃচাঃ। বন্দধ্যারা বন্দমানং বিবক্তু ইতি, বন্দে দারুং বন্দমানো বিবচ্মি ইতি চ পাঠৌ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ, তাহার ভাব এই যে,—'বলবান বীরের, জনগণের স্তুতিযোগ্য বলবান ইন্দ্রদেবের ন্যায় সেই অগ্নির উৎকৃষ্ট সম্যক্ প্রকাশমান্ স্বরূপকে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি করুন; স্তুতিপ্রমুখদিগকে সকলের স্তূয়মান কর্ম্মসকলকে প্রকৃষ্টরূপে কামনা করুন।' এ অর্থে মনে হয়, পুরোহিত যেন ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করিয়া অগ্নিদেবের পূজায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; বলিতেছেন,—'বলবান ইন্দ্রদেবের পূজা যে ভাবে করিয়া থাকেন, অগ্নিদেবের পূজাও যেন সেই ভাবে সম্পন্ন হয়; স্তুতি প্রভৃতি কার্য্যাদি যেন প্রকৃষ্টভাবে তাঁহারই উদ্দেশে নিয়োজিত থাকে।' প্রচলিত বঙ্গানুবাদাদিতে মন্ত্রের যে অর্থ পরিগৃহীত, তাহাও একটী উদ্ধৃত করিতেছি। সে বঙ্গানুবাদ; যথা;—"আমি পুরীসমূহের ভেদকারীকে বন্দনা করি বন্দমান হইয়া সম্রাট অসুর বীর ও জনসমূহের স্তুতিযোগ্য এবং বলবান ইন্দ্রের ন্যায় সেই (বৈশ্বানরকে) স্তুতি ও কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিব।" ইন্দ্রের উপমায় একজন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন,—'ইন্দ্রের বৃত্রবধাদি কার্য্য যেমন কীর্ত্তিত হয়, স্তোতৃগণ তেমনই ভাবে এই অগ্নিদেবেরও হবিরর্চ্চনাদি কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিতেছে।'

অতঃপর যে ভাবে মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। মন্ত্র দেবতার কয়েকটী গুণ-বিশেষণের উল্লেখ আছে মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—তিনি 'অসুরস্য পুংসঃ।' আমরা উহার অর্থ করিয়াছি—'অজ্ঞানরূপ শত্রুর অভিভবকারী।' দেবতা (কি পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব অথবা কি জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব উভয়েই) অজ্ঞানতা-জনিত কামক্রোধাদি শত্রুর বাধাবিঘ্ননাশের হেতুভূত হইয়া থাকেন। হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় এবং তৎসহচর কামনা-বাসনাদি রিপুশত্রু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন আর কোনও শত্রুই হৃদ্‌রাজ্য আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানাগ্নির আনুকূল্যে বাধাবিঘ্নহীন হইয়া, সাধক পরমপথানুসারী হইতে পারেন। মানুষের শত্রু অসংখ্য। সংসারের চারিদিকে অন্তরে বাহিরে মানুষকে শত্রুতে ঘেরিয়া আছে। কত দিকে কত ভাবে মানুষ যে সে শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্ঞানদেবতা সেই সকল শত্রুকেই বিমর্দ্দিত করেন; তাই তাঁহাকে 'অসুরাণাং পুংসঃ' বলা হইয়াছে। ইন্দ্রপক্ষে এ উপমা যেমন সঙ্গত, অগ্নিপক্ষেও ইহার তদ্রূপ সঙ্গতি উপলব্ধ হয়। সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রদেব পরমৈশ্বর্য্যশালী সুতরাং বহিঃশত্রুর অভিভবকারী এবং জ্ঞানাগ্নি অজ্ঞানতা-নাশক সুতরাং অন্তঃশত্রুর অভিভবকারী—এই এক ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারি।

মন্ত্রের আর একটী পদ—'কৃষ্টীনামনুমাদ্যস্য'। ঐ পদের বিশ্লেষণে আমরা অর্থ করিলাম,—'আত্মোৎকর্ষসম্পন্নজনগণের কামনার বস্তু—স্তবার্হ।' যাঁহারা সাধনার ক্ষেত্রে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—দেবতা কিরূপভাবে সংভজনীয়। এখানে সেই তত্ত্বই প্রকাশমান্। দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ না হইলে, জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, হৃদয়ের অজ্ঞানতামস বিদূরিত না হইলে, হৃদয়-রাজ্যের অধিপতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন কি? ভগবানকে পাইতে হইলে, প্রথমে তাই দেবতার আরাধনার—হৃদয়ে সত্ত্বসঞ্চারের জ্ঞানকিরণ-লাভের প্রয়োজন। এই অংশে সেই উপদেশ এই মন্ত্রে দেখিতে পাই।

মন্ত্রের 'ইন্দ্রস্যেব' পদে জ্ঞানাগ্নি-সম্বন্ধে একটী উপমা প্রকাশ পাইয়াছে। বুঝা যাইতেছে,—জ্ঞানাগ্নি পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতার ন্যায়ই দীপ্তিমন্ত। উভয়েই সমশক্তিসম্পন্ন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে আমার মন। তুমি

জ্ঞানানুসারী হও। তিনিই তোমাকে ভগবানের সমীপে সংস্থাপিত করিবেন। যদি সংসার-
যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, জ্ঞানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও। জ্ঞানস্বরূপ
দেবতা জ্ঞানরূপে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া, তোমায় পরমানন্দ প্রদান করিবেন।' তিনি 'তবসঃ'
প্রভূতবলশালী। তোমার সাধনা-পথের সকল বাধা-বিঘ্ন তিনিই দূর করিবেন; তোমার শত্রু-
সমূহ তৎকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইবে।' মন্ত্রের উপদেশ,—'শত্রুবিমর্দ্দনকারী, আত্মোৎকর্ষশীল
জনগণের আরাধ্যদেব ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন, সেই জ্ঞানদেবতার স্তুতিপরায়ণ হইয়া, সেই
জ্ঞানদেবতাকে হৃদয়ে ধারণ কর। সত্ত্বাদিগুণে স্তূয়মান, তাঁহার কর্ম্মসমূহ কামনা কর।'

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—'ইন্দ্রদেবের সহিত অগ্নিদেবের উপমার সার্থকতা কি?
উভয় দেবতাকে সমভাবে পূজা করিবার উপদেশই বা কেন প্রদত্ত হইল?' তাহার উত্তর—
এ মন্ত্র দেবতায় অভিন্ন-ভাব দ্যোতনা করিতেছে। সাধকের চক্ষে শিব-শক্তি ভিন্ন নহেন,
সকল দেবতাই সমানশক্তিসম্পন্ন। উপমায় সেই ভাব পরিব্যক্ত। হৃদয়ে এই সাম্য ভাবের
উদয় হইলেই সকল দেবতার প্রতি সমদৃষ্টি আসে।

অতঃপর মন্ত্রান্তর্গত আর একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—
'বন্দদ্বারা বন্দমানাঃ কৃণানি প্র বিবষ্টু।' আমরা উহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি, ঐ অংশে
মনকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'হে মন! স্তুতির দ্বারা স্তূয়মান দেবগণ সম্বন্ধীয়
পূজারাধনারূপ কর্ম্মসকলকে কামনা কর।' এখানে দু'টী বিষয় বিচার করিবার আছে।
প্রথম—কি কর্ম্ম করিব? দ্বিতীয়—কোন্ দেবতাদিগের সম্বন্ধে কর্ম্ম করিব? এক্ষেত্রে
দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইলেই প্রথম প্রশ্নের সমাধান সরল হইয়া আসিবে। স্তবের
দ্বারা (বন্দদ্বারা) স্তূয়মান (বন্দমানঃ)—তাঁহারা কোন দেবতা? তাঁহারা কি সেই চির-
স্তন চিরপূজ্য নিত্য সনাতন দেবগণ (বা দেবভাব) নহেন? এখানে 'নূতন কিছু করার'
উপদেশ নাই; মনগড়া নববিধানের নবপূজাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের আবশ্যক নাই; উপদেশ
আছে—সেই চিরপূজ্য সনাতন দেবগণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'
—এই যে ভগবন্মুখনিঃসৃত অমৃত বাণী, এখানে তাহারই অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে।
এইবার তাঁহাদের সম্বন্ধীয় কর্ম্ম কি, তাহা বিচার করিয়া দেখুন। 'তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ'—
আমরা মনে করি, এই সার উপদেশই ইহার অন্তর্নিহিত? তোমার কর্ম্ম ভগবদনুসারী
হউক,—ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—১প্র—৮দ—৬সা)॥

—— • ——

সপ্তমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইবেৎ-

২র ৩ ১ ২
সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভি-

৯ ২র ৩ ২
র্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥ ৭॥ *

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৯ সূক্তের ২য় ঋক্ (তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের ৩২
বর্গের অন্তর্গত)। ইহার ঋষি—বিশ্বামিত্র। এই মন্ত্রের গেয়-গানের নাম - প্রাসাহং। গানের ঋষি - ভরদ্বাজ।

গেয়-গানং।

অরণ্যোঃ। নিহিতো জা ৩ ৪ ৩ তবেদাঃ। গর্ভ ইবেৎ সুভৃতো

গ। ভিণা২ ৩ ৪ ইভীঃ। দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবা ২ ৩

দ্ভীঃ। হা২ ৩ ৪ বী। হ্বা২ ৩ ৪ স্তী। মনুষ্যে ৫

ভিরগ্নিঃ। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'গর্ভিণীভিঃ' (গর্ভবতীভিঃ স্ত্রীভিঃ, আধারৈর্ব্বা) 'গর্ভ ইব' (আধেয় ইব) 'সুভৃতঃ' (সুষ্ঠু ধার্য্যতে, প্রকর্ষেণ ধৃতবান্ ইত্যর্থঃ); গর্ভিণীঃ স্ত্রীঃ যথা সযত্নেন গর্ভং পোষয়ন্তি, আধারে সুবিন্যস্ত আধেয়ৈব ইতি যাবৎ; 'জাতবেদা' (আদিভূতঃ জ্ঞানদেবঃ) 'অরণ্যো-র্নিহিতঃ' (অরণ্যসদৃশহৃদ্দেশে নিতরাং প্রতিষ্ঠিতরিত্যর্থঃ); স অগ্নিঃ 'দিবে দিবে' (প্রতিদিনং, অনুক্ষণমিতি যাবৎ) 'হবিষ্মদ্ভিঃ' (সম্ভৃতহবিষ্কৈঃ, সত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ) 'জাগৃবদ্ভিঃ' (কর্ম্মণি জাগরূকৈঃ, সৎকর্ম্মণি সদা প্রবুদ্ধৈঃ) 'মনুষ্যেভিঃ' (মনুষ্যৈঃ, সাধকৈঃ, অর্চ্চনাকারিভিঃ) 'ঈড্যঃ' (স্তুত্যঃ, স্তবনীয়ঃ, স্তুতিভিরুপাসিতরিত্যর্থঃ); অগ্নিদেবস্য স্তোত্রকর্ম্মং বিধেয়ং, যথা অভ্যাসেন জ্ঞানোৎকর্ষসাধনং কর্ত্তব্যং। আদিভূতঃ স জ্ঞানদেবঃ মনুষ্যানাং হৃদি সদা বিরাজমান অস্তিঃ। কর্ম্মপ্রভাবেন তস্য উৎকর্ষসাধনং কর্ত্তব্যং। তৎপ্রভাবেন নরো মোক্ষং লভতে। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৮দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

গর্ভিণী স্ত্রী যেমন অতি যত্নে গর্ভ ধারণ করে (অথবা গর্ভিণীতে সুবিন্যস্ত গর্ভের ন্যায়, কিংবা আধারে সুবিন্যস্ত আধেয়ের ন্যায়), সেইরূপ সেই আদিভূত অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা) অরণ্যসদৃশ হৃদয়েও অধিষ্ঠিত আছেন। সেই অগ্নিদেব সম্ভৃতহবিষ্ক (সত্ত্বভাবসমন্বিত, সৎকর্ম্মনিরত) সাধকগণের প্রকৃষ্টরূপে স্তবনীয় (অথবা, তাঁহার প্রীতির জন্য স্তোত্রকর্ম্ম বিধেয় অর্থাৎ স্তোত্রাদি দ্বারা অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন কর্ত্তব্য)। (১অ—১প্র—৮দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য :—অথ সপ্তমী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। জাতবেদাঃ সর্ব্ববিষয়জ্ঞানবান্ অয়ং অগ্নিঃ অরণ্যোর্নিহিতঃ দেবৈর্যজ্ঞার্থং নিতরাং স্থাপিতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গর্ভঃ ইব ইতি। যথা গর্ভো গর্ভিণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সুভৃতঃ সুষ্ঠু ধার্য্যতে তদ্বৎ। স তাদৃশোঽগ্নিঃ হবিষ্মদ্ভিঃ সম্ভৃতহবিষ্কৈঃ অতএব জাগৃবদ্ভিঃ কর্ম্মণি জাগরূকৈঃ মনুষ্যভিঃ মনুষ্যৈরস্মাভিঃ দিবে দিবে প্রত্যহং স্তুত্যর্থং ইড্যঃ স্তুতিরূপাভির্গীর্ভিঃ স্তোতব্যঃ। সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ ইতি সুধিতো গর্ভিণীষু ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—৮দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

এ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অরণিদ্বয়ে নিহিত আছেন। অগ্নি (স্বকর্ম্মে) জাগরূক হবির্যুক্ত মনুষ্যদিগের প্রতিদিন পূজনীয়।" এতদনুসারে অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই সাধারণ অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের ভাষ্যে প্রকাশ,—গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় দেবযজ্ঞার্থ অগ্নি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সেই অগ্নি সম্ভৃতহবিষ্ক, অতএব কর্ম্মে জাগরূক মনুষ্যগণের প্রত্যহ স্তোতব্য।' ভাষ্যকারের এই অর্থেও সেই সাধারণ অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বহির্যাজ্ঞিকের বহির্যজ্ঞ বিষয়ে অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নির সার্থকতা উপলব্ধ হয় সত্য; কিন্তু অন্তর্যাজ্ঞিকের অন্তরে এ মন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব আনয়ন করে। "অরণ্যোর্নিহিতঃ" পদে আমরা 'অরণ্যসদৃশ হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত'—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্যের হৃদয় সাধারণতঃ কামক্রোধাদি রিপুর লীলাক্ষেত্র। সেখানে হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহারা প্রবল হইয়া আছে। কিন্তু এখানে বলা হইতেছে, হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যসদৃশ দুর্দ্দান্ত রিপুশত্রু-পরিবৃত যে হৃদয়, সেখানেও তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। অন্তর্যাজ্ঞিক দেখিতেছেন,—অরণিদ্বয়ের মধ্যে যেমন অগ্নি নিহিত, সেইরূপ তাঁহার হৃদয়েও আদিভূত জ্ঞানাগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে সদা প্রজ্বলিত রহিয়াছেন। সৎকর্ম্মপ্রভাবে, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে, সেই জ্ঞানাগ্নির উৎকর্ষ-সাধন হইয়া থাকে।

জন্মাবধি মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের অঙ্কুর উপ্ত থাকে। যাঁহার যেরূপ কর্ম্ম, যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, তদনুসারে তাহার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলন-সমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষসাধনেই সমর্থ হইয়া থাকেন। সংসারের অনন্ত আবিলতায় যিনি নিমজ্জিত, জ্ঞানাঙ্কুর তাঁহার মধ্যে বিশেষ প্রবর্দ্ধমান্ হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যিনি সংসারের মায়ামোহ কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই সে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই মন্ত্রে উদ্বোধিত হইতেছে,—'হে সংসার-তাপতপ্ত মানুষ! যদি তোমরা পরমার্থলাভে অভিলাষ কর, তোমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও. সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত

হও। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেব সত্ত্বভাবে অবস্থিত, তিনি সৎকর্ম্মে সম্বন্ধযুক্ত। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সত্ত্বভাবের স্ফুরণে তিনি অধিগত হন। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম্মসাধনে সত্ত্ব-ভাবের উন্মেষে উৎসৃষ্টপ্রাণ হও। তাহা হইলেই তোমরা অভীষ্টফললাভে সমর্থ হইবে।" আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত। (১অ—১প্র—৮দ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩
সনাদগ্নে মৃণসি যাতুধানান ন ত্বা রক্ষাᳬসি

১ ২
পৃতনাসু জিগ্যুঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
অনু দহ সহমূরান্ কয়াদো মা তে হেত্যা

২ ৩ ১ ২
মুক্ষত দৈব্যায়াঃ॥ ৮॥

• • •

গেয়-গানং।

৩ ২ র ২ ১ ১র র২১ ২৩৪৫ ২১র
অহা। বো৩হা। সনাদগ্নাই। মৃণসি। যাতুধানান্। নত্বা রক্ষা।

২ ১ ২৩৩৫ ২১র ২১র ২র ৩৪৫
সী৩পৃত। নাসুজিগ্যুঃ। অনুদহা। সহমু। রান্ কয়াদা।

৩২ র ৩ ১ ২ র১ ২র১ ২১
অহা। বো৩হা। বো৩হা। মাতা ইহেত্যাঃ মুক্ষত।

২র ২ ৪
দা৩৪৩ই। বো৩য়া৫য়া৬৫৬॥ ৮॥ *

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'সনাৎ' (চিরাদেব, সর্ব্বকালৈব) 'যাতুধানান্' (কামাদি-রিপুশত্রূন্, তদুৎপন্নান্ অসদ্ভাবাদীন্, অজ্ঞানমিতি যাবৎ) 'মৃণসি' (বাধসে, দূরীকরোসি); জ্ঞানপ্রভাবেন হৃদ্ময়িস্থিতং অজ্ঞানান্ধকারং দূরীভবতি ইতি ভাবঃ। 'পৃতনাসু' (সংগ্রামেষু,

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৭ সূক্তের চতুর্ব্বিংশতি ঋক্ (অষ্টম অধ্যায়, চতুর্থ অনুবাক, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের ঋষির নাম—অগ্নি বৈশ্বানর বা অত্রি। ইহার গেয়-গানের নাম—রাক্ষোঘ্ন।

জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্দ্বন্দ্বে সদসদ্বৃত্ত্যোর্দ্বন্দ্বে, ইতি যাবৎ) 'রক্ষাংসি' (রাক্ষসাঃ, অজ্ঞানানি, অসদ্বৃত্তিরিতি শেষঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ন জিগ্যুঃ' (না জয়ন্); জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্দ্বন্দ্বে জ্ঞান এব শ্রেষ্ঠো ভবতি, যথা অসদ্বৃত্তিভিঃ সহ দ্বন্দ্বে সত্ত্বভাবাদয়ো জয়যুক্তো ভবন্তি ইতি ভাবঃ। 'অনু' (পশ্চাৎ জয়যুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ) হে দেব! ত্বং 'সহমূরান্' (মারকব্যাপারেণ যুক্তান্, মূলেন সহিতান্) 'ক্রব্যাদঃ' (শত্রূন্) 'দহ' (ভস্মীকুরু, বিনাশয়, স্বতেজসা দূরীকরোসীতি ভাবঃ); হৃদি জ্ঞানসঞ্চারেণ অজ্ঞানমূলান্ অসদ্বৃত্তিনিবহান্ দূরী কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে জ্ঞানদেব, তব সম্বন্ধিনো 'দৈব্যায়াঃ' (দীপ্ত্যাঃ, দীপ্তিরূপয়াঃ) 'হেত্যাঃ' (আয়ুধাৎ) 'তে' (শত্রবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মা মুক্ষত' (মুক্তো মা-ভুবন্, পরিত্রাণং ন লভন্ত ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানদেব হি সর্ব্বশক্তিমান্। তৎপ্রভাবেন অজ্ঞানকারণং মূলেন সহ দূরীভবতি। অতঃ পরিত্রাণলাভায়, তং জ্ঞানদেবং হৃদি নিধেহি। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৮দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি চিরদিনই রিপুশত্রুগণকে (অথবা, তৎসংক্রান্ত অসদ্ভাব-পরম্পরাকে) নাশ করেন; (অর্থাৎ, জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, কামক্রোধাদি রিপুসকল বিনষ্ট হইয়া থাকে)। আপনার সহিত সংগ্রামে শত্রুগণ কেহই জয়লাভে সমর্থ হয় না; (অর্থাৎ, জ্ঞানাজ্ঞানের অথবা সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে জ্ঞানের বা সদ্বৃত্তির প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়)। (শত্রুগণকে বিজিত করিয়া) আপনি তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করুন (অর্থাৎ, হৃদয়ে জ্ঞানের পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হইলে অজ্ঞানমূল বিনষ্ট হয়)। আপনার দীপ্তিরূপ আয়ুধ হইতে শত্রুগণের কেহই পরিত্রাণ লাভ করে না (অর্থাৎ, হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইলে, অন্তরের সকল শত্রুই নিরাকৃত হইয়া থাকে)। (১অ—১প্র—৮দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথাষ্টমী। পায়ুর্ঋষি। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! ত্বং সনাৎ চিরাদেবারভ্য যাতুধানান্ রাক্ষসান্। নৃণসি বাধসে। তথাপি ত্বা ত্বাং পৃতনাসু সংগ্রামেষু। রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ ন জিগ্যুঃ নাজয়ন্। কিঞ্চ। স ত্বমধুনা অনুক্রমেণ সহ মূরান্ মূলেন সহিতান্ মারকব্যাপারেণ যুক্তান্ ক্রব্যাদঃ ক্রব্যাদো মাংসভক্ষকান্ রাক্ষসান্ দহ তেজসা ভস্মীকুরু। কিঞ্চ, তব সম্বন্ধিনো দৈব্যায়াঃ দৈব্যাৎ হেত্যাঃ আয়ুধাৎ তে যাতুধানাঃ মা মুক্ষত মুক্তা মা ভুবন্। ক্রব্যাদঃ ক্রব্যাদঃ ইতি চ পাঠৌ॥ ৮॥

* * *

অষ্টম (৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। ভাষ্যকারের অর্থের সহিত আমাদের বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অগ্নিদেবকে একজন অদ্বিতীয় যোদ্ধৃপুরুষ বলিয়াই উপলব্ধ হয়। তিনি এরূপ প্রবল পরাক্রান্ত যে, তাঁহার সহিত যুদ্ধে রাক্ষসগণ কখনও বিজয়লাভে সমর্থ হয় না। তিনি কেবল রাক্ষসগণকে বিজিত করিয়াই নিরস্ত হন না; পরন্তু সমূলে তাহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্রের সন্ধান হইতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করে না। সাধারণতঃ মন্ত্রের এইরূপ অর্থ প্রচলিত থাকিলেও, মন্ত্রে যে এক নিগূঢ় প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। আমাদের প্রকাশিত অন্বয়বোধিকায় ও বঙ্গানুবাদে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইবেন।

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য উপলব্ধ হইবে, তাহার বিবরণ অতঃপর উল্লেখ করিতেছি। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রটীকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশের অর্থ আমাদের মতে—অগ্নিদেব শত্রুগণকে বিনষ্ট করেন; অর্থাৎ, জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয়ের অজ্ঞান-তামস বিদূরিত হয়, আর অজ্ঞানোৎপন্ন শত্রু বিনষ্ট হয়। চিরকালই এ সত্য প্রকটিত আছে। সদসৎবৃত্তির—জ্ঞানাজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। সে দ্বন্দ্ব জ্ঞানেরই বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়া থাকে। কামক্রোধাদি অজ্ঞানমূল, জ্ঞানোন্মেষের পক্ষে বিবিধ অন্তরায় উপস্থিত করে বটে; কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুর একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অন্তঃশত্রুগণ ক্রমশঃ বিদূরিত হইতে থাকে। ফলে, পরিশেষে জ্ঞানেরই বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হয়। তাই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের সার্থকতা। প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের এ হিসাবে বিশেষ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ হৃদয়ে বিকসিত হইলে, অজ্ঞানতা আর তিষ্ঠিতে পারে না; কামক্রোধাদি রিপুশত্রুও তখন আর হৃদয়-রাজ্য আক্রমণে সমর্থ হয় না। অজ্ঞানতা প্রভাবে হৃদয়ে যে অসদ্ভাবের উন্মেষ হয়, রিপুশত্রুগণের উপদ্রবে হৃদয় যে কলুষকলঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে, জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সে অসদ্ভাব বিদূরিত হইয়া হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে, আর কলুষকলঙ্ক অপনোদনে হৃদয়-ক্ষেত্র নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়,—দেবতার পবিত্র আসনে উন্নীত হইতে থাকে। তখন আর অজ্ঞানের বা রিপুশত্রুগণের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশ যে অনিবার্য্য, মন্ত্রের শেষাংশে তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এস্থলে তাহারও আভাষ প্রদান করিতেছি। মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে জ্ঞানদেবতা! আপনি রিপুশত্রুগণকে এবং তাহাদের সম্বন্ধীয় অসদ্ভাব-পরম্পরাকে বিনষ্ট করেন; আপনি সেই শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়াই

নিরস্ত হয় না; অপিচ, তাহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করেন। আমাদের অন্তর বিবিধ শত্রুর উপদ্রবে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে; আমরা কিছুতেই তাহাদিগকে দমনে সমর্থ হইতেছি না। হৃদয়ে যে একটু সত্বভাবের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা হইতেছে, অসদ্ভাব-সমূহের প্রবল প্রভাবে সে অঙ্কুরও মূলেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই ডাকি—দেব, আপনি সর্ব্বশক্তিমান। আপনি স্বকীয় দীপ্তিময় তেজঃপ্রভাবে অন্তঃশত্রুসমূহের বিনাশ-সাধন করিয়া হৃদয়ে সত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন। আপনি কৃপা করিলে, হৃদয়ের আবিলতা দূর হইবে,—সত্বভাবে অনুপ্রাণিত হইলে, দেবতা আপনি আসিয়া তথায় অধিষ্ঠিত হইবেন। তাহা হইলেই আমি আমার অভীষ্টফলরূপ মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিব।' আমরা মনে করি, এইরূপ প্রার্থনার ভাবই সূচিত হইয়াছে।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'যাতুধানান্' পদের অর্থ আমরা অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি। সায়ণ ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'রাক্ষসান্'। 'রক্ষাংসি' পদেরও তিনি ঐরূপ অর্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অগ্নিদেব রাক্ষসদিগকে সংহার করেন; সেই জন্যই অগ্নিদেবের উপাসনা। ভাষ্যাভাসে এই ভাব প্রকাশ পায়। এ পক্ষে অগ্নিকে দৈববলসম্পন্ন ঋষিবিশেষ বা যোদ্ধৃপুরুষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নিতে তাঁহার পূজা কি প্রকারে সাধিত হওয়া সম্ভবপর—সহসা বুঝা যায় না। এ পক্ষে একটা বিষম প্রহেলিকা থাকিয়া যায়। পরন্তু আধ্যাত্ম পথের যাঁহারা পথিক, তাঁহারা এ ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হইতে পারেন না। অগ্নিদেব রাক্ষসদিগকে নিহত করুন আর নাই করুন, অন্তর্যাজ্ঞিকের তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাহাতে অগ্নিদেবের মাহাত্ম্যই বা বিশেষ কি প্রকাশ পায়? অতএব, অধ্যাত্ম-পক্ষে অগ্নিকে জ্ঞানদেবতা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। রাক্ষস আর কাহারা? সে সেই হৃদয়ের অসদ্বৃত্তিনিবহ ভিন্ন অন্য আর কে হইতে পারে? হৃদয়ে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা-সহচর অসদ্বৃত্তিসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়। সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। তবে বাহ্যপূজায় একান্ত আসক্ত যিনি, বহির্যাজ্ঞিক যিনি, রাক্ষসগণের উপদ্রবে যজ্ঞ বিঘ্ন উৎপন্ন হয়—মনে ভাবিয়া, তিনি সেই রাক্ষসগণের বিনাশ-সাধন জন্য অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতে পারেন; তাহাতেও তাঁহার সুফলের আশা আছে। কিন্তু অন্তর্যাজ্ঞিকের যজ্ঞ অন্যরূপ, তাঁহার যজ্ঞাগ্নিও স্বতন্ত্র প্রকারের। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান—জ্ঞানকিরণ-লাভের জন্য; তাঁহার কামনা—রিপুশত্রুগণের বিনাশসাধন, শুদ্ধসত্বলাভ। সেই জন্য 'যাতুধানান্' পদের আমরা 'কামাদিশত্রূন্', 'তদুৎপন্নান অসদ্ভাবাদীন্' প্রভৃতি অর্থ আমনন করিলাম। এই 'যাতুধানান্' পদ, বেদে (ঋগ্বেদে, যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে) নানা স্থানেই ব্যবহৃত দেখি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ঐ পদে 'যাদুকর' 'বাজীকর' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বেদের মন্ত্রকে ইহসংসারের ব্যাপার মনে করিলে, ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে। তবে অধ্যাত্মজগতের বিষয় মনে করিতে গেলে, আমরা যে অর্থ আমনন করিতেছি, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বুঝা যায়। (১অ—১প্র—৮দ—৮সা)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

আগ্নেয়ং পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। অষ্টমঃ খণ্ডঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। নবমী দশতিঃ।

নবমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অগ্ন ওজিষ্ঠমা ভর দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র নো রায়ে পনীয়সে রৎসি বাজায় পন্থাং॥ ১॥

গেয় গানং।

১ ২ ৩ ৫র ২র ১ ১ ২ ৫ ৩ ৫
(১) আগ্নায় ২ ৩ ৪ বা। ওজিষ্ঠা ৩ মা। ভারাও ২ ৩ ৪ বা।

২ ১ র ২ ১ ১ ২ ৫ ৩ ৫
দ্যুম্নমস্মভ্যমধ্রিগো ৩। ওহ। প্রা না ও ২ ৩ ৪ বা।

২র ১র ১র র ১ ২ ৫ ৩
রায়ে পনী ২ য়সে ৩। ও ই। রাৎসা ও ২ ৩ ৪

৫ ১র ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
বা। বাজায় পন্থা ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥ ১॥

(২) অগ্নেহাউ। ওজি। ষ্ঠামা ১ ভারা। ঔ হো ২ ৩ ৪ বা।
দ্যুম্নস্ম। ভ্যামধ্রীগা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। প্র নী রায়ে।
পানী ১ য়াসা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। রাৎসী
২। যপীবা ৩। ও ২ ৩ ৪ বা।
থা ৫ বো ৬ হাই ॥ ১ ॥ *

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং, অর্চ্চনাকারিণাং অস্মাকং মঙ্গলার্থং ইতি যাবৎ) 'ওজিষ্ঠং' (বলবত্তমং, প্রভূতেজঃসম্পন্নং) 'দ্যুম্নং' (দ্যোতমানং ধনং, মোক্ষধনমিতি ভাবঃ) 'আভর' (আহর, অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); অপিতু, হে 'অধ্রিগো' (হে অপ্রতিহতগমনশীল, যদ্বা অনিবারিতরশ্মিভির্যুক্ত, সর্ব্বব্যাপক হে দেব) ত্বং 'পনীয়সা' (স্তোতব্যেন, যদ্বা সাধকানাং অভীষ্টরূপেণ) 'রায়ে' (ধনেন, চতুর্ব্বর্গফললাভরূপেণ ধনেন সহ। 'নঃ' (অস্মান্ অর্চ্চনাকারিণামিত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকর্ষেণ যোজয়); যেন বয়ং অর্চ্চনাকারিণঃ চতুর্ব্বর্গফললাভরূপং শ্রেষ্ঠধনং লভমহে, হে সর্ব্বব্যাপক দেব, তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ 'বাজায়' (অন্নস্য লাভায়, মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থং) 'পন্থাং' (পন্থানং, মোক্ষপ্রাপ্তিমূলং মার্গমিতিশেষঃ) 'রৎসি' (বিলিখ, সাধয়, অস্মদর্থং কুর্ব্বিত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ জ্ঞানদেবস্য শ্রেষ্ঠপ্রভাবং প্রকাশতে। অপারকরুণাময়ঃ স দেবঃ সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বস্বদানসমর্থঃ। স দেবঃ অস্মান্ মোক্ষপথং প্রদর্শনার্থং অপিচ তৎসহ অস্মাকং সম্বন্ধসাধনার্থং আগচ্ছতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৯দ—১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি অর্চ্চনাকারী আমাদের মঙ্গলের জন্য বলবত্তম (প্রভূতেজঃসম্পন্ন) দ্যোতমান্ ধন (মোক্ষধন) আহরণ করুন (আমাদিগকে প্রদান করুন); (অপিচ) অপ্রতিহতগমনশীল (অনিবারিত-রশ্মিযুক্ত, সর্ব্বব্যাপী) হে দেব! আপনি স্তুতিযোগ্য (আমাদের অভীষ্টরূপ)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অনুবাক দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী; উভয়েরই নাম—পান্থং।

ধনের (চতুর্ব্বর্গফললাভরূপ মোক্ষধনের) সহিত আমাদিগকে সম্মিলিত করুন (অর্থাৎ, আমরা যাহাতে চতুর্ব্বর্গফললাভ-রূপ মোক্ষধন প্রাপ্ত হই, আপনি তাহার বিধান করুন); (পরন্তু) আপনি আমাদের মোক্ষলাভের নিমিত্ত (মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনসমর্থ) পন্থা প্রস্তুত করুন (অর্থাৎ যে পথে চলিলে আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হইব, আপনি সেই পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করুন)। (১অ—১প্র—৯দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ষোড়শানুষ্টুভোহগ্ন ওজিষ্ঠমতি খণ্ডয়োঃ।

সোমং রাজানমিত্যেষা বৈশ্বদেবী ততঃ পরা॥

স্তুতিরঙ্গিরসাং শিষ্টাঃ আগ্নেয্যস্তু চতুর্দ্দশঃ।

অথ নবমে খণ্ডে—সেয়ং প্রথমা। গায়ত্রিঋষিঃ। অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! ওজিষ্ঠং বলবত্তমং দ্যুম্নং দ্যোততে কটকমুকুটাদিরূপেণ সর্ব্বত্র কাশতে ইতি দ্যুম্নং ধনং অস্মভ্যং আভর আহর। হে অধ্রিগো। অধৃতগমন! অধৃতমপ্রতিহতং গমনং যস্যেতি, অধৃতা অনিবারিতা গাবো রশ্ময়োঃ যস্যেতি বা, অধ্রিগুঃ, তস্য সম্বোধনং হে অধ্রিগো! পনীয়সে পনীয়সা স্তোতব্যেন রায়ে রায়া ধনেন। সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৮) শে আদেশ। নঃ অস্মান্ প্রকর্ষেণ যোজয়। বাজায় অন্নস্য লাভায় পন্থাং পন্থানং অন্নস্য মৎসমীপপ্রাপ্তিসাধনং মার্গং রৎসি বিলিখ কুর্ব্বিত্যর্থ॥ প্র নো রায়ে পনীয়সে ইতি ছন্দোগাঃ, প্র ণো রায়া পরীণসা ইতি বহ্বৃচাঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৮-১) সামের মর্ম্মার্থ।

—§: * :§—

এই সাম-মন্ত্রটী জ্ঞানদেবতার নিকট ত্রিবিধ প্রর্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশে ('অগ্ন' হইতে 'আভর' পর্য্যন্ত অংশে) অগ্নিদেবের নিকট প্রভূততেজঃসম্পন্ন দ্যোতমান্ ধনলাভের প্রর্থনা জানান হইয়াছে। সেই দ্যোতমান্ তেজঃসম্পন্ন ধন বলিতে পার্থিব ধনরত্ন বুঝায় না। তাই তাহাকে আমরা মোক্ষধন বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। স্বর্ণ-রৌপ্য-হীরক জহরতাদি দ্যুতিমান্ ধন বটে; সাধারণ প্রার্থনাকারী সেই পার্থিব ধনের দ্যুতিতে মুগ্ধ হইতে পারেন; কিন্তু মুক্তিপ্রার্থী সাধকের নিকট সে ধনরত্নরাজির দ্যুতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন যে মোক্ষধন, তাহার দ্যুতির নিকট পার্থিব ধনরত্নের দীপ্তি নিষ্প্রভ। পরন্তু স্বর্ণরৌপ্যাদির দ্যুতিতে মোহ আনয়ন করে; তাহাতে মোক্ষপথের অন্তরায় উপস্থিত করে,—সংসার-বন্ধন দৃঢ় করিয়া তুলে। মন্ত্রের এ অংশে, সাধকের লক্ষ্য—ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ধনরত্ন নহে; সাধকের লক্ষ্য—চিরস্থায়ী মোক্ষধনলাভ,- যে ধন লাভ করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন

হয়,—জন্মগতি রোধ হইয়া আসে। সে ধন একবার লাভ করিতে পারিলে, সংসারে আর পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয় না। সে ধনের প্রভাবে সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়। 'ওজিষ্ঠং' পদ সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রের এই প্রথমাংশে সেই "ওজিষ্ঠং" ধন-লাভের প্রার্থনাই অগ্নিদেবের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ('অধ্রিগো' হইতে 'প্র' পর্য্যন্ত অংশে) অগ্নিদেবকে বলা হইতেছে,—'তিনি যেন স্তুতিযোগ্য ধনের সহিত আমাদিগকে সম্মিলিত করেন।' এই অংশে জ্ঞানদেবতাকে 'অধ্রিগো' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই 'অধ্রিগো' পদের নানা অর্থ কল্পিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এই পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অধৃতমপ্রতিহতং গমনং যস্তেতি, অধৃতা অনিবারিতা গাবো রশ্ময়ো যস্তেতি বা।' জ্ঞান-পক্ষে উভয় অর্থই সুসঙ্গত। রশ্মি বা কিরণ যেরূপ দ্রুতগতিবিশিষ্ট, তেমন দ্রুতগতিশীল আর কিছুই নাই। আবার বিশুদ্ধ জ্ঞান অবাধগতিতে সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান-সাহায্যে সর্ব্ববিষয়েরই উপলব্ধি জন্মে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে; চিত্ত নির্ম্মল হইলে শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়, চিত্তবৃত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই সেই চিন্ময়কে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারা যায়। জ্ঞান যেমন অতি সহজে এবং অতিদ্রুতগতিতে চিত্তকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। ভগবানের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলে, চিত্ত অতি সহজেই তাঁহার প্রতি সংন্যস্ত হইয়া থাকে। কোনও বাধাবিঘ্নই তখন আর তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। তাই জ্ঞানদেবতাকে সর্ব্বব্যাপক অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। 'পনীয়সা রায়ে' পদদ্বয়েরও এ পক্ষে সার্থক প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। ঐ পদদ্বয়ের অর্থে ভাষ্যকার 'স্তোতব্যেন ধনেন' বলিয়াছেন। নির্ম্মলচিত্ত সাধক জ্ঞানদেবতার নিকট কি ধনের প্রার্থনা করেন? যে ধন স্তোতব্য, তাহাই তাঁহার প্রার্থনার সামগ্রী। সাধনমার্গাবলম্বিগণের মোক্ষধনই একমাত্র স্তোতব্য,—মোক্ষপ্রাপ্তিই তাঁহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায় সেই স্তবনীয় মোক্ষধন অধিগত হয়। জ্ঞানসাহায্যে সেই ধনের স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানেই সে ধন পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই এ অংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে—'হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে সেই স্তবনীয় অভীষ্টরূপ মোক্ষধনের সহিত সম্মিলিত করুন।' জ্ঞান ভিন্ন তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার উপায়ান্তর নাই। প্রার্থনা-পক্ষে ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানদেব, আমাদিগের হৃদয় জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত করুন, যেন আমরা তাহার প্রভাবে মোক্ষলাভে সমর্থ হই।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে প্রার্থনা হইতেছে,—'হে দেব, আমাদিগকে মোক্ষসাধক পন্থা প্রদর্শন করুন। অর্থাৎ—যে পথে চলিলে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হইব, আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই পথ প্রদর্শন করুন, সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করুন।' আমাদের মতে, মন্ত্রের এই অংশে এইরূপ প্রার্থনাই প্রকটিত হইয়াছে। (১অ—১প্র—৯দ—১সা)।

———•———

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২

যদি বীরো অনু ষ্যাদগ্নিমিন্ধীত মর্ত্তাঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

আজুহ্বদ্ধব্যামানুষক্‌শর্ম্ম ভক্ষীত দৈব্যং॥ ২॥

গেয়-গানং।

৪ ২ র ৩র ৪৫র ২র ১ ২ ৫র ৪ ৩র

যদি বীরো অনুষ্যাৎ। ঐ যা ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ যা। অগ্নি

৪ ৫র ১ র S ২ ২ র S

মিন্ধীতমৌ। হো ৩ হা ৩। হো ২ ৩ ৪ র্ত্তিয়াঃ।

২ র ১ ১র ৩ ৫র

আজু ২ হ্বা দ্ধা ২ ৩। ব্যমা ২ নু ২ ৩ ৪ ষাক্‌।

১ ২ ১র ২ ২ ২

শর্ম্মভ। ক্ষাই তদা ৩ হা ৩ ই। বা ৩

১ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১

ও ২ ৩ ৪ বা। ব্যা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যদি' (যদা) 'মর্ত্তাঃ' (মরণশীলো মনুষ্যঃ, অকিঞ্চনোঽপি) 'আনুষক' (অনুক্রমেণ, অবিচ্ছিন্নেন, একাগ্রবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'অনু' (অনুক্ষণং) 'হব্যং' (হবনীয়ং, শুদ্ধসত্ত্বাদিকমিতি যাবৎ) 'আজুহ্বৎ' (আভিমুখ্যেন জুহোতি, যদ্বা তৎপ্রীত্যর্থং স্বামুদ্দিশ্য উৎসৃজ্যতি) অপিতু 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'ইন্ধীত' (প্রজ্বালয়তি, দীপয়তি, সন্দধি ইতি যাবৎ) স মর্ত্ত্যঃ 'বীরঃ' (অশেষবীর্য্যবান্‌, প্রভূতপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ) স্যাৎ (ভবতি); অপিচ, 'দৈব্যং' (দেবোপভোগ্যং) 'শর্ম্ম' (গৃহং সুখং বা) 'ভক্ষীত' (ভজেত, লভেত ইত্যর্থঃ)। একাগ্রঃ করণেন দেবারাধনাপ্রভাবেন অকিঞ্চনোঽপি জ্ঞানাধিকারী স্যাৎ; অতোঽহমপি দেবমুপাসয়ন্ জ্ঞানাধিকারী ভবেয়ম্‌, অপিচ পরমসুখং লভেয়ম্‌ ইত্যর্থঃ। (১কা—১প্র—১দ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

মরণশীল অকিঞ্চন মনুষ্যও যদি অবিচ্ছিন্নভাবে (একাগ্রচিত্তে) অনুক্ষণ অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে হবনীয় (আপনার চিত্তের শুদ্ধসত্ত্বাদি

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্‌ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার ঋষি—ভরদ্বাজ। গেয়-গানের নাম—যাম।

দেবভাবসমূহকে) আহুতি প্রদান করে (অথবা, তাঁহার প্রীতির জন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে সদ্ভাব সমূহ উৎসর্গ করে অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করে); অপিচ, আপনার হৃদ্‌প্রদেশে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই অকিঞ্চন ব্যক্তিও প্রভূতপ্রজ্ঞাসম্পন্ন (ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভ-সমর্থ) হইতে পারে; এবং দেবোপভোগ্য পরম সুখের অধিকারী হয়। (১অ—১প্র—৯দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। বামদেব ঋষিঃ। ভরদ্বাজো বার্হস্পত্যো বা। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। যদি যদা যস্য মনুষ্যস্য বীরঃ পুত্রঃ স্যাৎ ভবতি, তদা সঃ মর্ত্ত্যঃ অগ্নিমিন্ধীত আধানমাদধীত কুর্ব্বীত। কিঞ্চ। আনুষক্ অবিচ্ছিন্নং যথা ভবতি তথা হব্যম্ আজুহ্বৎ আভিমুখ্যেন জুহোতি। অপি চ। দৈব্যং দেবসম্বন্ধি শর্ম্ম গৃহং সুখং বা ভক্ষীত ভজেত সেবেতেত্যর্থঃ। (১অ—১প্র—৯দ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটীর অর্থ একটু জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে—'যখন সে মনুষ্যের বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, তখন সে মনুষ্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমপর্য্যায় অনুসারে হবনীয় দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। অপিচ, সেই মনুষ্য দেবসম্বন্ধী গৃহ বা সুখের অধিকারী হইবে।' এরূপ ব্যাখ্যায় মন্ত্রের বিশেষ কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু মন্ত্রে কোনও উচ্চভাব পরিব্যক্ত আছে বলিয়াও ধারণা জন্মে না। বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ অগ্নিতে হোম করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও সময় বা অন্য কোনও উপলক্ষে হোম করিবে না,—এরূপ উপদেশের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব ও যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' এবং 'বঙ্গানুবাদ' অনুসরণে পর পর অগ্রসর হইলেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। সায়ণ যে অন্বয়ে যে অর্থের অনুসরণ করিয়াছিলেন, আমাদের অন্বয় ও অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন হইল। কিন্তু কি করিব? উপায় নাই। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীরঃ' পদের ব্যাখ্যাতেই ভাষ্যকার যত-কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন,—'পুত্রঃ।' কিন্তু 'বীরঃ' পদে 'পুত্রঃ' অর্থ কেন করিব? পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু তাহাতে মন্ত্রে কোনও উচ্চ ভাবও প্রকাশ পায় না। আমরা তাই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'অশেষবীর্য্যবান্ প্রভুত-

প্রজ্ঞাসম্পন্নঃ'। তাহা হইতে 'ভগবৎসন্নিকর্ষ-লাভসমর্থঃ' অর্থও আসিতে পারে। এরূপ অর্থে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'অকৃতি অকিঞ্চন ব্যক্তিও যদি একান্তচিত্তে ভগবানের আরাধনা করে, তাহা হইলে সেও তাঁহার সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়।'

মন্ত্রস্থিত 'মর্ত্ত্যঃ' পদে, আমাদের মনে হয়, অকিঞ্চন অজ্ঞানজনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে মরণশীল, যাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যে ব্যক্তি সদা দুষ্কৃতিপরায়ণ অজ্ঞান—সেই তো মর্ত্ত্যঃ। এখানে বলা হইতেছে,—'সেই মর্ত্ত্য, সেই অকিঞ্চন ব্যক্তিও, যদি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হয়, সেও যদি একান্তচিত্তে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে।' এ পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে,—'হে দেব, আমি অতি অকিঞ্চন। আমার সামর্থ্য কিছুই নাই। আমায় সেই সামর্থ্য দেও—যাহাতে আমি জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে তোমার আরাধনায় নিযুক্ত হইতে পারি। অতি অকিঞ্চন জনও যখন ঐকান্তিক আরাধনায় বিশুদ্ধ জ্ঞানাধিকারী হইতে পারে, তখন, আমিই বা কেন, ঐকান্তিকতা-প্রভাবে ভগবৎসামীপ্য লাভে সমর্থ হইব না?' সাধক তাই কহিতেছেন,—'হে দেব, আমি যেন একান্তচিত্তে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই, এবং দেবভোগ্য সুখসম্পৎ লাভ করি—পরম সুখের অধিকারী হই।' (১অ—১প্র—৯দ—২সা)॥

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১উ২ ৩ ২ ২র

ত্বেষস্তে ধূম ঋণ্বতি দিবি সং ছুক্র আততঃ।

২ ৩ ২উ ৩ ১উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সূরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

র ২র ১ ৪র ১র ৫ ২ ১র ১ ২

ত্বেষাস্তে ২ ৩ ধূম ঋণ্বতি হাউ। দিবিস ছুক্র ৩ আততা ৩ঃ।

৪র র র ৫ ২ ১ র ৫ ৪ র ১ ৫

সু রো নহী হাউ। দ্যুতা তুবা ৩ম্। কৃপাপবা হাউ।

২ ১র ২ ১র

করো চা ২৩ সা ৩৪৩ ই। ও ২৩৪৫ ই।

ডা। ৮॥ (১অ—১প্র—৯দ—৩সা)॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে অগ্নে! 'ত্বেষ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তস্য) 'তে' (তব) 'শুক্রঃ' (শুক্লবর্ণঃ, নির্ম্মলঃ; পবিত্রকারকশ্চেত্যর্থঃ) 'ধূমঃ' (তদুৎপন্না দেবভাবনিবহঃ) 'দিবি' (অন্তরিক্ষে, সাধকানাং হৃদ্‌প্রদেশে) 'আততঃ' (বিস্তীর্ণঃ সন্) 'ঋণ্বতি' (অধিতিষ্ঠতি); অপিচ, হে 'পাবক' (শোধক, পরিত্রাণকারক, পাপীনাং ইতি যাবৎ) 'সূরো ন' (স্বপ্রকাশো দেবঃ ইব) ত্বং 'কৃপা' (সৎকর্ম্মণা স্তূয়মানস্ত্বং, যদ্বা—স্তোতব্যাভিমুখীকরণসমর্থয়া দেবানামাহ্বানশক্তি-দাত্রা, স্তুত্যা চ স্তূয়মানস্ত্বং) 'দ্যুতা' (দীপ্ত্যা) 'রোচসে' (প্রকাশসে খলু, সাধকানাং হৃদি ইতি যাবৎ)। ভগবতঃ মহিম্নঃ পারং ন অস্তি। হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদ্‌প্রদেশে অধিতিষ্ঠ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত আপনার শুক্লবর্ণ (নির্ম্মল: পবিত্রকারক ধূম অর্থাৎ আপনা হইতে সঞ্জাত দেবভাবনিবহ) সাধকগণের হৃদয়ে বিস্তীর্ণ হইয়া অধিষ্ঠিত হয়। হে ত্রাণকারক জ্ঞানদেব! আপনি স্তোত্রদ্বারা স্তূয়মান হইয়া কৃপাপূর্ব্বক (সাধকদিগের হৃদয়ে) দীপ্যমান্ এবং স্বপ্রকাশ হয়েন। (প্রার্থনা—আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করুন)। (১অ—১প্র—৯দ—৩সা)

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। দ্বয়োর্ভরদ্বাজ ঋষিঃ। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! ত্বেষঃ দীপ্তস্য তে তব শুক্রঃ শুক্লো নির্ম্মলঃ শুভ্রবর্ণো বা ধূমঃ দিবি অন্তরিক্ষে আততঃ বিস্তীর্ণ সন ঋণ্বতি মেঘাত্মনা পরিণতো গচ্ছতি। অপি চ, হে পাবক! শোধক! অগ্নে! সূরো ন সূর্য্য ইব কৃপা স্তোতব্যাভিমুখীকরণসমর্থয়া স্তুত্যা স্তূয়মানস্ত্বং দ্যুতা দীপ্ত্যা রোচসে হি প্রকাশসে খলু। দিবি সন্ ইতি দিবি ষন্ ইতি চ পাঠৌ। (১অ—১প্র—৯দ—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——§•§——

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসরণে এ মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহ কথঞ্চিৎ দুরূহ বলিয়া মনে হয়। প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার নির্ম্মল ধূম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হইয়া (মেঘরূপে) পরিণত হয়; হে পাবক! তুমি স্তোত্র দ্বারা প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি-সহকারে বিরাজিত হও।' ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ও এই ভাব পরিব্যক্ত। সেখানেও দেখিতে পাই,—অগ্নি হইতে নির্ম্মল ধূমরাশি উত্থিত হইয়া

আকাশে বিস্তৃত হইতেছে এবং তাহা মেঘরূপে পরিণত হইতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত "ঋশ্বতি" পদের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে এই মেঘের প্রসঙ্গ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদে মেঘের সম্বন্ধ কিরূপে পরিকল্পিত হইতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। অগ্নির ধুম আকাশে মেঘরূপে সঞ্চিত হয়, তাহা হইতে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে,—এতদুক্তিতে অগ্নি দেবতার বিশেষ কোনও শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; সে পক্ষে, মন্ত্রের যে কোনও অভিনব সার্থকতা আছে, তাহাও উপলব্ধ হয় না। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে—অগ্নির ধূমে মেঘের সঞ্চার, তাহা হইতে বারিবর্ষণ এবং ফলে শস্যোৎপত্তি প্রভৃতির সার্থকতা উপলব্ধি হয় বটে; কিন্তু যিনি আধ্যাত্মভাবের উপাসক, অগ্নির ধূমে মেঘের সঞ্চার হউক বা না হউক, বারিবর্ষণ ঘটুক আর না ঘটুক, তাঁহার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি চান—অন্তরের নির্ম্মলতা, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, হৃদয়ে সত্ত্বভাবাদির সঞ্চার, পরিশেষে ভগবৎসন্নিকর্ষলাভ। আমাদের মনে হয়, মন্ত্রের মধ্যে এই সকল বিষয়ের অবতারণা আছে।

মন্ত্রে আমরা যে ভাব ও যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শুক্রঃ' পদের আমরা অর্থ করিলাম—'নির্ম্মলঃ, পবিত্রকারকঃ'; আর 'ধূমঃ' পদের অর্থ করিলাম—'তদুৎপন্নান্ দেবভাবনিবহান্' অগ্নি হইতে যেমন ধূম নির্গত হয়, অগ্নিই যেমন তাহার জনক; জ্ঞান হইতেও সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হয়। জ্ঞানেই তাহাদের স্থিতি; জ্ঞানেই তাহাদের বিকাশ। শুদ্ধসত্ত্বাদি দেবভাবসমূহ হৃদয়-নির্ম্মলকারী; তাহাদের অনুষ্ঠানেই হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হৃদয় যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন হয়, তখন সদসৎ-বিচার-শক্তি জন্মে না। সে বিচার-শক্তি না জন্মিলে, হৃদয়ে সত্ত্বের অধিষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানজ্যোতিঃ-প্রভাবে হৃদয়ের অজ্ঞান-আঁধার দূরীভূত হইলে, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে; সৎকর্ম্মপ্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের—দেবভাবের সঞ্চার হয়। তাহাতেই ক্রমে ভগবৎ-সামীপ্যলাভের পথ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শুক্রঃ' ও 'ধূমঃ' পদদ্বয় এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি।

মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'পাবক' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিদেবের ন্যায় পবিত্রকারক শোধক আর কি আছে? সাধারণ অগ্নি-পক্ষে এ বিশেষণের যেরূপ সার্থকতা, জ্ঞানাগ্নি পক্ষেও ইহার সেইরূপ সার্থকতা উপলব্ধ হয়। জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়; অজ্ঞানতা তিরোহিত হইলেই চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে। অজ্ঞানই পাপের জনক। জ্ঞানোদয়ে পাপ বিধ্বংস হয়,—পরিত্রাণ-লাভের পথ সুগম হইয়া আসে। প্রার্থনা পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানদেব। আপনি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে যাউক। হৃদয় জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত হউক, ফলে হৃদাকাশে সূর্য্যদেবের ন্যায় সেই ভগবান্ স্বপ্রকাশ হউন। হে ভগবন্। আমরা যেন সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি।' (১অ—প্র—০দ—৩সা)॥

——•——

চতুর্থং সাম।

ত্বং হি ক্ষৈতবদ্যশোঽগ্নে মিত্রো ন পত্যসে।
ত্বং বিচর্ষণে শ্রবো বসো পুষ্টিং ন পুষ্যসি ॥ ৪ ॥

• • •

গেয়-গানং।

ত্বং হি ক্ষৈ তব দ্যশঃ। ইয় ইয়া হাই। অগ্না ইমি। ত্রো।
নাপত্যা ২ ৩ ৪ সাই। আ ঔ ৩ ৪ হো। ইয়া হাই। ত্বং
বি। চা। ষণো ২ শ্রা ২ ৩ ৪ বাঃ। আ ঔ ৩ ৪ হো।
ইয়া হাই। বাসা ৩ উ বা। পু। ষ্টা ইম্। না
পুষ্যা ২ ৩ ৪ সী। আ ঔ ৩ ৪ হো।
ইয়া হা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥ *

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'ত্বং' 'মিত্রো ন' (মিত্রভূতঃ পুরুষঃ ইব, যদ্বা—স্বপ্রকাশো ভগবান্ ইব) 'হি' (খলু, নিশ্চিতং ভবসি ইতি শেষঃ); 'ক্ষৈতবৎ' (শুষ্ককাষ্ঠবৎ সংসারমোহপরিশূন্যান্তরং, যদ্বা—চবিলক্ষণযুক্তং যজমানগৃহমিব) 'যশঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং, যদ্বা—ধনেন সহ, পরমার্থসহযুক্তেন) 'পত্যসে' (অভিপতসি, অধিকৃত্য তিষ্ঠসি ইত্যর্থঃ); অতঃ 'বিচর্ষণে' (হে সর্ব্বস্য দ্রষ্টঃ) 'বসো' (হে বাসকারে, হে জ্ঞানধনপ্রদে) ত্বং 'শ্রবঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং, যদ্বা—শ্রবণীয়েন অস্মাভিরাকাঙ্ক্ষিতেন মোক্ষধনেন) 'পুষ্টিং' (পোষণং, মঙ্গলসাধনং চ, যদ্বা—তদ্ধনলাভাধিকারসামর্থ্যেন, পুষ্টিকর্ম্মণা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'ন' (অস্মান্) 'পুষ্যসি' (বর্দ্ধয়সি, ধারয়সীত্যর্থঃ)। সংসারমোহপরিশূন্যানাং জনানাং হৃদি জ্ঞানদেবঃ স্বপ্রকাশো ভবতি। হে দেব। কৃপয়া অস্মাকং হৃদি প্রদীপ্তো ভব, অস্মাকং মোক্ষঞ্চ বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৪সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—বৃহৎ।

অথবা,

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'ত্বং' 'মিত্রো ন' (সূর্য্য ইব) 'হি' (খলু, নিশ্চিতং) 'কৈতবং' (কামনাপরিশূন্যান্তরং) 'যশঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ, শুদ্ধসত্বাদিনা) 'পত্যসে' (অবতরসি স্বপ্রকাশো ভবসি, দীপয়সি); 'বিচর্ষণে' (হে সর্ব্বস্য দ্রষ্টঃ!) 'বসো' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ অগ্নিদেব) ত্বং 'ন' (অস্মাকং) 'শ্রবঃ' (অভিলষিতং ধনং, পরমার্থঞ্চ) 'পুষ্টিং' (মোক্ষলাভ-সামর্থ্যং) 'পুষ্যসি' (প্রযচ্ছসীত্যর্থঃ)। হে দেবঃ! ত্বং হি সকদ্রষ্টা সর্ব্বস্বদানসমর্থঃ। তবানুগ্রহেণ নিষ্কামঃ সাধকঃ পরমং পদং লভতে। অর্চ্চনাকারিণো বয়ং যথা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদিচতুর্ব্বর্গফলং লভামহে, তৎ বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১অ—১প্র—৯দ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি নিশ্চয়ই মিত্রের ন্যায় (স্বপ্রকাশ দেবতার ন্যায়) বিদ্যমান্ আছেন; হবির্লক্ষণযুক্ত যজমানগৃহকে (সংসারমোহ-পরিশূন্য শুষ্ককাষ্ঠবৎ জনকে) পরমার্থধনের সহিত (পরমার্থসহযুক্ত হইয়া) অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন। (অর্থাৎ, নিষ্কাম জন আপনার অনুগ্রহে পরমার্থলাভে সমর্থ হইয়া থাকে)। হে সর্ব্বদর্শী পরমৈশ্বর্য্যশালী জ্ঞানদেব! আপনি (আমাদের) অভিলষিত মোক্ষধন, আমাদিগকে প্রদান করুন এবং আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করুন। (১অ—২প্র—৯দ—৪সা)॥

অথবা,

হে জ্ঞানদেব! কামনাবিহীন হৃদয়কে আপনি নিশ্চয়ই সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞানকিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। হে সর্ব্বদ্রষ্টা পরমৈশ্বর্য্যশালী জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগকে অভিলষিত ধন এবং মোক্ষলাভ-সামর্থ্য প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—কামনা-পরিশূন্য ভগবদৈকচিত্ত জন আপনার প্রভাবে জ্ঞানকিরণলাভে মোক্ষপথাভিমুখী হইয়াই থাকে। হে দেব! আপনার অনুগ্রহে এই অকিঞ্চন আমরাও যেন মোক্ষলাভে সমর্থ হই)। (১অ—১প্র—৯দ—৪কা)!

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। হে অগ্নে! ত্বং হি ত্বং খলু কৈতবৎ ক্ষিতিঃ ক্ষয়োঽপচয়ঃ তৎসম্বন্ধিং কৈতং শুষ্কং কাষ্ঠং তদ্যুক্তং যশঃ অন্নং (নিং ২।৭) হবির্লক্ষণং পত্যসে অভিপতসি গচ্ছসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মিত্রো ন অহরভিমানী মিত্রো দেবঃ স ইব যথা ক্ষয় ইতি গৃহনাম (নিং ৩।৪) কৈতবৎ কৈতং নিবাসকং হবির্লক্ষণ-

ময়ং তদ্যুক্তম্ যজমানগৃহং মিত্রভূতঃ পুরুষ ইবাভিপতসি। যদ্বা পত্যতিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা (নিঃ ২।২১), ঈদৃশময়ং পত্যসে ঈশিষে অতঃকারণাৎ হে বিচর্ষণে বিশেষেণ সর্ব্বস্ব দ্রষ্টঃ। বসো। বাসকাগ্নে। ত্বং শ্রবঃ শ্রবণীয়মন্নং যজমানগৃহস্থং ন অয়ং ন শব্দশ্চার্থে। (নি° ২।৭) অন্নকার্য্যভূতাং পুষ্টিং চ পুষ্যসি বর্দ্ধয়সি। (১অ—১প্র—৯দ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, এবং ভাষ্যের ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা হইতে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব ধারণা করা যায় না। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে অগ্নি। তুমি মিত্রের ন্যায় শুষ্ক ইন্ধন সহকারে প্রদত্ত হব্যের উপর অবতরণ কর; অতএব হে সর্ব্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি। তুমি অন্ন ও পুষ্টির দ্বারা আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর।' ভাষ্যাভাসেও প্রায় একই অর্থ প্রকটিত। ভাষ্যেও প্রকাশ,—'শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে প্রদত্ত হবির উপর অগ্নি গমন করেন অর্থাৎ শুষ্ক কাষ্ঠ সহযোগে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হয়, অথবা মিত্রভূত পুরুষের ন্যায় অগ্নিদেব যজমান-গৃহে গমন করেন।' মন্ত্রের এ অর্থে অগ্নিকে সাধারণ অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'কাষ্ঠ সহযোগে প্রদত্ত হবির উপর অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েন'—এতদর্থে 'মিত্রো ন' উপমা-বাক্যের অল্পই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'মিত্রো ন' বাক্যের ভাষ্যকার 'অহরভিমানী মিত্রো দেবঃ স ইব' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কাষ্ঠসহযোগে প্রদত্ত হবির 'সূর্য্যদেবের ন্যায় অগ্নি প্রজ্বলিত হন'—এতদর্থে মন্ত্রে কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়? পরন্তু, 'মিত্রদেব (সূর্য্য) যেমন পাপী নিষ্পাপ, জ্ঞানী অজ্ঞান—সকলের প্রতিই সমভাবে স্ব-কিরণ বর্ষণ করেন, জ্ঞানদেবতাও তদ্রূপ সকলের হৃদয়েই সাধনা-প্রভাবে প্রদীপ্ত হয়েন'—এইরূপ অর্থই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি; আর এইরূপ অর্থে 'মিত্রো ন' উপমা বাক্যের সার্থক-প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। শুষ্ক কাষ্ঠ যেরূপ নীরস—তাহা যেমন স্নেহকলঙ্ক-পরিশূন্য, তাহাতে যেমন অতি সহজে অগ্নি সংযোগ হয়; সেইরূপ, যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, যাঁহাদের অন্তর হইতে কামনা-বাসনাদি তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি সহজেই প্রদীপ্ত হইয়া থাকেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে, আমরা মনে করি, এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যের মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে 'মিত্রো ন' উপমা-বাক্যে আর এক ভাব পরিব্যক্ত দেখি। সে পক্ষে, ঐ বাক্যে 'মিত্রভূতঃ পুরুষ ইব' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। মিত্র যেরূপ সহজপ্রাপ্য, নির্ম্মলান্তঃকরণ সাধকদিগের পক্ষে জ্ঞানদেব সেইরূপ সহজলভ্য। মিত্রকে পাইতে যেরূপ বিশেষ আয়াসের আবশ্যক হয় না; নির্ম্মল-চিত্ত সাধকের হৃদয়েও সেইরূপ অনায়াসে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রথমাংশের দ্বিবিধ অন্বয়ে, আমরা মনে করি, এই ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে।

মন্ত্রে অগ্নিদেবের দুইটী বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়,—'বিচর্ষণে' এবং 'বসো'। 'বিচর্ষণে' পদে 'সর্ব্বদ্রষ্টা' এবং 'বসো' পদে 'পরমৈশ্বর্য্যশালী' অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে। জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বদর্শী এবং ঐশ্বর্য্যশালী আর কি থাকিতে পারে? জ্ঞান-বলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়; আর জ্ঞান-সাহায্যে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গধন অধিগত হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত সম্মিলিত করিতে জ্ঞানের ন্যায় সামর্থ্যসম্পন্ন আর কিছুই নাই। জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিবার সামর্থ্য আসে, ফলে অতি সহজেই তাঁহার সামীপ্যসাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়। মন্ত্রে তাই অগ্নিদেবের এইরূপ বিশেষণদ্বয়ের সুষ্ঠু প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রার্থনাপক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেব! কামনা-বাসনা-পরিশূন্য নিষ্কাম জনের হৃদয়ে আপনি তো স্বতঃপ্রদীপ্তই রহিয়াছেন। আমরা অতি অকিঞ্চন; আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন; আপনার অনুগ্রহে আমরা মোক্ষলাভে সমর্থ হই।' আমাদের মনে হয়,—মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে॥ (১অ—১প্র—৯দ—৪সা)॥

—•—

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশ স্তবেতাতিথিঃ।

৩ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ক ৩ ১ ২

বিশ্বে যস্মিন্নমর্ত্ত্যে হব্যং মর্ত্তাস ইন্ধতে॥ ৫॥

গেয় গানং।

৩ ১ র ৫ র ২ ৩ ২ র ২ ৩র ২

প্রাতরগ্নাইঃ পূ ৬ রুপ্রিয়াঃ। বিশাস্তবে। তা ২ ৩। অতিথাইঃ।

১ র ২ ১ ৩র ৫ ১র

বাইশ্বেয়াস্মী ৩ ন্। অমা ২ র্ত্তা ২ ৪ যাই। হব্যা ২ ৩ ৬

১ ২র ১ ২ ১র ১ ২

হোই। মর্ত্তা ৩ হো। সইন্ধা ২ ৩ তা ৩ ৪ ৩ ই।

১

ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৫॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋক্ (চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুবাকের দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ঋক্-সংহিতায় মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তি এইরূপ দৃষ্ট হয়; যথা,—"বিশ্বানিয়োঽঅমর্ত্ত্যোহব্যামর্ত্তেষুরণ্যতি।" ইহার গেয়-গানের নাম—বৃহৎ; গেয়-গানের ঋষি—কৌমুদ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'মর্ত্তাসঃ' (অর্চ্চকাঃ জনাঃ, সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'অমর্ত্ত্যে' (মরণরহিতে) 'যস্মিন্' (অগ্নৌ) 'হব্যং' (হবনীয়ং, দেবভাবনিবহং) 'ইন্ধতে' (দীপয়ন্তি, দদতি ইতি যাবৎ), 'পুরুপ্রিয়ঃ' (পুরূণাং বহুজনানাং প্রিয়ঃ আকাঙ্ক্ষিতঃ. যদ্বা সর্ব্বেষাং স্বামিনঃ) 'বিশঃ' (পুরুষার্থরূপঃ চতুর্ব্বর্গধনপ্রদাতা, যদ্বা অর্চ্চনাকারিণে পরমধননিবেশকঃ) 'অতিথিঃ' (অতিথিবৎপূজ্যঃ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) স 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতঃ' (প্রাতরেব, সাধনাপ্রারম্ভে ইতি যাবৎ) 'স্তবেৎ' (স্তূয়েৎ, হৃদি নিবেশয়েদিত্যর্থ)। যং জ্ঞানাগ্নিং সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ সহ হৃদি দীপয়ন্তি, সাধনাপ্রারম্ভে এব তস্য আরাধনং কর্ত্তব্যং। উপদেশঃ—হে মনঃ! আদৌ ত্বং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তো ভবঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল অর্চ্চনাকারী (সাধকগণ) নিত্য শাশ্বত যে অগ্নিতে হবনীয় (দেবভাব-সমূহ) প্রদান করেন; বহুজনপ্রিয় (সর্ব্বস্বামী), পরমার্থ-প্রদানকারী, সর্ব্বাভীষ্টপূরক, সেই অগ্নিদেব (জ্ঞানদেবতা) জ্ঞানোন্মেষ-কালে (সাধনা-প্রারম্ভে) স্তুত হয়েন; অর্থাৎ, প্রথমেই তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবে। (হে মনঃ! প্রথমেই জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও—ইহাই উপদেশ)। (১অ - ১প্র—৯দ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। সুক্তবাহাদিত ঋষিঃ। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। পুরুপ্রিয়ঃ বহুপ্রিয়ঃ বিশঃ যজমানে ধনস্য নিবেশকঃ অতিথিঃ যজমানানাং গৃহান্ প্রতি-তিথিষু ন অভ্যেতীত্যতিথিঃ। তথাহ যাস্কঃ. অতিথিরভ্যেতি গৃহান ভবত্যভ্যেতি তিথিষু পরকুলানীতি পরগৃহাণীতি বা (৪।১।৫) ইতি এবংবিধোঽগ্নিঃ প্রাতঃ স্তবেত স্তূয়তে। অমর্ত্ত্যে। অমরণধর্ম্মকে যস্মিন্ অগ্নৌ বিশ্বে সর্ব্বে মর্ত্তাসঃ মর্ত্তাঃ মনুষ্যাঃ হব্যং ইন্ধতে দীপয়ন্তি প্রযত ইত্যর্থঃ। বিশ্বে যস্মিন্নমর্ত্ত্যে হব্যং মর্ত্তাস ইন্ধতে ইতি ছন্দোগাঃ। বিশ্বানি যো অমর্ত্ত্যো হব্যা মর্ত্তেষু রণ্যতি ইতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৫ ॥

* * *

পঞ্চম (৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর প্রচলিত অর্থ এই যে,—'অগ্নি অনেকের প্রিয়, মনুষ্যের অতিথি এবং স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়াও নশ্বর মানবের নিকট হব্য কামনা করেন। যজমানগণ প্রাতঃকালে অগ্নির স্তব করে।' মন্ত্রের এ অর্থে কামনার অতীত সামগ্রীকে কামনার বশীভূত

বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রায় অনেক স্থলেই আমাদের মতবিরোধ নাই। তবে যে দুই এক স্থলে সামান্য মতবিরোধ ঘটিয়াছে, সে কেবল মন্ত্রের বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ জন্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হব্যং' পদে এক উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতা ও দেবভাবসমূহ—জ্ঞানের জনয়িতা। দেবভাব-সহ জ্ঞানদেবতা হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন, আমরা জ্ঞানাধিকারী হই,—মন্ত্রাংশে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সাধনার সিদ্ধি-লাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের অধিকারী হইতে না পারিলে, সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। তাই সাধন-পথে অগ্রসর হইবার প্রারম্ভে জ্ঞানার্জ্জনের উপদেশ মন্ত্র-মধ্যে নিহিত আছে। মন্ত্রে আছে,—'অমর্ত্তে যস্মিন হব্যং ইন্ধতে।' উহার ভাব এই যে,—'সেই শাশ্বত সনাতন অগ্নিদেবে হবনীয় অর্থাৎ দেবভাবসমূহ (সাধকগণ) অর্পণ করেন।' দেবভাব অগ্নিতে অর্পণ করার তাৎপর্য্য কি? ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই অগ্নিতে হবনীয়-রূপে দেবভাব-সমর্পণ। নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে যে ভাব মনে আসে, এখানে সেই অবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সাধকের কর্ম্ম যেমন ভগবানে অর্পিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও,—এ পক্ষে মন্ত্রের ইহাও এক উপদেশ।

মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার কতকগুলি বিশেষণ-পদ দৃষ্ট হয়। সে সকল বিশেষণেরই সার্থকতা আছে। অগ্নিদেবের একটী বিশেষণ—'বিশঃ।' ঐ পদে আমরা 'পুরুষার্থরূপঃ চতুর্ব্বর্গ-ধনপ্রদাতা যদ্বা অর্চ্চনাকারিণ পরমধননিবেশকঃ' অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানই পরমার্থদাতা, জ্ঞানই ভগবৎসমীপে নয়নকর্ত্তা—এ বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ সপ্রমাণ করিয়াছি। যিনি জ্ঞানধনে ধনী হইতে পারিয়াছেন, যিনি জ্ঞানলাভে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার যে চতুর্ব্বর্গফলরূপ পরমধন অধিগত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। তাই জ্ঞানদেবতার 'বিশঃ' বিশেষণ পদের সার্থকতা। তিনি 'পুরুপ্রিয়ঃ'—বহুজনের আকাঙ্ক্ষিত, সকলেরই প্রভু। জ্ঞানধনলাভে কে না ইচ্ছা করে? পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানে কে না অধিকারী হইতে চায়? কে বল—জ্ঞানাধীন নয়? যে জ্ঞানদেবতা সকলের হৃদয়ের অধীশ্বর, সকলের সকল মনোবৃত্তির অধিস্বামী, আমাদের অনুষ্ঠান-অনুশীলন-কর্ম্ম-প্রভাবেই আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রদীপ্ত করি। অর্থাৎ, আমরা যদি তাঁহার সেবায় জ্ঞানানুসন্ধানে জ্ঞানের মর্য্যাদা-বৃদ্ধির পক্ষে প্রযত্নপর হই, তাহা হইলে জ্ঞানদেবতা কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহা হইলে তিনি হৃদয় অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন। তাই জ্ঞানদেবতার 'পুরুপ্রিয়ঃ' বিশেষণের সার্থকতা।

আমাদের মনে হয়,—মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'অর্চ্চনাকারী সাধকগণ যে জ্ঞানদেবতার আরাধনায় আকাঙ্ক্ষিত ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যাঁহার করুণা-প্রভাবে তাঁহাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আমরা সেই নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রযত্নপর হই। তাহা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ধন লাভ করিতে পারিব।' ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য। (১অ—১প্র—৯দ—৫সা)।

——*——

ষষ্ঠং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ্চ বিভাবসো।
১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজ উদীরতে॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ র ৫ ১ ৪ ১ র ১ র ২ ১র ২
(১) যদ্বাহিষ্ঠং তদা। গ্নায়াই। বৃহদর্চ্চবিভাবা ২ ৩ সাউ।
১ — ১ র — ১ ২র ২ ১র
মাহী ২ ষাই বা ২। ত্বদ্রয়িঃ। ত্বদ্বা ২ ৩ জাঃ। উদীরা
২ ১ র
২ ৩ তা২ ৪৩ই। ও২ ৪৫ই। ডা॥ ৬॥

• • •

৫ র ৫ ৫র ৫ ৪ ৫র র ১ ৪ ৫ ২ ১ র র
(২) যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে। যদ্বাহিষ্ঠো বা। তদগ্নয়াই। বৃহদা ৩
২ ১র ১ র ২ ১র ১ ২
র্চ্চা। বিভাবসাউ। মহিষা ২ ৩ ই বা। ত্বদয়িঃ। ত্বদ্বা ২ ৩ জাঃ।
১র ২র ১র
উদীরা ২ ৩ তা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ড॥ ৬॥ *

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবপ্রীত্যর্থং, বিশুদ্ধজ্ঞানলাভায় ইত্যর্থঃ) 'বাহিষ্ঠং' (বাহকতমং, স্তোতারং ভগবতঃ সমীপে নয়নসমর্থং) 'যৎ' (স্তোত্রকর্ম্ম, সৎকর্ম্মানবদ্যমিতি যাবৎ) 'তৎ' (কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) সাধয়ামঃ ইতি শেষঃ ; 'বিভাবসো' (হে পরমধনপ্রকাশক) ত্বমস্মভ্যমর্চ্চনা-কারিণে 'বৃহৎ' (বহুবয়ং, শ্রেষ্ঠধনং) 'অর্চ্চ' (প্রযচ্ছ, প্রদেহি ইত্যর্থঃ) ; যতঃ 'ত্বৎ' (ত্বৎ-প্রসাদাৎ) 'মহিষী' (মহত্বসম্পন্নং) 'রয়িঃ' ইব (ধনমিব) 'বাজা' (অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ সদ্ভাবনিবহাঃ) 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছন্তি, অস্মান্ ভগবৎসমীপং প্রাপয়িতুং সমর্থো ভবন্তীতি ভাবঃ)। সৎকর্ম্মনিবহাঃ হি ভগবৎপ্রীতিকর ; অতঃ বয়ং তথাবিধং সৎকর্ম্ম সাধয়ামঃ যেন পরজন্মেঽপি মোক্ষং প্রাপ্স্যামঃ ইত্যর্থঃ। (১অ—২প্র—১দ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূক্তের সপ্তম ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী ; একটীর নাম—বদ্বাহিষ্ঠীয় ; অপরটীর নাম—যদ্বাহিষ্ঠীয়। উভয় গানেরই ঋষি—অগ্নি।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত (বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য) বাহকতম (স্তোতৃগণের ভগবৎসমীপে নয়নসমর্থ) যে সৎকর্ম্ম, আমরা (যেন) তাহার (সেই সৎকর্ম্মের) অনুষ্ঠান করি। হে পরমধনপ্রকাশক (জ্ঞানদেব)! (অর্চ্চনাকারী আমাদিগকে) শ্রেষ্ঠধন প্রদান করুন;—যেন আপনার প্রসাদে সেই পরমধন এবং আমাদের হৃন্নিহিত সদ্ভাবনিবহ আমাদিগকে ভগবৎসমীপে পৌঁছাইয়া দেয়। (১অ—২প্র—৯দ—৬সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। বসুয়বআত্রেয়া ঋষয়ঃ। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। বাহিষ্ঠং বোঢ়ৃতমং যৎ স্তোত্রং তৎ অগ্নয়ে ক্রিয়তে। অতঃ হে বিভাবসো! প্রভাধনাগ্নে! বৃহৎ বহুব্রয়ং ধনং চ অর্চ্চ অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। কথমস্য মুখনপ্রদাতৃত্বমিত্যপেক্ষয়াহ, যতঃ ত্বৎ ত্বত্তঃ সকাশাৎ মহিষী মহতী রয়িঃ ধনং উদীরতে উদ্গচ্ছন্তি। ইব ইতি পাদপূরণঃ॥ ৬॥ (১অ—১প্র—৯দ—৬সা)।

* • *

ষষ্ঠ (৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর এক দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'আমরা এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, যাহা শ্রেষ্ঠতম, আর যে কর্ম্ম আমাদিগকে ভগবৎ-সমীপে সংবাহিত করিবে।' অগ্নিদেবতার (জ্ঞানদেবতার) নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে দেব, আমাদের কর্ম্মের প্রভাবে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ ধনের অধিকারী হইতে পারি। এমন ধন যেন প্রাপ্ত হই, যে ধন ইহজন্মে তো আমাদের পরম সুখের কারণ হইবেই, পরন্তু যেন তাহার প্রভাবে আমরা শ্রেষ্ঠসুখ—মুক্তির অধিকারী হইতে পারি।' আমাদের মনে হয়,—মন্ত্রে এই ভাব পরিস্ফুট আছে।

মন্ত্রে 'যৎ' এবং 'তৎ' দুইটী পদ আছে। ভাষ্যকার এবং তদনুসরণে ব্যাখ্যাকারগণ ঐ দুই পদের সহিত 'স্তোত্রং' পদ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। আমরা 'স্তোত্রং' পদের পরিবর্ত্তে 'কর্ম্ম' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাহিষ্ঠং' পদের সহিত অন্বয় উহাতে এক অতি উচ্চ ভাবের বিকাশ হইয়াছে। বাহকতম কর্ম্ম—সৎকর্ম্ম। সৎকর্ম্মপ্রভাবেই মানুষ ইহলোকে অমরত্ব লাভ করে এবং পরকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মে ভগবান্ পরিতুষ্ট হন, সৎকর্ম্মে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, সৎকর্ম্মে জ্ঞানের পূর্ণ-জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত বিধেয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'বাজা' পদের আদৌ উল্লেখ করেন নাই। 'মহিষীব' পদের অন্তর্গত 'ইব' পদটী পাদপূরণে প্রযুক্ত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু ঐ পংক্তির অন্তরূপ অন্বয় করিলাম; যথা,—'মহিষী রয়ি ইব বাজা।' তাহাতে অর্থ হয় এই যে,—'মহত্বসম্পন্ন রয়ি অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ ধন যেমন ভগবানের সমীপে লইয়া যায়, হৃদয়ের সদ্ভাব-নিবহ তেমনি ভগবৎ-সকাশে লইয়া যাইতে পারে।' 'মহিষী রয়িঃ'—মহত্বসম্পন্ন ধন—পরমার্থপ্রদ ধন—সৎকর্ম্মপ্রভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে এখানকার ভাব এই যে, আমরা যেন তেমন সৎকর্ম্ম করিতে পারি, যে সৎকর্ম্ম প্রভাবে আমরা ভগবৎ-সমীপে পৌঁছিতে সমর্থ হই। এইরূপ আলোচনা করিলে মন্ত্রের যে ভাবার্থ হয়, তাহাই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি; আমাদের ব্যাখ্যায় সেই ভাবই আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই,—'অগ্নিদেবের উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম স্তোত্র উচ্চারিত হয়; হে তেজঃসম্পন্ন! আমাদিগকে প্রচুর ধন দান কর; কারণ, তোমা হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়।' (১অ—১প্র—৯দ—৬সা)।

—— • ——

সপ্তমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

বিশো বিশো বো অতিথিং বাজয়ন্ত পুরুপ্রিয়ং।

৩ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিং বো দুর্য্যং বচঃ স্তুষে শূষস্য মন্মভিঃ॥ ৭॥

* • *

গেয়-গানং।

৫ র ১ র র ৫ র ১র ২ ১র ২

বিশো বিশো হুম বো ৬ অতিথা ইম্। বাজয়ন্তাঃ পু ৩ রু প্রী ৩ য়াম্।

১ ১র ১ ২ ১র ২ ২

অগ্নিং বো ২। দুরা ২ ৩ য়াম্। হুম্মাই। বা ৩ চা ৩ঃ।

১র র ৫ ১ ৩২ ৩ ৫

স্তূ ২ ৩ ৪ যে হাই। ও। হু বা ই। শূ ২ ৩ ৪ ষা।

১র ২ ১ ১র ৫র

হু স্মা। স্যা ৩ মা ৩। ম্মা ২ ৬ ৪ ভা ই। এ হি

১ ৫ ৪ র

য়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা॥ ৭॥ *

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৭৪ সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের একবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-গানের ঋষি—অগ্নি; ইহার গেয়-গানের নাম—বিশো বিশীয়ং বা ঐড়ং।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং যদি 'বাজয়ন্তঃ' (অন্নমিচ্ছন্তঃ, ভগবন্তং কাময়ন্তঃ) সন্তি তদা 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বিশোবিশঃ' চ (সর্ব্বস্যাঃ প্রজায়াশ্চ, নিখিলজনানাঞ্চ) 'পুরুপ্রিয়ং' (অতিশয়েন প্রিয়ং) 'অতিথিং' (অতিথিবৎপূজ্যং, মিত্রভূতমিতি যাবৎ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'মন্মভিঃ' (হৃদগতস্তুতিভিঃ, ভক্তিসংযুতৈরিত্যর্থঃ) আহ্বয়ত, হৃদি নিবেশয়ন্তাং ইতি ভাবঃ। 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, যুষ্মাকং শান্তিলাভায়) 'দুর্য্যং' (গৃহং, শ্রেষ্ঠনিবাসমিত্যর্থঃ) 'শূষস্য' (সুখকারণং, পরমসুখপ্রদমিতি শেষঃ) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানদেবং) 'বচঃ' (স্তুতিভিঃ, ভক্ত্যাঃ) স্তবে' (স্তৌমি, হৃদি উদ্দীপয়ামি অহমিতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মুক্তিমিচ্ছন্তঃ জনাঃ ভক্ত্যাঃ ভগবন্তং অর্চ্চেয়ুঃ। অতঃ অহমপি হৃদি তং উদ্বোধয়ামি ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি ভগবানকে পাইবার কামনা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের এবং নিখিল জনগণের অতিপ্রিয়, অতিথিবৎ পূজ্য (মিত্রের ন্যায় সহজপ্রাপ্য), অগ্নিদেবকে (জ্ঞানাগ্নিকে) ভক্তিসহযুত স্তোত্র দ্বারা আহ্বান (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) কর। তোমাদের শান্তি-কামনায় সকল সুখের নিদান, শ্রেষ্ঠনিবাসস্থল, অগ্নিদেবকে (স্বপ্রকাশ জ্ঞানদেবতাকে) স্তুতি দ্বারা (ভক্তিসহযুত অর্চ্চনাকারী) আমরা স্তব করি (হৃদয়ে উদ্দীপিত করি)। (১অ—১প্র—৯দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। গোপবন ঋষিঃ। সপ্তবধ্রির্ব্বা। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! বঃ যূয়ং বাজয়ন্তঃ অন্নমিচ্ছন্তঃ বিশোবিশঃ সর্ব্বস্যাঃ প্রজায়াঃ পুরুপ্রিয়ং বহুপ্রিয়ং অতিথিং পূজ্যং অগ্নিং স্তুত্যা পরিচরতেতি শেষঃ। অহং চ বঃ যুষ্মদর্থং দুর্য্যং গৃহহিতং অগ্নিং বচঃ স্তবে স্তৌমি। শূষস্য সুখস্য লাভায়। কৈঃ সাধনৈঃ? মন্মভিঃ মননীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (৮৭) সামের মৰ্ম্মার্থ।

—:০ * ০:—

এ মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করিবার জন্য এই মন্ত্রের অবতারণা। শত্রু সর্ব্বকালেই প্রবল হইবার প্রয়াস পায়। অসৎ সর্ব্বকালেই সতের পীড়নে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তিসমূহ সৎপথাবলম্বী হইলেও, কখনও কখনও অসন্মার্গে প্রধাবিত হইবার জন্য প্রবুদ্ধ হয়। চিত্ত সদাই চঞ্চল। চিত্ত সদাই ইতস্ততঃ-

বিচরণশীল। সুতরাং তন্নিহিত বৃত্তিসমূহও যে চাঞ্চল্য-সম্পন্ন হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সেই জন্যই, বড় ক্ষোভেই, সাধকশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছেন,—'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।' ইত্যাদি। এস্থলেও, সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্য সম্যক্ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহার হৃদয়ে সদ্বৃত্তি-সম্ভাবসমূহ স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। তাই তিনি আপন চিত্তবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! যদি তোমরা ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে দৃঢ়তা অবলম্বন কর।' কিন্তু সে দৃঢ়তা কেমন করিয়া আসিবে? সে দৃঢ়তা সঞ্চয় করিতে হইলে, জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপিত করিতে হইবে। সেই জ্ঞানদেব এমনই প্রভাবশালী যে, তিনি নিখিল জগতের আকাঙ্ক্ষিত এবং নিখিল জগতের আরাধ্য। তিনি মিত্রের ন্যায় সুখ-প্রাপ্য। সুতরাং যদি তোমরা ভক্তিসংযুত হৃদয়ে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সুপ্রসন্ন হইবেন। তখন আর তোমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, তোমাদের কলুষকলঙ্ক বিদূরিত হইবে, তোমাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা জন্মিবে, তাঁহাকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিদানে তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হইবে। আমিও তখন নিশ্চিন্ত থাকিব না। তোমাদের যাহাতে কল্যাণ সাধিত হয়, আমিও তাহার চেষ্টা করিব। জানি আমি—তিনি সকলের নিবাসহেতুভূত, জানি আমি—স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিলব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই বিলীন হয়, জানি আমি—তাঁহাতেই মুক্তি, তাঁহাতেই ভুক্তি। তাহা জানিয়াই আমার দৃঢ়সঙ্কল্প জন্মিতেছে,—তাহা জানিয়াই তোমাদের দৃঢ়তা-সম্পাদনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি,—তাহা জানিয়াই তোমাদের সহিত একযোগে তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। এস, সকলে মিলিয়া, সমবেতভাবে, তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাই। তোমাদের উৎকর্ষে আমারও ঔৎকর্ষ সাধিত হইবে। আমিও তাহা হইলে সেই আদি-নিবাস ভগবানে আশ্রয় লাভ করিব।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'তোমরা অন্নাভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকেরই প্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুখের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গূঢ়বাক্য উচ্চারণ করিতেছি।' ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রটী ঋত্বিগ্-যজমানগণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সম্বোধনকারী যে কে, ভাষ্যে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। আমাদের অর্থ যে ভাবে যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে তাহা উপলব্ধ হইবে। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা 'শূষস্য' ও 'বচঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে, 'শূষস্য' পদ অগ্নিদেবের বিশেষণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে হৃদয়ের কামনা-বাসনাদি শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। কামনা-বাসনাদি বিদূরিত হইলে, পরম সুখ মোক্ষ লাভের অধিকারী হওয়া যায়। অগ্নির তাপে শুষ্ক হইলে যেমন ইন্ধনাদি জ্বলিতে আরম্ভ হয়; সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে অন্তরের রিপুশত্রুসমূহ দগ্ধীভূত হইলে, অন্তর জ্ঞানপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সেইজন্য আমরা 'শূষস্য' পদকে অগ্নির বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি

তাহাতে ভাবের বেশ একটু বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। 'বচঃ' পদের ভাষ্যকার কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা ঐ পদে 'স্তুতিভিঃ', 'ভক্ত্যাঃ' প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিলাম।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ছর্দাং' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে—'গৃহহিতং।' আমাদের মতে, ঐ পদের অর্থ—'গৃহং, নিবাসহেতুভূতং।' নিরুক্তে ঐ পদে গৃহ বুঝাইতেছে—এইরূপ উল্লেখ আছে। ভগবানকে 'নিবাসহেতুভূতং' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের সকল পদার্থই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হয়। অনন্ত তিনি; তাই তিনি সর্ব্বধারণক্ষম, তাই তিনি জন্মগতিনিবারণ-সমর্থ। তাঁহাতে একবার আশ্রয় লইতে পারিলে, পুনঃপুনঃ গতাগতির সম্ভাবনা থাকে না। ফলে, জন্মকারণ নিবারিত হয়, জন্মগতি রোধ হয়। যেখানে আশ্রয় লইলে আর অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ফিরিতে হয় না, যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে আর সংসার-বন্ধন-ভয়ে ভীত হইতে হয় না,—তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয় আর কি থাকিতে পারে? পথিক পথভ্রষ্ট—ঝড়ঝঞ্ঝাবাত্যানিপীড়নে নিপীড়িত। সে যদি একবার আশ্রয়ের সন্ধান পাইয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারে, সহসা সে তাহা পরিত্যাগ করিতে চায় কি? সেইরূপ সংসার-অরণ্যে পথভ্রষ্ট পথিক আমরা। দুঃখদাবদাহে সদা দগ্ধীভূত হইতেছি। সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি,—কিসে সে দুঃখ নিবারিত হয়, কিসে জন্মজরামৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। এমন আশ্রয়-স্থান আমাদের কি আছে,—যেখানে আশ্রয় লইলে সকল সন্তাপ সকল জ্বালা নিবারিত হয়। তখন যদি তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের সন্ধান পাই, তাহা হইলে সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি আসে কি? পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ আমাদের সেই আশ্রয়স্থল—যে আশ্রয়ে উপনীত হইতে পারিলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়। (১অ—১প্র—৯দ—৭সা)।

— • —

অষ্টমং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ৩ ১
বৃহদ্বয়ো হি ভানবেহর্চ্চা দেবায়াগ্নয়ে।
২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
যং মিত্রং ন প্রশস্তয়ে মর্ত্তাসো দধিরে পুরঃ ॥৮॥

• • •

গেয়-গানং।

৩ ৩র ২ ১র র ২ ১ র ২র ১র ২র ১ র
(১) বৃহদ্বয়াঃ। হি ভানা ২ ৩ রা ই। আর্চ্চা দে বা। য অগ্না
২ ১ র ২ ৭ র ১ ২ ২
২ ৩ যাই। যম্মিত্রম্ম। প্রাশস্তয়া ২ ই। মর্ত্তাসো ৩ দা ৩।
৪র ৫ ৫ ৫র
ধিরো বা। পু ৫ রো ৬ হা ই ॥৮॥

• • •

৩ ১ ২ ২ ১ ৫ ১ ২ ২র২ ১ ২ ২
(২) বৃহদ্বয়ো হি ভা না ৬ বা ই। আর্চ্চা দেবা। য অগ্ন। ২ ৩ যাই।
১ ২ ২ ১ ৭ — ১২র ২ ১ ২ ২V
যন্মিত্রন্ন। প্রাশস্তা যা ২ ই। মর্ত্তাসীদ। ধা ই রে ১ পুরা।
৩ ২ ২ ১ ৫র ২ ২র ১ ১ ১ ১ ১
ঔ হো বা বা ৩ ৪ ঔ হো বা। বা ৫ হা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্তাসঃ' (মরণশীলাঃ জনাঃ, অর্চ্চনাকারিণ ইত্যর্থঃ) 'মিত্রং ন' (মিত্রভূতং, সখায়মিব সুখপ্রাপ্যমিতি শেষঃ, যদ্বা—ভক্তানুরক্তমিতি ভাবঃ) 'যং' (যমগ্নিং জ্ঞানদেবং) 'প্রশস্তয়ে' (প্রকৃষ্টস্তুতয়ে, যদ্বা—প্রকর্ষেণ উৎকর্ষসাধনার্থং) 'পুরঃ দধিরে' (পুরতো নিদধাতে, নেতৃরূপেণ স্বহৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তীতি ভাবঃ); অপিচ, 'ভানবে' (দীপ্তিমতে, প্রদীপ্তে যস্মৈ অগ্নয়ে) 'বৃহদ্বয়ঃ' (হবিস্বরূপমন্নং, সদ্ভাবনিবহং) সাধবঃ দদতি, হে মনঃ! ত্বমপি তস্মৈ 'দেবায়' (প্রকাশমানায়, দেবভাবনিবহানাং জনয়িত্রে, যদ্বা—সত্ত্বগুণোদ্ভাসিতায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবপ্রীত্যর্থং, হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায়) 'বয়ঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদিকং, হৃন্নিহিতং ভক্তিমিতি শেষঃ) 'অর্চ্চ' (প্রযচ্ছ, যদ্বা—তদ্দানেন স্তুহি ইত্যর্থ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সাধনাপ্রভাবেন জ্ঞানকিরণানি হৃদ্দেশং দীপয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৮সা)

বঙ্গানুবাদ।

মনুষ্যগণ (অর্চ্চনাকারী সাধকগণ) মিত্রভূত (মিত্রের ন্যায় সুখপ্রাপ্য অথবা ভক্তানুরক্ত) যে অগ্নিদেবকে (জ্ঞানদেবতাকে) প্রকৃষ্ট-স্তুতির নিমিত্ত (সম্যক্ আত্মোৎকর্ষসাধন জন্য) পুরোভাগে ধারণ করেন (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন); অপিচ, দীপ্তিমান্ যে অগ্নির (জ্ঞানাগ্নির) উদ্দেশে (তাঁহারা) হবিঃস্বরূপ অন্ন (হৃন্নিহিত সদ্ভাবনিবহ) প্রদান করিয়া থাকেন (উৎসর্গ করেন), হে মনঃ! তুমি সেই দ্যোতমান্ (দেবভাবসমূহের জনয়িতা) অগ্নিদেবের (জ্ঞানদেবতার) প্রীতিনিমিত্ত (হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য) শুদ্ধসত্ত্বাদি (হৃন্নিহিত ভক্তিসুধা) তাঁহাকে প্রদান কর। (অর্থাৎ, ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা কর)। (১অ—১প্র—৯দ—৮সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের প্রথম ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী। দুইটীরই নাম 'বৃণী নকং' এবং উভয় গানেরই ঋষি—শার্ঙ্গপ্রজাপতি।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। পুরুমাত্রেয় ঋষিঃ। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। যজ্ঞে ভানবে দীপ্তিমতে অগ্নয়ে বৃহৎ মহৎ বয়ঃ হবিরূপমন্নং দীয়তে হি। অতস্ত্বমপি দেবায় দ্যোতমানায়াগ্নয়ে বয়ঃ অর্চ্চঃ প্রযচ্ছ। মর্ত্তাসঃ মনুষ্যাঃ যং অগ্নিং মিত্রং ন সখায়মিব প্রশস্তয়ে প্রকৃষ্টস্তুতয়ে অস্মদর্থং দেবানগ্নিঃ স্তৌত্বিতি পুরঃ দধিরে পুরস্কুর্ব্বন্তি। প্রশস্তয়ে প্রশস্তিভিঃ ইতি পাঠৌ (১অ—১প্র—৭দ—৮সা)॥

• • •

অষ্টম (৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——○•○——

এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। মন স্বভাবতঃ নিতান্ত চঞ্চল; শরীরেন্দ্রিয়কে বিক্ষোভিত করিয়া তৎসমূহকে বিবশ করাই মনের প্রকৃতি। বহু দস্যু মিলিত হইয়া যেমন একজন পান্থকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ মনাদি ইন্দ্রিয়গণ অসহায় আত্মাকে প্রমথিত করিতে থাকে। বিষয়ভোগের বাসনা হইতে তাহাকে নির্ম্মুক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। নিরন্তর অসংখ্য বিষয়-বাসনা পরিবৃত হইয়া মন যেন সর্ব্বদা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অরণ্যচারী মত্তমাতঙ্গের গতি যেমন কিছুতেই সংযত হয় না, অথবা বিমানচারী বায়ু যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করা যেমন অসম্ভব; সেইরূপ মনের গতি নিরোধ করাও দুঃসাধ্য। জ্ঞানার্থী অর্জ্জুন তাই বড় ক্ষোভেই শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন,—"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।" শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।" অর্থাৎ,—আত্মাকে রথিস্বরূপ, শরীরকে রথস্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথি-স্বরূপ, মনকে বল্গা-স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব-স্বরূপ জানিবে।" সুতরাং বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত ও নিয়মিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা অতীব দুরূহ। অতি সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে সহসা ভেদ করা যায় না; তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা মনকে ভেদ করা সহজসাধ্য নহে। তাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের—মনকে সংযত করিবার—প্রকৃষ্ট পন্থা জানিবার জন্য অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

মন যে স্বভাবতঃ চঞ্চল, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যে অতি সুকঠিন, শ্রীভগবানকেও তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনিও বলিয়াছেন,—'হৃদয় বশীভূত না হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিরোধে কোনই সুফল-লাভ হয় না। যদি বলা যায়, দর্শনেন্দ্রিয়ই মনকে বিপথে পরিচালিত করে, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ই মনকে কুপথে লইয়া যায়; কিন্তু এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ, লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলেই, অথবা প্রীতিজনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে মন সংযত হইল, তাহা নহে। মন যদি তৎসমুদায় উপভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায়ের নিরোধে কোনই ফললাভ হয় না। সুতরাং কি উপায়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইতে পারে—কি প্রকারে মনকে জয় করিতে পারা যায়, তাহাই অনুধাবনার বিষয়। ভগবান্

তাহার পন্থা-প্রদর্শনে বলিলেন,—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" অর্থাৎ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরোধ করা যায়। এতৎসম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিয়াছেন,—

"উপবিশ্যোপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মুহুর্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্॥
অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ॥
বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥
সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে। চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥
দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দন-বাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥
প্রাণায়ামদৃঢ়াভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া। আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥
অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ভবভাবনবর্জ্জনাৎ। শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন নিবর্ত্ততে॥
বাসনা-সংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্। প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥
এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব। যদ্ভাবনং বস্তুনোঽন্তর্বস্তুত্বেন রসেন চ॥
যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিৎ হেয়োপাদেয়রূপি যৎ। স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে॥
অত্রাসনত্বাৎ সততং যদা ন মস্যতে মনঃ। অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদপ্রদা॥"

অর্থাৎ,—'অনিন্দিতা যুক্তি ব্যতীত কেবল বার বার উপবেশন করিলেই চিত্ত জয় করা যায় না। অঙ্কুশ ব্যতীত যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব; তদ্রূপ অধ্যাত্ম বিদ্যা, সাধুসঙ্গ, বাসনা-ত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দ-নিরোধ এই উপায়-চতুষ্টয় ব্যতীত চিত্ত জয় করা অসম্ভব। যুক্তি দ্বারা এই সকল উপায় সাধন না করিয়া, যিনি চিত্তজয়ের প্রয়াসী হন, তিনি দীপ অপসারিত করিয়া অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার-বিনাশের চেষ্টা করেন। প্রাণস্পন্দ ও বাসনা—চিত্ত-বৃক্ষের এই দুইটী বীজ-স্বরূপ। তদুভয়ের একটী ক্ষীণ হইলে অচিরে দুইটীই বিনষ্ট হয়। দৃঢ়াভ্যাস-সহকারে এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে আসন ও আহারের নিয়ম পালন-পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎকালে বিষয়সঙ্গবিরহিত, সকলভাবনাবিবর্জ্জিত এবং দেহের নশ্বরতা হৃদ্গত হওয়ায়, কোনই বাসনার সমুদ্ভব হয় না। এইরূপে বাসনা-বিহীন হইলে, চিত্ত স্বকীয় বৃত্তিহীন হইয়া অচিত্তরূপে পরিণত হয়; সুতরাং তদবস্থায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও কোনও হানি নাই। কারণ, তৎকালে কোনও বিষয়েই চিত্তের হেয় বা উপাদেয় বোধ থাকে না। তখন চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্যবিহীন হয়। সেই অবস্থাই পরমাত্মপদ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।'

এই সাম-মন্ত্রেও সেই মনঃস্থৈর্য্য-সাধনের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানতা—চাঞ্চল্যের মূলীভূত। বিষয়বাসনাদি ভোগলালসা—সেই অজ্ঞানতা হইতেই সমুৎপন্ন। অজ্ঞানতাই মনকে উন্মার্গগামী করে; অজ্ঞানতাই চিত্তবৃত্তি-সমূহকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিয়া থাকে। অজ্ঞান-মূল বিনষ্ট হইলে, চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়,—মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানতা কিরূপে দূরীভূত হয়? জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশ হয়; জ্ঞানোদয়ে সদসৎ বিচার-শক্তি জন্মে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ের সকল আবিলতা বিদূরিত হইয়া থাকে; জ্ঞানোদয়ে হৃদয়ে সদ্ভাবের দেবভাবের সঞ্চার হয়। সদসৎ বিচার-শক্তির পরিস্ফুরণে, চিত্তের

নির্ম্মলতা জন্মিলে, চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়,—বিষয়-বাসনা ভোগাদি কামনা বিধ্বংস হইয়া থাকে। এই অবস্থাই বৈরাগ্য—এই অবস্থায়ই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্ভবপর। সুতরাং এ পক্ষে জ্ঞানই যে প্রধান সহায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

এস্থলে অগ্নিদেবের একটী প্রকৃষ্ট বিশেষণ 'দেবায়' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ পদের সায়ণ অর্থ করিয়াছেন,—'দ্যোতমানায়'। আমরা ঐ পদে ত্রিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি,—'প্রকাশমানায়,' 'দেবভাবানাং জনয়িত্রে' এবং 'সত্ত্বগুণোদ্ভাসিতায়'। অগ্নিদেবের পক্ষে এ সকল বিশেষণেরই সার্থকতা আছে। যাহা স্বয়ং দীপ্তিমান্, তাহা নিখিল জগতের সকল পদার্থ ই প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। অন্তঃকরণে বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হইলে, রজঃ ও তমঃ তিরোহিত হয়। তখন কেবল সত্ত্বগুণে হৃদয় অধিকার করে। সেই সত্ত্বগুণপ্রভাবে হৃদয়-ক্ষেত্র স্বচ্ছ আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সত্ত্বভাব—দেবভাব। যতক্ষণ সেই দেবভাবে অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপ অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ পরমেশ্বরের দর্শনলাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মনের মলিনতা, অন্তরের কলুষতা দূর করিয়া, হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-লাভের আবশ্যক। জ্ঞানাধিপতি ভিন্ন সে জ্ঞান অন্য আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? তিনি জ্ঞানাধিপতি; তাই তিনি সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত, দেবভাবনিবহের জনয়িতা। তাই এস্থলে সেই জ্ঞানাধিপতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মনকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে।

মন্ত্রে সাধক উদ্দাম মনকে সংযত করিবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন,—'হে মন! যদি পরমার্থলাভে অভিলাষী হইয়া থাক, তাহা হইলে ভক্তিসহকারে জ্ঞানদেবতার ভজনা কর। সেই জ্ঞানদেবতা নিখিলজগতের আরাধ্য। তিনি নেতৃস্থানীয়। তিনি সকলকে ভগবানের নিকট উপস্থাপিত করেন। তিনিই ভগবানকে আনয়ন করিয়া সাধকগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অশেষ শক্তিমান্; তাঁহার দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত হয়। তাঁহার অধিষ্ঠানে সাধকগণ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া থাকেন। সুতরাং তুমি সেই জ্ঞান-দেবতার অর্চনা কর, অভ্যাসের দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠায় ও উৎকর্ষসাধনে প্রযত্নপর হও। তাহা হইলে তোমার পরাগতি লাভ হইবে।' (১ম—১প্র—৯দ—৮সা)।

—•—

নবমং সাম।

১ ২　　৩ ১ ২ ৩　　১ ২ ৩ ১　২র

অগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবং।

১　২　৩ ১ ২ ৩　২　৩ ১ ২　　৩ ১　২

যঃ স্ম শ্রুতর্বন্নার্ক্ষে বৃহদনীক ইধ্যতে ॥ ৯ ॥

•••

গেয়-গানং।

২ র ২ ১ ২ ২ ১ ২র ১ ২
অগন্মবৃ। ত্রা ৩ হা স্তা ৩ মাং। জ্যা ইষ্ঠং। গ্নি মা ৩ বাং।
১ ১র ২ ১ র ১
যস্মা ২ ৩ হো ই। শ্রুতর্বন্নার্ক্ষা ই। বৃহা ২ ৩ দো ই।
২ র ২ র ২ ১র
আনীকয়া ৩ ১ উবায়ে ৩। ধ্যা ২ ৩ ৪ ৫ে ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (অগ্নিঃ, জ্ঞানদেবঃ) 'আর্ক্ষে' (ঋক্ষপুত্রে, মোক্ষমার্গগামিনে) 'শ্রুতবন্' (তস্মান্নি রাজনি নিমিত্তং, যদ্বা—শ্রুতিপরাগে জ্ঞানিনে, জ্ঞানিনাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'বৃহৎ' (মহান্) 'অনীকঃ' (জ্বালাসমূহঃ সন্, যদ্বা—প্রকৃষ্টজ্ঞানকিরণৈঃ জ্ঞানিনাং হৃদ্দেশং উদ্ভাসয়িত্বা) 'ইধ্যতে স্ম' (প্রবুদ্ধোঽভবৎ, যদ্বা—সম্যক্ প্রদীপ্তোঽভূৎ); 'বৃত্রহন্তমং' (পাপানামতিশয়েন নিবারকং, রিপুশত্রূনামতিশয়েন নাশকং) 'জ্যেষ্ঠং' (মুখ্যং, দেবানাং পুরোগামিনং) 'আনবং' (মর্ত্ত্যানাং হিতকারিণং, চিরনবীনমিত্যর্থঃ) তং 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'অগন্ম' (গন্তা, স্তোতব্য অস্মাভিরি শেষঃ)। যঃ জ্ঞানদেবঃ সাধকানাং হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্ স্বতেজসা তান্ মোক্ষং প্রযচ্ছতি, পাপনাশকং মোক্ষপথপ্রদর্শকং তং জ্ঞানদেবং বয়ং স্তবাম। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১অ—১প্র—৯দ—৯সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) মোক্ষমার্গগামী (ঋক্ষপুত্র) শ্রুতিপারগ জ্ঞানিগণের হৃদয়কে (শ্রুতবন্ নামক রাজার নিমিত্ত) প্রকৃষ্ট জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত করিয়া (বিপুলজ্বালাবিশিষ্ট হইয়া) সম্যক্-রূপে প্রদীপ্ত হয়েন (প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন); পাপসমূহের অতিশয়-রূপে নিবারক (রিপুশত্রু-গণের হন্তা) মুখ্যস্থানীয় (অথবা দেবগণের অগ্রগামী) নিখিলজগতের হিতকারী (অথবা চিরনবীন) সেই অগ্নিদেবকে আমরা (যেন) প্রাপ্ত হই (অর্থাৎ, আমরা হৃদয়ে ধারণ করি)। (১অ—১প্র—৯দ—৯সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। গোপবন ঋষিঃ। বৃত্রহন্তমং পাপানামতিশয়েন হন্তারং জ্যেষ্ঠং প্রশস্তং আনবং মনুষ্যসম্বন্ধিনং তেষাং হিতকারিণং অগ্নিং অগন্ম গন্তা বয়ং। পূজার্থং বহুবচনং। অগ্নিঃ যঃ আর্ক্ষে ঋক্ষপুত্রে শ্রুতর্বন্ নাম্নি রাজনি নিমিত্তং বৃহৎ মহান্ অনীকঃ জ্বালাসমূহঃ সন্ ইধ্যতে স্ম প্রবুদ্ধোঽভবৎ। লট্ স্মে (৩,২।১।১৮) ইতি ভূতে লট্। তমগ্নিমাগন্তা ইতি সম্বন্ধঃ। এবং শ্রুতর্বাণঃ ভিক্ষণায়াগতো গোপবনঃ অগ্নিং স্তৌতি। অগন্ম আগন্ম ইতি চ পাঠৌ। যঃ স্ম শ্রুতর্বন্নার্ক্ষে বৃহদনীক ইধ্যতে ইতি ছন্দোগাঃ। যস্ত শ্রুতর্বা বৃহন্নার্ক্ষে অনীক এধতে ইতি চ বহ্বৃচাঃ ॥ ৯ ॥

নবম (৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের সহিত একটী পৌরাণিক উপাখ্যান বিজড়িত দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটী এই,—পুরাকালে মন্ত্রদ্রষ্টা গোপবন ঋষি ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া ঋক্ষপুত্র রাজা শ্রুতর্ব্বনের সমীপে উপস্থিত হন। রাজা তখন যজ্ঞে ব্রতী। ঋষি গোপবন যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—যজ্ঞাগ্নি বিপুল শিখা বিস্তার করিয়া লকলক্ জ্বলিতেছে। তদ্দর্শনে ঋষি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নির স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকাগণ এই উপাখ্যানের অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন,—'যে অগ্নি ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্ব্বন রাজার নিমিত্ত মহান্ জ্বালাসমূহ বিস্তার করিয়া প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, পাপিগণের অতিশয়রূপে হন্তা মনুষ্যগণের হিতকারী সেই অগ্নিকে আমরা প্রাপ্ত হইব।' ইত্যাদি।

মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্যামূলক দুইটী পদ—'আর্ক্ষে' এবং 'শ্রুতর্ব্বন্'। ঐ দুই পদেই যত কিছু গণ্ডগোলেরে সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যকার 'আর্ক্ষে' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ঋক্ষ-পুত্রে'; আর 'শ্রুতর্ব্বন্' পদের অর্থ-নিষ্পন্ন করিয়াছেন,—'শ্রুতর্ব্বন্নাম্নি রাজনি নিমিত্ত'। আমরা কিন্তু ঐ দুই পদের স্বতন্ত্র অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম। আমাদের মতে, 'আর্ক্ষে' পদের অর্থ—'মোক্ষমার্গগামিনে', আর 'শ্রুতর্ব্বন্' পদের অর্থ—'শ্রুতিপারগে জ্ঞানিনে, তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ।' ধাত্বর্থের অনুসরণে এবম্বিধ অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; আর পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষেও এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। গমনার্থমূলক 'ঋ' ধাতু হইতে 'আর্ক্ষ' পদ নিষ্পন্ন। যাঁহারা মোক্ষ-মার্গগামী—মোক্ষ-পথের পথিক, তাঁহারাই 'আর্ক্ষ' পদবাচ্য। 'শ্রুতর্ব্বন্' পদের অন্তর্গত 'শ্রুত' শব্দে শাস্ত্র, শ্রুতি প্রভৃতি বুঝায়। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্বান্, শ্রুতিপারগ, তিনিই শ্রুতর্ব্বন্—তিনিই শ্রুতবান্। যাঁহারা জ্ঞানপ্রভাবে মোক্ষপদপ্রার্থী হয়েন, আমরা মনে করি, তাঁহারাই 'আর্ক্ষে শ্রুতর্ব্বন্।'

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই হয় যে,—'যে জ্ঞানদেবতা মোক্ষমার্গগামী শ্রুতিপারগ জ্ঞানিগণের হৃদয়কে প্রকৃষ্ট জ্ঞানকিরণে উদ্ভাসিত করিয়া সম্যগ্‌রূপে প্রদীপ্ত হয়েন।' বেদমন্ত্র নিত্য। তাহার সহিত অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ কল্পনা করিলে, বেদের নিত্যত্বে এবং অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'আর্ক্ষে শ্রুতর্ব্বন্' পদদ্বয়ের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতিরক্ষার জন্য, আমরা সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এই সামমন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞানদেবতার মহিমায় সাধকগণ যেমন মোক্ষ-লাভে সমর্থ, আমরাও যেন সেইরূপ জ্ঞানাধিকারী হইয়া, ভগবানকে প্রাপ্ত হই। তিনি নিখিল জগতে হিতকারী, তিনি দেবগণের অগ্রগামী। তাঁহার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আমরা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' (১অ—১প্র ৯থ—৯দ—৯সা)॥

দশমং সাম।

৩ ২ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

জাতঃ পরেণ ধর্ম্মণা যৎ সবৃদ্ভিঃ সহাভুবঃ।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২

পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতা মনুঃ কবিঃ॥ ১০॥

গেয়-গানং।

২র র ১ ৩ ২ ১ র ৩ ২ঌ ৩ ৫

জাতঃ পরেণ ৩ ধা। ইহা। মণা। ইহা। যো ২ ৩ ৪ নীং।

১র ২ র ১ ৩ ২ ১

যোনিমিন্দ্রশ্চ গচ্ছথঃ। যৎ সবৃদ্ভিঃ সা ৩ হা। ইহা। ভুবাঃ।

৩ ২ঌ ৩ ৫র ১র ২ র

ইহা। যো ২ ৩ ৪ নীং। যোনিমিন্দ্রশ্চ গচ্ছথঃ। পিতা যৎ

১ ৩ ২ র ১ ৩ র ৩ ৫

কশ্যা ৩ পা। ইহা। স্যাগ্নাই। ইহা যো ২ ৩ ৪ নীং।

১র ২ র ১র র ১

যোনিমিন্দ্রশ্চ গচ্ছথঃ। শ্রদ্ধা মাতা মা ৩ নূঃ।

৩ ২র ১র ৩ ২ঌ ৩ ৫

ইহা কবাই। ইহা। যো ২ ৩ ৪ নীং।

১র ২ ২

যোনিমিন্দ্রশ্চ গচ্ছথা॥ ১০॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'কশ্যপস্য' (তন্নামধেয়স্য ঋষেঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য জনস্য) 'পিতা' (পালয়িতা, রক্ষকো বা) যদগ্নিঃ 'শ্রদ্ধা' (ভক্ত্যাঃ, সত্যস্য ইতি যাবৎ) 'মাতা' (ধারয়িতা, জনয়িতা, যদ্বা—সর্ব্বস্য জগতো নির্ম্মাতা), যদগ্নিঃ 'মনুঃ' (সর্ব্বস্য জ্ঞাতা) যদগ্নিঃ 'কবিঃ' (মেধাবী, ক্রান্তদর্শী, কর্ম্মকুশলঃ) যশ্চ 'সবৃদ্ভিঃ সহ' (দেবভাবৈঃ সহযুতঃ সন্) 'আভুবঃ' (অবতিষ্ঠতে, প্রাদুর্ভবতি), সোঽগ্নিঃ 'পরেণ' (উৎকৃষ্টেন) 'ধর্ম্মণা' (সাধনাদি-

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গানের নাম—'ইন্দ্রিয়ং'। গেয়-গানের ঋষি—'অযোনীন্দ্রঃ' অথবা 'কশ্যপঃ'।

কর্ম্মণা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'জাতঃ' (প্রাদুর্ভূতঃ ভবতি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ জ্ঞানদেবঃ সর্ব্বস্য রক্ষকঃ সর্ব্বস্য পালকঃ চ। সৎকর্ম্মণা সহ স হি সাধকানাং অধিগতঃ ভবতি। প্রার্থনা—স দেবঃ অস্মান্ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছতু। (১অ—১প্র—৯খ—৯দ—১০সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেবতা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের পালয়িতা বা রক্ষক, যিনি ভক্তির বা সত্যের জনয়িতা (অথবা, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন), যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি মেধাবী কর্ম্মকুশল, এবং যিনি নিখিল দেবভাব-সহযুত হইয়া বিদ্যমান্ আছেন; সেই জ্ঞানদেবতা উৎকৃষ্ট সৎকর্ম্মনিবহ দ্বারা (সাধনাদি-প্রভাবে) হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ জ্ঞানদেব সকলের রক্ষক ও পালক। সৎকর্ম্মের সহিত তিনি সাধকগণের অধিগত হয়েন। প্রার্থনা—সেই জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে অভীষ্টফল প্রদান করুন।)॥ (১অ—১প্র—৯খ—৯দ—১০সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। বামদেবঃ কশ্যপো বা মারীচো মনুর্ব্বা বৈবস্বত উভৌ বা। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! ত্বং পরেণ উৎকৃষ্টেন ধর্ম্মণা আধানাদিকর্ম্মণা জাতঃ প্রাদুর্ভূতোঽসি। যৎ যঃ সবৃদ্ভিঃ যজ্ঞে সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবৃতঃ ঋত্বিজঃ তৈঃ সহ অভুবঃ ভূমিসম্বন্ধি-যজ্ঞে বর্ত্তসে। কশ্যপস্যাগ্নিরিত্যোতয়োঃ পরস্পরং বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ। যৎ যস্যাগ্নেঃ কশ্যপঃ পিতা শ্রদ্ধা দেবী মাতা চ মনুঃ কবিঃ ক্রান্তকর্ম্মা মেধাবী বা। মনুর্বৈবস্বতঃ স্তোতা আসীৎ সোঽগ্নিঃ যজমানায়াভীষ্টং ফলং প্রযচ্ছতু। অনেন সূচিত-মুপাখ্যানং ব্রাহ্মণান্তরে দ্রষ্টব্যং। (১অ—১প্র—৯খ—৯দ—১০সা)।

দশম (১০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামমন্ত্রটীর অর্থ একটু জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যানুসরণে ইহার ভাব হয় এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি উৎকৃষ্ট আধানাদি কর্ম্ম দ্বারা প্রাদুর্ভূত হন। আপনি ঋত্বিক্-গণের সহিত ভূমি-সম্বন্ধি যজ্ঞে বিদ্যমান আছেন। যে মনুর পিতা কশ্যপ এবং মাতা শ্রদ্ধাদেবী, ক্রান্তকর্ম্মা কবি মেধাবী সেই বৈবস্বত মনু এই অগ্নির স্তোতা হইয়াছিলেন। সেই অগ্নিদেব যজমানদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন।' কিন্তু মন্ত্রে বৈবস্বত মনুর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রে কেবল 'মনুঃ' পদ আছে মাত্র।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিই যত-কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছে। এস্থলে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন,—'কশ্যপস্যাগ্নিরিত্যোতয়োঃ পরস্পরং বিভক্তিব্যত্যয়ঃ।'

মন্ত্রের ঐ অংশে 'কশ্যপস্য' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং 'অগ্নিঃ' পদে প্রথমা বিভক্তি আছে। পরিবর্ত্তনে 'কশ্যপস্য' পদে প্রথমা বিভক্তি (কশ্যপঃ) এবং 'অগ্নিঃ' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি (অগ্নেঃ) হইয়াছে। এরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয়েই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও মন্ত্রের সুন্দর সুষ্ঠু অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এখানে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলেও মন্ত্রে যে সুন্দর অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রে অগ্নিদেবতার কয়েকটী বিশেষণ-পদ পরিদৃষ্ট হয়। অগ্নিদেব কিরূপ?—না, 'কশ্যপস্য পিতা'। 'কশ্যপস্য' পদের সায়ণ কোনও অর্থ নিষ্পন্ন করেন নাই। তবে ভাবে কশ্যপ নামধেয় মুনির বিষয়ই উপলব্ধ হয়। আমরা ঐ পদে 'আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য জনস্য' অর্থ আমনন করিয়াছি। কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুত্র যেমন পিতার আদরের সামগ্রী, পিতা যেমন পুত্রকে স্বতঃপরতঃ রক্ষা করিয়া থাকেন, ভগবান্ সেইরূপ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণকে আপনার কোলে টানিয়া লন। তাই এখানে 'কশ্যপস্য পিতা' পদের সার্থকতা। জ্ঞানদেবতা 'শ্রদ্ধা-মাতা' অর্থাৎ ভক্তির বা সত্যের জনয়িতা। এখানে আমরা 'শ্রদ্ধা' পদকে 'মাতা' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লিঙ্গ-ব্যত্যয় স্বীকার করি। কিন্তু ভাষ্যকারের অর্থে, 'শ্রদ্ধা মাতা' পদদ্বয়ে, মনুর মাতা শ্রদ্ধার বা অদিতির প্রসঙ্গ অধ্যাহৃত হইয়াছে।

জ্ঞানের উদয় হইলে ভক্তি (সত্ত্বভাব) আপনিই হৃদয়ে উদয় হয়। ভগবান জ্ঞানাধার; আবার তিনি ভক্তির অধীন। জ্ঞান-প্রভাবেই ভক্তি অধিগত হইয়া থাকে। জ্ঞানই সত্যের জনয়িতা। তিনি 'মনুঃ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি 'কবিঃ' অর্থাৎ ক্রান্তকর্ম্মা বা কর্ম্মকুশল। সম্যক্ জ্ঞানের উদয় না হইলে, কর্ম্মসম্পাদানে কুশলতা জন্মে না। কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম—সে জ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। সেই জ্ঞান জন্মিলে, সদসৎ বিচার-শক্তির উন্মেষ হইলে, কর্ম্মকুশলতা বা সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে পারদর্শিতা জন্মে। তাই জ্ঞানদেবতাকে 'কবিঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধে যে কয়টী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ আলোচনায় সে সকল বিশেষণেরই সার্থক-প্রয়োগের বিষয় উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে—'যদি অগ্নিদেবের কৃপাভিলাষী হইয়া থাক, যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইতে চেষ্টা কর। হও—মেধাবী, হও—কর্ম্মকুশল, হও—জ্ঞানবান, হও—সত্যপ্রিয়, হও—দেবভাবসম্পন্ন, হও—সৎকার্য্যে নিত্য নবভাবে উৎসাহসম্পন্ন। সৎকর্ম্মপ্রভাবে, সাধনাদি দ্বারা তিনি হৃদয়ে প্রদ্দীপিত হয়েন। অতএব, জ্ঞানাধিকারী হইতে হইলে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর,—সদ্ভাবে সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হও। এইরূপে জ্ঞানাধিকারী হইলে, এইরূপে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে, অভীষ্ট-ফল মোক্ষপদ আপনিই অধিগত হইবে।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (১অ—১প্র—৯খ—৯দ—১০সা)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

আগ্নেয়ং পর্ব্বং। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দশমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। দশমী দশতি।

দশম দশতি।

প্রথমো সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৪র ৫ ৪র ৪র ৪ ৫ ৪ ২ ১ ১র ২র ১ ২
ওঁ। সোমং রাজানং বরুণাং। অগ্নিমন্বারভামহে ৩। হো বা
২ র ১ ২ ১র ২ ১ ২ ২র
৩ হা ই। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং। হো বা ৩ হা ই।
১র ২ ১ ২ ২ S
ব্রহ্মণা ২ ৩ ণ্ণা ৩। হো বা ৩ হা ই। বৃহা
২ ১ ৫
৩ উ বা ৩। পা ২ ৩ ৪ তীং ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমং (শুদ্ধসত্ত্বোপেতং, সত্ত্বভাবাধারং) 'বরুণং' (স্নেহকরুণাময়ং) 'অগ্নিং' (জ্ঞান-স্বরূপং) 'আদিত্যং' (অনন্তসম্বন্ধিনং, অনন্তরূপং) 'বিষ্ণুং' (সর্ব্বব্যাপকং, সর্ব্বস্ব ধারকং) 'সূর্য্যং' (স্বপ্রকাশং) 'ব্রহ্মাণং' (সত্ত্বপ্রবর্দ্ধকং) 'বৃহস্পতিং' (অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্নং). 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, ঈশ্বরমিত্যর্থঃ) 'অম্বারভামহে' (আহ্বয়ামহে, আশ্রয়ামহে—বয়মিতি শেষঃ)। অস্মাকং আত্মরক্ষণায় অশেষগুণাধারং ভগবতঃ আশ্রয়গ্রহণং সর্ব্বথা কর্ত্তব্যং :ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—১সা) ॥

অথবা,

'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'সোমং' (মঙ্গলময়ং শিবরূপং, সোমমূর্ত্তিং ইতি ভাবঃ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ); 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'বরুণং' (অভীষ্টবর্ষকং, স্নেহকারুণ্যরূপাং ভবমূর্ত্তিমিত্যর্থঃ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ) ; 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানরূপং, রুদ্ররূপাং অগ্নিমূর্ত্তিং ইতি যাবৎ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ); 'রাজানাং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'আদিত্যং' (সর্ব্বত্রগং, অনন্তস্বরূপং. বায়ুরূপাং উগ্রমূর্ত্তিং ইতি যাবৎ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ - বয়মিতি শেষঃ); 'রাজানাং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'বিষ্ণু' (সর্ব্বব্যাপকং, ভীমরূপাং আকাশমূর্ত্তিং ইতি যাবৎ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ) ; 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'সূর্য্যং' (স্বপ্রকাশং, ঈশানরূপাং সূর্য্যমূর্ত্তিং ইতি যাবৎ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ) 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'ব্রহ্মাণং' (সত্ত্বপ্রবর্দ্ধকং, পশুপতিরূপাং যজমানমূর্ত্তিং ইতি শেষঃ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ) ; 'রাজানং' (হৃদি রাজমানং, হৃদ্‌রাজ্যানামধিপতিং) 'বৃহস্পতিং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং, সর্ব্বরূপাং ক্ষিতিমূর্ত্তিং ইতি যাবৎ) 'অম্বারভামহে' (আশ্রয়ামঃ, শরণং গচ্ছামঃ—বয়মিতি শেষঃ)। অত্র ভগবতঃ অষ্টমূর্ত্তেরু-পাসনা বিহিতে ইত্যেবং বয়ং মন্যামহে। ভগবতঃ সর্ব্বাঃ বিভূতয়ঃ অস্মান্ রক্ষন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনাঃ ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—১সা) ।

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বোপেত (সত্ত্বভাবাধার) স্নেহকরুণাময়, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত-সম্বন্ধীয় (অনন্তরূপ) সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বধারক), স্বপ্রকাশ, সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক এবং অশেষ-প্রজ্ঞানসম্পন্ন, হৃদয়ে রাজমান্ পরমেশ্বরকে আমরা আহ্বান করি—আশ্রয় করি। (ভাব এই যে,—আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ কর্ত্তব্য।) ॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—১সা)

অথবা,

হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) মঙ্গলময় শিবরূপকে (ভগবানের সোমমূর্ত্তি) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) অভীষ্টবর্ষক স্নেহকারুণ্যরূপকে (ভগবানের ভবমূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) জ্ঞানরূপকে (ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) অনন্তস্বরূপ সর্ব্বত্রগ বায়ুরূপকে (ভগবানের উগ্রমূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইঅেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুরূপকে (ভগবানের ভীমরূপা আকাশ-মূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ের দীপ্যমান্) স্বপ্রকাশ সূর্য্য-রূপকে (ভগবানের ঈশানরূপা সূর্য্যমূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে দীপ্যমান্) সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক ব্রহ্মারূপকে (ভগবানের পশুপতিরূপ যজমানমূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি); হৃদয়-রাজ্যের রাজা (হৃদয়ে রাজমান্) প্রজ্ঞানস্বরূপ বৃহস্পতি-রূপকে (ভগবানের সর্ব্বস্বরূপা ক্ষিতিমূর্ত্তির) আশ্রয় করি (শরণ লইতেছি)। (এখানে ভগবানের অষ্টমূর্ত্তির উপাসনা আছে—এইরূপ মনে করি। ভগবানের সকল বিভূতি আমাদিগকে রক্ষা করুন—এই প্রার্থনা।)॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—১সা)।

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমে খণ্ডে—সেয়ং প্রথমা। অগ্নিস্তাপস ঋষিঃ। ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। দেবতা বিশ্বেদেবা। রাজানং রাজমানমীশ্বরং বা সোমং বরুণং চ অগ্নিং চ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ অন্বারভামহে রক্ষণার্থং আহ্বয়ামহে। তথা আদিত্যং আদিতেঃ পুত্রং বিষ্ণুং চ সূর্য্যং চ ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিং চ অন্বারভামহে। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—১সা)।

•.•

প্রথম (৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

———

মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনা—পরিত্রাণমূলক। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময় সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান্। সকল দেবতাই তাঁহার বিভূতি—সকল দেবতাতেই তিনি অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বিভূতিতে তিনি প্রকটিত আছেন। তিনি

অরূপ—নির্গুণ। সান্ত মন, অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না; তাই তাঁহার নানা রূপ-গুণের পরিকল্পনা। এ মন্ত্রে সেই ভাবেরই সূচনা দেখিতে পাই।

শিবপূজায় ভগবানের যে অষ্টমূর্ত্তির উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, আমাদের মনে হয়, এ মন্ত্রে ভগবানের সেই অষ্টমূর্ত্তির নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। যে রূপে যে ভাবে সেই অষ্টমূর্ত্তির ভাব এই মন্ত্রে প্রকাশমান্, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহার প্রকটিত দেখিবেন। স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেব যেমন আপনি প্রকাশিত হইয়া জগৎকে প্রকাশিত করেন, করুণাময় জ্ঞানদেব সেইরূপ মস্তিষ্করূপ অন্তরিক্ষে প্রকাশমান্ হন।

অর্চ্চনাকারী সাধক, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বময় ভগবানের সকল বিভূতিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, একে একে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। সকল দেবতার প্রতিই যেন সমান অনুরাগ সঞ্জাত হয়, সকল দেবতার সহিতই যেন অটুট সম্বন্ধ থাকে, সকল দেবতার সর্ব্বরূপ দেবভাবে যেন অন্তর সদা পরিপূর্ণ থাকে,—মন্ত্রে এই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। প্রার্থনা হইতেছে,—'সর্ব্বময়, আমরা আপনার বিভিন্ন বিভূতির শরণাপন্ন হইতেছি; আপনি সকল বিভূতি-সহ আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগের পরিত্রাণের উপায়-বিধান করুন।' (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ইত এত উদারুহন্ দিবঃ পৃষ্ঠান্যারুহন্
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র
প্র ভূর্জ্জয়ো যথা পথোদ্যামঙ্গিরসো যযুঃ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

১র ৫ ২ ২ র ১র ২ — ১
আরো ৩ হান্। ৩। ইত এত উ ৩ দারু ১ হা ২ ন্। দিবঃ
র ১ ২ — র র ১ ২র
পৃষ্ঠানো ২ ৩ যা রু ১ হা ২ ন্। প্রভূর্জ্জয়ো ২ ৩ যাপা ১ থা
— র ১ ২ — ১র ৫
২। উদ্যামঙ্গিরা ২ ৩ সো যা ১ যূ ২ঃ। আরো ৩
২ ১ ১ ৩
হান্ ২। আ ২ ৩। রো ২। হা ২ ৩৪।
৫র র ০ ৫র
ঔ হো বা। উ ১ ৩ ৪ পা॥ ২ ॥ *

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় দৃষ্ট হয় না। এই মন্ত্রের ঋষি—বামদেব। গেয়গানের নাম—যাম, অঙ্গিরস বা আরূঢবৎ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পথা' (মার্গেণ) 'যথা' (যথা লোকাঃ গ্রামাৎ গ্রামান্তরং প্রাপ্নুবন্তি, যদ্বা—সৎকর্ম্মরূপঃ মার্গঃ যথা মুক্তিমিচ্ছন্তঃ জনান্ মোক্ষমূলং প্রদর্শয়তি) তথা 'এত' (এতে) 'ভূর্জ্জয়ঃ' (শুদ্ধ-সত্ত্বসমন্বিতাঃ) 'অঙ্গিরসঃ' (আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধবঃ) 'উৎ' (উৎকৃষ্টমার্গেণ, সৎকর্ম্মরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'ইতঃ' (অস্মিন্ লোকাৎ) 'উদারুহন্' (উদগচ্ছন্তি, ঊর্দ্ধগতিং লব্ধা ইতি ভাবঃ) 'দ্যাং' (দিবং, স্বর্গং, মোক্ষমিত্যর্থঃ) 'প্রযযুঃ' (প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ) ; অপিচ, 'দিবঃ পৃষ্ঠানি' (স্বর্গলোকস্য স্থানানি, পরমপদমিত্যর্থঃ) 'আরুহন্' (প্রাক্রমন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবঃ হি—আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেন মোক্ষপদং প্রাপ্নুবন্তি ; অতঃ বয়মপি মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থং আত্মোৎকর্ষং সাধয়ামঃ। (১অ-১প্র-১০খ-১০দ-২সা)

বঙ্গানুবাদ।

মনুষ্যগণ যেমন পথ দিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করে (অথবা—সৎকর্ম্ম-রূপ মার্গ যেমন মুক্তি-অভিলাষী জনগণকে মোক্ষমূল প্রদর্শন করে), শুদ্ধ-সত্ত্ব-সমন্বিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ সেইরূপ সৎকর্ম্ম-রূপ উৎকৃষ্ট মার্গে ইহলোক হইতে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন এবং পরমপদ প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন ; অতএব, মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমরাও আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রযত্নপর হইব।) ॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—২সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। বামদেবো ঋষিঃ। ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। দেবতা বিশ্বেদেবাঃ। এতে অঙ্গিরসঃ যথা উৎ মার্গেণৈব দ্যাং দিবং প্র যযুঃ প্রাপুঃ। কীদৃশাঃ? ভূর্জ্জয়ঃ ভৃজ্জতিঃ পাককর্ম্মা হবিষাং পক্তারং। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পথা মার্গেণ জনাঃ গ্রামাদীন্ গচ্ছন্তি তথা ইতঃ ভূমেঃ সকাশাৎ উদারুহন্ উদগচ্ছন্ আগত্য চ দিবঃ স্বর্গস্য পৃষ্ঠানি স্থানানি আরুহন্ প্রাক্রমন্তি। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—২সা)।

দ্বিতীয় (৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অঙ্গিরসঃ' পদের ব্যাখ্যায় এবং 'যথা পথা' এই উপমা-বাক্যে যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। 'অঙ্গিরসঃ' পদের ব্যাখ্যায়, ব্যাখ্যাকারগণ অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদবাক্য নিত্য অপৌরুষেয়। তাহার সহিত মনুষ্যাদির সম্বন্ধ খ্যাপন করিতে হইলে, কালচক্রে তাঁহাদিগের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করার আবশ্যক হয়। এই

সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, 'অঙ্গিরসঃ' পদের অর্থ করিলাম—'আত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধবঃ।' ধাত্বর্থের অনুসরণে এই অর্থই উপলব্ধ হয়। 'অঙ্গ' শব্দে জ্ঞান বুঝায়। যাঁহাদিগের সেই জ্ঞান আছে, তাঁহারাই 'অঙ্গিরঃ।' যাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারাই অঙ্গিরস-পদবাচ্য। মনুষ্য-সমাজের হিতের জন্য, তাঁহারা হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন; কর্ম্মপ্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়া, জনসমাজের সমক্ষে তাঁহারা উচ্চ আদর্শের অবতারণা করিয়া যান। ঋষি-পক্ষেও সেই ভাব আসে। আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন ঋষিগণ কাল-চক্রনেমির আবর্ত্তনে আত্মা-রূপে চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া সংসারে জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করেন।

সায়ণ এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ 'যথা পথা' ইত্যাদি উপমা-বাক্যের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, আমরা যদিও তাহার অনুসরণ করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে ভাব পরিস্ফুট হয় না। ভাষ্যের অর্থ—'পথ দিয়া মানুষ যেমন গ্রাম-সমূহে গমন করে।' কিন্তু আমরা উহাতে আরও এক উচ্চ ভাবের কল্পনা করি। আমাদিগের মতে, ঐ উপমায় বলা হইতেছে,—'সৎকর্ম্মরূপ মার্গ যেমন মুক্তি-অভিলাষী জনগণকে মোক্ষমূল প্রাপ্ত করায়।' এরূপ অর্থে পরবর্ত্তী অংশের সহিত বেশ একটু সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

যাহা হউক, মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ কর্ম্মপ্রভাবে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন। আমরাও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে তাঁহাদিগের ন্যায় সৎকর্ম্মপরায়ণ হইব, হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান-সঞ্চয়ের চেষ্টা করিব। আত্মোৎকর্ষ-সাধনে তাঁহাদের ন্যায় গুণী জ্ঞানী হইতে পারিলে, আমরাও তাঁহাদিগের ন্যায় মোক্ষ-পদ-লাভে সমর্থ হইব।' মন্ত্রে এইরূপ আত্মোদ্বোধনার বীজই নিহিত রহিয়াছে। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

০ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২

রায়ে অগ্নে মহে ত্বা দানায় সমিধীমহি।

১ ২ ০ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ০ ২

ঈড়িষ্বা হি মহে বৃষন্দ্যাবা হোত্রায় পৃথিবী॥ ৩॥

গেয়-গানং।

৩র ৪র ৫ ১র ৪ ১র র র ১ র ২ ১ র

(১) রায়ে অগ্নে মহাই। ত্বা। দানায় সমিধীমা ২ ৩ হী আ ই

১ - ১র র ১ - ১র - ১

ড়ী ২ ষ্বা হো ২। মহে বৃষন্। দ্যাবা ২ হো ত্রা ২। যপো

২ ১ ৫র ৪ ৫ ৭

বা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। থা ৫ ই বো ৬ হা ই॥ ৩॥ *

---

* এ মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় দৃষ্ট হয় না। এই সাম-মন্ত্রের দুইটী গান আছে প্রথম দুইটীর নাম—অসিত।

২র ১ ৪র র র ৫ ১র র র

(২) রায়ায়া ২ ৩ গ্নে মহে ত্বা হা উ। দানায় সমিধী মা ২ ৩,

২ ১ ২ ২ ১ ২ ৩

হা ই। আই ডা ইম্বা। ৩ হা ৩ ই। মাহে বা ৩ ৩ ৪।

৫ ১র ২ ২ ২ ১র ৫

র্ষান্। ত্মাবা হো ৩ ত্রা ৩। যপো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫

থা ৫ ই বো ৬ হা ই ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'মহে' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠস্য ইত্যর্থঃ) 'রায়ে' (ধনস্য, পরমার্থরূপস্য ধনস্য) 'দানায়' (দানার্থং, অস্মভ্যং অর্চ্চনাকারিভ্যঃ ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধীমহি' (সম্যগ্ দীপয়ামহে, হৃদি ধারয়াম ইতি ভাবঃ; হে 'বৃষন্' (অভিলষিতবর্ষক, জ্ঞানদেব!) 'মহে' (মহতে) 'হোত্রায়' (অস্মাকং হোতৃকর্ম্মার্থং, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি দেবভাবানাং প্রতিষ্ঠার্থং) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দিবং পৃথিবীঞ্চৈব, যদ্বা দ্যুলোকভূলোকয়োঃ দেবান্ সর্ব্বান্ দেবভাবান্ বা) 'ঈড়িষ্বা' (স্তুতি, হৃদি নিবেশয় ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেবস্য মহিম্নাং পারং ন যাতি। জ্ঞানদেবঃ সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং ধারকঃ পোষকশ্চৈব। তস্য জ্ঞানদেবস্যানুগ্রহেণ বয়ং অর্চ্চনাকারিণো দেবভাবসমন্বিতান্ ভবেম। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৩সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! শ্রেষ্ঠধন দানের নিমিত্ত (অর্থাৎ, অর্চ্চনাকারী আমাদিগকে পরমার্থ-ধন দান করিবেন বলিয়া) আমরা আপনাকে সম্যগ্-রূপে প্রদীপ্ত করিতেছি—হৃদয়ে ধারণ করিতেছি; হে অভীষ্টপ্রদানকারী জ্ঞানদেব! আমাদিগের হোতৃকর্ম্মের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাব উপস্থিত করিবার জন্য, দ্যুলোককে ও ভূলোককে অর্থাৎ দ্যুলোকের ও ভূলোকের সকল দেবভাবসমূহকে স্তব করুন অর্থাৎ তাহাদিগকে আনিয়া আমাদিগের হৃদয়ে স্থাপন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবের মহিমার পার নাই; জ্ঞানদেবতাই সকল দেবভাবের ধারক ও পোষক; সেই জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহে অর্চ্চনাকারী আমরা যেন দেবভাব সমন্বিত হই।)॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং—অথ তৃতীয়া। এতস্যাঃ কণ্বপোহৃষিত্তো দেবলো বা। হে অগ্নে ত্বা ত্বাং মহে মহতঃ রায়ে ধনস্য দানায় দানার্থং সমিধীমহি বয়ং সম্যগ্ দীপয়ামহে। বৃষন্ বর্ষিতঃ! অগ্নয়ে মহতে হোত্রায় অগ্নিহোত্রার্থং দ্যাবা দিবং পৃথিবীং চ ঈড়িষ্বা স্তুহি॥ (১অ-১প্র-১০খ-১০দ-৩সা)।

• • •

তৃতীয় (৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০×০:—

এই মন্ত্রের জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে পরমার্থ-ধন প্রদান করুন; দ্যুলোক-ভূলোক—সর্ব্বলোকের যে দেবভাবনিবহ, তাহা আনিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। অর্থাৎ, আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন জ্ঞানধনে ধনী হই; আর তাহার ফলে, আমাদিগের হৃদয়ে যেন দেবভাবসমূহ উপস্থিত হয়।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'হোত্রায়' পদের ভাব অনুধাবনীয়। 'অগ্নিদেব ভূলোকের ও দ্যুলোকের স্তব করুন'—ইহার ভাব এই যে, তিনি সকল দেবগণকে—সকল দেবভাবকে আহ্বান করিয়া আনুন। 'অগ্নিমুখে দেবগণ হবির্গ্রহণ করেন'—এ তত্ত্ব সর্ব্ববিদিত। এ পক্ষে দেবগণকে এবং দেবভাবনিবহকে আহ্বান করিবার তিনিই প্রকৃষ্ট অধিকারী। জ্ঞান না জন্মিলে, জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত না হইলে, দেবতা কি—দেবভাব কি, সত্য কি—অসত্য কি, সৎ কি—অসৎ কি, কোনও বিষয়ের বিচারেই বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হয় না। সকলই জ্ঞানাধীন; জ্ঞানই হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার একমাত্র সহায়। সৎকর্ম্ম বল, ভক্তি বল,—জ্ঞান ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর হয় না। তাই জ্ঞানের প্রাধান্য—অগ্নিদেবতার মাহাত্ম্য—মন্ত্র-মধ্যে প্রকটিত দেখি। জ্ঞানবলে দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে পারিলেই পরমার্থলাভ—অভীষ্ট-সিদ্ধি সম্ভবপর। তাই অগ্নিদেবকে বলা হইয়াছে,—'আপনি দ্যাবাপৃথিবীর স্তব করুন, অর্থৎ সর্ব্ববিধ দেবভাব-সমূহকে আনিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। জ্ঞান-সাহায্যে যেন আমরা দেবসম্বন্ধযুত হই।'

ইহলোকে (পৃথিবীতে) জ্ঞান ভিন্ন উন্নতি-লাভের আশা অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন; আবার অধ্যাত্ম-জগতে (দ্যাবা) জয়ী হইতে হইলে, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক। সুতরাং সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে জ্ঞানেরই প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়া থাকে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের যে ভাব, তাহা প্রথমেই প্রকটিত করিয়াছি। মন্ত্রে অগ্নিদেবের একটী বিশেষণ-পদ পরিদৃষ্ট হয়—'বৃষন্' অর্থাৎ অভিলষিতবর্ষক। অগ্নিদেব যে অভীষ্টপূরক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি? ইহজগতে লৌকিক ব্যবহারে জ্ঞানের সাহায্যে প্রভূত আশ্চর্য্য কার্য্যাবলি সম্পাদিত হয়; আবার জ্ঞান-সাহায্যে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধক সেই পদ-প্রাপ্তিরই কামনা করেন; তাহাই তাঁহার অভিলষিত। (১অ-১প্র—১০খ—১০দ ৩সা)॥

—•—

চতুর্থং সাম।

০ ২ ৩ ২৩২৩ ২৩ ২উ ৩ ২৩ ২
দধন্বে বা যদীমনু বোচদ্‌ব্রহ্মেতি বেরু তৎ।
২৩ ১২৩ ১২ ৩২৩১২
পরি বিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভুবৎ॥ ৪॥

গেয়-গানং।

দধন্বে বা ৫ যদী মনূ। বোচদ্‌ব্রহ্মেতি বেরু তৎ। পারি বিশ্বা ২।
নিকাব্যা। নাইমিশ্চ ক্রৌ বা। ঈ ২৩৪ বা। ভুবাৎ।
ঔ ২৩ হো বা। হো ৫ ই। ডা॥ ৪॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স জ্ঞানদেবঃ 'ঈমং' (অস্মদনুষ্ঠিতং যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'অনু' (অভিলক্ষ্য) 'যৎ' (হবিরাদিকং, শুদ্ধসত্বং) 'দধন্বে' (ধারয়তি, রক্ষতি), তথা 'তৎ' (সর্ব্বং) 'বেরু' (জানাতি, পোষয়তি ইতি শেষঃ); 'বা' (অথবা) সদ্ভাবসম্পন্নঃ জনঃ যৎ 'ব্রহ্ম' (স্তোত্রমন্ত্রং) 'অনুবোচৎ' (উচ্চারয়তি) জ্ঞানদেবঃ তদপি রক্ষতি পোষয়তি বা; 'নেমিশ্চক্রমিব' (নেমিঃ যথা রথাঙ্গানি চক্রধারাণি ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ) অয়মগ্নিঃ 'বিশ্বানি' (নিখিলানি) 'কাব্যা' (কব্যানি, শুদ্ধসত্বানি, সত্বসম্পন্নান্ জনান্ ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যভুবৎ' (স্বায়ত্তানি করোতি, ব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানপ্রভাবেন হৃদি সদ্ভাবঃ সঞ্চরতি। জ্ঞানেন সহ সদ্ভাবানাং চিরসম্বন্ধ বিদ্যতে। অতঃ অহং হৃদি জ্ঞানসঞ্চরায় প্রবুদ্ধো ভবামি। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৪সা।

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা আমাদিগের অনুষ্ঠিত যাগাদি সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের শুদ্ধসত্বকে ধারণ করেন—রক্ষা করেন এবং তাহাকে পোষণ করেন; অথবা, সদ্ভাবসম্পন্ন জন যে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহাকেও জ্ঞানদেবতা রক্ষা করেন—পোষণ করেন;

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষড়্‌বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়গানের নাম—স্বাষ্ট্রী।

নেমি যেমন চক্রধারাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ নিখিল শুদ্ধসত্ত্বকে অর্থাৎ সত্ত্বভাবসম্পন্ন জনগণকে ব্যাপিয়া আছেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারিত হয়; জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবের চিরসম্বন্ধ। অতএব, আমিও জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হইব।)॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৪সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। ভার্গস্থিতিঃ সোমো বা ঋষিঃ। ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। বা অথবা ঈমং এনং যজ্ঞং অনু লক্ষীকৃত্য যৎ হবিরাদিকং দধথে ধারয়ন্ত্যধ্বর্য্যাদিঃ যদ্ ব্রহ্ম স্তোত্রং অনুবোচৎ অনুব্যক্তি হোত্রাদিঃ অত্র বা অগ্নিস্তোতদ্‌যোজ্যং তৎকর্ম্ম বেক্ বেবেব কাময়তে জানাতি বা স্বয়মনুষ্ঠাতুং। অয়মগ্নিঃ বিশ্বানি সর্ব্বাণি কাব্যা কাব্যানি কবয়ঃ মেধাবিন ঋত্বিজঃ তৎসম্বন্ধীনি কর্ম্মাণি পর্য্যভুবন্ পরিভবতি স্বায়ত্তানি করোতি ব্যাপ্নো-তীত্যর্থঃ। ব্যাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ—নেমিঃ বহির্বেষ্টনবলয়ঃ চক্রমিব রথাঙ্গং যথা কাৎস্নেন ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মাণি ইতি চ পাঠৌ। ভুবদ্ ভবৎ ইতি চ। (১অ-১প্র-১০দ-১০খ-৪সা)॥

চতুর্থ (৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই,—"অথবা এই যজ্ঞে (ঋত্বিগ্‌গণ) যে হব্যাদি ধারণ করেন, যে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, অগ্নি তাহা সমস্তই জানেন। নেমি যেরূপ চক্রকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নি ঋত্বিকের সমস্ত কর্ম্মই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।" ভাষ্যকার যে 'অধ্বর্য্যু' 'হোতা' প্রভৃতি পদ আমমন করিয়াছেন, মন্ত্রমধ্যে তাহার কোনই আভাস পাওয়া যায় না।

সৎকর্ম্মশীল জনগণের হৃদয়ে জ্ঞান-প্রভাবেই শুদ্ধ-সত্ত্বাদির উদয় হয়। সৎকর্ম্মপরায়ণ হওয়াও জ্ঞানসাপেক্ষ। 'জ্ঞানদেব অগ্নিদেব সে সকলই জানেন'—বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানের অবিদিত কিছুই নাই। জ্ঞান—সদসৎ বিচারকর্ত্তা, জ্ঞান—শুদ্ধসত্ত্বাদির জনয়িতা। কর্ম্মবিভাগ-কর্ম্মবিচারও জ্ঞানসাপেক্ষ। কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ—এ জ্ঞান না জন্মিলে সৎকর্ম্মপরায়ণ হওয়া যায় না। সৎকর্ম্ম দ্বারা হৃদয়ের আবিলতা দূর করিতে না পারিলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিসমূহ পরিমার্জ্জিত না হইলে, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হওয়াও সম্ভবপর নহে। যজ্ঞকর্ম্মই বল আর স্তোত্রকর্ম্মই বল, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত।

মন্ত্রের উপসংহারে বলা হইয়াছে,—'নেমি যেমন চক্রধারাসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে, জ্ঞানও সেইরূপ সত্ত্বভাবসম্পন্ন জনগণের সকল কার্য্য ব্যাপিয়া আছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা যে কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন, সকলই জ্ঞানবিজড়িত। জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহাদের সদসৎ বিচার-শক্তি জন্মিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠানেই—সকল কার্য্যেই—জ্ঞানের প্রভাব পরিস্ফুট। তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় সকল কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম সে সকলই সৎকর্ম্ম।'

মন্ত্রের প্রধান ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মনিবহ জ্ঞান-সাপেক্ষ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বাদির সঞ্চারও জ্ঞানের প্রভাবেই সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তি-কামী জনগণের জ্ঞানার্জ্জনে প্রযত্নপর হওয়া বিধেয়।' (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৪সা)॥

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১২ ৩২ ৩২২ ১ ২
প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণাহি বিশ্বতস্পরিঃ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২৩ক ২র ৩ক ২র
যাতুধানস্য রক্ষসো বলং ন্যুব্জ বীর্য্যং॥ ৫॥

গেয়-গানং।

৩ ৪ ৫র ২ ৩৪ র ১৫ ৫ ২ ১র২ ১ Λ ৩
প্রত্যগ্নে। হো ই। হর সা হরা ৬ এ। শৃণোহি বা ২ ই। শ্ব
২ ৩ ৫ ২র ১র ১ ২ ১ Sর ১
তা ৩ ৪ ৫ঃ। পা ২ ৩ ৪ রী। যাতুধানস্য রক্ষসো ৩। বা ২ ৩
২ ১র২ ১ ৫ ০ ৫৬
লাম্। নিযুব্জ বো ২ ৩ ৪ বা রী ২ ৩ ৪ যাম্॥ ৫॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'হরসা' (স্বতেজসা, স্বকীয়েন প্রভাবেন ইত্যর্থঃ, জ্যোতির্ভিঃ ইতি যাবৎ) 'যাতুধানস্য' (শত্রোঃ—অজ্ঞানরূপস্য ইতি যাবৎ) 'হরঃ' (হরণশীলং, সদ্বৃত্তিনাশকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বতস্পরিঃ' (সর্ব্বতোগতং, অন্তরবাহিরমিত্যর্থঃ) 'বলং' (সহচরং, কামক্রোধাদিরিপুং) 'প্রতি শৃণাহি' (নাশয় ইত্যর্থঃ); অপিচ, হে দেব! 'রক্ষসঃ' (অজ্ঞানরূপস্য শত্রোঃ) 'বীর্য্যং' (সদ্ভাবনাশসামর্থ্যং) 'ন্যুব্জ' (নিঃশেষেণ ভঞ্জয়, নাশয় ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেবস্য শত্রুনাশসামর্থ্যং সুবিদিতং। তৎসামর্থ্যেন হে দেব অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বহিঃশত্রূংশ্চ নাশয়, অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতাংশ্চ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৫সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নি (জ্ঞানদেব)! আপনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে (আমাদিগের) শত্রুর (অজ্ঞান-রূপ শত্রুর) হরণশীল (সদ্বৃত্তিনাশক) সর্ব্বতোগত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৭ম সূক্তের ২৫ম ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার ঋষি—পায়ুঃ। ইহার গেয়-গানের নাম—রাক্ষোঘ্নং; গেয়-গানের ঋষি—অগস্ত্য।

(অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত) সহচরদিগকে (কামক্রোধাদিকে) বিনাশ করুন। অপিচ, হে দেব, আপনি (আমাদিগের) বিবিধ শত্রুর বীর্য্য (সদ্ভাবনাশ-সামর্থ্য) নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া দিউন (বিনষ্ট করুন)। (ভাব এই যে,—জ্ঞান-দেবের শত্রুনাশসামর্থ্য সুবিদিত ; সেই সামর্থ্যের দ্বারা, হে দেব, আমাদিগের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু প্রভৃতির বিনাশ-সাধন করুন, এবং আমাদিগকে সদ্ভাব-সমন্বিত করুন।) ॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৫সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। পায়ুর্ঋষিঃ। ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। দেবতা রক্ষোহা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! ত্বং হরসা ত্বদীয়েন তেজসা ক্রোধেন বা। তথা চ যাস্কঃ হরো হরতের্জ্জ্যোতির্হর উচ্যতে ইতি। যাতুধানস্য রাক্ষসস্য হরঃ হরণশীলং বলং বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ পরিগতং প্রতিশৃণাহি নাশয়েত্যর্থঃ। তথা রক্ষসঃ রাক্ষসস্য বীর্য্যং চ ন্যুব্জ নিঃশেষেণ রুজ ভঞ্জয়েত্যর্থঃ। শৃণাহি শৃণোহি ইতি পাঠৌ। বলং ন্যুব্জং বীর্য্যং বলং বিরুজ বীর্য্যং ইতি চ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম (৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয়। কামক্রোধাদি যদিও জন্মসহজাত, তথাপি অজ্ঞানতাই তাহাদের জনক। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাজ্ঞান সদ্ভাবাসদ্ভাব হৃদয়ে নিহিত থাকে। সুকৃতি-বলে যিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনে, সদ্ভাবসঞ্চয়ে সমর্থ হন ; তিনি শত্রু-সমরে বিজয়লাভ করিতে পারেন। মানুষের শত্রু বহুবিধ। তন্মধ্যে অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন শত্রুই প্রধান। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক সর্ব্ববিধ শত্রুই অজ্ঞানতা হইতে সঞ্জাত হয়। মন্ত্রে সেই অজ্ঞানতা-নাশের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। চিত্ত-চাঞ্চল্য সাধন, সদ্বৃত্তি উন্মেষের অন্তরায়—অজ্ঞানতা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু—অজ্ঞানতা হইতে সঞ্জাত হয়; তাহারা আবার অজ্ঞানতারই সহচর। মূল বিনষ্ট হইলে যেমন কাণ্ড ও শাখাপল্লবাদি বিনষ্ট হয়; অজ্ঞানতা বিদূরিত হইলেও সেইরূপ কামাদি-শত্রুনিচয় বিধ্বংস হইয়া থাকে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বলং প্রতিশৃণাহি' বাক্যাংশে অজ্ঞানতা-সহচর কামাদি রিপুশত্রুর বিনাশের প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। অজ্ঞানতা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই বিদূরিত হয়। জ্ঞানদেবের নিকট তাই জ্ঞান-দানের প্রার্থনা বড়ই সুসঙ্গত হইয়াছে। প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব! আমাদের শত্রুগণ আমাদের হৃদয়ের সদ্ভাবাদি নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে ; আপনি আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া তাঁহাদিগের নিধন-সাধন করুন। আমাদের অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু প্রভৃতির বিনাশ-সাধন করিয়া আমাদিগকে সদ্ভাবসমন্বিত করুন।'

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রায় সকল স্থলেই আমাদের ব্যাখ্যার অভিন্নত্ব পরিদৃষ্ট হইবে। কেবল দুই একটী স্থলে সামান্য একটু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। 'যাতুধানস্য' পদের তিনি সাধারণতঃ 'রাক্ষসস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ঐ পদে 'শত্রোঃ—অজ্ঞানরূপস্য' অর্থ আমনন করিয়াছি। 'বলং' পদের ভাষ্যকার কোনও বিশেষ অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি ঐ পদে 'সাধারণ বল' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু মন্ত্রে একার্থবোধক 'বলং' ও 'বীর্য্যং' পদদ্বয় দৃষ্ট হয়। একই অর্থবোধক দুইটী পদ একই মন্ত্রে কেন প্রযুক্ত হইল,—মনে একটু সংশয় আনয়ন করে। তাই আমরা 'বলং' পদে 'সহচরং কামক্রোধাদিশত্রুং' এবং 'বীর্য্যং' পদে 'সন্তাপনাশ-সামর্থ্যং' অর্থ আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'হে অগ্নি! তোমার নিজ তেজের দ্বারা রাক্ষসের তেজঃ সর্ব্বত্র নষ্ট করিয়া দাও, যাতুধান রাক্ষসের বল-বীর্য্য ভাঙ্গিয়া দেও।' আমাদের অর্থ, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে প্রকটিত হইয়াছে। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৫সা)।

—— • ——

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ত্বমগ্নে বসূঁ৺রিহ রুদ্রাঁ৺ আদিত্যাঁ৺ উত।
১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২
যজা স্বধ্বরঞ্জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষং ॥ ৬ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৫ র ৪ ৫ ৪ ২ ১র র ২র ২ ১র ৫
ত্বমগ্নে। ত্বমগ্নাই। বসূঁ৺রিহা। রুদ্রাঁ৺আ ২ ৩ দী। তিয়াঁ৺।
৫ র ২ ১ র র ৩ ২র
উতা। যজাসু ২ ৩ বা। ধ্বরঞ্জনং। মনুজা ২ ৩ তাং।
১ ২ ১ ২ ১র ৫
ঘৃতপ্রুষং। ইড়া ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ইডা ॥ ৬ ॥*

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪৫ সূক্তের প্রথম ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ৩১ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—মানবং।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'ত্বং ইহ' (ত্বং অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্) 'বসূন্' (বসুন) 'রুদ্রান্' (রুদ্রান্) 'আদিত্যান্' (আদিত্যান্, নিখিলান্ দেবান্) 'যজ' (আরাধয়. তত্তদ্দেব-সম্বন্ধিনং সাধনপ্রবৃত্তিং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ) ; 'উত' (অপিচ) 'স্বধ্বরং' (শোভনযাগযুক্তং পবিত্রকর্ম্মসম্বন্ধিনং) 'মনুজাতং' (মন্ত্রোৎপন্নং, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্টং) 'ঘৃতপ্রুষং' (অমৃতপ্রদং) 'জনং' (দেবং, দেবভাবং) 'যজ' (আরাধয়, অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয় ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন বয়ং সর্ব্বদেবভাবসাধনসমর্থাঃ ভবামঃ। হে জ্ঞানদেব! অস্মান্ তৎসাধনশক্তিং প্রযচ্ছ। (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব ! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বসুদেবতা-গণকে, রুদ্রদেবতাগণকে এবং আদিত্যদেবতাগণকে (সকল দেবতাকে) সাধনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে প্রদান করুন ; আরও পবিত্রকর্ম্ম-সম্বন্ধি, জ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট, অমৃতপ্রদ দেবভাবকে আপনি আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান-সাহায্যে আমরা সর্ব্বদেবভাবসাধনসমর্থ হই। অতএব, হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে তৎসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন।)॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৬সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। ছন্দঃ অনুষ্টুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে ত্বং ইহকর্ম্মণি বস্বাদিন্ যজ। উত অপি চ জনং অন্যমপি দেবতারূপং প্রাণিনং যজ। কীদৃশং ? স্বধ্বরং শোভনযাগযুক্তং মনুজাতং মনুনা প্রজাপতিনা উৎপাদিতং ঘৃতপ্রুষং উদকস্য সেক্তারং যজেতি সম্বন্ধঃ॥ (১অ—১প্র—১০খ—১০দ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে, অগ্নিদেবকে যেন বলা হইতেছে,—'আপনি বসুদেবগণকে এবং আদিত্যদেবগণকে পূজা করুন ; এবং মনু হইতে উৎপন্ন, শোভন-যাগযুক্ত, বৃষ্টিপ্রদ, অন্য দেবকে আরাধনা করুন।' * এ পক্ষে, অগ্নিকে যাজক পুরোহিত

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনুজাতং' এবং 'ঘৃতপ্রুষং পদদ্বয় উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে নানা গবেষণা দেখি। কেহ বা ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'মনুর পুত্র' ও 'জলদাতা দেবতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; কেহ বা ঐ দুই পদে 'মানুষের পুত্র' ও ঘৃতনিঃসারক' অর্থ গ্রহণ করেন। মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

বা মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। যজমান যেন তাঁহাকে দেব-পূজার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আজিকালি যেমন সাধারণতঃ পুরোহিতের উপর পূজার ভার অর্পণ করিয়া যজমান নিশ্চিন্ত থাকেন, এখানেও সেই ভাবের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে দেখি। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব মানুষের উপর এতই কার্য্যকরী হয় যে, বেদমন্ত্রের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যাতেও সেই ভাব আসিয়া পড়ে। ফলতঃ, ঐ অর্থে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করাও কঠিন হইয়া আসে; অগ্নিকে ঋষি বা মানুষ ভাবে ভাবা ভিন্ন উপায়ান্তরই থাকে না।

কিন্তু বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে, সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ, কোথাও জ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কোথাও বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়া যে ভাবে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে না। আমরা মনে করি, এখানে 'অগ্নে' সম্বোধনে জ্ঞান-দেবতাকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দেব! আপনি আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন; জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে দেবতার আরাধনা প্রবর্ত্তিত হউক,—দেবভাবসমূহ বিকাশপ্রাপ্ত হউক।' জ্ঞান-দেবতার নিকট এই প্রার্থনাই সঙ্গত। মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসূন্', 'রুদ্রান্' ও 'আদিত্যান্' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই

তাহাতে রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। যথা,—(১) "হে অগ্নি! তুমি এই (যজ্ঞে) বসুদিগকে, রুদ্রদিগকে, এবং আদিত্যদিগকে অর্চ্চনা কর।" ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—"Sacrifice here, thou, O Agni, to the Vasus, the Rudras, and the Adityas, to the (divine) host that receives good sacrifices, the Ghrita-sprinkling offspring of Manu." বুঝিয়া দেখুন,—কোন্ পদে কে কি অর্থ করিয়াছেন, এবং সায়ণের ভাষ্যেই বা কি অর্থ আছে!

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট-গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতি অর্থ হয়। সেই সকল ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে, অজৈক-পাদ, অহির্বধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র

দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানা ভাবে নানা রূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল লক্ষ্য—এ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্র-দেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই ; যদি বলি—ঐ সকল নামে দেবতা বা দেবপর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন ; অর্থাৎ, রুদ্রদেবের গুণধর্ম্মসমন্বিত হওয়ায় কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন ; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসু পদ লাভ করেন। মনুষ্য যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম-রূপের লক্ষ্য—ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে বসুত্ব রুদ্রত্ব বা ইন্দ্রত্ব পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। • ॥ ৬॥

নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। সেই দ্বাদশ আদিত্যের নাম ; যথা,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম ইত্যাদি। কোথাও আবার আট আদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

• কাহারও কাহারও মতে, এই মন্ত্রে তেত্রিশ দেবতার উপাসনার বিষয় পরিবর্ণিত আছে। সেই তেত্রিশ দেবতা—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রাণরূপী পদার্থ একটী এবং ইন্দ্র একটী ; সর্ব্ব-সাকুল্যে এই তেত্রিশ দেবতার উপাসনার বিষয় এই মন্ত্রে অবগত হওয়া যায়। তাঁহারা মন্ত্রের অন্তর্গত 'জনং' এবং 'মনুজাতং' পদদ্বয়ে যথাক্রমে শেষোক্ত দেবতাদ্বয়ের পরিকল্পনা করেন। সে মতে 'জনং' পদের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই, 'জন পদে দেবতারূপ প্রাণী বুঝায়। তাহাতে প্রজাপতিদেবতাত্মক আকাশ অর্থ উপলব্ধ হয়। শবর-স্বামী, প্রজাপতি ও আকাশ অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাণ শব্দে বায়ু বুঝায়। শ্রুতিতে আছে, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে বায়ু আকাশে সংলগ্ন ছিল। সুতরাং এস্থলে 'জনং' পদে প্রজাপতি-রূপ প্রাণ-পদার্থকে বুঝাইতেছে।' 'মনুজাতং' পদের তাঁহারা যে অর্থ করেন, তাহা এই,—'সকল দেবতাই মনু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু মন্ত্রে 'মনুজাতং' পদের পৃথকত্ব সূচিত হওয়ায় ঐ পদে ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে।' যাঁহার যেরূপ জ্ঞানবুদ্ধি, যিনি যেরূপ অধিকারী, বেদ মন্ত্রে তাঁহার নিকট সেইরূপ ভাবই ব্যক্ত হয়। ঐ দুই পদে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত করিয়াছি।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। উষ্ণিক্ ছন্দঃ।

আগ্নেয়ং পর্ব্বং। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। একাদশঃ খণ্ডঃ॥
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। একাদশতি দশতি।

একাদশ দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরু ত্বা দাশিবাঁ৺ বোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা।
৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
তোদস্যেব শরণ আ মহস্য ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৩ ৪ ২র ৩১র র র র ৪ ৫ ৪ ৩র ২র ১
(১) পুরু। ত্বা দাশিবা ৺ বোচোয়ে ৩। আরোরাগ্নাই। তাবস্বিদা।
২র ১ ২ ১ ২
তোদস্যেব শরণ আ ২ ৩ হো ই। মহা ২ ৩ হো যে ৩।
১৮ ৩ র ৫র ৩ ১ ১ ১ ১
স্তো। যা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ *

---

* এ মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫০ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টকের, দ্বিতীয় অধ্যায়ের, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের গেয়-গান পাঁচটী। গানের নাম—তৌদ বা দৈর্ঘ্যতামস।

৫ ৪ ৫র র ৫র ১ ২ S ৩ ৫র ২ ৩
(২) পুরুত্বাদাশিবা৺ বো। চে। আরীরা ২ ৩ ৪ গ্নাই। তাবস্বা

৫ ৪র ৩ ৪র ৫ ৩ ৫ Sর ১
২ ৩ ৪ ইদা। তোদস্যেব শর। ণয়ো ২ ৩ ৪ হাই। ম্বা ৩ হা

১ ২ ২র৲ ৩ ৫র র
ই ৩। হুম্মায়ে ৩। ন্যো। যা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা।

৩ ১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

৫ ৪ ৫র র ৪র ১ ২ ১ ৫ ২ ৩
(৩) পুরুত্বাদাশিবা৺ বো। চে। চে। অরা ইরা ২ ৩ ৪ গ্নাই। তাবস্বা

৫ ২র ১ ৫ ২ ৲ ৩ ৫
২ ৩ ৪ ইদা। তোদাস্যা ২ ৩ ৪ ই বা। শারাণা ২ ৩ ৪ যা।

১ ৪ ২
ম্বা ৩ হা ৫ স্যা ৬ ৫ ৬। এ ৩ ১ ॥ ১ ॥

৫ ২ ৪র ৫ ৪র র ৫ ২ ১ ৲ ৩
(৪) পুরুত্বা ৩ দাশিবা৺ বো। চে। অরির। গ্নাই। তবা ২ স্বা

৫ ৩ ৫ ৩ ১ ৫ ৲ ৩র
২ ৩ ৪ ইদা। তো ২ ৩ ৪ দা। স্যা ২ ৩ ৪। ইবা। শারাণা

৫ ২ ৪ ৩
২ ৩ ৪ যা। ম্বা ৩ হা ৫ স্যা ৬ ৫ ৬ ॥ ১ ॥

২ ১ ৪র র র র ৫র ২৲ ৩র ২ ২৲
(৫) পুরুত্বা ২ ৩ ৪ দাশিবা ৺ বোচে ও হা। হা। ঔ হো ৩ হা।

৩ ৫ ২ ১ ২র ১র ২ ১র ২৲ ৩র S ২৲
ও ২ ৩ ৪ বা। অরিরগ্নে তব স্বিদা। হা। ঔ হো ৩ হা

৩ ৫ ২র ১ ২র ১ র ২৲ ২র Sর ২৲
ও ২ ৩ ৪ বা। তোদস্যেব শরণ আ। হা। ঔ হো ৩ হা

৩ ৫ ২ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ও ২ ৩ ৪ বা। এ ৩। মহস্বা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'পুরু' (বহু) 'দাশিবাংস্' (দানশীলং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বোচে' (ব্রবীমি, স্তৌমি—অহমিতি শেষঃ) ; অথবা, 'দাশিবাংস্' (হবির্দ্দত্তবান্ অহং) 'ত্বং' (ত্বাং) 'পুরু' (বহুরূপেণ) 'বোচে' (স্তৌমি) ; 'তব স্বিদা' (তবৈব ইত্যর্থঃ) 'অরিঃ' (সেবকঃ অহং) ; 'মহস্য' (মহতঃ, মহত্ত্বাদিগুণোপেতস্য) 'তোদস্য' (স্বামিনঃ) 'ইব' (যথা স্বামিনঃ গৃহে শরণাগতো জনো নিতরাং তিষ্ঠতি তদ্বৎ অহমপি) তব 'শরণ' (শরণং, আশ্রয়ং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন যাচামি, ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—মোক্ষলাভায় অহং অশেষদানশীলস্য জ্ঞানদেবস্য শরণং যাচামি। হে দেব! মামুদ্ধারয়। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! বহুদানশীল আপনাকে আমি বলিতেছি (স্তুতি করিতেছি); অথবা, হবির্দ্দানকারী আমি আপনাকে বহুরূপে স্তব করিতেছি। আমি আপনারই সেবক। প্রভুর গৃহে আশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। (ভাব এই যে,—মোক্ষলাভের নিমিত্ত আমি অশেষদানশীল জ্ঞান-দেবতার শরণ লইতেছি। হে দেব! আপনি আমায় উদ্ধার করুন।)। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

খণ্ডেয়োর্হ্পুরুত্বেতি ককুভোহষ্টৌ দশোষ্ণিহঃ।
অজ্ঞানঃ পাবমানী স্যাদুতস্তেত্যাদিতেঃ স্তুতিঃ॥
শিষ্টাঃ ষোড়শ চাগ্নেয্যঃ সমাখ্যা ছন্ত্রিণীতি বৎ॥

অথৈকাদশখণ্ডে সেয়ং প্রথমা। দীর্ঘতমা ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! ত্বা ত্বাং পুরু বহু বোচে যদ্বা •বহুদাত্বানিতি সম্বন্ধ। পুত্রং দেহি বিত্তং দেহি ইত্যাদ্যাশাসনানি ব্রবীমীত্যর্থঃ। কিন্তুতম্? নেত্যাহ, যতঃ দাশিবান্ দাত্বান্ অভিমতং হবির্দ্দত্তবানস্মি, অতো বোচে। ইতরসাধারণ্যেন ব্রুবতঃ কথং দাতব্যং ইতি ন মন্তব্যং। যতঃ হে অগ্নে॥ তব স্বিদা অরিঃ তবৈব অর্ত্তা সেবকোঽহং মহস্য মহতঃ তোদস্য শিক্ষকস্য স্বামিনঃ শরণ আ ইব ইত্যুপমার্থে তদা ঈশ গৃহে যথা গর্ভদাসাদির্নিয়তো বর্ত্ততে তদ্বদহমপি। যস্মাদেবং তস্মাৎ অভিমতং বহু বোচে। ত্বমপি তৎ সর্ব্বং দেহীত্যর্থঃ। তত্র নিরুক্তং—বহুদাত্বাংত্বমভিহ্বয়াম্যরিরমিত্রমৃচ্ছতেরীশ্বরোঽপ্যরিরেতস্মাদেব যদন্যদেবত্যা অগ্নাবাহুতয়ো হূয়ন্ত ইত্যেতদ্দৃষ্টৈবমবক্ষ্যত্তোদস্যেব শরণ আ মহস্য তুদস্যেব শরণেপি মহতঃ (৫।১।৮) ইতি॥ ১॥

• • •

প্রথম (১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—৹৹৹×৹৹৹—

এ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধক সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতেছেন; আকাঙ্ক্ষা—পরাগতি মুক্তিলাভ। সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব, আপনাকে বহুদানশীল জানিয়া আপনার স্তুতি করিতেছি। আমি আপনার অনুগত সেবক। আমি অতি অকিঞ্চন। আপনার স্তুতি করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমার উদ্ধার করুন।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নি! যেহেতু আমি হব্য দান করি, অতএব তোমার নিকট অনেক প্রার্থনা করি। হে অগ্নি, আমি তোমারই সেবক। হে অগ্নি! মহৎ প্রভুর গৃহে যেরূপ সেবক থাকে, আমি তোমার নিকট সেইরূপ।" * ভাষ্যের অর্থ একটু বিভিন্ন রকমের। ভাষ্যকারের মতে, প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'আমি তোমাকে বহু হবিঃ প্রদান করিয়াছি বলিয়া, আমি তোমাকে 'পুত্র দেও বিত্ত দেও' প্রভৃতি কত কথাই বলিতেছি। আমি তোমার সেবক, আমি তোমার শরণাগত; সেইজন্য আমি তোমার নিকট নানা কথা বলিতেছি।' ইত্যাদি। যাহা হউক, মন্ত্রে 'পুত্র দাও' 'বিত্ত দেও'—এরূপ উক্তি-মূলক কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দাশিবান্' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। 'দাশিবান্' পদের ধাত্বর্থ অনুসরণে অর্থ হয়—'দানশীলং'। ঐ পদ অগ্নিদেবের বিশেষণরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় অন্বয়ে উহা আবার অহং পদের গুণ প্রকাশ করিতেছে। 'দাশিবান্' পদের ঐরূপ অর্থই সমীচীন; আর ঐরূপ অর্থে মন্ত্রে যে উচ্চভাব সূচিত হয় আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অগ্নিদেবতা যে অশেষ দাতৃত্বগুণসম্পন্ন তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বিশ্লেষণ করিয়াছি। এস্থলে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রে 'অরিঃ' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ পদে সাধারণতঃ শত্রু অর্থ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু নিঘণ্টু ও নিরুক্ত মতে ঐ পদ ঈশ্বর পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন—সেবক। আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'ঋ' ধাতুর অর্থ—গমন। যাঁহারা ভগবদভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, 'অরি' পদে সেই ভগবদভিমুখী মুক্তিকামী ব্যক্তিকেই এখানে বুঝাইতেছে। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১সা)।

---

* ম্যাক্সমূলার এই মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহা এই,—

"I thy indigent worshipper say much to thee, O Agni, dwelling in thy protection as in the protection of a great impeller."

দ্বিতীয়ং সাম ।

১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩২
প্র হোত্রে পূর্ব্ব্যং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিপাং জ্যোতীꣳষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥ ২ ॥

গেয়-গানং ।

(১) প্রহোত্রে পূ । র্ব্বিয়ং বচো । অগ্নয়া ২ ৩ ইভা । রতা বৃহৎ ।
বিপাজ্জ্যো ২ ৩ তী । ষিবা য়ে ৩ । ভ্রা ২ তা ২ ৩ ৪
ঔ হো বা । ন বে ২ ধসে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ২ ॥ *

(২) প্রহোত্রা ৩ ই পূর্ব্বিয়াং বচাঃ । অগ্নয়ে ২ ভরতা ৩ ব ।
হা ২ ৩ ৎ । বিপজ্জ্যো তা ই । ষী ২ ৩ ৪ বী । ভ্রতা ৩ ই ।
না ২ ৩ বে ৩ । ধা ৩ ৪ ৫ গো ৬ হা ই ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে মনঃ ! 'বিপাং' (মেধাবিনাং, সৎকর্ম্মশীলানাং) 'জ্যোতীংষি' (সৎকর্ম্মসঞ্জাতানি তেজাংসি, শক্ত্যাদীনাং ইতি যাবৎ) 'বিভ্রতে' (উৎপাদয়িত্রে) 'বেধসে ন' (জগতঃ বিধাত্রে ভগবতে, ন ইতি পাদপূরণে ; যদ্বা—বেধাঃ জগদ্বিধাতা পরমেশ্বরঃ যথা আদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি করোতি তদ্বৎ জ্ঞানদেবোঽপি সাধকানাং হৃদি সৎকর্ম্মসঞ্জাতানি তেজাংসি উৎপাদয়তি) ; 'হোত্রে' (দেবনামাহ্বাত্রে, হৃদি দেবভাবানাং জনয়িত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়, তৎপ্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'পূর্ব্ব্যং' (পুরাতনং, শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) 'বচঃ' (স্তোত্রাদিরূপং বাক্যং, কর্ম্ম ইতি যাবৎ) 'প্র ভরতা' (প্রকুরুত, সাধয়তাং) । আত্মোদ্বোধকো মনঃসম্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্র । ভাব হি—সৎকর্ম্মপ্রভাবেন

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দশম সূক্তের পঞ্চম ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত) । ইহার দুইটী গেয়-গানের নাম—প্রহিত ; গেয়গানের ঋষি—অশ্ব ।

বয়ং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তাঃ ভবাম; অপিচ, যথা জ্ঞানপ্রভাবেন ভগবন্তং প্রাপ্নুমঃ তথা সঙ্কল্পবদ্ধাঃ অসাম। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ - ২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! মেধাবিগণের (সৎকর্ম্মশীলদিগের) সৎকর্ম্মসঞ্জাত তেজের (সৎকর্ম্মসম্পাদন-সামর্থ্যের) উৎপাদনকারী জগদ্বিধাতা ভগবানের (অথবা, জগদ্বিধাতা পরমেশ্বর যেরূপ আদিত্যাদি জ্যোতিষ্ককে সমুদিত করেন, সেইরূপ সৎকর্ম্মশীলদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্যোতির বা সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের জনয়িতা জ্ঞানদেবের) উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রীতির জন্য মহৎ পুরাতন শ্রেষ্ঠ স্তোত্ররূপ বাক্য (কর্ম্ম) সম্পাদন কর—সাধন কর। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক মনঃসম্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপ্রভাবে আমরা হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ে যেন প্রবৃত্ত হই; এবং জ্ঞানপ্রভাবে যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই, এইরূপ সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।) ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অগ্নিঃ। যজমানো হোত্রাদীন্ প্রতি ব্রূতে—হে হোত্রাদয়ঃ! বিপাং বিপ্রাণাং মেধাবিনাং অধ্বর্য্যাদীনাং জ্যোতীষি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানসম্পাদ্যানি তেজাংসি বিভ্রতে নিমিত্ততয়া কুর্ব্বাণায় বেধসে জগতো বিধাত্রে হোত্রে দেবানামাহ্বাত্রে অগ্নয়ে বৃহৎ মহৎ পূর্ব্ব্যং পুরাতনং বচঃ স্তোত্র-শস্ত্রাদিকং বাক্যং প্র ভরত সম্পাদয়ত। নেত্যয়ং পাদপূরণঃ, অন্বয়াভাবাৎ। যদ্বা বেধসে ন যথা বেধাঃ জগদ্বিধাতা পরমেশ্বরঃ আদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি করোতি তদ্বদিতি। প্র-শব্দস্য ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চ ইতি ভরতেত্যনেন সম্বন্ধ ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———ꣳ:•×•:ꣳ———

এ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-জ্ঞাপক—আত্মোদ্বোধনমূলক। মনকে সম্বোধন করিয়া সাধক বলিতেছেন,—'হে মন! তুমি সৎকর্ম্মপরায়ণ হও। তাহা হইলেই তুমি জ্ঞানদেবের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে।' জ্ঞান-সাহায্যে সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে দিব্যজ্যোতির পরিস্ফুরণ হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কেহই সে জ্যোতিঃ উৎপাদন সমর্থ হয় না। জ্ঞান ভিন্ন সৎকর্ম্ম-সাধনের সামর্থ্যও অপর কেহই প্রদান করিতে পারে না। জ্ঞানের সাহায্যে জন্ম-সহচর অজ্ঞানতা এবং তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ কামক্রোধাদি বিদূরিত হয়; হৃদয়-রাজ্য দেবভাব-সমূহের আধারক্ষেত্রে পরিণত হয়। জ্ঞানদেব ভিন্ন অন্তরে দেবভাবসমূহের সমাবেশ করিতে অন্য কেহই সমর্থ নহে। অতএব মন! তুমি, সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানার্জ্জনে প্রযত্নপর

হও; তাহা হইলেই তোমার পরাগতি লাভ হইবে। মন্ত্রে এই ভাব প্রস্ফুটিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বেধসে ন' বাক্যে নানা সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। সায়ণাচার্য্যও ঐ বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যায়, 'ন' পদ পাদপূরণে ব্যবহৃত বলিয়া, তিনি উহার কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই; পরন্তু 'বেধসে' পদ 'অগ্নয়ে' পদের বিশেষণ মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে যেমন মন্ত্রের সুন্দর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; আবার, 'বেধসে ন' বাক্য উপমা-মধ্যে গণ্য করিলেও সেইরূপ সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থই প্রকাশ পায়। তাহাতে অর্থ হয়—'জগদ্বিধাতা পরমেশ্বর যেমন আদিত্যাদি-রূপে আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন; অগ্নিদেবও সেইরূপ সৎকর্ম্মশীল জনগণের হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া থাকেন।'

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই:—'হে ঋত্বিগ্‌গণ! তোমরা মেধাবী ব্যক্তিদিগের তেজঃধারণকারী, জগতের বিধানকর্ত্তা, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নির উদ্দেশে মহৎ পুরাতন বাক্য সম্পাদন কর।' ভাষ্যকার এই মন্ত্রটীকে ঋত্বিগ্‌গণের সম্বোধনমূলক বলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে, যজমান যেন ঋত্বিগ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন,—এইরূপ বুঝা যায়। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিবার কোনও নিদর্শনই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—২সা)॥

তৃতীয় সাম।

৩　১　২　৩　১　২　৩　১　২

অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো।

৩　১　২　৩　২　৩　১　২

অস্মে দেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ॥ ৩॥

গেয়-গানং।

৪　র　র　র　৪　২র ২র ৩　৩　৩ ৩র　২　৩

(১) অগ্নে বাজা ৫ স্য। গোম তো বা। ঈশানঃ সা। হসো যহো।

২ ৩　২র　২র　২র র　৩　র　র　২র

অস্মা ই দেহি জাতবেদো ম। হা ২ ৩ ই। শ্রবা ওবা। শ্রুধিয়া

৩　২　৩র

৩। এ ২ ৩ হিয়া ৩ ৪ ৩। ও ৩ ৪ ৩ ৫ ই। ডা॥ ৩॥

১ র র র র ৪ ৫ ২র ২র ১র ২ ১ ৩ ৫

(২) অগ্নে বাজস্য গোহং মতো হো হা ই। ঈশানঃ সা। হাসো য়া

৫ ১ ২ ২ ৪র ৫ ৩র ২

২ ৩ ৪ হী। আস্মে ১ দাই হী ৩। জাত। বেদা ৩ঃ।

১ ৪ ২ ৫র

মা ২ ৩ হী ৩। শ্রো ৩ ৪ ৫ বো ৬ হা ই ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসো' (সর্ব্বস্য বলস্য) 'যহো' (আশ্রয়, উৎপাদক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'গোমতঃ' (জ্ঞানস্য, দিব্যজ্ঞাননিবহস্য) তথা 'বাজস্য' (দেবভাবনিবহস্য, সৎকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঈশানঃ' (স্বামী, আধারঃ ইত্যর্থঃ) অসি; অতঃ হে 'জাতবেদ' (সর্ব্বস্য ধারক, সর্ব্বদান-সমর্থ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, হে জ্ঞানদেব!) 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'মহি' (মহৎ, প্রভূতং, অশেষং ইত্যর্থঃ) 'শ্রবঃ' (অন্নং, শ্রেয়ঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)। অয়ং ভাবঃ— জ্ঞানদেবঃ সর্ব্বদানসমর্থঃ। তস্যানুগ্রহেণ নরাঃ শ্রেয়াংসি প্রাপ্নুবন্তে। আকাঙ্ক্ষা—বয়ং তস্যানুসারিণঃ ভবাম, তদনুগ্রহেণ শ্রেয়াংসি চ লভাম। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সকল শক্তির আশ্রয় বা উৎপাদক হে জ্ঞানদেব! আপনি দিব্য-জ্ঞানের এবং দেবভাবসমূহের অর্থাৎ সৎকর্ম্মের স্বামী আধার হয়েন। অতএব, সকলের ধারক সর্ব্বদানসমর্থ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে অশেষ কল্যাণ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,— জ্ঞানদেবতা সর্ব্বদানসমর্থ; তাঁহার অনুগ্রহে মনুষ্যগণ শ্রেয়ঃসকল প্রাপ্ত হয়। আকাঙ্ক্ষা—আমরা তাঁহার অনুসারী হই এবং তাঁহার অনুগ্রহে শ্রেয়ঃসকল লাভ করি।)॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। গোমত ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অগ্নিঃ। হে সহসো যহো! বলস্য পুত্র অগ্নে! গোমতঃ বহুভির্গোভির্যুক্তস্য বাজস্য ঈশানঃ ঈশ্বরস্ত্বমসি, অতঃ অস্মে অস্মাসু হে জাতবেদ! জাতধন! জাতানাং বেদিতঃ বা অগ্নে! মহি প্রভূতং শ্রবঃ অন্নং দোহ প্রযচ্ছ স্থাপয়েত্যর্থঃ। সহসো যহো পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ আমন্ত্রিতস্য ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত-সমুদায়ো নিহন্যতে। অস্মে সুপাংসুলুগিতি (৭।১।৩৯) সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। অস্মে দেহি, অস্মে ধেহি, ইতি চ পাঠৌ। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৭৯ সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (প্রথম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ২৭ বর্গের অন্তর্গত)। গান দুইটীর ঋষি—প্রজাপতি। গেয়-গানের নাম—শ্রুধিরে, অন্যা শ্রেষ্ঠ সত্তা প্রভৃতি।

তৃতীয় (৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমেই তদন্তর্গত 'সহসো যহো' পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। ঐ পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লইয়াই যত কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। 'ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণের মতে' 'সহসো যহো' পদদ্বয়ের অর্থ—'বলের পুত্র'। অগ্নি বলের পুত্র; কেন-না, বল দ্বারাই অগ্নি উৎপন্ন হয়। নিঘণ্টু-মতে 'সহ' পদ বলপর্য্যায়ভুক্ত; আর 'যহ' পদ অপত্যার্থ-জ্ঞাপক। মন্থনের দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত হয়; বলপ্রয়োগ ভিন্ন মন্থন-কার্য্য সমাহিত হয় না। মন্থন বা ঘর্ষণ দ্বারা, বলে বা শক্তির দ্বারা ঘর্ষণ-কার্য্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখন 'সহসো যহো' পদদ্বয়ের সেই অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং 'সহসো যহো' পদদ্বয়ে 'বলের পুত্র' অর্থ বুঝাইতেছে। এইরূপে, তাঁহারা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই; যথা,—"হে বলের পুত্র অগ্নি। তুমি বহুগোযুক্ত অন্নের ঈশ্বর; হে সর্ব্বভূতজ্ঞ। তুমি আমাদিগকে প্রভূত অন্ন দাও।'

কিন্তু আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এই 'সহসো যহো' পদে স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ—'বলস্য আশ্রয়'। 'বলস্য উৎপাদক'। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্রেই এ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। যাঁহারা অগ্নির স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই দিক দিয়াই অগ্নির শক্তিমত্তার বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ প্রতি কর্ম্মে অগ্নিদেবের আশ্চর্য্য শক্তি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাতে কোন্ শক্তির অভাব? বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয়-পোত, তাড়িত শক্তি, বিমানবিহার প্রভৃতি ব্যবহারে অগ্নিদেবের প্রভূত বলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়! অধ্যাত্ম জগতেও অগ্নিদেবের অশেষ শক্তিমত্তার তুলনা নাই। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনগণের পরমপদ-প্রাপ্তিতেই সে নিদর্শন বিদ্যমান। কি আত্মতত্ত্ব-লাভের পথে, কি কর্ম্ম-সাফল্য-লাভের জন্য—উভয় দিকেই আবশ্যকানুরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন। দুই জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিলেও উভয়েরই বল বা শক্তি অপরিসীম।

মন্ত্রের অন্তর্গত আর একটী সমস্যামূলক পদ—'গোমতঃ।' সায়ণ ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'বহুভির্গোভির্যুক্তস্য।' ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসারে 'গোমতঃ বাজস্য ঈশানঃ' বাক্যাংশের অর্থ করিয়াছেন,—'বহু-গোযুক্ত অন্নের ঈশ্বর।' কিন্তু আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'গোযুক্ত অন্নের ঈশ্বর' অর্থাৎ গবাশ্বাদি পশুর এবং ধন-ধান্যাদি অন্নের ঈশ্বর' বলিলে মন্ত্রে কোনও উচ্চভাব প্রকাশ পাইল না, অথবা দেবতার কোনও অমানুষিক শক্তি-সামর্থ্যেরও পরিচয় পাওয়া গেল না। আমাদের মতে 'গোমতঃ' পদের অর্থ—'জ্ঞানস্য', 'বাজস্য' পদের অর্থ—'দেবভাবনিবহস্য' আর 'ঈশানঃ' পদের অর্থ 'স্বামিনঃ, আধারঃ' প্রভৃতি। এ হিসাবে অগ্নিদেবকে 'সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের ও দেবভাব-সমূহের আধারস্থানীয়' বলা হইয়াছে। জ্ঞানদেবতার এরূপ শক্তিমত্তার বিষয় আর বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। ভগবান্ যে জ্ঞানেই অনুভবনীয়, তাঁহাতেই যে সকল সদ্ভাব নিহিত, বেদ-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ

নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎ বিচার-শক্তি না জন্মিলে, সৎকে জানা যায় না—সৎ-স্বরূপ ভগবান্‌কে চিনিয়া পাওয়া কঠিন হয়।

মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'জাতবেদঃ বলিয়া সম্বোধন আছে। ভাষ্যকারের অর্থের ভাবে ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে 'সর্ব্বভূতজ্ঞ' অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—'সর্ব্বস্য ধারকঃ', সর্ব্বদানসমর্থঃ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ।' এ অর্থে মন্ত্রে দ্বিতীয় অংশের ভাব এই হইয়াছে যে,—'হে সর্ব্বধারণক্ষম (সর্ব্বদানসমর্থ), আমাদিগকে অশেষ কল্যাণ দান করুন।' যাঁহাতে সকলই বর্ত্তমান, যিনি সকলই ধারণ করিয়াছেন,—তিনি ভক্তের অভিলষিত প্রভূত কল্যাণ দান করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?' যাহা হউক, এইরূপ আলোচনায় মন্ত্রের ভাব এই হয় যে,—'হে দেব! আপনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, আপনি সকলই দান করিতে সমর্থ। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধন করুন, আমাদিগকে পরমার্থ-পথ প্রদর্শন করুন।' (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৩সা ॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ০ ২ র ২
অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবান্ দেবয়তে যজ।
১ ২ ৩ ২র ২র ২ ২ ৩ ১ ২
হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥ ৪ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫র র ৫ ২র র র ১ ২ র ^
(১) অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরা ৬ এ। দেবাং দেবয়া তা ইয়া ১ জা ২।
০ ২ S ২ ১ র ২ ১র ২ ^ ৩ ২
হুবা ৩ হো বা। হোতা মন্দ্রঃ। বিরাজা ১ সী ২। হুবা ৩।
S র ১ ৫ ২
হো ৩ বা। অতিস্রা ২ ৩ ই ধা ৩ ৪ ৩ঃ।
১র ৬
ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

• • •

৫ র ২ ২ ৫র ১ র র ১র র
(২) অগ্নে। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ যা যজিষ্ঠো অধ্বরাই। দেবাং
র – ১ – ১ – ১ – ১
দেবয়তে ২। হৌ হা ২। যা জা ২। হো তা ২। মান্দ্রো ২।
১ ২ ০র ১ ^ ০ ২ ৫র র
বিরাজা ৩ সী। আ ২। তিয়া ৩ ৪ ঔ হো বা।
৩
স্রী ২ ৩ ৪ ধাঃ ॥ ৪ ॥

• • •

৫ ৪৫ ৪৫ ১ র ২র ২

(২) অগ্ন ইয়া। ও বা। যজিষ্ঠো অধ্বরাই। দেবাং দা ২ ৩ ই বা।

১ ১ - ১ ২ ২র ২ র ১ ১ ৯ ০

যা তে ১ যাজা ২। হোতা ০ ও বা। মন্দ্রো ধী ০ রা ২ ৩ জা ২ সা।

২র র ১ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১

২ ৩ ৪ ঔ হো বা। অভিস্রিধা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

° • °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং হি 'যজিষ্ঠঃ' (যাজকশ্রেষ্ঠঃ, দেবযজনপারদর্শী); অতঃ 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে কর্ম্মণি, অস্মদনুষ্ঠিতে এতস্মিন্ সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'দেবয়তে' (দেবকাময়ানায়, দেবভাবপ্রাপ্তেরভিলাষিণে, মহ্যং ইত্যর্থঃ) 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবান্, দেবভাবান্ ইত্যর্থঃ) 'যজ' (যজনং কুরু, দেবভাবং প্রাপয় ইতি ভাবঃ) ত্বমিতি শেষ; 'হোতা' (দেবনামাহ্বাতা) 'মন্দ্রঃ' (সাধকানাং হ্লাদয়িতা) ত্বং 'স্রিধঃ' (অস্মাকং শত্রূন্) 'অতি' (অতিক্রম্য, নাশয়িত্বা ইত্যর্থঃ) 'বি রাজসি' (বিশেষেণ শোভসে, দীপ্যসে হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ। অস্মদভীষ্টপূরণার্থং শত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ সর্ব্বথা দেবভাবসহযুতান্ কুরু। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৪সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব (জ্ঞানদেব)! আপনি যাজকশ্রেষ্ঠ (দেবযজনপারদর্শী); অতএব, এই হিংসারহিত কর্ম্মে (আমার অনুষ্ঠিত এই সৎকর্ম্মে) দেবকামনাযুক্ত অর্থাৎ দেবভাব প্রাপ্তির অভিলাষী আমার জন্য দেবগণকে যজনা করুন—আমাকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত করুন। দেবগণের আহ্বানকারী, সাধকগণের পরমানন্দপ্রদানকারী আপনি, আমাদিগের শত্রুগণকে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া, বিশেষরূপে শোভা পান—হৃদয়ে দীপ্যমান হয়েন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয়ের মণ্ডলের দশম সূক্তের সপ্তম ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ২৭ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান তিনটী। প্রথম গানটীর ঋষি—প্রজাপতি, গানের নাম—সদঃ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানদ্বয়ের নাম—হবির্দ্ধান। গানদ্বয়ের ঋষিও—প্রজাপতি।

সর্ব্বদেবময়; আমাদিগের অভীষ্ট পূরণের জন্য আমাদিগের রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দেবভাব-সমন্বিত করুন।)॥ (১অ—১প্র—১খ—১১দ—৪সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী—বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! যজিষ্ঠঃ যষ্টৃতমঃ ত্বং অধ্বরে যজ্ঞে দেবয়তে দেবানাত্মন ইচ্ছতে যজমানায় দেবান যজ তদর্থং যষ্টব্যানগ্ন্যাদীন্ দেবান্ পূজয়। কিঞ্চ হোতা দেবানামাহ্বাতা মন্দ্রঃ যজমানস্য মাদয়িতা স ত্বং স্রিধঃ ক্ষপয়িতৄন্ শত্রূন্ অতি অতিক্রম্য বি রাজসি বিশেষেণ শোভসে॥ ৪॥

চতুর্থ (১০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রে দ্বিবিধ প্রার্থনার ভাব লক্ষিত হয়। প্রথম—দেবগণের পরিতৃপ্তি-সাধন; দ্বিতীয়—হৃদয়ের শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত করা। বিভিন্ন উপাসনাকারীর পক্ষে এই মন্ত্রে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে।

প্রথম প্রার্থনা,—হে দেব! আপনি আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেন; আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করুন। আমরা যজ্ঞ-সম্বন্ধে কিছুই জানি না; কি যজ্ঞ সম্পাদন করিব, তাহাও বুঝি না। আপনি যজ্ঞপুরুষ-রূপে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করুন। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পদে পদে; কোন দেবতাকে যজনা করিতে গিয়া, কি ত্রুটি করিয়া ফেলিবে—এই আশঙ্কা পদে পদে। তাই ডাকি,—'হে যাজকশ্রেষ্ঠ, হে অভীষ্টপ্রদ, আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া লইয়া, আপনিই আমাদের পক্ষে দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করুন।'

যিনি জ্ঞানমার্গের উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এ প্রার্থনা অন্যভাবে প্রকটিত। তিনি বুঝিতেছেন,—'কতটুকু সামর্থ্য আমার! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি! যজ্ঞ-সম্পাদন করিব—কি অহমিকা আমার! যজ্ঞ-সম্পাদক তো তিনিই! যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ, তিনি সে যজ্ঞ সম্পাদন না করিলে, আমার কি সাধ্য যে, আমি তাহা সম্পন্ন করি! তাঁহারই যজ্ঞ—তিনিই সম্পাদন করিয়া লউন! কার্য্য তাঁহারই; আমি নিমিত্ত মাত্র! দেবগণকে যজন করিব, দেবগণের প্রীতিসাধনে সমর্থ হইব, সে ক্ষমতাই বা আমার কি আছে? তাঁহার কর্ম্ম মাত্র আমি করিয়া যাইব। যাহা কর্ত্তব্য হয়, তিনিই বিহিত করিবেন।'

সংসারাশ্রমী ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানের আবির্ভাব না দেখিয়া আকুলি-ব্যাকুলি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা—'কোথা ভগবন্, একবার দেখা দেও। দেখি দেখি

দেখা পাই না, জানি জানি জানা হয় না, ধরি ধরি ধরিতে পারি না—তাঁহার অন্তরে কেবল এই ব্যাকুলতা। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—দেবতাই যজ্ঞনিষ্পাদক। তাঁহার দৃঢ় ধারণা—দেবতাই দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে অভীষ্টপ্রদ! আমি যেন তোমায় চিনিতে পারি,—আমি যেন তোমায় দেখিতে পাই—তেমন রূপে তেমন গুণে আমার নিকট একবার প্রকাশ পাও।' তাঁহার আর এক প্রার্থনা—'আমাদের এই আরব্ধ সৎকর্ম্মের ফলে আমাদের হৃদয়ে যেন দেবভাবের সদ্ভাবের উদয় হয়; আমরা যেন তাহার ফলে তোমায় চিনিতে সমর্থ হই। সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ যে ভাবে আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, যোগপরায়ণ যোগিগণ আপনার যে সূক্ষ্ম-সত্বা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, সত্ত্বভাবাপন্ন সাধকগণ আপনার যে শুদ্ধসত্ত্বভাব অনুধ্যান করেন, আমাদের এমন কি কর্ম্ম-সামর্থ্য আছে যে, আমরা আপনাকে সেই ভাবে দর্শন করিতে পারিব? আপনি আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত না করিলে, আপনার করুণা ব্যতিরেকে আমাদের যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না, অথবা আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হইবে না।

মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—'হে দেব! আপনি আমাদের হৃদয়ের শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণ করুন! অর্থাৎ,—আমাদের হৃদয়ে এমন অগ্নি প্রজ্বালিত করুন, যে অগ্নি অবিচ্ছেদে চিরকাল দীপ্যমান থাকে; অর্থাৎ, অজ্ঞানতার আঁধার আসিয়া কখনও যেন সে অগ্নিকে আবৃত করিতে না পারে; অথবা, পাপের কলুষ-ক্লেদ-অভিষেকে সে অগ্নিকে কখনও যেন নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ না হয়।' মন্ত্রে এইরূপ বিভিন্ন অধিকারীর পক্ষে বিভিন্ন ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

মন্ত্রে অগ্নিদেবের বিশেষণ-পদসমূহের মধ্যে 'হোতা' এবং 'মন্দ্রঃ' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'মন্দ্রঃ' পদে উন্মাদনা অর্থ সূচিত হয়। সে উন্মাদনা - জ্ঞানের। জ্ঞানের উন্মাদনা—বিষম উন্মাদনা। মনোমধুকর ভগবানের চরণকোকনদে মধুপান জন্য নিয়ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। অবিরাম-গতিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কেবলই তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়াছে। সে বুঝিয়াছে—সেই চরণই এ সংসারের সারসামগ্রী; সেই চরণে আশ্রয় লইতে পারিলেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়,—তাহার সকল জ্বালার শান্তি হয়। এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে উপজিত হয়, তখন আর অনিত্য পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে কি? তখন সে সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসারের মায়া-মোহে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই একই লক্ষ্য পথে ছুটিতে থাকে। সাধন-পথের অন্তরায়ের অবধি নাই; কিন্তু কোনও অন্তরায়ই তাহার অবাধ-গতির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের উন্মাদনা এমনই তীব্র—জ্ঞানের উন্মাদনা এমনই মহান্। ঐ যে সংসার-ত্যাগী যোগমগ্ন যোগিপুরুষ আজন্ম ধ্যাননিরত রহিয়াছেন,—দেহের উপর বল্মীক-স্তূপ জাম্ময়া গেল, তথাপি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না;—সে কি জ্ঞানের উন্মাদনা নহে? ভক্ত সাধক যখন অগ্নির রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়

উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংসারের মায়ামোহ-রূপ যে কুজ্ঝটিকায় তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা সকল কর্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হইয়া আসে; তখন আর আত্মাপরমাত্মায় ভেদ-জ্ঞান থাকে না। অগ্নিই সচ্চিদানন্দ-রূপ, অগ্নিই সেই পরমাত্মা। ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্জাত হইলেই, তাঁহাকে পাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উপজিত হয়। স্বরূপজ্ঞানলাভের ফলে তাঁহাকে পাইবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই সাধকের উন্মাদনা। ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানে মনে যে বিপুল দিব্য আনন্দের উদয় হয়—'মন্দ্রঃ' পদে তাহাই উপলক্ষ হইয়া থাকে। অগ্নিদেবের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হোমনিষ্পাদকই বা কে আছেন? শাস্ত্রে আছে,—'অগ্নিমুখে দেবগণ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন।' জ্ঞানপক্ষেও তাহাই। জ্ঞান-দ্বারাই ভগবানকে এবং তাঁহার বিভূতি-সমূহকে সংবাহিত করিয়া হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়; আর জ্ঞান-প্রভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সামর্থ্য আসে।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে যজমানদিগের জন্য দেবতাগণকে যাগ কর। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও (যজমানের) হর্ষদাতা। তুমি শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া শোভা পাইতেছ।" (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৪সা)॥

—•—

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২ ৩ ১র ২র ১ ৩ ২

জজ্ঞানঃ সপ্ত মাতৃভিৰ্মেধামাশাসত শ্রিয়ে।

৩ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২

অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেতদা॥ ৫॥

•••

গেয়-গানং।

৩ র ২ র ১ ২Λ৩ ৩ ১ ১

জজ্ঞানঃ সা। প্তু মাতৃ ভা ই ঃ। মেধামা ২ ৩ ৪ শা। স ত শ্রায়া

১ Λ ৩ ১ ২ ১ ২

ই। অয়া ২ ধ্রু ২ ৩ ৪ বাঃ। রয়া ২ ৩ ঈ নাং। চি কায়ে

১ Λ ৩ ৩র র ৩ ৩

৩। তা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। উ ২ ৩ ৪ পা॥ ৫॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের, ১০২ম সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের, পঞ্চম অধ্যায়ের, চতুর্থ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সেখানে একটু স্বতন্ত্র পাঠ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—"জজ্ঞানং সপ্তমাতরো বেধামাশাসত শ্রিয়ে। অয়ং ধ্রুবো রয়ীণাং চিকেতযৎ।" গেয়-গানের নাম-আতিথ্য; গেয়-গানের ঋষি - ত্বষ্টা। সামের চিহ্ন-ব্যত্যয় দেখা যায়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধ্রুবঃ' (ক্ষয়রহিতঃ) 'অয়ং' (জ্ঞানদেবঃ) 'রয়ীণাং' (চতুর্ব্বর্গরূপাণাং ধনানাং—প্রাপ্তিমূলং ইতি যাবৎ) 'আ চিকেতৎ' (সর্ব্বতোভাবেন জানাতি, বিজ্ঞাপয়তি); স দেবঃ 'সপ্তমাতৃভিঃ' (সপ্তলোকপালয়িত্রী জগজ্জননী ইব সর্ব্বাভিঃ রক্ষাভিঃ সহ) 'জজ্ঞানঃ' (প্রাদুর্ভূতঃ—ভবতি ইতি শেষঃ); সোঽপি 'শ্রিয়ে' (অস্মাকং মঙ্গলার্থং) 'মেধাং' (সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিং) 'আশাসত' (অনুশাস্তি, উন্মেষয়তি—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাতা স জ্ঞানদেবঃ অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিং উদ্বোধয়তি। অতঃ জ্ঞানানুসরণং কর্ত্তব্য (১অ—১প্র—১ খ—১১দ—৫সা)।

অথবা,

'ধ্রুবঃ' (ক্ষয়রহিতঃ) 'অয়ং' (জ্ঞানদেবঃ) 'রয়ীণাং' (পরমধনানাং—চতুর্ব্বর্গরূপাণাং ইতি শেষঃ) 'আ চিকেতৎ' (প্রদাতা ভবতি ইতি শেষঃ); 'জজ্ঞানঃ' (অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ) স দেবঃ 'সপ্তমাতৃভিঃ' (সর্ব্বাভিঃ রক্ষাভিঃ সহ—প্রাদুর্ভূতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'মেধাং' (যজ্ঞস্য ধারকং কর্ম্মণো বিধাতারাং ভগবন্তং) 'শ্রিয়ে' (সেবার্থং) 'আশাসত' (অনুশাস্তি, আজ্ঞাপয়তি—অস্মান্ ইতি শেষঃ)। স জ্ঞানদেবঃ সৎকর্ম্মণঃ বিধাতা রক্ষকঃ বা। অতঃ সৎকর্ম্মসাধনার্থং বয়ং জ্ঞানধনলাভায় সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবামঃ। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৫সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ক্ষয়রহিত জ্ঞানদেব চতুর্ব্বর্গ-রূপ ধন-সমূহের প্রাপ্তির মূলতত্ত্ব অবগত আছেন—বিজ্ঞাপিত করেন; সেই দেবতা সপ্তলোকপালয়িত্রী-জগজ্জননীর ন্যায় সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত প্রাদুর্ভূত হয়েন; তিনি আমাদিগের মঙ্গলার্থ হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তিকে উন্মেষ করেন। (ভাব এই যে,—চতুর্ব্বর্গফলদাতা জ্ঞানদেব আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেন। অতএব, জ্ঞানের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য।)॥ ৫॥

অথবা,

ক্ষয়রহিত জ্ঞানদেব চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধনের প্রদাতা হয়েন; অশেষ-প্রজ্ঞাসম্পন্ন সেই দেবতা, সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া, যজ্ঞের ধারণ-কর্ত্তা সৎকর্ম্মবিধায়ক সেই ভগবানকে সেবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন। (সেই জ্ঞানদেবতা সৎকর্ম্মের বিধাতা বা রক্ষক। অতএব, সৎকর্ম্মসাধনার্থ আমরা জ্ঞানধন লাভ করিবার জন্য সঙ্কল্প-বদ্ধ হইতেছি।)। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী।—ত্রিত ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা পবমানঃ সোমঃ। ধ্রুবঃ স্থিরোঽয়মগ্নি রয়ীণাং ধনানাং আচিকেতৎ অস্মানুশাসনে জানাতি। সপ্ত সপ্তসংখ্যাভিঃ মাতৃভিঃ হবির্ম্মানসমর্থাভির্জ্জিহ্বাভিঃ স্বাত্মনি হবিঃপ্রক্ষেপত্রীভির্ব্বা জিহ্বাভিঃ সহ জজ্ঞানঃ প্রাদুর্ভূতঃ সোঽগ্নিঃ মেধাং কর্ম্মণো বিধাতারং সোমং শ্রিয়ে সেবার্থং অনুশাসত অনুশাস্তি। শাস্তেল'টি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং (৩।৪।৭) বহুলং ছন্দসি ইতি (২।৪।৭৩) শপো লুক্ ন ভবতি অম্বিচ্ছতীত্যর্থঃ। 'জজ্ঞানঃ সপ্তমাতৃভিঃ', 'জজ্ঞানং সপ্তমাতরঃ' ইতি চ পাঠৌ। 'চিকেতত্' 'অচিকেতয়দ্' ইতি চ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (১০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুর্ব্বোধ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রথমতঃ মন্ত্রের প্রচলিত একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"যখন সোম জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তখন সপ্তমাতা (অর্থাৎ সপ্তছন্দ) সম্পত্তির নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতেছে, কারণ তিনিই বেধা অর্থাৎ যজ্ঞের ধারণকর্ত্তা এবং তিনিই নিশ্চিত জানেন ধন কোথায় আছে।" এই অনুবাদের ভাব-পরিগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন। সায়ণাদি ঐ "সপ্তমাতৃভিঃ" পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'সপ্তসংখ্যাভিঃ মাতৃভিঃ, হবির্ম্মানসমর্থাভির্জ্জিহ্বাভিঃ, স্বাত্মনি হবিঃপ্রক্ষেপত্রীভির্ব্বা জিহ্বাভিঃ সহ।' অর্থাৎ,—(১) সপ্তসংখ্যক মাতৃগণ সহ, (২) হবিঃপরিমাপক সপ্তপ্রকার জিহ্বার সহিত, (৩) আপনাতে হবিঃপ্রক্ষেপকারী জিহ্বা নামক সপ্তসংখ্যক স্রুকবিশেষ। ইত্যাদি।

আমরা ঐ 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদের অর্থ করিলাম,—'সপ্তলোকপালয়িত্রী জগজ্জননী ইব সর্ব্বাভিঃ রক্ষাভিঃ সহ।' কি অর্থে আমরা 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে ঐ ভাব পরিগ্রহ করিলাম, এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। শাস্ত্রে সপ্তবিধা মাতার উল্লেখ আছে। সেই সপ্তমাতা—পৃথ্বী, ধাত্রী, গাভী, রাজপত্নী, ব্রাহ্মণী, গুরুপত্নী ও গর্ভধারিণী। ইঁহারা প্রত্যেকেই মাতৃস্বরূপিণী। গর্ভধারিণী জননীর সন্তান-পোষণের ও সন্তান-রক্ষার প্রচেষ্টা লোক-প্রসিদ্ধ। পৃথ্বী-মাতা জননীর ন্যায় ধারণ করিয়া নানাবিধ খাদ্যাদি দানে পোষণ ও রক্ষা করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই ধাত্রী, মাতার ন্যায় স্নেহে যত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লন। সে সময়ে তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী। গোদুগ্ধ পান করিয়া জীবন-রক্ষা হয়; তাই গাভী মাতৃস্বরূপিণী গো-মাতা নামে প্রসিদ্ধা। রাজপত্নী—মাতৃস্বরূপিণী রক্ষাকর্ত্রী; রাজা—পিতা, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা। সে হিসাবে রাজপত্নী—মাতা, পালয়িত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী। ব্রাহ্মণী—ধর্ম্মবিধায়িত্রী; ধর্ম্মের প্রভাবে সকল রক্ষা হয়, তাই ব্রাহ্মণী মাতৃস্বরূপিণী। পারলৌকিক মঙ্গল—সদ্‌গুরু-প্রভাবে সাধিত হয়। তিনি পরলোকে রক্ষাকর্ত্তা। গুরুপত্নী পরলোকে রক্ষয়িত্রী। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে গুরুপত্নী মাতৃস্বরূপিণী অর্থাৎ মাতার ন্যায় রক্ষাকর্ত্রী। ইঁহারাই সকল লোকে পালয়িত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী। ইঁহাদের স্নেহকরুণার অন্ত নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া

আমরা 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'সপ্তলোকপালয়িত্রীবৎ সর্ব্বাভিঃ রক্ষাভিঃ সহ।' সপ্তমাতা যেরূপে সর্ব্বদিকে সর্ব্বভাবে সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, জ্ঞানদেব সেইরূপ ইহলোকে এবং পরলোকে সর্ব্বতোভাবে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে আর এক ভাব উপলব্ধ হয়। এই বিশ্ব সপ্তলোকে বিভক্ত। সেই সপ্তলোকে যিনি পালন ও রক্ষা করেন, তিনিই সপ্তমাতা। জননী স্নেহধারা বিতরণে সন্তানকে পালন করেন। এখানে 'সপ্তমাতৃভিঃ' পদে স্নেহকরুণা-বিতরণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এখানে জ্ঞানদেবতাকে বলা হইতেছে,—আপনি স্নেহধারায় সদাকাল আমাদিগকে রক্ষা করুন। কাহারও কাহারও মতে সপ্তমাতার পূজা দ্বারা অগ্নিদেবের পূজা করা হয়; তাঁহাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইলে অগ্নিদেবও ক্রুদ্ধ হন। পূর্ব্বোক্ত সপ্তমাতার অর্থাৎ সপ্তলোকপলয়িত্রীর ন্যায় স্নেহকরুণা ও সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত জ্ঞানদেব সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকাশ পক্ষে এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। আমরা এই অর্থই 'সপ্তমাতৃভিঃ' * পদ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের দ্বিবিধ অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রটীতে ত্রিবিধ প্রার্থনার ভাব সূচিত হয়। প্রথম—জ্ঞানদেব সর্ব্ববিধ ধনের বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি পরমার্থ-ধন-প্রাপ্তির মূলতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করেন; অতএব তিনি আমাদিগকে জানাইয়া দিউন, কিরূপে আমরা পরমার্থধন প্রাপ্ত হইব; দ্বিতীয়—তিনি সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত প্রাদুর্ভূত হন; অতএব তিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন; তৃতীয়—তিনি সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ করেন এবং সৎ-কর্ম্মের ধারক যজ্ঞবিধাতা ভগবানের সেবার জন্য আদেশ করেন; অতএব তিনি আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য প্রদান করুন; তাঁহার অনুগ্রহে আমাদের হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ হউক; আমরা যেন ভগবানের প্রীতি-সাধনে সমর্থ হই।

মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কাতর-কণ্ঠে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! অতি অকিঞ্চন আমি। মোক্ষধন পরমার্থপ্রাপ্তির সামর্থ্য আমার কিছুই জন্মে নাই। আমি সাধন জানি না, ভজন জানি না; আমি জানি কেবল—আপনাকে; আমি জানি—আপনিই সকল ধনে ধনী। ধনপ্রাপ্তির উপায় আপনারই সুবিদিত; আপনি ভিন্ন অন্য কেহই সে পথ প্রদর্শনে সমর্থ নহে। তাই আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। কিরূপে আমি সেই ধন প্রাপ্ত হইব, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন।'

দ্বিতীয় প্রার্থনার ভাব শত্রুনাশ-সম্পর্কীয়। অগ্নিদেবের নিকট সর্ব্ববিধ রক্ষার প্রার্থনা

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (গণপতিখণ্ড, কার্ত্তিকেয় সংবাদ, ১৫শ অধ্যায়) ষোড়শ মাতার উল্লেখ আছে। সেখানে তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়; যথা,—

"স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া। অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা॥
সগর্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ। মাতুর্ম্মাতা পিতুর্ম্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা॥
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ। জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥"

জানান হইয়াছে। এখানে প্রার্থনাকারী শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া, দেবতার নিকট কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন,—'হে দেব! আমি অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সকল শত্রুর আক্রমণে সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইতেছি। যখনই হৃদয়াকাশে আপনার ক্ষীণ কিরণচ্ছটা বিকাশ পাইবার উপক্রম হইতেছে, অমনি অন্তরের অজ্ঞানতা-কুজ্ঝটিকা আসিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিতেছে। শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে সেখানে কিরূপে তোমার অধিষ্ঠান হইবে, প্রভু! সে সিংহাসনে তুমি না বসিলে, আর কাহাকে বসাইব, দেব! তাই কাতরে ডাকি—এস দেব, শত্রুসংহার করিবার সামর্থ্য প্রদান কর। এ বিপদে তুমি না রক্ষা করিলে, কে আর রাখিবে—প্রভু! এস - এস—রক্ষা কর!—রক্ষা কর! তুমি মাতার ন্যায় স্নেহকরুণাময়। বিপদাপদে মাতার ন্যায় তুমি সন্তানকে রক্ষা কর। অকৃতি অধম সন্তান আমি। তোমাকে ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই। গুণময় তুমি। নিজগুণে হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তোমার আবির্ভাবে হৃদয়ের শত্রু বিমর্দ্দিত হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক। দেবতার সিংহাসন দেবতা আসিয়া অধিকার করুন। আমি পরমানন্দে সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই।'

তৃতীয় প্রার্থনায়, সংসারাশ্রমী ভগবদ্ভক্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—সৎকর্ম্ম-সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি আসুক। সদসৎবৃত্তির দ্বন্দ্বে তিনি সময় সময় মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছেন। জ্ঞানজ্যোতিঃ কখনও কখনও ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছে। তাই তিনি জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমার হৃদয়ে পূর্ণ-প্রভাব বিস্তার করুন। মন চঞ্চল;—সদাই সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান। বিচার-বিমূঢ়তাই তাহার ধর্ম্ম। সে সর্ব্বদাই বিপথে পরিচালিত হয়।' সাধক তাই বলিতেছেন,—'দেব, মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া হৃদয়ে সদ্বৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন। সদ্বৃত্তির উন্মেষে সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তি আসুক। সৎকর্ম্ম-রূপ সোপানাবলির সাহায্যে সৎস্বরূপের সামীপ্য লাভ করি।'

মন্ত্রের আমরা যে দ্বিবিধ অন্বয় প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে 'মেধাং' ও 'শ্রিয়ে' পদের বিভিন্ন অর্থ পরিদৃষ্ট হইলেও মূলতঃ ভাব অভিন্ন রহিয়াছে। প্রথম অন্বয়ে 'শ্রিয়ে' পদের অর্থ আমনন করিয়াছি—'অস্মাকং মঙ্গলার্থং'; আর 'মেধাং' পদের অর্থ হইয়াছে—'সৎকর্ম্ম-সাধনপ্রবৃত্তিং'। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'মেধাং' পদের অর্থ হইয়াছে—'কর্ম্মণো বিধাতারং ভগবন্তং'; এবং 'শ্রিয়ে' পদের অর্থ করিয়াছি - 'সেবার্থং'। উভয়বিধ অন্বয়েই ঐ দুই পদে উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। প্রথমান্বয়ে ভাব এই হইয়াছে যে,—আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থ লাভের জন্য জ্ঞানদেব আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন। ভাব এই যে,—'সত্যজ্ঞানের উদয়ে সদসৎ বিচারে সমর্থ হইলেই সৎকর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি জন্মে। সুতরাং সদ্‌জ্ঞান অর্জ্জনে প্রযত্নপর হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।' দ্বিতীয় অন্বয়েও ঐ একই ভাব ব্যক্ত। দ্বিতীয় অন্বয়ে ঐ দুই পদে ভাব দাঁড়ায় এই যে—'সৎকর্ম্মের বিধান-কর্ত্তার সেবার জন্য' অগ্নিদেব আদেশ করিতেছেন। সদ্‌জ্ঞান—সৎকর্ম্মবিধায়ক। 'সদজ্ঞানের সেবা' বাক্যের তাৎপর্য্য সৎজ্ঞান অর্জ্জনে ভগবানের সেবা ও তাঁহার প্রীতিসাধন। সুতরাং এস্থলেও সদ্‌জ্ঞান-লাভে সৎকর্ম্ম-সাধনের উদ্বোধনাই সূচিত হইতেছে। সায়ণাদি 'মেধাং' পদে 'কর্ম্মণো বিধাতারং সোমং' অর্থ আমনন

করিয়াছেন। মন্ত্রের দেবতা—সোম। সম্ভবতঃ সেইজন্যই 'সোমং' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রে 'সোমং' শব্দের নাম গন্ধ নাই। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৫সা)।

—•—

ষষ্ঠং সাম।

৩ ২উ ২ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উত স্যা নো দিবা মতিরদিতিরূত্যাগমৎ।
১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সা শন্তাতা ময়স্করদপ স্রিধঃ ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

৫ ২ ৪র ৫ ৪র ৫ ১ র ২র ১ ২ —
উতস্যা ৩ নোদিবামতীঃ আদিতিরূ। তিয়া গা ১ মা ২ ৎ।
১র ২ ২ ৪ ৫ ৩ ২ ৳ ৩ ৫
সাশন্তা ৩ তা ৩। মা। যঃ। করা ঔ ২ ৩ ৪ বা।
র ১ ৫ ৪
অপা ৫ স্রিধাঃ। হো ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) 'স্যা' (পূর্ব্বোক্তা) 'মতিঃ' (স্তোতব্যা, স্তবনীয়া, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা) 'অদিতিঃ' (অনন্তরূপা দেবতা) 'ঊত্যা' (সর্ব্বয়া রক্ষয়া সহ) 'দিবা' (অহনি, অস্মাকং কর্ম্মসম্পাদনসময়ে, যদ্বা—অস্মাকং সৎকর্ম্মণি ইতি শেষঃ) 'অগমৎ' (আগচ্ছতু, অস্মান্ প্রাপ্নোতু, অস্মাসু আবির্ভবতু ইত্যর্থঃ); অস্মাকং কর্ম্মণি আবির্ভূতঃ সন্ 'শন্তাতা' (শান্তিকরং, শান্তিদায়কং, মঙ্গলময়ং) 'ময়ঃ' (সুখং, পরমসুখং) 'করৎ' (করোতু, বিধায়তু); অপিচ, 'স্রিধঃ' (সদ্ভাবনাশকান্ শত্রূন্) 'অপ' (অপগময়তু, দূরীকরোতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—স দেবঃ সৎকর্ম্মণি প্রাদুর্ভূতো ভবতি। অস্মদনুষ্ঠিতে সৎকর্ম্মণি আবির্ভূতঃ সন্ অস্মাকং শত্রূন্ নাশয়তু পরমসুখঞ্চ বিধায়তু। (১অ—১প্র—১১খ—২১দ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ, স্তবনীয় (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) সেই অনন্তস্বরূপ দেব, সর্ব্ববিধ রক্ষার সহিত আমাদিগের কর্ম্মসম্পাদন-কালে (আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন—আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউন; তিনি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টকের, প্রথম অধ্যায়ের, ষড়বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—আদিত্য এবং গেয়-গানের ঋষি—অদিতি।

আমাদিগের শান্তিদায়ক পরমসুখের বিধান করুন; এবং আমাদিগের শত্রুসমূহকে অপসারিত করুন (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা সৎকর্ম্ম-মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েন। আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন এবং আমাদিগকে পরমসুখ দান করুন।) (১অ—১প্র—১১খ—২১দ—৬সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। হরিমিঠির্ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অদিতিঃ। উত অপিচ স্যা সা পূর্ব্বোক্তা মতিঃ মন্ত্রী মন্তব্যা স্তোতব্যা বা অদিতিঃ উত্যা রক্ষয়া সার্দ্ধং দিবা অহনি নঃ অস্মান্ আগমৎ আগচ্ছতু। আগত্য চ শন্তাতা শন্তাতিঃ শান্তিকরং ময়ঃ সুখং সা অদিতি করৎ করোতু। স্রিধঃ নাশকান্ শত্রূংশ্চাপগময়তু। স্রিধির্বাধমার্থঃ। 'উত স্যা', 'উত ত্যা' ইতি চ পাঠৌ। 'সা শন্তাতা', 'সা শন্তাতি' ইতি চ॥ ৬॥

• • •

ষষ্ঠ (১০২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনার বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথম প্রার্থনায় সাধক কহিতেছেন,—'আমরা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ-অনন্তস্বরূপ দেব সেই কর্ম্মের ফলে আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; অথবা, আমাদের কর্ম্মের ফলে তিনি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন,—আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—'আমাদের হৃদয়ে বা কর্ম্মে আবির্ভূত হইয়া আমাদের শান্তিদায়ক পরমসুখ অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করুন।' মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—'আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সন্তাপনাশক শত্রুসমূহকে অপসারিত করিয়া দিউন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম 'অদিতিঃ।' ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণের মতে ঐ পদে দেবমাতা অদিতিকে বুঝায়। ভাষ্যের মতে, অদিতি পদ সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ পদের আমরা 'অনন্তস্বরূপো দেবঃ' অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞান অফুরন্ত। জ্ঞানের সীমা নাই, জ্ঞানের শেষ নাই। লৌকিক জগতে এবং অধ্যাত্ম জগতে জ্ঞানের ইয়ত্তা আছে কি? জ্ঞান যতই অর্জ্জন কর, জ্ঞানার্জ্জনের পিপাসা ততই বাড়িয়া যায়। তাই জ্ঞানদেবতাকে এখানে 'অদিতি' * বলা হইয়াছে। অনন্ত সেই জ্ঞানধনের অধিকারী হইতে পারিলে, পরমতত্ত্ব আপনিই অধিগত হইয়া আসে।

* 'অদিতি' শব্দের অর্থ—অসীম অনন্ত।' 'দিতি' শব্দে সীমা, 'অদিতি'—'যাহার সীমা নাই' অর্থাৎ সীমারহিত। আমরা এই অসীম অনন্ত অর্থই সর্ব্বত্র সঙ্গত বলিয়া মনে করি। আনন্দের বিষয়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মনেও 'অদিতি' শব্দে এই ভাবই উদয় হইয়াছিল। "Aditi means INFINITITUDE from DITA, bound, and A, not, that is not bound, not limited, absolute, infinite."

সদ্ভাবের উন্মেষ, সৎকর্ম্মসাধনের সামর্থ্য—জ্ঞান-প্রভাবেই হইয়া থাকে। মন্ত্রের অন্তর্গত আলোচ্য দ্বিতীয় পদ—'দিবা'। এই পদটী একটু সমস্যামূলক। এই পদে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'অহনি' অর্থাৎ দিবাভাগে। তাহাতে তাঁহার মতে প্রথমাংশের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা এই—'দিবাভাগে তিনি রক্ষার সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।' ইহাতে অর্থের কোনই বিশেষত্ব উপলব্ধ হয় না। দেবতা সর্ব্বকালে সর্ব্বকর্ম্মে আবির্ভূত হউন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন,—এইরূপ প্রার্থনাই লোকে করিয়া থাকে। আমরা ঐ 'দিবা' পদে 'কর্ম্মসম্পাদনসময়ে' অথবা 'অস্মাকং সৎকর্ম্মণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'যতদিন সামর্থ্য আছে, যতদিন ডাকিবার শক্তি আছে, ততদিন'—তাহাতে এই ভাব মনে আসে। লৌকিক হিসাবে দিবাভাগই কর্ম্ম করিবার প্রকৃষ্ট সময়। সে হিসাবে, 'যতদিন পর্য্যন্ত সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সামর্থ্য আছে—যতদিন ডাকিবার শক্তি আছে'—এই ভাব মনে উদয় হয়। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'যতক্ষণ সৎকর্ম্ম-সাধনের সামর্থ্য আছে, ততক্ষণ যেন আমরা আপনার কর্ম্মসম্পাদনে পরাঙ্মুখ না হই, আপনিই তাহার বিধান করুন। আপনার কর্ম্ম আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া আপনাতে বিলীন হয়। আপনিই উৎপাদয়িতা, আবার আপনিই গ্রহণকর্ত্তা। আপনি আসিয়া আবির্ভূত হইলে, কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। তাই প্রার্থনা করি, আমাদের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে আপনি অনুক্ষণ বিদ্যমান থাকুন। আমরা যেন নির্ব্বিঘ্নে আপনার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি; কলুষ-কালিমা আসিয়া হৃদয় যেন অধিকার না করে। আপনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অনন্তস্বরূপ আপনি; আমরা যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' *

মন্ত্র-মধ্যে ত্রিবিধ প্রার্থনার ভাব সূচিত হয়। পূর্ব্বমন্ত্রে সপ্তলোক-পালয়িত্রী জননীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষার জন্য প্রার্থনা হইয়াছে। এ মন্ত্রেরও প্রথমাংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। সৎকর্ম্ম-সাধনের অন্তরায়ের অবধি নাই। নানা দিকে নানা ভাবে সে অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য দেবতাকে বলা হইতেছে,—'যতদিকের যত বাধাই উপস্থিত হউক না কেন, আপনি তাহা দূর করিয়া দিউন। আপনি সর্ব্বরক্ষক। স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, আপনি সকল দিক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে শান্তিকর সুখলাভের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এস্থলে পরম সুখ মোক্ষই লক্ষ্যস্থল। ঐহিক সুখে শান্তি নাই। সে সুখেও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—নানা অশান্তি উপস্থিত হয়। ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখি, নিরাবিল সুখ-শান্তি এ সংসারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপিচ, ভক্ত সাধক সাংসারিক সুখের অভিলাষী নহেন। তিনি সেই অনন্ত সুখেরই কামনা করেন। যে সুখ নিরাবিল, যে সুখ শাশ্বত, অর্থাৎ চিরশান্তিময়ের চরণে আশ্রয়-গ্রহণে যে পরম সুখ পরম শান্তি, সাধক তাহারই

* ম্যাক্সমূলার এই মন্ত্রের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—
"And may she the thoughtful Aditi, come with help to us by day; may she kindly bring happiness to us, and carry away all enemies."

সামবেদ—১২শ—৩৭

কামনা করেন। 'শান্তিদায়ক সুখ' বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। সে সুখ লাভ করিতে হইলে, সুখের অন্তরায় যে শত্রুসমূহ তাহা নাশ করিতে হয়। তাই, মন্ত্রের তৃতীয়াংশে সদ্ভাবনাশক শত্রু-সংহারে প্রার্থনা ব্যক্ত দেখি। অজ্ঞানতা ও তৎসহচর কামাদি শত্রুনিচয় অপসৃত না হইলে, অন্তরে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে সৎস্বরূপে আত্মলীন হওয়া যায় কি? শান্তিকর সুখলাভও সে ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়। তাই শত্রুনাশে সদ্ভাবসঞ্চয়ে শান্তিদায়ক সুখ-লাভে, ভক্তের যে আকুল প্রার্থনা, মন্ত্রে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"স্তুতিযোগ্য অদিতি রক্ষার সহিত দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন; সেই অদিতি শান্তিকর সুখ বিধান করুন, শত্রুগণকে দূরীভূত করুন।" (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৬সা)।

—•—

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
ঈড়িষ্বা হি প্রতীব্যা৩ং যজস্ব জাতবেদসং।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
চরিষ্ণুধূমমগৃভীতশোচিষং॥ ৭॥

গেয়-গানং।

২র ১ ৪ ৫র ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১
ঈড়া ইম্বা ২ ৩ হি প্রতীবিয়াং। যাজস্ব আ। তবেদসা ২

২ ৩ ২৮ ৩ ৫ ৩ ২ ১
৩ং। চরিষ্ণুধূ। মা ২ ৩ ৩ ম। গৃভা ৩ ই। তা ২

৩ ৫র র ৩ ৫
শো ২ ৩ ৪ ঔ হো বা। চী ২ ৩ ৪ ষাং॥ ৭॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! 'প্রতীব্যাং' (শত্রুষু প্রতিগমনশীলং, শত্রুত্রাসকারকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'হি' (নিশ্চিতং, সংশয়বিরহিতচিত্তেন ইতি যাবৎ) 'ঈড়িষ্ব' (স্তুহি, অর্চ্চয়, অনুসরণং কুরু); 'চরিষ্ণুধূমং' (সর্ব্বত্রচরণশীলজ্বালং, সর্ব্বগতং, সর্ব্বলোকাধিষ্ঠিতং) 'অগৃভীতশোচিষং' (রক্ষোভিঃ অপ্রধৃতদীপ্তিং, সর্ব্বশত্রুজেতারং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বভূততত্ত্বজ্ঞং—জ্ঞানদেবং ইতি ভাবঃ) 'যজস্ব' (পূজয়, শুদ্ধসত্ত্বাদিভিঃ তস্য প্রবৃদ্ধিং সাধয় ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। উদ্বোধনায়াঃ ভাবঃ—হে মনঃ! সৎকর্ম্মণা তং দেবং পরিতোষয়—জ্ঞানার্জ্জনায় প্রবুদ্ধঃ ভব। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৭সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গানের নাম—বাঙ্ক্[illegible]

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! শত্রুত্রাসকারী জ্ঞানদেবতাকে সংশয়বিরহিত চিত্তে অর্চ্চনা কর—অনুসরণ কর; সর্ব্বলোকে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বশত্রুবিজয়ী, সর্ব্বভূত-তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও—শুদ্ধসত্ত্বাদির দ্বারা তাঁহার প্রবৃদ্ধিসাধন কর। (এই মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক। উদ্বোধনার ভাব—'হে মন! সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই দেবতার পরিতৃপ্তিসাধন কর—জ্ঞানার্জ্জনে প্রবুদ্ধ হও।') ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৭সা) ॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। স্বয়োর্ব্বিশ্বমনা বৈয়শ্ব ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অগ্নিঃ। প্রতীব্যাং শত্রুষু প্রতিগমনশীলং অগ্নিং হি অবধারণে অগ্নিমেব ঈড়িষ্ব স্তুতিভিঃ স্তুতং কুরু। কিঞ্চ চবিষ্ণুধূমং সর্ব্বত্রচরণশীলধূমজ্বালং অগৃভীতশোচিষং রক্ষোভির-প্রধৃতদীপ্তিং জাতবেদসং জাতপ্রজ্ঞং যদ্বা জাতানি ভূতানি বেত্তীতি জাতবেদাঃ তমগ্নিং যজস্ব হবির্ভিঃ পূজয় ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৭সা)।

• • •

সপ্তম (১০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রটী মনঃসম্বোধনমূলক সরল-প্রার্থনা-দ্যোতক। মন্ত্রের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"যে অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই অগ্নিকে স্তুতি কর। যাঁহার দীপ্তি কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, যাঁহার ধূম সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হয়, সেই অগ্নির পূজা কর।"

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে মন! তুমি সর্ব্বদা শত্রুতাড়নে বিচলিত হও। কামক্রোধাদি রিপুসমূহের মোহঘোরে নিমজ্জিত হইয়া সদসৎ-বিচারে সম্যক্ সমর্থ হও না। অজ্ঞানতা-ঘোরে তুমি সদাই ডুবিয়া আছ। কিন্তু জ্ঞানদেবের প্রভাবে কোনও শত্রুই তিষ্ঠিতে পারে না। তাই বলি, তুমি সেই শত্রুত্রাসকারী জ্ঞানদেবের ভজনা কর, তাঁহাকে হৃদয়াসনে বসাইতে প্রযত্নপর হও। তাঁহার প্রভাবে তোমার সকল শত্রু বিদূরিত হইবে; তুমি স্থির অবিচলিতভাবে ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইতে পারিবে। তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণ লও। তোমার ভাবনা কি? তিনি 'অগৃভিতশোচিষং' অর্থাৎ তাঁহার প্রখর প্রভাব শত্রুগণ কেহই সহ্য করিতে পারে না; তাঁহার নিকট সকল শত্রুই পরাজিত হয়। তিনি সর্ব্বভূততত্ত্বজ্ঞ—সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বলোকে অবস্থিত। যত দূর দেশেই থাকুন তিনি, যত পাপের কলুষ-কলঙ্কই পথের প্রতিবন্ধক হউক; সে সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া, সে সমস্ত পাপ নাশ করিয়া, তিনি তোমার সমীপস্থ হইবেন। তুমি তাঁহার অর্চ্চনাপরায়ণ হও—সৎকার্য্যে সৎসাহায্যে তুমি একটু একটু করিয়া সজ্জ্ঞান সঞ্চয় কর। সেই ক্ষীণ জ্ঞানরশ্মির মধ্য দিয়াই তিনি তোমার হৃদয়-মন্দিরে আগমন করিবেন। সংশয়রহিত

হইও না। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেব সর্ব্বত্রগমনশীল। তাঁহার অশেষ করুণা। তুমি হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বাদি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিবিধান কর। তাঁহাকে ভক্তিসহকারে হৃদয়-সিংহাসনে বসাও। তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' তিনি সদ্ভাব সহ চিরবিদ্যমান্। তিনি নিখিল সদ্ভাবের জনয়িতা—তিনি নিখিল সদ্ভাবের আধারস্থানীয়। সদ্ভাব-সঞ্চয়ে সমর্থ হইলে, সৎস্বরূপ আপনিই আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইবেন। তাই বলি,—'মন! তুমি সত্ত্বভাবের অধিকারী হও; সদ্ভাবে সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হও; তিনি তোমাতে আসিয়া অবস্থিত হইবেন। তোমার হৃদিসঞ্জাত সত্ত্বভাবই তোমার গতিমুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে।' মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৭সা)।

অষ্টমং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন তস্য মায়য়া চ ন রিপুরীশীত মর্ত্ত্যঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যো অগ্নয়ে দদাশ হব্যদাতয়ে ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং।

৫ ৪ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ র র ১
ন্‌তো বা। স্যা ২ ৩ ৪ মা। য়য়া চা ২ ৩ না। রিপুরীশীতমর্ত্ত্যা

৩ ৫ ১র S
৩ ১ ঔ বা ২ ৩। তী ২ ৩ ৪ য়াঃ। যো অগ্নয়ে ২

১র ৫ ৩ ৫
দদা। শহব্যদো ২ ৩ ৪ বা। তা ২ ৩ ৪ য়ে ॥ ৮ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! 'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ মরণশীলঃ জনঃ, অকিঞ্চনোঽপি) 'হব্যদাতয়ে' (হবিষাং-আদানসমর্থায়, সর্ব্বদেবানাং পূজাং সংপ্রাপকায়, শুদ্ধসত্ত্বগ্রাহকায় ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'দদাশ' (প্রযচ্ছতি—হৃন্নিহিতসত্ত্বাবনিবহান্ ইতি শেষঃ), 'রিপুঃ' (শত্রুঃ) 'মায়য়া চ ন' (ছলেন অপি) তস্য জনস্য 'ন ঈশীত' (ঈশ্বরঃ প্রভুঃ বা ভবতি, যথা—তং জনং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত) এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—স্বাক্ষোত্ম। ইহার গানের ঋষি—অগস্ত্য। এই মন্ত্রের উচ্চারণ-চিহ্ন বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়।

বশীকর্ত্তুং ন শক্নোতি)। অয়ং ভাবঃ—অকিঞ্চনোঽপি একান্তঃকরণেন দেবং আরাধয়ন্ জ্ঞানাধিকারী স্যাৎ শত্রূংশ্চ নাশয়েৎ। অত অহমপি যদি তং দেবং সদ্ভাবনিবহৈঃ সম্ভজয়ামি, তেন শত্রুনাশনসমর্থঃ ভবামি। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! যে জন শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে সুনিহিত সদ্ভাবনিবহ প্রদান করে, শত্রু ছলনা দ্বারা তাহার ঈশ্বর বা প্রভু হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। (ভাব এই যে,—অকিঞ্চনও এক মনে দেবতাকে আরাধনা করিয়া জ্ঞানাধিকারী হয়েন এবং শত্রুকে নাশ করিতে পারেন। অতএব, আমিও যদি সদ্ভাবনিবহের দ্বারা সেই দেবতাকে সম্ভজনা করি, তদ্দ্বারা শত্রুনাশ-সমর্থ হইতে পারি।)॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৮সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। মর্ত্তঃ মনুষ্যঃ। রিপুঃ শত্রুঃ। চনেতি নিপাত সমুদায়োঽপ্যর্থে। মায়য়া চন মায়য়াপি। তস্য জনস্য ন ঈশীত ঈশ্বরো ন ভবতি। যঃ জনঃ হব্যদাতয়ে হবিষামাদানসমর্থায় অগ্নয়ে যো যজমানঃ দদাশ হবীংষি প্রযচ্ছতি তস্য রিপুর্ন ঈশীতেত্যর্থঃ। হব্যদাতয়ে হব্যদাতিভিঃ ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৮সা)॥

অষ্টম (১০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ—"যে হব্যদায়ী ঋত্বিক্গণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্য-শত্রু মায়া দ্বারাও তাহাকে বশ করিতে পারে না।" বলা বাহুল্য, ভাষ্যের অনুসরণেই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আমরা কিন্তু মন্ত্রের এ অর্থ অনুমোদন করি না। 'মনুষ্য-শত্রু মায়ার দ্বারা বশীভূত করিতে পারে না'—এ অর্থে কি ভাব প্রকাশ পাইল? মনুষ্য, শত্রু হইয়া, ইহলোকে অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হয় বটে; সংসারাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে সে শত্রুতা ভয়াবহ—সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনমার্গানুসারী ভগবদ্ভক্ত জনের পক্ষে সে মানুষ-শত্রু অতি তুচ্ছ। মানুষের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। তিনি অন্তঃশত্রুর পীড়নেই প্রপীড়িত হন; অন্তঃশত্রুই তাঁহার সাধন-পথে অন্তরায় উপস্থিত করে। তাঁহার প্রার্থনা—অন্তঃশত্রু-নাশের জন্য—মনুষ্য-শত্রু-নাশের জন্য নহে। আমরা মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা আমনন করিলাম। ভাষ্যকারের মতে 'মর্ত্ত্যঃ' পদ 'শত্রুঃ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভাব উপলব্ধি করিয়া আমরা 'মর্ত্ত্যঃ' পদকে কর্ত্তৃপদরূপে গ্রহণ করিলাম। তাহাতে মন্ত্রের অন্বয়ে যে ভাব অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই

তাহা উপলব্ধ হইবে। জ্ঞানের উদয়ে যে অজ্ঞানতা দূর হয়, কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে সেই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি জ্ঞানাধার। আপনি আমায় জ্ঞানদান করুন। আপনি শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত; সকল সদ্ভাবই আপনা হইতে সঞ্জাত হয়; আবার আপনাতেই সকল সদ্ভাব বিলীন হইয়া থাকে। তাই প্রার্থনা—আপনি আমাকে সদ্ভাবসমন্বিত করুন। অজ্ঞানতা-অন্ধকারই তো আমার প্রধান শত্রু! কামক্রোধাদি রিপুবর্গ তো তাহারই সন্তান-সন্ততি মাত্র। জ্ঞানদানে অজ্ঞানতা দূর করুন। মূল উচ্ছিন্ন হইলে, শাখা-প্রশাখা কি আর তিষ্ঠিতে পারে? আকর ধ্বংস হইলে, শত্রু কি আর উদ্ভূত হয়? জন্মক্ষেত্র বিধ্বংস হইলে, জায়মান কি আর উৎপন্ন হইতে পারে? হে জ্ঞানময়! জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেও; শত্রুগণ বিনাশ-প্রাপ্ত হউক। অকিঞ্চনও একান্তঃকরণে তোমার শরণাপন্ন হইলে উদ্ধার পায়। আমি প্রকৃতি অকিঞ্চন। আমি কর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন। তুমি দয়ার আধার জানিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার শরণ লইলাম। তুমি ভক্তের উদ্ধারকর্ত্তা। আমার ন্যায় অকিঞ্চনের উদ্ধার-সাধনেই তোমার মহিমা প্রকাশিত। শরণ লইলাম—চরণ ধরিলাম। একবার হৃদয়ে আসিয়া উদও হও—একবার জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর। তোমার প্রসাদে তোমার সংশ্রবে আসিয়া, অধম অভাজন আমি তরিয়া যাই।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রকার প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। (১অ—২প্র—১১খ—১১দ—৮সা)।

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ক ২র
অপ ত্যং বৃজিনং রিপুং স্তেনমগ্নে দুরাধ্যং।
১ ২ ৩ ৩ ২
দবিষ্ঠমস্য সৎপতে কৃধী সুগং॥ ৯॥

গেয়-গানং।

৬৪৩ ৪ ৫ ৩ ২ ২র ৩ ১ ১ ১ ২ ২ ১র
অপত্যং বৃজিনং। রিপুং। স্তেনা ২৩৪৫১। অগ্নাই। দুরাধ্যা
২ ৩ ৪ ৫ ৩ ২ ১
২৩য়া৩৪১। দবিষ্ঠমস্য সং। সত্তা ৩ ই। কৃ
৪ ২ ৫
২৩ধো৩। সু ৩৪৫ গো ৬ হাই॥ ৯॥ *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—স্তোমক্রতব বা বৃহদাগ্নেয়। মন্ত্রের উচ্চারণ-চিহ্নে বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'অস্য (লোকস্য) 'ত্যং' (তং প্রসিদ্ধং) 'বৃজিনং' (কুটিলং, দুরভিসন্ধিপরায়ণং) 'রিপুং' (পাপাচারিণং) 'দুরাধ্যং' (দুঃখসাধকং) 'স্তেনং' (হিংসকং শত্রুং—অজ্ঞানতাং ইতি ভাবঃ) 'দবিষ্ঠং' (দূরতমং) 'অপ' (অপসারয়, ক্ষিপ); হে 'সৎপতে' (হে সজ্জনপালক দেব) ত্বং 'সুগং' (শোভনেন গন্তব্যং, অনায়াসাগম্যং সুখং ইতি যাবৎ) 'কৃধি' (কুরু, বিধেহি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! যেন বয়ং সন্মার্গ-গামিনঃ ভবামঃ কৃপয়া তদ্বিধেহি। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৯সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি এই লোকের সেই প্রসিদ্ধ দুরভিসন্ধিপরায়ণ পাপাচারী দুঃখসাধক হিংসক শত্রুকে (অজ্ঞানতাকে) দূরে নিক্ষেপ করুন। হে সজ্জনপালক দেব! আপনি অনায়াসাগম্য সুখ বিধান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! যাহাতে আমরা সন্মার্গগামী হইতে পারি, কৃপাপ্রকাশে তাহার বিধান করুন।)॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৯সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। ভারদ্বাজ ঋজিশ্বা বা ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা বৈশ্বদেব অগ্নি। হে অগ্নে! ত্যং তং প্রসিদ্ধং বৃজিনং কুটিলং রিপুং পাপকারিণঃ দুরাধ্যং দুঃখস্থাধ্যা-স্তারং দুষ্টাভিপ্রায়ং বা এবম্ভূতং স্তেনং হিংসকং দবিষ্ঠং দূরতমং অপাস্য অপ ক্ষিপ। অসু ক্ষেপণে ইতি ধাতুঃ। হে সৎপতে! সতাং পালয়িত অগ্নে! অস্মাকং সুগং শোভনেন গন্তব্য সুখং কৃধি কুরু। অত্র সর্ব্বাদেবাত্মকত্বাগ্নেঃ স্তবনাদ্ বৈশ্বদেবত্বং॥ ৯॥

• • •

নবম (১০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০ X ০:—

এই সাম-মন্ত্রে শত্রুনাশের এবং সন্মার্গাবলম্বী হওয়ার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে অগ্নিদেবতা সর্ব্বদেবময় বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার বৈশ্বদেবত্ব সূচিত হইয়াছে। অগ্নিদেব—জ্ঞানদেব যে সর্ব্বদেবময় সর্ব্বদেবতাত্মক, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান-প্রভাবে সকল দেবতারই স্বরূপ উপলব্ধ হয়, জ্ঞান-সাহায্যে সকল দেবতাকেই আকর্ষণ করিতে পারা যায়; তাই জ্ঞানদেবতা সর্ব্বদেবময়—সর্ব্বদেবাত্মক।

মন্ত্রে অজ্ঞানতা-নাশের প্রার্থনা প্রকটিত। অজ্ঞানতাই মানুষের পরম শত্রু। অজ্ঞানতাই যত-কিছু অসৎ কার্য্যের, যত-কিছু পাপানুষ্ঠানের জনক। অজ্ঞজনের পাপানুষ্ঠানের অবধি

নাই। অজ্ঞানতা নিখিল কুটিলতাময়। অজ্ঞানতা হইতে যত কিছু অনিষ্টের সূত্রপাত। অজ্ঞানতা-বশেই মানুষের মনে যত-কিছু দুরভিসন্ধির উদয় হয়। মন্ত্রে সেই অজ্ঞানতা-রূপ মহাশত্রুকে বিনাশের প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

ভক্তসাধক মন্ত্রে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেব! আমরা অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছি। সদসৎ বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের আদৌ নাই। আপনি সর্ব্বদেবময়—সকল সদ্ভাবের আধারস্থানীয়। আপনি কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আপনার দিব্যজ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞান-আঁধার দূরে অপসারিত হউক। আমরা সৎপথে পরিচালিত হইয়া সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করি।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"হে অগ্নি! তুমি কুটিল পাপাচারী, দুষ্টাভিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত কর। হে সাধকগণরক্ষক! তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।" বলা বাহুল্য, এই অর্থ ভাষ্যেরই অনুসারী। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—৯সা)॥

দশমং সাম।

৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে স্তোমস্য বীর বিশ্‌পতে।
৩ ১র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
নি মায়িনস্তপসা রক্ষসো দহ॥ ১০॥

গেয়-গানং।

৫র র র ২র ১ ২ ১ ২ ১ ২
হা উ শ্রুষ্ট্যগ্নে নবস্য মে হাউ। স্তোমাস্য বাই। রবিশ্‌পতায়ে
৫র র র ৪ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২র ১
৩ ৪। ঐ হো হা উ হো বা। নিমায়িনাঃ। তপসারা
৫র র র ৪ ৫ ৪ ১
২ ৩ ৪। ঐ হো হা উ হো বা। ক্ষাসা। ২ ৩ ৪ঃ।
৫র র র ৪ ৫ ২ ৫
ঐ হো হা উ হো বা। দ হ এ ৩ ৪। হিয়া
৫ ৪
৬ হা। হো ৫ ই। ডা॥ ১০॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—রাক্ষঘ্ন; গেয়-গানের ঋষি—অগস্ত্য। মন্ত্রের উচ্চারণ-চিহ্নের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বীর' (অশেষবীর্য্যসম্পন্ন, শত্রুবিনাশক) 'বিশ্‌পতে' (নিখিলানাং প্রজানাং পালক, বিশ্বপালক ইত্যর্থঃ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'মে' (মদীয়স্য উচ্চারিতস্য) 'নবস্য' (চির-নূতনং) 'স্তোমসা' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'শ্রুষ্টী' (শ্রুত্বা—প্রীতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'তপসা' (স্বকীয়েন সন্তাপজনকেন তেজসা, যদ্বা—অস্মাকং সৎকর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মায়িনঃ' (মায়াবিনঃ, দুরভিসন্ধিপরায়ণান্) 'রক্ষসঃ' (সৎকর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ শত্রূন্ ইতি ভাবঃ) 'নি দহ' (নিতরাং ভস্মীকুরু)। অয়ং ভাবঃ—স জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ সদ্ভাবসহযুতান্ করোতু; অপিচ, অস্মাকং সর্ব্বশত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মভ্যং পরমার্থং দদাতু। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১০সা)॥

• • •

অথবা,

'মে' (মম হৃদি ইতি যাবৎ) 'নবস্য' (নবসঞ্জাতস্য, সুষ্ঠুপ্রাদুর্ভূতস্য) 'স্তোমস্য' (সদ্ভাবনিবহস্য, জ্ঞানকিরণস্য—প্রভাবেন ইতি যাবৎ) 'বীর' (বীর্য্যসম্পন্ন, প্রবুদ্ধ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্‌পতে' (বিশ্বপালক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব), 'তপসা' (সন্তাপকেন তেজসা) 'মায়িনঃ' (মায়াবিনঃ, দুরভিসন্ধিপরায়ণান্) 'রক্ষসঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতকান্ শত্রূন্) 'শ্রুষ্টী' (ক্ষিপ্রং) 'নিদহ' (ভস্মীকুরু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মাকং কর্ম্মণা প্রবুদ্ধঃ সন্ অস্মাকং সৎকর্ম্মবিনাশকান্ শত্রূন্ ক্ষিপ্রং নাশয়। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১০সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুবিনাশক নিখিলপ্রজাপালক হে জ্ঞানদেব! আমার উচ্চারিত চির-নূতন স্তোত্রে (বেদ-মন্ত্র) শ্রবণে প্রীত হইয়া, আপনার সন্তাপজনক তেজের দ্বারা (অথবা আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা) দুরভিসন্ধিপূর্ণ সৎকর্ম্মবিঘ্নকারী শত্রুগণকে নিয়ত ভস্মীভূত করুন। (ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে সদ্ভাবসহযুত করুন, এবং সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাদিগকে পরমার্থ প্রদান করুন।)॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১০সা)॥

• • •

অথবা,

আমার হৃদয়ে নবসঞ্জাত (সুষ্ঠু-প্রাদুর্ভূত) সত্ত্বভাব-প্রভাবে (জ্ঞানকিরণ-প্রভাবে) প্রবুদ্ধ, বিশ্বপালক হে জ্ঞানদেব! সন্তাপজনক তেজের দ্বারা, দুরভিসন্ধিপরায়ণ কর্ম্মবিঘাতক শত্রুগণকে শীঘ্র ভস্মীভূত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সৎকর্ম্মবিনাশক শত্রুগণকে অতি সত্বর নাশ করুন।)॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১০সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। বিশ্বমনা এবর্ষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা বৈশ্বদেবঃ অগ্নিঃ। বীর শত্রূণাং বিনাশয়িতঃ বীর্য্যবন্ বা! বিশ্‌পতে বিশাং পালয়িতঃ! হে অগ্নে! নবস্থ ইদানীং ক্রিয়মাণত্বান্নূতনং মে মদীয়ং স্তোত্রস্থ স্তোত্রশস্ত্রাদিকং শ্রুষ্টী শ্রুত্বা মায়িনঃ মায়াবিনঃ রক্ষসঃ কর্ম্মবিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসান্ তপসা তাপকেন তেজসা নিদহ নিতরাং ভস্মীকুরু। শ্রুষ্টীতি স্নাৎব্যাদয়শ্চ (৭।১।৩৯) ইতি নিপাতিতঃ, বকারলোপশ্ছান্দসঃ। তপসা তপুষা ইতি চ পাঠৌ। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১০সা)॥

দশম (১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসরণে একজন ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই,—"হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজোদ্বারা দগ্ধ কর।" ভাষ্যের ভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় স্তোত্র-মন্ত্র রচনা করার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'নবস্থ' পদ লইয়াই যত-কিছু মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। 'নবস্থ' পদের অর্থ, আমরা বলি, 'নবরচিত' নহে। 'নবস্থ' পদে এখানে সেই চিরনূতনের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। সে মন্ত্র কেবল আমিই যে উচ্চারণ করিতেছি, সে মন্ত্র কেবল যে এখনই উচ্চারিত হইতেছে, তাহা নহে। আমার পূর্ব্বে যাঁহারা সে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সে মন্ত্র যেমন নূতন বলিয়া প্রতীত হইয়াছে; এখন আমি যে তাহা উচ্চারণ করিতেছি, আমার নিকটও তেমনই তাহা নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে; আবার ভবিষ্যতে যাঁহারা সে মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহাদের নিকটও সে মন্ত্র তেমনই নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 'নবস্থ' পদে এই 'চিরনূতনের' ভাব আসে।

প্রথমান্বয়ে প্রার্থনার ভাব হইয়াছে এই যে,—যে জ্ঞানাগ্নি অশেষবীর্য্যসম্পন্ন, হৃদয়ে যে জ্ঞানদেবতার উদয় হইলে মানুষ বহু সৎকর্ম্ম সাধনে সমর্থ হন, যে জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে সৃষ্টিরক্ষা হয়, যিনি সৎকর্ম্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমরা চিরনূতন স্তোত্রমন্ত্রোচ্চারণে নবভাবে সেই দেবতাকে হৃদয়ে উদ্বোধিত করিতেছি। তিনি আপনার সন্তাপজনক তেজঃ-প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের সকল শত্রুকে বিদূরিত করুন। আমরা সৎকর্ম্ম-সাধনে তৎপর হইয়া সকল সৎকর্ম্মের আধার সেই শ্রীভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট। হৃদয়ে নবভাবের সঞ্চার হইয়াছে; হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ হইয়াছে। নবসঞ্জাত সেই সত্ত্বভাবের প্রভাবে পূর্ণপ্রকটিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ সেই দেবতা হৃদয়ের অন্ধতমস বিদূরিত করুন, হৃদয়ে তাঁহার পূর্ণ-জ্যোতিঃ বিস্তৃত হউক,—সে পক্ষে এই ভাব পরিব্যক্ত। অজ্ঞানতার-মোহঘোরে পড়িয়া মানুষ অশেষ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। পাপই ধ্বংসের একমাত্র কারণ। জ্ঞানদেব সেই অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া সংসারকে সৎপথে পরিচালিত করেন। পুণ্যের প্রভাবে সংসার সঞ্জীবিত হয়। তাই জ্ঞানদেবতা 'বিশ্‌পতে' বিশ্বপালক। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—১০সা)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

কৌথুমী শাখা। ককুপুষ্ণিকৌ ছন্দৌ।

আগ্নেয়ং পর্ব্বং। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। দ্বাদশঃ খণ্ড।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। দ্বাদশী দশতি।

দ্বাদশ দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

প্র মৎহিষ্ঠায় গায়ত ঋতাবে বৃহতে শুক্রশোচিষে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ১

উপ স্তুতাসো অগ্নয়ে॥ ১॥ *

গেয়-গানং।

৫ ২ ৪র ৫ ২ ১ ১ র ২

(১) প্রমৎ হা ৩ ইষ্ঠায় গায়তা। ঋতাবে ২। বৃহতে। শুক্রা

৪ ৫ ২ ১ ২ ২ ১

৩ শো ৩। চা ২ ৩ ৪ ইষা ই। উপা ঔ ৩ হো। স্তোতা

২ ৪ ২ ৫

সো ৩ আ ৩। গ্না ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই॥ ১॥ *

---

* বিভিন্ন স্থানের মুদ্রিত গ্রন্থে এবং বিভিন্ন পুঁথিতে মূল মন্ত্রের ও গেয়-গানের স্বরচিহ্নের রূপান্তরাদি পরিদৃষ্ট হয়। একই গান বিভিন্ন সুরে গীত হইত, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

(২) প্রমং২ হিষ্ঠায়। গা৫ যতা। ঋতা২১বে২। বৃহাতা১ই শূ২। ক্র। শো চা২৩ইষা ই। উপ। স্তুয়াতো২। হুবাই। হো৩বা৩। স ও২৩৪বা। গ্না৫য়া৬হাই॥ ১॥ *

(৩) প্রমং২ হিষ্ঠায় গা। ইয়া৩৪৩ঈ৩৪য়া। যত ঋতাবে বৃহতে শুক্রশো২। হো২। হুা২ই। চাইষা২ই। উপা৩হো ই। স্তুতা৩হো। সো অগ্না২৩য়া ৩৪৩ই। ঔ২৩৪৫। ই। ডা॥ ১॥ *

(৪) প্রমং২ হিষ্ঠায় গায়তা। প্রমং২ হিষ্ঠো বা। যাগায়ত। ঋতা২৩বা৩৪ই। বৃহতে শুক্রশো। চা৩ইষাই। উপো হো বা৩হা ই। স্তুতো হো বা৩হা৩ স ও২৩৪৫ই। ডা॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্তোতারঃ' (হে অর্চ্চনাকারিণঃ মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ) যূয়ং 'উপ' (সমীপাগতায়, হৃদি অধিষ্ঠিতায়) 'মংহিষ্ঠায়' (দাতৃতমায় জনহিতকারিণে) 'ঋতাবে' (সত্যবতে, সৎস্বরূপায় ইতি যাবৎ) 'বৃহতে' (মহতে, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনে) 'শুক্রশোচিষে' (দীপ্ততেজসে, প্রভূত-

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ১০৩ম সূক্তের অষ্টম ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গান চারিটী। প্রথম গানদ্বয়ের নাম—প্রমংহিষ্ঠীয়; গানের ঋষি-ইন্দ্র। তৃতীয় গানের নাম—প্রমংহিষ্ঠীয় বা আনীত; গানের ঋষি—ইন্দ্র বা বশিষ্ঠ। চতুর্থ গানের নাম—প্রমংহিষ্ঠীয়; গানের ঋষি—ইন্দ্র।

(প্রজ্ঞায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'গায়ত' (স্তবত, অর্চ্চয়ত, তৎ অনুসারিণঃ ভবত)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ জ্ঞানার্জ্জনায় আত্মনঃ চিত্তবৃত্তিনিবহান্ উদ্বোধয়তি। (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অর্চ্চনাকারী আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা হৃদয়াধিষ্ঠিত দাতৃ-শ্রেষ্ঠ, সৎস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, দীপ্ততেজঃসম্পন্ন জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর—তাঁহার অনুসারী হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। এখানে সাধক জ্ঞানার্জ্জনে আপনার চিত্তবৃত্তিনিবহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।) ॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বাদশ খণ্ডে—সেয়ং প্রথমা। প্রয়োগোভার্গব ঋষিঃ। ছন্দঃ ককুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে উপস্তোতারঃ! হে উপস্তোতারঃ! যূয়ং মংহিষ্ঠায় দাতৃতমায় ঋতাবে, যজ্ঞবতে সত্যবতে বা বৃহতে মহতে শুক্রশোচিষে দীপ্ততেজসে অগ্নয়ে প্রগায়ত স্তোত্রং পঠত॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ০:০ X ০:০ ——

এই সাম-মন্ত্রের প্রার্থনা সরল ও সহজ-বোধ্য। মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিব্যক্ত। জ্ঞানদেব যে সেই সচ্চিদানন্দ সৎস্বরূপেরই অংশীভূত, বিশেষণ-সমূহে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানের দাতৃত্ব-শক্তি অপরিসীম। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তজনের ভগবৎ-প্রাপ্তিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সৎস্বরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত বলিয়া সদ্‌জ্ঞান ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতুভূত। তাই সে জ্ঞান সৎ—সে জ্ঞান সৎসম্বন্ধযুত। যে জ্ঞানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করায়, তাহাই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। সেই জন্যই সৎস্বরূপ জ্ঞানদেব 'বৃহতে' বিশেষণে বিশেষিত।

মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—যদি তাঁহাকে পাইতে চাও, তাঁহার ন্যায় গুণবিশেষণে বিশেষিত হইতে চেষ্টা কর; তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার চিন্তায় উৎসৃষ্ট-প্রাণ হও। তিনি নির্গুণ গুণাতীত; আবার তিনি সগুণ গুণময়। তিনি নিরাকার, আবার তিনি সাকার, আবার তিনি একাকার। তোমাকে তৎসন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তোমাকে তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তোমাকে তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। আগে গুণের অধিকারী হও; তবে তো গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে! গুণ-বিশেষণ দেখিয়া, গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও; তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে! বিশেষণ দেখিয়া বিশেষণের

অধিকারী হইতে হইবে। তিনি দাতৃশ্রেষ্ঠ; সুতরাং তোমাকেও দাতা-শিরোমণি হইতে হইবে। তোমাকে প্রাণ খুলিয়া পরোপকারে নিযুক্ত হইতে হইবে। তিনি সৎস্বরূপ; তাঁহাকে পাইতে হইলে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; তোমাকেও সৎকর্ম্ম-সাধনে, সচ্চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। এইরূপ নির্গুণ গুণাতীতে যে সকল গুণ-বিশেষণ আরোপিত হয়, তোমাকেও সেই সকল গুণ-বিশেষণের অধিকারী হইতে হইবে। তবে তো তুমি সেই সৎ-স্বরূপের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে!

ভক্তসাধক তাই আপন হৃদয়ের বৃত্তি-সমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে চিত্ত-বৃত্তিনিবহ! তোমরা কেন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছ? তোমাদের মধ্যেই তিনি বিদ্যমান আছেন? তোমরা মোহঘোরে ইতস্ততঃ কেন বৃথা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছ? তোমরা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হও, তাঁহার ভাবে ভাবিত হও, তাঁহার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হও। তিনি আপনি তোমাদের মধ্যে প্রকাশমান্ হইবেন। অজ্ঞানতার মোহঘোর দূরে অপসারিত কর, জ্ঞানের দিব্য-জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক। তিনি আপনিই হৃদয়ে উদয় হইবেন।

ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবান, সৎবান, বৃহৎ, দীপ্ততেজোবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর।" (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

যস্য ত্ব৺ সখ্যমাবিথ॥ ২॥

গেয়-গানং।

১ ২ ২ ১ ২ ২ ০

প্রাগো ৩ হাই। অগ্নে ৩ হাই। তবা ৩ ১ ঔ বা ২ ০। তো ২ ৩ ৪

৫ ২ ১র র ২ ১র ২ ১ ২ ১

ভীঃ। সুবীরাভিস্তরতি বাজকর্ম্মভিঃ। যস্যা ৩ হাই। ত্বা ৩ সা

5 ৫ ৪ ৫

২ ৩। খ্যামো বা। বা ৫ ই যো ৬ হাই॥ ২॥ *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের ত্রিংশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—বাজভৃদ্, বাজাভৃদ্ বা বাজাভর্ম্মীয়; ইহার গেয়-গানের ঋষি—ভরদ্বাজ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বং যস্য' (ত্বং যস্য জনস্য) 'সখ্যং' (সখিত্বং, মিত্রত্বং) 'আবিথ' (প্রাপ্নোসি ইত্যর্থঃ), যো জনঃ তবানুগ্রহং লভতে ইতি ভাবঃ ; 'সঃ' (স জনঃ এব) 'তব সুবীরাভিঃ' (ভবদীয়স্য শোভনবীর্য্যোপেতাভিঃ) 'বাজকর্ম্মভিঃ' (সদ্ভাবজননসমর্থাভিঃ) 'উতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ) 'প্রতরতি (প্রবর্দ্ধতে)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেব সর্ব্বরক্ষণসমর্থঃ; অতঃ ত্বং তস্য অনুগ্রহেণ সংসারসমুদ্রস্য পারং কাময়ামহে। (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি যে জনের মিত্রত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ যে জন আপনার অনুগ্রহ-লাভ করে), সেইজনই আপনার শোভনবীর্য্যোপেত সদ্ভাবজননসমর্থ রক্ষার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব সর্ব্বরক্ষণক্ষম ; অতএব, আমরা তাঁহার অনুগ্রহের দ্বারা সংসার-সমুদ্রের পার কামনা করিতেছি।)॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। দ্বয়োঃ সৌভরির্ঋষিঃ। ছন্দঃ ককুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে অগ্নে! তব উতিভিঃ রক্ষাভিঃ সঃ যজমানঃ প্র তরতি প্রবর্দ্ধতে। উতয়ো বিশেষ্যন্তে। সুবীরাভিঃ শোভনবীরাঃ পুত্রাদয়োঃ যাসু তাভিস্তথোক্তাভিঃ বাজকর্ম্মভিঃ বাজনামন্নানাং বলানাং বা কর্ম্ম রক্ষণং যাসু তাদৃশীভিঃ। হে অগ্নে! ত্বং যস্য যজমানস্য সখ্যং সখিত্বং মিত্রত্বং আবিথ প্রাপ্নোষীত্যর্থঃ সঃ প্র তরতীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তরতি বাজকর্ম্মভিঃ তিরতে বাজভর্ম্মভিঃ ইতি চ পাঠৌ। আবিথ আবরে ইতি চ॥ (১অ—১প্র—১১খ—১১দ—২সা)॥

দ্বিতীয় (১০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থে মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তাহা এই,—'হে অগ্নি, তুমি যাহার সখিত্ব প্রাপ্ত হও, সে তোমার অন্ন বা বলের রক্ষাকারী পুত্রাদি-রূপ রক্ষার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়।' অর্থাৎ—তোমার মিত্রভূত ব্যক্তি এতাদৃশ রক্ষার দ্বারা রক্ষিত হয় যে, তাহাতে তাহার বল লক্ষিত হইয়া যায়। ভাষ্যানুসরণে একজন ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আমনন করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি যাহার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষা দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়।"

আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুবীরাভিঃ' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে, 'শোভনবীরাঃ পুত্রাদয়োঃ যাসু তাভিস্তথোক্তাভিঃ'; আর 'বাজকর্ম্মভিঃ' পদের তিনি অর্থ করিয়াছেন,—

'বাজানামন্নানং বলানাং বা কর্ম্ম রক্ষণং যাস্থ তাদৃশীভিঃ'। তাঁহাতে ঐ দুই পদে ভাব হয় এই যে,—'যাহারা বল বা অন্নের রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ শোভনবীর্যসম্পন্ন পুত্রাদি দ্বারা।' বলা বাহুল্য, আমরা এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রের পদ—'সুবীরাভিঃ' ও 'বাজকর্ম্মভিঃ'। তাহা হইতে পুত্রাদির প্রসঙ্গ কেন টানিয়া আনা হয়? আমরা ঐ দুই পদের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'যে ব্যক্তির সখ্যতা ভগবান্ প্রাপ্ত হন, অথবা যিনি ভগবানের সখ্যতা লাভ করেন, তিনি শোভনবীর্য্যোপেত রক্ষার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন।' ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়? তাঁহার প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্জাত হয়। সত্ত্বের অধিকারী হইলেই সৎস্বরূপকে লাভের সামর্থ্য আসে। ভগবান্ সৎস্বরূপ। তাঁহার সকল কর্ম্ম—সৎ; তাঁহার সকল কর্ম্ম—শোভন-কর্ম্ম। তাঁহার বীর্য্য—শোভন-বীর্য্য। তিনি যে ভাবে যাহাকে রক্ষা করেন, তাহা সুশোভন আদর্শ মধ্যেই পরিগণিত। ইহাতে, বিশেষণ-বিরহিতের বিশেষণ-সমূহে, তত্তদ্বিশেষণে বিশেষিত হইবার উপদেশ আছে বুঝা যায়। উহাতে আর এক উদার ভাবও পরিব্যক্ত দেখি। উহাতে বুঝা যায়,—ভগবানের করুণা যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত হয়, তিনি যেমন সকলকে সমভাবে রক্ষা করেন, তুমিও সেইরূপ সর্ব্বজীবে সমদর্শী হও, পরোপকারে আর্ত্তের দুঃখ-বিমোচনে অভাবগ্রস্তের অভাব-দূরীকরণে জীবন-মন উৎসর্গ কর। ভগবানের সখিত্ব লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—আমি সর্ব্বভূতেই বিদ্যমান আছি, আমার নিকট সকলই সমান—'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু'। এই জানিয়া—এই বুঝিয়া, কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। তাঁহার প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই, তাঁহার সখিত্ব—তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হইবে। ভক্ত ভিন্ন, সাধক ভিন্ন, সৎকর্ম্মশীল ভিন্ন, তাঁহার সখিত্ব কে লাভ করিতে পারে? ভক্তের ভগবান্ বলিয়াই তিনি ভক্তসখা। ভক্তিতেই মুক্তি—ভক্তিতেই সখ্যতা। একমাত্র ভক্তি-ডোরেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারা যায়। শ্রীভগবান্ তাই নারদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন,—"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

সত্য-জ্ঞানের অভাবই—অজ্ঞতা। অজ্ঞতাই সকল দুঃখের আকর। অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে, সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট না হইলে, শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে—রিপু-দস্যুর ধ্বংস-সাধনে সমুৎসুক থাকিলে, সত্যের সন্ধান প্রথম প্রয়োজন। সত্যের অনুসন্ধান—সতের অনুসন্ধান—ধর্ম্মের অনুসন্ধান—সৎস্বরূপের অনুস্মরণ। অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়,—একমাত্র সত্যের দ্বারাই লোক-সমূহ বিধৃত বা সংরক্ষিত হইয়া আছে। যাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে, তিনিই ধৃত বা সংরক্ষিত হন; অর্থাৎ, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। সত্য—জ্ঞানেরই নামান্তর। সত্যকে চিনিবার পক্ষে—জ্ঞানকে বুঝিবার পক্ষে—সত্যই প্রধান সহায়,—জ্ঞানই প্রধান অবলম্বন। সত্যের সাহায্যে সৎকে পাইতে পারি; আবার জ্ঞানের সাহায্যেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ফলতঃ, আলোক-সাহায্যেই আলোক-লাভ সম্ভবপর; আলোক লাভ না করিলে—জ্ঞানলাভ না

হইলে—সত্যের অনুসরণ না করিলে—সংস্বরূপকে কখনই পাওয়া যায় না। তাই মন্ত্রের 'বাজকর্ম্মভিঃ' বিশেষণের সার্থকতা। কিন্তু হৃদয়ে অজ্ঞানতা থাকিলে অথবা অজ্ঞানান্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইলে, জ্ঞানলাভে অশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয়। দেবতাকে তাই বলা হইতেছে,—'আপনি এমন ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন, যাহাতে আমাদের হৃদয়ে অনায়াসে জ্ঞানের উদয় হইতে পারে—যাহাতে হৃদয়ে অবাধে অনাবিল সদ্ভাবের উদয় হয়;—যাহাতে আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে ধারণার সামর্থ্য জন্মে এবং সৎকর্ম্মরূপ সুফল সঞ্চিত হয়।'

মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে, তাহা এই,—'হে দেব, আপনি আমাদের মিত্রভূত হউন। আপনি মিত্রভূত না হইলে, আপনার অনুগ্রহ লাভ না করিলে, আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হইবে না। তাই প্রার্থনা,—আপনার রক্ষায় সুরক্ষিত হইয়া, আপনার কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া, আমরা যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই।' (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ১ ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরাতং দধন্বিরে।

৩ ২ ৩ ১ ২

দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥ ৩ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ ৪ ১ ৪১ ৫ ৪ ৫ ২র ১র র র ১

(১) তং গূ ৩ র্দ্ধা ৩ য়া স্ববর্ণরো বা। দেবাসো দেবমরা ২ তা

৭ ৫ ৪ ৫ ১ ৩

ইন্দধা বা। গ্না ৫ য়ো ৬ হাই ২ ৩। হো। ন্বা ২ ৩ ৪

৫ ২র ১র ১ ২ ১ ২

ইরাই। দেবত্রাহ। ব্যম ৩ হা ৩। হা ২ ইষা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১

২ ৩ ৪ ঔ হো বা। উ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥ *

• • •

৫ র র ৪ ৫ ২র ১র ২র ১ ২ ৩ ২ ১

(২) তং গূর্দ্ধয়া স্ববর্ণারাং। দেবাসো দাই। ব মরতা ২ ৩ ইং।

২ ৩ ২ ২ ৫ ২র ১ ৪

দধন্ব উরা। বা ৩। দে ২ ৩ ৪ বা। ত্রাহা ২ ৩। ব্যমো

৫ ৫ ৫

বা। হা ৫ ইষো ৬ হা ই ॥ ৩ ॥ *

• • •

৫ ২র ২র ২র ৪ ৫ ১র ৳ ৩ ৫ ১
(৩) ত্বং গূর্দ্ধয়া স্বোঁহোর্ণারাং। দেবা ২ সো ২ ৩ ৪ দে। বমরত্যা
৳ ০ ৫ ৩ ৫ ২ ৩
২ ইং। দা ২ ৩ ৪ ধা। বা ২ ৩ ৪ ইরাই। হা হো ২ ৩ ৪
৫ ২র ৳ ৩ ৫ ৩ ২ ৪
হা। দেবা ২ ত্রা ২ ৩ ৪ হা। ব্যমূ ৩ হা ৫ ই।
১ ১ ১ ১ ১
বা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'স্বর্ণরং' (সর্ব্বস্ত নেতারং) 'তং' (জ্ঞানদেবং) 'গূর্দ্ধয়া' (গূর্দ্ধয়, স্তুহি); উদ্বোধনায়াঃ ভাবঃ—হে মনঃ! ত্বং জ্ঞানানুসারী ভব ; 'দেবাসঃ' (দেবভাবসমন্বিতাঃ ভগবৎ-পরায়ণাঃ জনাঃ) 'দেবং' (দীপ্তিমন্তং, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'অরতিং' (সর্ব্বেষাং স্বামিনং, বিকার-রহিতং ভগবন্তং) 'দধন্বিরে' (গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ); হে মনঃ! ত্বং তেষাং অনুসারী ভূত্বা 'হব্যং' (পূজাং, বিহিতং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'দেবত্রা' (সর্ব্বান্ দেবান্) 'আ উহিষে' (অভিপ্রাপয়)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। মম মনঃ কর্ম্ম চ দেবত্বানুসারিণি ভবতাং—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। (১অ—১প্র —১২খ—১২দ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! সকলের নেতা সেই জ্ঞান-দেবতাকে তুমি স্তুতি কর ; (উদ্বোধনার ভাব এই যে,—হে মন! তুমি জ্ঞানানুসারী হও); দেবভাব-সমন্বিত ভগবৎপরায়ণ জনগণ, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত পরমৈশ্বর্য্যশালী, সকলের প্রভু নির্ব্বিকার ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন ; হে মন! তুমি তাঁহাদিগের অনুসারী হইয়া তোমার পূজাকে (বিহিত কর্ম্মকে) সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক। আমার মন ও কর্ম্ম যেন দেবত্বের অনুসারী হয়—ইহাই সঙ্কল্প।)॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। হে স্তোতঃ। তং প্রসিদ্ধমগ্নিং গূর্দ্ধয় স্তুহি। গূর্দ্ধয়তিঃ স্তুতিকর্ম্মা (নি০ ৩।১৪।৫)। কীদৃশং ? স্বর্ণরং সর্ব্বস্ত নেতারং সর্ব্বৈঃ যজমানৈঃ কর্ম্মাদৌ নেতব্যং বা। অথবা স্বর্গং প্রতি হবিষাং নেতারং। দেবাসঃ দীব্যন্তি স্তুবন্তীতি দেবা ঋত্বিজঃ

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ২৯ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানত্রয়ের নাম—সৌভর।

দেবং দানাদিগুণযুক্তং অরতিং স্বামিনং, যদ্বা অভিপ্রাপ্তব্যং দধন্বিরে ধন্বন্তি গচ্ছন্তি স্তুত্যাদিভিঃ প্রাপ্নুবন্তি। ধবির্গত্যর্থঃ। প্রাপ্য চ তেনাগ্নিনা দেবত্রা দেবান্। দেবমনুষ্যেত্যাদিনা দ্বিতীয়ার্থে ত্রা প্রত্যয়ঃ। হব্যং চরুপুরোডাশাদিলক্ষণং হবিঃ আ উহিষে অভিপ্রাপয়। বহেলিটি যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। (১অ—১প্র—১২দ—৩সা)।

তৃতীয় (১০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্তোতা! সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিকে স্তুতি কর। কিরূপ অগ্নি? তিনি 'স্বর্ণরং' অর্থাৎ সকলের নেতা, কর্ম্মপ্রারম্ভে যজমানগণের স্তোতব্য, অথবা স্বর্গলোকে দেবগণ-সমীপে হবিরাদির নয়নকর্ত্তা। ঋত্বিগ্‌গণ দানাদিগুণযুক্ত স্বামী অগ্নির অভিমুখে গমন করেন (তাঁহাকে প্রাপ্ত হন)। হে স্তোতা! সেই অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাও।' মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে স্তোতা! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি (হব্য) স্বর্গে লইয়া যান; ঋত্বিকগণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের ব্যাখ্যা অনেকাংশ ভাষ্যেরই অনুসারী হইয়াছে।

মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার কতকগুলি বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়। সেই বিশেষণগুলির বিশ্লেষণ করিলেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। জ্ঞানদেবতার প্রথম বিশেষণ "স্বর্ণরং।" ভাষ্যের অনুসরণে ঐপদের অর্থ হইয়াছে,—'সর্ব্বস্য নেতারং, কর্ম্মারম্ভে সর্ব্বেষাং নেতব্যং, যদ্বা—স্বর্গে দেবানাং সমীপে হবিষাং নয়নকর্ত্তারং'। ভাব এই যে, তিনি সকলের নেতা অর্থাৎ সকলকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দেন এবং তিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের কর্ম্ম-সমূহকে অর্থাৎ তাঁহাদের হৃৎসঞ্জাত সদ্ভাবনিবহকে বা ভক্তিসুধাকে দেবগণের নিকট সংবাহিত করেন। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গেলে, এখানে ভাব হয় এই যে,—অগ্নিদেব যাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত হবিঃ স্বর্গে দেবসমীপে পৌঁছিয়া থাকে, তাঁহাদের অর্চ্চনা দেবগণ প্রাপ্ত হন। এখানে নিবৃত্ত-কর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়। অগ্নিই বা কে, আর দেবগণই বা কে? কে কাহার নিকট কোন্ সামগ্রী পৌঁছাইয়া দিবেন? স্থূলবুদ্ধি জীবের যাহা নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত, তাহাতে তাহার আস্থা বড় কম; মানুষ তাহার দৃষ্টির অতীত অলৌকিক কিছুর সন্ধান করে। সে তাহার সহজ-জ্ঞানে বুঝিতে পারে না যে,—যিনি অগ্নিরূপে পুরোভাগে বিদ্যমান, তিনিই রূপান্তরে নামান্তরে বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান্ রহিয়াছেন। বিভিন্ন দেবগণ—সে তো তাঁহারই বিভূতি মাত্র! তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশমান মাত্র। দেবগণের নিকট স্বর্গে তিনি হবিরাদির বহন করেন অর্থাৎ স্বর্গে হবিরাদি নয়নকর্ত্তা। এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,— 'হে জগজ্জীবন! আর কেন মোহপঙ্কে ডুবিয়া থাকি? সারাজীবন মজিয়া রহিলাম, মোহ-ঘোর কাটিল না;—এবার আমায় উদ্ধার করুন। চারিদিক ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার ভেদ করিবার সাধ্য আমার নাই। জ্যোতিষ্মান্ আপনি; একবার জ্যোতী-

রূপে প্রকাশমান হউন। অন্ধ আঁখি উন্মীলিত হউক; আপনার মধ্যেই আপনার স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া কৃতার্থন্মন্য হই।'

জ্ঞানদেবতার আর একটী বিশেষণ—'দেবং'। অগ্নিদেবকে 'দেবতা' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—তিনি দীপ্তিদানাদি গুণযুক্ত, তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী। তিনি স্বপ্রকাশ—তাই তিনি দীপ্তিমান্। তাঁহার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় তত্ত্বজ্ঞানী ও কর্ম্মজ্ঞানী উভয়ের কার্য্য-কলাপেই প্রকটিত। তদ্বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি মোক্ষদান করেন। মোক্ষদান—শ্রেষ্ঠদান। সে দানের ইয়ত্তা আছে কি? তিনি অশেষদানশীল বলিয়াই তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাতে নিখিল ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ—তিনি স্বর্গাপবর্গ-প্রদানকর্ত্তা। তিনি ঐহিক পারত্রিক সকল কল্যাণ প্রদান করিতে সমর্থ। তিনি যজ্ঞের সঙ্কল্পিত ফল প্রদান করেন; তিনি দানাদিগুণযুক্ত দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ। ফলতঃ, যে ভাবে যে জন তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার নিকট তিনি সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন।

তিনি 'অরতিং' অর্থাৎ 'সর্ব্বেষাং স্বামিনং বিকাররহিতং বা।' অর্থাৎ, তিনি সকলের স্বামী, তিনি নির্ব্বিকার বিকাররহিত। ভগবান সংসারের সকল জীবে সকল পদার্থে নিত্য বিদ্যমান; অথচ, তিনি কাহারও সহিত বিজড়িত নহেন। পদ্মপত্রের জলের ন্যায় তিনি নির্ব্বাকার নির্লিপ্ত। তিনি আসক্তি-পরিশূন্য অক্ষর অব্যয়। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন,—'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি। কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ।' অর্থাৎ,—'তিনি নিরন্তর আত্মায় অবস্থিত আছেন বটে; কিন্তু আত্মার বিষয় অবগত নহেন। তিনি অন্তর্য্যামিরূপে আত্মাকে নিয়মিত করেন। তিনি কারণ-সহযুক্ত কারণের অধিপতি। তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই; তাঁহার অধিপতিও কেহ থাকিতে পারে না।' তিনি অক্ষর বিকারহীন। তিনি ক্ষয়রহিত। তিনি অক্ষয় অব্যয়। এই বিশ্ব তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশমান হইতেছে; তাঁহারই জ্যোতিঃ সকলকে জ্যোতিষ্মান করিয়া রাখিয়াছে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

মন্ত্রের শেষে বলা হইতেছে,—'হে মন! তোমার পূজায় সকল দেবগণকে প্রাপ্ত করাও।' এখানে নিষ্কাম কর্ম্মের আভাস পাই। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, তাঁহার নিকট সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক এখানে কৃতকৃতার্থ। তিনি রূপ চাহেন না; তিনি ধন চাহেন না; তিনি যশঃ চাহেন না; তিনি পুত্রকলত্রাদিজনিত সুখের আশায়ও প্রলুব্ধ নহেন। তিনি কেবল চাহেন—তাঁহার যজ্ঞ যেন তাঁহারই (ভগবানেরই) কর্ম্ম হয়; তাঁহার কার্য্য—যেন ভগবানের উদ্দেশ্যেই বিহিত হয়।'

কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। প্রবৃত্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত কর্ম্মে লইয়া যাইবে। ভগবান এবং বিভূতি অভিন্ন। 'অগ্নিদেবের সহিত দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাও' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—এমন ভাবে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও,—এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহাতে বিভূতিগণ-সহ ভগবান্ পরিতৃপ্ত হন।' মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেব!

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার কর্ম্মের ফলে, আমায় দিব্যজ্ঞান দান করুন। আপনি সকলের নেতা, আপনি দেব, আপনি বিকারহীন, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর। আপনি আমাদের পূজা গ্রহণ করুন, দেবগণ সে পূজা প্রাপ্ত হউন। আমাদের কর্ম্মের ফলে আমরা যেন দিব্যজ্ঞান-লাভ করি, দেবতত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হই এবং পরিশেষে আপনাতে লীন হইয়া যাই।' (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৩সা)॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২

মা নো হৃণীথা অতিথিং বসুরগ্নিঃ পুরুপ্রশস্ত এষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২

যঃ সুহোতা স্বধ্বরঃ ॥ ৪ ॥ *

গেয়-গানং।

৪S S ২Sর ১ ৭ ২ ১ ২A৩

(১) মা। নাঃ। হৃণী ৩ থা অতিথী ৩ ৎ। বা সুরা ২ ৩ ৪

৫ ২ র র ২ র র ২

গ্নীঃ। পুরো হো বা ৩ হা ই। প্রশো হো বা ৩ হা ৩।

২ ১ ৫ ৪ ৫

স্তও ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ ইষো ৬ হাই ॥ ৪ ॥ *

৪র ৫ ১ রর ৩ ৪ ৫ ২ A২

(২) মানো হাউ। হা ২ ৩ ৪। ণীথা অতিথিং। বা সূরা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১র ২ ১ ২ ১র ২ ১

গ্নাইঃ। পুরো ২ হো ই। প্র শো ২ হো। স্তা ২ ত ৪

র ৫র র ৫ ৪

এষা। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যো জ্ঞানদেবঃ) 'সুহোতা' (দেবানাং সুষ্ঠু আহ্বানকর্ত্তা), যশ্চ 'স্বধ্বরঃ' (শোভনযজ্ঞস্বরূপঃ, শোভনযজ্ঞনিষ্পাদকঃ বা) 'এষঃ' (হৃদি রাজমানঃ) সঃ 'অগ্নিঃ' (স জ্ঞান-

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ১০৩ম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী; দুইটী গানেরই ঋষির নাম সকৃথ বা সৌভর। গান-দুইটীর নাম—সামনী।

দেবঃ) 'পুরুপ্রশস্তঃ' (বহুভিঃ ঈড্যঃ) 'বসুঃ' (বাসকঃ, সর্ব্বস্য নিবাসহেতুভূতঃ) ভবতি। হে মনঃ! অস্মাকং মানসযজ্ঞে 'অতিথিং' (অতিথিবৎ প্রিয়ং তং অগ্নিং) 'নঃ' (অস্মাকং— হৃদয়াৎ ইতি যাবৎ) 'মা হৃণীথা' (মা হর, মা বিদূরয়, অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসরণায় অস্মাকং প্রবৃত্তিঃ সঞ্জাতা ভবতু—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। (১ম—১প্র—১২খ—১২দ—৪সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে জ্ঞানদেব দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বান-কর্ত্তা, যিনি শোভনযজ্ঞস্বরূপ, হৃদয়ে রাজমান সেই জ্ঞানদেব বহুজনের পূজনীয় এবং সকলের নিবাস-হেতুভূত হয়েন। হে মন! অতিথিবৎ প্রিয় সেই দেবতাকে (আমাদিগের মানস-যজ্ঞ হইতে) হরণ করিও না; অর্থাৎ, আমাদিগকে তাঁহাকে পাওয়াইয়া দেও। (জ্ঞানানুসরণে আমাদিগের প্রবৃত্তি সঞ্জাত হউক—ইহাই সঙ্কল্প।) ॥ (১ম—১প্র—১২খ—১০দ—৪সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। প্রয়োগোভার্গবঋষিঃ। সৌভরিঃ কাণ্বো বা। ছন্দঃ ককুপ্। দেবতা অগ্নিঃ। হে ঋত্বিক্-সঙ্ঘ! নঃ অস্মৎ-সম্বন্ধি-যজ্ঞে অতিথিং অতিথিবৎ প্রিয়ং অগ্নিং মা হৃণীথাঃ মা হর। কমগ্নিং? ইত্যত আহ। যঃ অগ্নিঃ সুহোতা সুষ্ঠু দেবানামাহ্বাতা স্বধ্বরঃ শোভনযজ্ঞো ভবতি। এষঃ অগ্নিঃ পুরুপ্রশস্তঃ বহুভিঃ স্তুতঃ বসুঃ বাসকশ্চ ভবতি তমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়। মা হৃণীথা অতিথিং ইতি ছন্দোগাঃ, মা হৃণীতামতিথিঃ ইতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (১১০) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্র মনঃ-সম্বোধনমূলক—আত্মোদ্বোধন-দ্যোতক। সাধক এ মন্ত্রে আপনি আপনাকে উদ্বোধন করিতেছেন। মনের চঞ্চলতা, চিত্তের বিক্ষুব্ধতা—স্বতঃপ্রসিদ্ধ। শাস্ত্রগ্রন্থে এতদ্বিষয়ের বহু আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। মনের চাঞ্চল্য—চিত্তের অস্থিরতা—বিদূরণে সমর্থ হইলে, সকল শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে।

চিত্তচাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। কিবা জড়-জগতে, কিবা অধ্যাত্ম-জগতে,—সর্ব্বত্রই চাঞ্চল্য-হেতু দারুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। লোকহিতব্রতধারী তপঃপরায়ণ ঋষি-মহর্ষিগণ তাই চিত্তস্থৈর্য্যের মাহাত্ম্য এবং চিত্তস্থৈর্য্যের অশেষ উপকারিতার ও কার্য্য-কারিতার বিষয় উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ-নিচয়ে চিত্তচাঞ্চল্য-নাশের ও মনঃস্থৈর্য্য-সম্পাদনের বিবিধ উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে, এ মন্ত্রে সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'মন! সংযত হও। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না।

জান-না কি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কত লাঞ্ছনা—কত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছ? যদি একবার পাইয়াছ, নিজ-কর্ম্মবশে পুনরায় হারাইও না। সৎপথে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হও; সংসারের মায়ামোহে আর নিমজ্জিত হইও না। তোমার অধঃপতনে, আমাদেরও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাই বলি, মন, ভগবৎপদে আত্মোৎসর্গ কর। তাহাই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হউক;—সেই অনুভাবনাই তোমার গতিমুক্তির কারণ। যে লক্ষ্যপথে ছুটিয়াছ, সেই লক্ষ্যপথ ধরিয়া ঐকান্তিকতা-সহকারে অগ্রসর হও। কাঙ্গালের ঠাকুর তিনি; অবশ্যই তিনি তোমাকে ক্রোড়ে স্থান দান করিবেন।'

এ মন্ত্রে অগ্নিদেবের কতকগুলি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সেই সকল বিশেষণে অগ্নি-নামে যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয়। তাহাতে বুঝা যায়—সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নি নয়। অথবা, অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তির গঠন করিয়া মানুষ পূজা-অর্চ্চনায় রত হইয়া থাকে, এ অগ্নি—সে অগ্নিও নয়। এ অগ্নি যাঁহার রূপকণা, এ অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ মাত্র, এ অগ্নি যাঁহার নাম-রূপ বা গুণের অংশীভূত, এখানে সেই তাঁহাকেই মনে করা হইয়াছে। এ অগ্নি, সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সংসার যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়;—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর, এ অগ্নি নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

মন্ত্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'বসুঃ' অর্থাৎ 'নিবাসহেতুভূতঃ' বিশেষণে তিনিই বিশেষিত,—যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান, আবার যাঁহাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত। বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত চকিত অর্জ্জুন শ্রীভগবানের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে এ তত্ত্ব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে; শ্রীভগবানের স্তোত্র-প্রসঙ্গে ভক্ত সাধক অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশনবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥"

বেদ-মন্ত্রে যে কয়েকটী গুণ-বিশেষণের উল্লেখ আছে, উদ্ধৃত স্তোত্রে সে সকলই বিশেষ-রূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। স্তোত্রে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছেন,—'হে দেব, তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ ও পৃথক পৃথক প্রাণিসকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদায় সর্পগণ ও দেবাদির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেক বাহু উদর বক্ত্র ও নেত্র-বিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু তোমার না অন্ত না মধ্য না আদি

দেখিতেছি। তুমি অক্ষয় পরব্রহ্ম, তুমি জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি নিত্য ও সনাতন ধর্ম্মের পালক, তুমি চিরন্তন পুরুষ। উৎপত্তিবিনাশরহিত, অমিতপ্রভাব, অনন্ত বাহু, চন্দ্র-সূর্য্যনেত্র, দীপ্তাগ্নিমুখ এবং স্বীয় তেজে বিশ্বসন্তাপক তোমাকে দেখিতেছি। স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তর এবং সমুদায় দিক একমাত্র তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে।' ইত্যাদি।

বেদ-মন্ত্রেরও প্রার্থনা ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বদেবময়। আমরা যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি, আপনি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া সৎপথে পরিচালিত করুন। আপনার কৃপা-কণা লাভ করিয়া আমরা যেন দুস্তর সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই।'

মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, সর্ব্বশেষে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"বাল-প্রদ, অতিথি, অনেকের স্তুত ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে যেন (কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক) অবরুদ্ধ না হন।" ভাষ্যের অনুসরণেই মন্ত্রের এই অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে! কিন্তু এরূপ অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইল, তাহা বুঝা সুকঠিন। (১অ—১প্র—১২থ—১২দ—৪সা)।

—•—

পঞ্চমং সাম।

৩ ৪ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১
ভদ্রো নো অগ্নিরাহুতো ভদ্রা রাতিঃ

২ ৩ ১ ১ ৩ ২
সুভগ ভদ্রো অধ্বরঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২র
ভদ্রা উত প্রশস্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৩ ৫ ২৲ ৩ ৪র ৫ ৫ ৩র ২র ১ ২ ১ ২
ভদ্রো ৪ নঃ। হো ই। অগ্নিরাহুতা ৬ এ। ভদ্রা রাতাইঃ। সুভগাভা

১ ৲ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১
৩। দ্রো ২ ধ্বা ২ ৩ ৪ রাঃ। ভদ্রা উ ২ ৩ তা ৩। প্রা

৪ ২ ৫
২ ৩ শা ৩। স্তা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হা ই ॥ ৫ ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তের উনবিংশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—দেবানীক অথবা পথ; গেয়-গানের ঋষি—পথ বা পকৃথ।

সামবেদ-সংহিতা।

(আগ্নেয়পর্ব্ব। কৌথুমী শাখা।)

(প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ।)

মূলং, গেয়-গানং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, সায়ণ-ভাষ্যং,
মর্ম্মার্থালোচনা প্রভৃত্যা সমন্বিতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

১৩৩০ সালাব্দাঃ।

সামবেদ-সংহিতা।

মুখবন্ধঃ।

বেদো হি নিখিলজ্ঞানানাং সকলধর্ম্মাণাং কেন্দ্রঃ। তৎ বিভিন্ন-মার্গানুসারিণঃ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুকূলং বিবিধতত্ত্বং বেদান্তর্গতং পশ্যন্তি। দৃষ্টিশক্ত্যাঃ তারতম্যানুসারেণ মন্ত্রা বৈচিত্র্যবিশিষ্টা বহুভাবদ্যোতকাঃ সন্তি। তৎ বেদস্য ব্যাখ্যায়াং বিভিন্নং বিপরীতং অর্থং পশ্যামঃ। পরন্তু বেদোঽভিন্নভাবজ্ঞাপকঃ। সত্যং যথা কদাপি ন মিথ্যা ভবতি, বেদস্তথা কদাপি ন বিভিন্নং বিপরীতং অর্থং প্রকাশয়তি। আধারভেদে সূর্য্য-রশ্মির্যথা বৈচিত্র্যং লভতে, বিভিন্নক্ষেত্রে বেদস্তদ্বৎ বিভাতি।

কর্ম্মানুসারেণ অদৃষ্টবশেন বয়ং বিভিন্নক্ষেত্রে নিপাতিতাঃ। কিন্তু অস্মাকং সর্ব্বেষাং লক্ষ্যোঽভিন্নঃ—পরমসুখলাভঃ। কর্ম্মাণি তল্লক্ষী-

ভূতানি সন্তু। তেন বয়ং পরমার্থং লভামহে। সাগরসঙ্গমাভিলাষিণ্যো নদ্যো যথা বিভিন্নমার্গপরিগ্রহেণ মহার্ণবং প্রাপ্নুবন্তি, অভিন্নলক্ষ্যাঃ সন্তো বয়ং তথা বিভিন্নমার্গেণ অভীষ্টং প্রাপ্নুমঃ। অতএব বেদস্য ব্যাখ্যায়াং বিরুদ্ধ-মতপোষকো জনোঽপি যদি সদ্‌বুদ্ধিপরায়ণো ভবতি, স হি জন্মনি জন্মান্তরে বা সজ্‌জ্ঞানং লভতে। তস্মাৎ কাময়ামহে বেদপাঠকা বেদব্যাখ্যাকারিণঃ সর্ব্বে সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্না ভবন্তু। তেন জগতঃ পরমশ্রেয়ো ভবেৎ।

খণ্ডোঽয়ং সামবেদস্য কৌথুমীশাখান্তর্গতস্য আগ্নেয়পর্ব্বণঃ ব্যাখ্যা-মূলকঃ। এতদ্ব্যাখ্যায়াং পূর্ব্বসূরিগণানাং সহায়তালাভঃ সর্ব্বথা উল্লেখ-যোগ্যঃ। অপিচ, কতিপয়দশতীনাং ব্যাখ্যাবঙ্গানুবাদাদিপ্রসঙ্গে মম সহ-কারিণঃ শ্রীমৎ-প্রমথনাথ-সান্যাল-বাবাজীবনস্য সাহায্যং স্মরণীয়ং। তৎ-কর্ম্মণা তস্মৈ ‘বেদরত্ন’ ইতি উপাধিং দদামি। উপসংহারে চতুর্ব্বেদ-ব্যাখ্যা-কর্ম্মণি সদ্‌বুদ্ধিপ্রদানায় ভগবন্তং বেদপুরুষং আহ্বয়ামি। তৎ-কৃপয়া সিদ্ধির্ভবতু। ওঁ তৎসৎ।

শ্রীশ্রী৺কাশীধাম।
১৩২৭ বঙ্গাব্দে মাঘস্য
দশম দিবসে লিখিতা।

নিবেদকঃ
শ্রীদুর্গাদাস-লাহিড়ী-দেবশর্ম্মা।
("পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়ঃ, হাওড়া।)

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আহুতঃ' (হবির্ভিস্তর্পিতঃ, অস্মাকং মানসযজ্ঞে সত্ত্বভাবাদিভিঃ প্রবুদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ভদ্রঃ' (কল্যাণবিধায়কঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'সুভগ' (হে শোভনদানসমর্থ অগ্নে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণাং চতুর্ব্বর্গফলানাং বিধাতঃ জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) 'রাতিঃ' (তব দানং—চতুর্ব্বর্গফলরূপং ইত্যর্থঃ) অস্মাকং 'ভদ্রা' (কল্যাণপ্রদং) ভবতু ইতি শেষঃ; তথা 'অধ্বরঃ' (অস্মাক যাগকর্ম্ম, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'ভদ্রঃ' (কল্যাণপ্রদং) ভবতু; 'উত' (অপিচ) 'প্রশস্তয়ঃ (অস্মাকং স্তুতয়ঃ) 'ভদ্রাঃ' (কল্যাণদায়িকাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেবঃ সকলকল্যাণনিলয়ঃ। স দেবঃ অস্মাকমশেষকল্যাণহেতুভূতঃ ভবতু, মোক্ষঞ্চ বিদধাতু। (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৫সা)।

বঙ্গানুবাদ।

আহুত অর্থাৎ আমাদিগের মানস-যজ্ঞে সত্ত্বভাবাদি-দ্বারা প্রবুদ্ধ জ্ঞানদেব, আমাদিগের কল্যাণ-বিধায়ক হউন। হে শোভনদানসমর্থ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গফলদাতা জ্ঞানদেব! আপনার দান আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউক; আর, আমাদিগের যজ্ঞ (সৎকর্ম্মানুষ্ঠান) আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হউক; এবং আমাদিগের স্তুতিসমূহ আমাদিগের কল্যাণদায়ক হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব সকল কল্যাণ-নিলয়; তিনি আমাদিগের অশেষকল্যাণহেতুভূত হউন, এবং মোক্ষের বিধান করুন।) ॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৫সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। ত্রিসৃণাং সোভরির্ঋষিঃ। আহুতঃ হবির্ভিস্তর্পিতোঽগ্নিঃ নঃ অস্মাকং ভদ্রঃ কল্যাণো ভবতু। হে সুভগ! শোভনধনাগ্নে! ভদ্রা কল্যাণী রাতিঃ দানং চ অস্মাকং ভবতু। ভদ্রঃ কল্যাণঃ অধ্বরঃ যাগশ্চ ভবতু। উত অপিচ ভদ্রাঃ কল্যাণ্যঃ প্রশস্তয়ঃ প্রশংসা স্তুতয়শ্চ ভবন্তু। (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৫সা)।

পঞ্চম (১১১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার বিষয় অসংখ্য। প্রার্থীর সংখ্যাও অগণ্য। কত প্রকারের প্রার্থনা লইয়া কত জন ভগবানের দ্বারে দণ্ডায়মান,—তাহার ইয়ত্তা আছে কি? ভগবানের করুণারও অন্ত নাই—তাঁহার দানেরও সীমা নাই। যাহার যাহা আকাঙ্ক্ষা, সে তাহাই চাহিয়া বসে,—বেদ-মন্ত্রের বিভিন্ন প্রার্থনায় সেই বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

ভাষ্যের অর্থ সরল সহজবোধ্য। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'আহুত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হউন। হে সুভগ অগ্নি! তোমার

দান আমাদের কল্যাণকর হউক,' স্তুতি কল্যাণকর হউক।" ব্যাখ্যার ও ভাষ্যের ভাবে সাধারণ যজ্ঞাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 'আহুতঃ' পদের যে অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকটিত, তদনুসারে যজ্ঞকুণ্ডস্থিত সাধারণ অগ্নি ভিন্ন অন্য কোনও ভাব উপলব্ধি করা সুকঠিন। 'আহুতঃ' পদের আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি, তাহাতে ঐ পদে সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যায়। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'অস্মাকং মানসযজ্ঞে সত্ত্বাবাদিভিঃ প্রবর্দ্ধিতঃ।' ভগবান সৎস্বরূপ; তিনি সদ্ভাব—সত্ত্বভাবের সহিত ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনি সত্ত্বভাবের অধিকারী—তিনি সত্ত্বভাবের জনয়িতা। যে হৃদয়ে সত্ত্বভাব বিরাজিত, সেখানেই তিনি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত। সদ্ভাবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। এই ভাব 'আহুতঃ' পদে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করি। সেই ভাব উপলব্ধ করিয়াই আমরা ঐ পদে 'আমাদের মানস-যজ্ঞে সত্ত্বভাবাদির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুভগ' পদের 'শোভনধনায়' অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। আমরাও প্রায় একইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অগ্নিদেব শোভনধন প্রদান করিতে সমর্থ, তাই তিনি 'সুভগ।' যাহা সৎ, যাহা সৎসম্বন্ধযুত, তাহাই শোভন,—তাহাই প্রশংসার্হ। এস্থলে সেই ধনের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। এ ধন পার্থিব ধন নহে; এ ধনের সহিত পার্থিব কলুষ-কলঙ্কের কোনও সংশ্রব নাই। এ ধন শাশ্বত অবিনশ্বর;—এ ধন ইহলোকে শান্তিময়, পরলোকে মোক্ষপ্রদ। এ দান—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গফল দান। সেই দানই সাধকের কামনার বস্তু—সেই দানই তাহার একমাত্র লক্ষ্য-স্থানীয়।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের প্রার্থনা—'আমাদের যজ্ঞ কল্যাণপ্রদ হউক।' হৃদয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। সে যজ্ঞ হিংসারহিত। যাজ্ঞিক সাধক হিংসারহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়, কামক্রোধাদি রিপুবর্গকে বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হয়,—দয়া-দাক্ষিণ্য-সরলতা-ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি হৃদয়ে জ্যোতীরূপে প্রকাশ পায়। সাধকের প্রার্থনা,—যজ্ঞের ফলে, হৃদয়ের অন্ধতামস দূর হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক, হৃদয়ে দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্ভাবনিচয়ের উদ্ভব হউক। তাহাই কল্যাণপ্রদ—তাহাই শ্রেয়ঃ-সাধক; তাহাই ভগবদ্-প্রাপ্তির সোপান। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের শেষ প্রার্থনা,—'আমাদের স্তুতি-সমূহ মঙ্গলপ্রদ হউক।' ভাব এই যে, আমরা যেন একমনে একপ্রাণে তাঁহাকে ডাকিতে সমর্থ হই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, ভগবান্ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা যেন তাঁহাকে ডাকার মত ডাকিতে পারি। আমাদের স্তবস্তুতিতে যেন কোনরূপ কপটতা না থাকে। আর আমরা তদুপলক্ষে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা যেন সৎসংশ্রবযুক্ত হয়। সৎকর্ম্মপ্রভাবে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইতে সমর্থ হইব। তাই ডাকি দেব! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও, চতুর্ব্বর্গধনদান-রূপ প্রভূত কল্যাণ-সাধন কর। আমরা, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার-সমুদ্রে তরিয়া যাই।' (১অ-১প্র-১২খ-১২দ-৫সা)।

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
যজিষ্ঠং ত্বাং ববৃমহে দেবং দেবত্রা হোতারমমর্ত্ত্যং।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং॥ ৬॥

গেয়-গানং।

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১র ১ র র র
যা ২৫ জি। ষ্ঠং ত্বা ৩ বা ৩ বৃমহাই। দেবং দেবত্রা হোতা
২ ১ ২ ১ ১ ১
২ ৩ রাং। আমর্ত্তিয়ং। আস্য যাজ্ঞা ২ ৩। স্যা ২ ৩ সূ ৩।
২ ৫
ক্রা ৩ ৪ ৫ তো ৬ হা ই॥ ৬॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'অস্য যজ্ঞস্য' (অস্মাকং আরব্ধকর্ম্মণঃ) 'সুক্রতুং' (শোভনকর্ত্তারং, সুনিষ্পাদকং) 'যজিষ্ঠং' (যাজকশ্রেষ্ঠং, ভগবতঃ শ্রেষ্ঠপূজকং ইত্যর্থঃ) 'হোতারং' (দেবানামাহ্বাতারং, দেবভাবপ্রদাতারং) 'দেবত্রা দেবং' (দেবেষু দীপ্তিদানাদিযুক্তং) 'অমর্ত্ত্যং' (মরণরহিতং, অবিনাশিনং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ববৃমহে' (বৃণীমহে, সম্ভজামহে, অনুসরামঃ ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানদেবঃ দেবত্বপ্রদায়কঃ; অতঃ বয়ং জ্ঞানানুসারিণঃ ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ। (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সুনিষ্পাদক, যাজক-শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানের শ্রেষ্ঠপূজক, দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা অর্থাৎ দেবভাব-প্রদাতা, দেবগণের মধ্যে অতিশয়রূপে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত, অবিনাশী (মরণরহিত) আপনাকে আমরা সম্যগ্‌রূপে ভজনা করি—অর্চ্চনা করি—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতাই দেবত্বপ্রদায়ক। অতএব, আমরা জ্ঞানানুসারী হই—এই সঙ্কল্প।)॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। হে অগ্নে! যজিষ্ঠং যষ্টৃতমং ত্বা ত্বাং ববৃমহে বৃণীমহে সম্ভজামহে। কীদৃশং ত্বাং? দেবত্রা দেবেষু মধ্যে দেবং অতিশয়েন দানাদিগুণযুক্তং।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ঊনবিংশ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ২৯ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—গৌতম বা সাধ্য।

হোতারং দেবানামাহাতারং। অমর্ত্ত্যং অবিনাশিনং। অস্য যজ্ঞস্য যাগস্য সুক্রতুং সুষ্ঠু কর্ত্তারং॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (১১২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ পরিব্যক্ত; তিনি দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের জনয়িতা, তিনি যাজকশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবগণের সন্তোষ-বিধানে হৃদয়ে দেবভাব আনয়নে একমাত্র পারদর্শী, তিনি দেবগণের মধ্যে অতিশয় দানাদিগুণযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় দাতৃশ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনি অবিনাশী মরণরহিত। এইরূপ বিবিধ বিভিন্ন গুণবিশেষণে তিনি বিশেষিত হইয়াছেন। জ্ঞান যে ভগবানের অঙ্গীভূত, এখানে তাহাই উপলব্ধ হয়। ভগবান্ নির্গুণ গুণাতীত। তাঁহাতে এরূপ গুণ-বিশেষণের আরোপ করিবার কারণ এই যে, আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই, সান্ত রূপগুণে বিভূষিত করিয়া, সান্তের মধ্য দিয়া, অনন্তের পথে অগ্রসর করাইবার জন্য ভগবানের নানা রূপ-গুণের পরিকল্পনা করা হয়। অরূপের অনন্তরূপ ধারণা হয় না; অগুণের অনন্তগুণ কল্পনা করা যায় না; তাই অরূপে রূপের সমাবেশ,—তাই অগুণে (নির্গুণে) গুণের আরোপ। তিনি অরূপ—তাই তাঁহার অনন্তরূপ; তিনি অগুণ (নির্গুণ);—তাই তাঁহাতে গুণের কল্পনা। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই, অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও, তাঁহার অনন্ত রূপ অনন্ত গুণ জানিয়াও, তাঁহাতে যে রূপ-বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আমাদের আত্মতৃপ্তির জন্য। আমাদের সান্ত-হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য বলিয়াই আমরা আবশ্যকানুসারে অনন্তে রূপগুণের আরোপ করি। লক্ষ্য—যদি সান্তের মধ্যে দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভগবানের বিভিন্ন রূপের ও বিভিন্ন গুণ-বিশেষণের পরিকল্পনা হইয়া থাকে।

মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, তাহা এই, 'হে দেব! আপনাকে যাজকশ্রেষ্ঠ জানিয়া আপনার শরণ লইলাম; আপনি আমাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিউন। হে দেব! আপনি দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা,—দেবভাবের জনয়িতা; আপনি আমাদের হৃদয়ে দেবভাব—সদ্ভাবসমূহ রক্ষা করুন। হে দেব! আপনি শাশ্বত অবিনাশী; আমাদিগের জন্মকারণ নিবারণ করুন আমাদিগকে সত্ত্বভাবের অধিকারী করিয়া দিউন। হে দেব! আপনি যজ্ঞেশ্বর; আপনি না আসিলে, আপনি হোতৃপদে অধিষ্ঠিত না হইলে, আমাদের যজ্ঞ যে সম্পন্ন হইবে না। প্রভু! তাই ডাকি দেব! আসুন,—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আমাদের জ্ঞানযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করুন। আমরা আপনাতে আত্মলীন হইতে সমর্থ হই। শরণ লইলাম—চরণ ধরিলাম; আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।'

মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্ত্তা; আমরা তোমার ভজনা করি।" (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৬সা)॥

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তদগ্নে দ্যুম্নমাভর যৎসাসাহা সদনে কঞ্চিদত্রিণং।

৩ ১ ২র ২ক ২র

মন্যুং জনস্য দূঢ্যং॥ ৭॥

• • •

গেয়-গান।

১ র র ৪ ২ ১র ২ ২

তদগ্নে দ্যু ৫ ম্নং। আভরো বা। যজ্ঞাসা ২ ২ হা। সদা ২ ৩

২ ১ ২ ১ ১

নাই। কাঞ্চদত্রা ২ ৩ ইণাং। মান্যুঞ্জনস্য দূ ২ ৩ হৌ। ঢা

S ৫র ৫ ৪

২ ৩ ৪ যাং। এ হিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা॥ ৭॥ *

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং, জ্ঞানরূপং ইতি যাবৎ) 'দ্যুম্নং' (অন্নং, পরমধনমিতি শেষঃ) 'আভর' (আহর, অস্মান্ প্রাপয় ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (যদ্ধনং) 'আসদনে' (যজ্ঞগৃহে—অস্মাকং হৃদ্রূপে ইতি যাবৎ) বর্ত্তমানং 'কিঞ্চিৎ' (কমপি, সর্ব্বমিতি ভাবঃ) 'অত্রিণং' (শত্রুং—রিপুরূপমিতি ভাবঃ) 'সাসাহা' (অভিভবতি); অপিচ, 'দূঢ্যং' (পাপবুদ্ধিরূপং শত্রুং—অস্মাকমিতি যাবৎ) তথা 'জনস্য' (লোকস্য) 'মন্যুং' (দৈন্যং, সৎকর্ম্মসাধনে অসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'সাসাহা' (অভিভব, বিদূরয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ তথাবিধং ধনং প্রদেহি, যদ্ধনং ন কেবলং অস্মাকং অপিতু সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং শত্রূন্ বিনাশয়িতুং শক্নোতি। (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৭সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি আমাদিগকে সেই জ্ঞানরূপ পরম ধন প্রাপ্ত করান, যে ধন আমাদিগের হৃদ্রূপ যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ রিপু-রূপ শত্রুকে অভিভূত করিতে পারে; অপিচ, আমাদিগের পাপবুদ্ধি-রূপ শত্রুকে এবং লোকের দৈন্যকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনে অসামর্থ্যকে অভিভব

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের উনবিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—সংবর্গ; ইহার গেয়-গানের ঋষি—জমদগ্নি।

করুন—দূর করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন, যে ধন আমাদিগের এবং সকল প্রাণীর শত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়।)॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৭সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। হে অগ্নে! তৎ ত্বায়ং অন্নং যশো বা আভর অস্মভ্যমাহর। যৎ যদা আসদনে যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমানং কঞ্চিৎ কমপি অত্রিণং অত্তারং রাক্ষসাদিকং সাসাহা অত্যর্থমভিভব। তথা দূঢ্যং দুর্ধিয়ং পাপবুদ্ধিং শত্রুং জনস্য মন্যুং ক্রোধং চ অভিভব। তদেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। দূঢ্যা দূঢ্যং ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৭সা)।

• • •

সপ্তম (১১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে প্রার্থনাকারী কেবল আত্মোন্নতিতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার প্রার্থনা—আমাদিগকে এমন ধনের অধিকারী করুন, যাহাতে আমাদিগের উৎকর্ষের সহিত বিশ্বসংসারের সকল প্রাণীরই আত্মোন্নতি সাধিত হয়। ভগবান বিশ্বপ্রেমিক; বিশ্বের হিতসাধনেই তাঁহার প্রীতি। মন্ত্র-মধ্যে সাধকের সেই বিশ্বহিতৈষণার বীজ নিহিত রহিয়াছে। আমরা যেন এমন আদর্শে অনুপ্রাণিত হই, আমরা যেন এমন আদর্শ বিশ্বসংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই, যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সারা সংসার আপনার প্রীতিবিধায়ক কার্য্য-সম্পাদনে জীবন-মন উৎসর্গ করিতে সমর্থ হয়,—সাধকের ইহাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

পাপবুদ্ধি, রিপুশত্রু এবং তাহাদের সহচর অসদ্বৃত্তি-নিবহ, মানুষকে সর্ব্বদা বিপথে পরিচালিত করে। হৃদয়ে জ্ঞান-যজ্ঞের উদযাপনে তাহারাই প্রধান অন্তরায়। তাহাদের প্ররোচনারই মানুষ বিপথে পরিচালিত হয়। সাধক তাই কহিতেছেন,—'আমাদিগকে এরূপ জ্ঞানধন প্রদান করুন, যাহার প্রভাবে আমাদের হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়; বিশ্বসংসার সে জ্ঞান-কিরণে উদ্ভাসিত হয়, আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল প্রাণী পাপশূন্য হইয়া, আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হয়।' (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৭সা)।

— — • —

অষ্টমং সাম।

২র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
যদ্বা উ বিশ্‌পতিঃ শিতঃ সুপ্রীতো মনুষো বিশে।

২উ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বিশ্বেদগ্নিঃ প্রতি রক্ষাꣳসি সেধতি॥ ৮॥

• • •

গেয়-গানং।

২ ১র   ৪   ৫   ১র র ২র ১ ২র   ১র
যদ্বা উ ২ ৩ বিশ্পতিঃ শিতাঃ। সুপ্রীতো মনুষো বিশে। বিশ্বা

২   ১ ২ ১ ২র   ৩ র ২ ১   ২   ৪ ৫
ইদা ২ ৩ গ্নীঃ। প্রতিরক্ষা। সিসেধতা। ঔ ৩ হো বা।

৪
হো ৫ ই। ডা ॥ ৮ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্পতিঃ' (বিশ্বপতিঃ, লোকপালকঃ) 'শিতঃ' (সত্ত্বাদিভিঃ প্রবর্দ্ধিতঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'সুপ্রীতঃ' (সুষ্ঠু প্রীতঃ সন্) যদা 'মনুষঃ' (মনুষ্যস্য) 'বিশে' (গৃহে, হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) 'যৎ' (যদা) 'বৈ উ' (বর্ত্ততে, অবতিষ্ঠতে), তদা 'বিশ্বা ইৎ' (সর্ব্বান্ এব) 'রক্ষাংসি' (শত্রূন্) 'প্রতিসেধতি' (নাশয়তি)। সত্ত্বাদিভিঃ প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ জ্ঞানদেবঃ লোকানাং অশেষহিতসাধনং করোতি ইতি ভাবঃ। (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপতি লোকপালক, সত্ত্বাদি দ্বারা প্রবর্দ্ধিত, জ্ঞানদেবতা, প্রীত হইয়া যখন মনুষ্যের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তখন নিখিল শত্রুগণকে বিনষ্ট করেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বাদির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া জ্ঞানদেবতা মনুষ্যের অশেষ হিতসাধন করিয়া থাকেন।) ॥ (১অ—১প্র—১২দ—১২খ—৮সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। বিশ্বমনা ঋষিঃ। ছন্দঃ উষ্ণিক্। দেবতা অগ্নিঃ। বিশ্পতিঃ বিশাং পতিঃ পালয়িতা শিতঃ হবির্ভিস্তীক্ষ্ণীকৃতঃ সোঽগ্নিঃ সুপ্রীতঃ সুষ্ঠু প্রীতঃ সন্ মনুষ্যঃ মনুষ্যস্য বিশে বিশ নিবেশনে (তু° প°) গৃহে যদ্বৈ যদা খলু বর্ত্ততে তদানীং অগ্নিঃ বিশ্বা ইৎ বিশ্বান্যেব তস্য বাধকানি রক্ষাংসি প্রতিষেধতি হিনস্তি। ষিধু গত্যাং ভৌবাদিকঃ। উ প্রসিদ্ধৌ। বিশে বিশে ইতি চ পাঠৌ ॥ (১অ—১প্র—১২খ—১২দ—৮সা)।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াৎ বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গঃ-প্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে আগ্নেয়পর্ব্বণি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি সমাপ্তং আগ্নেয়ং পর্ব্ব আগ্নেয়ং কাণ্ডং বা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের গেয়-গানের নাম—রাক্ষোঘ্ন; গেয়-গানের ঋষি—অগস্ত্য।

অষ্টম (১১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রে মানুষ-মাত্রকেই ভগবদনুসারী হইবার জন্য উদ্বোধিত করা হইতেছে। পূর্ব্ব-মন্ত্রে মানুষের মনের পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট করিয়া হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত করিবার প্রার্থনা প্রকটিত; আর এই মন্ত্রে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণের উপদেশ সূচিত হইয়াছে। প্রজ্ঞানরূপী ভগবান্ যখন হৃদয়পটে জ্ঞানের পূর্ণ জ্যোতিঃ বিকীরণ করেন, তখন আর ভাবনা থাকে কি? তখন অন্তর এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় পুলকে পুলকিত হয়। অন্ধতমসাচ্ছন্ন ঘনান্ধকার দিনে সূর্য্যরশ্মির বিচ্ছুরণে প্রকৃতি যেমন পুলক-স্নাত হন, জীব-জন্তুর যেমন আনন্দের অবধি থাকে না; সেইরূপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মোহমুগ্ধ হৃদয়ের ঘোর তমিস্রা অপসারিত হইয়া জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলে সংসার-তাপতপ্ত মানব পুলকে আত্মহারা হইয়া উঠে।

ভক্তের ভগবান্ তিনি। ভক্তের হৃদয়ে তিনি সদাবিরাজিত। যিনি ভক্তিডোরে তাঁহাকে একবার বাঁধিতে পারেন, তাঁহার আর ভাবনা থাকে কি? তিনি বিশ্বপতি, তিনি বিশ্বপালক, তিনি বিশ্বের হিতসাধনে সদা রত। হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান হইলে সকল দুঃখের অবসান হয়। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'তুমি বিশ্বহিতে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হও; তুমি নিখিল জনগণের মঙ্গল-সাধনে তৎপর হও। তিনি বিশ্বপাতা; তিনি তোমায় ত্রাণ করিবেন। তিনি তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, তিনি তোমার হৃদয়ের আধিপত্য গ্রহণ করিলে, তোমার হৃদয়ের সন্তান-সমূহ তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইবে। তোমরা দেবভাবে মণ্ডিত হইবে, তোমরা ভগদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িবে। তিনি যদি তোমাদের হৃদয়ে জ্ঞান-বহ্নি প্রজ্বালিত করেন, অন্তঃশত্রুর উন্মার্গগামিনী শক্তি একেবারে তিরোহিত হইবে। আনুকূল্যে এবং প্রভুত্বে বাধাবিঘ্নহীন হইয়া তোমরা পরমপথানুসারী হইতে পারিবে।'

মানুষ তুমি কি তাহা পারিবে না? তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া, তাঁহাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইবে না কি? যদি মোক্ষপথের পথিক হইতে চাও, যদি শত্রুনাশের অভিলাষ থাকে; তাঁহার চরণে শরণ লও,—তাঁহাতে নির্ভরপরায়ণ হও। তিনি বিশ্বপতি, বিশ্বপাতা; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি অবশ্যই পরিত্রাণ পাইবে॥ (১অ—১প্র—১২দ—১২খ—৮সা)॥

ইতি শ্রীশ্রীসামবেদ-সংহিতায়াঃ আগ্নেয়পর্ব্বণঃ শ্রীমদ্দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা-কৃতা বঙ্গানুবাদ-বিশদার্থ-সহিতা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ওঁ তৎসৎ। ওঁ তৎসৎ। ওঁ তৎসৎ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

আগ্নেয়পর্ব্ব। কৌথুমী শাখা।

আগ্নেয়পর্ব্ব। প্রথমঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মন্ত্র-সূচী।

অ।

আ।

—

ত।

দ।

ন।

প।

সম্পূর্ণ।

সামবেদ-সংহিতা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব।

মূলং, গেয়-গানং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ,
সায়ণভাষ্যং, টিপ্পনী, মর্ম্মার্থসমেতঞ্চ।

* * *

পূজনীয়-পণ্ডিত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণ
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণম্।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য বেদব্যাখ্যারতোঽধুনা।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা!
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে "পৃথিবীর ইতিহাস"-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব।

প্রথমা দশতি (প্রথমঃ খণ্ডঃ) *

* * *

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে।
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
শং যদ্গবে ন শাকিনে॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র ৪ ৫ ১ ১ ৩ ২ ৩ ৫ ১ ২র র
১। ওঁ। তদ্বোহোবা। গায় ২। সুতা ইসা ২ ৩ ৪ চা। পুরুহূতা।
৩ ২ ১ ২ ২
যসাত্বা ১ না ২ ই। শং যৎ। হা। ঔ ৩ হোই।
৩ ৫ ১ ৩ ৫র র
গা ২ ৩ ৪ বাই। না ২ শা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা।
২ ১ ১ ১ ১ ১
এ ৩। কিনে ২ ৩ ৪ ৫॥ ১॥

* * *

৫ র র ২ ১ র ২ ৩র ২
২। তদ্বোগায়া। সুতাইসচা ৩। পূরু ২ ৩ হূতা ৩ ৪ হা হো ৩।
১ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
যাসত্বা ২ ৩ ৪ নাই। শং যদ্গা ২ ৩ বে। নশৌ ২। হৌ ২।
১ ৫ ৪ ৫
হুবো ২ ৩ ৪। বা। কা ৫ ইনো ৬ হাই॥ ১॥

---

* অথ দ্বিতীয়াধ্যায় আরভ্যতে। ইতি আরভ্য অধ্যায়ক্রমে ইন্দ্র স্তুয়তে।

৫ র র র ৫ ২ র ১র ২র ১ র ১র
৩। তদ্বোগায় সুতেসচা ৬ এ। পুরুহূতায় সত্বনে। পুরু। হূতা।
১ ৭ ২ ৫ ২ ∧ ৩ ∧ ৩
বাসত্বা ২ ৩ না ৩ ৪ ই। শং যৎ। গোব। ও ২ ৩ ৪ বা।
১ ৪ ২ ৫
না ২ ৩ শা ৩। কা ৩ ৪ ৫ ইনো ৬ হাই ॥ ১ ॥

* * *

৫ র র র ৫ ২ র ১র
৪। তদ্বোগায় সুতে সচা ৬ এ। পুরুহূতায় সত্বনাই। শং যদ্গা
২ — ২ ১
২ ৩ বে। ঐ ২ হো ১ আ ২ ৩ ইহো। নশা ২ ৩।
১ ∧ ৩ ৫র র৩ ৩ ১ ১ ১ ১
কা ২ ইনা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (স্তোত্রং, কর্ম্ম) 'গবে' (জ্ঞানকিরণসমন্বিতায় জনায়, জ্ঞানিনে) 'ন' (ইব, যথা তথা, যুগপৎ ইতি ভাবঃ) 'শাকনে' (শক্তিমতে বা পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নায় দেবায়) 'শং' (সুখকরং, প্রীতিপ্রদং ভবতি); হে মম মনোবৃত্তয়ঃ। 'বঃ' (যূয়ং) 'সুতে' (বিশুদ্ধে সত্ত্বভাবে সতি) 'তৎ' (স্তোত্রং, কর্ম্ম) 'সচা' (সহ, সংহতা ভূত্বা) 'পুরুহূতায়' (বহুভিঃ পূজনীয়ায়, সকলানাং নমস্যায়) 'সত্বনে' (শত্রূণাং সাদয়িত্রে, পরমধনানাং প্রদাত্রে, দেবায় ইতি যাবৎ) 'গায়' (গায়ত, পূজয়ত)। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—সৎকর্ম্মণা যথা জ্ঞানিনঃ পরিতুষ্টা ভবন্তি, তথা পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো দেবঃ তৃপ্যতি; অতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্না ভূত্বা সৎকর্ম্মণা সহ বয়ং দেবারাধনায়াং প্রবৃত্তা ভবাম। ইত্যেবং সঙ্কল্প ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—১দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে স্তোত্র (অথবা, যে কর্ম্ম) জ্ঞানীর এবং পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতার যুগপৎ প্রীতিপ্রদ হয়; হে আমার মনোবৃত্তিনিবহ!—তোমরা বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবাপন্ন হইয়া, সেইরূপ স্তোত্রের সহিত (অথবা, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা) সকলজনের নমস্য, শত্রুগণের অভিভবকারী (অথবা পরমধনপ্রদাতা) দেবতাকে আরাধনা কর। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা যেমন জ্ঞানী পরিতুষ্ট হয়েন, সেইরূপ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতাও তৃপ্তিলাভ করেন; অতএব, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া, সৎকর্ম্মের সহিত আমরাও দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হইব—সঙ্কল্প করিতেছি।)॥ (২অ—১খ—১দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরম্॥

অথ প্রথমে খণ্ডে—সেয়ং প্রথমা। শংযুর্বার্হস্পত্যঋষিঃ। গায়ত্রীছন্দঃ। দেবতা ইন্দ্রঃ। হে স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'সুতে' অভিষুতে সোমে সতি 'পুরুহূতায়' বহুভির্যজমানৈরাহূতায় 'সত্বনে' শত্রূণাং সাদয়িত্রে (যদ্বা ধনানাং সনিত্রে দাত্রে) ইন্দ্রায় 'তৎ' স্তোত্রং 'সচা' সহ সংহতা ভূত্বা 'গায়' গায়ত। 'যং' স্তোত্রং 'শাকিনে' শক্তিমতে ইন্দ্রায় 'শং' সুখকরং ভবতি। 'গবে ন' যথা গবে যবসং সুখকরং তদ্বদিত্যর্থঃ॥ (২অ—২খ—১দ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সামের যে অর্থ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়, কেহ (ঋত্বিকই হউন, আর পুরোহিতই হউন, অথবা স্তোতৃবর্গের দলস্থ কেহ) যেন স্তোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'এস, সকলে সমস্বরে মিলিয়া স্তোত্র গান কর। গাভী যেমন যবের ভূসি বা ঘাস পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, বহু যজমানের আহ্বানীয়, শত্রু-বিমর্দ্দক অথবা ধনদাতা ইন্দ্র সেইরূপ ঐ প্রকার স্তোত্রগানে সুখ-লাভ করেন।'

এই প্রকার অর্থে এবং এই প্রকার উপমায়, বেদের মাহাত্ম্য কত দূর রক্ষিত হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

---

* মন্ত্রটীর তিন ভাষায় তিনটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এবং সায়ণ-ভাষ্যে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ উপলব্ধি করুন। মন্ত্রের অনুবাদ,—

বঙ্গভাষায়।—"হে স্তোতৃবর্গ)। ঘাস যেরূপ ধেনুর সুখকর হয়, সেইরূপ সোমরস অভিষুত হইলে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্র বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হইয়া গান কর।"

হিন্দীভাষায়।—"হে স্তোতাওঁ! তুম সোমকো অভিষুত হোনেপর বহুতসে যজমানোঁসে আহ্বান কিয়ে হুএ শত্রুওঁকো ঘটানেবালে অথবা ধনকে দেনেবালে ইন্দ্রকে অর্থ স্তোত্রকো ইকট্ঠে হোকর গান করো জো স্তোত্র শক্তিমান ইন্দ্রকো গৌকো ভূসকী সমান সুখদায়ক হোতা হৈ।"

ইংরাজী ভাষায়।—"Sing this beside the flowing juice to him your hero much invoked, to please him as a mighty bull."
এখানে 'শাকিনে' পদ 'গবে' পদের বিশেষণ দাঁড়াইয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তৎপক্ষে মন্ত্রান্তর্গত কয়টী পদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথম—"যৎ" পদ। ভাষ্যকার ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'স্তোত্রং' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা উহার অর্থে 'স্তোত্রং' ও 'কর্ম্ম' দুই-ই গ্রহণ করিতে পারি। ঋগ্বেদেও (৬ম—৪৫সূ—২২ঋ) এই মন্ত্রটী আছে। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, সেখানেও এই অর্থ ই সঙ্গত হইবে।

তার পর "গবে ন" পদদ্বয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'যৎ' পদের পরই ঐ দুই পদ লক্ষ্য করিবেন। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থ,—'গরু যেমন ঘাস খাইয়া বা ভুসি খাইয়া পরিতৃপ্ত হয়।' কিন্তু গো শব্দ-মূলক 'গবে' প্রভৃতি পদের বিষয় আমরা বহুস্থলে আলোচনা করিয়াছি। ঐ শব্দে প্রধানতঃ 'জ্ঞান-কিরণ' অর্থ ই প্রকাশ করে। তাহাতে "গবে ন" এই উপমায় "জ্ঞানকিরণসমন্বিত জন বা জ্ঞানি যেমন" এই ভাব আসে। তদনুসারে "যৎ গবে ন শাকিনে শং" এই মন্ত্রাংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) মর্ম্ম হয় এই যে,—'যে স্তোত্রে অর্থাৎ ভগবানের যেরূপ আরাধনায় অথবা যে কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানী যেমন তৃপ্ত হন, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতাও সেইরূপ তৃপ্ত হয়েন'; তাহারই বিষয় এখানে প্রখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানীর যাহাতে আনন্দ, দেবতারও তাহাই আনন্দ-হেতুভূত। সৎকর্ম্মেই জ্ঞান লাভ হয়; সৎকর্ম্মের দ্বারাই হৃদয়ে দেবভাব বিকাশ পায়। এই তত্ত্বই এখানে পরিস্ফুট।

তার পর আলোচ্য—মন্ত্রের সম্বোধন। ভাষ্যের এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের সকলেরই মত এই যে, স্তোতৃগণকে সম্বোধন করিয়া ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ স্তোতৃগণকে সম্বোধনের কারণ কি? বেদের কোনও মন্ত্রই কোথাও ব্যক্তিবিশেষের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয় নাই। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, বেদ-মন্ত্রসমূহ ত্রিবিধ উদ্দেশে প্রযুক্ত আছে। প্রথম—প্রার্থনা। কতকগুলি মন্ত্র কেবলই প্রার্থনা-মূলক। দ্বিতীয়—ভগবন্মহিমা-প্রকাশ। কতকগুলি মন্ত্র কেবলই ভগবন্মহিমা-প্রকাশক। তৃতীয়—আত্মোদ্বোধন। কতকগুলি মন্ত্রে কেবলই আপনাকে সৎকর্ম্মসাধনে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ঐ তিনের মধ্যেই নিত্যসত্যতত্ত্ব বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন, বেদমন্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। হয় তো কোথাও অর্থ-নিষ্কাষণে আমাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতে পারে; কিন্তু মন্ত্রের লক্ষ্য ঐ তিন ভিন্ন অন্যরূপ নাই। এতদনুসারে এই মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধন-মূলক মন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। এখানে "আপনাকে" অথবা "আপনার অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহকে" সম্বোধন করা হইয়াছে। "আপনাকে" অথবা "আপনার অন্তরস্থ বৃত্তি-সমূহকে"—এইরূপ "অথবা" পর্য্যায়ে অর্থ-কল্পনা করার তাৎপর্য্য আছে; কেন-না, মন্ত্রে "বঃ" এবং "গায়" পদদ্বয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। 'বঃ' পদটী মধ্যম পুরুষের দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ, এবং 'গায়' ক্রিয়াপদ লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনের পদ। ভাষ্যকার 'বঃ' পদের অর্থে "যুষ্মান' স্থলে যুয়ং' পদ (প্রথমার বহুবচনের পদ) আমনন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে "গায়" পদের প্রতিবাক্যে (একবচনের স্থলে) "গায়ত" (বহুবচনের) ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ক্রিয়াপদ অব্যাহত রাখিয়া ঐ ক্ষেত্রে "বঃ" পদের প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিতে গেলে "ত্বং" পদ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইত। তাহা হইলে সম্বোধনে "হে মনঃ" অথবা

"হে জীব" পদ পরিগ্রহণের আবশ্যক আসিত। সে পক্ষেও এই ভাবার্থই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থ করা যাইতে পারিত। তাহাতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইত,—'হে আমার মন! তুমি সত্ত্ব-ভাবান্বিত হইয়া, সকলের নমস্য পরধন-প্রদাতা সেই দেবতাকে স্তোত্রকর্ম্ম বা সৎকর্ম্মের দ্বারা আরাধনা কর।' যাহা হউক, 'বঃ' পদের 'যূয়ং' প্রতিবাক্য গ্রহণানন্তর অর্থ করিলেও, সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সেই পথে ভাষ্যানুসরণেই অগ্রসর হইয়াছি। তাহাতে ক্রিয়ার বচন বদলাইতে হইয়াছে।

উপসংহারে 'গায়' পদের মর্ম্মার্থ বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। 'গৈ' ধাতুর অর্থ—'শব্দ'। 'শব্দ করা' হইতেই 'গান করা' অর্থ আসে। আর তদনুসারেই "গায়েয়ুঃ সাম সামগাঃ" প্রভৃতি বাক্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মনে করিয়া দেখুন দেখি,—ঐ গান করার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? সঙ্গীতে চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়,—মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হইয়া আসে। তাই মন্ত্রোচ্চারণে সঙ্গীতের ব্যবস্থা। মূল লক্ষ্য—ভগবানের অর্চ্চনা বা পূজা ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। আমরা তাই "গায়" পদের প্রতি-বাক্যে "পূজয়ত" পদ ব্যবহার করিয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে 'গায়' পদে পূজা-আরাধনার ভাবই প্রকাশ করে। ভগবানের আরাধনা কেবল যে তোতাপাখীর ন্যায় স্তোত্র উচ্চারণে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা মনে করি না। "যৎ" ও "তৎ" পদে সে ভাবই পরিব্যক্ত। 'যে মন্ত্র' বা 'যে কর্ম্ম' বলিতে—একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকে। সে আকাঙ্ক্ষা,—তেমন স্তোত্র বা তেমন কর্ম্ম করিতে যেন সমর্থ হই, সে স্তোত্রে বা যে কর্ম্মে যুগপৎ জ্ঞানিগণ ও দেবগণ উভয়েই প্রীত হন। তাহাতেই আমরা দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমাদের মধ্যে দেবভাবের সমাবেশ হয়। ফলতঃ, এই মন্ত্রে কর্ম্মের (অথবা, স্তোত্র-মন্ত্রের) একটী লক্ষণ দেখিতে পাই; যে সৎকর্ম্ম বা যে স্তোত্র যুগপৎ জ্ঞানীর ও দেবতার সুখকর, তাহাই অনুসরণীয়। ইহাই এখানকার উপদেশ। এইরূপ ভাবই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে নিষ্কাষিত হয়। (২অ—১খ—১দ—১সা)।

প্রথম সাম-সম্বন্ধে টিপ্পনী।

"তদ্বো গায়" এই মন্ত্র হইতে সামবেদের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনটী অধ্যায় ইন্দ্রদেবের স্তবে বিনিযুক্ত। এই জন্য এই অধ্যায়-ত্রয়কে 'ঐন্দ্র-কাণ্ড' বা 'ঐন্দ্র-পর্ব্ব' বলা হয়।

১। এই মন্ত্রের ঋষি-বিষয়ে সাধারণতঃ ভাষ্যে এইরূপ উক্ত আছে,—"শংযুর্বার্হস্পত্য-ঋষিঃ।" কিন্তু বিবরণকারের উক্তি,—"ভরদ্বাজস্যার্ষম্"। ফলতঃ, দুই মতে দুই ঋষির সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। তার পর, এই মন্ত্রের স্বর সম্বন্ধে সামান্য একটু পাঠান্তর দেখিতে পাই। কোনও কোনও পুঁথিতে (মুদ্রিত গ্রন্থে) 'সুতে' পদের "ত" এর শীর্ষদেশে "১" চিহ্ন এবং কোনও কোনও পাঠে "১র" চিহ্ন আছে। মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

২। মন্ত্রান্তর্গত 'বঃ' পদ-বিষয়ে লিখিত আছে,—"দ্বিতীয়াবহুবচনমিদং প্রথমৈকবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং' ইতি; 'অন্তরাত্মন এবায়ং প্রৈষঃ, হে মদীয়ান্তরাত্মন্!' ইতি চ বিবরণকারমতম্।"

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যন্তে নূনঁ৺শতক্রতবিন্দ্র দ্যুম্নিতমো মদঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র

তেন নূনং মদে মদেঃ ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ র র র ১ র — ১ ২র ১ র

যস্তেনূনা৫৺ শতক্রতাউ। ইন্দ্র দ্যুম্নিতমো মা ২ দাঃ। তেন নূনা

২ ১ S ২ ১ ১ ১ ১

২ ৩ স্মা। দাই মা ৩ উবা ৩। দে ২ ৩ ৪ ৫ঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (অশেষপ্রজ্ঞানস্বরূপ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'তে' (তব) 'দ্যুম্নিতমঃ' (দীপ্ততমঃ- স্বপ্রকাশশীল ইতি যাবৎ) 'যঃ' (প্রসিদ্ধং, সাধকৈরনুভূতঃ) 'মদঃ'

এখানে দেখিতেছি, আমরা যে ভাবে মন্ত্রটিকে আত্মোদ্বোধন মূলক বলিয়া মনে করিয়াছি, বিবরণকারের মনেও সেই ভাব জাগরূক হইয়াছিল।

৩। 'সত্বনে' পদ-বিষয়ে লিখিত আছে,—"সত্বনে ষণু দানে ইত্যস্তৈতদ্রূপং, দাত্রে স্তোতৃভ্যঃ" ইতি বিবরণকারমতং। এইরূপে 'সত্বনে' পদে শত্রুনাশক স্থলে 'স্তোতৃভ্যঃ' ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

৪। "সচা সহ ইত্যর্থঃ"—ইহা নিরুক্তের মত। নি॰ ৫।১।

৫। 'শাকিনে' পদের মূল—"শকনং শাকঃ শক্তিঃ।"

৬। সায়ণ-ভাষ্যে "গবে ন" পদের প্রতিবাক্যে "যথা গবে যবসং" বাক্যাংশ প্রযুক্ত দেখি। উহার 'যবসং' পদের টিপ্পনীতে ব্যাখ্যাকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"যবসং যু-অসচ. ঘাসং তৃণম্।" ঐ পদের অর্থ ঘাস ও তৃণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

৭। বিবরণকারের মতে, 'শাকিনে' 'গবে' পদদ্বয় পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ। এ বিষয়ে সামশ্রমী মহাশয়ের (এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকের) টীপ্পনী; যথা,—"বিবরণ মতে 'শাকিনে' 'গবে' ইতি বিশেষ্য-বিশেষণে। তথা চ যথা কশ্চিৎ কৃষীবলঃ শক্তিমতে বৃষভায় সুখকরাঃ স্তুতীরুচ্চারয়তি, তদ্বদিন্দ্রস্য সুখকরং স্তোত্রমুচ্চারয়েত্যর্থঃ সম্পন্নঃ।"

৮। গেয়-গান-চতুষ্টয়ের ঋষি প্রভৃতি বিষয়ে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাই; যথা,—"রৌদ্রে দ্বে মার্গীয়বে দ্বে, অপি বা মার্গীয়বং চ রৌদ্রে চ মার্গীয়বং চ, সর্ব্বাণি বা রৌদ্রাণি সর্ব্বাণি বা মার্গীয়বাণি। ইত্যাদ্যেবং।" গেয়-গান ও পাঠান্তরাদি-বিষয়ে এবং এই সকল টিপ্পনীর অনেক স্থলেই আমরা 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' সংস্করণ লক্ষ্য করিয়াছি।

(শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ, পরমানন্দময়রূপঃ) অস্তীতি শেষঃ ; 'নূনং' (ইদানীং, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নে দিনে ইতি ভাবঃ) 'তেন' (প্রসিদ্ধেন) 'মদে' (মদেন, শুদ্ধসত্ত্বেন) 'নূনং' (নিশ্চিতং, কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'মদেঃ' (অস্মান্ মাদয়, সত্ত্বভাবান্বিতান্ বা পরমানন্দবিশিষ্টান্ কুরু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! তব শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন কৃপয়া অস্মান্ সত্ত্বভাবসম্পন্নান্ তথা পরমানন্দযুতান্ কুরু।' (২অ—১খ—১দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অশেষপ্রজ্ঞানস্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যশালী হে দেব। আপনার দীপ্ততম স্বপ্রকাশশীল যে (সাধকের অনুভূত) শুদ্ধসত্ত্বভাব (পরমানন্দময়রূপ), সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, ইদানীং—আমাদিগের এই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবস্থায়, কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সত্ত্বভাবান্বিত পরমানন্দবিশিষ্ট করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সত্ত্বভাবান্বিত সুতরাং পরমানন্দযুত করুন।')॥ (২অ—১খ—১দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ দ্বিতীয়া। শ্রুতকক্ষঋষিঃ। অত্র সোমঃ স্তূয়তে। হে 'শতক্রতো'। শতবিধপ্রজ্ঞান। হে 'ইন্দ্র'। 'দ্যুম্নিতমঃ' যশস্বিতমঃ 'যঃ মদঃ' (মাদ্যন্ত্যনেন মদঃ সোমঃ) যঃ সোমঃ 'নূনং' পুরা 'তে' ত্বদর্থং অস্মাভিরভিষুতোঽস্তি, তেন অস্মাভির্দীয়মানেন সোমেন 'নূনং' ইদানীং 'মদে' তৎপানেন তব মদে, সঞ্জাতে সতি অস্মানপি 'মদেঃ' ধনাদিদানেন ত্বং মাদয়। (মদী হর্ষে, অত্রান্তর্ভাবিতণ্যর্থঃ, ছন্দসি বহুলং ইতি শপ্)॥ (২অ—১খ—১দ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—*—

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিয়া মনে হয়,—যেন মদ্যপকে মাদকদ্রব্য দিয়া মত্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে অভীষ্ট সামগ্রী আদায় করার চেষ্টা হইতেছে। প্রচলিত একটি অনুবাদ; যথা,—"হে শতক্রতু ইন্দ্র। যে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্ব্বকালে তোমার জন্য আমরা অভিষব করিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রমত্ত হইয়া ইদানীং আমাদিগকে প্রমত্ত কর।"

ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"হে শতবিধপ্রজ্ঞান ইন্দ্র। যশস্বিতম যে সোমরস পুরাকালে তোমার জন্য আমরা অভিষুত করিয়া রাখিয়াছি, সেই (আমাদের কর্ত্তৃক দত্ত) সোমরসের দ্বারা এখন মত্ততা জন্মিলে অর্থাৎ তাহা পানে তোমার মত্ততা আসিলে, আমাদিগকে ধনাদি দিয়া সন্তুষ্ট কর।"

এই তো প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অবস্থা। এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তৎপক্ষে এই মন্ত্রের অন্তর্গত তিনটী 'মদ' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। কেন-না, এই তিনটী 'মদ' শব্দের অর্থ লইয়াই যত কিছু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথম 'মদঃ' পদের অর্থ ('মাদ্যন্তি অনেন' অর্থাৎ যাহার দ্বারা মত্ত হওয়া যায়—এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা) "সোমরস" লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতে চাই—এই "মদ" পদ 'মদ হর্ষে' এই হর্ষবাচক 'মদ' ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন। 'মাদ্যন্তি হৃষ্যন্তি অনেন ইতি মদঃ'; অর্থাৎ, যাহার দ্বারা লোক হৃষ্ট আনন্দিত হয়, তাহাই মদ; আমরা বলি, এখানে মদ পদের ইহাই ব্যুৎপত্তি। অর্থ—শুদ্ধসত্ত্বভাব। শুদ্ধসত্ত্বভাব জন্মিলে, আনন্দ জন্মে। হৃদয়ে যতদিন শুদ্ধসত্ত্বভাব না জন্মে, ততদিন প্রকৃত আনন্দ সঞ্জাত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা লোক যে হৃষ্ট বা আনন্দিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আরও দেখুন, ভাষ্যকার দ্বিতীয় 'মদে' পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"মদে তৎপানেন তব মদে সঞ্জাতে সতি"; অর্থাৎ, সেই সোমরস পানের দ্বারা তোমার 'মদ' অর্থাৎ মত্ততা জন্মিলে। সাধারণের ধারণা,—সোমরস মাদক-দ্রব্য, তাহা পান করিলে মত্ততা হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে "তৎপানেন" পদের দ্বারা সেই মত্ততার ভাবই আনয়ন করে। এইরূপে সিদ্ধান্তিত হয়, সোমরস পানের প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে ইন্দ্রদেবকে মাদকসেবী (মাতাল) বলা হইয়াছে। মাদকসেবী মাদক দ্রব্যের দ্বারা মত্ত হইয়া তাহার নিজের যাহা কিছু প্রায় সকলই মাদক-দ্রব্য-দানকারীকে দিয়া থাকেন—তদনুসারে এইরূপ ভাবই আসিয়া থাকে। ব্যাখ্যাদিতে সেই ভাবই প্রকটিত। *

আমরা কিন্তু প্রথম "মদঃ" পদে 'আনন্দ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় 'মদে' পদে, আমরা মনে করি, তৃতীয়া বিভক্তির ব্যত্যয়ে সপ্তমী ঘটিয়াছে। তাহাতে "তেন মদেন" এইরূপ পদ দাঁড়ায়। † তাৎপর্য্য—'হে ভগবন! আপনার দীপ্ততম অজ্ঞানতানাশক যে শুদ্ধসত্ত্বভাব-বিভূতি আছে, তাহা প্রসিদ্ধ। সাধকগণ ভক্তগণ তাহা অনুভব করেন। সেই সত্ত্বভাব-বিভূতির দ্বারা আমাদিগকে (মদেঃ) আনন্দিত করুন।' উপসংহারে তৃতীয় "মদেঃ" পদের অর্থ আলোচনা করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ভাষ্যকার এই 'মদেঃ' পদটী 'লিঙন্ত' হর্ষবাচক 'মদ' ধাতুর উত্তর বিধিলিঙের মধ্যমপুরুষের একবচনে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অর্থ লিখিয়াছেন—'মদেঃ ধনাদিদানেন মাদয়স্ব'; অর্থাৎ,—'আমাদিগকে ধনাদি দিয়া সন্তুষ্ট কর।' ইহাতে এই ভাব আসে যে,—"আমরা সাধারণ ধন-প্রার্থী; তাহা পাইবার আশায় সোমরস দিয়াছি। সোমপানে তৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে

---

* মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে স্পষ্টতঃ প্রকাশ, এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে মদ্যপানে আনন্দ করিতে বলা হইয়াছে। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

"O Satakratu Indra, now rejoice with that carouse of thine."

† দেখিতে পাই, বিবরণকারের ব্যাখ্যায়ও এই মত পরিগৃহীত হইয়াছে।

ধনাদি দানে সন্তুষ্ট করুন।' এ অতি হীন ভাব। আমরা বলি, এখানেও 'মদ' ধাতুর অর্থ—হর্ষ বা আনন্দ। সুতরাং 'মদেঃ' পদের সাধারণ অর্থ—'আনন্দিত কর।' ধনাদি পদ অধ্যাহার করা আবশ্যক। ভাব সঙ্গতি দৃষ্ট-পদে রক্ষা হইলে, অদৃষ্ট-পদ কল্পনা কল্পনা মাত্র। তাই আমরা 'মদেঃ' পদের প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিলাম। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মন্ত্রের ভাব আসে,—'জ্ঞানের আধার হে ভগবন্! আপনার সত্ত্বভাবে আমাদিগকে সত্ত্বভাবান্বিত সুতরাং পরমানন্দিত করুন।' (২অ—১খ—১দ—২সা)।

দ্বিতীয় সাম-সম্বন্ধে টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রের ঋষি 'সুতকক্ষঋষিঃ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোনও মতে আবার ঋষির নাম—'সুকক্ষ'। সায়ণাদির ভাষ্যে তাহাই প্রকাশ। কিন্তু বিবরণকার লিখিয়া গিয়াছেন—'শ্রুতকক্ষস্যার্ষম্'। অতএব, ঋষি 'সুতকক্ষ' কি 'শ্রুতকক্ষ' কি 'সুকক্ষ', কে নির্দ্ধারণ করিবে? এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯২ সূক্ত ১৬ ঋকে (৬ষ্ঠ অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৮শ বর্গে) দৃষ্ট হইবে।

২। মন্ত্রান্তর্গত 'শতক্রতো' পদ বিষয়ে বিবরণকারের উক্তি; যথা,—"ক্রতুরিতি নিঘণ্টু-তৃতীয়-নবমে পঞ্চমং পদম্। শতমিতি বহু নাম (নি° ৩।১।২০), ক্রতুরপি কর্ম্ম-নাম (নি° ২।১।১১); শতং ক্রতুনাং যস্য স শতক্রতুঃ, তস্য সম্বোধনং শতক্রতো। বহুকর্ম্মন্।" ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সায়ণের অর্থের সহিত এই অর্থের পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। এই 'শতক্রতু' পদের বিষয় আমাদিগের ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায় যথারীতি আলোচনা করিয়াছি। এ প্রসঙ্গে প্রথম মণ্ডলের দশম সূক্তের প্রথম ঋক্ প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

৩। ইন্দ্র বিষয়ে একটী টীকা (সোসাইটীর পুস্তকে) দৃষ্ট হয়। যথা,—"ইন্দ্রঃ অন্তরীক্ষস্থ দেবঃ, 'যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনাপর্য্যভূষৎ। যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না সজনা স ইন্দ্রঃ'—ইতি ঋক্, স চ বায়ুরেব 'বায়ুর্ব্বেন্দ্রো ব অন্তরিক্ষ-স্থানঃ (৭।৩।১)' ইতি হি নৈরুক্তম্; 'বায়ুরিন্দ্রশ্চৈক এব যথা হস্তঃ করঃ' ইতি তদ্ভাষ্যম্। 'ইন্দ্রঃ ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দদাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়ত ইতি বেরাং ধারয়ত ইতি বেন্দ্রে ভূতানীতি বা তদ্ যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধত তদিন্দ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং করণাদিত্যাগ্রায়ণ ইদশনাদিত্যোপমন্যব ইন্দতেবৈশ্বর্য্যকর্ম্মণ ইঞ্ছত্রূণাং দারয়িতা বা দরয়িতা বা যজ্বানাম্' ইত্যাদি নৈরুক্তম্ (২০।১।৮)। 'ইরা শব্দে উপপদে দৃণাতের্দ্দধাতের্দ্দারয়তের্দ্ধারয়তের্ব্বা' ইত্যাদি, 'ইরামন্নং তেন সম্বন্ধাদ্বা তদ্ধেতু-হেতুকং বলং লক্ষ্যতে, তেন বল-লক্ষিতলক্ষণয়া তদাধারভূতো মেঘঃ' ইত্যাদি চ দেবরাজঃ।" ইন্দ্র-পদের অর্থ নিষ্কাশনে যত প্রকার গবেষণা প্রয়োজন, ঋগ্বেদে সায়ণ-ভাষ্যে তাহার আলোচনা আছে। আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় সূক্তের চতুর্থ ঋকের সায়ণভাষ্যে (১৬৪ হইতে ১৬৭ পৃষ্ঠায়) তাহা লক্ষ্য করুন। তার পর আমরাই বা কোথায় কি ভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতেই ইন্দ্র-তত্ত্ব অধিগত হইবে।

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
গাব উপ বদাবটে মহী যজ্ঞস্য রপ্সুদা।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
উভা কর্ণা হিরণ্যয়া ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪র ৫ ৪ ৫ ২ ৩ ১ ∧ ৫র র
১। গাবঃ। এ গাবাঃ। উপব। দা ৩। বা ২ দা ২ ৩ ঔহোবা।
৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫ ৩২ ১ ∧ ৩
বা ২ ৩ ৪ টে। মহী য়া ২ ৩ ৪ জ্ঞা। স্যরা ৩। স্যা ২ রা
৫র র ৩ ৫ ২ ∧ ৩ ৫
২ ৩ ৪ ঔহোবা। প্সু ২ ৩ ৪ দা। উভা কা ২ ৩ ৪ র্ণা।
৩২ ১ ∧ ৩ ৫র র
হিরা ৩। হা ২ ইরা ২ ৩ ৪ ঔহোবা
৩ ৫
ণ্যা ২ ৩ ৪ য়া ॥ ৩ ॥

* * *

২∧ ৩ ৫ ২র ১ ২∧ ৩ ৫
২। ওই গা ২ ৩ ৪ বাঃ। উপবা ৩ দা। বাটা ও ২ ৩ ৪ বা।
২ ২র ২ ১ ২ ২ ∧৩ ৫ ১ ৫
মহী যজ্ঞস্যরপ্সুদা ৩। ও উ ২ ৩ ৪ ভা। কার্ণা ও ২ ৩ ৪
৫ ২ ১ ১ ১ ১ ১
বা। হিরণ্যয়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

৪। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দ্যুম্নিতমঃ' পদের অর্থ-বিষয়ে বিবরণকার লিখিয়াছেন,—"দ্যুম্নং দ্যোততে, তেন দীপ্ত্যর্থস্য, অতিশয়েন দীপ্তিতমঃ" ইত্যাদি। এখানেও সায়ণের অর্থের সহিত পার্থক্য দেখা যায়।

৫। 'মদে' পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। প্রথম "মদে" পদে 'মদেন' এবং শেষোক্ত "মদেঃ" পদে "মাদয়" এইরূপ অর্থ বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। "মদেঃ" পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অন্তরূপ আলোচনাও দেখা যায়। যথা,—'ছন্দসি শায়জপি (৩,১।৮৪) ইত্যশ্ছন্দসি পদং ব্যত্যয়ো বহুলম্ (৩,১,৫৮)' ইতো বহুলং পদস্য সকলব্য ছন্দসি বহুলমিতি বচনম্। বস্তুতোঽযমুপগ্রহ-ব্যত্যয়ঃ।" বৈয়াকরণ এ সকল ব্যুৎপত্তি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ' (হে মম জ্ঞানকিরণানি, যদ্বা—বাগ্‌রূপাঃ স্তোত্রমন্ত্রাঃ) যূয়ং 'অবটে' (রক্ষকে, সৎকর্ম্মাধারভূতে ভগবতি) 'উপ বদ' (উপাগচ্ছত); অতঃ 'মহী' (ইয়ং পৃথিবী এব) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মনিবহস্য) 'রপ্‌সুদা' (সুফলপ্রদানসমর্থা) ভবতি ইতি শেষঃ; 'উভা' (ভক্তিকর্ম্মরূপৌ যৌ) 'কর্ণা' (ক্ষেপণ্যৌ—সংসারসাগরপরিত্রাণকারিণ্যৌ) 'হিরণ্যয়া' (স্বর্ণতুল্যৌ, আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ) ভবতং যুষ্মৎসম্বন্ধে ইতি শেষঃ। ভাবো হি,—'অস্মাকং জ্ঞানং ভক্তিকর্ম্মসহযুতং ভবতু; তেন জন্মজরামরণধর্ম্মিণাং ইমাং পৃথিবীং অপি ইষ্টফলপ্রদাং ভবতি।' (২অ—১খ—১দ—৩সা)।

অথবা,

'গাবঃ' (হে মম জ্ঞানানি, তদ্রূপকিরণানি ইতি ভাবঃ) 'অবটে' (রক্ষকে, মহাপুরুষে, ভগবতি ইতি শেষঃ) 'উপ বদ' (উপাগচ্ছত, তাং লভস্তাং ইতি ভাবঃ); স ভগবান্ 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মনিবহস্য) 'রপ্‌সুদা' (ফলদা) 'মহী' (পাত্রং, ফলপ্রদানকারীতি ভাবঃ); হে জ্ঞানানি! 'উভা' (যূয়ং কর্ম্মাণি চ ইত্যুভৌ) 'কর্ণা' (ক্ষেপণীতুল্যৌ লক্ষ্যপ্রাপকৌ) অতএব যুবাং 'হিরণ্যয়া' (স্বর্ণতুল্যৌ, তদ্বৎ আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ ইতি ভাবঃ) ভবতাং ইতি শেষঃ। ক্ষেপণ্যৌ যথা নাবং লক্ষ্যস্থানং প্রাপয়থঃ, তদ্বৎ জ্ঞানকর্ম্মণি উভৌ ভগবৎপ্রাপকৌ অতএব আকাঙ্ক্ষণীয়ৌ ভবতাং ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—১দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার জ্ঞানকিরণনিবহ (অথবা, বাগ্‌রূপ স্তোত্রমন্ত্র-সমূহ), তোমরা সৎকর্ম্মের আধারভূত সেই ভগবানে গিয়া উপনীত হও; (তাহাতে) এই পৃথিবীই সৎকর্ম্মসমূহের সুফল প্রদানে সমর্থ হইবে; ভক্তি ও কর্ম্মরূপ (সংসার-সাগর পরিত্রাণকারক) ক্ষেপণীদ্বয় তোমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সহ মিলিত হউক; তাহাতে জন্মজরামরণধর্ম্মী এই পৃথিবীই ইষ্টফল প্রদান করিবেন।)॥ (২অ—১খ—১দ—৩সা)॥

অথবা,

হে আমার জ্ঞানসমূহ (জ্ঞানরূপ কিরণসমূহ)! রক্ষক সেই মহাপুরুষ ভগবানে উপগত হও, অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ কর। সেই ভগবান্ সৎকর্ম্মসমূহের ফলপ্রদ পাত্র (অর্থাৎ, তিনিই সৎকর্ম্মের ফলপ্রদানকারী)। হে জ্ঞাননিবহ! তোমরা এবং সৎকর্ম্মসমূহ উভয়েই ক্ষেপণীরূপ কর্ণসদৃশ; অতএব, তোমরা উভয়েই স্বর্ণতুল্য অর্থাৎ স্বর্ণের

মত আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয়। (ভাব এই যে,—ক্ষেপণী অর্থাৎ 'হাল এবং দাঁড়) যেমন নৌকাকে তাহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত করায়, সেইরূপ তোমরা উভয়েই ভগবানকে পাওয়াইয়া দেও; সুতরাং তোমরা আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় হও।') ॥ (২অ—১খ—১দ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণভাষ্যম্।—অথ তৃতীয়া। ঋষি হর্য্যতঃ প্রগাথঃ। হে 'গাবঃ' ধর্ম্মদুঘা। যূয়ং 'অবটে' অবটং মহাবীরং প্রতি 'উপ বদ' উপাবত (বর্ণব্যত্যয়ঃ, ২।৪।৯৮) উপাগচ্ছত। 'যজ্ঞস্য' ধর্ম্মযাগস্য সাধনভূতে 'রপ্সুদা' রপ্সুদে আ রিপ্সোঃ ফলদে (রিপ্সোরাখনোর্দ্দাতব্যে বা, যদ্বা রপণং শব্দনং, রপ্‌, মন্ত্রঃ তেন সুদাতব্যে, অথবা যুদ ক্ষরণে—ভ্বা০ আ০, রপা মন্ত্রেণ ক্ষরণীয়ে দোহনীয়ে, ঈদৃশে) গবাজয়োঃ পয়সী 'মহী' মহতী বহুলে অপেক্ষিতে, অত উপাবত (গো-শব্দো অজায়া অপ্যুপলক্ষকঃ, অজাপয়সোঽপি মহাবীরে আসেচনীয়ত্বাৎ)। অপিচ অস্য মহাবীরস্য 'উভা' উভৌ 'কর্ণা' কর্ণস্থানীয়ৌ দ্বৌ রুক্মৌ 'হিরণ্যয়া' হিরণ্ময়ৌ সুবর্ণ-রজতময়াবিত্যর্থঃ। 'উপবদাবটে' ইতি ছন্দোগাঃ, 'উপবতাবতম্' ইতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই সামের যে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, কেহ (যজমান বা পুরোহিত কেহ) যেন প্রাণি-বিশেষকে (গরুকে বা ছাগকে) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"হে গোসকল (অথবা হে ছাগসকল)। তোমরা মহাবীরকে প্রাপ্ত হও; কেন-না, তাঁহাদের ধর্ম্মযোগের অর্থাৎ আরব্ধকার্য্যের ফলদানকারী ও সাধনভূত তোমাদের দুগ্ধ বহু পরিমাণে আবশ্যক হইবে। অতএব তোমরা উপগত হও। অপিচ সেই মহাবীরের দুইটী কর্ণ, একটী স্বর্ণময়, অপরটী রজতময়।" এই প্রকার অর্থে, বেদের কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব নিষ্কাশিত হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায় না। পরন্তু মনে হয়, এই প্রকার ব্যাখ্যার সময় কোনও মহাবীরের (বীর হনুমানের বা জৈনাচার্য্য মহাবীরের) প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া এই প্রকার মন্ত্রার্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকিবে। অপিচ, পরিদৃষ্ট সেই মহাবীরের (বীর হনুমানেরই হউক, আর জৈনাচার্য্য মহাবীরেরই হউক) দুই কর্ণ দুই প্রকার ধাতুতে (স্বর্ণে ও রৌপ্যে) গঠিত ছিল। যাহা হউক, বেদের কোনও মন্ত্রই কোথায়ও ব্যক্তি-বিশেষকে, জীববিশেষকে বা মূর্ত্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয়-নাই। এইজন্য আমরা এস্থলে ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যার অনুবর্ত্তন করিতে পারিলাম না।

আমরা দুই প্রকারে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছি। দুই ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রায় অভিন্ন ভাব লক্ষ্য হইবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের প্রতি পদ অনুধাবন করা আবশ্যক।

আমরা 'গাবঃ' পদের 'গরু' প্রভৃতি অর্থ (ভাষ্যকারাদিসম্মত) ত্যাগ করিয়া 'জ্ঞান-

কিরণ' অথবা 'স্তোত্রমন্ত্রসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'জ্ঞানালোক' এইরূপ প্রসিদ্ধ। প্রভৃত রূপক-প্রয়োগে জ্ঞানে কিরণের আরোপ পরিস্ফুট। তাহাতে জ্ঞানরূপ কিরণ অর্থাৎ জ্ঞান ও কিরণের সাদৃশ্যমূলক অভিন্নভাব ব্যক্ত করে। কিরণ যেমন অন্ধকার-নাশক জ্ঞানও সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক। 'শীতগু' ইত্যাদি স্থলে 'গো' শব্দের কিরণ অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। 'শীতগু' শব্দে 'চন্দ্র'। শীত (শীতল) 'গো' (কিরণ) হইয়াছে যাহার—এই ব্যাসবাক্য। গো-শব্দের কিরণ অর্থ কাব্যে বহুপ্রযুক্ত আছে। তাই 'গাবঃ' পদে সাধারণ কিরণ না ধরিয়াই জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ বা কিরণ ধরিয়াছি। তার পর, 'গো' শব্দের এক প্রসিদ্ধ অর্থ—'বাক্য'। সে অর্থও এখানে সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'অবটে' পদের প্রতিবাক্যে—ভাষ্যে আছে, 'অবটে অবটং মহাবীরং প্রতি।' অবট—কি-না মহাবীরের প্রতি। পূর্ব্বে বা পরে মহাবীরের কোনও প্রসঙ্গ নাই। হঠাৎ কোথা হইতে এই অর্থ নিষ্কাশিত হইল, বুঝিতে পারি না। তাই মনে হয়—জৈন-সম্প্রদায়ের উপাস্য মহাবীর স্বামীর পূজার প্রাদুর্ভাব-কালে এই ভাষ্য লিখিত হইয়া থাকিবে। 'অব রক্ষণে' এই রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু নিষ্পন্ন 'অবট'-শব্দের 'রক্ষক' অর্থ গ্রহণই সঙ্গত মনে করিয়াছি। প্রকৃত রক্ষক বলিতে ভগবানকেই বুঝা যায়; তাই 'অবট' শব্দ হইতে রক্ষক-রূপ ভগবান্ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তার পর, আলোচ্য—"যজ্ঞস্য" পদ। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"যজ্ঞস্য ধর্ম্মযাগস্য" কেবল 'ধর্ম্মযাগের' এইরূপ অভিহিত হওয়ায় সঙ্কীর্ণতার ভাব ব্যক্ত হয় না কি? ঐ প্রসঙ্গে 'সাধনভূতে' একটী পদ অধ্যাহার করিয়া 'রপ্‌সুদা' পদের ব্যাখ্যাবসানে "গবাজয়োঃ পয়সা" আর দুইটী পদ অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—ধর্ম্মযাগের সাধনভূত ও আরম্ভকারীর ফলদানকারী গরু ও ছাগের দুগ্ধ। 'মহী' মহতী বহুলে অপেক্ষাকৃতে। অর্থাৎ, সেই দুগ্ধ বহু পরিমাণে আবশ্যক হইবে—এই ভাব। এখন দেখুন কি হইতে কোন্ ভাব গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রে দুগ্ধের নাম-গন্ধও নাই। তাহার বহু পরিমাণ আবশ্যকতার কথাই বা কোথায় পাওয়া যায়? মন্ত্রে মাত্র "গাবঃ" আছে। তাহা হইতে ছাগ পর্য্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। তার পর 'যজ্ঞস্য' পদ। আমরা ব্যাপক ভাব গ্রহণ করিয়া "যজ্ঞ" শব্দে 'সৎকর্ম্মসমূহ' অর্থ পরিব্যক্ত করিয়াছি। যজ্ঞ—দেবার্চ্চনা। ইহা কি সৎকর্ম্ম নয়? সুতরাং 'যজ্ঞ' শব্দের সৎকর্ম্ম অর্থ কষ্টকল্পনামূলক নহে। 'রপ্‌সুদা' একটী অদ্ভুত শব্দ। সহসা উহার কোনও অর্থ প্রতিভাত হয় না। ভাষ্যকার এই পদটী লইয়া নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। কোনটি ঠিক—তাহা নির্ণয় না করিয়া, 'অথবা' 'অথবা' করিয়া নানা অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। ভাষ্য দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। 'মহী' পদে আমরা "পৃথিবী" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'এই পৃথিবীই সৎকর্ম্মের সুফলদাত্রী' এই মহান্ ভাব আসিয়াছে। "যজ্ঞস্য রপ্‌সুদা মহী" এতদ্বাক্যাংশের ভাব আমরা দুই প্রকারে গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় অর্থ—"সৎকর্ম্মসমূহের ফলদানকারী পাত্র।" সে পক্ষে 'মহী' পদ অবাটের বিধের বিশেষণ এবং 'রপ্‌সুদা' পদ 'মহী' পদের বিশেষণ। 'মহী' শব্দের পৃথিবী স্থান বা পাত্র এই সকল অর্থ প্রসিদ্ধ। 'মহী' পদকে 'মহতী' পদ মনে করা প্রয়াস-সাধ্য—সাধারণবুদ্ধির অবিষয় মনে হয়।

এখন অবশিষ্ট রহিল—'উভা কর্ণা হিরণ্যয়া।' এই অংশ লইয়া বড়ই সমস্তায় পড়িতে হয়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিলেন—"অস্য মহাবীরস্য 'উভা' উভৌ 'কর্ণা' কর্ণস্থানীয়ৌ দ্বৌ রুক্মৌ 'হিরণ্যয়া' সুবর্ণরজতময়ৌ।" অর্থ—'এই মহাবীরের দুইটী কর্ণ, একটী স্বর্ণময়, অপরটী রজতময়।' ইহাতে মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত এই অংশের যে কি সার্থকতা দ্যোতনা করিল, তাহা বুঝা যায় না। পূর্ব্বাংশে (ভাষ্যের মতে) বলা হইয়াছে—'হে গো-সকল বা ছাগ-সকল! তোমরা মহাবীরকে প্রাপ্ত হও; তাঁহার যজ্ঞসাধনার্থ বহু দুগ্ধ আবশ্যক হইবে।' এই অংশে বলা হইল—"এই মহাবীরের স্বর্ণনির্ম্মিত একটী কর্ণ, আর রজতনির্ম্মিত একটী কর্ণ, এই দুইটী কর্ণ আছে।" এ অর্থের কি কিছু সার্থকতা আছে? কিছুই মনে হয় না।

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় লক্ষ্য করুন। পূর্ব্বাংশে বলা হইয়াছে—"হে জ্ঞাননিবহ অথবা স্তোত্রমন্ত্রসমূহ! তোমরা রক্ষক সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হও। ভগবান্ সৎকর্ম্মের ফলদাতা; অথবা, এই পৃথিবীতেই সৎকর্ম্মের ফল পাওয়া যায়।" 'সৎকর্ম্মের ফলদাতা' বলার মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মই 'অদৃষ্টরূপে' ভগবানে গিয়া পৌঁছায়; তিনি তদনুসারে ফলদান করেন। তাহাতে কর্ম্মের প্রাধান্য দ্যোতনা করে। কিন্তু তাহা হইলে, "হে জ্ঞানসমূহ! তোমরা ভগবানে উপনীত হও অর্থাৎ আমাকে সেখানে লও;"—জ্ঞানের এই প্রাধান্যভাব থাকে কৈ? তাই যেন শ্রুতি বলিলেন—'উভা কর্ণা'; অর্থাৎ,—'জ্ঞান ও কর্ম্ম তোমরা উভয়েই ভগবানের কর্ণ (হাল দাঁড়ের মত লক্ষ্যপ্রাপক)'। তাৎপর্য্য—হাল রূপ ক্ষেপণী লক্ষ্যস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া, দাঁড়-রূপ ক্ষেপণী টানিয়া নৌকাকে যেমন তাহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত করাইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম তোমরা উভয়েই পরস্পর ভগবানকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। এই এক অর্থে এখানে "উভা" শব্দের সার্থকতা দেখি। তাই যেন বলা হইয়াছে—'হিরণ্যয়া।' ভাব এই যে,—তোমরা উভয়েই 'হিরণ্যয়া'—স্বর্ণতুল্য; অর্থাৎ স্বর্ণের মত আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। স্বর্ণ দেখিলে যেমন তাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ, হে জ্ঞান ও কর্ম্ম, তোমাদিগের উভয়কেই পাইতে যেন বাসনা হয়। "উভা কর্ণা হিরণ্যয়া"—শ্রুতি-বাক্যে এই এক অর্থ প্রাপ্ত হই। উহাতে আর এক প্রসিদ্ধ অর্থ পাইয়া থাকি,—'হে আমার জ্ঞানসমূহ! তোমরা আমার কর্ম্মের ও ভক্তির সহিত সম্মিলিত হও। অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম ও ভক্তি যেন জ্ঞানসংস্রবশূন্য না হয়।" যদিও দুই অর্থই একই ভাব প্রকাশক, কিন্তু শেষোক্ত এই অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহাই প্রথম ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত॥ (১অ—২খ—১দ—৩সা)॥

তৃতীয় সাম-সম্বন্ধে টিপ্পনী।

১। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি "হর্য্যতঃ প্রগাথঃ" প্রগাথের পুত্র হর্য্যত ঋষি) বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিবরণ কারের মতে "হর্য্যতস্যার্ষম্"। মতান্তরে—"প্রগথনং প্রগাথঃ।" গেয়-গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—"এটতে"; অর্থাৎ, 'এটত' ঋষি ঐ গানের প্রবর্ত্তক।

২। ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে ১২ ঋকে (৬ষ্ঠ অষ্টক, ৫ম অধ্যায়, ১৬ বর্গে) এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে উহার একটু পাঠান্তর দেখিতে পাই। 'উপ

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
অবমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারঙ্গবে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে॥ ৪॥

* * *

গেয়-গানম্।

৩ ২ র ৫র ৫ ১ ২ র ১ ২৯
১। অরা৩৪ম্। অশ্বায়। গায়া৬তা। শ্রুতক। ক্ষারাঙ্গাবাই।
৩ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ২
আ২৩৪বাম্। হা৩হাই। ই! দ্রাস্যা২৩ধা। হুম্নয়ে
২৯ ৩ ৫র র ৩
৩। ম্নো। যা২৩৪ঔহোবা ঈ২৩৪তো॥ ৪॥

বদাবটে" পাঠের পরিবর্ত্তে সেখানে "উপাবতবিতম্" পাঠ আছে। ভাষ্যে দেখি, ছন্দোগগণ প্রথম প্রকারের পাঠ গ্রহণ করেন; এবং বহ্বৃচ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শেষোক্ত পাঠ সমাদৃত হয়। ঋগ্বেদে মন্ত্রটী অগ্নিদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু এখানে ইহা ইন্দ্রদেবের উপলক্ষে প্রবর্ত্তিত। ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই মন্ত্রের অর্থ লিখিয়াছেন,—"মন্ত্রের দ্বারা দোহনীয় প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, হে গো সকল! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর। অগ্নির উভয় কর্ণ (কর্ণ?) হিরন্ময়" সামবেদের একজন ইংরাজী অনুবাদক অনুবাদ করিয়াছেন,—"Ye cows! protect the fount the two mighty ones bless sacrifice. The handless twain are wrought of gold." বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে বুঝিবার কিছুই পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই হেঁয়ালী।

৩। 'অবটে' পদের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে,—"শেঃ ভাবে (৭।৩।৩৯) পররূপে (৬।১। ৯০) চ রূপমিদম্।"

৪। 'যজ্ঞস্য' (ধর্ম্মযাগস্য) পদ-সম্বন্ধে বিবরণকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"ধর্ম্মযাগে প্রধানভূতং মহাবীরনামকমগ্নিম।" এ পক্ষে রূপকে মন্ত্রের একটা অর্থ আনা যাইতে পারে; তাহাতে অগ্নির জ্বলনকেই কর্ণ-রূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু দুইটা কাণ আসে কিরূপে? আর একটা কাণ যে সোণার এবং একটা কাণ যে রূপার, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

৫। মন্ত্রের "মহী" পদ "দ্বিবচনার্থে একবচনম্" (৩।১।৮৫) এই সূত্রানুসারে ভাষ্যে "মহতী" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভাষ্যার্থের সঙ্গতি-রক্ষায় ইহাই যুক্তি।

৪৫৪৫র র র ৪৫ ১র২ ১২ ১

২। অরমশ্বায় গায়তা। রমশ্বোবা। য গায়ত। শ্রুতক। ক্ষা২৩

২ ১ ৯ ৩ ৫ ১ ২

হা ৩ হা ৩ ই। আবা২ঙ্গা২৩৪বাই। আ রমিন্দ্রা ৩।

২ ২ ১২র১ ২ ৪৫

হা ৩ হা। স্থাধাম্না। ঔ ৩ হোবা।

৪

হো ৫ ই। ডা ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্রুতকক্ষ' (হে মনঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ) 'অশ্বায়' (ব্যাপ্তিরূপায়) 'অরং' (অত্যর্থং) 'গায়ত' (গায়, গীতিং কুরুত, অনুধ্যায়ত ইতি যাবৎ) 'গবে' (শব্দরূপায়) অরং গায়ত। তথা 'ধাম্নে' (তেজঃস্বরূপায়, জ্যোতীরূপায়) অরং গায়ত। এতেন ত্রিমূর্ত্তিকো ভগবান্ সর্ব্বথা পূজ্য ইতি তাৎপর্য্যম্॥ (২অ—১খ—১দ—৪সা)॥

* * *

৬। "উভা" পদ সম্বন্ধে উক্ত হয়,—"সুপাং সুলুগিত্যাদিনা (৭।৩।৩৯) আত্বম্।"

৭। "হিরণ্যয়া" পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে উক্ত হয়,—"ঋত্ব্য-বাস্ত্ব্য-মাধ্বী-হিরণ্যয়ানি ছন্দসি (৬।৪।১৭৫)"॥

৮। বিবরণকার এই মন্ত্রটীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সায়ণের ভাষ্য মান্য করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা,—

'গায' হে মদীয়া বাচঃ। 'অবটে' অবটং মেঘম 'মহী' মহত্যৌ চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ উপগম্য 'বদ' বদত। কীদৃশং মেঘং? 'উভা কর্ণা হিরণ্যয়া' উভৌ কর্ণৌ হিরণ্ময়ৌ যস্য। কীদৃশ্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ? 'যজ্ঞস্য রপ সুদা' যজ্ঞস্য রূপদে।

ভাব এই যে,—'হে আমার বাক্যসকল। মেঘকে এবং দ্যাবাপৃথিবীকে গিয়া বল। মেঘ কিরূপ? তাহার দুইটী কর্ণ হিরণ্ময়। দ্যাবাপৃথিবী কিরূপ? তাহারা যজ্ঞের রূপ দেয়।'

৯। মন্ত্রটীতে বৈষ্ণব-পক্ষের অনুমত একটা অর্থও উদ্ধার করা যাইতে পারে। তাহাতে নাম-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব পরিকল্পনা করা যায়; এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের গৌর-কান্তির বিষয় "হিরণ্যয়া" পদের লক্ষ্য-স্থল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে অগ্রসর হইলে, এইরূপ অর্থও অধ্যাহৃত হয়। সে পক্ষে 'গাবঃ' পদ বাক্যার্থক শ্রীহরির নামাদি-কীর্ত্তনমূলক বলিয়া মনে করা যায়। "মহী যজ্ঞস্য রপ সুদা" বাক্যে, 'নাম-রূপ যজ্ঞই সকল ফল প্রদান করিতে পারে—অন্য যজ্ঞের আর আবশ্যক হয় না'—এইরূপ ভাব আসিতে পারে।

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! তুমি ভগবানের ব্যাপ্তিরূপের অনুধ্যান কর, তাঁহার শব্দরূপের অনুধ্যান কর, এবং তাঁহার জ্যোতিরূপের অনুধ্যান কর। (ভাব এই যে,—ভগবান্ ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজমান্। অতএব তিনি ত্রিমূর্ত্তিতেই পূজ্য)॥ (২অ—১খ—১দ—৪সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ চতুর্থী। ঋয়োঃ শ্রুতকক্ষনামঋষিঃ। শ্রুতকক্ষঋষিরাত্মানমেব সম্বোধয়তি। হে 'শ্রুতকক্ষ' আত্মন্। 'অরং' অলং 'গায়ত' (বচন-ব্যত্যয়—৩ ১·৮৫) গায় গীতিং কুরু। কিমর্থমিন্দ্রোদ্দেশেন স্তুতিস্তত্রাহ—'অশ্বায়' ইন্দ্রেণ দীয়মানায়াশ্বায় তদর্থং 'অরং' অলং গায়, ইন্দ্রবিষয়ং স্তোত্রং কুরু, তথা 'গবে' অলং গায়, 'ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রকর্ত্তৃকায় 'ধাম্নে' গৃহায় তদর্থঞ্চ 'অরং' পর্য্যাপ্তং স্তুহি; গৃহাদিকামস্তঃ প্রযচ্ছতি তস্মৈ গায়েতি যদ্বা ইন্দ্রস্যেতি (কর্ম্মণি ষষ্ঠী) গবাদিলাভার্থমিদং স্তুহি॥ "শ্রুতকক্ষা" "শ্রুতকক্ষঃ" ইতি চ পাঠৌ। (২অ—১খ—১দ—৪সা)।

* . *

চতুর্থ (১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন,—ইন্দ্র স্তুত্য আর তাঁহার স্তাবক আত্মা। স্তবের কারণ—অশ্ব গো ও গৃহ প্রাপ্তি। ঋষি শ্রুতকক্ষ তাঁহার আত্মাকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রটী বলিতেছেন।

এখন আলোচ্য, ঋষি শ্রুতকক্ষ যদি এই সাম-সংহিতার মন্ত্রটীর বক্তা (রচয়িতা) হন, তাহা হইলে বেদের অলৌকিকত্ব কোথায়? 'অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ' যাহা পুরুষবাক্য-রচিত নহে, তাহাই বেদ। কিন্তু ভাষ্যে প্রকাশ,—এই সামমন্ত্রটীর ঋষি শ্রুতকক্ষ বলিতেছেন; মন্ত্রে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত রহিয়াছে। এ ভাবের যদি অর্থ হয়, তাহা হইলে তো ইহা পুরুষ-বাক্যই হইয়া পড়িল। সুতরাং বেদের অলৌকিকত্ব পরাভূত। ইহাই এই মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে প্রথম সংশয়ের হেতু।

দ্বিতীয় সংশয়। ভাষ্যে প্রকাশ—ইন্দ্রের স্তবের জন্য আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'আত্মন্' শব্দের লক্ষ্য কে? মন অথবা পরমাত্মা? যদি মন হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারের মতে 'আত্মন্' শব্দে মনের লক্ষণা করিতে হয়; আর, যদি আত্মাই লক্ষ্য হন, তাহা হইলে অসঙ্গতি-দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, আত্মা হইতে ইন্দ্র উদ্ভূত, অথচ ইন্দ্রের স্তবের জন্য আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে।

তার পর, তৃতীয় সংশয়। ভাষ্যে প্রকাশ, 'ইন্দ্রকে স্তব কর, যেহেতু তিনি গো অশ্ব ও

গৃহ দান করিয়া থাকেন।' কিন্তু ইন্দ্র শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং অশ্ব গো ও ধামন্ শব্দে চতুর্থী বিভক্তি থাকায়, এরূপ অর্থ সমীচীন হয় না। সে পক্ষে বরং 'স্তব কর—ইন্দ্রের অশ্বকে ইন্দ্রের গোকে এবং ইন্দ্রের ধামকে' এইরূপ অর্থই সহজলভ্য হয়।

এখন বিবেচ্য, কোন্ নিগূঢ় অর্থের দ্যোতনায় এই অপৌরুষেয় বেদবাক্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছে? আর, সেই অর্থে উক্ত ত্রিবিধ সংশয় দূরীভূত হয় কি না?

প্রথমতঃ 'শ্রুতকক্ষ' পদ। উহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ গ্রহণ করিতে পারি;—'শ্রুতঃ অধিকৃত আবদ্ধো বা কক্ষেণ সংসারেণ যঃ সঃ।' ভাব এই যে,—যিনি সংসার কর্তৃক অধিকৃত বা আবদ্ধ। সংসার অর্থে—'বাসনাময় অনিয়ত স্থান'; যেখানে কামনা বাসনা কর্ম্মফল বা সংস্কারের নানা বৈচিত্র্য, তাহাই সংসার। আর, সেই সংসারে যিনি আবদ্ধ, তিনিই শ্রুতকক্ষ। সুতরাং 'মন' ব্যতীত সে আর অন্য কিছুই নহে। মনই প্রতিনিয়ত সংসারে আসক্ত এবং তাহার ফলে মানব সন্দহ্যমান্। অতএব মনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই এই সাম উদ্গীত, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

অতঃপর বিবেচ্য—'ইন্দ্রস্য' ও 'অশ্বায়' ইত্যাদি পদ। এখানে 'ইন্দ্রস্য অশ্বায়' যাহা মন্ত্রে আছে, তাহাই রাখা উচিত,—কি ইন্দ্র পদের বিভক্তিতে লক্ষণা করিয়া 'ইন্দ্রায়' করা উচিত, অথবা ভাষ্যকারের মতানুবর্ত্তী হইয়া দ্বিতীয়া লক্ষণায় 'ইন্দ্রম্' এরূপ করা উচিত? সাধারণ-দৃষ্টিতে বেদ-বাক্যকে অপ্রতিহত করাই কর্ত্তব্য। অতএব 'ইন্দ্রস্য অশ্বায়' ইত্যাদি বেদবাক্যকে অপ্রতিহত রাখিয়াই বেদার্থ নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

ইন্দ্র-পদে ভগবান্ অর্থ বহুত্র প্রমাণিত হইয়াছে। অশ্ব পদের ব্যুৎপত্তি—'অশ্' ধাতু। (অশ্+ব=অশ্ব)। উহা ব্যাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভাব এই যে, যিনি ব্যাপক বা ব্যাপ্তিরূপ। অতএব, ইন্দ্রের অর্থাৎ ভগবানের যে 'অশ্ব' অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপ, তাহাই এখানকার লক্ষ্য। এইরূপ গো-শব্দের এক অর্থ—বাক্য বা শব্দ। সে অর্থ অভিধান ও নিরুক্ত সম্মত। অতএব 'গবে' পদে ভগবানের শব্দ-রূপের বিষয় লক্ষ্য আছে, প্রতীয়মান্ হয়। 'ধাম' শব্দে জ্যোতিঃ—ইহা সার্ব্বজনীন অর্থ। অতএব, 'ধাম্নে' পদে তাঁহার জ্যোতীরূপকেই বুঝাইতেছে। ফলতঃ, ভগবানের ব্যাপ্তিরূপ, শব্দরূপ ও জ্যোতিরূপকে অনুধ্যান করাই এই সামের নিশ্চতার্থ।

এইরূপে বুঝা যায়, এই সাম-মন্ত্র মনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন,—'হে মন। তুমি ভগবানের ব্যাপ্তিরূপকে অনুধ্যান কর।' তিনি এ বিশ্বের অন্তরালে ওতঃপ্রোতভাবে বিশ্বচৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি ব্যাপক; "ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্"; "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি;" ইত্যাদি। বেদই ইহা বলিয়াছেন। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" তাঁহার এই ব্যাপক বিশ্বমূর্ত্তির অনুভূতি হইলে, তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিতে পাইবে। যাহা হৃদয়-কন্দরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত, যাহা অনাহত-স্বরে আখ্যাত, এই সাম ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া দিতেছে,—"ঐ শুন।—ঐ শুন।—তাঁহার শব্দরূপের ঝঙ্কৃতি। ঐ শুন।—তাঁহার পবিত্র আহ্বান। শুনিয়া, আনন্দ পাইবে—তৃপ্ত হইবে। সে স্বর শুনিলেই তাঁহার জ্যোতী-

রূপের দিব্য আলোকে হৃদয় আলোকিত হইবে। অজ্ঞান অন্ধকার চিরতরে অপসৃত হইবে। তখন তুমি তোমার নিজত্বকে খুঁজিয়া পাইবে। তখন তুমি ধন্য হইবে।' ফলতঃ, ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি তুমি অনুধ্যান কর—ইহাই মন্ত্রের যথার্থার্থ। (৪অ—১ম—১দ—৪সা)॥

— ০ —

পঞ্চমং সাম।

১র ২র　৩ ২　৩ ২ ৩　১ ২
ত্বমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
১র ২র　৩ ১　২
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ॥ ৫॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১　৪র ৫র　১ র ২র　১ ২　—
১। ত্বমিন্দ্রা ২ ৩ বাজয়ামসি। মাহে বৃত্রা। যহান্তা ১ বে ২।
১ ২　২ ১　৫　৪　৫
সবার্ষা ১ বা ২ ৩। যভো ২ ৩ ৪ বা। ভু ৫ বো ৬ হা ই॥ ৫॥

* * *

চতুর্থ সাম সম্বন্ধে টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ মণ্ডল, ৯২ সূক্তের ২৫ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের ঋষি শ্রুতকক্ষ। গেয়-গানের ঋষিও শ্রুতকক্ষ। গান দুইটীর নাম—শ্রৌতকক্ষ।

২। সায়ণের মতে শ্রুতকক্ষ ঋষি আপন আত্মাকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিবরণ-কার তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার ব্যাখ্যা—"হে 'শ্রুতকক্ষ' শ্রুতকক্ষস্য মম পুত্র।" ঋষি যেন আপন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন।

৩। কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কি হিন্দী, কি অন্যান্য ভাষা, সকল ভাষার অনুবাদেই প্রকাশ, যেন শ্রুতকক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'ঘোড়ার জন্য গরুর জন্য আর বাড়ীর জন্য তুমি ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা কর।' একটী ইংরাজী অনুবাদও দেখুন; যথা,—"Sing praises that the horse may come; sing Srutakaksha, that the cow may come, that Indra's might may come." এখানে "ইন্দ্রস্য ধাম্নে" পদে 'ইন্দ্রের শক্তি বা প্রভাব' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

২ ১ ৪র র ৫ ১ র ২ র ১ ২
২। তমিন্দ্রা ২ ৩ বাজয়ামসি হাউ। মাহে বৃত্রা। যহা স্তা ১ বে

১ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
২ ৩। হোবা ৩ হাই। সবার্সা ১ বা ২ ৩। হোবা ৩ হা।

১ ১ A ৩ ৫র র ২
যভো ২ ৩। ভু ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।

২র ১ ২ ১ ১ ১ ১
দাবসূ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৫ ॥

* * *

৫ ২ র ৫ ২ ২ ২ ১র ১ ৭
৩। তমিন্দ্রং বাজয়ামসী ৬ এ। মহা ৩ হাই। বৃত্রা ৩ যাহস্তবে

— — ১ S ২ ১ ২ র ১ — ১
২। ও২। ঈ ২ ৩ য়া। ওমোবা। সহে বার্ষা ২। ও

— ১ S ২ ১ ২ ১ A ৩
২। ঈ ২ ৩ য়া। ওমোবা। বৃষ। ভো ২। যা ২

৫র র ৩ ৫
৩ ৪ ও হো বা। ভু ২ ৩ ৪ বাৎ ॥ ৫ ॥

* * *

২র র ১ ২ র ৪ ৫ ২র র
৪। ঔহোইহুবা ৩ হোই। তমিন্দ্রং বাজয়া ৩ মসী। ঔহোইহুবা

১ ২ র ৪ ২ ৩ ৫র ২ ১
৩ হোই। মহে বৃত্রা ৩ য়া ৩ হস্তবে। ঔহোইহুবা ৩ হোই।

৩ A ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ ২
সবার্ষা ২ ৩ ৪ বৃ। য ভো ভুবৎ। ই ডা ২ ৩ ভা

৪ ১ ৪ ৫
৩। এ হোডা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! বয়ং 'মহে' (উৎসবে, আত্মোদ্বোধনরূপে মহতি যজ্ঞে) 'বৃত্রায়' (বৃত্রং—অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হন্তবে' (হন্তুং, বলিপ্রদানায়) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'তং' (ভগবন্তং) 'বাজয়ামসি' (আরাধয়) ; 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'সঃ' (ভগবান) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু)। অজ্ঞাননাশকঃ স ভগবান অস্মাকং পূজয়া তুষ্টঃ সন্ অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—১দ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! আত্মোদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্টপূরক হউন। (ভাব এই যে,—'অজ্ঞাননাশক সেই ভগবান্ আমাদিগের পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।') ॥ (২অ—১খ—১দ—৫সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ পঞ্চমী। শ্রুতকক্ষঋষিঃ। যজমানা আহুঃ 'তং' পূর্ব্বোক্তলক্ষণং 'ইন্দ্রং' 'বাজয়ামসি' সোমেন স্তুতিভির্ব্বাজয়ামঃ বাজবন্তং কুর্ম্মঃ। কিমর্থম্? 'মহে' মহান্তং 'বৃত্রায়' অপাবরকং বৃত্রাসুরং 'হন্তবে' হন্তুং সোমপানেন মত্তঃ স্তুতিভির্ব্বাস্তুতঃ সন্ বৃত্রহত্যায়াঞ্চ বাজয়ামসি বাজবন্তং করোতীত্যর্থঃ (তৎ করোতীতি ণিচ 'পাবিষ্টবৎ' ইতি নৈমিষ্ঠবদ্-ভাবাৎ 'টেঃ'—৬।৪।১৫৫—ইতি টিলোপঃ, 'বিস্নতোর্নুক্'—৫।৩।৬৫—ইতি বচনাম্মতুপো লুক্)। বৃষা ধনানাং সেক্তা দাতা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বৃষভং' অস্মাকং স্তোতৃণাং সোমস্য দাতৃণাং ধনাদি সেচকো দাতা 'ভুবৎ' ভবতু॥ (২অ—১খ—১দ—৫সা)।

* . *

পঞ্চম (১১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—— . ——

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়—"যজমানগণ বলিতেছেন—এস, আমরা সেই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা এবং স্তবের দ্বারা বলবান্ করি। কেন?—না—মহান জলের আবরক সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিতে। সোমরস পানে মত্ত অথবা স্তবের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া, ধনদাতা সেই ইন্দ্র আমাদিগের (স্তবকারীর ও সোমরস-দানকারিগণের) ধনাদির দাতা হউন।"

দেখিতেছি, মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার "যজমানা আহুঃ" এই দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। তার পর, তাঁহারা (যজমানগণ) বলিতেছেন—'সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান করিয়া বৃত্রকে বধ করা যাউক।'

অধ্যাহৃত পদদ্বয় সম্পর্কে এবং মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে মনে যে সকল সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে, প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ, কেন "যজমানা আহুঃ" পদদ্বয় অধ্যাহার করি? পূর্ব্বে বা পরে কোনও সম্বন্ধ নাই; হঠাৎ ঐ দুই পদ অধ্যাহারের কি প্রয়োজন আছে? আমরা বলি, পূর্ব্ব মন্ত্রেরও যাহা সম্বোধ্য, এই মন্ত্রেও তাহারই সম্বোধন আছে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-সূচক প্রার্থনামূলক। এখানেও আপনাকে বা আপনার মনকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। তার পর, সোমের

দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রবধে প্রোৎসাহিত করায়, মনে হয়, ভগবান ইন্দ্রদেব যেন বলবান নহেন; আর মনে হয়, মাদক-দ্রব্য-দানে তাঁহাকে যেন বলবান বা উত্তেজিত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ব্যাখ্যায় ('সোমপানেন মত্তঃ'—এইরূপ প্রতিবাক্যে) মনে কলুষ চিন্তারই উদয় হয়। পরম-পূজ্য বেদের ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাব (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে) পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু সায়ণের ভাষ্য হইতেই ঐ ভাব পরিহারের উপাদান পাঠকগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেন-না, তিনি "সোমপানেন মত্তঃ" লিখিয়াই পরক্ষণেই "স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্" অর্থ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, বেদপুরুষ যেন আপনিই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পদটি আছে মাত্র—'বাজয়ামসি'।' ঐ পদের মূলীভূত ধাতুর একটী অর্থ 'বল' বা 'শক্তি'। তাহা হইতে কতদূর টানিয়া তাহার সহিত সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধ আনয়ন করা হইয়াছে, ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। 'বাজ' পদ 'বজ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ, 'বেগ' (বল) হয়, 'অন্ন' হয়, 'যজ্ঞ' হয়, 'পূজা-জপাদির সমাপক মন্ত্র' হয়; স্থল-বিশেষে এক প্রকার মন্ত্রও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 'মন্ত' অর্থের ভাব এখানে কেন পরিগ্রহণ করি? ঐ পদে যখন পূজা-জপাদি অর্থ প্রাপ্ত হই, আর সেই অর্থেই যখন মন্ত্র সদ্ভাব দ্যোতনা করে এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে; তখন কেনই বা বেদগ্লানিকর ভগবন্মহিমাখর্ব্বকর অর্থ গ্রহণ করিতে যাই?

'বৃত্র' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের বিষয় আমরা বহু ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি। 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা'-রূপ শত্রু বুঝায়। * এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এ মন্ত্রে মনকে অজ্ঞানতা-নাশের জন্য (অজ্ঞানতার সহচর কামক্রোধাদিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য) ভগবানের শরণ লইতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে,—তদুদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃসাধক। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (২অ—১খ—১দ—৫সা)।

---

* 'বৃত্র' পদে কত প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে এবং কি ভাবে কোন অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার বিশদ আলোচনা ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঐন্দ্রসূক্ত-সমূহে লক্ষ্য করুন। এ পক্ষে মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম, দ্বাত্রিংশৎ প্রভৃতি সূক্তের আলোচনা দেখুন। বৃত্রের ও ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ে যত প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে, তাহার সার-নিষ্কর্ষ ঐ সকল স্থলে দেখিতে পাইবেন।

* * *

পঞ্চম সাম-সম্বন্ধে টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ৭ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার ঋষি—শ্রুতকক্ষ (মতান্তরে—সুকক্ষ)।

২। এই মন্ত্রের গেয়-গান চারিটি। তাহার প্রথমটি পার্থ ঋষির নামে প্রচলিত (তস্যঃ পার্থঋষিঃ), দ্বিতীয়টি পার্থ বা দাবসুর বা আঙ্গিরস ঋষির নামে প্রখ্যাত (তস্যঃ পার্থো বা দাবসুরাঙ্গিরসো বা ঋষি), তৃতীয়টি বসিষ্ঠ ঋষির, চতুর্থটি বসিষ্ঠ ঋষির অথবা বসিষ্ঠ ও ইড়া

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।
১র ২র৩ ১র ২র
ত্ব৺ সন্ বৃষন্ বৃষেদসি ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানম্।

৫র ২ ১ ২ ২। ১ ২র র
১। হাউ। ত্বমিন্দ্রা। বলাদধি। হা৩উহাউ। সহসোজা।
১ ২ ২ ২ ২ ১ ২
তা ও ১ জসা ১ঃ। হা ৩ উহাউ। ত্বা৺ সন্বৃষা ৩ ন্।
১ ২ ১ ৩
হা ৩ উহাউ। বৃধায়ে ৩ ৎ। আ ২ সা ২ ৩ ৪
২র র ১
ঔহোবা বৃধে ১ ॥ ৬ ॥

* * *

৫ র ৫ ১ ২র র ১ ২ ২
২। ত্বমিন্দ্রবলাদধো ৬ এ। সহসোজা। তাও ১ জসঃ।
৩২ ১ ৩২ ৩ ৫ ১ ২
ইয়া ৩ হোই। ইয়ায়ো ২ ৩ ৪ বা। ত্বা৺ সন্ বৃষন।

ঋষিগণের নামে প্রচলিত; এবং ঐ তৃতীয় ও চতুর্থ গানের নাম, যথাক্রমে 'নিবেষ্বঃ' এবং 'নিবেষ্বঃ সংস্কারঃ' (যথা, তৃতীয়স্য বসিষ্ঠ ঋষিঃ, নিবেষো নাম, চতুর্থস্য বসিষ্ঠ ঋষিঃ ইড়া বা ঋষয়ঃ, নিবেষ্বঃ সংস্কারো নাম)।

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'বাজয়ামসি,' 'মহে,' 'বৃত্রায়,' 'হন্তবে,' 'বৃষভঃ,' 'ভুবৎ' প্রভৃতি পদের ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা ভাষ্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—'বাজয়িতি' ইতি নিঘণ্টু-তৃতীয়-চতুর্দ্দশে পঞ্চত্রিংশত্তমং পদং। "ইদন্তোমসি" (৭।১।৪৬) ইতি মসইগাগমে রূপং। 'মহে' ও 'বৃত্রায়' পদদ্বয়ে "দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী" (৩।৪।৯৮); এবং 'হন্তবে' পদে— "তুমর্থে সেসেন" (৩।৪।৯) ইতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিরুক্ত (৯।৩১) মতে "বর্ষনাদ্ বৃষভঃ" এই সূত্রে 'বৃষভঃ' পদের উৎপত্তি। 'ভুবৎ' পদ "লেটোরূপং"। 'বাজয়ামসি' পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিরুক্ত-মতেরই অনুসারী।

৩ ২ ৪ ১ ৩ ২ ২ ৫ ২ ১ ২
ইয়া ৩ হো ই। ইয়ায়ো ২ ৩ ৭ বা। বৃষায়ে ৩ ৫।
১ ৪ ৩ ৫ র র ২
আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। মহে ১ ॥ ৬ ॥

* * *

৪ ৫ ৪ ৫র ৪ ৫ ৪ ৫ ৪ ২ — ১র
৩। ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসাঃ। জাতা ২ ঃ। ওজসা ২ ৩ ৪ ঃ।
৪ ৫র ৪ ১ ৪ ৫র ৪ ২ ১ ২
ইহোইহা। ত্বা৺ সন্বৃষা ২ ৪ ন্! ইহোইহা। বৃষায়ে ৩ ৫।
১ ৪ ৩ ৫ র র ৩ ৫
আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্!) 'বলাৎ' (শক্ত্যাঃ, রজস্তমোভ্যামনভিভূতায়াঃ ক্ষমতায়াঃ) 'সহসঃ' (তেজসঃ, রজস্তমোনাশকসামর্থ্যাৎ) 'ওজসঃ' (দীপ্ত্যাঃ, চিত্তস্য নির্ম্মলতারূপ-সত্ত্বভাবাৎ) 'ত্বং অধি জাতঃ' (ত্বং উৎপন্নঃ, তেন লব্ধঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সন' (শ্রেষ্ঠঃ) 'বৃষন' (অভিষ্ট-বর্ষণকারিন!) ত্বং 'বৃষেং' (সত্ত্বভাবস্য বর্ধণকারী) অসি ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন! ত্বং সত্ত্বভাবেন লব্ধব্যঃ, অতঃ মহ্যং সত্ত্বভাবং দদাতু।' (২অ—১খ—১দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শক্তি হইতে (রজস্তমের অনভিভূত ক্ষমতা হইতে) তেজঃ হইতে (রজস্তমনাশক-সামর্থ্য হইতে) জ্যোতিঃ হইতে (চিত্তের নির্ম্মলতা-রূপ সত্ত্বভাব হইতে) আপনি উৎপন্ন হয়েন। হে শ্রেষ্ঠ অভীষ্টবর্ষণকারী! আপনি সত্ত্বভাবের বর্ধণকারী হউন। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! সত্ত্বভাবের দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়; অতএব, আমাকে সত্ত্বভাব প্রদান করুন।') ॥ (২অ—১খ—১দ—৬সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ ষষ্ঠী। ইন্দ্রমাতরো দেবজাময় ঋষিকাঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'ত্বং' 'সহসঃ' পরেষামভিভাবকাৎ 'বলাৎ' 'অধিজাতঃ' অসি (অধিঃ পঞ্চম্যর্থানুবাদকঃ) বৃত্রাদি-বধহেতুভূতাদ বলাদ্ধেতোস্তং প্রথ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ। অপিচ 'ওজসঃ' ওজোনাম বলহেতুঃ হৃদয়গতং ধৈর্য্যং তস্মাদপি ত্বং জাতোঽসি। হে 'বৃষন্' বর্ষিতঃ। 'সন্' শ্রেষ্ঠঃ। 'ত্বং' 'বৃষা ইৎ অসি' কামানাং বর্ষিতৈব ভবসি। (২অ—১খ—১দ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১২০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয় ;—'হে ইন্দ্র। তুমি শত্রুর অভিভবকারী বল হইতে অধিজাত হইতেছ, অর্থাৎ বৃত্রাদি বধের হেতুভূত বল (সামর্থ্য) হেতু তুমি প্রখ্যাত হইতেছ হে বৃষণ শ্রেষ্ঠ। তুমি কাম্য বর্ষণকারীই হইতেছ।'

ভাষ্যকার 'সহসঃ' পদকে 'বলাৎ' পদের বিশেষণ কল্পনা করিয়া লইয়া, 'সহস' শব্দে 'শত্রুর অভিভবকারী' অর্থ এবং 'বল' শব্দে 'বৃত্রাদি বধের হেতুভূত সামর্থ্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'ওজস্' শব্দে হৃদয়ের ধৈর্য্যকে বুঝাইতেছে। তদনুসারে, "অধিজাতোহসি" অংশে, 'বল ও ধৈর্য্যহেতু প্রখ্যাত হইতেছ' এই ভাব আমনন করিয়াছেন।

এই ভাবের অর্থ সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তির কথা মনে আসে। "শত্রুর অভিভবকারী সামর্থ্য ও ধৈর্য্য দ্বারা আপনি প্রখ্যাত হইয়াছেন"—সাধারণ মনুষ্য সম্বন্ধে এরূপ উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে বটে ; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রতিষ্ঠা বাদ্ধত হয় এবং তাহার প্রশংসা প্রকাশ পায় সত্য ; কিন্তু পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান ইন্দ্রদেবের সম্বন্ধে এরূপ উক্তি বিসদৃশ বলিয়াই মনে করি ; ইহাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং মহিমা খর্ব্ব হইয়াই থাকে. অপিচ, তদ্দ্বারা বেদ-মন্ত্র অনিত্য মনুষ্য-কল্পিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এখন তাহার সঙ্গতি-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি। 'বলাৎ', 'সহসঃ' ও 'ওজসঃ'—মন্ত্রান্তর্গত এই তিনটী পদ লইয়াই যত কিছু বিতণ্ডা। পদত্রয় একার্থবোধক ; অথচ, পরস্পর এক এক নিগূঢ় ভাবদ্যোতক।

প্রথম—'বল।' বল বলিতে স্বতঃই বুঝা যায়, অন্যের দ্বারা অভিভূত না হওয়ার ক্ষমতা তাহারই বল আছে বলিতে পারি—যে অন্য কর্তৃক অনভিভূত। মানুষ সচরাচর অভিভূত হয়—কিসের দ্বারা? সে কি সেই তমোভাব ও রজোভাব নহে—যদ্দ্বারা মানুষ নিত্য অভিভূত হইতেছে? 'বল' তাহাকেই কহে—তমোভাবের ও রজোভাবের অভিভূতিকে যাহা প্রতিহত করিতে পারে। বিশেষতঃ "অধি জাতঃ" পদের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে এবং তাহার সহিত "বলাৎ" পদের সম্বন্ধের বিষয় স্মরণ হইলে, ঐ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ কদাচ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। দেবতা বা দেবভাব অধিজাত (উৎপন্ন) হয় কোথা হইতে? উত্তর—'বলাৎ' (বল হইতে)। ইহার পরই বুঝিবার প্রয়োজন হয়—সে বল কি প্রকার? তখনই মনে আসে—রজস্তমের দ্বারা অভিভূত হয় না এমন যে ক্ষমতা বা শক্তি, এখানে তাহারই প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এ যে নিত্য-সত্য। যে শক্তি রজস্তমের দ্বারা অভিভূত নয়, সেই শক্তিই যে হৃদয়ে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, সেই শক্তিপ্রভাবেই যে ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন,—ইহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

এইরূপ—'সহসঃ'। শব্দার্থ—তেজঃ। কিন্তু সে তেজঃ কোন্ তেজঃ—যে তেজের

সহিত দেবতা বা ভগবান্ সম্বন্ধযুত হন? রজস্তমোনাশক যে সামর্থ্য, এখানে তাহারই বিষয় মনে আসে না কি? যে তেজঃ রজস্তমের প্রভাব নাশ করিতে পারে, সেই তেজঃ হইতেই দেবত্বের উদ্ভব হয়। "সহসঃ অধি জাতঃ" বাক্যাংশে এই ভাবই আমরা প্রাপ্ত হই। ভগবান সেই তেজঃ হইতে উৎপন্ন হন অর্থাৎ সেই তেজঃ হইতেই হৃদয় ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়, হৃদয়ে দেবত্বের বিকাশ পায়। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

তৃতীয়তঃ—'ওজসঃ'। 'ওজ+অস,—এই অর্থে দীপ্তি জ্যোতিঃ বুঝায়। তাহাতে নির্ম্মলতার ভাব আসে। দীপ্ত নির্ম্মল যে অবস্থা, তাহাই এখানে 'ওজসঃ' পদের বাচ্য। সত্ত্বভাবই চিরদীপ্ত চিরনির্ম্মল চিরজ্যোতিষ্মান। "ওজসঃ অধি জাতঃ" পদদ্বয়ের সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও সাধক-প্রয়োগ-বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ দুই পদে 'সত্ত্বভাব হইতে উৎপন্ন' অর্থই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ভগবানের অবাস্থিতি কোথায়? দেবভাবের উৎপত্তিস্থান কোথায়? সে কি সেই সত্ত্বভাব নহে? ফলতঃ, সত্ত্বভাব হইতেই যে দেবত্ব উৎপন্ন হয়, ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানে এই অংশে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশ,—'সন্ বৃষন্ বৃষেৎ।' এখানে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম পাদে ভগবানকে প্রাপ্তির পথ পরিবর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় এই পাদে তাঁহার নিকট সেই পথ-প্রাপ্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'হে ভগবন্! আপনি অভীষ্ট-বর্ষণকারী; অভীষ্ট পূরণ করুন; যে পথে যে ভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দেখাইয়া দেন। শ্রেষ্ঠ অভীষ্টবর্ষণকারী হইয়া, অভীষ্ট পূরণ করুন; আমার সেই ক্ষমতা (বল), সেই সামর্থ্য (সহস্), সেই সত্ত্বভাব (ওজস্) প্রদান করুন;—যাহার সাহায্যে আমার হৃদয়ে আপনার অধিষ্ঠান দৃঢ় হয়।'

আমরা মনে করি, মন্ত্র এইরূপ ত্রিবিধ প্রার্থনার ভাব বক্ষে ধারণ করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ—১খ—১দ—৬সা)॥

—— * ——

ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ (৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়, ১১ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই মন্ত্রের ঋষির নামে 'দেবপত্নীগণ ইন্দ্রমাতৃগণ' এইরূপ লিখিত আছে। গেয়-গান তিনটী সম্বন্ধে উক্ত আছে—"সাধ্যানি ত্রীণি।"

২। 'সহসঃ' পদ সম্বন্ধে নিম্নরূপ এক মত দৃষ্ট হয়; যথা,—'বহু মবগে, ছন্দস্তুতিতবার্থঃ অমুন' ইতি দেবরাজযজ্বা।

৩। "বলাৎ অধি জাতঃ অসি"—এই অংশের ভাষ্যে বিবরণকার লিখিয়াছেন,—"বলস্থ স্থান দৃশ্যমানত্বাৎ কারণানুবিধায়িত্বত্ত কার্য্যাণামিত্যমিশত্বাৎ" ইতি।

৪। সায়ণ যদিও "অধি জাতঃ" পদের প্রতিবাক্যে "প্রখ্যাতঃ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু অপরাপর পণ্ডিতগণ উহা হইতে "উৎপন্নঃ" অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

সপ্তমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্দ্ধয়দ্ যদ্ভূমিং ব্যবর্ত্তয়ৎ।
৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ২
চক্রাণ ওপশন্দিবি॥ ৭॥

* * *

গেয়-গানম্।

৫ ৫ ২ ১র ১
যজ্ঞ ইন্দ্রমবর্দ্ধা ৬ যাৎ। যদ্ভূমিং। ব্যা।
৭ ৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
ব্যবা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ যাৎ। চা ২ ৩ ৪ ক্রা। ণা ২ ৩ ৪ ৩।
১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ১ ১
পাশন্দিবি। চক্রাণও ২ ৩। পা ২
৩ ৫র র ৩ ৫
শা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দী ২ ৩ ৪ বী॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্ম) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'অবর্দ্ধয়ৎ' (বর্দ্ধয়েৎ, বৃদ্ধিং প্রাপয়েৎ, সন্তোষ-য়েৎ ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (সন্তোষাদ্ধেতো) স ভগবান্ 'দিবি' (স্বর্লোকে) 'ওপশং' (শয়নং, অবস্থিতং) 'চক্রাণঃ' অপি (কুর্ব্বন অপি) 'ভূমিং' (ভূলোকং, ভূলোকান্ত-র্গতং সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং) 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' (ব্যবর্ত্তয়েৎ, বিশেষেণ বর্ত্তনং রক্ষণং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ)। সৎকর্ম্ম ভগবন্তং সন্তোষয়েৎ, অপি চ অনুষ্ঠাতারং ভূলোকমপি পালয়েৎ। ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—১দ—৭সা)।

একটী ইংরাজী অনুবাদে এবং রমেশ বাবুর ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদে শেষোক্ত অর্থই পরিগৃহীত। যথা, ইংরাজী অনুবাদ,—

"Based upon strength and victory and power, O Indra is thy birth. Thou, mighty one art strong indeed."

বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য্য ও তেজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্দ্ধনকারী! তুমি অভিলাষ-পূরণকর্ত্তা"।

বলা বাহুল্য, ইংরাজীর শেষাংশটা হ-য-ব-র-ল হইয়া ভাব উল্টাইয়া গিয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম ভগবানকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে, অর্থাৎ সন্তুষ্ট করে; সেই সন্তোষ হেতু, সেই ভগবান্ স্বর্গলোকে অবস্থিতি করিয়াও, এই ভূলোককে—এতদন্তর্গত সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে—বিশেষভাবে রক্ষা করেন। (ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্ম ভগবানের সন্তোষ-বিধান করে এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে ও ভূলোককে পালন করিয়া থাকে।)॥ (২অ—১খ—১দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।—অথ সপ্তমী। গেষুক্ত্যশ্বসূক্তিনৌ ঋষীবৃচস্য। 'যজ্ঞ' যজমানৈরনুষ্ঠীয়মানো যাগঃ 'ইন্দ্রঃ' দেবং 'অবর্দ্ধয়ৎ' (শ্রূয়তে হি—'ইন্দ্র ইদং হবিরজুষতাবীবৃধত মহোজ্জ্যায়ো ক্রতঃ' ইতি) স ইন্দ্রঃ যৎ' যস্মাৎ 'ভূমিং' পৃথিবীং (নি॰ ১১।১৯) 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' বৃষ্ট্যাদিপ্রদানেন বিশেষেণ বর্ত্তমানামকরোৎ। কিং কুর্ব্বন? 'দিবি' অন্তরিক্ষে মেঘং 'ওপশং' উপেত্য শয়ানং 'চক্রাণঃ' কুর্ব্বন্। যদ্বা, আত্মনি সমবেতো বীর্য্যাবিশেষঃ ওপশঃ, তমন্তরিক্ষে কুর্ব্বন্। (২অ—১খ—১দ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১২১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে মানুষ-মাত্রকেই সৎকর্ম্ম করিবার জন্য উদ্বোধিত করা হইতেছে। সৎকর্ম্মই —ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির সাধন। কর্ম্ম না করিলে, শরীর-যাত্রা (জীবিকা) নির্ব্বাহও অসম্ভব। কর্ম্ম কর—ফল আপনিই আসিবে। ফলাকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন নাই। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ", "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"; ইত্যাদি। কর্ম্ম করিলে ভগবান্ ফল দিবেনই। কর্ম্মের ফল কেবল যে কর্ম্মকর্ত্তাই প্রাপ্ত হন, তাহা নহে; পারিপার্শ্বিক সকলেই অল্পবিস্তর সে কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রটীর অর্থ প্রতিপন্ন হয় এই যে,—যজমান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ইন্দ্রদেবকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে,—'ইন্দ্র ইদং হবিরজুষতাবীবৃধৎ মহোজ্জ্যায়োকৃতঃ ইতি।' অর্থাৎ—'ইন্দ্র এই হবিঃ ভোজন করেন, তজ্জন্য বর্দ্ধিত হন, এবং বিশেষ আনন্দ করেন।' যেহেতু সেই ইন্দ্র এই পৃথিবীকে বৃষ্ট্যাদি প্রদান দ্বারা বিশেষভাবে রক্ষা করেন। কি করিয়া? আকাশে মেঘকে শয্যা করিয়া অথবা নিজেতে আছে যে বীর্য্যবিশেষ বা শক্তিবিশেষ তাহাকে আকাশে বিস্তৃত করিয়া।

ভাষ্যের ভাবে ও আমাদিগের ভাবে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহার কারণ, এ মন্ত্রের 'যজ্ঞঃ', 'অবর্দ্ধয়ৎ' ও 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' এই তিনটি পদের অর্থ আমরা একটু ভিন্নভাবে

গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ যজমান কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান যাগ, 'অবর্দ্ধয়ৎ' অর্থ—বৃদ্ধি পাওয়া, 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' পদের অর্থ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা স্থিতশীলা করা। এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। প্রথম—যজ্ঞ পদ। যজ্ঞ বলিতে কেবলই যে অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দান বুঝায়, তাহা নহে। এ বিষয় বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা যজ্ঞ-পদে সৎকর্ম্মমাত্রকে লক্ষ্য করি। তাহাতে একটা বিশ্বজনীন উদার ভাব আসে। যজ্ঞ বা হোমাদি দ্বারা ভগবানের তৃপ্তি বা সন্তোষ হয়—বলিলে, যাঁহারা সেরূপ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন না, তাঁহারা তবে ভগবানের সন্তোষ জন্মাইতে পারিবেন না। পরোপকার, রোগিচর্য্যা, বিপন্নত্রাণ, সৎকর্ম্মের সহায়তা এই সকল সৎকার্য্য করিলে কি তাহার কোনও ফল পাওয়া যাইবে না? ঐ সকল কর্ম্মে কি তবে ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন না? অবশ্যই হইবেন। তাই মনে হয়, মন্ত্রস্থ যজ্ঞ-পদে সৎকর্ম্ম-মাত্রকেই সূচনা করিতেছে। যজ্ঞ যেমন সৎকর্ম্ম, এইগুলিও তেমনই সৎকর্ম্ম। ইহাদিগের দ্বারাও ভগবানের তৃপ্তি সাধিত হইবে। ভগবান্ অবশ্যই এ সকল সৎকর্ম্মের ফলদান কল্যাণ-সাধন করিবেন।

তার পর, ভাষ্যে প্রকাশ, "অবর্দ্ধয়ৎ" পদের অর্থ—ভগবান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, যিনি প্রবৃদ্ধ, তাঁহার আবার বৃদ্ধি কি? এখানে তাঁহার সন্তোষ সাধনই তাঁহার পরিবৃদ্ধি মনে করিতে হইবে। ভগবানের পরিবৃদ্ধি—তাঁহার পূজা, তাঁহার সন্তোষ-বিধান—তদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মসাধন। তাহাই তাঁহার সন্তোষ। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সন্তোষয়েৎ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। ইহাই সঙ্গত অর্থ। এইরূপ, "ব্যবর্ত্তয়ৎ" পদ-সম্বন্ধে ভাষ্যে যে উক্ত হইয়াছে—'পৃথিবীং বৃষ্ট্যাদিদানেন বর্ত্তমানাং অকরোৎ', তাহারও সঙ্গতি দেখি না। পৃথিবী তো বর্ত্তমানা আছেই; তাহাকে আবার কিরূপে বর্ত্তমানা করিবে? এ এক বিসদৃশ উক্তি বলিয়াই মনে হয়। 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' পদে আমরা তাই 'ব্যবর্ত্তয়েৎ' মনে করিয়া (বর্ত্তমানে অতীত কাল প্রয়োগ ধরিয়া) উহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, 'পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, সৎকর্ম্মের দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন এবং সৎকর্ম্মের প্রভাবেই পৃথিবী রক্ষিত হয়;—'অবর্দ্ধয়ৎ' ও 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' পদদ্বয় এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

"চক্রাণ ওপশং দিবি'—এই বাক্যাংশের ভাব বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বর্গ যাঁহার আবাস-স্থান, সৎকর্ম্মের প্রভাবে এই মর্ত্ত্যে আসিয়াও তিনি অবস্থিতি করেন, মর্ত্ত্যবাসীর শ্রেয়ঃ সাধনে উদ্বুদ্ধ হন;—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্যার্থ। (২অ—১খ—১দ—৭সা)॥

সপ্তম সাম-সম্বন্ধে টিপ্পনী।

১। এই সামটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের পঞ্চম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ১ম অধ্যায়, ১৪ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের বিষয় উক্ত আছে—"ইন্দ্রাণাঃ সাম।"

২। "যৎ ভূমিং ব্যবর্ত্তয়ৎ"—এই মন্ত্রাংশ-সম্বন্ধে বিবরণ-কারের ব্যাখ্যা এইরূপ; যথা,—"নপুংসকলিঙ্গমিদং পুংলিঙ্গস্থানে দ্রষ্টব্যম্। 'যঃ' 'ভূমিন্' 'পৃথিবীম্' 'ব্যবর্ত্তয়ৎ' বিবর্ত্তয়তি বিবর্ত্তিতবান্ বা অন্যরূপাং করোতীত্যর্থঃ।" এইরূপ, "ওপশং" পদ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
যদিন্দ্রাহং যথা ত্বমীশীয় বস্ব এক ইৎ।
৩ ২ ৩ ১ ২
স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ॥ ৮॥

* * *

গেয়-গানম্।

৪ ৫ র ৪ ৫র ৪র ৫ ৪ ২র১র ২
১। যদিন্দ্রাহং যথৌ। হোগোবাহাই। ত্বুবাম্। ঈশীয়বস্ত ঔ ২।
২ ১ ২ ১ — ২র ২র র র২
হুবাই। হুবায়ে। কাঈ ২ ৎ। স্তোতা। যেগোসখৌ ২।
১ ১ ২ ১ ১ ৫ ৩
হুবাই। হুবায়ে। সা যা ২ ৩ ৎ। হো ২ বা ২ ৩ ৪
৫র র ২ ১ র২৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। অগ্নিরাহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥ ৮॥

* * *

২১ ৩র ৪ ৫ ৫ র ২১ ১ ২র র
২। আ। ঔহোবাহাই। যদিন্দ্রাহাম্। যথা। ত্বম্। ঐ হী
৩র ২ ১ র ২ ২ ২র ৩ ৩র ২ —
য়ৈ হী ১। আইশী যবস্ব আইকইৎ। ঐহীয়ৈহী ১। আ ২
১ — ১ — ২১ ১ ৫ ৩
ই। স্তোতা ২ মাইগো ২। সখা ২ ৩। সা ২ য়া ২ ৩ ৪
৫র র ২ ১ র২৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। শুক্র আহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ॥ ৮॥

—"গর্জ্জিতলক্ষণং শব্দং কুর্ব্বন্।" তাঁহার মতে "চক্রাণঃ" পদের ব্যুৎপত্তি—"লিটঃ কানজ্বা (৩।২।১০৬)।" ইত্যাদি।

৩। এই সামের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছে; যেহেতু তিনি মেঘকে শায়িত করিয়া পৃথিবীকে (বৃষ্টিদানে) বিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।"

ইংরাজী অনুবাদকগণও ঐ পথেরই অনুবর্ত্তী। তাঁহাদের এক জনের ব্যাখ্যা,—

"The sacrifice made Indra great when he unrolled the earth and made himself a diadem in heaven."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্!) 'যৎ' (যদি) তব 'স্তোতা' (স্তবকারী, ভক্তঃ সাধক ইত্যর্থঃ) 'মে' (মম) 'গোঃ' (স্তবস্য, যদ্বা—জ্ঞানোন্মেষস্য) 'সখা' (সুহৃৎ, সহায়কঃ, সখীভূত ইতি ভাবঃ) 'স্যাৎ' (ভবেৎ), তর্হি হে দেব! 'ত্বং' (ভবান্) 'যথা' (যাদৃশঃ) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'ইৎ' (জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'বস্ব' (ধনবান্, পরমৈশ্বর্য্য-রূপধনবানিতি ভাবঃ) তথা 'অহং' (ত্বদীয় সেবকঃ অহমপি) 'ঈশীর' (ঐশ্বর্য্যাদিযুক্তঃ স্যাম্, তন্ময়ো ভবেয়মিতি ভাবঃ)। হে ইন্দ্র! ভবন্তং স্তোতুং ন জানামি; যদি কোঽপি তব স্তবকার্য্যে জ্ঞানোন্মেষণে বা মম শিক্ষকঃ স্যাৎ, তর্হি অহমপি ভবাদৃশো তন্ময়োবা ভবিতুমর্হামি। মন্ত্রোঽয়ং ভগবৎসকাশে পিতরি পুত্রবৎ সাধকস্যাত্মশ্লাঘাসূচকমাত্মনিবেদনং সূচয়তি। (২অ—১খ—১দ—৮সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ দেব! যদি তোমার স্তবকারী ভক্ত বা সাধক আমার জ্ঞানোন্মেষণের সহায় (সখীভূত) হইতেন; তাহা হইলে, হে দেব! আপনি যেমন অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ও ধনবান্ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্য-রূপ ধনবান্, আমিও সেইরূপ (আপনার ঐশ্বর্য্যে) ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইতে পারিতাম অর্থাৎ তন্ময় হইতাম। (ভাবার্থ—'হে ইন্দ্রদেব! আপনাকে স্তব করিতে জানি না, অর্থাৎ আমি অজ্ঞান; যদি কেহ আপনার স্তবকার্য্যে—আমার জ্ঞানোন্মেষণ-কার্য্যে আমার শিক্ষক হইতেন, তাহা হইলে আমিও আপনার ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যযুক্ত অর্থাৎ আপনাতে তন্ময় হইতে পারিতাম। এই মন্ত্রটী—পিতার কাছে পুত্রের আব্দারের মত, ভগবানের কাছে সাধকের আত্মশ্লাঘাসূচক আত্মনিবেদনরূপ আব্দার সূচনা করিতেছে। (২অ—১খ—১দ—৮সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।—হে 'ইন্দ্র!' 'যথা' 'ত্বং' 'এক ইৎ' একএব কেবলঃ 'বস্বঃ' বসুনঃ ধনস্য ঈশিষে, এবং 'অহং' অপি 'যদ্' যদি 'ঈশীয়' ঐশ্বর্য্যযুক্তঃ স্যাম্। তদানীং 'মে' মম 'স্তোতা' 'গোসখা স্যাৎ' গোভিঃ সহিতো ভবেৎ। ঈশ্বরস্য তব স্তোতা কুতো হেতোর্গো-সহিতো ন ভবেৎ? অপিতু ভবেদেবেত্যভিপ্রায়ঃ। (২অ-১খ-১দ—৮সা)॥

* . *

অষ্টম (১২২) সামের মর্ম্মার্থ।

পুত্র যেমন পিতার কাছে আব্দার করিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে, সাধক তেমনই আজ ভগবানের কাছে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিতেছেন—'আমার যদি কেহ সহায় হইত; তাহা হইলে, হে ভগবন্! আমিও তোমার মত ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিতাম।' সাধক-

শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—'এবার কালী তোরে খাব। তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বারা দিব।' ইত্যাদি। এই সাম-মন্ত্রে এইরূপ ভাবটী দ্যোতিত হইতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ পড়িয়া একটু অনুধাবন করিলে, এই ভাবই উপলব্ধ হইবে।

ভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুসরণে এ মন্ত্রটীর যে অর্থ সম্পন্ন হয়, তাহা এই,—'হে ইন্দ্র! যেরূপ তুমি একমাত্র ধনের ঈশ্বর, সেইরূপ আমিও যদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই; তখন আমার স্তবকারীও গোসখা হয়েন অর্থাৎ বহু-গোরুযুক্ত হয়েন। ঈশ্বর তুমি! তোমার স্তোতা কি জন্য গোরুযুক্ত না হইবেন? অবশ্যই হইবেন।'

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মন্ত্রের "বস্ব এক ইৎ" ও "স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ" এই দুই অংশে, ভাষ্যকারের ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারদিগের সহিত আমাদের একটু মত-বিরোধ ঘটিতেছে। ভাষ্যকার 'বস্বঃ' পদে 'বসুনঃ ধনস্য ঈশিষে' অর্থাৎ ধনের ঈশ্বর বা স্বামী এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, ভগবানকে 'সাধারণ ধনের ঈশ্বর' বলা অপেক্ষা, যে ধন অসাধারণ (পরমৈশ্বর্য্য-রূপ ধন) সেই ধনের 'ঈশ্বর' বা অধিপতি বলাই সঙ্গত। তাহাতেই ভাবটী পরিস্ফুট হয়। তার পর ভাষ্যে "এক ইৎ" বাক্যের "এক এব কেবলঃ" প্রভৃতি বাক্যে 'একমাত্র' এই অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। ঐ এক-শব্দেই তো 'সজাতীয় দ্বিতীয় রহিত' (অর্থাৎ যাহার সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই) একমাত্র এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। 'ইৎ' শব্দের 'এব' (কেবল) অর্থ পুনরুক্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য আমরা 'ইৎ' শব্দে 'এতি জানাতি যঃ সঃ' অর্থাৎ যিনি সকলই জানেন—এই ব্যুৎপত্তি-মূলে সর্ব্বজ্ঞ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। কারণ, ব্যাকরণের নিয়ম আছে—"যে গত্যর্থাস্তে জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ"; অর্থাৎ, যে সব গত্যর্থক গতিবাচক ধাতু আছে, তাহাদের জ্ঞান ও প্রাপ্তি অর্থও হয়। তাহা হইলে, পুনরুক্তি দোষও থাকিল না, পরন্তু আর এক উচ্চ ভাব প্রকট হইয়া পড়িল। 'তুমিই যে একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ—এরূপ নয়, কৃপা হইলে আমরাও তোমার মত হইতে পারি।' এ উক্তি বড়ই সত্য। যখন পরমার্থ-তত্ত্ব জ্ঞান হয়, তখন আর জীব-ব্রহ্মের ভেদবুদ্ধি থাকে না;—জীবই পরমব্রহ্ম হইয়া বিরাজিত হয়েন। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত।

এখন শেষ আলোচ্য—"স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ"—মন্ত্রের এই শেষাংশ। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—"মে মম স্তোতা 'গোসখা স্যাৎ' গোভিঃ সহিতো ভবেৎ;" অর্থাৎ—'আমার স্তবকারী বহু গোরুযুক্ত হয়েন।' তারপর লিখিয়াছেন—'ঈশ্বরস্য তব স্তোতা কুতোহেতো-র্গোসহিতো ন ভবতি? অপিতু ভবেদেবেত্যভিপ্রায়ঃ।' অর্থ—'ঈশ্বর তুমি, তোমার স্তোতা কেন গো-যুক্ত না হইবে? অবশ্যই হইবে—এইরূপ অভিপ্রায়।' ইহাতে কি উচ্চ ভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।' তবে মনে হয়—'আমার স্তোতা গোরুযুক্ত হয়' লিখিয়া, যখন "ঈশ্বর তুমি, তোমার স্তবকারী কেন গোযুক্ত হইবে না? হইবেই"—এইরূপ লিখিয়াছেন; তখন, 'আমিও ঐশ্বর্য্যলাভ করিলে ঈশ্বরই (তুমিই) হইব, সুতরাং আমার স্তবকারী—তোমারই স্তবকারী হইবেন।' এইরূপ তাঁহার (ভাষ্য-কারের) অভিপ্রায় মনে হয়। জীবের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হইলে, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়

সত্য; কিন্তু তাঁহার (জীবব্রহ্মের) স্তবকারী বহুগোরুযুক্ত হয়েন,—ইহার তাৎপর্য্য কি! ঈশ্বরকে স্তব করিয়া কেবল গোটাকতক গরু পাইলেই কি পাওয়া হইল? তাঁহার অভীষ্ট যত কিছু, এমন কি পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্তও তো লাভ করিতে পারেন! সেই জন্য আমরা 'স্তোতা মে গোসখা স্যাৎ' এই মন্ত্রাংশের পূর্ব্বে একটা "তব" পদ অধ্যাহার করিয়া তোমার স্তোতা, আমার (মে) "গোসখা" (গো—স্তবাকা, জ্ঞানোন্মেষণ, তাহার সখা বা 'সহায়ক অর্থাৎ স্তবের বা জ্ঞানোন্মেষণের সহায়ক হইত)—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য এই যে 'আমি অজ্ঞ অধম। দেব! তোমার স্তবের বিষয় (আরাধনা) আমি কিছু জানি না। তুমি ত নানারূপে—কখনও গুরু বা শিক্ষক-রূপে, কখনও শিষ্য বা উপদেশ্যরূপে বিরাজ কর। তাই বলি, উপদেশক বা সত্যপথ-প্রদর্শক মনীষিরূপে আমার কাছে এস, পথ দেখাও। অজ্ঞানতা দূর হইয়া জ্ঞানোন্মেষ হউক; ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হউক। ফলে, তোমাতে ও আমাতে এক হইয়া যাই।' মন্ত্রে এই প্রার্থনাই প্রকটিত বলিয়া মনে করি। (২অ—১খ ১দ-৮ম)। *

নবমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২

পন্ত্যং পন্ত্যমিৎসোতার আ ধাবত মদ্যায়।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

সোমং বীরায় শূরায় ॥ ৯ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫র ৫ ১ ২ ২ ২

পন্ত্যম্পন্ত্যমিৎ। সোতা ৬ রা। পন্ত্যম্পন্ত্যমিৎসো ১ তা। ৩ রাঃ।

১ ২র ৩ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২র ১

আ; ধাবত মদিয়াযা। সোমং বী। রা ২ ৩।

৩ ২ ৪

যশূ ৩ রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ॥ ৯ ॥

---

* অষ্টম সামের টীপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের ১ম ঋক্। (৬ষ্ঠ অষ্টক, ১ম অধ্যায়, ১৪ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গান দুইটী; তাহার প্রথমটী 'গোবৃক্তং' ও দ্বিতীয়টী 'অশ্বসূক্তং' অভিধায়ে অভিহিত।

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখা:' পদ ব্যত্যয়ে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত (৩৪৯৮) 'অসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' (৭৬৯৭) - কাত্যায়নের এই বচনানুসারে গুণের অভাব হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোতারঃ' (আত্মোদ্বোধনযজ্ঞে অভিষোতারঃ হে মম প্রাণাঃ, যদ্বা - চিত্তবৃত্তয়ঃ!) 'পত্যং' (ব্যবহার্য্যাং, ব্যবহারিকং, অতাত্ত্বিকমিতি ভাবঃ) 'ইৎ' (অনিত্যাং, ধনাদি ইতি ভাবঃ) এবং 'পন্যং' (স্তুত্যং, বাস্তবিকং নিত্যসত্যং ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (অমৃতং, অমৃতবদ্ ভগবত্তৃপ্তিদায়কং হৃদ্গতসত্ত্বভাবং, ভক্তিসুধামিতি ভাবঃ) 'বীরায়' (স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালবিক্রমকারিণে) 'শূরায়' (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েষু শৌর্য্যশীলায়) ভগবতে 'মন্থায়' (সন্তোষ্যায়) 'আ' (সম্যগ্রূপেণ) 'ধাবত' (প্রাপয়ত, প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ)। হে চিত্তবৃত্তয়ঃ! যদি আত্মোদ্বোধনযজ্ঞং অভিষোতুমিচ্ছথ, তর্হি যুষ্মাকং বাহ্যধনাদি, আন্তরং সত্ত্বভাবাদি সর্ব্বং ভগবতি সমর্পয়ত। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (২অ - ১খ - ১দ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিষবকারী হে প্রাণসমূহ অথবা চিত্তবৃত্তিনিবহ! ব্যবহার্য্য (ব্যবহারিক অর্থাৎ অতাত্ত্বিক) অনিত্য ধনাদি এবং প্রশংসনীয় (অর্থাৎ বাস্তব নিত্যসত্য) সোম (অমৃত অর্থাৎ অমৃতের মত ভগবানের তৃপ্তিপ্রদ হৃদ্গত সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধা সকলই) সেই বীর (অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল-বিক্রমকারী) শূর—(অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় বিষয়ে শৌর্য্যসম্পন্ন) ভগবানকে প্রাপ্ত কর অর্থাৎ প্রদান কর। (ভাবার্থ,—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা যদি আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞে অভিষব করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমাদের বাহ্যধনাদি আর আন্তর সত্ত্বভাবাদি ভগবানে অর্পণ কর।)॥ (২অ—১খ—১দ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—মেধাতিথিরাঙ্গিরস ঋষিঃ। হে 'সোতারঃ' অভিষোতারোঽধ্বর্য্যবঃ! 'মন্থায়' মাদয়িতব্যায় 'বীরায়' বিক্রান্তায় 'শূরায়' শৌর্য্যবতে ইন্দ্রায় 'পত্যং পন্যং ইৎ' সর্ব্বত্র স্তুত্যমেব 'সোমং' 'আ ধাবত' অভি গময়ত প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ। (২অ - ১খ—১দ - ৯সা)।

* * *

৩। পূর্ব্বোক্ত অষ্টম সাম-মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই,—

একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"যেরূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোযুক্ত হয়।"

একটী ইংরেজী অনুবাদ; যথা,—"If I, O Indra, were, like the single ruler over wealth, my worshippers should be rich in kine."

নবম (৮২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ, অথবা প্রাণ সকল! আর কেন মোহপঙ্কে ডুবিয়া থাক? একবার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলিত কর। চাহিয়া দেখ,—এ পার্থিব ধনরত্ন, এই ঘরবাড়ী-অট্টালিকা, সকলই মিথ্যা—সকলই অনিত্য। কিছুই তো তোমার নয়। তবে কেন আমার আমার কর? তোমার হইলে চিরদিনই তো তোমার হইয়া থাকিত। তোমার হইলে চিরদিনই তো তাহারা তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত! তোমার হইলে যেখানে তুমি যাইতে, তাহারাও তো ঠিক সেই খানেই যাইত। কিন্তু কৈ? তুমি যাহা ভাব, তাহা তো নয়! এখন আছে, পরক্ষণেই তো আর দেখিতে পাও না! আবার জীবনাবসানে তারা তো কেহই সঙ্গে যায় না। যেখানকার যাহা, সেইখানেই তো পড়িয়া থাকে। কিছুই তো তোমার সঙ্গে যায় না! তুমি যেমন একাকী আসিয়াছ, তেমনি একাকীই তো তুমি চলিয়া যাও! তবে কেন বৃথা আমার আমার করিয়া মর! তাই বলি, ভাবিয়া দেখ—এ সকল কিছুই তোমার নিজস্ব নয়, এ সকলই ভগবানের। তাঁহার জিনিষ,—সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাঁহাকেই অর্পণ কর। শুধু ইহা (বাহ্যবস্তু) কেন! তোমার অন্তরেরও যাহা আছে—জ্ঞান ভক্তি সুখ বা আনন্দ (সত্ত্ব-ভাব-রূপ) এ সকলও তো সেই ভগবানেরই প্রদত্ত! সুতরাং তাঁহার বস্তু তাঁহাকেই অর্পণ কর। তাহা হইলে তোমার আত্মোদ্বোধন যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবে। আর ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি কর। তিনি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল এই ত্রিভুবনকে ব্যাপিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি বিশ্বব্যাপী বিভু। আর কিরূপ! না—এই ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা। লীলাময় ইচ্ছাময় তিনি; যখন যেরূপে ইচ্ছা, সেইরূপেই লীলা করেন। সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি; তাঁহার সে লীলায় কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাই।'

যাহা হউক, ভাষ্যকার এ মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, এখানে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি; পরে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচিত হইবে। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটী অভিষবকারী অধ্বর্য্যুগণের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। সে মতে অর্থ হয় এই যে,—'হে অভিষবকারী অধ্বর্য্যুগণ (ঋত্বিক্-বিশেষ)! তোমরা মাদয়িতবে (আমাদের মত্ত করাইবার পাত্র) বিক্রান্ত ও শৌর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রকে সকল স্থানে (অথবা সকল যজ্ঞে) স্তুত্য (প্রশংসনীয়) সোমরস প্রদান কর।'

এ মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কেন আমরা ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রের প্রথম আলোচ্য পদ—'সোতারঃ।' ভাষ্যকার 'সোতারঃ' পদের প্রতিবাক্যে "অভিষোতারঃ অধ্বর্য্যবঃ!" অর্থাৎ, হে অভিষবকারী অধ্বর্য্যুগণ (ঋত্বিক্-বিশেষ) অর্থ আমনন করিয়াছেন। 'সু' ধাতু হইতে 'সোতৃ'-পদে নিষ্পন্ন; তাহা হইতেই ভাষ্যকার এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই [illegible]

কারী 'অধ্বর্য্যুগণ' অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি,—বেদ-মন্ত্র কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। বেদমন্ত্রসমূহ সার্ব্বজনীন উদার ভাবদ্যোতক। অভিষব—যজ্ঞীয় ক্রিয়া-বিশেষ। সেই যজ্ঞ যদি বিশেষ যজ্ঞ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে অভিষবকর্ত্তা-রূপে অধ্বর্য্যুগণকে সম্বোধন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি,—এ অভিষব যজ্ঞবিশেষের অভিষব নয়—এ অভিষব আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞের অভিষব; এ অভিষবে কেবল অধ্বর্য্যু নয়—জগতের সকলেই অধিকারী, এ অভিষব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। সাধক তাই আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদেরও আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন আছে। তোমরাও ঐ যজ্ঞের কর্ত্তা হও।' এই মনে করিয়াই আমরা 'সোতারঃ' পদে আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞে অভিষবকারী প্রাণসকল বা চিত্তবৃত্তিনিবহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বহুবচন (সোতারঃ) থাকায় 'প্রাণ' বা 'চিত্তবৃত্তি' অর্থই দ্যোতিত হইতেছে। প্রাণের বা চিত্তবৃত্তির বহুত্ব সর্ব্বসম্মত। উহার লক্ষ্য—জীবমাত্রেই।

তারপর বিচার্য্য—'পন্যং পন্যমিৎ।' ভাষ্যকার এই অংশের 'সর্ব্বত্র স্তুত্যমেব' অর্থাৎ সকল স্থানে প্রশংসনীয় অর্থ লিখিয়াছেন; এবং তাহা সোমের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এই (পন্যং পন্যমিৎ) অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম 'পন্যং' পদ 'সোমং' পদের বিশেষণ, দ্বিতীয় 'পন্যং' পদ 'ইৎ' পদের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। গত্যর্থক ইন্ (ই) ধাতুর উত্তর কিপ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'ইৎ' শব্দে (এতি-গচ্ছতি এই ব্যুৎপত্তি) গমনশীল ধনরত্নাদি বুঝাইতে পারে। 'সোম' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর 'অমৃত' অর্থাৎ হৃদয়ের সত্বভাব বা ভক্তিসুধা অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছি। আর 'ইৎ' পদের বিশেষণ পন্য-শব্দে ব্যবহার্য্য বা ব্যবহারিক (অর্থাৎ অতাত্ত্বিক) এবং সোম-পদের বিশেষণ 'পন্য' শব্দের 'স্তুত্য' প্রশংসনীয় বা নিত্যসত্য শাশ্বত অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। নতুবা প্রথম 'পন্য' শব্দের দ্বারাই ভাব ব্যক্ত হয় এবং দ্বিতীয় পন্য-শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। 'পন ব্যবহারস্তুত্যো' এই গণে 'পন' ধাতুর ব্যবহার ও স্তুতি অর্থই প্রতীত হয়। তার পর 'বীরায়' পদে 'সাধারণ বীর' (ভাষ্যকথিত) না ধরিয়া স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল-বিক্রমকারী ও 'শূরায়' পদে সাধারণ শূর না লইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ে শৌর্য্যশালী এবং 'মদ্যায়' পদে আমাদের সন্তোষ্য সন্তুষ্ট করাইবার পাত্র (অর্থাৎ আরাধ্য) এই অর্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহাতেই, দেবভাব দেবমাহাত্ম্য পরিব্যক্ত হয়। ইহাই আমাদের ধারণা॥ (২অ—১খ—১দ—৯সা)॥

— —:০:—

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের ২৫ম ঋক্ (৫ অষ্টক, ৭ অধ্যায়, ২১ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার ঋষি—মেধাতিথি-পুত্র আঙ্গিরস।

দশমং সাম।

৩ ১   ২   ৩ ২উ ৩   ২ ৩   ১   ২ ৩ ১ ২
ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সু পূর্ণমুদরং।

১ ২   ৩ ১   ২
অনাভয়িন্ ররিমা তে॥ ১০॥

* . *

গেয়-গানং।

৫   ২ ১   ০ ২   ১ S র   র   ২ ১
(১) ইদংবসাউ। সুতমা ২ ৩ ধাঃ। পিবা ২ সুপূ। র্ণমুদা

২   ৩ ২   ৩ ২
২ ৫ রা ২ ৩ রা ৩ ৪ ম্। অনা ৩ ৪ ভয়া ৩ ইন্।

৪   ৫   ৪   ৫
ররোবা। মা ৫ তো ৬ হাই॥

* . *

৫ ৪   ০   ২ ১র ৪   ৫   ২ ১র   ২   ৩
(২) ইদা ৩ বসোসুতমন্ধাঃ। পিবাসূ ২ ৩ পূ ৩। র্ণমু

৮ ৩   ৫   ৩   ২   — ১
২ দা ২ ৩ ৪ রাম্। আ ২ ৩ না। ভা ২ য়াইন্।

৭   ২   ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ররা ২ ৩। হাউ বা ৩। মাতে ২ ৩ ৪ ৫॥

* . *

২। এই মন্ত্রে 'পস্তং' পদ দুই বার দৃষ্ট হয়। কাত্যায়ন-সূত্র 'ক্রিয়া-সমভিহারে চ' (৮।১।১২) অনুসারে দ্বিব্বচন হইয়াছে বলিয়া টীকাকারগণ সিদ্ধান্ত করেন। পস্ ধাতু স্তুত্যর্থবাচক। নিরুক্তে তাহা দৃষ্ট হয়; যথা,—'পসতি স্তুত্যর্থঃ' (৩।১।৪।১৬)।

৩। ইহার গেয়গান সম্বন্ধে "গৌরীবীতম্" এইরূপ উক্ত আছে।

৪। এই নবম সাম-মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে অভিষবণকারীগণ! তোমরা মাদয়িতব্য বীর ও শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতিযোগ্য সোম দান কর।"

একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—"Pessers blend Soma juice for him, each draught most excellent for him. The brave, the hero, for his joy."

(৩) ইদং বসো সুতমন্ধঃ পিবা সুপূর্ণমুদরম্। অনাভয়িন্ ররিমা তে ॥

পিবাসুপূর্ণামুদরৌ। হো ও বা। আনাভী ও য়ীন্। ররীমাতা।

উওপো ও বা। তে হা ই। ডা ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অনাভয়িন্' (হে জন্মজরামরণভয়রহিত, হে অনন্ত)! 'বসো' (পরমধনপ্রদাতা, মোক্ষবিধায়ক, সর্ব্বেষাং আশ্রয় ইত্যর্থঃ) 'ইদং' (মদীয়ং) 'সুতং' (মনঃপ্রসূতং, বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ) 'অন্ধঃ' (অন্নং, সত্ত্বভাবরূপং, ভক্তিনামকমমৃতমিতি ভাবঃ) 'তে' (তুভ্যং) 'আ' (প্রকর্ষেণ, সম্যগ্রূপেণ) 'ররিম' (দত্তবন্তঃ, নিবেদিতবন্তঃ, উৎসর্গীকৃতবন্তঃ ইতি ভাবঃ) বয়মিতি শেষঃ; ত্বং তৎ 'আ' (সর্ব্বতঃ) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ ইত্যর্থঃ) যথা 'উদরং' (ত্বদীয়মুদরং) 'সুপূর্ণং' (অতিশয়েন পূর্ণং ভবেদিতি শেষঃ)। ভাবার্থঃ—'হে দেব! ত্বং জন্মজরারহিতঃ সর্ব্বেষাং আশ্রয়ভূতো মোক্ষবিধায়কশ্চ। বয়ং অকিঞ্চনাঃ অস্মাকং হৃন্নিহিতং ভক্তিসুধাং গৃহীত্বা পরিতুষ্টঃ সন্ অস্মান্ পরমাশ্রয়ং মোক্ষঞ্চ প্রাপয় ॥ (২অ—১খ—১দ—১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জরামরণভয়বিরহিত (হে অনন্ত)! নিখিলপ্রাণিগণের আশ্রয় পরমধনপ্রদাতা দেব! মদীয় মনঃপ্রসূত বিশুদ্ধ এই অন্ন (সত্ত্বভাব-রূপ ভক্তিরসামৃত) আপনাকে বিধিপূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে প্রদান করিতেছি (উৎসর্গ করিতেছি)। যাহাতে আপনার উদর পূর্ণ হয়, অর্থাৎ আপনার সম্যক্ তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপে আপনি তাহা পান করুন। (ভাব এই—'অকিঞ্চন আমরা, একমাত্র হৃদয়ের ভক্তিই আমাদের সম্বল। তুমি সেই ভক্তিসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও এবং আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান কর')। (২অ—১খ—১দ—১০সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—কাণ্বঃ প্রিয়মেধ ঋষিঃ। হে 'বসো' বাসয়িতঃ! ইন্দ্র! 'ইদং' পুরোবর্ত্তমানং 'সুতং' অভিষুতং 'অন্ধঃ' অন্নং সোমলক্ষণং 'পিবা' যথা 'উদরং' ত্বদীয়ং জঠরং 'সুপূর্ণং' অতিশয়েন সম্পূর্ণং ভবতি তথেত্যর্থঃ। হে 'অনাভয়িন্!' (আ সমন্তাদ্ বিভেত্যাভয়ী, বিভেতেরৌণাদিক ইনিঃ, ন আভয়ী অনাভয়ী তাদৃশ)! হে ইন্দ্র! 'তে' তুভ্যং ত্বদর্থং 'ররিমা' উক্তগুণং সোমং দদ্মঃ (রা দানে ছান্দসো লিট্)। (২অ—১খ—১দ—১০সা)॥

ইতি সায়ণাচার্য্য-বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে

ছন্দোব্যাখ্যানে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

দশম (১২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়,— ইন্দ্র যেন একজন সাধারণ মনুষ্য। তিনি যেন সোমরস পান করিতে খুব ভালবাসেন। তাঁহাকে যেন বলা যাইতেছে—'এই শোধিত সোমরস (অন্ন) প্রচুর পরিমাণে পান কর—যাহাতে তোমার উদর পূর্ণ হয়। নির্ভীক হইয়া পান কর, ইহা তোমার জন্যই প্রস্তুত করিয়াছি।' ভাষ্যকার প্রায় ঐরূপ অর্থই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আমাদের দৃষ্টিতে এই সামের তাৎপর্য্য অন্যরূপ মনে হয়; মনে হয়, এখানে যেন ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, 'হে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর ভগবন্! তোমার উদর পূর্ণ করিতে পারি, এমন শক্তি আমাদের নাই। আমরা অতি অকিঞ্চন। আমাদের আমার বলিতে বিশেষ আর কি আছে? তবে বহু দিন ধরিয়া, বহু সাধনা করিয়া, সামান্য একটু সত্ত্বভাব—ভক্তি-রসামৃত সংগ্রহ করিয়াছি; হে কাম্য, হে নিখিলজনগণের আশ্রয়স্থল, হে পরমধনপ্রদাতা, হে জন্মজরামরণবিরহিত দেব! সেইটুকু আমরা তোমাকে প্রদান করিয়াছি। নিজগুণে তাহার দ্বারাই তোমার উদর পূর্ণ করিয়া লও।'

প্রাণে নিরাশার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। মন্ত্রে তাই করুণ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সারা জীবন সাধনা করিলাম; কি ফল ফলিল? বিশ্বময়কে পরিতৃপ্ত করিবার কি সামগ্রী অর্জ্জন করিলাম! সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়; জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত-প্রায়। কিন্তু কি করিলাম? তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবার মত কিছুই তো সঞ্চয় করিতে পারিলাম না! নিরাশায় সাধক তাই জানাইতেছেন,—'হে আমার আশ্রয়স্থল, হে আমার মোক্ষবিধায়ক! আমি বড় অকৃতী, বড় অভাজন। আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, আপনার পরিতৃপ্তি বিধান হয়, এমন সামগ্রী কিছুই আমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। আপনাকে ডাকিতে ডাকিতে, আপনার শরণ লইতে লইতে, হৃদয়ে সামান্য একটু ভক্তিকণা সঞ্চিত হইয়াছে মাত্র। আমি বুঝিতেছি, আপনার পরিতৃপ্তির পক্ষে তাহাও যথেষ্ট নহে। কিন্তু জানি আমি—আপনি দয়াময়; জানি আমি—আপনি ভক্তের ভগবান। জন্মজরারহিত 'অনাভয়িন্'—অভয়প্রদাতা আপনি। আমার হৃদয়ে সঞ্চিত বহু আয়াসে উপার্জ্জিত 'বিদুরের ক্ষুদ' সেই ভক্তিকণা আপনাকে প্রদান করিতেছি। আমায় অভয় দান করুন,—আমার যৎসামান্য এই ভক্তির উপহার গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হউন! আপনার কৃপার দাবী রাখি না; আপনার কৃপা পাইব,—তদুপযুক্ত সাধনাও আমার নাই। দয়াময়—কৃপাময় আপনি; আপনি নিজগুণে আমায় আশ্রয় দান করুন; আমি যেন ভব-বন্ধন-মুক্ত হই,—আপনার চরণ-সরোজে যেন আশ্রয় লাভ করি।'

ভাষ্যে 'অন্ধঃ' পদে 'সোমরসরূপ অন্ন' অর্থ লক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ঐ পদের 'সত্ত্বভাবরূপ ভক্তিরসামৃত (অন্ন)' অর্থও নিষ্কাশিত হইতে পারে। কারণ 'পিব' এই পানার্থক ক্রিয়াপদ থাকায় পানীয় বস্তুই পানের কর্ম্মরূপে গ্রহণ করার ভাব মন্ত্রে অভিব্যক্ত হইতেছে। ভক্তি—সত্ত্বভাবের মূর্ত্তি। অমৃতপানে যেমন অমরত্ব লাভ হয়, তেমনই ভক্তির দ্বারাও লোকের

অমরত্ব-লাভ হয়। ইহা শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত। সেই জন্য ভক্তিতে অমৃতের সাদৃশ্য পরিস্ফুট থাকায় তাহাতে সজ্জনগণ 'অমৃতত্ব' আরোপ করিয়াছেন। রসের (জলের) মত ভক্তির দ্বারাও লোক আর্দ্র হয়। তাই ভক্তি, রস-রূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য—ভগবান্ ভক্তিপ্রিয় ও রসময়, তিনি ভক্তিরস পাইলে অন্য কোনও রস (তুচ্ছরস) গ্রহণ করেন না। ভক্তিরসই তিনি অমৃতরূপে পান করেন। এজন্য সাধক ভক্তিভরে বলিতেছেন—"হে ভক্তের ভগবন্। আমার এই যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ের ধন গ্রহণ করুন; তাহায় দ্বারই তৃপ্ত হউন।"

এতদ্ভিন্ন, 'সুত' শব্দ প্রসবার্থক সু-ধাতু নিষ্পন্ন বলিয়া তাহার অর্থ 'মনঃপ্রসূত' গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃত (সদ্ভাব-রূপ), মনঃ (বা আত্মা) হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার ঐকান্তিকতা জন্মিলে তাহাই 'সুত' সংস্কৃত হয়,—বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার 'বসো' পদে 'বাসয়িতঃ' (সোমের দ্বারা আনন্দলাভকারিন্) অর্থ, এবং অনাভয়িন্' পদে 'নির্ভীক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সাধারণ অর্থ ত্যাগ করিয়া 'অনাভয়িন' পদে "জন্মজরামরণভয়নিবারক, অভয়প্রদাতা" এবং 'বসো' পদে 'সনের মত কামনার বস্তু' অথবা 'সাধকজনগণের আশ্রয়স্থল ও পরমধনপ্রদাতা' এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা মনে করি, এইরূপ অর্থেই মন্ত্রের উচ্চ ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় ও পূর্ব্বাপর সঙ্গত থাকে॥ (২অ-১খ—১দ-১০সা)॥০

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম ঋক (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। কণ্বপুত্র প্রিয়মেধ এই মন্ত্রের ঋষি। ইহার গেয়গান তিনটী; তিনটীরই নাম—"গারাণি"। বিবরণকারের মতে, এই সাম-মন্ত্রের ঋষি 'মেধাতিথি;' 'মেধাতিথেরার্ষং।'

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বসো' পদের অর্থ ভাষ্যকার 'বাসয়িতঃ' করিয়াছেন। বিবরণকারের মতে উহার অর্থ—'প্রশস্তধনবন।' আমরা উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। উভয় অর্থেই ভগবানের মহিমার ভাব পরিব্যক্ত করে।

৩। অন্ন নাম সমূহের মধ্যে 'অন্ধঃ' পদ প্রথমেই পঠিত হয়। ভাষ্যকার ঐ পদে সোমলক্ষণরূপ 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে সে অন্ন—'সত্ত্বভাবরূপ অথবা হৃদয়ের ভক্তিভাবরূপ অন্ন।' ভক্তের ভগবান্ সেই অন্নেই চিরকাল বাঁধা থাকেন।

৪। মন্ত্রের 'পিবা' পদের দীর্ঘত্ব 'দ্ব্যচোতঃ' (৬।১ ১৩৫)—এই সূত্রানুসারে সমর্থিত হয়।

৫। 'ররিমা' পদ-সম্বন্ধে টীকাকার বলেন,—'তিঙঃ' (৬।১।১৩৫) এই সূত্রানুসারে যোগভাগ হেতু দীর্ঘ হইয়াছে। 'রা' ধাতু 'ছন্দসি লিট্' (৩।২১০৫)।

৬। এই মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই;—"হে বসু ইন্দ্র! এই অভিষুত সোমপান কর, উদর পূর্ণ হউক, অকুতোভয় ইন্দ্র। তোমাকে দান করিব।"

মন্ত্রের [illegible] অনুবাদ; যথা,—"Here is soma juice, O Vasu, drink till thou art full undaunted God, we give it to thee."

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—:§*§:—

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রং পর্ব্ব দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়া দশতিঃ।

• • •

দ্বিতীয়া দশতি।

—§*§—

প্রথমং সাম।

১উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩১র ১র

উদ্‌ঘেদভি শ্রুতামঘং বৃষভন্নর্য্যাপসং।

১ ২

অস্তারমেষি সূর্য্য ॥ ১ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ র ৪ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ৭

(১) উদ্দেঘদভ্যোবা। শ্রুতামা ২ ৩ ৪ ঘাং। বৃষাভন্না। রিয়া ২

৩ ৫ — ১ ২ ১ ৬র ২

পা ২ ৩ ৪ সাং। আ ২ স্তা। রা ২ ০ মে। ষাইসূ রয়া।

২ ৪ ৫ ৪

ঔ ৩ হো বা। হো বা ই। ডা ॥ ১ ॥

* * *

৫ র র ৫ ৪ ৩৪৫ ১ ৩

(২) উদ্দেঘদভিশ্রুতামা৬ঘাং। বৃষভন্নর্য্যা। হুং। পা ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ২ র ১ ২ ১

সাং। আস্তা ৩ উবা। রামাই। ষিসূ

৫ ৪ ২ ৫

২ ৩ ৪ বা। রা৫ য়ো ৬ হাই ॥ ২ ॥

• • •

৩ র৫ ৪ ৫৪র৫ ৪৫৪ ৫ ৪ ৩৪৫র ২ ২
(৩) উদেষদভি শ্রুতামঘং। ইয়াইয়াহাই। বৃষভমর্য্যা। হা ৩ হা ৩ ই।
১ ৫ ১ ২ ২ ১ ৩
পা ২ ৩ ৪ সাং। আস্তা ৩ উ বা ৩। রা ২ মা
৫র র ২র ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔ হো বা। দিসূর্য্য ২ ৩ ৪ ৫। ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব) ত্বং 'শ্রুতামঘং' (বিখ্যাতধনং, যদ্বা—সত্ত্বভাবরূপং পরমধনযুক্তমিতি ভাবঃ) 'বৃষভং' (যাচমানানাং ধনবর্ষিতারং, সদাদানধর্ম্মপরায়ণং ইত্যর্থঃ) 'নর্য্যাপসং' (নরহিতকর্ম্মাণং, জনহিতরতমিতি ভাবঃ) 'অস্তারং' (ঔদার্য্যবন্তং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য' প্রতি ইত্যর্থঃ, তেষাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'উদেষি' (উদিতো ভবসি ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—'হে দেব! কিমদ্ভুতং যদি ত্বং সৎকর্ম্মশীলানাং জনানাং হৃদি উদিতো ভবসি! অস্মৎসদৃশানাং অকৃতিনাং হৃদি যদি ত্বং স্বপ্রকাশো বর্ত্তসে তদা তে মহিমানং জানীমঃ। অতঃ প্রার্থনা—হে দেব! ত্বং পাপাত্মনঃ মম হৃদি প্রতিষ্ঠিতো ভব, মামুদ্ধারয়।' (২অ—২খ—২দ—১সা)।

অথবা,

'সূর্য্য' (হে তেজোময় স্বপ্রকাশ দেব!) 'শ্রুতাং' (শ্রুতিসম্মতাং, সৎকর্ম্মণামিতি শেষঃ) 'অস্তারং' (নিক্ষেপকারিণং, লঙ্ঘনকারিণং, উন্মার্গগামিনামিত্যর্থঃ) তেন 'নর্য্যাপসং' (নর্য্যাস্ত নরহিতকর্ম্মণঃ অপসং বিনাশকং) তস্মাৎ 'অঘং' (পাপিনং) 'বৃষভং' (অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নং) এবম্ভূতং মাং ইতি শেষঃ; 'অভি' (অভিতঃ, প্রতি ইত্যর্থঃ, মম হৃদি ইতি ভাবঃ) 'উদেষি' (উদ্‌গতো ভবসি, উদিতো ভব, জ্ঞানালোকদানেন মামুদ্ধারয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'হে তেজোময় দেব! শ্রুতিবাক্যলঙ্ঘনেন পরাপকারেণ চ পাপান্ধতমসাচ্ছন্নং ক্রোধান্ধমজ্ঞানং মাং জ্ঞানালোকদানেন সৎপথং প্রদর্শয়'। (২অ—২খ—২দ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানাধার স্বপ্রকাশ দেব! বিখ্যাতধনযুক্ত (অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ পরমধনযুক্ত) যাচ্ঞাকারীদিগের প্রতি ধনবর্ষণকারী (অর্থাৎ সদা-দান-ধর্ম্মপরায়ণ), জনহিতরত ও ঔদার্য্যগুণবিশিষ্ট সৎকর্ম্মকারীর প্রতি (তাঁহাদিগের হৃদয়ে) আপনি উদিত হয়েন। (ভাব এই যে—সৎ-কর্ম্মশীল [illegible]নের হৃদয়ে আপনি উদিত হইবেন, এ আর আশ্চর্য্য কি? আমাদিগের ন্যায় অকৃতী জনগণের অন্তরে যদি আপনি স্বপ্রকাশ হইয়া

অবস্থান করিতে পারেন, তবেই আপনার মহিমা বুঝিব। অতএব প্রার্থনা—'হে দেব! এই পাপাত্মা আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে উদ্ধার করুন।')॥ (২অ—২খ—২দ—১সা)॥

অথবা।

হে তেজোময় দেব! শ্রুতিসম্মত-বাক্য-নিক্ষেপকারী অর্থাৎ লঙ্ঘনকারী, (সেইজন্য) নরের হিতকর কর্ম্মের বিনাশক, অতএব পাপী এবং বৃষতুল্য (অর্থাৎ অজ্ঞান ও ক্রোধান্ধ),—এইরূপ যে আমি, আমার প্রতি (আমার হৃদয়ে) উদিত হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানালোক দান করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। (মন্ত্রের ভাব এই—'হে তেজোময় দেব! শ্রুতিবাক্য-লঙ্ঘনে ও পরের অপকার করিয়া, পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন, ক্রোধান্ধ ও অজ্ঞান হইয়াছি, আমাকে জ্ঞানালোক দান করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন।')। (২অ—২খ—২দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়ে খণ্ডে সেয়ং প্রথমা ঋচোঃ শুতকক্ষঃ শ্রুতকক্ষো বা ঋষিঃ। অস্মিন্ তৃচে সূর্য্যরূপেণেন্দ্রস্য স্তুতিঃ ক্রিয়তে। 'অসৌ বা আদিত্য ইন্দ্রঃ' ইতি হারিদ্রবিকং। হে 'সূর্য্য'! (দ্বাদশসু ভানুষু ইন্দ্রোঽপি সূর্য্যাত্মনা পঠিতঃ, তস্মাৎ) সূর্য্যাত্মক, সুবীর্য্য, হে ইন্দ্র! শ্রুতামঘং' সর্ব্বদা দেয়ত্বেন বিখ্যাতধনং, অতএব 'বৃষভং' যাচমানানাং ধনবর্ষিতারং 'নর্য্যাপসং' (নরহিতং নর্য্যং) নরহিতকর্ম্মাণং 'অস্তারং' দানশৌণ্ডং ঔদার্য্যবন্তং এতাদৃশং 'উদেষি' অভিত উদেষি। 'ইদং' অবধারণে, ত্বমেব তস্য যজ্ঞে সূর্য্যাত্মনা উদগতোহসি। 'ঘ' ইতি পূরণঃ। (২-২খ ২দ—১সা)॥

প্রথম (১২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র উচ্চভাব দ্যোতক। সাধক কহিতেছেন, যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী, যাঁহারা দানধর্ম্মরত, যাঁহারা সত্ত্বভাবসমন্বিত, তাঁহারা যে ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যাগযজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম, পরোপকার, আর্ত্তের দুঃখমোচন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, দরিদ্রের দারিদ্র্যভঞ্জন—এ তো ভগবানেরই কর্ম্ম! যাঁহারা তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, ভগবান তো তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই কৃপাপরায়ণ রহিয়াছেন! শ্রীভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

'মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।'

অর্থাৎ,—'হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত এবং সর্ব্ববিষয়ে সমদর্শী, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।'

কিন্তু অকৃতী আমরা ; ভগবানকে ধারণা করিতে পারি, তাঁহার কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী হই,—সে সামর্থ্য আমাদের নাই। সামর্থ্যহীন আমরা ; তিনি যদি স্বয়ং কৃপা করেন, তিনি যদি নিজে আসিয়া হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশ হন, তবেই সুফল লাভের আশা আছে। তাই প্রার্থনা হইতেছে,—'হে দেব ! আপনার শরণ লইলাম ; অজ্ঞান আমরা ; আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করুন। আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া, আমরা যেন সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই। ভজন জানি না—সাধন জানি না আমরা। শিখাইয়া দাও প্রভু ! তুমি না শিখাইয়া দিলে কিরূপে শিখিব প্রভু ! জানাইয়া দেও দেব ! তুমি না জানাইয়া দিলে, কেমন করিয়া জানিব দেব ! আপনার মহিমা আপনি প্রকাশ না করিলে, আমাদেরর সাধ্য কি যে, তাহা বুঝিতে পারিব ! তোমার মহিমা—তোমার স্বরূপ বুঝিতে না পারিলে আমাদের যে উদ্ধারের আশা নাই ! তাই ডাকি দেব ! এস—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও ! আমরা সংসার সমুদ্রে তরিয়া যাই।' প্রথম অন্বয়ে মন্ত্রে এই ভাবই প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রার্থনায় সেই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এখানেও অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানালোক-লাভে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন দিক্ দিয়া যদিও এ মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন বটে কিন্তু আমরা মনে করি—সাধক যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, যখন তাঁহার জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে, যখন তিনি স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, সেই অবস্থায় সাধক বলিতেছেন—'হে দেব ! আমি বুঝিতে না পারিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। শ্রুতিবাক্য অমান্য করিয়াছি - পরের কত অপকার করিয়াছি। আমি ঘোর মহাপাপী। আমি মহান্ অজ্ঞান। অন্ধকারে পড়িয়া আছি। ইষ্টপথ দেখিতে পাইতেছি না। হে তেজোময় দেব ! আমাকে রক্ষা কর,—পরিত্রাণ কর, জ্ঞানালোক দিয়া আমাকে সৎপথ দেখাও।' এই মধুর ভাব ! এই সুন্দর কথা ! এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত।

এক্ষণে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় এই সামমন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা প্রকাশ করিতেছি। সে অর্থ,—'সূর্য্যাত্মক অর্থাৎ হে সুবীর্য্য ইন্দ্র ! সর্ব্বদা দান করেন বলিয়া বিখ্যাত ধনশালী, যাচকদিগের ধনবর্ষণকারী, নরের হিতকর কর্ম্মকারী, দানশৌণ্ড এবং ঔদার্য্যযুক্ত এতাদৃশ মহানুভবের প্রতি তুমি উদিত হইতেছ, অর্থাৎ তুমি তাদৃশ ব্যক্তির যজ্ঞে সূর্য্যরূপে উদিত হইতেছ। মন্ত্রের ঘ-শব্দ প্রসিদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যকার এ মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। ভাষ্যকারের ভাব—সূর্য্যরূপধারী ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্র ! তুমিই তাদৃশ (দাতৃত্ব-ঔদার্য্যাদিগুণযুক্ত) ব্যক্তির যজ্ঞে সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া থাক।' এ ব্যাখ্যায়, অধ্যাহৃত ব্যক্তিবিশেষ বিশেষ্য, আর মন্ত্রস্থ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদগুলি তাহার বিশেষণ। কিন্তু আমরা এস্থলে 'মাং' (দ্বিতীয় অন্বয়) পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রস্থ ঐ দ্বিতীয়ান্ত পদগুলি তাহার 'বিশেষণ' এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছি। তাহাতে দ্বিতীয়ান্ত পদগুলির অর্থ—ভাষ্যকারের

গৃহীত অর্থ হইতে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাষ্যকার 'শ্রুতামঘ' শব্দে 'সর্ব্বদা দেয় বলিয়া বিখ্যাতধন' 'বৃষভ' শব্দে 'যাচমানকে ধনবর্ষণকারী,' 'নর্য্যাপস' শব্দে 'নরহিতকর কর্ম্মকারী' এবং 'অস্তারং' পদে 'দানশৌণ্ড ও ঔদার্য্যযুক্ত' এই একটা স্বকপোল-কল্পিত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল শব্দের অধুনা-প্রচলিত কোনও ব্যাকরণ অনুশাসন, বা অভিধান (মূল) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা 'শ্রুতামঘ' এই অংশকে 'শ্রুতাং' ও 'অঘং'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 'শ্রুতাং' শব্দে 'শ্রুতিসম্মত বাণী' এবং 'অঘ' শব্দে 'পাপী' অর্থ প্রকট করিয়াছি। যে ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'শ্রুতি' শব্দে বেদমন্ত্র বুঝায়, তাদৃশ ব্যুৎপত্তি দ্বারা (শ্রূয়তে যা সা শ্রুতা বাণী) শ্রুতা শব্দে শ্রুতিসম্মত বাণী ও বাক্য বুঝা যায়। এই 'শ্রুতাং' পদটী 'অস্তারং' পদের কর্ম্ম। 'অস্ ক্ষেপে'—এই ক্ষেপার্থক অস ধাতুর উত্তর 'তৃণ' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'অস্তৃ' শব্দে ক্ষেপণকর্ত্তা প্রতীত হয়। ইহাতে অর্থ আসিল—শ্রুতিসম্মত বাক্য ক্ষেপণকর্ত্তা অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য-লঙ্ঘনকর্ত্তা। এ দুই শব্দ একত্র ভাব দ্যোতনা করে। অঘ শব্দের পাপ অর্থ প্রসিদ্ধ। 'অঘ (পাপ) আছে যাহার' এই অর্থে তাহাতে 'অচ্' প্রত্যয়ান্ত করিয়া অঘ-শব্দে পাপীকেও প্রতীত হয়। তাহার তাৎপর্য্য—'শ্রুতিবাক্য লঙ্ঘন করা পাপ' ইহাই ব্যক্ত হয়। তারপর আলোচ্য—'নর্য্যাপসং' ও 'বৃষভং এই দুইটী পদ। 'নর্য্য' শব্দের 'নরহিত কর্ম্ম' অর্থ ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন। 'নর্য্যং অপস্যতি নাশয়তি' অর্থাৎ 'নরহিত-কর্ম্ম নাশ করে যে' এই অর্থে 'নর্য্য+অপ' পূর্ব্বক নাশার্থক 'সো' ধাতুর উত্তর ড (অ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন বিবেচনা করিয়া 'নর্য্যাপস' শব্দ হইতে 'নরের হিতকরকর্ম্ম নাশক' এইরূপ ভাব একটা আনা অসঙ্গত হয় না। 'বৃষ ইব ভাতি'—'যে বৃষের মত দীপ্তি পায়' এই অর্থে "বৃষভ" শব্দটী বৃষতুল্য অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থলে 'বৃষভ' বলিতে বৃষের মত 'অজ্ঞান' ও 'ক্রোধী' এই অর্থ লওয়াই সঙ্গত বিবেচনা হয়। ইহা ব্যতীত কোন্ অর্থ সঙ্গতভাবে গৃহীত হইতে পারে? এই সকল আলোচনা করিলে, প্রতীত হয়, মন্ত্রে যেন দ্যোতনা করিতেছে—'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এই সকল শাস্ত্রবাণী লঙ্ঘন করিও না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'পরের হিতসাধন কর। কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে বশীভূত কর।' এই শাস্ত্রবাক্য মান্য কর; নতুবা পাপসাগরে মগ্ন হইবে, কামী ও ক্রোধী হইয়া কেবল পরের অপকার করিবে। ফলে, শেষে অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

উক্তরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞে, 'হে সূর্য্য! (ইন্দ্র!) তুমিই উদিত হইয়া থাক',—এইরূপ উক্তি একদেশদর্শীর মুখেই শোভা পায়। 'আমি পাপান্ধকারে মগ্ন হইয়াছি, আমার নিকট সূর্য্যদেব তুমি উদিত হও, আমায় এই পাপ হইতে পরিত্রাণ কর।' পাপীর এইরূপ কাতরোক্তিতে বিনীত ভাবে, ভগবান্ কি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না? পাপীর পরিত্রাণের উপায় কি নাই? (২অ - ২খ—২দ ১সা)। *

---

* প্রথম সামের টীপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের প্রথম ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের ঋষি—সুতকক্ষ অথবা শ্রুতকক্ষ।

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য্য।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সর্ব্বন্তদিন্দ্র তে বশে ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ২ ১ র ২ ১র ২ ১
(১) যদদ্যকা। চচ্চবৃত্রহোন্। উদগা অভিসূরা ২ ৩ য়া। সার্ব্বা ২ ম্।

১ ২ ২ ১ ২ ৫
তাদিন্দ্রতায়ো ৩। হুম্। বা ৩ ৫ ৫ শো ৬ হা ই ॥ ২ ॥

* *

ইহার গেয়গান তিনটী; তন্মধ্যে প্রথম দুইটীর নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে উক্ত আছে—"সৌপর্ণে শত্রুপ্রবেতসে বা।" তৃতীয় গানটী সম্বন্ধে উক্ত আছে,—"বিলম্ব-সৌপর্ণং শত্রুপ্রবেতসং বা।"

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূর্য্য' পদ ইন্দ্রের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু "বায়ুর্ব্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানং সূর্য্যো দ্যুস্থঃ' এই নিরুক্ত-বচনে (৭।২।১) সূর্য্যের এবং ইন্দ্রের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সেই সংশয়-নিরসনার্থ 'দ্বাদশাদিত্যাদি' প্রমাণ প্রদর্শিত হয়। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে (২।১।২) আছে,—'অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যাঃ' ইত্যাদি; অর্থাৎ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, এবং দ্বাদশ আদিত্য ইত্যাদি।

৩। মন্ত্রের শ্রুতামঘং' পদে 'অচোঽতঃ' (৬।১।১৩৫) এইসূত্রমতে যোগভাগ-হেতু দীর্ঘ হইয়াছে।

৪। মন্ত্রে 'অস্তারং' পদ আছে। সায়ণ-মতে ঐ পদের অর্থ—'দানশৌণ্ডং ঔদার্য্যবন্তং'। বিবরণকার ঐ পদের অর্থ লিখিয়াছেন,—'ক্ষেপ্তারং শত্রুণামিতি'। উভয় অর্থ-ই সুসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। ভগবান্ যেমন দানশৌণ্ড উদার, তেমনি তিনি শত্রুসংহারকারী। অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশে এবং পরমাশ্রয়-দানে তাঁহার তুল্য কে আর আছে?

৫। বিবরণকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত 'ঘা' ও 'হৎ' পাদপূরণে ব্যবহৃত। ভাষ্যকার 'ঘ ইতি প্রসিদ্ধৌ' বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

৬। মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে সূর্য্য (ইন্দ্র)! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, আহ্লাদপ্রদ, শত্রুহন্তক্ষম কর্ম্মযুক্ত, ঔদার্য্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দ্দিকে উদিত হও।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন' (হে অজ্ঞান-নাশক ! হে বাহ্যমন্তঃশত্রুনাশক !) 'সূর্য্য' (জ্ঞানময় স্বপ্রকাশ দেব !) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, সর্ব্বকালমিত্যর্থঃ, যদ্বা—জরামরণশীলে সংসারে ইতি ভাবঃ) 'যৎ কচ্চ' (যৎকিঞ্চিৎ বস্তুজাতং মদীয়ত্বেন অভিমতং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (লক্ষ্যীকৃত্য) 'উদগাঃ' (উদিতবানসি, জ্ঞাতং কৃতবান্ ইতি ভাবঃ); 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন !) 'তৎ সর্ব্বং' (তৎসকলং মদীয়ং বস্তুজাতং) 'তে' (তব) 'বশে' (স্বায়ত্তং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ)। যদেতৎ পদার্থজাতং মদীয়ত্বেন অভিমতন্তে, তৎ সর্ব্বমপি তবৈব সাম্মাকং—ইতি ভাবঃ। (২অ—২খ-২দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অজ্ঞাননাশক (বাহ্য ও আন্তর শত্রুনাশক) জ্ঞানময় দেব ! এই দিনে (সর্ব্বকালে অর্থাৎ এই জরামরণশীল সংসারে) যাহা কিছু (মদীয়স্বরূপে আমার বলিয়া অভিমত পদার্থসমূহকে) লক্ষ্য করিয়া তুমি উদিত হইতেছ অর্থাৎ তাহাদিগকে জ্ঞাত করিতেছ; তাহা সকলই (মদীয়বস্তুজাতও) তোমার স্বায়ত্ত হয়, অর্থাৎ সে সকল তোমারই। (ভাবার্থ,—যে সকল পদার্থ আমার বলিয়া অভিমান করি, সে সকলই, হে দেব, তোমারই।)। (২অ—২খ—২দ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। অত্র শৌনকঃ—

"যদদ্যকচ্চেত্যাদিতে রবৌ স্তুত্বা পুরন্দরং।

গৃণন্নপাহন্তে রিপ্রং বস্তুং বা কুরুতে জগৎ" ইতি।

হে 'বৃত্রহন' বৃত্রস্য অপামাবরকস্য মেঘস্য হন্তঃ ! হে 'সূর্য্য' সূর্য্যাত্মকেন্দ্র 'অদ্য' অস্মিন্ দিনে 'যৎ কচ্চ' যৎ কিঞ্চিৎ পদার্থজাতং 'অভি' অভিমুখীকৃত্য 'উদগাঃ' (ইণ্ গতৌ উৎপূর্ব্বঃ তস্য লুঙি গাদেশঃ) উদয়ং প্রাপ্তবানসি 'তৎ সর্ব্বং' পদার্থজাতং 'তে' তব 'বশে' বশবর্ত্তি স্বায়ত্তমস্তি॥ (২অ—২খ—২দ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

তত্ত্বজ্ঞান—এই সামের লক্ষ্যস্থল। সাধনার ফলে—ভগবদারাধনার মহিমায়, সাধক যেন তাঁহার বাহ্য ও অন্তর শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন। পরব্রহ্ম সনাতনের তেজোময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, আর এই জরামরণশীল সংসারের অসারত্ব (নশ্বরত্ব) উপলব্ধি করিতেছেন। তাই যেন বলিতেছেন,—'হে তেজোময় জ্ঞানময় দেব ! আমি নিতান্ত

ভ্রান্ত, তাই এ সংসারকে আমার আমার বলিয়া অভিমান করিতেছিলাম। হে আমার বাহ্য ও আন্তর শত্রুনাশক দেব! যে শত্রুগণ আমাকে 'সংসার আমার' এইরূপ জ্ঞান জন্মাইয়া তাহাতে আবদ্ধ আসক্ত করিয়াছিল, সেই শত্রুদিগকে তুমি নাশ করিয়াছ। আমাকে জ্ঞানোদ্ভাসিত করিয়াছ; তাই এখন বুঝিতে পারিতেছি—এ সংসার অসার; ইহার কিছুই এখন আমার নয়। হে বিশ্বময় দেব! এ সব তোমাতেই সম্ভব। তব! কি আছে অসম্ভব তব!'

সাধকের মনে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, সংসার অনিত্য; সংসারের যাবতীয় সামগ্রীও অনিত্য। এতদিন মোহঘোরে মজিয়া ছিলাম; তাই বুঝিতে পারি নাই। এত দিন 'আমার' 'আমার' বলিয়া আসিয়াছি; আমার সেই 'আমিত্ব'-টুকু রক্ষার জন্য কত-না চেষ্টাই করিয়াছি! বিবাদ-কলহ দ্বন্দ্ব—কত-না উপায়ে সে 'আমিত্ব' বজায় রাখিতে প্রযত্নপর হইয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি সে সকলই ভ্রান্তি! সংসারের মোহপাশকল যে স্থান হইতে তাহাদের উদ্ভব, তাহারই যখন স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা নাই, তখন সংসার-বৃক্ষের ফলরূপী বস্তুজাতের নিত্যত্ব কোথায়? সে সকলই তো সেই তাঁহারই দান! তাঁহার বস্তু. তিনি তো কটাক্ষমাত্রেই লইতে পারেন! সুতরাং তাহার জন্য এত উৎকণ্ঠা এত লালসা কেন? আমিই যখন অনিত্য, তখন আমার বস্তুজাত, আমার 'আমিত্ব'—ইহাদেরই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ইহারাও তো আমার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী!

সাধক বুঝিয়াছেন। বুঝিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেব! আমার আমিত্ব অভিমান দূর করিয়া দেও। ইহা আমার উহা আমার—এটী আমার-সেটী আমার—এই যে ভ্রান্তবুদ্ধি, তাহা দূর কর। আমি—এ সংসার অনিত্য; আমার বলিয়া কিছুই নাই;—আমি বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। সে সকলই তোমার। এ বিশ্ব তোমার, এ বিশ্বের যাবতীয় সামগ্রী তোমার, আমি তোমার আমার 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত তোমার। আমি সকলই তোমার চরণে উৎসর্গ করিলাম। আমাকে নির্ব্বিকল্প অবস্থা প্রদান কর; 'একমাত্র তুমিই আমার'—এই জ্ঞান জন্মাইয়া দেও। তাহা হইলেই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হইবে; তাহা হইলেই আমার সকল শ্রেয়ঃ লাভ হইবে; তাহা হইলেই তোমাকে আমার বলিয়া জানিতে পারিলেই আমার সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাইবে।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রটী এই অমৃতময় ভাব পরিব্যক্ত করিতেছে।

সায়ণ-ভাষ্য অবলম্বনে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত হয়, তাহা এই;—'হে জলের আবরক—মেঘের বধকারিন্! সর্ব্বাত্মক ইন্দ্র! এই দিনে যাহা কিছু পদার্থসমূহকে লক্ষ্য করিয়া তুমি উদয়-প্রাপ্ত হইতেছ, এ সকল পদার্থসমূহ তোমার বশবর্ত্তী অর্থাৎ স্বায়ত্ত হয়।"

সাম-মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। পড়িয়া একটু অনুধাবন করিলে, অর্থ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তথাপি, মহামতি ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা হইতে আমাদের গৃহীত ব্যাখ্যা একটু অন্য ভাব ধারণ করিয়াছে। ভাষ্য ও আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' এবং তাহার বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

আমাদের মনে হয়, 'বৃত্রহন্' শব্দে জলের আবরক মেঘের বধকারী' এই অর্থ অপেক্ষা,

ঐ পদে 'অজ্ঞাননাশকারী' অর্থই সঙ্গত হয়। 'বৃত্র—প্রকৃতজ্ঞানের আবরক যে পাপ ও আন্তর ইন্দ্রিয়-রূপ রিপু অথবা অজ্ঞান', 'বৃত্রহন্'—'তাহার বধ-কর্ত্তা' অথবা নিবারণকারী। এইরূপ অর্থেই বেদমন্ত্রের নিগূঢ় ভাব নিষ্কাশিত হয়। আমরা পূর্ব্বাপর এই ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। বহিঃশত্রু বৃত্রাসুর প্রভৃতিকে কেন, আমাদিগের দুর্দ্দমনীয় অন্তঃশত্রুকেও তিনি বধ করিয়া থাকেন। এই ভাবই এখানে প্রকট হইতেছে না কি? 'বৃত্রহন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা এইরূপ অর্থই এখানে উপলব্ধ হয়।

এ ক্ষেত্রে ভাষ্যকারের একটী উক্তি আমাদের বড় সংশয় জন্মাইতেছে। সে উক্তিটী এই; 'হে সূর্য্যাত্মক ইন্দ্র! অদ্য (এই দিনে) যাহা কিছু পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া তুমি উদিত হইয়াছ, সে সকল তোমার আয়ত্ত হয়।' এ কথায় বুঝায় না কি, অন্য দিনে যখন তুমি জগৎ অভিমুখে উদিত হও, তখন তোমার তাহা বশীভূত হয় না? বিবরণকার কিন্তু ভাষ্যকারের এ মত গ্রহণ করেন নাই। 'অদ্য' পদের অর্থ তিনি লিখিয়াছেন,—'সর্ব্বকালে।' এই দিনে বা সেই দিনে নহে; ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলকালেই 'অদ্য' পদে এইরূপ অর্থই উপলব্ধি হয়। আমরা বরাবরই সেই ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানে বিবরণকারকে আমাদিগের মতের পোষক দেখিলাম। সনাতন বেদমন্ত্রে কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের নির্দ্দেশ থাকা সঙ্গত নহে। ভগবান সর্ব্বকালেই বিশ্বনিয়ন্তা; ভগবান সর্ব্বকালেই বিশ্বের অধিপতি। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুজাত সর্ব্বকালেই তাঁহার শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দিনে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিলে, অন্য দিন হয় না—এইরূপ ভাব স্বতঃই প্রকটিত হইয়া পড়ে। বেদমন্ত্র একদিন সত্য, একদিন মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং 'অদ্য' পদে এই দিনে অর্থাৎ দুর্দ্দিনে—জরামরণশীল ও অজ্ঞানান্ধকারসমাচ্ছন্ন সংসারে এই ভাব গ্রহণ আমরা করিয়াছি। (২থ—২প ২দ—২ধা)॥ *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের চতুর্থ ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২১শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার ঋষি সুকক্ষ বা শ্রুতকক্ষ। ইহার গেয়-গান একটী; গানের নাম—'শাকলং'।

২। আশ্বলায়ন-শাখাকৃৎ শৌনক, একজন স্মৃতিকার ছিলেন। তিনি কিরূপে বৈদিক শাখার প্রবর্ত্তক হইলেন—এতদ্বিষয় সংশয় উপস্থিত হয়। তৎসংশয় নিরসন জন্য উক্ত হয়,—'ইহ তু কথাখ্যানমিদং স্মৃতিবচনং।'

৩। "যদদ্য—জগৎ"—সামবিধান ব্রাহ্মণে (২য় প্রপাঠক, ৪র্থ খণ্ড) ইহা বিহিত। তৎসম্বন্ধে উক্ত হয়,—"উদিত যদদ্যকচ্ছ বৃত্রঘ্নীত্যা কালং স্বস্ত্যয়নং।" ইত্যাদি।

৪। 'বৃত্রহন্'—নিঘণ্টুতে (১।১০) মেঘ নামসমূহের অষ্টাবিংশতিতম পর্য্যায়ে 'বৃত্র' পদ পঠিত হয়। আবরণ বা আচ্ছাদনার্থক 'বৃ' ধাতুর উত্তর 'অমিচিমিমিদিশংসিভ্যঃ ত্রন্' এই নিয়মে ত্রন্-প্রত্যয়। ইহা হইতে, সম্যক্ প্রকাশে যে নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করে, সেই বৃত্র নামে অভিহিত হয়। অথবা, গতি ও কর্ম্মার্থক বৃৎ ধাতু হইতে বৃত্র পদ নিষ্পন্ন হ

তৃতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
য আ নয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্ব্বশং যদুং।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১
ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা॥ ৩॥

* * *

গেয় গানং।

৪ ৫ ১ ১ ২ ৫ ৩
(১) যআহাউ। আনায়া ২ ৫। আনায়া ২ ৩ ৫। পারা ২ বা
৫ ১ র — ১ র ১ ৩
২ ৩ ৪ তাঃ। সুনীতীতু ২। সুনীতীতু ২ ৩। র্ব্বাশংয়া
৫ ১ — ১ ১ ৫ ৩
২ ৩ ৪ দুং। ইন্দ্রঃসানা ২ঃ। ইন্দ্রঃসানা ২ ৩ঃ। যু ২ বা
৫ র র ৩ ৫
২ ৩ ৪ আহোবা। সা ২ ৩ ৪ খা। ৩॥

* * *

'স্ফায়িতঞ্চি' প্রভৃতি সূত্রানুসারে রক-প্রত্যয়। নভোমণ্ডলের প্রতি সম্যকরূপে গমন করে যে। অথবা, বৃদ্ধ্যর্থক বৃধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বাহুলকাৎ' ইত্যাদি বিধানে ধ-কার স্থানে ত-কার হইয়াছে। বর্ষাকালে মেঘ বৃদ্ধি হয়। দেবরাজ যজ্ঞা মধ্যে 'ব্রাহ্মণোক্তা এবাসৌ মেঘোপার্থাঃ' উক্ত হইয়া থাকে। নিরুক্ত-গ্রন্থে (৭।৩৩) ইঁহার কর্ম্ম-সম্বন্ধ কথিত আছে; যথা—রসানুপ্রদান, বৃত্র-বধ ইত্যাদি। তাহার ভাষ্যে বৃত্রবধ অর্থে মেঘবধ উক্ত হইয়াছে।

৫। সূর্য্য। বিবরণ-কারের মতে 'সুপাং সুলুক্' (৭।১।৩৯) ইত্যাদি সূত্রানুসারে সো লোপে রূপ হইয়াছে। বিবরণ-কারের মতে এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই :—

হে 'বৃত্রহন্' ইন্দ্রঃ। 'অদ্য' 'যৎ' 'কচ্চ' কিঞ্চিৎ 'অভি' অভিলক্ষ্য 'সূর্য্য' সূর্য্যঃ উদগাঃ উদ্গচ্ছতি প্রকাশয়তি 'তৎ' 'সর্ব্বং' 'তে' তব 'বশে' বর্ত্তত ইতি শেষঃ।

৬। বিবরণকার 'অদ্য' পদের অর্থে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই,—'অদ্য-গ্রহণং চাত্র প্রদর্শনার্থং, সর্ব্বকালমিত্যর্থঃ।'

৭। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—'হে বৃত্রহা, সূর্য্য ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে।'

৩ ২ ৫ ৪   ৫ ২   ৫   ১ ২ ২   ১   ২   ২   ১
(২) যআনয়ৎ। পরাবা ৬ তঃ। সুনীথী তুর্ব্বশা ১য়া ৩ দূ। ইন্দ্রঃ

২   ২   ২   ২   ৩   ৫   ২ ১ ২
সনোয়ুবা ১ সা ২ খা। ইন্দ্রো ২ ৩ ৪ য়াই। ইন্দ্র ঔ ৩ হো

৫   ১   ২ ২   ১ Λ   ৩
২ ৩ ৪। য়াই। আইন্দ্রোন্। য়া ২। য়া ২ ৩ ৪

৫ ২ ২   ৩   ৫
ঔহোবা ঈ ২ ৩ ৪ স্রাঃ। ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (পরমশক্তিশালী) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'সুনীতী' (সুনীত্যা, সুধারাক্রমেণ, সৎপথপ্রদর্শনেন ইতি ভাবঃ) 'পরাবতঃ' (অতিদূরদেশাৎ, সত্বসংশ্রবশূন্যস্থানাৎ) 'তুর্ব্বশং' (কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তুং জনং, সৎকর্ম্মকারিণং ইতি ভাবঃ, যদ্বা কালচক্রে চিরবিদ্যমানং তুর্ব্বশং) 'যদুং' (অমিতসাধনসাপেক্ষং, সাধনপরায়ণং জনং চ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানং যদুং) 'আ নয়ৎ' (সর্ব্বতোভাবেন আত্মসমীপং আনয়তি, সামীপ্যং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ); 'যুবা' (নবীনঃ, জনানাং পরিত্রাণায় সদৈব সমুৎসাহশীলঃ) 'সঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সখা' (সুহৃৎ, অন্তরঙ্গঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'হে মনঃ! পরিত্রাণকারকং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং ত্বং সখাস্বরূপং বিজানীহি। অতঃ তব পরিত্রাণং ভবতি।' (২অ—২খ—২দ—৩সা)॥

* * *

অথবা,

'সুনীতী' (শোভনৌ নয়ৌ, সৎজ্ঞান-সৎকর্ম্মরূপৌ ইতি ভাবঃ) 'তুর্ব্বশং' (তুর্ব্বশরূপং, জ্ঞানাধিপতিং ইন্দ্রিয়ং ইতি ভাবঃ) 'যদুং' (যদুরূপং, কর্ম্মাধিপতিং ইন্দ্রিয়ং ইতি ভাবঃ) 'পরাবতঃ' (প্রতিকূলাচরণাৎ পরিরক্ষতঃ), তে সুনীতী 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবঃ) 'আনয়ৎ' (আনীতবান হৃদয়ে জনয়েৎ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবঃ) 'যুবা' (তরুণঃ বলবত্তরঃ সন্) 'সখা' (সহায়ঃ, সৎজ্ঞানে সৎকর্ম্মণি ইতি শেষঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'হে দেব! প্রতিকূলাচারিণৌ অস্মাকং জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়ৌ সৎজ্ঞান-সৎকর্ম্মণাং পরিচালিতৌ বিধেহি।' (২অ—২খ—২দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে পরমশক্তিশালী ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সুধারা-ক্রমে—সৎপথ-প্রদর্শনের দ্বারা, অতি দূরদেশ হইতে অর্থাৎ সত্ত্বসংশ্রবশূন্য স্থান হইতে, সৎকর্ম্মকারীকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ তুর্ব্বশ

রাজর্ষিকে) এবং সাধনপরায়ণ জনকে (অথবা—কালচক্রে চির-বিস্মৃত রাজর্ষি যদুকে) সর্ব্বতোভাবে আত্মসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন (সামীপ্য-দান করিয়াছিলেন); জনগণের পরিত্রাণসাধনে সদাকাল-সমান-উৎসাহসম্পন্ন সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের সখা (অন্তরঙ্গ সুহৃৎ) হউন। (ভাব এই যে,—'হে মন! পরিত্রাণকারক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে তুমি আপনার সখা বলিয়া জ্ঞান কর। তাহাতেই তোমার পরিত্রাণ হইবে।')। (অ—১খ—২দ—সা)॥

* * *

অথবা,

সংজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম-রূপ শ্রেষ্ঠ (দুইটী) নীতি, তুর্ব্বশ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এবং যদু অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে (তাহাদিগের) প্রতিকূল আচরণ হইতে রক্ষা করে, সেই দুইটী নীতিকে যে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব স্থাপনা করেন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে জন্মাইয়া দেন, সেই দেব তরুণ অর্থাৎ বলবত্তর হইয়া আমাদের সংজ্ঞানে ও সৎকর্ম্মে সহায় হউন। (ভাব এই যে,—'হে দেব! প্রতিকূলাচারী আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত করুন।')। (২অ—২খ—২দ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'তুর্ব্বশং যদুং' চ এতৎসংজ্ঞৌ রাজানৌ শত্রুভিঃ দূরদেশে প্রক্ষিপ্তৌ 'সুনীতী' সুনীত্যা শোভনেন নয়নেন 'পরাবতঃ' তস্মাদ্ দূরদেশাৎ 'আনয়ৎ' আনীতবান্ 'যুবা' তরুণঃ 'সঃ ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'সখা' ভবতু। (২অ—২খ—২দ—২সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এ মন্ত্রের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনুধাবন করিলে মনে হয়,—'ইন্দ্র যেন একজন মহারাজ; তুর্ব্বশ যদু তাঁহার অধীনস্থ দুই রাজা; সেই দুই রাজাকে শত্রুগণ যেন দূরদেশে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; মহারাজ ইন্দ্র, একটী সুনীতির দ্বারা অর্থাৎ কূট কৌশলের দ্বারা, সেই দূরদেশ হইতে ঐ রাজাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।' ইন্দ্র মহারাজের সেই কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া, অন্য কোনও রাজা যেন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন,—'তরুণ-বয়স্ক সেই মহারাজ ইন্দ্র আমাদিগের সখা হউন।' এ পক্ষে ভাব আসে এই যে, কোনও ক্ষুদ্র রাজা যেন মহারাজ ইন্দ্রের মিত্র-করদ-রাজ মধ্যে পরিগণিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রার্থে এই প্রকারের ভাবই সাধারণতঃ অধ্যাহৃত হয়।

আমরা কিন্তু উক্ত প্রকার অর্থে সঙ্গত দেখি না। ঐ অর্থে নির্দ্দিষ্ট স্থান, নির্দ্দিষ্ট কাল ও নির্দ্দিষ্ট মানুষের সহিত বেদ-মন্ত্রের সম্বন্ধ সংশ্রব সূচিত হয়। 'সেই দূরদেশে' বলিলে, একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রসঙ্গ আসে না কি? 'তুর্ব্বশ ও যদু নামক দুই রাজা' বলিলে, নিশ্চয় দুইটী মানুষের সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। 'আনিয়াছিলেন'—এই ক্রিয়াপদেও একটা নির্দ্দিষ্ট অতীত কাল নির্দ্দেশ করে। সুতরাং বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপ পায়। অতএব, কোন্ প্রকার অন্বয়ে কোন প্রকার অর্থসঙ্গত হয়, তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমরা দুই প্রকার অন্বয়ে মন্ত্রটীর দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছি। সেই দুই অর্থে কিন্তু একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সেই দুই প্রকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রথম—'পরাবতঃ' পদ। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—'দূরদেশ হইতে'। আমাদিগের এক প্রকার ব্যাখ্যায় আমরা সে অর্থও গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভগবানের সম্বন্ধ হইতে অর্থাৎ সম্ভাব হইতে দূরে অবস্থিত যে দেশ, ঐ পদে সেই দেশকে লক্ষ্য করিতেছে। 'হে ভগবন্! আমরা দূরে পড়িয়া আছি'—এইরূপ উক্তিতে কি ভাব প্রাপ্ত হই? ভাব কি এই নয়—আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব লোপ পাইয়াছে, ভগবদাভিমুখী বৃত্তিসমূহ আমাদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠে নাই! 'পরাবতঃ' পদে যে দূরদেশ বুঝায়, ঐ সেই দূরদেশ। ঐ পদের আর এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি—প্রতিকূলাচরণ হইতে রক্ষা করা। সে পক্ষে বিশ্লেষণে পরা+অব+তস্—এইরূপে 'পরাবতঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়; আর, তাহা হইতে 'বিশেষ ভাবে রক্ষা করা' অর্থ গৃহীত হইতে পারে। তার পর আলোচ্য দ্বিতীয় পদ—'সুনীতি'। দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় এই পদটীরও দুই প্রকার অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এক অর্থে 'সুষ্ঠু নীতির দ্বারা' অর্থাৎ 'সৎপথ প্রদর্শনের দ্বারা' ভাব পরিগৃহীত হয়। অন্য অর্থে 'সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম্ম-রূপ দুইটী পথের দ্বারা' ভাব আসে। তার পর, 'তুর্ব্বশং' ও 'যদুং' পদদ্বয়। 'পরাবতঃ' এবং এই দুই পদের একযোগে এইরূপ ব্যবহার, ঋগ্বেদেও বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।* তাহাতে ঐ দুই পদে যথাক্রমে কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত জনকে এবং অমিতসাধনসম্পন্ন জনকে লক্ষ্য করে; অথবা, কালচক্রে চিরবিদ্যমান তুর্ব্বশঃ ও যদু নামধেয় রাজর্ষিদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। সে অর্থে ভাব পাই এই যে, যিনি ভগবানের কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন অথবা যিনি সাধনার পথে অগ্রসর হইতেছেন, ঐ দুই পদ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। পক্ষান্তরে সেই দৃষ্টি অনুসারে ঐ দুই পদে যথাক্রমে জ্ঞানাধিপতি ইন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মাধিপতি ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

অতঃপর দুইরূপ ব্যাখ্যার মর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবন করিয়া দেখুন। এক ব্যাখ্যায় ভাব আসিতেছে,—তুর্ব্বশঃ ও যদু-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যাঁহারা ভগবান হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন, সুনীতীর দ্বারা (সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম্মের দ্বারা) ভগবান তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে আনয়ন করিতেছেন। অন্য অর্থে ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে, সেই 'সুনীতী' (সৎজ্ঞান ও

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ প্রভৃতির ব্যাখ্যা এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। (ঋগ্বেদ-সংহিতার ১৮৯১—১৮৯৭ পৃষ্ঠা)।

সংকর্ষ) জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে তাহাদিগের প্রতিকূলাচরণ হইতে রক্ষা করিতেছে। সেই দুই নীতিকে ভগবানই আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক অর্থে, তিনি আমাদিগকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন; অন্য অর্থে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সুনীতির দ্বারা আমরা তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইতেছি।

উপসংহারে মন্ত্রের প্রার্থনা-অংশ লক্ষ্য করুন। ঐ অংশের অর্থ—'যুবা ইন্দ্র আমাদিগের সখা হউন।' উহার মর্ম্ম এই যে, তিনি চিরনবীন, তিনি সদাকাল সমানভাবে মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য উৎসাহশীল। সুতরাং তাঁহার সহিত সখিত্ব-স্থাপন করিতে পারিলে, তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগসম্পন্ন হইতে সমর্থ হইলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! সংসার-জগতে দূরে পড়িয়াছ! কিন্তু ভয় কি? তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগসম্পন্ন হও; তিনি আপনিই তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন।' (২অ—২খ ২দ—৩সা)॥ *

— * —

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

মা ন ইন্দ্রাভ্যা৩দিশঃ সূরো অক্তুষ্বায়মৎ।

৩ ১ ১ ৩ ২

ত্বাযুজা বনেম তৎ॥ ৪॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র র ৪ ৫ ১ র ২ ১র ২

১। মানইন্দ্রাভিয়াদাইশাঃ। সূরো অক্তু। যুবায়া ২৩মা৩৪৫।

৩ ২ ৩ ২ ১ ২

ত্বা৩৪ যুজা। বনাইমা ২৩তা৩৪৩৫।

১

ও২৩৪৫ই। ড॥ ৪॥

* * *

---

* তৃতীয় সামের টীপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদসংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৪শ সূক্তের প্রথম ঋক (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত) এই মন্ত্রের ঋষি—ভরদ্বাজ। ইহার গেয়গান—দুইটি। উভয়েরই নাম—"আভরদ্বসবে।"

২। 'সুনীতী' পদে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্ব্ব সবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে।

৩। নিঘণ্টুমতে (৩।২৭) দূর-নামসমূহের মধ্যে পঞ্চম পর্য্যায়ে 'পরাবতঃ' ইত্যাদি পদ উক্ত হইয়াছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা;—

'যিনি উৎকৃষ্ট নীতি দ্বারা তুর্ব্বশ ও যদুকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদিগের সখা হন।'

৫র ৪ ২ ৪র ৫র ২ ৩ ৫ ২ ১ ৩
২। মানো ৩ আ। ০ ইন্দ্রাভিয়াদিশাঃ। সূরো আ। ২৩৪ ক্তু। যুআয়া
৫ ১র র ২ — ১ ৪
২৩৫ মাৎ। ত্বাযুজাবনৌ ৩ হো। বনৌ০২। হুবাই। ঔ০ হো
২ ১ ১১১১
২৩৪৫ বা ৬৫৬। এ ৩। যৎ ২৩৪৫ ঃ। ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অভ্যাদিশঃ' (তথা আদিশ, তাদৃশং কার্য্যং কুরু ইতি ভাবঃ) যথা 'সূরঃ' (অস্মাকং অনুসরণকারী বহিরন্তঃশত্রুঃ ইতি ভাবঃ) 'অক্তুষু' (বিষয়-বিমোক্ষকর্ম্মসু) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা আযমৎ' (ন আয়ত্তান্ কুর্য্যাৎ); এবং 'তৎ' (তং শত্রুং) 'ত্বাযুজা' (ত্বৎসহায়াঃ) বয়ং 'বনেম' (নাশয়ামঃ)। অয়ং ভাবঃ—'হে দেব; বয়ং বহিরন্তঃশত্রুভিরপরাভূতা এবং তান্ দময়িতুং শক্নুমঃ তৎ বিধেহি।' (২অ—২থ—২দ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সেইরূপ আদেশ করুন অর্থাৎ বিধান করুন,—যাহাতে অনুসরণকারী আমাদের বাহ্য ও আন্তর শত্রু বিষয়বিমোক্ষকর্ম্মে আমাদিগকে আয়ত্ত না করে, এবং সেই শত্রুকে যেন তোমার সহায়তায় বিনাশ করিতে পারি। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আমরা যাহাতে বাহ্য ও আন্তর শত্রু কর্তৃক পরাভূত না হই এবং তাহাকে দমন করিতে পারি, তাহাই করুন।')। (২অ—২থ—২দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং—অথ চতুর্থী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'আদিশঃ' আদেষ্টা সমন্তাদায়ুধাগ্নিভিস্তুদন্ 'সূরঃ' (সৃ গতৌ ভ্বা০ প০) সর্ব্বত্র সরণশীলঃ রাক্ষসঃ 'অক্তুষু' রাত্রিষু 'নঃ' অস্মাকং 'অভ্যাযমৎ' আ আভিমুখ্যেন 'মা' নিয়ন্তাহগন্তা ভবতু। যন্তাগন্তা চেৎ তদা 'তৎ' তং 'ত্বাযুজা' ত্বৎসহায়েন বয়ং 'বনেম' হন্যাম। ষণ-ক্রধ-হিংসার্থঃ, বন চেত্যত্র (ভ্বা০ প০) পঠিতত্বাদ্ধিংসার্থঃ॥ 'আযমৎ'—'আযমন্' ইতি চ পাঠৌ। (২অ—২দ—২থ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসরণে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহা এই:—'সকল দিকে অস্ত্র-শস্ত্র-নিক্ষেপকারী, সর্ব্বত্র গতিশীল রাক্ষস, রাত্রিতে আমাদের কাছে না আসে। যদি আসে, তাহা হইলে সেই রাক্ষসকে, হে ইন্দ্র! তোমার সাহায্যে আমরা যেন বধ করিতে পারি।'

ভাষ্যকারের এই ভাষ্যের দিক্ দিয়া একটু অনুশীলন করিলে, বুঝা যায় যে, ভাষ্যকার যখন এই ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তখন রাক্ষসগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল; সর্ব্বত্র তাহাদের গতিবিধি ছিল; অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রাত্রিকালে তাহারা লোকালয়ে আসিত ও জনসাধারণের অনিষ্টসাধন করিত। জনসাধারণ সেই ভয়ে শঙ্কিত হইত ও ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিত,—'হে দেব! সর্ব্বত্র বিচরণশীল, অস্ত্রশস্ত্রধারী সেই রাক্ষসগণ যেন রাত্রিতে আর না আসে। যদি আসে, তাহা হইলে তোমার সহায়তায় অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহে তাহাদিগকে আমরা যেন বধ করিতে পারি।' মনে হয়, ভাষ্যকার ঐ ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, "আদিশঃ" পদের 'আয়ুধানি আক্ষিপন্তং' (অর্থাৎ 'অস্ত্রশস্ত্র-বিক্ষেপকারী') অর্থ ও "স্তরঃ" পদে 'সর্ব্বত্র সরণশীলঃ রাক্ষসঃ' (অর্থাৎ সকল স্থলে গমনশীল রাক্ষস) অর্থ এবং 'অক্তুং' পদে 'রাত্রিং' অর্থ পরিকল্পিত করিয়াছেন, আর তদনুসারে মন্ত্রের সম্পূর্ণ পদের ব্যাখ্যাও রচনা করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে—অপৌরুষেয় বিভা-সম্পন্ন এই সামমন্ত্র একটি উচ্চ (প্রার্থনার) ভাব দ্যোতনা করিতেছে। ভাবটী এই,—'হে মনঃ! বনচর ও অন্ধকারচারী রাক্ষস, রাত্রিকালে আসিবে বলিয়া তুমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছ। কিন্তু যে রাক্ষস (ষড়রিপু) তোমার নিত্যসহচর ও দুর্দ্ধর্ষ (দুর্দ্দমনীয়), রাত্রিদিন সকল সময়েই যে তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে, তাহার দিকে তো তোমার লক্ষ্য নাই! তাহার জন্য কোনও আশঙ্কা নাই, ভাবনাও নাই,—তাহার বধের জন্য ভগবানের নিকট তোমার প্রার্থনা জানানও নাই! ইহাকেই বলে—ভ্রম! ইহাকেই বলে—অজ্ঞানতা! তাই মন্ত্র যেন বলিতেছে—'অগ্রে নিজের নিত্যসহচর ও দুর্দ্দমনীয় আন্তর ও বাহ্য রাক্ষসগণকে (কামাদি-রিপুদের) যাহাতে পরাজিত করিতে পার, তাহার ভাবনা ভাব। তাহাদিগকে পরাভূত না করিলে, তাহারা তোমার বিশেষ অনিষ্ট করিবে—এইরূপ আশঙ্কা হৃদয়ে দৃঢ়তর জাগরূক রাখ। ভয় কর, আর ভগবানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা কর,—যেন তাহারা (রাক্ষসেরা) তোমাকে বশীভূত করিতে না পারে—তোমার অনিষ্টসাধন করিতে না পারে। তোমার অজ্ঞানতাবশতঃ যদি তাহারা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে যেন ভগবানের সাহায্যে ও কৃপায় বধ করিতে পার,—তাহাদের কবল হইতে যেন পরিত্রাণ পাইতে পার।' মন্ত্র পড়িলে, এই সারগর্ভ-পূর্ণ ভাবটী হৃদয়ে স্বতঃই সমুদিত হয়।

এখন ভাবিয়া দেখুন, বিচার করুন, এই সামমন্ত্রের কোন্ অর্থ বা কোন্ ভাবটী সুসঙ্গত? 'স্তরঃ' পদে "সর্ব্বত্র গমনশীল রাক্ষস" পর্য্যন্ত অর্থ যেমন কল্পনা করিয়া আনা হইয়াছে, তেমনই "অনুসরণকারী বাহ্য ও আন্তর শত্রু" (কামাদিরিপু) অর্থ গ্রহণ করিলেই বা বাধা কি? বরং তাহাতে একটি গভীর অর্থ পাওয়া যায়। 'স্তর' শব্দের মূল 'স্তৃ' ধাতু। তাহার গমন বা অনুসরণ দুই অর্থই প্রসিদ্ধ। রাক্ষস বা কামাদিশত্রু অর্থ তাৎপর্য্যানুসারে হইতে পারে, ইহাতে অসাধারণ সঙ্গতিও লক্ষ্য করা যায়। 'অক্তাদিশঃ' ও 'অক্তুং' এই দুইটি পদের অর্থসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে, আমাদের গৃহীত অর্থ বা ভাবই সঙ্গত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। 'আদিশঃ' বলিলে, সহজতঃ যে অর্থ প্রতীত হয়, সেই অর্থই

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ঐন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং।

১ ২ ৩ ১ ২

বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১। ওং। ঐন্দ্রসা। নাস৺রয়িং। সজিত্বান৺ সদাসা ২ ৩ হাং।

বা ২ ৩ র্ষি। ষ্ঠামূতয়া ৩ ১উবায়ে ৩। ভা ২ ৩ ১ রা। ৫।

২। ঐন্দ্রসানসাইম। রয়া ২ ইং। সজিত্বান৺ সদা সা ২ ৩ হাং।

বার্ষী ২ ষ্ঠামূ ২ ৩। তয়ো ২ ৩ ৪ বা। ভা ২ রো ৬ হাই। ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ঊতয়ে' (অস্মাকং রক্ষার্থং) 'সানসিং' (সংভজনীয়ং, সুখসেব্যং, আত্মানন্দপ্রদং ইতি ভাবঃ), 'সজিত্বানং' (সদাশত্রুজয়শীলং) 'সদাসহং' (সদাস্থিরতত্ত্বং, অচঞ্চলং) 'বর্ষিষ্ঠং' (প্রভূতং, নিত্যবর্দ্ধমানং) 'রয়িং' (ধনং—জ্ঞানস্বরূপং) 'আ ভর' (আহর, প্রদানং কুরু ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—'হে দেব! ত্বং হি জ্ঞানাধিপতিঃ রক্ষকশ্চ ত্বয়া ন দত্তে কুত এতদ্বয়মেহি।' (২অ—২খ—২দ—৫সা)।

* * *

অথবা,

'আ ইন্দ্র' (ভো ভগবন্) 'ঊতয়ে' (অস্মাকং রজস্তমোভ্যামুক্তিতাং অজ্ঞানতো বা রক্ষণায়, মুক্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'রয়িং' (সত্ত্বভাবং, জ্ঞানং বা) 'আভর' (সম্যক্ দেহি, অস্মাকং হৃদয়ে সমাপ আধেহি ইতি যাবৎ); কীদৃশং রয়িং? 'সানসিং' (আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'সজিত্বানং' (রজস্তমোরূপশত্রুজয়কারিণং, অজ্ঞানরূপশত্রুজয়কারিণং বা); 'সদা' (সর্ব্বস্মিন্কালে) 'আসহং' (রজস্তমোভ্যাং অজ্ঞানেন বা সোঢ়ুমশক্যং, তমোহন্তৃ বা অভিভবকারণমিতি ভাবঃ) এবং 'বর্ষিষ্ঠং' (অতিশয়েন বৃদ্ধং, শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! এতাদৃশং শ্রেষ্ঠং সত্ত্বভাবং জ্ঞানং বা অস্মাকং হৃদয়ে সমুৎপাদয়, যেন রজস্তমসী অজ্ঞানং বা ইমরিপুং শক্নুমঃ।' (২অ—২খ—২দ—৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের রক্ষার জন্য আত্মানন্দপ্রদ সদা-শত্রুজয়কারী নিত্যস্থিতিশীল নিত্য বৃদ্ধিমান্ জ্ঞানধন আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি জ্ঞানাধিপতি এবং আমাদিগের রক্ষক; আপনি না দিলে, কোথায় এরূপ ধন পাইব?)। (২অ—২খ—২দ-৫সা)।

অথবা,

হে ভগবন্! রজস্তমঃ কর্ত্তৃক অভিভব হইতে অথবা অজ্ঞানতা-হেতুক অভিভব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ আমাদিগের মুক্তির জন্য, সত্ত্বভাব বা জ্ঞান দান করুন, অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে সম্পূর্ণ-রূপে আধান করুন। সেই সত্ত্বভাব বা জ্ঞান কিরূপ? না—আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয়, রজস্তমোরূপ শত্রুর জয়কারী বা অজ্ঞানতারূপ শত্রুজয়কারী; রজঃ তমঃ বা অজ্ঞানতা সর্ব্বথা তাহাকে সহ্য করিতে পারে না অর্থাৎ তাহাদের দুই জনের (রজঃ ও তমঃ দুইয়ের) অভিভবের কারণ, এবং অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। (প্রার্থনার ভাব এই—'হে ভগবান্! এতাদৃশ শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব বা জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উৎপাদন করুন, যাহার দ্বারা রজঃ তমঃ বা অজ্ঞানতা দমন করিতে শক্ত হই')। (২অ—২খ—২দ—৫সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। অস্যা পরস্তাচ্চ মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। হে ইন্দ্র 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষার্থং 'রয়িং' ধনং 'আভর' আহর। কীদৃশং রয়িং? 'সানসিং' সম্ভজনীয়ং 'সজিত্বানং' সমানশত্রুজয়শীলং (যেনেন হি পুরাণ ভৃত্যান সম্পাদ্য শত্রবো জীয়ন্তে) 'সদাসহং' সর্ব্বদা শত্রূণামভিভবহেতুং 'বর্ষিষ্ঠং' অতিশয়েন বৃদ্ধং প্রভূতমিত্যর্থঃ ॥ (২অ—২খ ২দ-৫সা)।

পঞ্চম (১২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———§ * §———

(প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যা-বিষয়ে)

ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই বলিয়া গিয়াছেন,—'এই সামমন্ত্রে শত্রুদের দমনের জন্য অর্থ প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচুর অর্থ পাইলে, অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, অসুরদিগকে দমন করিতে পারিব,—ইহাই এ মন্ত্রের লক্ষ্য।' অসুর-রূপ শত্রুদমন এবং তজ্জন্য অর্থের প্রার্থনা—এই হইল বেদ এ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য।

কিন্তু এই সামমন্ত্রে কোন ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে, ধনের বিশেষণ-কয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাহা বোধগম্য হয় না কি ? সে ধন কেমন ? না—'মানাক্ষ'—সম্যক্ ভজনীয়। যাহা চিরসুখপ্রদ, যাহা পরম আনন্দদায়ক, তাহাই সম্যক্ ভজনীয় (সেবনীয়) নহে কি ? 'সজিত্বানং'—'সমভাবে বা সদা জয়শীল'—সে ধনও সামান্য ধন কি ? তারপর 'সদাসহং' 'সদাস্থিরতর অচঞ্চল' যে ধন, তাহার কি আর তুলনা আছে ? সে কি আর তোমার ঐ তুচ্ছ রজতকাঞ্চনাদি ধন ? 'বর্ষিষ্ঠ' বিশেষণে অধিক পরিমাণে বর্দ্ধনশীল বা নিত্যবৰ্দ্ধমানের জ্ঞান আসে। সুতরাং সে ধন, যে কোন ধন, তাহা বুঝিয়া দেখুন। সে ধন নিশ্চয়ই টাকাকড়ি ধন-দৌলত নহে ; সে ধন - কেবলমাত্র তোমার-আমার পারিপার্শ্বিক এই সব শত্রুদের দমন জন্যও নহে।

'সজিত্বানং' পদ জয়ার্থক 'জি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ অসুরাদি শত্রুজয়ের বা দস্যুজয়ের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর বিশেষণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করিতে গেলে, সে শত্রু যে কেমন শত্রু, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। তদনুসারে, দেহের শত্রু, অন্তরের শত্রু, কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাই বুঝা যায়। শত্রুগণ যাহাতে সম্যক্-ভাবে পরাজিত হয় অর্থাৎ রিপুশত্রুর কবল হইতে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ পাই, তেমন ধন লাভের উদ্দেশ্যেই ঐ সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

তবেই এই সাম-মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব। তুমি আমায় সেই ধন দেও, যে ধন—চিরসুখসেব্য আত্মানন্দপ্রদ ! তুমি আমায় সেই ধন দেও - যে ধন আমায় প্রবল রিপু-শত্রুর কবল হইতে আমায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করে। তুমি আমায় সেই ধন দেও—যে ধন অচঞ্চল অক্ষয়। তুমি আমায় সেই ধন দেও অতিমাত্রায় যে ধনের বৃদ্ধিই আছে, কখনও ক্ষয় নাই।'*

সে ধন যে কোন ধন, তাহা কি আর বলিবার আবশ্যক হয় ? ফলতঃ এই সাম-মন্ত্রে সাধক শ্রীভগবানের নিকট সেই পরমধন—জ্ঞানধন—প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাই উপলব্ধ হয়। সামান্য ধন-দৌলত যে তিনি চাহেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। (ছন্দ—২খ ২দ—৫সা)।

... ...

(দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে)।

এই সামমন্ত্রের "রয়িং" পদ লইয়া যত কিছু সমস্যা, যত কিছু গণ্ডগোল, আর যত কিছু মতদ্বৈধ। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায়ও তাহাই কথিত হইয়াছে। ঐ পদের 'রয়িং' অর্থের সামঞ্জস্য করিতে পারিলে, সকল গোলযোগ বিদূরিত হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য "রয়িং" পদে 'সাধারণ ধন (টাকাকড়ি)' অর্থ ব্যক্ত করিয়া, তাহার বিশেষণীভূত আর সকল দ্বিতীয়ান্ত-পদের অর্থ সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভাষ্যানুগত অর্থটি এই,—'হে ইন্দ্র! আমাদের

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সমগ্র এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর এক প্রকার অন্বয়ে আর এক অর্থও প্রকাশ করা গেল। তবে তাহা কিন্তু উভয়েরই অভিন্ন উপলব্ধ হইবে।

সুন্দর জন্য ধন আহরণ করুন। কিরূপ ধন? না—সকল প্রকার ভোগের যোগ্য, সর্ব্বপ্রকার শত্রুজয়শীল, যেরূপ-না ধনের দ্বারা পুরুষ তুল্য সম্পাদন করিয়া শত্রুদিগকে জয় করা যায়, আর সর্ব্বদা শত্রুদিগের পরিভবের হেতু এবং অতিশয় বৃদ্ধ অর্থাৎ প্রভূত (এইরূপ ধন)।'

আমাদের কিন্তু মনে হয়,—এই সাম-মন্ত্রে সে ধনের প্রার্থনা নাই, এখানে পরম ধন প্রার্থনার ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। বিশেষণ পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রতীত হয়। সেই পরম ধনটী কি? না 'রয়িং' অর্থাৎ সদ্ভাব বা জ্ঞান। অভিধানে 'ধন মাত্র' অভিহিত হইলেও বেদের 'রয়ি' শব্দে সেই সদ্ভাব বা জ্ঞান ধনকেই লক্ষ্য করিতেছে। সাধক যেন সেই অমূল্য-ধন হারাইয়া ফেলিয়াছেন; আর অজ্ঞান আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; তিনি সংসার-বাসনা-মোহে জড় হইয়া পড়িয়া আছেন; শক্তি যেন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে; বিষয়-বিষে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি অজস্র সহস্র চীৎকার করিতেছেন বটে, কিন্তু কোনও বৈদ্য চিকিৎসক তাঁহার চীৎকারে কর্ণপাত করিতেছেন না,—কোনও ঔষধ প্রয়োগেরও ব্যবস্থা হইতেছে না।

তাই বড় বিষাদে তিনি যেন কহিতেছেন,—যাদের জন্য 'প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ'—প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি এবং রাত্রি হইতে প্রাতঃকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া কত কুকর্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি; না খাইয়া যাহাদিগকে খাওয়াইয়াছি; কৈ, সেই স্ত্রীপুত্রপরিজন কেহই তো আমার এ চীৎকার শুনিল না! কৈ, কেহই তো এ বিপদে সাহায্য করিল না! কৈ, কেহই তো আমার এ বিষজ্বালায় ঔষধ প্রয়োগ করিল না। তিনি আর ভাবিতেছেন,—'যে সুখের লালসায় কত প্রকারে অর্থার্জ্জন করিলাম, যে সুখ পাইব বলিয়া সুরম্যবাসিত সৌধমালার শিরোগৃহেতে দুগ্ধফেণনিভ কমল কোমল-শয্যায় শয়ন করিলাম, যে সুখের আশায় নারীশিরোমণি রমণী-সঙ্গে রঙ্গে নৃত্যগীত-প্রসঙ্গে কত কাল কাটাইলাম, কৈ—সে সুখ তো পাওয়া গেল না! সুখ তো দূরে গেল, অসুখে যে এখন প্রাণ যায়! বড় বিপদ্! বড় জ্বালা!' তাই যেন পূর্ব্বের ধনের (ভগবৎপ্রদত্ত হৃদয়ে আন্দোলনজাত সদ্ভাবের বা জ্ঞানের) কথা মনে পড়িয়াছে;—কৃপাময়ের কৃপায় একটু চৈতন্য ভক্তি যেন হৃদয়ে উদিত হইয়াছে! তাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার সেই হারাধন সদ্ভাব জ্ঞান-ধন দাও। আমি এ অনর্থের অর্থ চাই না। আমি রজঃ (চিত্তবিক্ষোভ-চাঞ্চল্য) ও তমঃ (মোহ) দ্বারা বড় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে সেই ধন দাও, যাহার দ্বারা ইহাদিগকে বিদূরিত করিতে পারিব।'

'রয়িং' পদের 'সদ্ভাব বা জ্ঞানরূপ ধন' অর্থ সঙ্গত মনে করিয়াছি; ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য বেদের ব্যাখ্যায়, এ বিষয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পরন্তু ঐ অর্থেই বিশেষণ পদগুলির ভাবসঙ্গত অর্থ প্রকাশ পায়। 'সানসিং' ও 'রয়িং' এই শব্দদ্বয় রূঢ়। যোগের (প্রকৃতি-প্রত্যয়ে) দ্বারা 'আকাঙ্ক্ষণীয়' ও 'সদ্ভাব বা জ্ঞান' অর্থ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু 'জি' ধাতুর উত্তর কনপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন "জিত্বান" শব্দের 'জয়কারী' অর্থ যোগের দ্বারা সংঘটিত হয়। জয়কারী বলিলে, কাহার জয়কারী—এই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। এই প্রশ্ন-মূলে শত্রুর জয়কারী ভাবে শত্রুকে পাওয়া যায়; এবং

'সদাসহ' (সদা অসহ) ও 'সংবৃদ্ধ' শব্দও যৌগিক মনে হয়। সুতরাং যোগের (প্রকৃতি-প্রত্যয়) দ্বারা উক্ত অর্থ সংঘটিত করা যায়। এ পক্ষে ভাষ্যকারও 'যোগ' (প্রকৃতি-প্রত্যয়) পথ অনুসরণ করিয়াছেন মনে করি। (১অ—২খ—২দ—৫সা)।*

— • —

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩১ ২ ৩১২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৬ ॥

* * *

গেয় গানং।

১ ০ ৭ — ১ ৭ র — ১

১। ইন্দ্রাং। ইন্দ্রং বায়া৩ম্। মহা। মহাধানা২ই। ইন্দ্রাং।

৭ — ১ ৭ র — ১ ৭ —

ইন্দ্রমর্ভা২ই। ৩বা। হবামাহা২ই। যুজাং। যুজং বৃত্রা২ই।

১ ৭ ১

বৃণা। যুণ্‌জ্রণা২৩৪ওম্। ও২৩৪৫ই। ডা॥৬॥

* * *

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথম ঋকের (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়গান দুইটীর ঋষি—ইন্দ্র বা বিশ্বামিত্র; গানের নাম—রৌহিকুলীয় (ইন্দ্রো বিশ্বামিত্রো বা ঋষিঃ; রৌহিকুলীয়ং সাম)।

২। এই গানটীতে গ্রামে গেয়-গানের তৃতীয় প্রপাঠক শেষ হইল (সামশ্রমী মহাশয়ের মত)।

৩। মন্ত্রের 'উতয়ে' পদের অর্থে বিবরণকার 'তর্পণায়' প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ভয়া' পদ-সম্বন্ধে উক্ত হয়—'সংহোনপ্ততঃ' (৬।১।১৩৫) ইত্যন্তদীর্ঘঃ।' আর, 'সানসিং' পদের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে 'ষন-সন সম্ভক্তৌ (ভ্বা০ প০) ইত্যস্মাদেবং রূপং' এইরূপ লিখিত আছে। 'সজিত্বানং' পদের প্রতিবাক্যে বিবরণকার লিখিয়াছেন,—'সহভূতানাং শত্রূণাং জেতৃ।'

৪। অন্যান্য ভাবার্থ সায়ণ ভাষ্যেরই অনুসারী। প্রকাশ বলা বাহুল্য মাত্র।

১ ৭ র ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ A
২। মহা। মহাধানা ২ ৩ ই। আ ঔ ৩ হো। ইহ। ইহিবালা।

৩ ৫ ১ ৭ র ১ ২
ও ২ ৩ ৪ বা। ইন্দ্রমর্ত্তাই। হবা। হবামাহা ২ ৩ ই। আ ঔ

২ ১২ ১ ২ ৩ ৫
৩ হো। ইহ। ইহিবালা। ঔ ২ ৩ ৪ বা। যুজং বৃত্রাই।

১ ৭ ১ ২ ২ ১২
যুবা। যুবাজ্রিণা ২ ৩ ম্। আ ঔ ৩ হো। ইহ।

১ ২ ৩ ৫ ১ ৫
ইহিবালা। ও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হা॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহাধনে' (প্রভূতধননিমিত্তং, মহারণে বা) 'অর্ভে' (অর্ভকে, অল্পেঽপি, অল্পধননিমিত্তং, সামান্যসংগ্রামে বা) 'বৃত্রেষু' (অজ্ঞানরূপেষু রিপুষু, পরমধনলাভবিরোধিষু শত্রুষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায়েত্যর্থঃ) 'যুজং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সহকারিণং, যোগ্যং) 'বজ্রিণং' (বজ্রধারিণং, শত্রুদমনে বজ্রোপেতমিতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'বয়ং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ, শত্রুপীড়িতা জনাঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, যাচামহে)। পূর্ব্বস্মিন মন্ত্রে ভগবতঃ প্রভাবঃ পরিবর্ণিতঃ; অত্র প্রার্থনাকারিণঃ শত্রুনাশায় তদনুগ্রহং প্রার্থয়ন্তে। (২অ—২থ—২দ—৬সা)॥

* * *

অথবা,

'বয়ং' (অস্মাসু যে মুক্তিমিচ্ছবঃ, যে চ স্বর্গমিচ্ছবঃ) 'মহাধনে' (মহতি ধনে, মুক্তৌ ইতি ভাবঃ) 'অর্ভে' (অল্পধনে, স্বর্গে ইতি ভাবঃ, তত্তল্লাভার্থমিতি যাবৎ) 'যুজং' (মুক্তিদানে স্বর্গদানে চ যোগ্যং) 'বৃত্রেষু' (অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রুষু, কামাদিষু ইতি যাবৎ, তেষাং নিরাকরণার্থং ইতি ভাবঃ) 'বজ্রিণং' (বজ্রধারিণং, বজ্রধারিণমসুরদমনমিতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (যজামহে, আরাধয়ামঃ ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—মুমুক্ষবঃ বা স্বর্গকামাঃ সর্ব্বেঽপি বয়ং অস্মাকং অভীষ্টদানে রিপুবধে চ সমর্থং ভগবন্তমারাধয়ামঃ। (২অ—২থ—২দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বহুধন-লাভে (মহাসংগ্রামে), অল্পধন-লাভে (সামান্য সংগ্রামে), অজ্ঞানতা-রূপ রিপুর (অথবা আমাদিগের প্রতিবাদী শত্রুর) দমন-জন্য, সৎকর্ম্মের সহায় (অথবা যোগ্য) বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা (অথবা শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত) আমরা আহ্বান করি। (পূর্ব্ব

মন্ত্রে ভগবানের প্রভাব পরিবর্ণিত হইয়াছে; এখানে তাঁহার অনুগ্রহ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে)। (২অ—২খ—২দ—৬সা)।

* * *

অথবা,

আমরা (অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা মুক্তিকামী এবং যাঁহারা স্বর্গকামী, তাঁহারা ক্রমশঃ) মহৎ ধন অর্থাৎ মুক্তি বা অল্পধন অর্থাৎ স্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য, মুক্তি ও স্বর্গদানে যোগ্য এবং আমাদিগের বাহ্য ও অন্তঃশত্রু কামাদি নিরাকরণের জন্য বজ্রধারী (অর্থাৎ বজ্রধারীসদৃশ) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আরাধনা করি। (ভাব এই যে,—কি মুমুক্ষু, কি স্বর্গকামী সকলেই আমরা, আমাদের অভীষ্টদানে ও রিপুবধে সমর্থ সেই ভগবানকে আরাধনা করি।)। (২অ—২খ—২দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং —অথ ষষ্ঠী। 'বয়ং' অনুষ্ঠাতারঃ 'মহাধনে' প্রভূতধননিমিত্তং 'ইন্দ্রং' 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ 'অর্ভে' অর্ভকে স্বল্পেঽপি ধনে নিমিত্তভূতে সাত ইন্দ্রং হবামহে। কীদৃশং ইন্দ্রং। 'যুজং' সহকারিণং (সমাহিতং বা) 'বৃত্রেষু' শত্রুষু ধনলাভবিরোধিষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায় 'বজ্রিণং' বজ্রোপেতং (মহাধন-শব্দো যদ্যপি সংগ্রামবাচী তথাপি মহদ্ধনমত্র বিবক্ষিতং)। (২অ—২খ—২দ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

এই সামের অর্থ সাধারণতঃ দুই ভাবে দুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। প্রথম এই যে, অল্পধনের জন্যই হউক আর অধিক ধনের জন্যই হউক, যাজ্ঞিকগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী থাকিতেন, বৃত্রাদি অসুরগণ তাঁহাদের যজ্ঞে সুতরাং ধনলাভে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। এ মন্ত্রে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানিক ধনলাভে বিঘ্ন দূর করার জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে। উদ্দেশ্য—শত্রুদমন! সুতরাং 'মহাধন' ও 'অর্ভ' শব্দদ্বয়ের অর্থ 'অধিক ধন' ও 'অল্প ধন' হউক অথবা 'মহাসংগ্রাম' ও 'সামান্য সংগ্রাম' হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

সামান্য সংগ্রাম ও মহাসংগ্রাম বিষয়ে (পূর্ব্বে -ঋগ্বেদের সপ্তম সূক্তের চতুর্থ ঋকের ব্যাখ্যায়) আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে 'অল্প ধন' ও অধিক ধন' শব্দদ্বয় কি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, অনুধাবন করিয়া দেখিতে পার। মহাধন বলিতে—মোক্ষ বা মুক্তি অর্থই সঙ্গত হয়। ক্ষণস্থায়ী হইলেও, পার্থিব সুখভোগ (স্বর্গাদিলাভ পর্য্যন্ত) নিশ্চয়ই অল্পধন; পরন্তু জন্ম-জরা-মরণ-রূপ সন্তাপান্তর শেষভূত মোক্ষধনই পরমধন। আমরা তাই মনে করি, ঐ দুই ধনের বিষয়ই মন্ত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এখন, বৃত্র, শত্রু বা রিপু কাহারা? পুনঃপুনঃ সে কথা বলিয়া আসিয়াছি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ তাপে প্রাণ সন্তপ্ত। সুতরাং ত্রিবিধ শত্রুর উপদ্রবে জীবমাত্রেই উপদ্রুত। তাহারাই জীবের পরম শত্রু অন্তরে বাহিরে চারিদিকে তাহারা বিষজ্বালা বিস্তার করিয়া আছে। অল্পধন লাভ-পক্ষেও তাহারা অন্তরায়, আবার অধিক ধন-প্রাপ্তি পক্ষেও তাহারা প্রতিবাদী। অজ্ঞানতা এবং তৎসঞ্জাত বা তৎসহজাত শত্রুগণই বৃত্রনামে অভিহিত হয়।

যজ্ঞকারীর (সৎকর্ম্মাচারীর) সহায় ভগবান্ ইন্দ্রদেব, বজ্র-কঠোরহস্তে তাহাদিগকে দমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন,—ইহাই প্রার্থনা। ইহাই এই সামের প্রার্থনার তাৎপর্য্যার্থ।

ঐ যে অর্থ প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তাহাই একটু বিবৃত করা হইয়াছে মাত্র। বিবৃতিটা এই-'বহুধনলাভে বা মহাসংগ্রামে অল্পধনলাভে বা সামান্য সংগ্রামে, অজ্ঞানতারূপ রিপুর অথবা আমাদিগের প্রতিবাদী শত্রুর দমনের জন্য, সৎকর্ম্মের সহায় অথবা যোদ্ধা, বজ্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা অথবা শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত আমরা আহ্বান করি।'

কামধেনু বেদ কত ভাবই দ্যোতনা করেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী, ভিন্ন ভিন্ন ভাবুক, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাহা গ্রহণ করেন। সুতরাং এইরূপ মর্ম্মার্থ হইতে পারে না—এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। পূর্ব্বেও 'মহাধন' শব্দের অর্থ মুক্তিধন' এবং 'অর্ভ' শব্দের অর্থ 'স্বর্গরূপ অল্পধন' লক্ষ্য করা হইয়াছে। এখানেও সেই ভাবটাই সুসঙ্গত হয় মনে করিয়া, তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 'মহাধনে' বলায়, ধনেতে একটা মহত্ত্ব প্রতীত হইতেছে। একবচন থাকায় সেই পদার্থটী এক প্রতিপন্ন হয়; ধনের বহুত্ব (বহুধন) প্রতীত হয় না। বহুধন বুঝাইতে একবচন অসঙ্গত হয়। 'এক ধন' বলিতে 'মোক্ষধন' অর্থই পাইতে পারি। কেন-না, তখন আর দুই নাই-সব এক। 'মহাধন' শব্দের 'মহাসংগ্রাম' অর্থ অধুনা-প্রচলিত অভিধানে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভাষ্যকার 'মহাধন' শব্দের 'মহাসংগ্রামে' অর্থই প্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ভাষ্যানুসারী মন্ত্রার্থ,-'আমরা (অনুষ্ঠাতৃগণ) প্রভূত ধনের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করি, এবং অল্পধনের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করি। কীদৃশ ইন্দ্রকে? সহকারীকে অথবা সমাহিতকে, এবং ধনলাভ-বিরোধী শত্রু আসিলে তাহাদের নিবারণ জন্য বজ্রযুক্তকে।' 'মহাধন' শব্দে যদিও ধন বুঝায়, তাহা হইলেও 'মহৎ ধন' এখানে নিরুক্ত * ২অ ২খ ২দ ৬সা॥

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটী সম্বন্ধে উক্ত আছে "ইন্দ্রাণ্যাঃ সামনী।"

২ ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে যে সকল সাম-মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহার ব্যাকরণ-সংক্রান্ত আলোচনা ঋগ্বেদের সায়ণ-ভাষ্যেই বিশদভাবে লিখিত আছে। এখানে দুই একটী মাত্র

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

অপিবৎ কদ্রুবঃ সুতমিন্দ্রঃ সহস্রবাহ্বে।

৩ ২ ৩ ১ ২

তত্রাদদিষ্ট পৌংস্যং ॥ ৭ ॥

* * *

গেয় গানং।

৫ র ৫ ১ — ১ —

১। অপিবৎ কাদ্রু ৬ বঃ সুতাং। ইন্দ্রাহো ৬ ই। সহাহো ৬।

১ ২ — ১র ২ — —

স্রাবা ১ হুবে ২। তত্রাদা ২ ৩ দী। ষ্টপৌ ২। হো ২।

১ — S ২ ১ ৪ ৫

হুবা ২ ই। ঈ ৩ য়া। পিয়াং। ঔ ২ ৩ হোবা।

৪

হো ৫ ই। ডা। ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'কদ্রুবঃ' (আত্মনঃ, মনসো বা) 'সুতং' (উৎপন্নং, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবরসং পিবতি ইতি ভাবঃ); 'সহস্রবাহ্বে' (সহস্রবাহবে, অশেষকর্ম্মকারিণে তস্মৈ, অস্মৈ বা, দত্তং তৎরসমিতি শেষঃ) 'অপিবৎ' (পীতবান্, গৃহ্নীয়াদিতি ভাবঃ); এবং 'তত্র' (তস্মিন্, সত্ত্বভাবদাতরি ইতি যাবৎ। 'পৌংস্যং' (পুরুষসম্বন্ধি কিমপি, তত্ত্বজ্ঞানমিতি ভাবঃ) 'অদদিষ্ট' (দত্তবান্, দদ্যাৎ বিনময়রূপেণেতি ভাবঃ)। কৃপালবে ভগবতে কশ্চিৎশ্চিদ্দত্তে সতি, সঃ তদ্গৃহীত্বা তদ্বিনিময়ং কিমপি প্রতিদদ্যাদিতি ভাবঃ। অথবা, শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরমাত্মরূপ-ভগবদ্বর্থায়পি সতি, পরমাত্মস্বরূপজ্ঞানরূপং তত্ত্বজ্ঞানং জায়তে। (২অ—২খ—২দ—৭সা ॥

* * *

উল্লেখ করিতেছি। নিঘণ্টুতে (৩.১৬।৩৯) সংগ্রাম-নাম মধ্যে 'মহাধনে' ইত্যাদি পদ আছে। বিবরণ-কারের মতেও ঐ পদের অর্থ 'মহতি সংগ্রামে।' ঐ পদে নিমিত্তার্থে সপ্তমী হইয়াছে; —'চর্ম্মণি দ্বীপিনমিতিবদিত্যাশয়ঃ।' মন্ত্রের 'হবামহে' পদ 'হ্বেঃ সম্প্রসারণে (৫।১।৩৪) রূপং' এই নিয়মে সিদ্ধ হয়। 'অর্ভকঃ' পদ নিঘণ্টুতে (৩২.১০) ক্ষুদ্র অর্থেই প্রযুক্ত আছে।

৩। মন্ত্রের 'যুজং' পদে বিবরণ-কার 'সহায়' অর্থ গ্রহণ করেন। যথা, 'যুজ্যতে ইতি যুক্ সহায়ঃ তং ইত্যর্থঃ।'

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, আত্মা অথবা মনঃ হইতে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব রূপ রস পান করেন; সহস্রবাহু অর্থাৎ অশেষকর্ম্মকারী সেই ভগবান্ ইন্দ্র-দেবকে অথবা অন্য দেবতাকে সেই রস যাহা প্রদত্ত হয়, তিনি তাহা গ্রহণ করেন; এবং তাহাকে (সত্ত্বভাব-রূপ রসদাতাকে) বিনিময়-রূপে পুরুষ-সম্বন্ধি কিছু (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) দান করেন। (ভাবার্থ,—ভগবান্ কৃপালু। তাঁহাকে কিছু দান করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্য কিছু প্রত্যর্পণ করেন। অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব, পরমাত্মারূপ ভগবদ্বিষয়ে জন্মিলে পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান-রূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।) ॥ (২অ—২খ—২দ—৭সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। - 'ত্রিশোকঋষিঃ বিশোকঋষিঃ বা। 'ইন্দ্র' 'কদ্রুবঃ' কদ্রু-নামকস্য ঋষেঃ সম্বন্ধিনং 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'অপিবৎ' পীতবান্ 'সহস্রবাহ্বে' সহস্রবাহুত্বাৎ শত্রূন্ অহন্নিতি শেষঃ। 'তত্র' তস্মিন্নবসরে 'পৌংস্যং' ইন্দ্রস্য বীর্য্যং 'আ দদিষ্ট' আ দীপ্যত ॥ 'তত্রাদদিষ্ট' ইতি ছন্দোগাঃ, 'অত্রাদদিষ্ট' ইতি বহ্বৃচাঃ ॥ (২অ ২খ—২দ ৭সা) ॥

* * *

সপ্তম (১৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামমন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রকটিত হইতেছে। ভগবান্ পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বভাবস্বরূপ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব, সেখানেই তাঁহার অধিষ্ঠান। জ্ঞান কি ভক্তি তাঁহারই (শুদ্ধসত্ত্বভাবেরই) রূপান্তর মাত্র। তাই ভগবান 'জ্ঞানময় ভক্তিপ্রিয়' এইরূপভাবে সম্বোধিত হইয়া থাকেন। আজ সাধকের—ভক্তের হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বভাব জন্মিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বভাবকে জ্ঞানই বলুন আর ভক্তিই বলুন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভক্ত সাধক, সেইটুকু লইয়া 'সহস্রবাহবে নমঃ' বলিয়া অর্পণ করিতেছেন। শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তি বা জ্ঞান, ইহা যে ভগবানের প্রিয়বস্তু, ভক্ত 'সহস্রবাহবে নমঃ' বলিয়াই দেন, আর 'দ্বিভুজায় নমঃ' বলিয়াই দেন, তাহা সেই পরমপুরুষ ভগবানেই উপনীত হইবে। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" আবার—"স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।" তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষুঃ, সহস্র পদ; আবার তিনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও দশ আঙ্গুল পরিমিত স্থানেও অবস্থিত হয়েন। সুতরাং তিনি মহৎও তিনি ক্ষুদ্রও। ব্যাপকও তিনি, ব্যাপ্যও তিনি। তাঁহাকে যিনি যাহাই বলুন, তাহাই তিনি। আজ ভক্ত সাধক আত্মপ্রসূত (মনঃপ্রসূত) শুদ্ধসত্ত্বভাবটুকু সহস্রবাহবে বলিয়া ভগবানকে দিয়াছেন। ভক্তপ্রিয় ভক্তাধীন ভগবান্ তাহা

সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল গ্রহণ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। 'তত্র পৌংস্যং অদদিষ্ট'; সেই ভক্তকে তাহার কিছু প্রসাদ (পুংস্ত্বং—তত্ত্বজ্ঞান) দিতে হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি যে দয়ার সাগর, ভক্ত সাধক যে তাঁহার প্রাণ, তিনি যে ভক্তকে আপনার মনে করিয়া থাকেন, তাহাকে যে নিজের কিছু (স্বরূপতত্ত্ব) না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না! তাই আজ ভক্ত সাধকের শুদ্ধসত্ত্বভাব (জ্ঞান বা ভক্তি) পাইয়া, "পৌংস্যং অদদিষ্ট" তাঁহার (পুরুষের) নিজের স্বরূপ যাহা (তত্ত্বজ্ঞান) আছে, আজ ভক্ত সাধককে তাহা প্রদান করিলেন। এই সামমন্ত্রটী প্রণিধান করিলে, এইরূপ একটা ভাবই হৃদয়ে জাগরূক হয়।

ভাষ্যকার এই সামমন্ত্রের কিরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছেন, দেখুন। ভাষ্যকারের মতে অর্থ হয়,—'ইন্দ্র কদ্রুনামক ঋষির অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন, সহস্রবাহু নামক শত্রুকে নাশ করিয়াছিলেন; আর, সেই অবসরে ইন্দ্রের বীর্য্য সামর্থ্য দীপ্ত পাইয়াছিল।' দেখুন মন্ত্রের কোন্ শব্দ হইতে কিরূপ অর্থ নিষ্কাশিত করা হইয়াছে! মন্ত্রে আছে—'কদ্রুবঃ সুতং।' অর্থ হইল 'কদ্রুনামক ঋষেঃ সম্বন্ধিনং অভিষুতং সোমং' অর্থাৎ কদ্রু-নামক ঋষি-সম্বন্ধীয় অভিষুত সোম। এইরূপ অর্থে একটা সমবৎ দোষ আসে। বেদমন্ত্রে যদি কোনও ঋষির বা ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধ প্রকটিত হয়, তাহা হইলে বেদমন্ত্র সেই ঋষির বা সেই ব্যক্তি-বিশেষের সম-সাময়িক অথবা সেই ঋষির বা ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর পর রচিত হইয়াছে—এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে বেদমন্ত্রসকল পৌরুষেয় (ব্যক্তিবিশেষের রচিত) ও সাময়িক পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা কদ্রু শব্দে 'আত্মা বা মনঃ' অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। 'কেন রোগেণ (ভবরোগেণ) দ্রবতীতি কদ্রু'; অর্থাৎ ভব-রোগের দ্বারা যিনি দ্রবীভূত (উৎপীড়িত) হয়েন, তিনি কদ্রু—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা আমার 'আত্মা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। উৎপত্তিবাচক 'সু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'সুত' শব্দে 'উৎপন্ন' অর্থই সহজে প্রতীত হয় ভগবানকে দেওয়া যায় অথচ আত্মা বা মনে উৎপন্ন হয়—এইরূপ বস্তু আর কি আছে? শুদ্ধসত্ত্বভাব—জ্ঞান বা ভক্তি সেই বস্তু নয় কি? তাই আমরা 'সুতং' পদে উৎপন্ন সত্ত্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর লক্ষ্য করুন,—"সহস্রবাহ্বে" পদ। ভাষ্যকার ঐ পদের "সহস্রবাহুনামানং শত্রুং" অর্থ করিয়া 'অহন্' একটি ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহা না করিলে, সহস্রবাহুকে শত্রু বলা যাইত না। যাহা হউক, এখানেও পূর্ব্বোক্ত দোষ (পৌরুষেয়ত্ব, অনিত্যত্ব) আসে আমরা "সহস্র-বাহ্বে" পদকে চতুর্থ্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া "সহস্রবাহবে তস্মৈ দেবায়, অমুষ্মৈ বা" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আর এই একটী পদ (যথা আপনি আসে) অধ্যাহার করিয়া 'শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব সেই ভগবানের উদ্দেশে প্রদত্ত হইলে' এইরূপ অর্থ করিয়াছি। ইহাতেই ভাবটী সুসঙ্গত হয়। শুদ্ধসত্ত্বভাব—জ্ঞান বা ভক্তি ভগবানকে দিলে অর্থাৎ ভগবানে গিয়া পৌঁছিলে, ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞান আপনিই উদিত হয়। তাই আমরা—"তত্রাদদিষ্ট পৌংস্যং" এই মন্ত্রাংশ হইতে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার এই অংশের 'তত্র তস্মিন্নবসরে পৌংস্যং বীর্য্যং অদাদিষ্ট অদীদীপত'—অর্থাৎ সেই সময়ে তাহার সামর্থ্য দীপ্তি পাইয়াছিল,—

এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যে ভাবটী হৃদয়ে উদিত হয়, তাহাই ব্যক্ত করা হইল। সহৃদয়গণ যৌক্তিকতা বিবেচনা করিবেন। * (২অ—২খ—২দ ৭সা)।

— • —

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

বয়মিন্দ্র ত্বা যবোঽভি প্র নোনুমো বৃষন্।

২ ২ S ১ ২

বিদ্ধী ত্বা৩স্য নো বসো॥ ৮॥

* •

গেয়-গানং।

২ ১ ৫ ১ ১ A ৩ ৫র র

১। বয়মা২৩৪ইন্দ্রা। ত্বা২৩। যা২বা২৩৪ঔহোবা।

২ ১ Sর র ৩২ ১ A ৩

অভিপ্রনো২নুমোবৃষণ্। বিদ্ধাইত্বা৩। স্যা২না।

৫র র ৩ ৫

২৩৪ঔহোবা। বা২৩৪সো॥ ৮॥

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তের ষড়্‌বিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সামমন্ত্রের ঋষি— ইন্দ্র। ঋষি প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—'ইন্দ্রঋষিঃ সহস্রবাহবীয়ং।'

২। মন্ত্রের 'কদ্রুবঃ' পদ উপলক্ষে বিবরণ-কার বলেন,—এখানে কশ্যপের ভার্য্যা কদ্রুকে বুঝাইতেছে। তাঁহা হইতে উৎপন্ন—এই অর্থে 'কদ্রুবঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'সহস্রবাহ্বে' পদ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তিত হয়, উহাতে 'বহু' অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। নিঘণ্টুতে (৩।১।১১) 'সহস্রমিতি বহুনাম' এইরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়। 'তত্র' পদে সত্রে অর্থাৎ যজ্ঞে বুঝায়। ইহাই বিবরণকারের মত। 'সা দদিষ্ট' পদে 'অত্যর্থং দৃশ্যতে বর্ণ্যতে' এই ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

৩। এই সাম মন্ত্রের একটী হিন্দী ভাষার অনুবাদ ও একটী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা ;—

"ইন্দ্র কদ্রুকে নিকালেহুএ সোমরসকো পীতাহুঁআ সংস্রবাহুকো নষ্ট করতা হুঁআ উস সময় ইন্দ্রকী বীরতা প্রকাশিত হুঁঈ।"

"হে ইন্দ্র! তুমি কদ্রু-ঋষির অভিযুত সোম পান করিয়াছ এবং সহস্রবাহুর খণ্ডন করিয়াছ, এই সময় ইন্দ্রের বীর্য্য অত্যন্ত দীপ্ত হইয়াছিল।"

৮। হাউ বয়মিন্দ্রা। ত্বা২য়া বা২ঃ। অভিপ্রনোনুমো২ বার্ধা২ন্। বিদ্ধা২ ইত্তুণা২। স্পনে।২৩। বা২ সা২৩৪ ঔহোবা অস্মাভ্যাজাতুবিভৃমা২৩৪৫মৃ॥৮॥

* * *

৬। বয়মিন্দ্রা। ত্বায়া৩বাঃ। অভিপ্রনোনুমো১বা৩র্ধান্। বিদ্ধীতু২৩৪বা। উ২৩৪হাই। স্মানোবা৫সো৬হাই। বসা। ঔ৩হোবা। হো৫ই। ডা॥৮॥

* * *

৪। বয়ামৌহো। ইন্দ্রা। ত্বায়া৬বাঃ। অভিপ্রনোনুমো১বা৩র্ধান্। বিদ্ধীত্থো২৩৪হাই। স্মানো৩হাই। বসা। ঔ৩হোবা। হো৫ই। ডা॥৮॥

* * *

৫। বয়ামৌহোবাহাই। ইন্দ্রা। ত্বা ঔহোবা হাই। যাবাঃ। অভ২৩ভো। প্রা২৩নো। ওইনুমোবা২৩র্ধান্। বা২৩ইদ্ধী তু২৩বা৩। স্মা২না২৩৪ঔহোবা। বা২৩৪সো॥৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষন্' (অভীষ্টবর্ষণকারিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বয়ং' (যৎকামা জনা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (তব অংশে) 'যবঃ' (যুক্তাঃ, মিলিতাঃ, মিলনেচ্ছবঃ সন্তঃ) 'প্র নোনুমঃ' (প্রকর্ষেণ পুনঃপুনঃ স্তুমঃ); 'বসো' (হে বাসদ!) 'বিদ্ধী' (জানীহি অস্মদীয়ং অভিপ্রায়মিতি শেষঃ); অপিচ, 'নঃ' (অস্মান্) 'ইত্থা' (প্রাপ্য) 'তু' (বিনাশয়, অস্মাকম্ অজ্ঞানমিতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ হে দেব! বয়ং ত্বয়া সহ মিলনেচ্ছবস্তবারাধয়ামঃ। অস্মদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা আগত্যাস্মাকং অজ্ঞানত্বং বিনাশয়। (২অ-২খ-২দ ৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অভীষ্টদানকারী ইন্দ্র! তোমার অংশে মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া আমরা (ত্বৎকামী জন) তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে পুনঃপুনঃ স্তব করিতেছি। হে কাম্যধন! আমাদিগের অভিপ্রায় অবগত হও এবং আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অজ্ঞানতা বিনাশ কর। (ভাব এই যে,—হে দেব! আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তোমাকে আরাধনা করিতেছি; আমাদের অভিপ্রায় জানিয়া, নিকটে আসিয়া আমাদের অজ্ঞানতা বিনাশ কর।)॥ (২অ—২খ—দ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং—অথ অষ্টমী। বসিষ্ঠ ঋষি। হে 'বৃষন্' কামানাং বর্ষিতঃ! 'ইন্দ্র'! 'ত্বায়বঃ' ত্বৎকামাঃ 'বয়ং' বসিষ্ঠাঃ ত্বাং অভি প্র নোনুমঃ' প্রকর্ষেণ স্তমঃ। হে 'বসো' বাসয়িতঃ ইন্দ্র! 'অস্য' ইদং 'ন' অস্মদীয়ং স্তোত্রং স্ম' ক্ষিপ্রং 'বিদ্ধী' অবধারয়॥ (২অ ২খ—২দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রে ভগবানের নিকট নিজেদের কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'হে দেব! হে ভগবন! আমাদের শুনা আছে,—আপনি লোকের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, আপনি অভীষ্টদাতা। আমরা যে বড় পাপী! কত প্রকারে কত পাপই করিয়াছি! সংসার-দাবানলে বড় পরিতপ্ত হইতেছি। তাই আপনাকে পুনঃ-পুনঃ ডাকিতেছি—বেদনা জানাইতেছি। হে অন্তর্যামিন! তুমি তো সকলই জানিতে পারিতেছ! তোমাকে আর বারে বারে কি জানাইব! তুমি তো আমাদের অভিপ্রায় জানিতেছই। আমরা যে তোমাকে লাভ করিতে চাহিতেছি, তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে বাসনা করিতেছি! একবার এস, আমাদের এই হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমাদের অজ্ঞানতা নাশ হউক; আমাদের মনোরথ পূর্ণ হউক।

ভাষ্যানুসারেও এই মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে কামনাবর্ষণকারিন্ ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করিয়া আমরা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিতেছি। হে আনন্দদানকারিন ইন্দ্র! আমাদিগের এই স্তোত্র অবধারণ করুন।'

ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ নাই। তবে তিনি 'বিদ্ধী ত্বাস্য নো বসো' এই মন্ত্র-শেষাংশের অর্থ করিয়াছেন—"হে 'বসো' বাসয়িতঃ ইন্দ্র! 'অস্য' ইদং 'ন' অস্মদীয়ং স্তোত্রং 'বিদ্ধী' অবধারয়", অর্থাৎ—'হে আনন্দদানকারিন ইন্দ্র! আমাদের এই স্তোত্র অবধারণ করুন।' আর, আমরা উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছি,—'হে কাম্য! দেব! আপনি আমাদের অভিপ্রায় অবগত হউন। আমাদের হৃদয়ে

আসিয়া অজ্ঞানতা নাশ করুন।' মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন! আপনার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া আমরা আপনাকে পুনঃপুনঃ আরাধনা করিতেছি।' সুতরাং আমাদের হৃদয়ের ভাব যাহা, তাহা আপনি জানুন; 'নঃ অস্মান্ ইন্দো প্রাপ্যস্ব অজ্ঞানতাং বিনাশয়'; অর্থাৎ, 'আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অজ্ঞানতা নাশ করুন।' হৃদয়ে জ্ঞানময় দেবের আবির্ভাব হইলে, তখন তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াই হইল। তখন কি আর অজ্ঞানতা থাকিতে পারে? তখন সকলই জ্ঞানময় সকলই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। আমরা মন্ত্রার্থে এই ভাবই গ্রহণ করি।

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের আর একটী বক্তব্য এই যে,—ভাষ্যকার 'ত্বায়বঃ' পদের 'ত্বৎকামাঃ' অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা 'ত্বা' তোমাকে 'অভি' অর্থাৎ 'তোমার অংশে' (অভি-শব্দের অংশ-ভাগ অর্থ ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ) 'যবঃ' 'মিলনেচ্ছবঃ' ('যু' মিশ্রণার্থক—ধাতু × ডু প্রত্যয় ১মা বহুব্রীহি) অর্থাৎ 'মিলনেচ্ছু আমরা'—এইরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। সঙ্গতি স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। * (২অ ২খ—২দ ৮সা)।

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের একচত্বারিংশৎ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের চারিটী গেয়-গানের মধ্যে প্রথম গেয়-গান বিষয়ে লিখিত আছে,—"ধ্রুবতো মারুতস্য সাম।" দ্বিতীয় গেয়-গানের ঋষি প্রভৃতি সম্বন্ধে উক্ত আছে,—"ভারদ্বাজ ঋষিঃ, অদারসৃৎ।" তৃতীয় গেয়-গানের ঋষি প্রভৃতি সম্বন্ধে উক্ত আছে—"ধ্রুবদৃষিঃ, অদারসৃৎ।" চতুর্থ ও পঞ্চম গেয়-গান সম্বন্ধে উক্ত আছে,—"মারুতস্য ভরদ্বাজস্য ইমে অদারসৃতী।"

২। মন্ত্রান্তর্গত 'ত্বায়বঃ' পদের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে বৈয়াকরণ এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ত্বাং যষ্টুমিচ্ছন্ত ইতি বিগ্রহে, ক্যচি, 'নচ্ছন্দস্যপুত্রস্য (২।৪।৩৫)' ইতীত্বাভাবে, 'ধ্যাচ্ছন্দসি (৩।২।১৭০)' ইতি উ-প্রত্যয়ে রূপং।"

৩। বিবরণকারের মতে 'অভি' ও 'প্র' এই দুই পদ পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে পক্ষে 'অভি প্র নোনুমঃ' বাক্যাংশের অর্থ—'অত্যর্থং স্তুমঃ।' বিবরণকারের মতে 'অস্য' পদে 'স্তুত্যা' পদকে লক্ষ্য করিতেছে। মন্ত্রান্তর্গত 'নু' পদ নিঘণ্টু-মতে (নি০ ২।১৫।২) 'ক্ষিপ্রং' অর্থ দ্যোতনা করে; বিবরণকারের মতে ঐ পদ পাদপূরণ-মূলক। 'বিপ্রী' পদ যে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত, যাচোঽতস্তিঙঃ (৬।১।৩৫)' এই সূত্রানুসারে তাহা সিদ্ধ হয়।

৪। এই সাম-মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি। যথা,—

"হে মনোরথোঁকো বর্ষা করনেবালে ইন্দ্র তেরী কামনা করনেবালে হম তুঝকো অভিমুখ হোকর বহুত বহুত প্রণাম করতে হৈঁ হে ব্যাপক ইন্দ্র ইস্ হমারে স্তোত্রকো লমঝ্ লীজিয়ে।"

"হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে কামনা করতঃ হব্যযুক্ত হইয়া স্তুতি করিতেছি। হে নিবাসয়িতা! তুমি আমাদিগের (হবিঃস্বীকারের জন্য) অভিলাষী হও।"

নবমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ ঘা য়ে অগ্নিমিন্ধতে স্তৃণন্তি বর্হিরানুষক্।
৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২
যেষামিন্দ্রো যুবা সখা ॥ ৯ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র ৪ ৫ ২ ১ র ২র১র র র
১। আঘায়ো অগ্নিমিন্ধাতাই। স্তৃণাস্তি৭হিরানুষাক্। যেষামিন্দ্রো যবাইহা।
১ ৫ ৪ ৫
উ৭াই। উবো ২ ৩ ৪। বা। সা ৫ খো ৬ হাই ॥ ৯ ॥

* * *

৫র র ১ ৪ ২ ১ ২A ৩ ৫ ৩ ৫
২। আঘায় ইহা। গ্নিমাই। ধাতা ও ২ ঃ ৭ বা। ঈ ৩ ৪ হা।
২ ১ ২A ৩ ৩ ৫ ২র ১
স্তৃণন্তি৭হী ৩ রা। নুষা ও ১ ২ ৩ বা। ঈ ২ ৩ ৪ হা। যেষাং।
২A ৩ ৫ ৩ ৫ ১ ৭A
আইন্দ্রা ও ২ ৩ ৪ বা। ঈ ৩ ৩ ৪ হা। যুবা। যুবা
৩ ৩ ৫
২ সা ২ ৩ ৪ ৫ খা ২ ৫ ৬। ঈ ১ ৩ ৬ হা ॥ ৯ ॥

* * *

৫র র র র ৫ ২ ১ ২A ৩র ৫ ৫
৩। ঔহো আঘায়া ৬ এ। গ্নিমাইন্ধাতা ঔহো ৩ ৩ ৪ বা। স্তৃণস্তি৭হী
১ ২A ৩র ৫ ২র ১ ২A ৩র ৫
৩ রানূষা। ঔহো ২ ২ ৪ বা। যেষামা ইন্দ্রা। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।
৩২ ১ S ৫ ৫
যুবা ৩। সা ২ ৩ ৪ খা। উহুবা ৬ হাউ বা ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (জনাঃ, আত্মোদ্বোধনযজ্ঞমিচ্ছব ইতি ভাবঃ) 'যেষাং' (আত্মোদ্বোধনযজ্ঞানামিতি ভাবঃ) 'আ ঘ' (অভিমুখেন) 'অগ্নিং' (জ্ঞানরূপং জ্যোতিঃ, অজ্ঞানান্ধকারনাশকত্বাদিতি ভাবঃ) 'ইন্ধতে' (প্রজ্বালয়ন্তি) এবং 'বর্হিঃ' (কুশরূপং হৃদয়ং আসনং দেবাসনত্বাদিতি ভাবঃ) 'স্তৃণন্তি' (বিস্তারয়ন্তি) তৈস্তেষু যজ্ঞেষু 'যুবা' (তরুণঃ শ্রেষ্ঠ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'সখা' (সহায় সন্) 'আ অনুষক্' (সমাগ্ অনুষক্তঃ ক্রিয়তে, প্রাপয়তি ইতি শেষঃ)। জ্ঞানে উদ্দীপিতে হৃদয়ে চ সত্ত্বভাবেন বিস্তৃতে, ভগবান্ জ্ঞানময়ো দেবস্তত্র আবির্ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২অ ২থ ২দ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে জনগণ অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক যে জনগণ, যে সকল কার্য্যের আনুকূল্যে অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞ কার্য্য-সকলের আনুকূল্যে, অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশক বলিয়া জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃকে প্রজ্বালিত করিতে পারেন এবং কুশরূপ হৃদয়কে বিস্তৃত করিতে পারেন বা করেন, তাঁহাদিগের সেই সকল যজ্ঞে, শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সহায়রূপে অনুসক্ত করিতে (প্রাপ্ত হইতে) পারেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান উদ্দীপিত এবং সত্ত্বভাবে হৃদয় বিস্তৃত হইলে, জ্ঞানময় ভগবান্ সেখানে আবির্ভূত হন।)। (২অ— খ—২দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ নবমী। ঘরোস্ত্রিশোকঋষিঃ। 'যে' জনাঃ 'আ ঘা' আভিমুখ্যেন খলু 'অগ্নিং' 'ইন্ধতে' দীপয়ন্তি 'যেষাং' চ 'যুবা' নিত্য-তরুণঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সখা' ভবতি তে 'আনুষক্' আনুপূর্ব্ব্যেণ 'বর্হিঃ' 'স্তৃণন্তি'। (২অ ২খ-২দ-৯সা)॥

* * *

নবম (১৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

দর্শ অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সাধারণ যজ্ঞে কুশ সমিধ কাষ্ঠ ঘৃত প্রভৃতি উপকরণ, ঋত্বিক্ হোতা অধ্বর্যু প্রভৃতি যাজ্ঞিক, স্ব স্ব স্থানে ও স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হইলে এবং মন্ত্রাদি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, সেখানে যেমন সেই যজ্ঞ-দেবতার আবির্ভাব-অধিষ্ঠান হয়; সেইরূপ, এই আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞেও যদি কুশাদি-রূপ হৃদয় ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত হয় এবং জ্ঞানরূপ অগ্নি সেখানে সম্যগ্‌রূপে প্রজ্বলিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানময় যজ্ঞদেবের আবির্ভাব হয়। একটু অনুধাবন করিলেই প্রতিভাত হইবে, এই সাম-মন্ত্রটী যেন এই ভাব প্রতিপাদন করিতেছে যে,—'হৃদয় হইতে যদি রজঃ তমোভাব দূরে যায়, হৃদয়ে যদি সত্ত্বভাব উদ্ভাসিত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণের অসদ্বৃত্তি তিরোহিত হয় ও সদ্বৃত্তিসকল পরিস্ফুরিত হয়, তাহা হইলে তখন প্রকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে জাগ্রৎ হইবেই হইবে।' ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। ইহা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। ইহা স্বরূপসংবেদ্য অর্থাৎ যিনি কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই পরম পদার্থ লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল ইহা অনুভব করিতে পারিবেন, আর কেহ পারিবেন না। তাই শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—"যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ সঃ বিদ্বান্।" হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে পরাজিত করিতে হইবে; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাস করিতে হইবে; ধ্যান ধারণা সমাধিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তবেই ক্রিয়াবান্ হওয়া যাইবে। তখন 'বিদ্বান্'

জ্ঞানবান্ সাজিবেন। নচেৎ, কতগুলি শাস্ত্র-পুঁথি-কথা, তোতা-পাখীর মত অভ্যাস করিলেই 'বিদ্বান্' হওয়া যায় না। কার্য্য করা চাই। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য।

ভাষ্যানুসরণে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রতিভাত হয়, তাহা এই ;—'যে ঋষিগণ আভিমুখ্যে (আনুকূল্যে) অগ্নিকে দীপ্ত করেন, যাঁহাদের নিত্যতরুণ ইন্দ্র সখা হন, তাঁহারা ক্রমশঃ বর্হিঃ (কুশ) আস্তৃত করেন।'

সহসা ভাষ্যার্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায় না। 'যাঁহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, এবং যুবা ইন্দ্র যাঁহাদের সখা হন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুশ বিস্তৃত করেন'—এ কথার তাৎপর্য্য কি? কোনই অর্থ হয় না। আমরা তাই মনে করি, এ অগ্নি-শব্দে সাধারণ অগ্নি নহে, এবং বর্হিঃ-শব্দেও সাধারণ কুশ নহে। তবে কি? 'অগ্নি'—জ্ঞান। 'বর্হিঃ'—হৃদয়। অগ্নি যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া দ্রব্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে, তেমনই জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া স্বরূপ প্রকাশিত করে; অগ্নির সহিত জ্ঞানের এইরূপ সাদৃশ্য থাকায়, জ্ঞানরূপ অগ্নি অর্থই এখানে বুঝিতে হইবে; এবং কুশ যেমন আসন হয়, হৃদয়ও তেমনই জ্ঞানের বা দেবতার আসন হয়। সেইজন্য, কুশ আর হৃদয়ের পরস্পর সাদৃশ্য পাওয়ায়, 'কুশ' বলিতে এস্থলে 'হৃদয়-রূপ কুশ' বুঝিতে হইবে। ইহাতেই ভাব সুসঙ্গত হয় বলিয়া বিবেচনা করি। তার পর 'আনুষক্' ও 'যেষাং' এই দুইটী পদ আলোচ্য হইতেছে। কারণ, ভাষ্যকার "আনুষক্" পদের 'আনুপূর্ব্ব্যেণ' এবং "যেষাং" পদে "ঋষীণাং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'আনুষক্' পদটী 'আ+অনু' পূর্ব্বক 'সন্জ' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন বলিয়া তাহার 'অনুষক্ত' অর্থ করিয়াছি। যে সকল যজ্ঞ সম্বন্ধে বা যে প্রকার আনুকূল্যে সেই (পূর্ব্বোক্ত) দুই কার্য্য হয়, সেখানে ইন্দ্রদেব ভগবান্ সহায়রূপে সম্যক্ অনুষক্ত অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হন। ইহাই ভাবার্থ। আমরা এস্থলে "যেষাং" পদে 'আত্মোদ্বোধনযজ্ঞানাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতেই ভাব পরিস্ফুট হয় বলিয়া মনে হইয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠে উক্ত সকল অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মন্ত্রস্থ অন্যান্য পদ সহজবোধ্য। সুতরাং সে বিষয়ে আর আলোচনা করা নিরর্থক মনে করি। * (২খ ২খ ২দ—৯সা)।

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এই মন্ত্রের ঋষি কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক। ইহার তিনটী গেয়-গান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—'ঐধ্মবাহানি ঐধ্মহারাণি বা।'

২। 'আ ঘ' পদের অন্তর্গত ঘা-সম্বন্ধে—'নিপাতস্য চ' (৬।৩।১৩৬) এই নিয়মে উহার দীর্ঘত্ব হইয়াছে। বিবরণকার বলেন—'আ ইত্যেষমর্য্যাদায়াম্ ঘ ইতি পাদপূরণঃ।'

৩। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখা' পদের অর্থ, বিবরণকারের মতে—স্তুত্য; যথা,—'স্তুত্য-স্তোতৃ-লক্ষণেন সম্বন্ধেন সখিভূতঃ, স্তুত-স্তুত্য ইত্যর্থঃ।' নিরুক্তের মতে (৬।৩।১৬) আনুষক্ পদ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে,—'আনুষগিতি নামানুপূর্ব্বস্য' ইত্যাদি।

জশামং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরিবাধো জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ১র ২র

বসু স্পার্হন্তদা ভর ॥ ১০ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ ৪ ১ ২৮ ৩ ৫

১। ভি। ন্ধ্যোহাই। বাইশ্বা অপা। দ্বাইষাও ২ ৩ ৪ বা।

১ ২৮ ৩ ৫ ১র র ২ ৩ ২ ৩

পারা ও ২ ৩ ৪ বা। বাধো জহাই। মার্দ্ধো ও ১ ৬ ৪ ব।

১ ২ র ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১

বসুস্পার্হন্তদাভরা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্ট্রীঃ, অস্মাকং অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ইতি ভাবঃ) 'অপ ভিন্ধি' (বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বাধঃ' (পীড়নকারিণঃ) 'মৃধঃ' (কামসংগ্রামান) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জহী' (জহি, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং 'তৎ' (প্রসিদ্ধং স্পৃহণীয়মিতি যাবৎ) 'স্পার্হং' (অস্মাকং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'আ ভর' (সমগ্রদেহি, হৃদয়ে জনয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ অজ্ঞাননিবৃত্তৌ সত্যাং কামনা-নিবৃত্তিস্ততোঽজ্ঞানং সম্প্রকাশতে। (২অ ২খ ২দ ১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদিগের অবিদ্যা-শত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব্বপ্রকারে বিদূরিত করুন। তার পর, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন দান করুন; অর্থাৎ, আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দিউন। (ভাব এই যে—অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, কামনা নিবৃত্ত হয়, তার পর প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়)। (২অ—২খ—২দ—১০সা)।

৪। এই সাম-মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"যে ঋষিগণ সম্যগ্‌ভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন, যুবা ইন্দ্র যাঁহাদের সখা, তাঁহারা পরস্পর মিলিত করিয়া কুশ বিস্তীর্ণ করিতেছেন।"

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমী।—হে 'ইন্দ্র'! 'বিশ্বা' সর্ব্বাঃ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনাঃ 'অপ ভিন্ধি' বিদারয় 'বাধ' হিংসিত্রীঃ 'মৃধঃ' সংগ্রামান্ (স্পৃধঃ মৃধঃ ইতি সংগ্রামনামসু পঠিতত্বাৎ) 'পরিজহী' হিংসয়। ততঃ তাসাং 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'বসু আ ভর' অস্মভ্যং আ হর। (২অ—২খ—২দ—১০সা)।

ইতি সায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

ইতি দ্বিতীয়া দশতি।

* . *

দশম (১৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সামমন্ত্রে—প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'দেব! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন; প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞান-ধন প্রদান করুন।' সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন,—যেন নিজের দোষ ত্রুটি-অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার নিজের গৃহস্থগণ যে শত্রুর কার্য্য করিতেছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কাতরতা আসিয়াছে, ভগবানে প্রার্থনা জানান হইতেছে। মন্ত্রার্থ একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুধাবন করিলে এই ভাবই মনে উদিত হয়।

ভাষ্যকার সাধারণ দিক্ ধরিয়া মন্ত্রার্থ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক বাহির্জগৎ লইয়াই থাকে; তাই বাহ্যবস্তু টাকাকড়ি শত্রুযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় লইয়াই তিনি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অপৌরুষেয় নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার বেদ-মন্ত্রের যে একটু অগৌরব হয়, তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র! সকল শত্রুসেনা বিদারণ কর, হিংসা-ক্ষেত্র সংগ্রামসমূহে (তাহাদিগকে) বধ কর, তার পর তাহাদিগের স্পৃহণীয় সেই ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও।' সাধারণতঃ লোকের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, এ অর্থে সেই ভাব প্রকাশমান হইয়াছে।

এখন আমরা যে দিক্ দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'বিশ্বাঃ' এই বিশেষণ পদটী বিসর্গান্ত থাকায় 'দ্বিষঃ' এই বিশেষ্য পদ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। সেই জন্য ভাষ্যকার 'দ্বিষঃ' পদের 'দ্বেষ্ট্রীঃ' এইরূপ প্রতিবাক্য দিয়া শত্রুসেনা অর্থ করিয়াছেন। আমরাও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ঐ পদে অজ্ঞানতারূপ "অবিদ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য,—শত্রুসেনা যেরূপ জীবের অপকার সাধন করে, অজ্ঞানতা-রূপ অবিদ্যাও সেইরূপ অপকার সাধিত করে। এই সাদৃশ্য এখানে পরিব্যক্ত। তার পর, 'বাধঃ' (হিংসিত্রীঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামান) 'জহী' (হিংসয়); অর্থাৎ, হিংসাকারী সংগ্রামকে

হিংসা কর। এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বোধ হয়,—হিংসাক্ষেত্রে সংগ্রামসমূহে (সংগ্রামস্থ) শত্রুদিগকে বধ কর। নতুবা সংগ্রামকে হিংসা করা কিরূপ হয়? আমরা এক্ষেত্রে "জহী মৃধঃ" স্থলে 'জহি ই-মৃধঃ' অথবা 'জহি মৃধঃ' (জহি-পদ হ্রস্ব ইকারান্ত ধরিয়া) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, 'বাধঃ' পীড়নকারী কাম-সংগ্রাম সকল বিদূরিত কর এই অর্থ লইয়াছি। ভাব এই—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সংগ্রাম বড় সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামে মানুষ বড়ই বিধ্বস্ত হয়। এ সংগ্রামের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই কামনা প্রলোভন প্রভৃতিকে দূরীভূত করুন।' আরও, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্য ভাব আসে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শত্রুসেনাকে বধ কর; আবার বলা হইল—সংগ্রামকে (সংগ্রামস্থ শত্রুকে) হিংসা কর। ফলতঃ একরূপ অর্থই দাঁড়াইল। সাধারণ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে 'হন' ধাতুর লোট্ 'হি' বিভক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন 'জহি' পদ হ্রস্ব ইকারান্তই হয়। সাধারণ লোকে তাহাই জানেন। এইরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেই, কূট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অনুচিত মনে করি। তাই আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছি। উহাতে ভাবটীও সঙ্গত মনে হয়। 'বসু'—সাধারণ ধন অপেক্ষা জ্ঞান-ধন যে বেশী 'স্পার্হং' স্পৃহণীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, এ কথা আর কাহাকে বুঝাইতে হইবে কি? যে ধন পাইলে অন্য সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সেই ধন কাহার না প্রার্থনীয়? এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা 'বসু' পদের জ্ঞান-ধন অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি। * (২অ-২খ ২দ-১০সা)।

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তের একচত্বারিংশৎ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, উনপঞ্চাশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের গেয়-গান সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"অহেঃ সৈন্ধবস্য সামাহেধ্বো বা সৈন্ধবস্য সৈবস্য বা।"

২। এই মন্ত্রের 'জহী' পদ পাঠান্তরে জহি-রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা ব্যাখ্যায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। 'জহী' পদের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দ্ব্যচোহত ইতি (৬।৩।১৩৫) দীর্ঘঃ।"

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ' পদ সম্বন্ধে বিবরণ-কারের মত; যথা,—'অপউপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহ্রিয়তে, অপেত্য অস্মত্তঃ অপনীয়েত্যর্থঃ' ইতি। নিঘণ্টুতে (২।১৭।১৯) 'স্পৃধঃ' 'মৃধঃ' প্রভৃতি পদ সংগ্রাম-নাম মধ্যে পরিগণিত আছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল যথা,—

"হে ইন্দ্র সম্পূর্ণ দ্বেষকরনেবালী শত্রুসেনাওঁকো বিদীর্ণ করো নাশকরনেবালে সংগ্রামোঁকো নষ্ট করো, তদনন্তর উনকে স্পৃহা করনে যোগ্য উস প্রসিদ্ধ ধনকো হমৈ লাকর দো।"

"হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

ও

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ-আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রং পর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়া দশতি।

তৃতীয়া দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১২ ৩ ২৩ ১ ২৩ ১র ২র
ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্।
১র ২র ৩ ১ ২
নিয়ামঞ্চিত্রমৃঞ্জাতে ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১র ৪ ৫র ১র র ২ ২ ২ র
১। ইহেবা ২ ৩ শৃণ্ব এষাং। কশা হস্তেষুয়া ১ দ্বা ৩ দান্। নিয়ামঞ্চা
৪ ২ ৩৫ S১র২ ১ ৭ ৩ ৫
৩ ত্রা ৩ মৃঞ্জতাই। নিয়ামঞ্চাই। ত্রমা ২ ঞ্জা ২ ৩ ৪ তাই।
৩র ২ ৩র ৪র ৫ ২র ১র ২র ১র
এহিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। এহিয়োহোই। এহি যোহো
২ ৩ ই। এ ২ ৩ ৪ হো ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এষাং' (বিবেকরূপিনাং মরুদ্দেবানাং) 'হস্তেষু' (করেষু, আয়ত্তাধীনেষু) অবস্থিতাঃ 'কশাঃ' (তাড়নদণ্ডাঃ) 'যৎ' (কঠোরোপদেশবাক্যং) 'বদান' (বদন্তি, প্রদদতি) 'ইহ' (ইহসংসারে) 'এব' (অপি) 'নি' (নিতরাং) 'শৃণ্বে' (তদ্বাক্যং শৃণোমি); বিবেকস্য তদুপদেশঃ 'যামন্' (সংগ্রামে, সংসারসমরাঙ্গণে) 'চিত্রং' (বিবিধং শৌর্য্যং) 'ঋঞ্জতে' (অলঙ্করোতি, জয়যুক্তো ভবতি)। অয়ং ভাবঃ—তে মরুদ্দেবা বিবেকদণ্ডতাড়নেন নিতরাং অস্মান্ সতর্কং কুর্ব্বন্তি। যদি বয়ং তেষাং তাড়নং শৃণুমঃ, তর্হি ইহসংসারে জয়শ্রীং লভেমহি। (২অ—৩খ—৩দ—১সা)।

* * *

অথবা,

'এষাং' (মরুতাং, বিবেকরূপিনাং দেববিভূতীনাং) 'হস্তেষু' (করেষু) স্থিতাঃ 'কশাঃ' (আত্মোদ্বোধনহেতবঃ বাচঃ, শাস্ত্রাণি) 'যৎ বদান' (যৎ বদন্তি, যদুপদেশং দদতি, যদ্বা—বাবদূকান, বাক্সংযমাদিবিরহিতান্ প্রতি 'যৎ' (আত্মোদ্বোধনকারণীভূতং) 'চিত্রং' (বিবিধং) 'নিয়ামং' (নিয়মং, কর্ত্তব্যং) 'ঋঞ্জতে' (প্রকাশয়ন্তি), তৎ (কর্ত্তব্যজাতং) 'ইহৈব' (অস্মিন্নেব সময়ে, যৌবনদশায়ামেব, শক্তৌ সত্যাং বা ইতি ভাবঃ) 'শৃণ্বে' (শৃণোমি, শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ)। অহং নিতরামসংযমী, দেববিভূতয়ঃ আত্মোদ্বোধনায় যং কর্ত্তব্যনিবহং প্রকাশয়ন্তি, তৎ শক্তদশায়ামেব পালয়িতব্যং, অন্যথা স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়, কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নোমি—ইতি ভাবঃ।—(২অ—৩খ—৩দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের হস্তে (আয়ত্তাধীনে) অবস্থিত বিবেক-রূপ তাড়ন-দণ্ড যে কঠোর উপদেশ-বাক্য প্রদান করে, ইহসংসারেও সে বাক্য শুনিতে পাই। বিবেকের সেই উপদেশ, সংসার-সমরাঙ্গণে বিবিধ শৌর্য্যকে বিভূষিত (জয়যুক্ত) করে। (ভাব এই যে,—'সেই মরুদ্দেবগণ বিবেক-রূপ দণ্ডের তাড়না দ্বারা নিয়ত আমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন। যদি আমরা তাঁহার তাড়না শ্রবণ করি, তাহা হইলে ইহ-সংসারেই জয়শ্রী লাভ করিতে পারি।') (২অ—৩খ—৩দ—১সা)।

* * *

অথবা,

বিবেকরূপী দেববিভূতিসকলের হস্তস্থিত কশা অর্থাৎ আত্মার উদ্বোধনহেতুক বাক্যসমূহ অথবা শাস্ত্রবাক্যসমূহ যে শিক্ষা প্রদান করে, অথবা বাবদূক অর্থাৎ বাক্সংযমাদিবিরহিত লোকের প্রতি যে আত্মার উদ্বোধনের হেতুভূত বিবিধ নিয়ম (কর্ত্তব্যসমূহ) প্রকাশ করে; তাহা

এই সময়েই (যৌবনদশাতেই অর্থাৎ শক্তি থাকিতে থাকিতে) আমি যেন শুনি অর্থাৎ আমার শুনা উচিত। (ভাব এই যে,—'আমি অত্যন্ত অসংযমী; দেববিভূতিসকল আত্মার উদ্বোধনের জন্য যে সকল কর্ত্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শক্তি থাকিতে থাকিতেই পালন করা উচিত। নতুবা শেষকালে নিজের গাত্রও ভার হইয়া পড়িবে তখন আর কিছুই করিতে সমর্থ হইব না।)। (২অ—২খ—৩দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়খণ্ডে সেয়ং প্রথমা। কণ্বোঘৌরঋষিঃ। 'এষাং মরুতাং 'হস্তেষু' স্থিতাঃ 'কশাঃ' স্ব-স্ব-বাহনতাড়নহেতবঃ 'যদ্ বদান্' যদ বদন্তি ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি, তৎধ্বনিং 'ইহেব অত্রৈব স্থিত্বা 'শৃণ্বে' শৃণোমি। স ধ্বনিবিশেষঃ 'যামং' সংগ্রামে চিত্রং বিবিং শৌর্য্যং 'নৃঞ্জতে' নিতরামলঙ্করোতি ('ঋঞ্জতিঃ প্রসাধন-কর্ম্মা (৬।৪ ২।৪) ইতি যাস্কঃ)। (২অ—৩খ—৩দ—১সা)।

* * *

প্রথম (১৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

(প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা উপলক্ষে)।

প্রথমে এই সামের প্রচলিত অর্থের একটু আভাস দিতেছি। তাহা হইলে, কি শব্দে কি ভাব গ্রহণে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রচলিত অর্থসমূহের মর্ম্ম এই,—

'মরুদ্দেবগণের হস্তে বাহন-তাড়নের জন্য কশা (চাবুক) আছে; সেই কশার শব্দ (বাহন-তাড়নে যে শপাশপ্ শব্দ হয়) আমি এখানেও (যজ্ঞক্ষেত্রেও) শুনিতে পাই; আর সেই যে কশার শব্দ তাহা বীরত্বকে অলঙ্কৃত করে।' *

---

* কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি জর্ম্মাণ, যিনিই এই মন্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার দুই প্রকারে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এক অনুবাদ; "I hear their whips, almost close by, when they crack them in their hands; they gain splendour on their way." অন্য অনুবাদ, "Here close by, I hear what the whips in their hands say; they drive forth the beautiful (chariot) on the road." প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও দেখুন,—"এই মরুদ্গণের হস্তস্থিত কশা-সমূহ যে ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি এই স্থানে থাকিয়াই আমি শুনি। সেই ধ্বনি সংগ্রামে বীরত্বকে অলঙ্কৃত করে।". সায়ণের ব্যাখ্যা, তাঁহার ভাষ্যে ও অন্যত্র বঙ্গানুবাদে দেখুন।

এই যে সকল ব্যাখ্যা, ইহা হইতে কি ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়—সুধীগণ তাহা বুঝিয়া দেখুন। আমাদের যাহা বক্তব্য, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রস্ফুট দেখিবেন। তথাপি প্রসঙ্গতঃ কিছু বলিতেছি।

মন্ত্রে প্রথম লক্ষ্য করুন—"যৎ বদান"—যাহা বলে। কশার সপাসপ্ শব্দ—কিছু বলে কি? সহসা বোধগম্য হয় না। সেই বলা—সেই সপাসপ্ শব্দ—সংগ্রামে যে কি শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহাও বুঝিতে পারি না। পক্ষান্তরে ঐ কশাকে যদি বিবেকের শাসন-দণ্ড বলিয়া মনে করি, তাহাতে সঙ্গত ও সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেকের শাসনদণ্ড অস্ফুটস্বরে আমাদিগকে নিরন্তর কত কথাই কহিতেছে না কি? এ পক্ষে "ইহ এব" পদদ্বয়ে সার্থকতা কত সুন্দর অনুভূত হয়—বুঝিয়া দেখুন দেখি! এই সংসারে—এই পাপসঙ্কুল বিষম ক্ষেত্রে—এখানেও আমরা বিবেক-বাণী শুনিতে পাইতেছি! এ ভাব বিস্ময়জ্ঞাপক! অশরীরী দেবতার সম্বন্ধ দেবলোকে অশরীরী দেবতাতেই সম্ভবপর। কিন্তু এমনই তাঁহাদের করুণা যে, এ সংসারেও তাঁহাদের বাণী আমরা শুনিতে পাই! সে বাণী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়! কশার শব্দ শুনি বা না শুনি তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সে পক্ষে 'ইহ এব শৃণ্বে' বাক্যের কোনও সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু বিবেকবাণী—দেবতাদিগের নির্দ্দেশ—এখানে, এই নরলোকে থাকিয়াও, আমরা যে শুনিতে পাই, সে তাঁহাদের পরম অনুগ্রহ, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য! 'ইহ এব শৃণ্বে" বাক্যাংশ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর "হস্তেষু কশাঃ" পদদ্বয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। "কশাঃ" বহুবচনান্ত পদ। গণক:র্ম্মের প্রলোভনে চিত্তস্রোত, অনন্তপথে অনন্তভাবে প্রধাবিত হয়। সুতরাং বিবেকের কশাঘাত-সমূহও নানাভাবে নানারূপে আমাদিগের উপর কার্য্য করে। তাই একবার একটী কশাঘাত করিয়া দেবতারা নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা নিত্য নিত্য নূতন নূতন কশাঘাতের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগকে সুপথে আনয়নের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা মনে করি, সেই জন্যই এখানে 'কশাঃ' বহুবচনান্ত। "হস্তেষু" পদে, সে কশা তাঁহাদেরই মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ আছে সে বিবেক-বাণী একমাত্র দেবগণ হইতেই আগমন করে—এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। মানুষের নিকট পাইবে না, অন্য কাহারও নিকট শুনিবে না, দেবতার নিকট হইতেই সে বাণী অস্ফুট-ভাবে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে,—ইহাই "হস্তেষু কশাঃ" বাক্যের তাৎপর্য্য।

উপসংহারে মন্ত্রের উপসংহার অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হইয়াছে—"যামন চিত্রং ঋঞ্জতে।" ভাব এই যে,—সংগ্রামে শৌর্য্য অলঙ্কৃত হয়। চাবুকের সপাসপ্ শব্দ কদাচ সংগ্রামে শৌর্য্যকে অলঙ্কৃত বা মানুষকে জয়যুক্ত করে না। বিচার করিয়া দেখুন দেখি—"কশাঃ যৎ বদান" বাক্যের অর্থে যদি "বিবেক-বাণী যাহা বলে"—এই ভাব গ্রহণ করি, তাহাতে এখানে কি সুন্দর অর্থসঙ্গতি হয়! অর্থ হয়,—'যদি বিবেকের বাণী শ্রবণ করি, বিবেক-বাণীর অনুসরণে যদি সংসার-সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হই, বিজয়-শ্রী অবশ্যই অধিগত হয়। ইহাই সত্য নহে কি? বিবেকের অনুসরণেই মানুষ জয়যুক্ত হয় না কি? আমরা মনে করি,

এই নিত্য-সত্য বিবেক তত্ত্বই এখানে এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত আছে। মানুষ! তুমি ভগবানের নিকট হইতে আগত বিবেক-বাণী স্মরণ কর; তদনুসরণে কর্ম্মপর হও; তাহাতে, সংসার-সমরে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্ম। (২অ-৩প ভদ-১স।)।

… … …

(দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা উপলক্ষে)।

এই সাম-মন্ত্রে - ভগবানের বাণী—শাস্ত্রবাণী শুনিবার মানিবার ও পালন করিবার কথা উপদিষ্ট হইতেছে। নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার সদুপদেশক বেদমন্ত্র বলিতেছেন,—'হে মানবগণ! হে মায়াবদ্ধ জীব! তোমাদের কর্ত্তব্য অপার অনন্ত অসীম। দিন থাকিতে—শক্তি থাকিতে জাগ্রৎ হও, মায়ানিদ্রায় আর অচৈতন্য থাকিও না। উঠ, এই আদেশবাণী গ্রহণ কর। যদি নিজকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাও, মায়া কাটাইতে অভিলাষ কর; তাহা হইলে ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা কর, শাস্ত্রের শাসন-নিয়ম পালন কর।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—প্রাতঃকালে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নির্ভর করিয়া উঠিবে; বলিবে - 'প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ যৎকরোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্।' প্রাতঃকাল হইতে কার্য্য করিতে গিয়া, ভগবন্, তোমাকে যেন ভুলি না; মন যেন তোমাতেই থাকে; এবং যাহা করি, তোমারই কাজ তোমারই পূজা বলিয়া যেন মনে করিতে পারি। তবে, পরের হিংসা দ্বেষ-নিন্দা অপকার চৌর্য্য - এই সব কার্য্য করিয়া, ভগবন্ তোমারই কার্য্য—তোমারই পূজা করিলাম, ইহা যেন মনে না করি। ভগবানে নির্ভরতা আসিলে এ সকল অসদ্বৃত্তি আসিতে পারে না,- এ সকল অসদ্বৃত্তির প্রয়োজন হয় না। তখন ভগবানই আহার্য্য-সংগ্রহ করিয়া দেন, চুরি করার আর আবশ্যক হয় না।

সন্ধ্যা পূজা (শিবদুর্গা-নারায়ণ প্রভৃতির আরাধনা) জপ তপঃ—এ সকলই ভগবানের উপাসনা—ভগবানের কাজ। আবার পরের উপকার করা বিপদ হইতে পরিত্রাণ করা রোগীর শুশ্রূষা করা,—এ সকলও ভগবানের পূজা—ভগবানের কাজ। এ সকল কাজেও চিত্তশুদ্ধি জন্মে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, জ্ঞানোদয় হয় অজ্ঞানতা দূরে যায় ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই এ মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন,—'হে সংযমবিরহিত মানব! ভগবানের—শাস্ত্রের শাসন পালন কর। আত্মার উদ্বোধন হইবে। সময় ছাড়িও না। বৃদ্ধকালে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিও না। এখনও সময় আছে—শক্তি আছে; এখন হইতে সেই সকল আদেশ পালন কর।' আমরা এই মন্ত্রে এই ভাবই গ্রহণ করি।

কিন্তু এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তদনুসারে অর্থ হয়,—'মরুদ্গণের হস্তে স্থিত নিজ নিজ বাহনের তাড়ন-হেতু কশা (লাগাম-রজ্জু) যে ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি এখানে থাকিয়াই শুনিতেছি। সেই ধ্বনিবিশেষ সংগ্রামে বিবিধ শৌর্য্যকে অত্যন্ত অলঙ্কৃত করে।' এই অর্থে বেদমন্ত্রের কোনও সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় কি? যাহা হউক, আমরা যে দিক দিয়া এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি। ভাষ্যকার "যৎবদান্" এই অংশের 'যদ্বদন্তি ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি' অর্থ করিয়া 'তৎ ধ্বনিং' এই দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। 'ইহৈব' পদের অর্থ

'অত্রৈব' লিখিয়া 'স্থিত্বা' আর একটী পদও অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শেষে "যামং" পদের "সংগ্রামে" অর্থ লিখিয়া "চিত্রং" পদের "বিবিধং শৌর্য্যং" অর্থ গ্রহণে উক্ত মন্ত্রার্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। আমরা 'যদ্বদান্' পদকে 'যদ্' ও 'বদান্' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। এক ভাবে 'যৎ' পদে 'যে শিক্ষা' বা 'যে উপদেশ' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য ভাবে 'যৎ' পদকে 'নিয়াম' পদের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'বদান' পদেও ঐরূপ দুই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এক ভাবে "বলেন" অর্থই অব্যাহত রাখিয়াছি; অন্যভাবে 'বদ'-ধাতুর উত্তর 'অন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'বদান্' পদের 'বাবদূক' অর্থাৎ 'বাক্সংযমবিরহিত জন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যে বেশী বলে, তাহাকে সত্য-মিথ্যা সকলই বলিতে হয়। মিথ্যা বলিলেই বাক্সংযমচ্যুতি হইল। মন্ত্রে বাক্সংযমরহিত ব্যক্তি প্রতীত হইলেও, অন্য সংযম-বিরহী ব্যক্তিও যে লক্ষ্য, ইহা তাৎপর্য্যতঃ বুঝিতে পারা যায়। তারপর, 'চিত্র' শব্দের যে সাধারণ অর্থ 'বিবিধ', তাহাই গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'নি' পদের 'অঙ্ক্তে' পদের সহিত অন্বয় করিয়া 'ন্যঙ্ক্তে' অর্থাৎ 'নিতরাং অলংকরোতি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা সমীপস্থ 'যাম' শব্দের সহিত 'নি' শব্দের অন্বয় স্বীকার করিয়া, 'নিয়ামং' অর্থাৎ 'নিয়ম' এই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছি। 'নিয়ম এব' অর্থাৎ নিয়মই—এই অর্থে তদ্ধিত 'ষ্ণ' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন 'নিয়াম' শব্দে নিয়মকেই বুঝাইতে পারে। নিয়ম অর্থাৎ শাসন—কর্ত্তব্য এ সকল একপর্য্যায়ভুক্ত। ভাষ্যকার 'ইহৈব' পদের 'অত্রৈব' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক যেখানে সেই ব্যক্তি ছিলেন সেখানে, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা না বলিলেও পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ পদের একটু নিগূঢ় ভাব আছে মনে করিয়া 'ইহৈব' পদে 'অস্মিন এব সময়ে—যৌবনদশায়াং শক্তৌ সত্যাং' এইটা অর্থ তাৎপর্য্যতঃ গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। তাৎপর্য্য, যৌবনমদে মত্ত থাকিও না, শরীরে সামর্থ্য আছে, এখন কাহাকেও গ্রাহ্য কর না! কিন্তু এমন দিন আসিবে, তখন—'খাটিবে না তোর এ জোর জারি অচল হবে দেহ-ভার' এই ভাব আসে। এখন কোন্ ভাব কোন্ অর্থ সঙ্গত, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন। • (২অ—৩খ—৬দ—১সা)॥

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান সম্বন্ধে উক্ত আছে—'ত্রৈষম্'।

২। এই মন্ত্রের ব্যাকরণ-ঘটিত আলোচনা ঋগ্বেদের ভাষ্যে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। মন্ত্রের 'যৎ' পদে কেহ কেহ 'যদা' অর্থ গ্রহণ করেন। 'বদান ইতি লেটীরূপং' এই মতও প্রচলিত আছে। 'শৃণ্বে' পদে 'শ্রূয়তে' অর্থ বিবরণ-কার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—যামং' পদের ব্যুৎপত্তি; যথা,—'যান্তি যেন স যামো রথঃ, তং।' তিনি 'নি অঙ্ক্তে' পদের অর্থে লিখিয়াছেন—'নিয়মেন গময়তি।'

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইম উ ত্বা বি চক্ষতে সখায় ইন্দ্র সোমিনঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পুষ্টাবন্তো যথা পশুং॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪৩ ৪র ৩৪৫ র ২ ৪ ৫ ১ র ২
১। ইম উত্বা বিচক্ষতে। এ৩। সখায়াঃ ইন্দ্র সোমা ২ ৩ ইনাঃ।
১ ২ ১র ২ ১ ২
হোই হোবা। পুষ্টাবা ২ ৩ ন্তাঃ। হোই হোবা ৩।
২ ১ ৫ ৪ ৫
যথো ২ ৩ ৪ বা। পা ৫ শো ৬ হাই॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুষ্টাবন্তঃ' (সংযোজিতপাশাঃ ব্যাধা ইতি যাবৎ) 'পশুং' (আহরণীয়ং মৃগাদিকং ইতি ভাবঃ) 'যথা বিচক্ষতে' (যথা আয়ত্তং অভিমন্যন্তে), 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'ইমে' (সংসারিণঃ, বয়মিতিভাবঃ) 'সোমিনঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ) অতএব 'সখায়ঃ' (তব সাহায্যলাভে যোগ্যাঃ) সন্তঃ 'ত্বা' (ত্বাং) তথা বিচক্ষতে—আয়ত্তং মন্যন্তে (মন্যামহে বা)। অয়ং ভাবঃ—'পাশেন মৃগমিব শুদ্ধসত্ত্বভাবেন ভগবন্তমায়ত্তীকর্ত্তুং শক্নুবন্তি মানবাঃ। (১অ-৩খ-৩দ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সংযোজিতপাশ ব্যাধ, তাহার আহরণীয় মৃগ প্রভৃতিকে যেমন আয়ত্ত মনে করে, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, এই সংসারী-মানবগণ (আমরা) শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন, অতএব তোমার সাহায্যলাভে যোগ্য হইয়া, তোমাকে

৩। বিবরণ-কার মন্ত্রটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা,—'যদা এবাং হস্তেষু কশাঃ বদন্তি, যদা চ এবাং চিত্রং রথং সারথয়ো নিয়মেন গময়ন্তি, তদা চ শব্দঃ ইহৈব ন্বিষা শ্রূয়তে।' বলা বাহুল্য, এই অর্থও সেই একই ভাব প্রকাশ করে।

৪। ইংরাজী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষায় এই মন্ত্রের যে অর্থ গৃহীত হয়, ব্যাখ্যার মধ্যেই তাহা নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

সেইরূপ আয়ত্ত মনে করে (করি)। (ভাব এই যে,—পাশের দ্বারা মৃগের মত ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা মানবগণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।)। (২অ—৩খ—৩দ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। ত্রয়োস্ত্রিংশোক ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র' 'ত্বা' ত্বাং 'সোমিনঃ' অভিষুত-সোমাঃ 'সখায়ঃ ইমে উ' ত্বৎসখীয়া জনাঃ 'পুষ্টাবন্তঃ' সম্ভৃত পাশাঃ 'যথা পশুং' পশুমিব 'বিচক্ষতে' বি পশ্যন্তি॥ (২অ—৩খ—৩দ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান পরমৈশ্বর্য্যশালী হউন, আর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই হউন, তিনি যেরূপই হউন;—আমরা যদি সত্ত্বভাবান্বিত ভক্তিজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিব, তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব।

এই ভাবটীই যেন এই সাম-মন্ত্রে দ্যোতনা করিতেছে। বাস্তবিক একটু অনুধাবন করিলে, ভাবুকের মত একটু ভাবিতে পারিলে, মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধ হইবে। শুদ্ধ-সত্ত্বভাবই বলুন, ভক্তিই বলুন, আর জ্ঞানই বলুন—সকলই যে এক! সকলই যে ভগবানের প্রিয়বস্তু! সত্ত্বভাবের আধার, ভক্তির দেবতা, জ্ঞানের শিরোমণি সেই ভগবান্—যেখানে এই সকল, সেখানেই যে বাস করেন! যদি সেই করুণাময়ের করুণাধারা লাভ করিতে চাও, যদি তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে তোমার কামনা থাকে, যদি তাঁহার সালোক্য লাভে বাসনা থাকে, যদি তাঁহার সাযুজ্য লাভে উৎকণ্ঠিত হও; তাহা হইলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য (শাস্ত্রানুমোদিত) কর্ম্ম কর; কর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বভাব ভক্তি বা জ্ঞান সঞ্চিত কর; তোমার যাহা অভীষ্ট, তোমার যাহা বাসনা, ভগবৎ-করুণাই বল, আর সামীপ্য-সাযুজ্য-সালোক্যই বল, কিম্বা ভগবানকে আয়ত্ত করাই বল, সকলই লাভ করিতে পারিবে। এই সাম-মন্ত্র আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

কিন্তু ভাষ্যানুসরণে এই মন্ত্রের যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহা এই; 'হে ইন্দ্র! তোমাকে, সোম অভিষব করিয়া আমার সুহৃদ্গণ ইঁহারা, সংযোজিত-পাশ ব্যাধগণ পশুকে (তাহাদের বধ্যকে) যেমন দেখে সেইরূপ দেখেন; অর্থাৎ পশুকে ব্যাধ যেরূপ মনে করে, আপনাকে সেইরূপ মনে করেন।'

এই অর্থে নানা ভাব-দ্যোতনা হয়। যাঁহারা সাধারণ দিক্ দিয়া দেখেন, তাঁহারা মনে করেন,—'ইন্দ্র আমাদের এই বর্দ্ধমানের রাজার মত একজন রাজা। স্বর্গরূপ স্থান-বিশেষ তাঁহার রাজ্য। তিনি অত্যন্ত সোম ভালবাসেন। যে কোন প্রকারে এই সোম তাঁহাকে দিতে পারিলেই তিনি আয়ত্ত হইবেন;—তাঁহার দ্বারা আমাদের কার্য্য উদ্ধার

করিয়া লওয়া যাইবে।' আর একটু উচ্চস্তরের লোক (যাজ্ঞিক) বিবেচনা করেন,—'ইন্দ্রদেব বড় সোম পান করেন। এই যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরস দিলেই তিনি তাহা পাইবেন এবং প্রীত হইয়া আমরা যাহা চাহিব তাহাই দিবেন।' আবার কেহ কেহ, সোমরসকে মাদক দ্রব্য বলিয়া ইন্দ্রকে মাতাল বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। বেদ স্বচ্ছ আদর্শ (আয়না) তুল্য। তাহাতে যেরূপ ভাব পড়িবে, তাহাই প্রতিফলিত হইবে। যিনি যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে দৃষ্টিতে (বেদমন্ত্র) দেখিবেন, সেই দৃষ্টিতে—সেই ভাবেই স্বরূপ বিকাশ পাইবে। ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

আমরা 'সোম' শব্দে শুদ্ধসত্ত্বভাব—জ্ঞান ভক্তি এই সকল অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহার কারণ পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। 'সোম'-শব্দে শুদ্ধসত্ত্বভাব (জ্ঞান, ভক্তি, সৎকর্ম্ম প্রভৃতি) অর্থ গ্রহণ না করিলে, মন্ত্রার্থের কোথাও সঙ্গতি থাকে না। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে সোমরস অর্থ ধরিয়া লইয়া, সোমরস যজ্ঞকর্ম্মে প্রয়োজন হইত—এই হেতু-বাদে, 'সোমিনঃ' পদে সোমরস-দানকারী বা যাজ্ঞিক অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, 'সোম'-শব্দে সোমরস মাদক দ্রব্য অর্থ কখনই যথাপ্রযুক্ত নহে। ঐ অর্থে, কোন্ কালের কোন্ ব্যাপারের সহিত সংস্রব-সূচনা করিতে গিয়া, "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র। এ মন্ত্রস্থ অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জটিলতা নাই! আমরা অন্যান্য পদ সম্বন্ধে প্রায় ভাষ্য পথই অনুসরণ করিয়াছি। * (২অ—৩খ-৩দ ২সা)।

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ-সূক্তের ষোড়শ ঋকের (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়-গানের ঋষির বিষয় লিখিত আছে—'পৌষম্।'

২। মন্ত্রের 'পুষ্টাবন্তঃ' পদ সম্বন্ধে লিখিত আছে, -'মত্তৌ দীর্ঘঃ।' পোষণং পুষ্টং তদ্বন্তঃ পুষ্টাবন্তঃ পোষণবন্ত ইত্যর্থঃ।'

৩। বিবরণ-কার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"এতদুক্তং ভবতি - ঘাসহারিণো যাসেন গৃহীতেন পশোস্তর্পণায় পরময়া প্রীত্যা যুক্তাস্তমেব পশুং পশ্যন্তি, তদ্বদস্মদীয়া ঋত্বিজঃ সোমবন্তঃ তেনৈব সোমেন গৃহীতেন তর্পণার্থং ত্বাং পশ্যন্তীত্যর্থঃ।"

৪। এই সাম-মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"হে ইন্দ্র! সোমরস লিয়েহুএ নিঃসন্দেহ যহ হমারে পুরুষ পাশধারী জৈসে পশুকী ওরকো দেখা করতে হৈঁ তৈসে হী একাগ্রচিত্ত হোকর তুমহে বিশেষরূপসে দেখরহে হৈঁ।"

"হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করিয়া পশুকে দেখে, সেইরূপ আমার এই সখাসকল সোমাভিষব করতঃ তোমায় দেখিতেছে।"

তৃতীয়ং সাম।

১২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
৩ ১ ২৩ ১২
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ ৩॥

* * *

গেয়-গানং।

১ — র ১র র — —
১। সমস্যামা ২। ন্যাবেবিশাঃ। বিশ্বানামা ২। তা কৃষ্টয়াঃ। সমুদ্রায়ে ২।
১ ২ ১
বসিন্ধ ২ ৩ বা ৩৪ ঃ। ও ২৩৪৫ ই। ডা ৩।

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধবঃ' (প্রবহমানা নদ্যঃ) 'সমুদ্রায়' (বারিনিধয়, তেন সহ মিলনায় ইতি ভাবঃ) 'ইব:' (যথা) 'সংনমন্ত' (নতা ভবন্তি, স্বংস্বমাত্মানং সমুদ্রমুদ্দিশ্য প্রেরয়ন্তীতি ভাবঃ) তথা 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধকাঃ) 'বিশ্বাঃ' (জনাঃ সর্ব্বে) 'বিশঃ' (ব্যাপকস্য) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'মন্যবে' (যজ্ঞায়, অর্চ্চনায়, তেন সহ মিলনায় ইতি ভাবঃ) সংনমন্ত— প্রণতা ভবন্তি; স্বংস্বমাত্মানং তমুদ্দিশ্য প্রেরয়ন্তীতি শেষঃ। অত্রায়ং ভাবঃ,- 'বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্ব এব আত্মোৎকর্ষায় ভগবন্তমুদ্দিশ্য প্রণতা ভবন্তি, অতএব হে আত্মন্। ত্বমপি বিশ্বান্তর্গতত্বাৎ তাদৃশো ভব।' (২অ -৩খ—৩দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রবহমান নদীসকল, সমুদ্রের জন্য অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিলনের জন্য প্রণত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে নিজকে প্রেরণ করিতেছে; সেইরূপ, আত্মোৎকর্ষসাধক বিশ্বাসী জনগণ, ব্যাপক সেই ভগবানের অর্চ্চনা করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রণত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে আত্ম-প্রেরণ করিতেছে। (ভাব এই যে,—'বিশ্ববাসী-সকলেই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হইতেছে; অতএব হে মন। তুমিও সেই বিশ্বের অন্তর্গত হইয়া তাঁহার প্রতি উদ্রেগ প্রণত হও।')। (২অ—৩খ—৩দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। বৎহঃ কাণ্বঋষিঃ। 'বিশঃ' নিবিশমানাঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'কৃষ্টয়ঃ' প্রজাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'মন্যবে' ক্রোধায় (যথা মন্যুর্ন্নসম্পাদনং স্তোত্রং তথৈবং) সং

সমস্ত সম্যক্ স্বত এব নমন্তি প্রহ্বোভবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'সমুদ্রায় ইব' যথা সমুদ্রং অভি প্রতি 'সিন্ধবঃ' স্পন্দনশীলা নদ্যঃ স্বয়মেব নমন্তি তদ্বৎ ॥ (২অ—৩থ—৩দ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১৩৭) সামের মর্ম্মার্থ ।

এই সামমন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রকাশ ও নিজের (আত্মার) উদ্বোধন-ভাব প্রতীত হয়। ভগবান কিরূপ ? না তিনি 'বিশ্বঃ'—বিভু বিশ্বব্যাপক অনন্ত অসীম, সমুদ্রের মত—'সমুদ্রায় সিন্ধবঃ'। সমুদ্র যেমন, এ বিশ্বসংসারের যত নদ-নদী আছে—সকলকেই, আপনাতে মিশাইতে—আপনার ধনে ধনী করিতে—আপনার নিজের লোক করিতে তরঙ্গনিকরকর প্রসারিত করিয়া, কুলুকুলুধ্বনিতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন,—'হে নদনদীনিবহ। আমি এই ভূমণ্ডলের চারিদিকেই আছি। তোমরা যে যেখানে আছ, তথা হইতে যদি আমাকে পাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আগে প্রণত হও, তার পর দিনরাত বিরাম দিও না, আমাকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার পানে ছুটিতে থাক; সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়াও, জগতের যত কিছু আবর্জ্জনা আছে—সে সকল লইয়াও, তোমরা আমাকে পাইতে পারিবে।' এইরূপ ভগবানও সকল দিকে সকল স্থানে আছেন;—বলিতেছেন,—"হে বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যদি আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, যদি আমাতে আত্মসমর্পণ করিতে চাও, তাহা হইলে নত হও, সহৃদয়সম্পন্ন হও, আমার দিকে লক্ষ্য কর; সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া আমার পানে ছুটিয়া এস। দেখিবে—সংসারের যত কিছু মায়া-মমতা, যত সব কামনা-প্রলোভন, কেহই তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না, কেহই তোমাকে আর ঠকাইতে পারিবে না, তুমি তোমার লক্ষ্যকে (আমাকে] পাইবেই পাইবে।' তাই উক্ত হয়,—"ক ঈপ্সিতার্থে স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ"। মনীষিগণ বলিয়াছেন,—'অভীষ্ট কার্য্যে দৃঢ়সঙ্কল্প, স্থির প্রতিজ্ঞা, অটল মন, আর নিম্নাভিমুখী জল—ইহাদের গতিরোধ করিতে কে সমর্থ হয়? কেহই না।' তাই বলি—'মন! দৃঢ় অচল অটল সঙ্কল্প কর। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হও। ভগবানকে লক্ষ্য কর। তাঁহার অর্চ্চনায় রত হও। দেখিবে তোমার সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ভগবান্ নিকটে আসিবেন,—তোমাকে ভব-পার করিবেন, আপনার লোক করিবেন, সকল দুঃখতাপজ্বালা ঘুচিয়া যাইবে।'

এই সামমন্ত্রে উক্ত ভাবটীই ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন ভাষ্যকারের মতে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। সে অর্থটী এই,—'নিবেশকারী সকল প্রজা ইন্দ্রের ক্রোধের জন্য অথবা মননসাধনভূত স্তবের জন্য স্বতঃই নত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা; যেমন সমুদ্রের প্রতি স্পন্দনশীল নদীসকল নিজেই নত হয়, সেইরূপ।'

আমাদের পরিগৃহীত অর্থ পরিগ্রহণ-বিষয়ে মন্ত্রস্থ পদগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ আবশ্যক 'কৃষ' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' (ক্তি) প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'কৃষ্টি' শব্দে সাধারণতঃ 'কর্ষণ' বুঝায়; কিন্তু কর্তৃবাচ্যে ক্তিক্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে, ঐ পদে কর্ষণকেও বুঝাইতে পারে। জমির

উৎকর্ষ-সাধনই কৃষকের কর্ষণের ফল। আত্মারূপ জমিতে কর্ষণ নাই; উৎকর্ষ সম্পাদন কিরূপে হইবে? সত্য; কিন্তু আবার কর্ষণ ছাড়াও তো অন্য প্রকারে জমির উৎকর্ষ-সাধন হইতে পারে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সেই জন্য 'কৃষ্টি শব্দে এস্থলে "আত্মোৎকর্ষসাধনকারী" পর্য্যন্ত অর্থ গৃহীত হইতে পারে। ভাষ্যকার কিন্তু 'কৃষ্টি' শব্দে 'প্রজা, (কৃষক) অর্থ লইয়াছেন। দ্বিতীয় পদ -'মন্যবে'। ভাষ্যকার 'মন্যবে' - পদে 'ক্রোধায় যদ্বা মনন-সাধনস্তোত্রং তদর্থং (ক্রোধের জন্য) অথবা মননসাধনভূত স্তবের জন্য) অর্থ লিখিয়াছেন। আমরা বলিতে চাই,—'মন্যবে' পদে 'অর্চ্চনার জন্য' অর্থ বুঝায়। 'মন্যু' শব্দে যজ্ঞ। যজ্ঞ বলিতে পূজা-অর্চ্চনা দান সকলই ধরা যায়। কারণ, দেবার্চ্চনার্থ ও দানার্থক যজ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন যজ্ঞ শব্দে দুই অর্থ ই প্রতীত হয়। ভাষ্যকার 'বিশঃ' পদের অর্থ 'নিবিশমানাঃ' অর্থাৎ নিবেশকারিণী-সমূহ লিখিয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ কৃষ্টি শব্দের বিশেষণরূপে কল্পনা করিয়া 'বিশঃ' পদও স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেইজন্য ঐরূপ প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন। আমরা 'অন্য' ভগবানের বিশেষণ বলিয়া 'বিশঃ' পদে 'ব্যাপকস্য, (ব্যাপক) অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি। বৃষ্টির (প্রজার) বিশেষণে কি সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ফলে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইল নদীসকল যেমন সমুদ্রকে পাইবার আশায় তাহাকে পূজা করিবার আকাঙ্ক্ষায় নত হইয়া তাহার অভিমুখে ছুটিতেছে, সেইরূপ আমারাও যেন ভগবানকে পাইবার জন্য—ভগবানকে পূজা করিবার জন্য - নত হই, স্তুতি করি।' আমরা এই অর্থ ই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। (২অ—৩খ ২দ—৩সা) ॥

তৃতীয় সাম মন্ত্রের টিপ্পনী

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের চতুর্থ ঋকের (পঞ্চম অষ্টক অষ্টম অধ্যায় নবম বর্গের) অন্তর্গত। ইহার গেয়গান বিষয়ে লিখিত আছে,— 'মরুতাং সংবেশীয়ং সিন্ধুষাম বা।"

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিশঃ' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের মত এই—

'যদ্যপি বিশ ইতি মনুষ্য-নাম (নি০) তথাপি কৃষ্টয় ইত্যনেন পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ ক্রিয়া-নিমিত্তং দ্রষ্টব্যং। বিষলৃ ব্যাপ্তৌ (ধা০ উ০) ইত্যস্যেদং রূপং, স্তুতিভির্ব্বিবির্ভিশ্চ ব্যাপ্তারঃ ইতি।'

৩। এই মন্ত্রের হিন্দী ভাষায় প্রচলিত একটী অর্থ এবং একটী বঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উল্লিখিত হইল। যথা,—

"বৈঠতী হুই সব প্রজাএঁ ইস ইন্দ্রকে ক্রোধকে নিমিত্ত বা মননকে সাধন স্তোত্রকে নিমিত্ত জৈসে সমুদ্রকী ওরকো বহনেবালী নদিয়ে স্বয়ং হী ঝুকতী চলীয়াতি হৈঁ তৈসে হী ভলেপ্রকার সে আপ হী নমতী চলীজাতী হৈঁ।"

"সিন্ধুগণ যেরূপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, সমস্ত মানব প্রজাগণ, ইঁহার ক্রোধের ভয়ে

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩১র ২র ৩ ১
দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ং।
১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে ॥ ৪ ॥

.

গেয়-গানং।

৫র র র ৩২A ৩ ৫ ১২A ৩ ৩ ৩
১। দেবা। নাম্। দদা ও ২ ৩ ৪ বা। ও বা ও ২ ৩ ৪ বা। মা ২
৫ ২১র ২A ৩ ৫ ৩
৩ ৪ হাৎ তদাবৃণাই। মাহা ও ২ ৩ ৪ বা। বা ২ ৩ ৪
৫ ২১র ২A ৫ ৩ ৫
য়াম্। বৃষ্ণামস্মা। ভ্যামা ও ২ ৩ ৪ বা। তা ২ ৩৪ য়ে ॥ ৪॥

.

৫র রর র র ২১র ২ ১২A ৩
২। হাউ দেবানামিদবো মহত্তাউ। তদাবৃণা ৩ ই। মাহেবা ২ ৩ ৪
৫ — ২ ১২ ২ ১
য়াম্। ঐ ৩ হো ১ আ ২ ৩ ইহে। বৃষ্ণামা ৩ স্মা। ভ্যমু
১ A ৩ ৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১১
২ ৩। তা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হবিষ্মতে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪॥

.

৫র র র র র ৪ ৫ ২ ১র ২
৩। দেবানামিদবো হাউ মাহাৎ। তদাবৃণাই। মহা ইবা ২ ৩ য়াম্।
১ — ২ ১ ১ A ৩
বৃষ্ণা ২ ৩ হো ১ ই। আ ২ ৩ স্মা। ভ্যমু ২ ৩। তা ২ য়া ২
৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ ঔহোবা। হবিষ্কৃতে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

.

৫র র র র ৪ ৫ ১ র ২ র ১ ২
৪। দেবানামিদবো মাহাৎ। তাদাবৃণো। মহাইবা ২ ৩ য়াম্।
১র ২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
বৃষ্ণামা ২ ৩ স্মা ৩। ভ্যমু ২ ৩ ৪ বা। তা ২ য়ো ২ হাই ॥ ৪ ॥

.

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্মভ্যং' (অস্মাকং সংসারিণামিতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, মুক্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণাং' (অভীষ্টবর্ষণশীলানাং, অভীষ্টদাতৃণামিতি যাবৎ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং, ভগবদ্বিভূতীনাং বা) 'মহৎ' (ব্যাপকং, মহনীয়ং পূজনীয়ং বা) 'ইৎ' (প্রাপকং, ইষ্টদায়কং অথবা জ্ঞাতৃ-সর্ব্বজ্ঞমিতি ভাবঃ) 'অবঃ' (রক্ষকং) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং, সাধকৈরনুভূতং দেবত্বং ঐশ্বর্য্যং বা) বয়ং (সংসারিণঃ) 'আ' (সম্যক্) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে ইত্যর্থঃ)। সংসারদুঃখনিবৃত্তয়ে দুঃখবিনাশনং ভগবন্তং বয়ং প্রার্থয়ামহে—ইতি ভাবঃ। (২অ - ৩খ - ৩দ ৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের (সংসারীদিগের) রক্ষার অর্থাৎ মুক্তির জন্য, অভীষ্টবর্ষণশীল অর্থাৎ ইষ্টদাতা দেবভাবসমূহের অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহের ব্যাপক অথবা মহনীয় (পূজনীয়), ইষ্টপ্রাপ্তিকারক অথবা সর্ব্বজ্ঞ এবং রক্ষক, সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্যকে আমরা (সংসারিগণ) সম্যক্‌রূপে প্রার্থনা করি। (ভাব এই যে,—'এই সংসারদুঃখনিবৃত্তির জন্য দুঃখবিনাশন সেই ভগবানকে আমরা প্রার্থনা করি')॥ (২অ—৩খ— দ – ৪সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। কুসীদী কাণ্ব ঋষিঃ। হে দেবাঃ! 'দেবানাং' স্বতেজসা সর্ব্বতো দীপ্যমানাঃ 'ইৎ' এবার্থে যুষ্মাকমেব 'মহৎ' ব্যাপ্তং (মহনীয়ং বা) 'অবঃ' পালনং যদ্ বিদ্যতে 'তৎ' 'বৃষ্ণাং' কামানাং বর্ষিতৃণাং যুষ্মাকং স্বভূতং তদ্রক্ষণং যজমানাঃ 'বয়ং' 'আবৃণীমহে' সমন্তাৎ সম্ভজামহে। কিমর্থং? 'অস্মভ্যং' 'উতয়ে' পূর্ব্বমস্মভ্যমস্মদর্থমিতি সাধারণোনোক্তং তদ্ বিশিনষ্টি উতয় ইতি, অস্মাকং পালনায়েতি। (২অ - ৩খ—৩দ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে দেবগণ! তোমরা স্বতেজের দ্বারা সর্ব্বত্র দীপ্যমান, তোমাদেরই ব্যাপ্ত অথবা মহনীয় যে পালন আছে, তাহা কামনাবর্ষণকারী তোমাদের নিজস্ব (স্বভূত)। সেই রক্ষণকে আমরা যজমান-সকলে সম্যক্ প্রকারে ভজনা করি। কিসের জন্য? আমাদের পালনের জন্য।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও এই ভাষ্যকারের পথই প্রায় অনুসরণ করিয়াছেন।

এইক্ষণ আমরা যে দিক্ দিয়া যেরূপে মর্ম্মার্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু

অনুশীলন করা যাইতেছে। তৎপক্ষে মন্ত্রস্থ পদগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

এই সাম-মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকটিত হইতেছে। "তৎ আ বৃণীমহে বয়ং" এই মন্ত্রাংশে তাহাই অভিব্যক্ত করে। এই মন্ত্রাংশের "তৎ" পদ একটা সন্দেহ-সমস্যা উৎপাদন করিতেছে। ভাষ্যকার এস্থলে 'অবঃ পালনং যদ্বিস্তুতে তৎ'—অর্থাৎ 'পালন যাহা আছে তাহা' এইরূপে 'তৎ' পদে পালন অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতেও সংশয় গেল না। 'পালনটী' যে কি, তাহা বুঝা গেল না। 'তৎ' পদে পালনই বলুন, আর দেবত্ব বা পরমৈশ্বর্য্য বলুন, কিছুই তো আমাদের নাই! থাকিলে আর কি এ সংসারের দুঃখজ্বালামালায় সন্দহ্যমান হইতাম! সেই ঐশ্বর্য্য বা দেবত্ব কিরূপ? না—'মহৎ', 'ইৎ' ও অবঃ। এই তিন পদে তাহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এস্থলে ভাষ্যকার 'ইৎ' শব্দের 'এব—অবধারণ' অর্থ ধরিয়াছেন এবং তাহার অন্বয়ের জন্য 'হে দেবা যুষ্মাকং' এই তিনটী পদ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'অবঃ' পদকে পালন অর্থে বিশেষ্যরূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে মন্ত্র-পূর্ব্বাংশের (দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ং) অর্থ হয়,—'হে দেবগণ! (দেবানাং) স্বতেজঃ দ্বারা সর্ব্বত্র দীপ্যমান তোমাদেরই ব্যাপ্ত অথবা মহনীয় যে পালন আছে, তাহাকে আমরা সম্যক্ প্রকারে ভজনা করি। আমরা এ অধ্যাহার-পক্ষ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। শ্রুত পদের দ্বারা অর্থ সামঞ্জস্য হইলে, অন্য পদ টানিয়া আনার দরকার কি? আর 'মহৎ ইৎ অবঃ' ভাষ্যকারের এই উক্তিতে পালনে মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। পালনের 'মহত্ত্ব' গ্রহণ মহতেই সম্ভব। আমরা ক্ষুদ্র, আমাদিগের অসম্ভব। 'দেবানাং' পদে দেবভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাব অথবা পরমৈশ্বর্য্য অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বভাব জ্ঞান ঐশ্বর্য্য—ইহাদের সমষ্টিরূপ—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—ভগবান্! আর, ইহাদের ব্যষ্টিরূপ দেবতাগণ—প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সাধকগণের অনুভূত সেই দেবত্ব অথবা পরমৈশ্বর্য্য। এই অর্থ লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'তৎ' পদের বিশেষণ পদ-তিনটীর ('মহৎ' 'ইৎ' ও 'অবঃ') প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহাই প্রতীত হয়। যে বস্তু 'মহৎ' অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক কিম্বা সর্ব্বজননমস্য এবং 'ইৎ' অর্থাৎ অভীষ্টপ্রাপ্তিকারক ও 'অবঃ' অর্থাৎ রক্ষক হয়, তাহাকে 'দেবত্ব' অথবা 'পরমৈশ্বর্য্য বলা চলে না কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিতে গেলে, মহত্ত্ব বিশ্ব-ব্যাপকত্বই যে পরমেশ্বরের পরমৈশ্বর্য্যের অথবা দেবতার দেবত্বের প্রকাশক এবং সর্ব্বজননমস্যত্ব অথবা সর্ব্বজ্ঞত্ব অভীষ্টপ্রাপকত্ব বিশ্বপালকত্ব—এ সকলই যে সেই ভগবানের ঐশ্বর্য্যখ্যাপক, দেবতার দেবত্বদ্যোতক, পরমেশ্বরের পরমৈশ্বর্য্য-বিকাশক, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলির দ্বারা সেই পর্ব্বত-ধারণ, অবিরল তীক্ষ্ণ শরধারার মত বৃষ্টিধারা হইতে গোপ-গোপীদিগকে পরিত্রাণ—কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য রটনা করিতেছে না? নিশ্চয়ই দ্যোতনা করিতেছে। যিনি ঐ ভাবের দিক্ দিয়া দেখিবেন, তিনি নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ও স্বীকার করিবেন। এইরূপে "তৎ আ বৃণীমহে বয়ং" অংশের অর্থ হয়—'সেই দেবত্ব বা পরমৈশ্বর্য্য আমরা প্রার্থনা করি।' ভাষ্যকারের 'বৃণীমহে' পদের 'সম্যক্ ভজনা' অর্থে ভজনীয় বস্তুর অধিগম-প্রাপ্তি ভাব

দ্যোতনা হয়। তদপেক্ষা প্রার্থনা-ভাবটিই সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, 'বৃণীমহে' পদে 'প্রার্থনামহে' "প্রার্থনা করি" অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

এখন মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে (বৃষ্ণামস্মভ্যমূতয়ে) সেই দেবতাদিগের মহিমা কি, কিরূপ তাঁহাদের দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য-প্রার্থনা, তাহা বলা হইতেছে। ইহাতে তাঁহাদের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে। 'অস্মভ্যমূতয়ে' অর্থাৎ আমাদের রক্ষার বা মুক্তির জন্য। 'অস্মভ্যং' নিমিত্তার্থে চতুর্থী। 'ঊতি' শব্দের মূল অব ধাতুতে 'রক্ষা' অর্থ প্রকাশ পায়। মুক্তিই প্রকৃত রক্ষা। যত দিন না এই জন্মজরামৃত্যু-রূপ সংসার ধ্বংস হইবে, ততদিন রক্ষা নাই;—কামাদিরিপু বলুন, আর বহিঃশত্রু ব্যক্তিবিশেষই বলুন, কাহারও হাত হইতেই নিস্তার নাই। তাই আমরা 'ঊতি' শব্দে মুক্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছি। ভগবানের নিকট চাহিলেই কি তাহা (দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য) পাওয়া যাইবে? হাঁ! তিনি যে 'বৃষন'—অভীষ্টবর্ষণকারী অর্থাৎ অভীষ্টদানকারী। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তিনি তোমার অভীষ্ট প্রদান করিবেন। ভাষ্যকারও এ অংশের উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন। (২অ—৫খ—৩দ—৪স।) *

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৩ম সূক্তের প্রথমা ঋকের (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় গেয়-গান সম্বন্ধে "হাবিষ্মতে দ্বে" এবং তৃতীয় ও চতুর্থ গেয় গান সম্বন্ধে "হাবিষ্কৃতে দ্বে" এইরূপ লিখিত আছে।

২। মন্ত্রের অন্তর্গত "হৎ" পদ পাদপূরণে এবং "আ বৃণীমহে" ক্রিয়াপদে 'আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ামঃ' বুঝায়,—বিবরণকার এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

৩। এই মন্ত্রের একটি হিন্দী অনুবাদ এবং একটি বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা;—

"হে দেবতাওঁ! সব ওরসে অপনে তেজকে দ্বারা দীপ্যমান আপকা জী পৃথ্বীকা পালন হৈঁ, মনোরথোঁকী বর্ষা করনেবালে আপকে নিজধনরূপ উস পালন কো হম যজমান অপনী রক্ষাকে লিয়ে চাহেঁ" ওরসে প্রার্থনা করতে হৈঁ।'

"হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষী, সেই মহারক্ষা আমাদের পালনার্থ প্রার্থনা করিতেছি।"

৪। উচ্চারণের চিহ্ন-বিষয়ে অনেক সাম-মন্ত্রেই রূপান্তর দেখি। এই মন্ত্রের 'এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠ আমরা মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু পশ্চিমের সংস্করণে মন্ত্রের প্রথম পাদের স্বরলিপি অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। স্বর-বিষয়ে এইরূপ বিভিন্নতা প্রায়ই দেখা যায়। যথা,—

৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২র ৩ ২
দেবানামিদবো মহত্তদা বৃণীমহে বয়ম্।

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
সোমানা৺ স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩২
কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥ ৫ ॥

• • •

গেয়-গানং।

২র ২ ৪র ৫ ২১২ ১ ২ ১ ২
১। সোমা ৩ না৺ স্বরণাম্। কৃণুহি ব্র। হ্মণস্পতায়ে ৩।
২ ৩র ২ ১ ২ ৩র ২
ও ৩ ৪। হাহো ই। কক্ষাইবা ২ ৩ স্তাম্। য ঔ হো ই।
৩র ১ ৫ ৪ ৫
ঔ হো ২ ৩ ৪ বা। শা ৫ ইজো ৬ হাই ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে পরিত্রাণকারিন্) 'যঃ' (পাপাত্মা, কক্ষীবান্) 'ঔশিজঃ' (পরীক্ষানলসংস্কারজাতঃ, জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ) তং 'কক্ষীবন্তং' (পাপিনং ইব, তং পাপিনং যথা পরিত্রাণং করোষি তদ্বৎ) 'সোমানাং' (যজ্ঞানুষ্ঠাতারং, প্রার্থনাকারিণং মাং) 'স্বরণং' (দেবানুগ্রহপ্রাপকং, বিশুদ্ধং) 'কৃণুহি' (কুরু)। অয়ং ভাবঃ—'পাপাত্মা যথা জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ দেবসন্নিকর্ষং লভতে, তদ্বৎ, হে ভগবন্, মাং পাপিনমপি দেবেষু প্রকাশনবন্তং দেবভাবসমন্বিতং বা কুরু।' (২অ—৩খ—৩দ—৫সো) ॥

• • •

অথবা,

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে ব্রহ্মণঃ বাঙ্ময়স্য জ্ঞানস্য বা অধিপতে!) 'কক্ষীবন্তং' (পাপবন্তং মামিতি শেষঃ) প্রতি 'সোমানাং' (সত্ত্বভাবানাং, সদ্বৃত্তীনাং, জ্ঞানানাং বা) 'স্বরণং' (প্রকাশনং, উদ্বোধনং) 'কৃণুহি' (কুরু); 'যঃ' (জনঃ, অহমিতি ভাবঃ) 'ঔশিজঃ' (উশিজঃ জ্ঞানাগ্নেঃ পরমাত্মনস্তব অপত্যং অংশভূতঃ) ভবেয়মিতিশেষঃ। অত্রায়ং ভাবঃ,—'হে ব্রহ্মণস্পতে! তব অংশভূতঃ সন্তানোঽপি অহমধুনা পাপবান্, কৃপয়া ময়ি সত্ত্বভাবান্ সংস্থাপ্য প্রাপাৎ মামুদ্ধর।' (২অ—৩খ—৩দ—৫সো)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরিত্রাণকারিন্! যে পাপাত্মা পরীক্ষার অনলে পুড়িয়া জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হয়, সেই পাপীকে আপনি যেমন পরিত্রাণ করেন; তদ্রূপ এই প্রার্থনাকারীকে (আমাকে) দেবানুগ্রহপ্রাপক (বিশুদ্ধ) করুন। (ভাব এই যে,—'পাপাত্মা যেমন জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া দেবসন্নিকর্ষ লাভ করে, সেইরূপ, হে ভগবন্, এই পাপী আমাকেও দেবভাবসমন্বিত করুন।') ॥ (২অ—২থ—৩দ—৫সা) ॥

• • •

অথবা,

হে বাঙ্ময়ের শাস্ত্রের অথবা জ্ঞানের অধিপতে! আমি পাপী, আমার প্রতি সত্ত্বভাবের (সদ্বৃত্তিসমূহের অথবা সদ্‌জ্ঞানের) প্রকাশ (উদ্বোধ) করুন,—যে আমি উশিজের অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিদেবের (পরমাত্মার) অপত্য অর্থাৎ অংশস্বরূপ হই। (ভাব এই যে,—'হে ব্রহ্মণস্পতে! আমি আপনার অংশভূত সন্তান হইলেও এখন পাপে লিপ্ত হইয়াছি; কৃপা করিয়া আমাতে সত্ত্বভাব সংস্থাপন করিয়া পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।') ॥ (২অ—৩থ—৩দ—৫সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ পঞ্চমী। মেধাতিথিঃ ঋষিঃ। হে 'ব্রহ্মণস্পতে' এতন্নামক দেব! ত্বং 'সোমানাং' অভিষবস্য কর্ত্তারং মাং অনুষ্ঠাতারং 'স্বরণং' দেবেষু প্রকাশনবন্তং 'কৃণুহি' কুরু। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কক্ষীবন্তং' এতন্নামকমৃষিং (ইব শব্দোঽত্রাধ্যাহার্য্যঃ) কক্ষীবান্ যথা দেবেষু প্রসিদ্ধঃ তদ্বদিত্যর্থঃ। 'যঃ কক্ষীবান্' 'ঔশিজঃ' উশিজঃ পুত্রঃ তমিবেতি পূর্ব্বত্র যোজনা ॥ কক্ষীবতোঽনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিস্তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়তে—'এতং বৈ পর আটণারঃ কক্ষীবানৌশিজো বীতহব্যঃ শ্রায়সস্ত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎস্যঃ প্রজাকামা অচিন্বত' ইতি। ঋগন্তরেঽপ্যৃষিত্ব-কথনেন অনুষ্ঠাতৃত্ব-প্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে—'অহং কক্ষীবাসৃষিরস্মি বিপ্রঃ' ইতি। তস্মাদস্যানুষ্ঠাতারং প্রতি দৃষ্টান্তত্বং যুক্তং ॥ মন্ত্রোঽপ্যেবং যাস্কেনৈব ব্যাখ্যাতঃ—'সোমানা সোতারং প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে! কক্ষীবন্তমিব য ঔশিজঃ কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবা নৌশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ। উশিগ্‌ বষ্টেঃ কান্তিকর্ম্মণ। অপি ত্বয়ং মনুষ্যকক্ষ এবাভিপ্রেতঃ স্যাৎ তং সোমানং সোতারং মাং প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে (৬।৪২)' ইতি ॥ অস্মিন্ মন্ত্রে সোমমিতি পদেন ব্রহ্মণ ইতি পদেন চ সূচিতং তাৎপর্য্যং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি—'সোমং স্বরণমিত্যাহ—সোমপীথমেবাবরুন্দ্ধে, কৃণুহি ব্রহ্মণস্পত ইত্যাহ ব্রহ্মবর্চ্চসমেবাবরুন্দ্ধে' ইতি ॥ ৫ ॥

পঞ্চম (১৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী বড়ই প্রয়োজনীয় মন্ত্র। মন্ত্রটী ঋগ্বেদে আছে, যজুর্ব্বেদে আছে, সামবেদে আছে; এবং অন্য বহুস্থানে এই মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়।

সকল ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্র লইয়া মস্তিষ্ক-চালনা করিয়াছেন। নিঘণ্টু-নিরুক্তে (৭।৪২) এই মন্ত্রের আলোচনা আছে; দুর্গাচার্য্য, উবট, মহীধর—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্যে বিভিন্ন স্থানেই এই মন্ত্রের উল্লেখ আছে। অথচ, মন্ত্রার্থের সংশয় কোথাও নিরসিত হয় না।

মন্ত্রটীর শব্দবিন্যাস একেই জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে সে জটিলতা আরও যেন বৃদ্ধি করিয়াছে। সে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখিয়া, সংশয়ীর চিত্তে সংশয়-সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায়,—বেদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করে। বেদবিদ্বেষিগণ এই মন্ত্র-উপলক্ষে বেদের প্রতি কতই বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া থাকেন!

মন্ত্রের অন্তর্গত "কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" বাক্য—বেদের প্রতি সকলের সকল প্রকার অশ্রদ্ধার ও সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধির হেতুভূত। ঐ বাক্যের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'উশিকের পুত্র কক্ষীবানের মত।' তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'কলিঙ্গরাজমহিষীর দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরশে যে কক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি যেমন নীচ-বংশজ হইয়াও দেবগণের নিকট প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণস্পতি দেব; প্রার্থনাকারী আমায় সেইরূপ দেবগণ-সমীপে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া দেন।'

এই প্রকার ব্যাখ্যা উপলক্ষে একটা বিচিত্র উপাখ্যান আনিয়া এই মন্ত্রের সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। কলিঙ্গরাজের কোনও পুত্রসন্তান হয় না। তজ্জন্য তিনি তাঁহার মহিষীকে দীর্ঘতমা ঋষির সহিত সহবাস করিয়া আসিতে অনুমতি করেন। কিন্তু রাজ্ঞীর সে বৃদ্ধ ঋষিকে পছন্দ হয় না। তিনি কৌশলে আপনার দাসী উশিককে সেই ঋষির নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাতে সেই দাসীর গর্ভে ঋষির ঔরশে কক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন। সেই কক্ষীবান্ দেবগণের মধ্যে সমাদৃত হইয়াছিলেন। * ইহাই এই মন্ত্রের উপাখ্যানাংশ। প্রার্থনাকারী সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া যেন প্রার্থনা করিতেছেন।

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকের সায়ণ-ভাষ্যে বিশেষতঃ একপঞ্চাশৎ-সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকের সায়ণ-ভাষ্যে কক্ষীবানের উপাখ্যান বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তের সূচনায় এবং ঐ সূক্তের পঞ্চমাদি ঋকের টিপ্পনীতে দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যান দেখুন;—ঐ উপাখ্যান ক্রমেই কত পল্লবিত ও রঙ-রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইবে।—ঋগ্বেদ-সংহিতা, [illegible] এবং [illegible]-২৬ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের এইরূপ অর্থ যদি নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে কতগুলি দোষ আসিয়া পড়ে! প্রথমতঃ, অনিত্য বস্তুর সহিত (দাসী উশিকের ও তাহার পুত্র কক্ষীবানের সহিত) সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়ায়, বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, বেদের মধ্যে অসভ্য-সমাজের কথা লিখিত আছে, প্রমাণ হইয়া যায়। সুতরাং বেদবিরোধিগণের তখন আর আহ্লাদের সীমা থাকে না! বেদ যে কিছুই নয়, বেদ যে সত্য সত্যই 'চাষার গান', তখন এই প্রতিধ্বনিই গগন বিদীর্ণ করিতে থাকে!

কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলেই বুঝা যায়, মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ; অপিচ, ভ্রান্তিই পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের সূচনা করিয়াছে মাত্র। এইখানে পাঠক-গণকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। নিঘণ্টু-নিরুক্ত বা প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকারগণ যে ঐ ভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা হইতে সকল ভাবই আনা যায়। তাঁহারা উপাখ্যানের সমাবেশ করেন নাই; সঙ্ক্ষেপে অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সে পক্ষে বলিতে হয়— বিকৃতি আধুনিক—পরবর্ত্তী কালের!

যাহা হউক, আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ, 'কক্ষীবান্' শব্দে কক্ষীবান্ নামক কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। ঐ শব্দের অর্থ—'পাপাত্মা'। 'হিংসা'-অর্থমূলক 'কষ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণানুসারে 'কক্ষীবান্' পদ সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া, সায়ণাচার্য্যও উহাকে 'নিপাতনসিদ্ধ পদ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'কক্ষ' অর্থাৎ 'হিংসা' বা পাপ যাহার আছে বা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কক্ষীবান্। 'কক্ষীবান্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'কক্ষীবন্তং।' 'কক্ষীবান্' শব্দের অর্থ—পাপী, পাপাত্মা আর, 'ঔশিজঃ' শব্দের অর্থ, অগ্নিসংস্কারজাত অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত। 'উশিক্' শব্দে অগ্নিকে বুঝায়; যাহা অগ্নি হইতে বিনিঃসৃত অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত তাহাই 'ঔশিজঃ'। ইহাতে ঋকের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'ভগবানের অনুগ্রহ হইলে পাপাত্মা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, হে দেব, আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ করুন;— আমি যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই।'

মনুষ্য-মাত্রই পাপের সহিত সংশ্রব-যুক্ত; মানুষকে পাপে ঘেরিয়া আছে; মনুষ্য-জন্ম পাপহেতুভূত। ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ সেই পাপের ক্ষয় হয়; এবং পাপক্ষয়-নিবন্ধন ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে। এখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার করুণায় কত পাপী কত প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছে! জানি, আমি ঘোর নারকী, ঘোর পাতকী; কিন্তু আপনি যে পাপিত্রাতা, দুষ্কৃতের উদ্ধারকর্ত্তা! তাই শরণাপন্ন হইয়াছি। আমার ন্যায় দুষ্কৃত জনের প্রতি একবার আপনি করুণা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন। আমি যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই,—আমি যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হই। আমার কর্ম্ম আমার অনুকূল

আমায় যেন দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্র এতাদৃশ শিষ্ট, সৎ ও উচ্চভাবপূর্ণ।

আমাদিগের পরিগৃহীত দ্বিতীয় প্রকার অর্থেও মূলতঃ ভাব ঐ একরূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্য মাত্রেই ভগবানের অংশসম্ভূত—সৎপদার্থের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংসারে আসিয়া অসতের সংসর্গে মিশিয়া মলিন হইয়া পড়ে। প্রার্থনা—সেই মলিনত্ব-নাশ-পক্ষে; প্রার্থনা—পাপ-সম্বন্ধ-ক্ষালন-বিষয়ে। • (২অ—৩খ—৩দ—৫সা)।

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকের (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। যজুর্ব্বেদেরও তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ কণ্ডিকায় এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। ইহার গেয়-গান—"কাক্ষীবতং"।

২। এই মন্ত্রের সম্বোধ্য যে 'ব্রহ্মণস্পতি' দেবতা, নিঘণ্টুর দেবতাকাণ্ডে তিনি দেবগণ-মধ্যে পরিগণিত নহেন। সেখানে অন্তরীক্ষ-স্থান-দেবতাগণের মধ্যে বায়ু প্রভৃতির বৃহস্পতি-সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়। তাহারই নির্ব্বচন-উপলক্ষে 'ব্রহ্মণস্পতি' 'ক্ষেত্রস্য পতিঃ' 'বাস্তোষ্পতিঃ' 'বসোষ্পতিঃ' এই পাঁচটি উদাহরণ প্রদর্শিত আছে। নিরুক্তে (১০।১।১২) ঐ পদের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—'ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্মণঃ পাতা পালয়িতা বা।' উহার ভাষ্যকার 'ব্রহ্মণঃ' পদে 'মন্ত্রস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ পদের সন্ধি-বিষয়ে উক্ত আছে—"ষষ্ঠ্যাঃ পতি-পুত্রপৃষ্ঠপারপদপয়স্পোষেষু।" (৮।৩।৫৩)॥

৩। মন্ত্রের অন্তর্গত 'কক্ষীবন্তং' পদের ব্যুৎপত্তির আলোচনায় নিরুক্তকার "কক্ষ্যাবান্" "কক্ষ্য এব" পাঠ গ্রহণ করেন। 'কক্ষীবান্' পদ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে বলিয়াই এই প্রকার গবেষণা চলিয়া থাকে।

৪। ব্যাকরণঘটিত পদসমূহের বিশদ আলোচনা ঋগ্বেদের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। 'স্বরণং'

৫। নিঘণ্টু-নিরুক্তে "সোমানম্" পদ দেখি। কিন্তু এখানে "সোমানাং" পদ প্রচলিত। নিঘণ্টু-নিরুক্তের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (নি° ৬।৪২) এই মন্ত্রের আলোচনা আছে। পদ-বিষয়ে বিবরণকারের মত,—"স্বৃ-শব্দোপতাপয়োঃ (ভ্বা° প°) ইত্যেতস্মাত্ স্বরণং শব্দয়িতারং স্তৌনাং উচ্চারয়িতারং স্তোতারং যষ্টারমেত্যর্থঃ।" এইরূপ "কৃণুহি" পদ-বিষয়ে উক্ত হয়,—"বিকরণ-ব্যত্যয়েন ধাতুনামনেকার্থত্বেন বা রূপং।"

৬। এই মন্ত্রের প্রচলিত সকল প্রকার অর্থের বিষয়ই যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। এ স্থানে কেবল একটী হিন্দী ভাষার অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! তুম্ সোমকা রস নিকালনে বালে মুঝ অনুষ্ঠাতাকো জৈসে কি কক্ষীবান্ দেবতাওঁমে প্রধান হৈ জো কক্ষীবান্ উশিজক পুত্র হৈ উনকী সমান হী দেবতাওঁমে প্রকাশবালা করিয়ে।" সর্ব্বত্রই একই সুর। সকলেই সায়ণের অনুগামী। এতদ্ভিন্ন অনেকেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সমীচীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্য্যাসুতিঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩
শৃণোতু শক্র আশিষং॥ ৬॥

• • •

গেয়-গানং।

১। বোধন্মনাঃ। ইদা ২ স্তূনা ২ঃ। বৃত্রহাভু। রিয়া ২ সূ ৩
৩ ৪ তীঃ। শৃণা ৩ ৪ ঔ হো। তুশক্রজা। শি। ষাম্।
ঔ ২ ৩ হো বা। হো ৫ ই। ডা॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভূর্য্যাসুতিঃ' (অশেষসত্ত্বভাবসম্পন্নঃ) 'ইৎ' (জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞ ইতি যাবৎ) 'বৃত্রহা' (বহিরন্তঃশত্রুনাশকঃ) 'শক্রঃ' (ইন্দ্রঃ, ভগবানিতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'আশিষং' (আশাসনং, স্তবমিতি ভাবঃ) 'শৃণোতু' (অবধারয়তু) এবং 'বোধন্মনাঃ' (জ্ঞাতাভিপ্রায়ঃ, অস্মাকমভিপ্রায়বিজ্ঞাতা ইতি ভাবঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। অত্রায়ং ভাবঃ—'সচ্চিদানন্দঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞঃ স ভগবান্ অস্মাকমাবেদনস্তবেন জ্ঞাতাভিপ্রায়ো বাহ্যমান্তরঞ্চ শত্রুকুলং বিনাশয়তু।' (২অ—৩খ—৩দ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অশেষ সত্ত্বভাবসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, বাহ্য ও আন্তর শত্রুনাশক, ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের আশাসন অর্থাৎ স্তব শুনুন, এবং আমাদের অভিপ্রায়-বোদ্ধা হউন। (ভাব এই যে—'সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সেই ভগবান্ আমাদের আবেদনস্তোত্রে আমাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাদের বাহ্য ও আন্তর শত্রুকুল বিনাশ করুন।')॥ (২অ—৩খ—৩দ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। অয়ং পরোক্ষকৃতঃ। 'বৃত্রহা' বৃত্রস্য হন্তা 'ভূর্য্যাসুতিঃ' বহুষু দেশেষু ইন্দ্রার্থং সোমা আহূয়ন্তে অভিষূয়ন্ত ইতি তাদৃশঃ (যদ্বা, ভূরীণি সোমাদি-হবীংষি ইন্দ্রার্থমাহূয়ন্তে হূয়ন্ত ইতি তাদৃশঃ) 'বোধন্মনাঃ' (বুধ অবগমনে—

ভ্বা॰ প॰ ঔণাদিকোঽৎ প্রত্যয়ঃ) যস্য মনঃ স্তোতৄণামভিমতং বুধ্যতে জানাতীতি তথোক্তাঃ 'ইদ্' অবধারণে 'নঃ' অস্মাকং বোধন্মনা এব 'অস্তু' সর্ব্বদাস্মদভীপ্সিতানি জানাত্বেবেত্যর্থঃ (যদ্বা এতাদৃশ ইন্দ্রঃ নোঽস্মাকং সম্বন্ধি যজ্ঞে ভবত্বিতি)। কিং ততঃ? 'শক্রঃ' সংগ্রামে শত্রুহনন-সমর্থ ইন্দ্রঃ 'আশিষং' অস্মদীয়াং স্তুতিং (আশাসনং বা) 'শৃণোতু'। 'বোধন্মনা' 'বোধিন্মনা' ইতি পাঠৌ॥ (২অ—৩খ—৩দ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (১৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। অর্থনিষ্কাশণে বিশেষ কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। মন্ত্রস্থ "শক্র আশিষং শৃণোতু" ও "বৃত্রহা বোধন্মনা অস্তু" এই দুই অংশের দ্বারা প্রার্থনার ভাব সহজেই পরিব্যক্ত হইতেছে। ভাষ্যেও সেই ভাব পরিস্ফুট।

তবে এই মন্ত্রস্থ 'বোধন্মনাঃ' 'ইৎ' ও 'ভূর্য্যাসুতি' এই তিনটী পদ কিছু জটিল ও বিভিন্ন ভাব-দ্যোতক। কাজেই ব্যাখ্যাকারগণের পরস্পর মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। সায়ণ-ভাষ্য দেখিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'বৃত্রের হন্তা, ভূর্য্যাসুতি—অর্থাৎ বহুদেশে যাঁহার জন্য সোম অভিসুত আছে তিনি, অথবা বহু সোমাদি হবিঃ যাঁহার জন্য হুত হইতেছে তিনি, আমাদের অভিমতবোদ্ধা হউন অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাদের অভিমত জানুন। অথবা, এতাদৃশ ইন্দ্র আমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞে হউন। তাহাতে কি হইবে? না সংগ্রামে শত্রুবধে সমর্থ ইন্দ্র আমাদের স্তুতি কিম্বা আশাসন শুনুন (শুনিবেন)।' এই মন্ত্রের অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায়ও প্রায় এই ভাষ্য-পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে।

সাধারণের বোধসৌকর্য্য-বিবেচনায় এই মন্ত্রের হিন্দী ভাষার একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা,—"বৃত্রাসুরকা নাশক, জিসকে নিমিত্ত বহুত সে সোমকা রস নিকালা জাতা হৈ ঐসা হমারে সর্ব্বদা মনোরথোকো জাননেবালা হী হোয়, সংগ্রামমে শত্রুওঁকা নাশকরনে মে সমর্থ বহ ইন্দ্র হমারী স্তুতিকো সুনৈ॥"

এই মন্ত্র-প্রসঙ্গে "বোধন্মনাঃ" "ইৎ" এবং "ভূর্য্যাসুতি" এই তিনটী পদের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। প্রথম পদ—"বোধন্মনাঃ।" 'বোধৎ' অর্থাৎ সাধকের ভক্তের অভিপ্রায়বোদ্ধা 'মনঃ' চিত্ত হইয়াছে যাঁহার, তিনিই 'বোধন্মনাঃ।' ভক্তের ইচ্ছা, সাধকের অভিপ্রায়, ভগবানই প্রকৃতভাবে বুঝিয়া থাকেন। তাই ভক্তের ভগবান্ 'সাধকের মনোচর' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। মনে করুন সেই—ধ্রুবলীলা! স্মরণ করুন—সেই প্রহ্লাদ-কাহিনী। ভক্তের মনোচোর ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ কিরূপে সেই ভক্ত সাধক বালক দুইটীকে অনলে অনিলে জলে জঙ্গলে রক্ষা করিয়াছিলেন? তিনি তাঁহাদের মন বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার লীলা। এস্থলেও ভক্ত স্তব করিয়া নানারূপ কাকুতি-মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—"বৃত্রহা" (বাহ্য ও অন্তর শত্রু

নাশক) "নঃ বোধন্মনাঃ অস্তু"; যিনি বৃত্র অর্থাৎ বহিঃশত্রু (চোর ডাকাত প্রভৃতি) ও অন্তঃশত্রু (কামাদি) নাশ করেন, সেই ভগবান্ আমাদের অভিপ্রায় অবগত হউন। আমরা রিপুদল কর্তৃক বড়ই বিধ্বস্ত হইয়াছি। তাই কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি যে,—আমাদিগের শত্রু নাশ করিয়া তিনি মুক্তিদান করুন। ভাষ্যকারও এই 'বোধন্মনাঃ' পদে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়।

দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ইৎ'। ভাষ্যকার 'ইৎ" পদের এবকারার্থ অর্থাৎ 'অবধারণ' অর্থ করিয়া 'বোধন্মনাঃ' পদে অন্বয় করতঃ "বোধন্মনা এব অস্তু" এতাদৃশ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে "আমাদের অভিপ্রায়বোদ্ধাই হউন" এইরূপ ভাব আসে। কিন্তু ইহা বলাই কি ঠিক? তিনি ত জগদীশ্বর! শুধু আমার কেন?—আপামর নরাধিক আকীট ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই তিনি হৃদয়-ধন। তিনি যে বলিয়াছেন—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং-হৃদয়েন চ। মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!' যিনি ভক্ত হইবেন, যিনি সাধক হইবেন, তাঁহারই ভগবান্—তাঁহারই মন ভগবানের আবাস-স্থান। আমরা "ইৎ" পদে জ্ঞাতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। গত্যর্থক ইন্ (ই) ধাতু ক্বিপ্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'ইৎ' শব্দের 'জ্ঞাতা' অর্থ প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণ অনুশাসন আছে—"যে গত্যর্থাস্তে জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ।' অর্থাৎ, যে সকল গত্যর্থ ধাতু, তাহাদের জ্ঞান অর্থ ও প্রাপ্তি অর্থও হয়।

এখন আমাদের শেষ আলোচ্য—'ভূর্য্যাসুতি' পদ। ইহার মধ্যে 'ভূরি' ও 'আসুতি' দুইটী শব্দ আছে। বহুব্রীহি সমাসে এই পদটী নিষ্পন্ন করা হয়। ভাষ্যকার দুই ভাবে এই পদটীর অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। "ভূরি" শব্দের অর্থ 'বহুদেশ,' 'আসুতি' শব্দের অর্থ 'সোমভিষব'। বহুদেশে সোমাভিষব হইয়াছে যাঁহার জন্য, তিনি 'ভূর্য্যাসুতি'। এই প্রথম অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ—'ভূরি' বহু সোমাদি হবিঃ 'আসুতি' অভিষুত হইয়াছে যাঁহার জন্য—তিনি ভূর্য্যাসুতি। ভাষ্যকার ও অন্য ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যানুশীলনে প্রতীত হয়, 'সু' ধাতু নিষ্পন্ন সোম, সুতি, আসব, সুত প্রভৃতি যে কোন শব্দ থাকিলেই ব্যাখ্যাকারগণ সোম অর্থ পরিগ্রহণ করেন। আমরা 'সু' ধাতু নিষ্পন্ন 'সোম' প্রভৃতি শব্দে 'সোমরস' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, শুদ্ধসত্ত্বভাব—চিত্তের সদ্বৃত্তিনিচয় এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অভিধানে দৃষ্ট হয়—'সোম' শব্দে চন্দ্র, 'সোম' শব্দে অমৃত। যাহা সেবন করিলে মৃত্যু হয় না, সুতরাং জন্ম তিরোহিত হয়, তাহাই অমৃত। এই হেতু শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই অমৃত বলা হয়; কারণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব হইতে তত্ত্বজ্ঞান হয়—মুক্তি লাভ হয়, জন্ম-মৃত্যু ঘুচিয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমরা সোম বা সোমার্থক শব্দে শুদ্ধসত্ত্বভাব অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি। * (২অ—৩খ—৩দ—৬সা)॥

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের অষ্টাদশ ঋকের (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের) অন্তর্ভুক্ত আছে। সেখানকার পাঠ—"বোধিন্মনা" ইত্যাদি। মন্ত্রের উচ্চারণ চিহ্ন-বিষয়ে একটু মতান্তর দেখি। পশ্চিম

সপ্তমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অদ্য নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ সৌভগং।

১ ২ ৩ ১ ২

পরা দুষপ্ন্যঁ স্থব ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৫ ৪ ৫র র ৪র ৫র ৪ ২ ১ র

১। অদ্য নো দেব সবিতঃ। ঔহোবা। ইহশ্রুধাই। প্রজাবা ২ ৩

২ র ১র র ২ ১ ২ ২

৫ সা। বোঃ সৌভগাম্। পরাদূ ২ ৩ ম্বা ৩। হো বা ৩ হা।

১ ১২ ১ ১ ১ ১ ১

প্রিয়ঁসূ ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬। দক্ষা ৩ যা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৭ ॥

৩ ২ র র ৫র ৪ ৫ ২ র ১ ২র ১র

২। অদ্যা ৩ ৪ নো দেবসা। বিতাঃ। প্রজাবৎসা। বোঃ সৌভগাম্।

২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ∧ ১ ৫র র

পারা ৩ দুষ্বা। প্রিয়ঁ সুবোবা ৬। ও ২। বা ২ ৩ ৪। ঔহোবা।

২ ১ ২ র ১ ২ ৩ ১ ১ ১ ১

অস্মভ্যঙ্গাতুবিত্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম ॥ ৭ ॥

দেশীয় পুস্তকে 'ভূর্য্যাস্মুতিঃ' পদের 'র্য্যা' বর্ণের মস্তকে '২র' চিহ্ন আছে। এই সামের গেয়-গানের নাম—"ঔষসম্।"

২। ভাষ্যে এই মন্ত্রটীকে "পরোক্ষকৃতঃ" মন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। নিরুক্ত-মতে—ঋক্ ত্রিবিধা,—(১) 'পরোক্ষকৃতাঃ', (২) 'প্রত্যক্ষকৃতাঃ', (৩) আধ্যাত্মিকাঃ'। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই দশতির শেষে পরিশিষ্টে দেখুন।

৩। মন্ত্রের অন্তর্গত "ভূর্য্যাস্মুতি" পদ বিষয়ে গ্রন্থান্তরে এইরূপ আলোচনা দৃষ্ট হয়; যথা;—"ভূরীতি বহুনামধেয়ম্ (৩।২।৫) অস্ত্যাসুতি-শব্দো রসবচনঃ।" বিবরণ-কারের মতে ঐ পদে 'বহুরস' অর্থ জ্ঞাপন করে। 'ইদ্' পদটীকে তিনি পাদপূরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রের তৎকৃত ব্যাখ্যা; যথা,—"এতদুক্তম্ ভবতি—যদহং প্রার্থয়ামি তচ্ছৃণোতু শক্রঃ, শ্রুত্বা চ বুধ্যতু, বুদ্ধ্যা চ সম্পাদয়তু।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সবিতঃ দেব' (হে জ্ঞানপ্রদাতঃ দ্যোতমান্ ভগবন্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'প্রজাবৎ' (পুত্রবৎ স্নেহেন ইতি যাবৎ) 'অদ্য' (নিত্যং) 'সৌভগং' (পরমং ধনং—প্রজ্ঞানরূপং ইতি ভাবঃ) 'সাবীঃ' (প্রেরয়, প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); 'দুষ্বপ্ন্যং' (স্বপ্নসমং দুঃখং) 'পরা সুব' (দূরে প্রেরয়, তাড়য় বা)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! প্রজ্ঞানরূপং পরমং ধনং দত্ত্বা পুত্রবৎ স্নেহেন অস্মান্ প্রতিপালয়; নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নং যথা দূরী ভবতি, প্রজ্ঞান-সাহায্যেন অস্মাকং দুঃখং তদ্বৎ দূরী ভবতু।' (২অ—৩খ—৩দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানপ্রদাতা দ্যোতমান্ ভগবন্! আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহে নিত্যকাল প্রজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন; স্বপ্নসম দুঃখকে দূরে তাড়াইয়া দিউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! প্রজ্ঞানরূপ পরম-ধন-দানে পুত্রবৎ স্নেহে আমাদিগকে প্রতিপালন করুন; নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন যথা দূরীভূত হয়, প্রজ্ঞান-সাহায্যে আমাদিগের দুঃখ সেইরূপ দূরীভূত হউক।')॥ (২অ—৩খ—৩দ—৭সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। শ্যাবাশ্বঋষিঃ। হে 'সবিতঃ দেব' 'ন' অস্মভ্যং 'অদ্য' অস্মিন্ যাগদিনে 'প্রজাবৎ' পুত্রাদ্যুপেতং 'সৌভগং' ধনং 'সাবীঃ' প্রেরয়। 'দুষ্বপ্ন্যং' দুঃস্বপ্নং দুঃস্বপ্নবদ্ দুঃখকরং দারিদ্র্যং 'পরাসুবঃ' দূরে প্রেরয়॥ (২অ—৩খ—৩দ—৭সা)॥

সপ্তম (১৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও জটিলতা দৃষ্ট হয় না। মাত্র চারিটী পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের সহিত সামান্য একটু মতান্তর ঘটিয়াছে। 'অদ্য' পদে ভাষ্যে এক নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রতি লক্ষ্য আসে। আমরা বলি, ঐ 'অদ্য' পদের অর্থ—'নিত্যকাল।' যিনি যেদিনই এই মন্ত্র উচ্চারণে প্রার্থনা করিবেন, সেই দিনই এই মন্ত্রের উচ্চারণের উপযোগিতা আছে। বেদে যেখানেই 'অদ্য' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সর্ব্বত্র এই এক ভাবের অর্থই ঐ পদে প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, মন্ত্রান্তর্গত "প্রজাবৎ সৌভগং" পদদ্বয়ের ভাষ্যকার যে 'পুত্রাদিবিশিষ্ট ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ পুত্রাদি ও টাকাকড়ি বুঝাইতে যে ঐ দুই পদের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা অবশ্য বলিতেছি না। পুত্র-বিত্তের প্রার্থনাই মানুষ সাধারণতঃ করিয়া থাকে; ধন-দৌলত টাকা-কড়ির আর পুত্রসন্তানের কামনাই মানুষের সাধারণ প্রার্থনা; ভাষ্যকার এই দৃষ্টিতেই ঐ

দুই পদের অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, 'প্রজাবৎ' পদের বৎ-প্রত্যয়ের সার্থকতার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলে, "পুত্রের ন্যায় স্নেহের" ভাবই আসিয়া থাকে। সে পক্ষে প্রার্থনা দাঁড়ায় এই যে,—'সন্তান-সন্ততিকে মানুষ যেমন স্নেহে লালন-পালন করে, সন্তান-সন্ততির জন্য মানুষ যেমন ধনরত্ন রাখিয়া যায়, হে ভগবন, আমাদিগের প্রতি আপনি সেইরূপ স্নেহের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন,—আমাদিগকে সেইরূপ ধনরত্ন প্রদান করুন।' কি ধনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে, 'সৌভগং' পদে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। এক 'ভগ' শব্দেই 'ষড়ৈশ্বর্য্য' বুঝায়। তাহার উপর আবার 'সু'-যুক্ত আছে। সুতরাং 'সৌভগং' বলিতে যে কোন্ ধনকে বুঝাইতেছে, সহজেই প্রতীত হয় না কি? এইরূপে এখানে পরমধনের পরমার্থের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে—সিদ্ধান্তিত হয়।

তার পর দেখুন—'দুস্বপ্ন্যং'। ভাষ্যে প্রকাশ, ঐ পদে দুঃখকে বুঝাইতেছে। তাহাই বটে! তবে যে দেবতাকে যে ধনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি রাখিতে হইলে, এখানে 'স্বপ্নং' পদে একটু উপমার ভাব আসে বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন যেমন অকিঞ্চিৎকর, স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, স্বপ্ন যেমন নিদ্রাভঙ্গে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়, আমার দুঃখও সেইরূপ মিথ্যা হউক,—দূরে অপসৃত হউক। এখানে প্রার্থনার মধ্যে ঐরূপ একটা ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। স্বপ্ন আর জাগরণ—এই দুইয়ের উপমার দ্বারা, জ্ঞানোদয়ে ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিতে নিঃশ্রেয়স্-রূপ মোক্ষলাভের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতা—জ্ঞানদাতা। তিনি প্রজ্ঞান-রূপ পরমধন দান করুন; আর, তাঁহার সাহায্যে আমরা যেন আমাদিগের ত্রিবিধ দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হই। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই নিগূঢ় লক্ষ্য। * (২অ—৩খ—৩দ—৭সা)॥

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ৮২ম সূক্তের চতুর্থ ঋকের (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ২৫ বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রথম গেয়-গানের প্রবর্ত্তক-বিষয়ে—"ভরদ্বাজস্য মৌক্ষম্, দক্ষিণিধনং বা" এবং দ্বিতীয় গেয়-গানের প্রবর্ত্তক-বিষয়ে "ভরদ্বাজস্য মৌক্ষম্" এইরূপ প্রচারিত আছে।

২। এই মন্ত্রের সম্বোধ্য 'সবিতঃ দেব!' বিবরণকার বলেন, উহা আদিত্যকে বুঝাইতেছে। নিরুক্ত (১০।৩।৭) মতে—"সবিতা সর্ব্বস্য প্রসবিতা।" অপিচ, নিরুক্তের উত্তর খণ্ডে "আদিত্যোঽপি সবিতোচ্যতে" ইত্যাদি বাক্যও দৃষ্ট হয়।

৩। "সৌভগং" পদের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে লিখিত আছে—"ভগমিতি ধননাম, শোভনং ভগং সুভগম্, সুভগমেব সৌভগম্, স্বার্থিকস্তদ্ধিতঃ, শোভনং ধনমিত্যর্থঃ।" মন্ত্রের "সাবীঃ" পদের অর্থে "অভ্যনুজানীহি" পদও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। "দুস্বপ্ন্যং" পদ-বিষয়ে—"অনিষ্টস্য কস্যচিৎ সূচকঃ স্বপ্নঃ, দুস্বপ্নং, তস্মিন্ ভবং দুস্বপ্ন্যম্।" তারপর 'পূর্ব্বপদাৎ' (৮।৩।১০৬) এই নিয়মে ষত্ব হইয়াছে। "পরাসুব" পদ বিষয়ে সিদ্ধান্ত,—"সুবেক্তি [illegible] (ভ্বা° প°) ইত্যস্যেদং রূপম্।"

অষ্টমং সাম।

২ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
কা ১ স্য বৃষভো যুবা তুবিগ্রীবো অনানতঃ।
৩ ১র ২র
ব্রহ্মা কস্তং সপর্য্যতি ॥ ৮ ॥

• • •

গেয়-গানং।

১ র ৪ ২ ১ - ১র
১। কূ২৩৪ বস্য বা৫ বৃষভো যুবা। তুবিগ্রীবো ২। অনানতাঃ।
র ২ - ২ ১
ব্রহ্মাকা২৩স্তাম্। ঐ২হো১আ২৩ইহো। সপর্য্যা।
২ ১
২৩তা৩৪ই। ও২৩৪৫ই। ডা॥ ৮ ॥

• • •

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ১S ২ ৩র ২
২। কুবাকুবা। স্তবৃষা৩ভো যুবা৩। ও৩৪। হাহো ই।
র র ১ ১S ২ ৩র ২ ১
তুবিগ্রীবো আ৩নানতা৩ঃ। ও৩৪। হো হোই। ব্রহ্মা২৩।
১ A ১ ৫র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১ ১
কা২স্তা২৩৪ ঔহোবা সপর্য্যতী২৩৪৫॥ ৮ ॥

• • •

৫র র র র ৪ ৫র র র র
৩। এহীয়ৈহী। কস্য বৃষভো যুবা। ঐহীয়ৈহী। তুবিগ্রীবো
র ৪ ৫র র র র র ৫র র র র
অনানতাঃ। ঐহীয়ৈহী। ব্রহ্মা কস্তং সপর্য্যতী। এহিয়ৈহী।
১ A ৩ ২ ৫র র ৩
আ২ই। হিয়া৩৪ ঔহোবা। আ২৩৪ইহী॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্যঃ' (সঃ, প্রখ্যাতঃ) 'বৃষভঃ' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টপ্রদঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, চিরনূতনঃ, চিরমঙ্গলময়ঃ) 'তুবিগ্রীবঃ' (বহুগ্রীবাসম্পন্নঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) 'অনানতঃ' (কদাচিদপ্যনবনতঃ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) 'ব্রহ্মা' (পরমাত্মা) 'কা' (কুত্র বর্ত্ততে); স ভগবান্

সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ ইতি ভাবঃ; 'তং' (ব্রহ্মাণং) 'কঃ' (কঃ স্তোতা, কো বা) 'সপর্য্যতি' (পূজয়তি); সর্ব্বেষাং পূজা তং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। যদ্বা অন্যো ভাবঃ— 'পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু যো ভেদবুদ্ধিসম্পন্নঃ স তং ন লক্ষয়তি; অতঃ তেন ব্রহ্মণঃ স্থাননির্দ্দেশোঽসম্ভবঃ পূজনমপি অসাধ্যঞ্চ।' (২অ—২খ—৩দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রখ্যাত অভীষ্টপ্রদ, চিরনূতন (চিরমঙ্গলময়), সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমাত্মা—কোথায়? ভাব এই যে, ভগবান্ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। সেই ব্রহ্মকে কোন্ স্তোতা (কেই বা) পূজা করে? ভাব এই যে, সকলেরই পূজা সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (অথবা অন্য ভাব এই যে,—'পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু যে জন ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন, সে তাঁহাকে লক্ষ্য করে না; সুতরাং তাহার দ্বারা ব্রহ্মের স্থাননির্দ্দেশও অসম্ভব এবং পূজাও অসাধ্য।') ॥ (২অ—৩খ—৩দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। প্রাগাথ কাণ্বঋষিঃ। 'স্যঃ' সঃ 'বৃষভঃ' বর্ষিতা 'যুবা' নিত্য-তরুণঃ 'তুবিগ্রীবঃ' প্রবৃদ্ধগ্রীবঃ 'অনানতঃ' কদাচিদপ্যনবনতঃ ইন্দ্রঃ 'কঃ'? কুত্র বর্ত্তছে? ইতি কো জানাতীত্যর্থঃ। 'কঃ' 'ব্রহ্মা' স্তোতা 'তং' ইন্দ্রং 'সপর্য্যতি' পূজয়তি? ॥ ৮ ॥

* * *

অষ্টম (১৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান্। পরমাত্মা কোথায় নাই? আমরা মূঢ়; তাই বলি,—তিনি এখানে নাই, সেখানে আছেন; অথবা সেখানে নাই, এখানে আছেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে কি কেহ নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে? সে কেবল মানুষের ভ্রান্তি মাত্র।

এইরূপ, আমরা যে তাঁহার বিভিন্ন মূর্ত্তি বা বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া লইয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হই, সেই কি তাঁহার একমাত্র বা প্রকৃষ্ট পূজা? কখনই নহে। তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইলে, স্থানের দ্বারা বা রূপের দ্বারা তাঁহাকে কখনই সীমাবদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি আসে না।

এখানে দুই রূপ ব্যাখ্যায় (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দেখুন) সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথম প্রশ্ন—তিনি কোথায়? উত্তর—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কে তাঁহাকে পূজা করে? উত্তর—যিনিই যে দেবতার পূজা করেন, সকল পূজাই তাঁহাতে গিয়া উপস্থিত হয়। মন্ত্রের এক ব্যাখ্যায় এই ভাব পাওয়া যায়।

অন্য ব্যাখ্যায় ভাব আসে—তিনি যে কোথায় আছেন বলিয়া আমরা খুঁজিয়া বেড়াই, সে কেবল আমাদিগের বিভ্রম,—সে কেবল তাঁহার বিকলতা-খ্যাপন মাত্র। এই মন্ত্রে সেই তত্ত্বই প্রখ্যাত আছে মনে করিতে পারি,—যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহামতি ব্যাসদেব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

হে জগদীশ! তোমার সম্পর্কে আমি ত্রিবিধ দোষ করিয়া থাকি; তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে তোমার রূপ পরিকল্পনা করি; তুমি এই নিখিল বিশ্বের অধিপতি (গুরু) এবং বাক্যের অতীত; কিন্তু আমি স্তবের দ্বারা (বাক্যের বন্ধনে তোমায় সীমাবদ্ধ করিয়া) তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা নষ্ট করি; তুমি সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তীর্থবিশেষ তুমি অবস্থিতি করিতেছ বলিয়া, তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্বকে নষ্ট করি; তোমার সম্বন্ধে, তোমার বিকলতা-বিষয়ে, আমার যে এই ত্রিবিধ পাপ, হে ভগবন্, ক্ষমা করুন।

মহামতি ব্যাসদেবের এই যে প্রার্থনা, এই মন্ত্রে তাহারই মূলের প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়—কোথায় তিনি! বুঝে,—তিনি 'বৃষভঃ' অভীষ্টপূরণকারী; জানে,—তিনি 'যুবা' চির-নূতন চিরমঙ্গলময়; বলে,—তিনি 'তুবিগ্রীবঃ' পরমাত্মারূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান; বুঝে,—তিনি 'অনানতঃ' সকলের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু দেখিতে পায় না—তিনি কোথায় আছেন; খুঁজিয়া মরে—'কোথায় তুমি' বলিয়া; সংশয় করে—'কস্তং সর্পয়তি'; দেখিতে ধায়—কোথায় কে তাঁহার পূজা করে! বলা হইয়াছে—তিনি 'বৃষভঃ'; বলা হইয়াছে—তিনি 'যুবা'; বলা হইয়াছে—তিনি 'তুবিগ্রীবঃ'; বলা হইয়াছে—তিনি 'অনানতঃ'। তাঁহার যখন এতটা পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি; তখন আবার কেন জিজ্ঞাসা করি—তিনি কোথায় আছেন? তখন আবার কেন সংশয় জাগে—'কস্তং সর্পয়তি?' ভেদবুদ্ধি চিরদিন এই ভাবেই ঘুরিয়া মরিবে; ভেদবুদ্ধি চিরদিনই এই ভাবেই সংশয়-সাগরে হাবুডুবু খাইবে; কখনও সে আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'ভেদবুদ্ধি পরিহার কর। তাহা হইলেই, কোথায় তিনি, কি ভাবে অবস্থিত আছেন, আর কেমন ভাবেই বা তাঁহার পূজা করিতে হইবে, সকলই বুঝিতে পারিবে।'

মন্ত্র প্রশ্নাত্মক বটে; কিন্তু উত্তরও স্বতঃপ্রকটিত দেখি! তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহার বিষয় কিছুই আর অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

মরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিয়াছে। তাক্তের

সহিত আমাদিগের মতান্তর বিশেষ কোথাও ঘটে নাই। কেবল 'ব্রহ্মা' পদটীতে ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। "কঃ" পদেই যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তখন সকল বিশেষণের সারভূত ঐ পদটীকে কেন অন্যার্থে প্রয়োগ করিব? তার পর 'তুবিগ্রীবঃ' পদে যে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিতেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী এক ভাষ্যেও তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। সুতরাং মন্ত্রের 'ব্রহ্মা' পদ ব্রহ্ম-সম্বন্ধেই যে প্রযুক্ত, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। বিশেষতঃ, এই মন্ত্রে প্রশ্নচ্ছলে যাহা প্রকটিত রহিয়াছে, পরবর্ত্তী মন্ত্রে যেন তাহারই উত্তর প্রখ্যাপিত হইয়াছে। একটু স্থির ধীর চিত্তে অভিনিবেশ-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে, এই মন্ত্রের প্রশ্নে ও পরবর্ত্তী মন্ত্রের উত্তরে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। এই মন্ত্রটি প্রশ্নস্বরূপ এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রটী উত্তরস্বরূপ পাঠ করিয়া, মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করুন; চিত্তের মলামাটী মুছিয়া যাইবে,—সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইবে। * (২অ—৩খ—৩দ—৮সা)॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৬৪ম সূক্তের সপ্তম ঋকের (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ৪৫ম বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়-গান তিনটীর ঋষি-বিষয়ে উক্ত আছে—"ভারদ্বাজানি আর্ষভাণি বা সৈন্ধুক্ষিতানি বা।"

২। 'তুবিগ্রীবঃ' পদ-সম্বন্ধে বিবরণকারের মত,—"তুবিগ্রীবঃ, পুরুগ্রীবঃ বহুগ্রীব ইত্যর্থঃ। কথমিন্দ্রোবহুগ্রীবঃ? উচ্যতে—পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাংল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ইতি।" 'তুবি-ইতি বহুপর্য্যায়ঃ' (নি° ৩।১।১।৩)। "সর্পয়তি" বিষয়ে—'নিঘণ্টৌ পরিচরণ-কর্ম্মসু তৃতীয়ম্' (নি° ৩।৫)।

৩। এই মন্ত্রের উচ্চারণাদি বিষয়ে 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' গ্রন্থের পাদ-টীকা; যথা,—"অস্মামৃচি স্মবৃষভ ইতি 'স্মচ্ছন্দসি বহুলম্ (৬।১।১৩১)' ইতি হলুপরকতাং নিমিত্তীকৃত্য লোপঃ। তুবিগ্রীবো অনানত ইতি 'অব্যপরে' (৬।১।১১৫) ইতি প্রকৃতিভাবঃ। ক৩ ইতি 'অনুদাত্তং প্রশ্নান্তাভিপূজিতয়োঃ' (৮।৩।১০০) ইতি প্লুতিরনুদাত্তশ্চ।"

৪। এই সাম-মন্ত্রের একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ এবং একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা গেল। যথা,—

"বহু মনোরথোঁকো পূর্ণ করনেবালা নিত্যতরুণ বড়ীহুই গ্রীবাবালা কভী ভী কিসী কো ন নমনেবালা ইন্দ্র কহাঁ হৈ ইস্ বাতাকো কৌন্ জানতা হে? কৌন স্তোতা উস্ ইন্দ্রকো পূজতা হৈ?"

"সেই বৃষ্টিপ্রদ, নিত্য-তরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কোন্ স্তোতা তাঁহাকে স্তুতি করে?"

ভাষ্যেও এই ভাব। এ প্রকার ব্যাখ্যার মনে হয়,—শত্রু-পক্ষের কেহ যেন ইন্দ্রের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক এই বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু তাহাই কি মন্ত্রের লক্ষ্য?

নবমং সাম।

১ ২৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ হ্বরে গিরীণাং সঙ্গমে চ নদীনাং।
৩ ১ ১ ২র
ধিয়া বিপ্রো অজায়ত॥ ৯॥

• • •

গেয়-গানং।

১ ২ ১ — ১ ২র ১ — ১
১। উপহ্বরাই। গিরা ২ ইণাম্। সঙ্গামে চা। নদা ২ ইনাম্।
২ ১ ২ ১ ২
ধিয়া বিপ্রো। অজায়তা। অযাম্। অযা ৩ ১ উ।
২ ৫
বা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা॥ ৯॥

• • •

২ ২A ৩ ৫ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ২A ৩ ৫ ২ র
২। ইদামী ২ ৩ ৪ দাং। ইদামিদকং। ইদামী ২ ৪ দাং। উপহ্বরেগী
১ ২A ৩২A ৩ ৫ ২১ ২৩২ ৩২A ৩ ৫
৩ রাইণাং। ইদামী ২ ৩ ৪ দাং। ইদামিদকং। ইদামী ২ ৩ ৪ দাং।
২ র ১ ২A ৩২A ৩ ৫ ২১A ২৩২
সঙ্গমেচনা ৩ দাই নাং। ইদামী ২ ৩ ৪ দাং। ইদামিদকং।
৩২A ৩ ৫ ২ র র ১ ২A
ইদামী ২ ৩ ৪ দাং। ধিয়াবিপ্রো আ ৩ জায়াতা।
৩ ২A ১র ২ ১র
ইদামা ৫ ইদা ৬ ৫ ৬ ম্। গোষ্পদে পৃট্॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরীণাং' (পাষাণসদৃশানাং অতিকঠোরস্বভাবানাং হৃদয়ানাং) 'উপ হ্বরে চ' (গহ্বরে, মধ্যে অপি) 'নদীনাং' (সত্ত্বভাবানাং, ভক্তিপ্রবাহাণাং) 'সঙ্গমে' (মিলনে) 'ধিয়া' (প্রজ্ঞয়া, বিজ্ঞানসম্প্রাতেন ইতি যাবৎ) 'বিপ্রঃ' (মেধাবী, জ্ঞানময়ো ভগবান্) 'অজায়তঃ' (আবির্ভবতি)। 'অতিবিশুষ্কঃ পাষাণসদৃশো হৃদয়োঽপি ভক্তিপ্রবাহেণ আর্দ্রীভূত্বা জ্ঞানময়ং স্বাবস্থং প্রাপ্নোতি'—ইতি ভাবঃ। (২অ—৩খ—৩দ—৯সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পাষাণসদৃশ অতি কঠোরস্বভাব হৃদয়ের মধ্যেও, সত্ত্বভাবের (ভক্তিপ্রবাহের) মিলনে, প্রজ্ঞার দ্বারা (জ্ঞানোৎপত্তির সহিত) জ্ঞানময় ভগবান্ আবির্ভূত হন। (ভাব এই যে,—'অতিবিশুদ্ধ পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ও ভক্তিপ্রবাহের দ্বারা আর্দ্র হইয়া জ্ঞানময় ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।') (২অ—৩খ—৩দ—৯সা)॥

•.•

সায়ণভাষ্যং।—অথ নবমী। বৎস ঋষিঃ। 'গিরীণাং' পর্ব্বতানাং 'উপহ্বরে' উপহ্বর্ত্তব্যে প্রান্তে 'নদীনাং' সরিতাং 'সঙ্গমে' সঙ্গমনে চ ঈদৃগ্বিধে দেশে ক্রিয়মাণয়া 'ধিয়া' স্তুত্যা 'বিপ্রঃ' মেধাবী ইন্দ্রঃ 'অজায়ত' প্রাদুর্ভবতি, স্তুতিং শ্রোতুমিতি শেষঃ। গিরীণামিত্যত্র 'নামন্যতরস্যাং' (৬।১।১৭৭) ইতি নাম উদাত্তত্বং। 'সঙ্গমে' 'সঙ্গথে' চ ইতি পাঠৌ। (২অ—৩খ—৩দ—৯সা)।

•.•

নবম (১৪৩) সামের মর্ম্মার্থ

——:•:——

এইবার পূর্ব্বমন্ত্রের প্রশ্নের বিষয় অনুস্মরণ করুন। ভগবান্ কোথায় আছেন? কোন্ স্তোতা তাঁহার পূজা করেন? অর্থাৎ, কে তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনে সমর্থ হন? দেখুন—এখানে এক কথায় কেমন তাহার উত্তর প্রকটিত রহিয়াছে!

তুমি অতি-পাপী—ঘোর পাষণ্ড। পুনঃ পুনঃ পাপ-চিন্তায়—অবিরল কলুষ-কল্পনায়—তোমার হৃদয় পাষাণ হইয়া আছে। তুমি আবার দেবতার সন্ধান পাইবে কি? তুমি তাই দেবতার সন্ধান পাইতেছ না,—ভগবান্ বিশ্বব্যাপী হইয়াও তোমার চক্ষে তাই প্রতিভাত হইতেছেন না। পূর্ব্বে কখনও তাঁহার সন্ধান লও নাই,—তাঁহার সন্ধান লওয়ার আবশ্যকও বোধ কর নাই। সুতরাং তাঁহাকে দেখিতেও পাও নাই।

এখন হঠাৎ যেন তোমার চমক ভাঙ্গিয়াছে,—একবার যেন এখন তাঁহার বিষয় তোমার মনে পড়িয়াছে। তাই তুমি তাঁহার একবার সন্ধান লইতেছ। অথচ, তিনি সম্মুখে সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ থাকিতেও তাঁহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িতেছে না। তুমি আপনাকেই আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছ—'কৈ তিনি?—কোথায় তিনি?—কৈ, কে তাঁহার পূজা করিতেছে!' কিন্তু অমনই—এমনই মহিমা তাঁহার—এমনই দয়াল তিনি—আর স্থির থাকিতে পারিলেন না!' অনুস্মরণেই তাঁহার আসন টলিয়াছে! শাস্ত্রে যে আছে—'হেলায় শ্রদ্ধায় যে জন ভগবানের নাম লয় অথবা তাঁহার বিষয় স্মরণ করে, ভগবান্ তাহার প্রতিও কৃপা প্রদর্শন করেন';—এখানে এ যেন সেই দৃষ্টান্তই প্রকটিত দেখি। যেই মনে হইয়াছে—'কোথায় তিনি'; অমনই তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি

দেখাইতেছেন,—'এই দেখ, আমি তোমার নিকটেই আছি; এই দেখ, এই আমি এই তোমার মধ্যেই আবির্ভূত রহিয়াছি।' সঙ্গে সঙ্গে অমনই বুঝাইতেছেন,—'তুমি দেখিতে পাইতেছ না? তোমার পাষাণসদৃশ বিশুষ্কহৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার কর দেখি! পাপের আলয়োলায় চক্ষু ঝলসিয়া আছে; তাই দেখিতে পাইতেছ না। একটু ভক্তিরসে হৃদয়টাকে আর্দ্র করিয়া দেখ দেখি! তাহা হইলে, এখনই দেখিতে পাইবে,—সেই বুষত সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ভগবান্ তোমাতেই বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। একবার চাহিয়া দেখিতেছ না—চিরকাল উপেক্ষায় অবহেলা করিয়া আসিয়াছ; দেখিতে পাইবে কি প্রকারে?—শুভফল পাইবেই বা কি প্রকারে?'

এইরূপ ভাব-প্রবাহের মধ্য দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে, পূর্ব্ব-মন্ত্রের প্রশ্নের সহিত এই মন্ত্রের উত্তরের এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আমরা সেই ভাবেই এই মন্ত্রদ্বয়ের সঙ্গতির বিষয় সিদ্ধান্ত করি। এইরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই দুই মন্ত্রের অবতারণা—এ যেন ভগবানের এক অলৌকিক অনুপ্রেরণা।

আমরা তো মন্ত্রে এই ভাব এই অর্থ গ্রহণ করিলাম! কিন্তু ভাষ্যের ভাব অন্যরূপ। ভাষ্যার্থে প্রকাশ,—'পর্ব্বতের প্রান্তে ও নদীসমূহের সঙ্গমে—এবংবিধ প্রদেশের স্তুতি-মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রদেব প্রাদুর্ভূত হন; অর্থাৎ স্তোত্র শুনিবার জন্য ঐরূপ স্থানে আসেন।' এ পর্য্যন্ত যত ব্যাখ্যা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই ভাবের অনুসৃতি। যাহা হউক, আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন। * (২অ—৩খ—৩দ—৯সা)॥

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের অষ্টাবিংশতিতম ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, চতুর্দ্দশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটীর নাম—"শাক্ত্য সামনী।"

২। এই সামের "গিরীণাং" পদের অর্থে বিবরণ-কার "মেঘানাং" প্রতিবাক্য গ্রহণ করেন। "গিরিরিতি মেঘনামসু দশমং" (নিরুক্ত ১।১০)। "ধিয়া" পদের "প্রজ্ঞয়া" অর্থ বিবরণ-কারও গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে মন্ত্রটীর অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"যত্র প্রদেশে বহবো মেঘাঃ, যত্র বহূদকং, তত্র তেষাং চোদকস্য পানার্থং" ইত্যাদি। অর্থাৎ, সেই স্থানে জলপান জন্য ইন্দ্র আবির্ভূত হন—এই ভাব। "ধীরিতি প্রজ্ঞানামসু" (নি° ৩।৬) এবং "বিপ্র ইতি মেধাবিনামসু" (নি° ১।১৪) নিরুক্তে লিখিত আছে "অজায়ত" পদ-বিষয়ে "কালসামান্যে প্রত্যয়" (১।৪।৬); এবং "বিপ্রো অজায়ত" এস্থলে "প্রকৃতিভাবোঽব্যপরে ইতি" (৬।১।১৫) বিধি হইয়াছে।

৩। একটী বঙ্গানুবাদে আবার প্রকাশ,—"পর্ব্বতগণের প্রান্তদেশে নদীসকলে সঙ্গমস্থলে যজ্ঞক্রিয়া করিলে মেধাবী ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।"

দশমং সাম।

২　৩ ১ ২　৩ ১র　২র　৩　১ ২　৩ ২
প্র সম্রাজঞ্চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ।
১ ২　৩ ২ ৩　২
নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠং ॥ ১০ ॥

গেয়-গানং।

৫ র　১ - ১ -　১ -　১
১। প্রসম্রাজাং। চার্ষা ২ ণাইনা ২ম্। আইন্দ্রা ২ং। স্তোতা ২ ৩।
১ ∧ ৩　২র　১ - ১
নব্যা ২ ঙ্গা ২ ৩ ৪ ইর্ভীঃ। নারা ২ মার্ষা ২ ৩।
৪ ৫ ৪ ৫
হস্মোবা। হা ৫ ইষ্ঠো ৬ হাই ॥ ১০ ॥

৪ ৫ র ৪　১ ২ ২　১　২ ২
২। প্রসম্রজোহাই। চার্ষাণী ৩ নাং। আইন্দ্রাং স্তো ৩ তা ৩।
১ ∧ ৩　৫　৩ ২ ∧　৩ ৫ র ৩ ২
নব্যা ২ ঙ্গা ২ ৩ ৪ ইর্ভীঃ। নারমীই। নৃষাহমী ৩ ই।
৪　৩
মংহা ৫ ইষ্ঠাং। হো ৫ ইই। ডা ॥ ১০ ॥

৩ ৫ ৩র ৪ ৫　৩ ২ ∧　৫　২ ১　২ ২
৩। প্রসাত্রজঞ্চ। ষণা ৩ ২ ৩ ৪ ইনাং। ইন্দ্রাংস্তো ৩ তা ৩।
১ ∧ ৩　৫　৪ ৫　৫ র ৫ ৫
নব্যা ২ ঙ্গা ২ ৩ ৪ ইর্ভীঃ। নরং নৃষাহস্মা ৫ ং হি।
৫　৩ ১ ১ ১ ১
আ ৬ হা উবা ষ্ঠা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ১০ ॥

৪ ৫ ৪র ৫　র ৫র　৫　র র ৪　৫
৪। প্রসম্রাজঞ্চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতান। ব্যঙ্গা ৬ ইর্ভীঃ।
১ র র　২　৫ ৪ ৫ ৪
ইন্দ্রং স্তোতানব্যঙ্গা ২ ৩ ইর্ভী ৩৪ঃ। নরমৃষাহং। মা ৫ ং
৪ ২ ৫ ণ্র　১ ∧ ৩　৫ র
হিষ্ঠাং। সহমৈহে ৩ হো ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
২　১ ১ ১ ১ ১
মংহী ৩ ষ্ঠা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'চর্ষণীনাং' (সাধকানাং মধ্যে) 'সম্রাজং' (সম্যগ্ রাজমানং) 'নব্যং' (চিরনূতনং) 'নরং' (নেতারং, নেতৃস্থানীয়ং) 'নৃবাহং' (শত্রুবিমর্দ্দকং) 'মংহিষ্ঠং' (দাতৃতমং, শ্রেষ্ঠদানশীলং) 'ইন্দ্রং' (তং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ, বেদমন্ত্রৈরিতি যাবৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্র স্তোত' (প্রকৃষ্টরূপেণ আরাধয়ত)। অয়ং ভাবঃ—'হে জীব! সাধকানাং পদাঙ্কানুসারী ভব; তেন ভগবদনুকম্পাং প্রাপ্স্যসি।' (২অ—৩খ—৩দ—১০সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, সেই সাধকগণের মধ্যে সম্যক্ বিরাজমান্, চির-নবীন, নেতৃস্থানীয়, শত্রুবিমর্দ্দক, শ্রেষ্ঠদানশীল, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে বেদ মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃষ্টরূপে আরাধনা কর। (ভাব এই যে,—'হে জীব! সাধকগণের পদাঙ্কানুসারী হও; তদ্দ্বারাই ভগবদনুকম্পা প্রাপ্ত হইবে।') ॥ (২অ—৩খ—৩দ—১০সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। ইরিমিঠিঋষিঃ। 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যানাং "সম্রাজং" সম্যগ্ রাজমানং যদ্বা মনুষ্যাণামধীশ্বরং 'ইন্দ্রং' হে স্তোতারঃ! 'স্তোত' প্রকর্ষেণ স্তুত। কীদৃশং? 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ 'নব্যং' স্তুত্যং 'নরং' নেতারং 'নৃবাহং' নৄণাং শত্রু-মনুষ্যাণাং অভিভবিতারং 'মংহিষ্ঠং' দাতৃতমং ॥ (২অ—৩খ—৩দ—১০সা) ॥

ইতি সায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ১০ ॥

• • •

দশম (১৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡•‡——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী যেন স্তোতৃগণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋত্বিক্ বা পুরোহিত যেন স্তোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই ইন্দ্রের প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর।' এই বলিয়া, সেই ইন্দ্র যে কেমন—তাহার একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি 'চর্ষণীনাং সম্রাজং' অর্থাৎ মনুষ্যগণের (কাহারও বা মতে—কৃষকগণের) মধ্যে সম্যগ্ রাজমান্ অথবা তিনি মনুষ্যগণের অধীশ্বর; তিনি 'গীর্ভিঃ নব্যং' অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা স্তুত্য অথবা নবীনত্ব-সম্পন্ন; তিনি 'নরং' অর্থাৎ নেতা; তিনি 'নৃবাহং' অর্থাৎ শত্রু-মনুষ্যগণের অভিভবকারী; এবং মংহিষ্ঠ অর্থাৎ দাতৃশ্রেষ্ঠ।

আমরাও প্রায় ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তবে 'চর্ষণীনাং' পদে আমরা সাধারণ মনুষ্য-গণের বা কৃষকগণের অর্থ কখনই গ্রহণ করি নাই। ঐ পদে সাধকগণকেই বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয় বহু স্থলে প্রতিপন্ন করিয়াছি। ভগবান্ যে সম্যক্ 'রাজমান্' বা প্রকাশমান্ হয়েন, সে কোথায়? সাধকগণের মধ্যেই যে তাঁহার বিকাশ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। "চর্ষণীনাং সম্রাজং" পদদ্বয়ে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। তার পর "গীর্ভিঃ নব্যং" পদের অর্থ যে ভাবে সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে ভগবানের মহিমা যেন খর্ব্ব করা হয়। ঐ পদদ্বয়ের সাধারণ ভাব এই যে, ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) তাঁহার স্তুতির দ্বারাই যেন নবীনত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে, তাঁহার ভক্তগণই যেন তাঁহাকে বাড়াইয়া থাকেন। সংসারে সাধারণ মনুষ্য-সম্পর্কে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির যত অধিক স্তাবক জুটিয়া যায়, যত অধিক প্রশংসাবাদ কীর্ত্তিত হইতে থাকে, সেই তত অভিনবত্ব-সম্পন্ন গৌরবান্বিত হইয়া পড়ে। এখানে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ভগবানের প্রতিও সেইভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়। কিন্তু সে অর্থ আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। আমরা বলি, 'নব্যং' পদে তিনি যে চির-নূতন, তাহাই ব্যক্ত হইতেছে; আর, "গীর্ভিঃ" পদ "প্র স্তোত" পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ভগবানের আরাধনা বা স্তব আমরা কি প্রকারে সম্পন্ন করি? সে কি বেদ-মন্ত্রাদির দ্বারা নহে? "গীর্ভিঃ" পদ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। অন্যান্য পদ-বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, কালবিশেষে স্তোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছিল, আমরা তাহা স্বীকার করি না। আমাদিগের মতে, এই মন্ত্রের সম্বোধনে মনোবৃত্তিসমূহকে বা আত্মাকে আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে,—"তোমরা আর উদাসীন থাকিও না; যদি শ্রেয়ঃ চাও, অবিলম্বে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের পূজায় নিরত হও।" এ আত্মোদ্বোধনা—মানুষের নিত্য-কর্ত্তব্য; চিরকাল সকলেই এই মন্ত্রে আপনাকে ভগবদা-রাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।০ (২অ—৩খ—৩অ—১০সা)।

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশতিতম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় গেয়-গানের নাম—"বার্ষহরে", এবং তৃতীয় ও চতুর্থ গেয়-গানের নাম—"কুৎসস্য প্রস্তীকৌ।" এই ঋগ্‌তিতে ছন্দ-আর্চ্চিকের দ্বিতীয়াংশের অর্দ্ধ-প্রপাঠক সমাপ্ত, এবং ইহার গেয়-গানে গ্রামে গেয়-গানের চতুর্থার্দ্ধ-প্রপাঠক পরিসমাপ্ত।

২। নিরুক্তে মনুষ্যনামের দশম পর্য্যায়ে (নি০ ২।৩) 'চর্ষণী' শব্দ দৃষ্ট হয়। 'রাজতে' ইতি জলতি-কর্ম্মসু (নি০ ২।১৫) এবং 'রাজতি' ইতি ঐশ্বর্য্যকর্ম্মসু (নি০ ৩।২২) নিরুক্তে পাঠ আছে। "প্র স্তোত" পদ-বিষয়ে বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত করেন,—"গুণভাবোবাহুলকাৎ। দ্ব্যচো দীর্ঘো হ্যচোঽতস্তিঙ (৬।৩।১৩৫) ইতি।" মন্ত্রের 'নব্যং' পদে কেহ বা "নবতরং"

বেদ-মন্ত্রের পর্য্যায়-বিভাগ।

(তৃতীয়া দশতির পরিশিষ্ট।)

আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি,—বেদ-মন্ত্রসমূহকে ত্রিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি মন্ত্র—(১) ভগবন্মহিমা-জ্ঞাপক (নিত্যসত্য-তত্ত্বপ্রকাশক) ; কতকগুলি মন্ত্র—(২) প্রার্থনা-মূলক (ভগবানের নিকট প্রার্থনা-পরিজ্ঞাপক ; আর কতকগুলি মন্ত্র—(৩) আত্মোদ্বোধনা-মূলক (ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ-সঙ্কল্পসূচক)। সকল বেদ-মন্ত্রই এই তিন পর্য্যায়ের মধ্যে পড়িতে পারে। ইহাই আমাদিগের অভিমত।

এই দশতির অন্তর্গত ষষ্ঠ সাম-মন্ত্রটীর ভাষ্য-প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য্য ঐ মন্ত্রটীকে "পরোক্ষকৃত" মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐ নির্দ্দেশ নিঘণ্টু-নিরুক্ত-মতের অনুসারী। নিঘণ্টু-নিরুক্তেও বেদ-মন্ত্রসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তবে সে বিভাগে ও আমাদিগের কৃত বিভাগে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। সুতরাং এস্থলে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

বেদ-মন্ত্রের ত্রিবিধ বিভাগ-বিষয়ে নিঘণ্টু-নিরুক্তের উক্তি ; যথা ;—

"তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ।"

নিঘণ্টু (৫।১) ভাষ্যে নিরুক্তে দৈবতকাণ্ডং। (৭।১।৫)॥

অর্থাৎ,—ঋক্ ত্রিবিধা—পরোক্ষকৃতা, প্রত্যক্ষকৃতা ও আধ্যাত্মিকা।

"তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্ব্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথম পুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য।" প্রথম-

---

প্রতিবাক্য গ্রহণ করেন "ইন্দ্র নযে নৌতে রূপং। নৌতীতি অর্চ্চতি-কর্ম্মসু অষ্টাদশং (নি° ৩।২৪)"। বিবরণকার 'নরং' পদে "নরাকারং" প্রতিবাক্য গ্রহণ করেন ; তাহাতে ইন্দ্র মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পড়েন। "নৃষাহং" পদ-বিষয়ে উক্ত হয়,— "ছন্দসি সহঃ (৩।২।৬৩) ইতি ণ্বৌ 'পূর্ব্বপদাৎ (৮।৩।১০৬) ইতি ষত্বে রূপমিদং।" মন্ত্রের 'মংহিষ্ঠং' পদের বিষয়ে,—"মহত-ইতি দানকর্ম্মসু অষ্টাং। তস্য তৃচি, 'তুশ্ছন্দসি (৫।৩।৫৯) ইতীষ্ঠনি রূপং।"

৩। অধ্যায়, খণ্ড ও দশতি প্রভৃতি বিভাগ-বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থে বিভিন্নরূপ পদ্ধতি দেখা যায়। এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত (সামশ্রমী মহাশয়ের সংস্করণে) এই সাম-মন্ত্রে তৃতীয় খণ্ডের 'পঞ্চম দশতি' শেষ হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম প্রদেশের প্রচলিত গ্রন্থে এখানে তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় দশতি শেষ হইল। প্রথমোক্ত মতে আগ্নেয়-পর্ব্বের অন্তর্গত একাদশ দশতি (৯৭ সাম) হইতে প্রথম দশতি আরম্ভ হইতেছে। তাহার পূর্ব্বের মন্ত্রে ছন্দ-আর্চ্চিকের প্রথম প্রপাঠক শেষ হয়।

পুরুষের বিভক্তি প্রভৃতি যে ঋকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই পরোক্ষকৃতা ঋক্। এ বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্রো ইৎপর্ব্বতানাং।

ইন্দ্রো বৃধামিন্দ্র ইম্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ।"

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ম—৮৯সূ—১০ঋ (৮অ—৪অ—১৫ব)।

ইহার একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"কি স্বর্গ, কি পৃথিবী, কি জল, কি পর্ব্বত, সকলেরই উপর ইন্দ্রের আধিপত্য আছে। প্রবল ব্যক্তি ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের উপর ইন্দ্রের আধিপত্য। কি নূতন বস্তু লাভ করিবার সময়, কি লব্ধ বস্তু রক্ষা করিবার সময়, সকল অবসরেই ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতে হয়।"

এই মন্ত্রে কর্ত্তা ও ক্রিয়া-পদ প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে সাধারণ-ভাবে ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। নিঘণ্টু-নিরুক্তের মতে, এই প্রকার ঋঙ্মন্ত্রকে পরোক্ষ-কৃত মন্ত্র কহে। এরূপ পর্য্যায়ের মন্ত্রকে আমরা ভগবন্মহিমা-প্রকাশক নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক মন্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। ভাষ্যকারের মত এই যে, আলোচ্য তৃতীয়া ঋগতির নবম সাম-মন্ত্রটি ("বোধন্মনা ইদস্তু" ইত্যাদি মন্ত্রটি) উক্ত পরোক্ষকৃত মন্ত্র-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। পরোক্ষকৃতা ঋকের উদাহরণে আরও কয়েক শ্রেণীর ঋক্ নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, দেবতা যেখানে প্রত্যক্ষীভূতা নহেন, অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে যেখানে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে বা কাহাকেও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলা হইতেছে, তাহাই পরোক্ষকৃতা ঋক্।

প্রত্যক্ষকৃতাঃ ঋক্ সেই সকল—যে সকল ঋকে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। এ পক্ষে যেখানে মধ্যম পুরুষের বিভক্তি প্রভৃতি প্রযুক্ত, তাহাই প্রত্যক্ষকৃতা ঋক্। সূত্র, যথা,—"অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষযোগাস্বমিতি চৈতেন সর্ব্বনাম্না।" তাহারও একটী উদাহরণ নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা;—

"ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ।

ত্বং বৃষন্ বৃষেদসি।"

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ম—১৫৩সূ—২ঋ (৮অ—৮অ—১১ব)।

এই ঋকের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এই; যথা,—"হে ইন্দ্র! তুমি বলবীর্য্য ও তেজঃ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অর্থাৎ ঐ গুলিই তোমার উপাদান। হে বর্দ্ধনকারী! তুমিই অভিলাষ-পূরণ-কর্ত্তা।"

সামবেদের এই ঐন্দ্রপর্ব্বেরই প্রথম দশতির ষষ্ঠ সাম-মধ্যে (২৫-২৮ পৃষ্ঠায়) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি আমরা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের সকল ভাবই সেখানে বোধগম্য হইবে।

এখানে ভগবান্ যেন প্রত্যক্ষীকৃত। এখানে যেন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করা হইয়াছে। নিরুক্ত-মতে এই প্রকার মন্ত্রসকল প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের পর্য্যায়-ভুক্ত। আমরা এ সকল মন্ত্রকে প্রার্থনামূলক মন্ত্র-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি।

তৃতীয় শ্রেণীর আর এক প্রকার মন্ত্র আছে—নিরুক্তকার সে সকল মন্ত্রকে আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সে মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ উত্তম পুরুষে প্রযুক্ত। সূত্র; যথা,—"অথাধ্যাত্মিক্য উত্তমপুরুষযোগা অহমিতি চৈতন সর্ব্বনাম্না।" তাহার দৃষ্টান্ত; যথা,—

অহং ভুবং বস্থনঃ পূর্ব্ব্যস্পতিরহং
ধনানি সঞ্জয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽহং
দাশুষে বিভজামি ভোজনম্।"

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ম—৪৮সূ—১ঋ (৮অ—১অ—৫ব)।

এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা.—"(ইন্দ্র কহিতেছেন) আমি সম্পত্তি-সমূহের প্রধান অধীশ্বর হইয়াছি। আমি চিরকালই সকল সম্পত্তি জয় করিয়া লই। প্রাণিগণ পিতার ন্যায় আমাকে ডাকিয়া থাকে। যে দাতা, আমি তাহাকে ভোগের সামগ্রী দিয়া থাকি।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা উপাখ্যান সংযোজিত হয়। সে উপাখ্যান এই যে, বৈকুণ্ঠনাম্নী এক অসুরীর উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ইন্দ্রের নাম হয়—বৈকুণ্ঠ। ইন্দ্র যেন তখন আত্ম-খ্যাপন-ব্যপদেশে এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্র 'সোঽহং' ভাব-দ্যোতক। ভগবান্ অথবা ভগবত্ত্ব-প্রাপ্ত সাধক এই ভাবের এ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকারী। আত্মখ্যাপনমূলক সুতরাং আধ্যাত্মিক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এ সকল মন্ত্র নিরুক্তে অভিহিত হইয়াছে। আমাদিগের বিভাগ-অনুসারে এই শ্রেণীর মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক মন্ত্র-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। পক্ষান্তরে এতাদৃশ মন্ত্রকে ভগবন্মহিমা-প্রখ্যাপক মন্ত্রও বলা যায়। এতদ্বিষয়ের আর আর আলোচনা নিঘণ্টু-নিরুক্তের সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে আমাদিগের অপরাপর বক্তব্য—স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্র পর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
চতুর্থঃ খণ্ডঃ। চতুর্থী দশতি।

চতুর্থী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপাদু শিপ্র্যন্ধসঃ সুদক্ষস্য প্র হোষিণঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দোরিন্দ্রো যবাশিরঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১ ২ র ১
১। অপাদুপী। প্রিয়ন্ধসাঃ। সুদক্ষা ২ ৩ স্যা। প্রহোষিণঃ।
র ২ ১র ২ র ১ ^
ইন্দোরা ২ ৩ ইন্দ্রাঃ। যবাশা ২ ৩ ইরাঃ। ঐ। হিয়া ২ ই।
৩২ ৫র র ২ ১২ ১ ১ ১ ১
হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫॥ ১॥

২। অপাদূ ৩ শিপ্রিয়ন্ধসাঃ। সুদক্ষস্য প্রহোষিণাঃ। ইন্দো ২। হো ২। হুবা ২ ৩ ই। আ ৩ ৪ ইন্দ্রো। যবাশাইরাঃ। ঐ। হা ২ এ ২ ৩। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিপ্রী' (শ্রেষ্ঠশিরস্ত্রাণশোভিতঃ, সর্ব্বেষাং অধিপতি ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'প্র হোষিণঃ' (প্রকৃষ্টরূপেণ হবির্দ্দানপরায়ণস্য, সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'সুদক্ষস্য' (সৎকর্ম্মসাধনদক্ষতাসম্পন্নস্য জনস্য সাধকস্য বা) 'উ' (উৎসর্গীকৃতং, প্রদত্তোপহারং) 'ইন্দোঃ' (অমৃতস্য স্বরূপং, সুধোপমং) 'যবাশিরঃ' (শ্রেষ্ঠখাদ্যং) 'অন্ধসঃ' (ভক্তিরূপং অন্নং, শুদ্ধসত্বং বা) 'অপাৎ' (পিবতি, গৃহ্লাতি)। 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নানাং সাধকানাং হৃদিস্থিতাং ভক্তিসুধামেব ভগবান্ সাদরেণ গৃহ্লাতি'—ইতি ভাবঃ। (২অ—৪খ—৪দ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠশিরস্ত্রাণশোভিত (বিশ্বের অধিপতি) ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্ম্মকারী সুদক্ষ সাধকের উপহার-প্রদত্ত অমৃতোপম শ্রেষ্ঠখাদ্য শুদ্ধসত্বকে (ভক্তিসুধাকে) গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মসম্পন্ন সাধকগণের হৃদিস্থিত ভক্তিসুধাকেই ভগবান আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন।') ॥ (২অ—৪খ—৪দ—১সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ প্রথমা। শ্রুতকক্ষঋষিঃ। 'শিপ্রী' (শিপ্রে হনু নাসিকে বা) শোভনহনুঃ (যদ্বা শিপ্রাঃ শীর্ষণ্যাঃ, সুশিরস্ত্রাণঃ) সঃ 'ইন্দ্রঃ' এব 'প্রহোষিণঃ' প্রকর্ষেণ দেবান্ হবির্ভির্জুহ্বতঃ 'সুদক্ষস্য' এতন্নামকস্য ঋষেঃ সম্বন্ধি 'যবাশিরঃ' (শ্রীঞ পাকে—ক্র্যা০ উ০—আঙ্পূর্ব্বকস্য 'অপস্পৃধেথামানৃচুঃ' ইত্যাদিনা ধাতোঃ শিরাদেশঃ) যবৈরামিশ্রিতং যবৈঃ সহ পক্বং 'ইন্দোঃ' সর্ব্বত্র পাত্রেষু ক্ষরতঃ 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণমন্নং 'অপাৎ' অপিবৎ। যদ্বা সোমস্য ভাগং ইন্দ্রার্থং পরিকল্পিতং সোমাংশং অপিবৎ। 'উ' ইত্যবধারণে ॥ ২ ॥

প্রথম (১৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র যেমন অলৌকিক, ভাষ্য-ব্যাখ্যাদিও সেইরূপ অলৌকিক ও কৌতুকপ্রদ?

ভাষ্যের এবং প্রচলিত অর্থ-সমূহের ভাব এই যে,—'ইন্দ্রদেবের সুন্দর হনু বা চোয়াল আছে অথবা তিনি সুন্দর শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী) পরিয়া ছিলেন; আর, হবিরর্পণ-কারী সুদক্ষ-নামক ঋষি যবের সহিত মিশ্রিত বা পাক করিয়া যে তরল সোমরসরূপ অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পান করিয়াছিলেন।' ফলতঃ, মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিয়া আসিয়া ইন্দ্রদেব যবমণ্ডমিশ্রিত সোমরস মাদক-দ্রব্য পান করিতেছিলেন—ইহাই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ।

বঙ্গদেশের কোনও ভাষ্যকার যদি এই দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের ভাষ্য লিখিতেন, তাহা হইলে যবমণ্ডের কথা না লিখিয়া তিনি হয় তো "ধান্যেশ্বরীর" কথাই লিখিয়া যাইতেন! পশ্চিম-প্রদেশে যবের দ্বারা (ছাতুর দ্বারা) 'পিণ্ড' পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যবের সহিত পাক করা সোমরস মাদক-দ্রব্য যে ইন্দ্রকে পান করাইতে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? আমাদিগের পরমপূজ্য বেদ-মন্ত্রের এইরূপ বিসদৃশ ব্যাখ্যা দেখিয়া, প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে; তাই সময় সময় দুই একটী তীব্র কথা বাহির হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, এখন আমরা এই মন্ত্রে যে অর্থ যে ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, তৎপক্ষের দুই একটী যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি। সে পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি করা আবশ্যক। প্রথম—'শিপ্রী' পদ। ঐ পদে ভাষ্যের এক প্রতিবাক্য দেখি—'সুশিরস্ত্রাণ'। ঐ প্রতিবাক্য হইতেই প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হয়। রাজার বা সম্রাটের যে শিরস্ত্রাণ, তাহাই 'সু' বা 'শ্রেষ্ঠ' অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারে। সেই লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে "শ্রেষ্ঠশিরস্ত্রাণশোভিতঃ বা সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ" ইত্যাদি পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'ইন্দ্রঃ' পদে কি লক্ষ্য আসে, পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "শিপ্রী" পদের অর্থ গ্রহণ করিলে, কখনই বিচলিত হইতে হয় না। মন্ত্রের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—"প্র হোষিণঃ"। উহার সাধারণ অর্থ,—যিনি প্রকৃষ্টরূপে হবির্দ্দান করেন, যিনি সদাকাল হোমকার্য্যে ব্রতী আছেন। তাহা হইতেই ঐ পদে "সৎকর্ম্মপরায়ণ" জনের প্রতি লক্ষ্য আসে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে "সৎকর্ম্মকারিণঃ" পদ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের আলোচ্য তৃতীয় পদ—"সুদক্ষস্য"। অকারণ কেন এক ঋষির সম্বন্ধ-কল্পনা করা যায়? সহজসাধ্য সর্ব্বদা-ব্যবহৃত 'সুদক্ষ' শব্দ। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কেন ঐ পদে ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ খ্যাপন করি? ফলতঃ, ঐ পদে সৎকর্ম্মসম্পাদনে যাঁহার দক্ষতা আছে, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে—প্রতিপন্ন হয়। তাই আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে "সৎকর্ম্মসাধনদক্ষতাসম্পন্নস্য জনস্য সাধকস্য বা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উত' পদটীকে কেন উপেক্ষা করিব? ঐ পদে 'উপহার-প্রদত্ত' বা 'উৎসর্গীকৃত'

অর্থ আনিলেই সুষ্ঠু ভাব ব্যক্ত হয়। 'সুদক্ষস্য' পদের সঙ্গে যে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, 'উ' পদের প্রতিবাক্যেই তাহা নির্দিষ্ট হউক না কেন। সেই পথই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এখন অবশিষ্ট রহিল—এক জাতীয় তিনটী পদ—'ইন্দোঃ', 'যবাশিরঃ' ও 'অন্ধসঃ' এবং ক্রিয়া-পদটী। 'ইন্দু'-শব্দে যে অমৃতকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে 'ইন্দোঃ' পদে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় ধরিয়াছেন। আমরাও কতকটা তদনুবর্ত্তী হইয়াছি। তবে তিনি সোমরস বুঝাইবার জন্য যে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছি। আমরা ঐ পদে "অমৃতস্য স্বরূপং" অথবা "সুধোপমং" প্রতিবাক্যই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। 'যবাশিরঃ' পদটীর দ্বিবিধ প্রকারে অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়। উহার ভাব—শ্রেষ্ঠখাদ্য; অর্থাৎ, ভগবানকে প্রদানের উপযোগী যাহার অধিক 'শির' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ খাদ্য আর নাই। এখন বুঝুন—সে খাদ্য কি? না—"অন্ধসঃ"। ঐ পদে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে বুঝায়, ভক্তিকে বুঝায়, পূর্ব্বে তদ্বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। তার পর যে "অপাৎ" ক্রিয়াপদ আছে, উহাতে 'পান করেন' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদকে 'লঙ্' বিভক্তির প্রথম পুরুষের পদ বলিয়াই স্বীকার করুন, আর 'লট্' বিভক্তির প্রথম পুরুষের পদ বলিয়া গ্রহণ করুন;—মর্ম্মার্থ উভয়ত্রই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়ায়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। ভগবানের পূজায় কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়? সে কি সেই অমৃতোপম শুদ্ধসত্ত্বভাব বা ভক্তি নহে? মন্ত্র সেই বাণীই ঘোষণা করিতেছেন। মন্ত্র বলিতেছেন,— 'জীব! সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্যসম্পন্ন হও; হৃদয়ে সত্ত্বভাবের—ভক্তি-সুধার সঞ্চার কর; ভগবান্ আদর করিয়া তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন।' * (২অ—৪খ—৪দ—১সা)॥

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' অষ্টম-মণ্ডলের ৯২ম সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার দুইটী গেয়-গানের প্রবর্ত্তক-বিষয়ে লিখিত আছে,—"ঔপগবে, সৌশ্রবসে বা অথমথে বা মধ্যাথে বা সৌমিত্রে বা শৈখণ্ডিনে বা।"

২। মন্ত্রের "সুদক্ষস্য" পদে বিবরণ-কারও সুদক্ষ-নামক ঋষির বিষয় স্বীকার করেন নাই। ঐ পদে তাঁহার অর্থ—"সুষ্ঠু উৎসাহিতস্য।" তবে "অন্ধসঃ" পদে তিনি "সোমস্য" প্রতিবাক্যই লিখিয়া গিয়াছেন। "যবাশিরঃ" পদ-বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য; যথা,—"যব শব্দেনাত্র যববিকারাঃ সক্তব উচ্যন্তে, তৈর্মিশ্রণং যস্য স যবাশিরঃ। প্রথমা চ ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যা। যবমিশ্রিতস্যেত্যর্থঃ। মন্ত্রী চ নাম গ্রহঃ স সক্তুভির্দ্দ্রূয়তে—'মন্থিনং শক্তুভিরিতি বচনান্তরমবেক্ষিত্বৈতদুচ্যতে যবাশিরঃ' ইতি।"

৩। "শিগ্রী" পদ-বিষয়ে এই প্রকার আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা,—"প্রশস্তে শিগ্রে যস্য—সুশিগ্রী। ইত্যেতৎ ষষ্ঠাধ্যায়ীয় যাস্কবচনম্ (৬।৪।১৭)। সৃপৃ গতৌ, ক্ষায়িতিবঞ্চি-শকি-ক্ষয়ি-সৃপি-তৃপীতি রক্, বাহুলকাৎ সৃশব্দস্য শি-ভাবঃ; অরুং গচ্ছনং প্রতি

দ্বিতীয়ং সাম।

ইমা উ ত্বা পুরুবসোঽভি প্র নোনবুর্গিরঃ।
গাবো বৎসন্ন ধেনবঃ ॥ ২ ॥

১। ইমাউ ত্বা। পুরু ২ বাসা ২ উ। অভিপ্রনোনবু ২ র্গাইরা ২ ঃ।
ঔ হো ১ ই। গাবো বাৎসা ২ ৩ ম্। না ২ ৩ ধে ৩।
না ৩ ৪ ৫ বো ৬ হাই ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুবসো' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্, যদ্বা—বহূনাং আশ্রয়স্থল হে ভগবন্!) 'ধেনবঃ' (একান্তানুরাগিণ্যঃ, ভবৎপ্রতি ভক্তিমত্যঃ ইতি যাবৎ, যদ্বা—সদ্যঃপ্রসূতাঃ) 'গাবঃ' (জ্ঞানপ্রভাঃ, যদ্বা—বাচঃ স্তুতয়ঃ, যদ্বা—গবিন্যঃ) 'ন' (যথা) 'বৎসং' (নিবাসস্থানং, ভগবন্তং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—স্বসন্তানং প্রতি) প্রধাবন্তি, তদ্বৎ, 'ইমাঃ' (অস্মদীয়াঃ) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্র নোনবুঃ' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রাপ্নুবন্তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! ভগবদনুকম্পয়া অস্মাকং প্রার্থনা ভক্তিযুতা ভবতু; তচ্ছ্রুত্বা চ অস্মান্ পরিত্রায়স্ব।' (২অ—৪খ—৪দ—২সা)॥

সৃপ্তে ভবতঃ' ইতি দেবরাজযজ্বা।" মন্ত্রের "প্র হোষিণঃ" পদ-বিষয়ে "জুহোতের্দ্দানার্থস্যেদং রূপম্" ইত্যাদি উক্তি দৃষ্ট হয়।

৪। এই সাম-মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ ও একটী প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"সুন্দর শিরস্ত্রাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত ক্ষরণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করিয়াছিলেন।"

"সুন্দর ঠোড়ী বা সুন্দর পগড়ীবালা ইন্দ্র অধিকতাকে সাথ দেবতাওঁকে নিমিত্ত হবি হোমনেবালে সুদক্ষকে যবোঁকে সাথ একেত্ৰহুএ সোমলতাসে সব পাত্রোঁমেঁ টপকতে হুয়ে সোমরূপ অন্নকো নিশ্চয় পীতা হুআ।"

৫। মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" প্রথম মণ্ডলের ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তের চতুর্থ ঋকে "ইন্দুভিঃ" পদের এবং ঐ মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে "অন্ধসা" পদের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের "ইন্দোঃ" ও "অন্ধসঃ" পদ-দ্বয়ে কি অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি, বুঝা যাইবে।

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ (অথবা—বহুজনের আশ্রয়-স্থল হে ভগবন্)! আপনার প্রতি একান্তানুরাগী জ্ঞানপ্রভা (অথবা ভক্তিপূর্ণ স্তুতিসমূহ) যেমন নিবাস-স্থান-স্বরূপ আপনাতে প্রধাবিত (সম্মিলিত হয়), অথবা সদ্য-প্রসূতা গাভীসমূহ যেমন আপন সন্তানের প্রতি ধাবমান হয়; সেইরূপ, আমাদিগের এই স্তোত্রসমূহ আপনাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের প্রার্থনা ভক্তিযুত হউক; আর, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।')॥ (২অ—৪খ—৪দ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। মেধাতিথি ঋষিঃ। হে 'পুরুবসো' বহুধন। যদ্বা বসবো যজ্ঞাঃ বহুযজ্ঞ! ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'অভি' 'ইমাঃ' অস্মদীয়াঃ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'প্রনোনবুঃ' প্রকর্ষেণ পুনঃ পুনঃ স্তুবন্তি প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। নৌতিরত্র ব্যাপ্তিকর্ম্মা। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'গাবো বৎসং ন ধেনবঃ'। যথা ধেনবঃ গাবঃ গৃহে বর্ত্তমানং বৎসং শীঘ্রমভিগচ্ছন্তি তদ্বৎ। যদ্বা, অস্মদীয়া বাচঃ ত্বাং অভিনোনবুঃ শব্দয়ন্তি স্তুবন্তি, যথা গাবো বৎসমভিলক্ষ্য হম্বা-রবং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ॥ (২অ—৪খ—৪দ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের বড়ই সমস্যাপূর্ণ অংশ—"গাবো বৎসম্ ধেনবঃ"। এই উপমার যে অর্থ ভাষ্যভাবে প্রাপ্ত হই, তাহাতে বুঝা যায়, মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'গাভীসকল যেমন গৃহে বর্ত্তমান বৎসকে লক্ষ্য করিয়া গৃহ-অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমাদিগের বাক্য-সকল বা স্তুতিসমূহ আপনাকে প্রাপ্ত হউক।' মন্ত্রের যে এ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না এবং তাহাতে যে বিশেষ কোনরূপ দোষ আসে, এমন কথা আমরা অবশ্য বলি না। তবে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, পদ-কয়েকটীর নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে, ঐ উপমার দ্বারা মন্ত্রাভ্যন্তরে আর এক অভিনব ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল প্রার্থনা—মুখ্য লক্ষ্য একই বটে; কিন্তু ভাব যে আরও একটু উচ্চতর, উপমান্তর্গত পদ-কয়েকটির বিশ্লেষণে তাহাই বোধগম্য হয়।

প্রথম দেখুন,—'গাভী যেমন বৎসের নিকট যায়' উপমা-অংশে এই ভাব যদি গ্রহণ করি, তৎপক্ষে পদ-কয়েকটির অর্থ-সম্পর্কে কি সংশয় আনয়ন করে! তাহাতে সংশয় আসে না কি, সে পক্ষে একই অর্থ-জ্ঞাপক "গাবঃ" ও "ধেনবঃ" পদদ্বয় কেন একত্র প্রযুক্ত

হইল? ঐ দুই পদের যে কোনও একটী পদ থাকিলেই কি গাভী অর্থ বুঝাইত না? তার পর, আরও লক্ষ্য করুন—ঐ দুই পদ বহুবচনান্ত আছে, উহাতে গাভী-সকলকে বুঝাইতেছে; কিন্তু "বৎসং" পদ এক-বচনান্ত রহিয়াছে। উহাতে, "অনেক গরুর একটী বাছুর"—এরূপ অর্থ অবশ্য কল্পনা করিতেছি না। তবে ঐ "বৎসং" পদের দ্বারা যে একটী "একের" প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা মনে করিতে পারি না কি? সেই একের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দেবতার সম্বোধন-পদটীর মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া, আর তাঁহার নিকট কোন্ সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইতেছে—তাহা বুঝিয়া, তার পর যথাক্রমে পদ-কয়েকটীর অর্থ-বিশ্লেষণে মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে চেষ্টা করিয়া দেখুন দেখি! তাহাতে নিশ্চয়ই উপমায় অন্য এক ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

'গাবঃ' পদ—ঋগ্বেদে, সামবেদে, অথর্ব্ববেদে, যজুর্ব্বেদে—চারিবেদেই বহুপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকারগণ ও ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে প্রায়শঃ 'গাভীসকল' অর্থই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নিঘণ্টু-নিরুক্ত—মতে, ঐ পদে, গাভীসকল এবং বাক্যসকল—এই দুই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ঐ পদে জ্ঞানকিরণনিবহ বা স্তুতিসমূহ অর্থ গ্রহণ করি। তাহার কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। "ধেনুঃ" ও "ধেনবঃ" পদদ্বয়ও আমরা বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন কি, এই উপমার সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য-খ্যাপক "সহবৎসা ন ধেনুঃ" এবং "বাশ্রা ইব ধেনবঃ" বাক্যাংশ পর্য্যন্ত বেদে দেখিতে পাইয়াছি। * কিন্তু ঐ দুই স্থান অপেক্ষাও এই স্থানের পদবিন্যাস বিশেষ সমস্যামূলক। প্রোক্ত দুই স্থলে কেবল মাত্র "ধেনুঃ" বা "ধেনবঃ" পদদ্বয় স্বতন্ত্র ভাবে আছে। এখানে আবার "ধেনবঃ" ও "গাবঃ" একার্থবোধক দুই পদই একত্র ব্যবহৃত দেখিতেছি। এতদ্দ্বারা ঐ দুই পদের একার্থ-বিষয়ে একটু সংশয় আসে না কি? মনে হয় না কি—'দুই পদের অবশ্যই দুই প্রকার অর্থ আছে?' নিশ্চয়ই। প্রধানতঃ সেই দৃষ্টিতেই আমরা ঐ 'উপমা' অংশের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি; এবং দ্বিবিধ অর্থেরই সঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। পরন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত দুই প্রকার অর্থেই আমাদিগের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। প্রথমতঃ, যদি "ধেনবঃ" ও "গাবঃ" পদদ্বয়ে গাভীগণকেই বুঝায়—মনে করি, তাহা হইলে উহার 'ধেনবঃ' পদটীকে 'গাবঃ' পদের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে 'ধেনবঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'সদ্যঃপ্রসূতাঃ' পদ গ্রহণ করা আবশ্যক। 'ধেনু' শব্দের 'সদ্যঃপ্রসূত' অর্থ অভিধানেই পাওয়া যায়। তাহাতে উপমা-পক্ষেও এখানে বেশ একটু সার্থকতা দেখা যায়। কেন-না, সদ্যঃপ্রসূতা গাভীগণই বৎসের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, স্বভাবতঃ বেগে ধাবমান

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তের নবম ও দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যায় যথাক্রমে ঐ দুই পদের আলোচনা লক্ষ্য করুন। (মৎসম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত "ঋগ্বেদ-সংহিতা" ১৫৫৭ হইতে ১৫৬১ পৃষ্ঠা ও এবং ১৫৮৬ ১৫৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)॥

হইয়া থাকে। তবে ঐ পক্ষে 'বৎসং' পদের এক-বচনত্ব বিধায় সেই যা সামান্ত একটু সংশয় থাকিয়া যায়। কিন্তু পক্ষান্তরে আর একদিক দিয়া আর এক প্রকারেও একটু সুষ্ঠুরূপে ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। পূর্ব্বে এক স্থানে আমরা বলিয়াছি,—পানার্থক 'ধে'-ধাতু হইতে ধেনু-শব্দের ব্যুৎপত্তি-উপলক্ষে ঐ শব্দে পানের আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষার বা গ্রহণের একটা ভাব আসে; তাহা হইতে ঐ শব্দে অনুসারিত্বের ও ভক্তির সম্বন্ধ সূচনা করা যায়। তদনুসারে, 'ধেনবঃ' পদকে 'গাবঃ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়া, উহাতে ভাবে ভগবদনুসারী বা ভক্তিযুত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাখ্যায় সেই ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'গাবঃ' পদে জ্ঞান-কিরণ বা জ্ঞান অর্থ সঙ্গত ও সুসিদ্ধ বলিয়া মনে হইলে এবং 'ধেনবঃ' পদে ভক্তিসহযুত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, মন্ত্রের ভাব বড়ই সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হয়। যে পক্ষে 'বৎসং' পদে বাসস্বরূপ অদ্বিতীয় ভগবানকে বুঝাইতে পারে। নিবাসার্থকমূলক 'বস্'-ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা যায়। যিনি সকলের নিবাস-স্থান, তিনিই বৎস। তিনি এক এবং অভিন্ন এবং প্রিয়; সুতরাং 'বৎসং' পদে অভিহিত হইবার যোগ্য। এখন, বুঝিয়া দেখুন, উপমায় কি ভাব দাঁড়াইল! প্রার্থনা দাঁড়াইল,—'ভক্তিসহযুত যে জ্ঞান, তাহা যেমন নিবাসস্থান (মোক্ষ) বা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, হে 'পুরুবসো' অর্থাৎ বহুজনের নিবাস-স্থান (বহু সাধকের মোক্ষপ্রদ) ভগবন্! আমার এই স্তুতি বা প্রার্থনা সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আমার পক্ষে আশ্রয়স্থানপ্রদ হউক। আপনি বহু জনের আশ্রয়-স্থান; আমাকে আশ্রয় দান করুন।'

এইখানে একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। ভগবানের আহ্বান 'পুরুবসো'; ঐ পদেও 'বাসস্থান-রূপ ধনের কর্ত্তা' এই ভাব আসে; আবার 'বৎসং' পদেও সেই 'বাসস্থানের' ভাবই প্রাপ্ত হই। যিনি যে সামগ্রীর বা যে ধনের অধিস্বামী, প্রার্থী তাঁহার নিকট সেই ধনই প্রার্থনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইলে, সম্বোধনের এবং উপমার মধ্যে বেশ একটু সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। এই সকল কারণে, আমরা শেষোক্ত অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের মূল প্রার্থনা এই যে,—'হে আশ্রয়দাতা! আমায় আশ্রয় দান করুন! হে পরিত্রাতা! আমায় পরিত্রাণ করুন।' * (২অ—৩খ—৩দ—২সা) ॥

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহার গেয়-গানের নাম—"তাক্ষ্ণ্য সাম।" কোনও কোনও গ্রন্থে এই মন্ত্রের "পুরুবসো" পদ "পুরূবসো" রূপে পঠিত হইয়া থাকে।

২। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী অনুবাদ; যথা,—"হে বহুত ধনবালে ইন্দ্র তুম্হারী আরকো বহু হমারী স্তুতিয়েঁ অধিকতাসে বার বার আকর প্রাপ্ত হোতা হৈঁ, জৈসে কি ধেনু গৌএঁ অপনে ঘর বঁধেহুএ বছড়েকে সমীপ আপহুঁচতী হৈ।"

তৃতীয়ং সাম।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১ ক ২র

অত্রা হ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ৩ ॥

গেয়-গানং।

৪ ৫ ২র ১র ১ ১

১। আত্রা। হাগোরমন্বতা উবা ২ ৩। হোবা ২ ৩ হোই।

র র ১ ১ ২ ১র র

নামত্বষ্টুরপীচিয়া উবা ২ ৩। হোবা ২ ৩ হোই। ইত্থা চন্দ্রমসো

১ ১ ^ ৩

গৃহাউবা ২ ৩। হোবা ২ ৩ হো ২। বা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫

ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৩ ॥

৪ ৫ ২র ১র ১ – ১

২। হাবাত্রা। হাগোরমন্বতা উবা ২ ৩। হোইয়া ২ ৩। হা ২ উবাই।

র র ১ – ১ ২ ১র

নামত্বষ্টুরপীচিয়ামিয়া উবা ২ ৩ হোবা ২ ৩ হা ২ ঈয়া। ইত্থা

র ১ ১ – ১ ^

চন্দ্রমসো গৃহা উবা ২ ৩। হোইয়া ২ ৩। হা ২ উবা ২।

৩ ৫র র ৩ ৫

যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চন্দ্রমসঃ গৃহে' (চন্দ্রমণ্ডলে) 'ত্বষ্টুঃ নাম' (সূর্য্যরশ্ময়ঃ) 'হ' (স্বতমেব) প্রতিফলন্তি ইতি শেষঃ ; 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, স্বতঃসঞ্চারিতেন) 'গোঃ' (জ্ঞানস্য—রশ্ময় ইতি যাবৎ) 'অত্র' (অস্মিন্, মম হৃদি ইতি ভাবঃ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'অমন্বত' (প্রতিফলিতা ভবন্তু)। অয়ং ভাবঃ—'সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে চন্দ্রো যথা স্বতমেব স্নিগ্ধজ্যোতিঃসম্পন্নো ভবতি, ত্রাণকারিণো দেবস্য কৃপয়া তদ্বৎ মম হৃদয়ং জ্ঞানোদ্ভাসিতং ভবতু।' (২অ—৪খ—৪দ—৩সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মিসমূহ স্বতঃই প্রতিফলিত হয়; এই প্রকারে স্বতঃসঞ্চারিত জ্ঞানরশ্মিসমূহ আমার হৃদয়ে সমন্তাৎ প্রতিফলিত হউক। (ভাব এই যে,—'সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে চন্দ্র যেমন স্বতঃই স্নিগ্ধজ্যোতিঃসম্পন্ন হয়, পরিত্রাণকারী দেবতার কৃপায় আমার হৃদয় সেইরূপ জ্ঞানোদ্ভাসিত হউক।') ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৩সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। গোতম ঋষিঃ। 'অত্রা হ' অস্মিন্নেব 'গোঃ' গন্তুঃ 'চন্দ্রমসঃ গৃহে' মণ্ডলে 'ত্বষ্টুঃ' এতৎসংজ্ঞকস্য আদিত্যস্য সম্বন্ধি 'অপীচ্যং' রাত্রৌ অন্তর্হিতং স্বকীয়ং যৎ 'নাম' তদাদিত্যরশ্ময়ঃ 'ইত্থা' ইত্থং অনেন প্রকারেণ 'অমন্বত' অজানন্। উদকময়ে স্বচ্ছে চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলন্তি, তত্র প্রতিফলিতাঃ কিরণাঃ সূর্য্যে যাদৃশীং সংজ্ঞাং লভন্তে, তাদৃশীং চন্দ্রেঽপি বর্ত্তমানাং লভন্ত ইত্যর্থঃ ॥ এতদুক্তং ভবতি—যদ্রাত্রাবন্তর্হিতং সৌরং তেজঃ তচ্চন্দ্রমণ্ডলং প্রবিশ্যাপ্য নৈশং তমো নিবার্য্য সর্ব্বং প্রকাশয়তি; ইদৃগ্‌ভূততেজসা যুক্তঃ সূর্য্য ইন্দ্র এব, দ্বাদশস্বাদিত্যেষু ইন্দ্রস্যাপি পরিগণিতত্বাৎ। অতোঽহো-রাত্রয়োঃ প্রকাশক ইন্দ্র এবেতি ইন্দ্রস্তুতেঃ প্রতীয়মানত্বাৎ ইন্দ্রো দেবতেত্যুপপন্নং ভবতি, ঈদৃগ্‌ভূতস্য তেজসঃ তদাশ্রয়ত্বেন চন্দ্রমসঃ প্রাধান্য-বিবক্ষয়া চান্দ্রমস্যামিষ্টৌ বিনিয়োগোঽপ্যুপপদ্যতে ॥ অত্র নিরুক্তং :—অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে তদেতেনোপেক্ষিতব্য আদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতীতি সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি সোঽপি গৌরুচ্যতে অত্রাহ গোরমন্বতেতি (২।৩।৬)। অত্র হ গোঃ সমমংসতাদিত্যরশ্ময়ঃ স্বনামাপীচ্যমপচিতমপগতমপহিতমন্তর্হিতং বা (৪।৪।২৫) ইতি ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৩সা) ॥

• • •

তৃতীয় (১৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—•:§:•—

এই সামমন্ত্রটীতে সুষ্ঠু এক উপমার মধ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সূর্য্য যেমন আপন রশ্মি বিকিরণ-পূর্ব্বক চন্দ্রকে স্নিগ্ধজ্যোতিঃসম্পন্ন করেন, চন্দ্র নিজে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্যের রশ্মিতে যেমন জ্যোতিষ্মান্ হয়েন; এখানে প্রার্থনাকারী সেইরূপ-ভাবে ভগবানের করুণা পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন; তিনি বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! চন্দ্র যেমন সূর্য্যরশ্মি লাভ করিয়া জ্যোতিষ্মান্ হয়েন, সূর্য্যের ও চন্দ্রের মধ্যে যেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান্, আমার সহিত আপনার সম্বন্ধ সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন হউক।' এইরূপ প্রার্থনার ভাবই এই মন্ত্রে আমরা প্রখ্যাত দেখি।

কিন্তু ভাষ্যে ঠিক প্রার্থনার ভাব পরিব্যক্ত নহে। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রে একটা নৈসর্গিক অবস্থা মাত্র কীর্ত্তিত আছে। মন্ত্রের পদ-কয়টী অন্বয়-মুখে সজ্জিত করিয়া ভাষ্যে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহা এইরূপ; যথা,—'এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে ত্বষ্টা নামক

আদিত্যের সম্বন্ধীয় রশ্মিসকল এই প্রকারে জানা গিয়াছিল।' ইহার ভাবার্থে ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন,—'উদকময় স্বচ্ছ চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণসমূহ প্রতিফলিত হয়; তাহাতে প্রতিফলিত কিরণসমূহ সূর্য্যে যাদৃশী সংজ্ঞা লাভ করে, চন্দ্রেও বিদ্যমান হইয়া তাদৃশী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।' বলা বাহুল্য, ইহাতে কোনই স্পষ্ট ভাব উপলব্ধি করা যায় না। বিভিন্ন ভাষায় এই মন্ত্রের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারাও ভাবার্থ বিশদীকৃত দেখি না। সুতরাং আমরা যে অন্বয়ে যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তৎপ্রতিই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই মন্ত্রে, সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় দুইটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। চন্দ্রমণ্ডল যে গতিশীল, আর সূর্য্যের রশ্মিতে চন্দ্রমণ্ডল যে উদ্ভাসিত,—এ দুই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত নহে, পরন্তু অনাদি অতীত কাল হইতে বেদমন্ত্রে যে নিবদ্ধ আছে, এখানে তাহা লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে সৌর জগতের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। (২অ—৩খ—৪দ—৩সা) ॥

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের পঞ্চদশ ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

২। এই সাম-মন্ত্রের তিনটী গেয়-গানের প্রথমটী "ত্বাষ্ট্রী সাম" এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী "তুষ্টু রাতিথো" ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত আছে।

৩। এই সাম-মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা এবং একটী হিন্দী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

"আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল।"

"ইসহী গমনকরনেবালে চন্দ্রমাকে মণ্ডলমেঁ ত্বষ্টা নামক আদিত্যকা রাত্রিমেঁ অন্তর্দ্ধান হুয়া জো অপনা তেজ হৈ বহ সূর্য্যকী কিরণেঁ হৈঁ ইস প্রকার মানাগয়া হৈ; অর্থাৎ জলময় স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডলমেঁ প্রতিবিম্বিত হুই সূর্য্যকী কিরণেঁ বহি চেষ্টা করোতি হৈঁ, কি-জো সূর্য্যমণ্ডলমেঁ করতী হৈঁ, সূর্য্যকা তেজ দিনকী সমান রাতমেঁ ভী চন্দ্রমণ্ডলমেঁ প্রবিষ্ট হোঁ অন্ধকারকানাশ করকৈ সবকো প্রকাশিত কর্ দেতা হৈ, ঐসে তেজবালা সূর্য্য ইন্দ্র হি হৈ, ক্যোঁকি বারহ আদিত্যোমেঁ ইন্দ্রকী ভী গিনতী হৈ, ইস কারণ দিনরাতকা প্রকাশক ইন্দ্র হী হৈ।"

৪। বিবরণকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"গোশব্দেনেহ সুষুম্না নাম আদিত্য-রশ্মিঃ, চন্দ্রমসং প্রতি গতঃ, অন্তরাচ্চন্দ্রমণ্ডলস্থ রশ্মিং প্রতি গতঃ, তত পরাবৃত্য পৃথিব্যাং জ্যোৎস্নারূপেণ দীপ্যতে। সোঽত্র গো-শব্দেনোচ্যতে।" এখানে গো শব্দ 'জ্যোৎস্না' অর্থ প্রকাশ করিল।

৫। 'ত্বষ্টা' পদ উপলক্ষে ত্রিবিধ মত প্রচলিত। এ বিষয়ে নিরুক্ত (নি° ৮।৩।১১-১২), (নি° ১০।৩।৯-১০) এবং (নি° ১২।১।১১) দ্রষ্টব্য। এতদনুসারে পৃথ্বীস্থান দেবতা, অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং দ্যুস্থান দেবতা ত্বষ্টা পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই মন্ত্রে দ্যুস্থান উপলক্ষিত দেবতা অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থং সাম।

২উ ৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতো মহীরপো বৃষন্তমঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তত্র পূষা ভুবৎসচা ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

১। যদিন্দ্রোয়া। নায়া ২ ৩ ৎ। উগো ৩ ম্। উবা।
রিতোমহীরাপা ২ ৩ঃ। উগো ৩ ম্। ওবা। বৃষাবৃষা ২।
তমা ৩ ৪ ঔহোবা। তত্রপূষাভুবৎসচা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

২। যদিন্দ্রো অনয়দ্রিতা ৬ এ। মহীরাপা ২। মহীরাপা ২৩।
বার্ষং তা ২ ৩ ৪ মাঃ। তত্রা পূষা ৩। পূ ২ ষা ২ ৩ ৪
ঔহোবা। ভুবৎসচা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বৃষন্তমঃ' (শ্রেষ্ঠকামনাপূরকঃ, পরমধনপ্রদায়কঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মহী' (মহান্তং) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'রিতঃ' (অবিরতং) 'অনয়ৎ' (ইমং লোকং প্রাপয়তি, অস্মান্ প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); 'তত্র' (তদানীং) 'পূষা' (সদ্ভাবপোষকো দেবঃ) 'সচা' (সহায়ঃ—লোকানাং অস্মাকং বা) 'ভুবৎ' (ভবতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ করুণয়া সহ সর্ব্বে সদ্ভাবাঃ অস্মাসু আবির্ভূতাঃ সন্তি। (২অ—৪খ—৪দ—৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন পরমধনপ্রদায়ক ভগবান্ ইন্দ্রদেব মহান্ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে অবিরত এই সংসারে আনয়ন করেন, অর্থাৎ আমাদিগকে প্রদান করেন; তখন সদ্ভাবপোষক (পূষা) দেবতা মনুষ্যসমূহের অর্থাৎ আমাদিগের সহায়

হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানের করুণার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাব আসিয়া আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হয়।) ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৪সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। ভরদ্বাজঋষিঃ। 'যদ্' যদি 'ইন্দ্রঃ' 'বৃষভতমঃ' অতিশয়েন বর্ষিতা ইন্দ্রঃ 'রিতঃ' গচ্ছন্তীঃ 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি 'অনয়ৎ' ইমং লোকং প্রাপয়তি, 'তত্র' তদানীং 'পূষা' পোষকো দেবঃ 'সচা ভুবৎ' ইন্দ্রস্য সহায়ো ভবতি ॥ ৪ ॥

• • •

চতুর্থ (১৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—§:•○•:§—

এই মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থের ভাব এই যে,—'অতিশয়রূপে জলের বর্ষণকারী ইন্দ্রদেব যখন অবিরত মহাবৃষ্টিপাত করেন, তখন পূষা নামক দেবতা তাঁহার সহায় হন।' এতদনুসারে, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ইন্দ্রদেবকে অন্য দেবতার সহায় লইতে হয়,—এই এক বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রে এই অর্থ গৃহীত হইতে পারিলেও, আমরা এই অর্থের সঙ্গতি অনুভব করি না।

'পূষা' পদে সত্ত্বভাবপোষক দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব পোষণ করেন বলিয়াই সেই দেবতা পূষা (পোষক) অভিধায়ে অভিহিত। তার পর, দেবতা মানুষেরই সহায় হইয়া থাকেন। ভগবদ্রূপে পরিকল্পিত পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রদেবের সহায় আবার তাঁহারা কি হইবেন? ফলতঃ, এই সামমন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক। তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইলে সকল দেবভাব আসিয়া যে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, মর্ম্মার্থে আমরা এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই লক্ষ্য করি। (৩অ—৪খ—৪দ—৪সা) ॥

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৭ম সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের গেয়গান দুইটী "পৌষে" অভিধায়ে অভিহিত হয়।

২। প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম উপরেই প্রকাশ করিয়াছি। পুনরুদ্ধার বাহুল্য মাত্র।

৩। বিবরণকার এই সাম-মন্ত্রের 'যৎ' পদের 'মেঘস্থানম্,' 'রিতঃ' পদে 'গতঃ প্রাপ্তঃ সন্' এবং 'তত্র' পদে 'তৎস্থানে' অর্থ গ্রহণ করেন। 'অনয়ৎ' পদের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ে 'কাল-সামান্যে লঙ্' এইরূপ উক্ত হয়। 'ভুবৎ' পদ লেটের রূপ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। 'সচা' পদ 'সহার্থেঽব্যয়ং' এইরূপ কথিত হয়। নিরুক্ত (নি॰ ১৩।২।৭) পূষা দেবতাকে দ্যুস্থান দেবতাগণের মধ্যে দশম দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চমং সাম।

গৌর্দ্ধয়তি মরুতা৺ শ্রবস্যুর্মাতা মঘোনাং।

যুক্তা বহ্নী রথানাং॥ ৫॥

গেয়-গানং।

১। গৌর্দ্ধয়া ৬ এ। তিমরুতা ৩ম্। শ্রবাস্যুর্মা ৩। তা মঘো ২ ৩ ৪ নাং। যুক্তা বহ্নাইঃ। রথা ৩। না ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা॥ ৫॥

২। গৌর্দ্ধয়তি মরুতা ৬ মে। শ্রবস্যুর্মা ২ তামঘোনা ২ ম্। উহু বা ২ ৩ হাই। যুক্তা বা ২ ৩ হ্নীঃ। উহুবা ২ ৩ হাই। রথানাং। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘোনাং' (ধনবতাং, লোকান্ সৎপথি পরিচালনায় সদুপদেশদানরূপধনপ্রদাতৄঃ) 'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং—বিবেকরূপিণাং) 'মাতা' (নির্ম্মাতা, উৎপত্তেঃ কারণরূপঃ) 'গৌঃ' (জ্ঞানকিরণনিবহঃ, জ্ঞানদেবঃ ইতি ভাবঃ) 'শ্রবস্যুঃ' (মঙ্গলকাময়মানঃ সন, লোকানাং শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ সন্) 'রথানাং' (কর্ম্মাণাং হৃদাং বা) 'বহ্নি' (সংশোধকঃ, বাহকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'যুক্তা' (যুক্তেন, মরুদ্দেবেন সহ মিলিত্বা ইতি ভাবঃ) 'ধয়তি' (লোকান্ পোষয়তি পালয়তি বা)। অয়ং ভাবঃ—আত্মনঃ অঙ্গীভূতেন বিবেকেন সহ অভিন্নভাবেন জগতাং হিতসাধনায় জ্ঞানদেবো নিত্যং ব্রতী ভবতি। (২অ—৪খ—৪দ—৫সা)॥

অথবা,

'গৌঃ' (হে মন্ত্ররূপে বাক্!) ত্বং 'মঘোনাং' (সদুপদেশরূপধনাধিকারিণাং) 'মরুতাং' (বিবেকরূপিণাং মরুদ্দেবানাং) 'মাতা' (উৎপাদিকা, নির্ম্মাত্রী) অসি ইতি শেষঃ; (দেবার্চ্চনামূলকমন্ত্রোচ্চারণেন বিবেকোৎপত্তির্জ্জায়তে—ইতি ভাবঃ।) হে দেবি! ত্বং

'প্রবস্যুঃ' (মঙ্গলেচ্ছা, আত্মমঙ্গলপ্রচেষ্টা) 'ধয়তি' (পোষয়তি, লোকান্ প্রাপ্নোতি, মনুষ্যান্ জাগর্ত্তি ইতি ভাবঃ) তথা 'রথানাং' (তেষাং কর্ম্মাণাং) 'বহ্নিঃ' (বাহকঃ সংশোধকো বা) জায়তে ; দেবারাধনায় মন্ত্রপ্রযুক্তিতয়া মনুষ্যাণাং আত্মোৎকর্ষো বিধায়তি—ইতি ভাবঃ। অতঃ হে দেবি! ত্বং 'যুক্তা' (সম্মতা পূজ্যা) অসি । (২অ—৪খ—৪দ—৫সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

মনুষ্যগণকে সৎপথে পরিচালনার জন্য সদুপদেশদান-রূপ ধনপ্রদাতা বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের মাতা অর্থাৎ তাহাদিগের উৎপত্তি-কারণ-রূপ জ্ঞানকিরণনিবহ (অর্থাৎ জ্ঞানদেবতা), সংসারের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া, মনুষ্যের কর্ম্মসমূহের সংশোধক হয়েন ; এবং মরুদ্দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, মনুষ্যগণকে পালন করেন। (ভাব এই যে,—আত্ম-অঙ্গীভূত বিবেক সহ অভিন্নভাবে জগতের হিতসাধনে জ্ঞানদেব নিত্যকাল ব্রতী আছেন।)॥ (২অ—৪খ—৪দ—৪সা)॥

• • •

অথবা,

হে মন্ত্ররূপিণি বাক্! আপনি সদুপদেশ-রূপ ধনাধিকারী বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণের মাতা অর্থাৎ উৎপাদিকা হয়েন ; (ভাব এই যে,—দেবার্চ্চনামূলক মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাই বিবেকের উৎপত্তি হয়)। হে দেবি! তোমা হইতেই আত্মমঙ্গল-প্রচেষ্টা মনুষ্যগণের মধ্যে জাগরিত হয়, এবং তাহাদিগের কর্ম্মসমূহের বাহক বা সংশোধক উৎপন্ন হইয়া থাকে ; (ভাব এই যে,—দেবারাধনায় মন্ত্র-প্রযুক্তিফলে মানুষের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়)। অতএব, হে দেবি! আপনি সকলের পূজনীয়া হয়েন। (২অ—৪খ—৪দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী।—বিন্দুঃ পূতদক্ষঃ বা পূতদক্ষণঃ বা ঋষি। 'মঘোনাং' ধনবতাং 'মরুতাং' 'মাতা' নির্ম্মাত্রী 'গোঃ' পৃশ্নিরূপা (পৃশ্নির্বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইতি শ্রুতেঃ ; গৌর্ম্মাধ্যমিকা বাক্, তত্রৈব মধ্যমস্থানে মরুতামপি বর্ত্তনাৎ, তেষাং তৎ পুত্রত্বমুপচর্য্যতে সা) 'ধয়তি' সোমং পিবতি (পোষয়তি বা স্বপুত্রান্ মরুতঃ)। কিমিচ্ছন্তী? 'প্রবস্যুঃ' অন্নং কাময়মানা। কীদৃশী? 'রথানাং' মরুতাং 'বহ্নি' পৃষতীভির্ব্বড়বাভির্ব্বোঢ্রী সংযোজয়িত্রী সা 'যুক্তা' সর্ব্বত্র সম্মতা পূজ্যা ভবতি॥ (২অ—৪খ—৪দ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (১৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিল ভাবাপন্ন। মন্ত্রে যে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, কোনও ব্যাখ্যাতেই তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। ভাষ্যকার এখানে 'গৌঃ' পদে 'পৃশ্নিরূপা মাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'ধনবান্ মরুদ্গণের মাতা বা নির্ম্মাত্রী পৃশ্নিরূপা গো সোমপান করেন অথবা আপনার পুত্র মরুদ্গণকে পোষণ করেন।' সেই যে 'গৌঃ', তিনি কি ইচ্ছা করেন? তিনি 'শ্রবস্যুঃ' অর্থাৎ অন্নকে কামনা করেন। আর তিনি কীদৃশী? মরুদ্গণের পৃষতী নাম্নী বাহিকা ঘোটকীগণের সংযোজয়িত্রী। তেমন তিনি 'যুজ্যা' সর্ব্বত্র সম্মতা অর্থাৎ পূজ্যা হয়েন।

ইহাই ভাষ্যের অর্থ। এই অর্থ পরিগ্রহণ-বিষয়ে 'রথানাং' পদ-উপলক্ষে মরুদ্গণের ('মরুতাং' প্রতিবাক্য) অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে; 'বহ্নিঃ' পদ উপলক্ষে 'বাহিকা ঘোটকীগণের সংযোজয়ত্রী' পর্য্যন্ত টানিয়া অর্থ করার আবশ্যক দাঁড়াইয়াছে। মূলে আছে,—'ধয়তি' পদ। তাহা হইতে সোমরসের পরিকল্পনা আসিয়া জুটিয়াছে। ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই কিরূপ দূর-কল্পনায় অর্থ উদ্ধার করা হইয়াছে, বুঝিতে পারা যাইবে। প্রসঙ্গক্রমে এই মন্ত্রের তিন ভাষার তিনটী অনুবাদ (বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই বা কি অর্থ কে গ্রহণ করিতে পারেন, বুঝিয়া দেখুন।

তিন ভাষার সেই তিনটী অনুবাদ; যথা;—

'মঘবান্ মরুৎগণের মাতা গো সোমপান করাইতেছেন। তিনি অন্নাভিলাষিণী, মরুৎগণের রথ সংযোজনকারিণী এবং সর্ব্বত্র পূজ্যা।'

"The cow, wishing for glory, the mother of the bounteous Maruts, sends forth her milk; the two horses have been hernessed to the chariots."—

"ধনবান্ মরুতোঁকী রচনেবালী মরুতোঁকী বড়বাওঁসে বহন করানেবালী সর্ব্বত্র পূজিত পৃশ্নিরূপা গৌ অন্নকী কামনা করতী হুঈ অপনে পুত্রোঁকা পোষণ করতী হৈ।"

আমরা দুই প্রকারে এই মন্ত্রটীর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছি। প্রথমতঃ, 'গৌঃ' পদটীতে জ্ঞানকিরণ বা জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদ বাক্যার্থ-মূলক গো-শব্দের সম্বোধনের পদ-রূপে মানিয়া লইয়াছি। মরুদ্গণ বলিতে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানে 'মরুতাং' পদেও সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝি। আমাদিগের মতে—বিবেকরূপী দেবতাগণই ঐ পদের লক্ষ্যস্থল। যখন 'গৌঃ' পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করি, তখনও তিনি 'মরুতাং মাতা' অর্থাৎ বিবেকের উৎপাদয়িত্রী। আবার যখন মন্ত্ররূপ বাক্য অর্থে 'গৌঃ' পদের প্রয়োগ কল্পনা করি, তখনও

বুঝিতে পারি, মন্ত্র অনুধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণে দেবগণের পূজার দ্বারা হৃদয়ে যে বিবেকের সঞ্চার হয়, তদুপলক্ষেই ঐ মন্ত্রাংশ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই ভাব গ্রহণ করিলেই, "গৌঃ মরুতাং মাতা" মন্ত্রের এই প্রধান গ্রন্থি স্খলিত হইবে,—অপরাপর অংশের অর্থও সুসাধ্য হইয়া আসিবে।

মন্ত্রে মরুদ্গণের বিশেষণ দেখি—'মঘোনাং'। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—'ধনবান্'। কিন্তু যখন বিবেকরূপী দেবগণের উদ্দেশে ঐ পদকে প্রযুক্ত হইতে দেখি, তখন উহার ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ প্রাপ্ত হই; যে ধনে তাঁহারা ধনবান্, সেই ধন যে কি, তখন তাহা বুঝিতে পারি। সেই দেবগণ কোন্ ধনের অধিকারী? তাঁহারা সদুপদেশদান-রূপ পরম ধনের অধিকারী। বিবেক আসিয়া আমাদিগের কর্ণে যে উপদেশ-বাণী প্রদান করেন, তাহাই সেই পরম ধন। জ্ঞানদেবতাকে যে তাঁহাদিগের মাতা বা জনয়িত্রী বলা হইয়াছে, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। বিবেক জ্ঞানের অনুসারী; জ্ঞান হইতেই বিবেকের উৎপত্তি। সেই পক্ষেই তাঁহাদের পরস্পর মাতৃত্বের ও পুত্রত্বের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা যায়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার প্রথম অংশে, "মঘোনাং মরুতাং মাতা গৌঃ অসি" পদ-কয়েকটীতে, জ্ঞানই যে বিবেকের উৎপত্তিমূল—এই তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তদনুসারে, 'শ্রবস্যুঃ ধয়তি' পদদ্বয়ে, জ্ঞান হইতেই অথবা বিবেকের উদ্বোধনাতেই যে শ্রেয়োলাভের কামনা বা আত্মোৎকর্ষের আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে জাগরূক হয়, সেই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিবিধ অন্বয়ে দ্বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যাতেই এই একই তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপসংহারে "যুক্তা বহ্নী রথানাং" বাক্যাংশে কি ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক। রথবাচক যে সকল শব্দ পূর্ব্বাপর প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই 'রথ' শব্দে কর্ম্মকে বা হৃদয়কে বুঝাইয়াছে। 'বহ্নিঃ' পদে 'বাহক বা সংশোধক' অর্থ প্রাপ্ত হই। কর্ম্মকে সংশোধিত করা বা ভগবৎসমীপে লইয়া যাওয়া—এই দুই ভাব 'রথানাং বহ্নিঃ' পদদ্বয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যুক্তা' পদ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করা যায়; অপিচ, ঐ পদকে 'যুক্তেন' পদের রূপান্তর বলিয়াও মনে করিতে পারি। সে পক্ষের বিশ্লেষণ-বিবৃতি মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বোধগম্য হইবে। (২অ—৪খ—৪দ—৫সা) ॥ *

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৪ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টাবিংশতিতম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়গান দুইটী "শ্রাবাশ্বে" নামে অভিহিত।

২। মরুদ্গণ-সম্বন্ধে নিরুক্তে (নি০ ১১।২।১-২) এইরূপ লিখিত আছে;—"অথাতো মধ্যস্থানা দেবগণাস্তেষাং মরুতঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি, মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্দ্রবন্তীতি বা।" মরুদ্গণ অন্তরিক্ষস্থান-গণবিশেষ বলিয়া উক্ত হয়েন।

ষষ্ঠং সাম।

উপ নো হরিভিঃ সুতং যাহি মদানাং পতে।
উপ নো হরিভিঃ সুতং ॥ ৬ ॥

• . •

গেয়-গানং।

১। উপনো ২ ৩ হরিভিঃ সুতোবা। যাহি মদা ৩ নাম্প। তা ২ ৩ ই। উপনো ৩। হা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। রা ২ ৩ ৪ ই ভীঃ। সুতাং। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ই ডা ॥ ৬ ॥

২। উপনোহাহোহা। রাইভীঃ। সূ ২ ৩ তাং। যাহিমদা। নাম্পা ২ ৩ তাই। উপানো ২ ৩ ৪ হা। রা ২ ইভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুতঙ্‌রয়িষ্ঠা ২ ৩ ৪ ৫ঃ ॥ ৬ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদানাং পতে' (আনন্দানাং অধিস্বামিন্, হে পরমানন্দনিলয়) ত্বং 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং, সৎকর্ম্ম) 'উপ' (প্রতি) 'য়াহি' (আগচ্ছ); 'উপ' (উপেত্য, আগত্য চ) 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ, জ্ঞানকিরণবিস্তারৈঃ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং সুকর্ম্ম বা) পরিপোষয় ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানেন সহ মিলিতং ভবতু; তেনৈব পরমানন্দং লভেম। (২অ—৪থ—৪দ—৬সা)।

৩। 'গৌঃ' পদ-বিষয়ে নিরুক্তে (নি০ ১১।৩।৬) নানারূপ উক্তি আছে। বাক্য অর্থে উহার প্রয়োগ নিরুক্ত-সম্মত। তদ্বিষয়ে নিরুক্তের উক্তি। যথা;—'বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে।' ইত্যাদি। নিঘণ্টু দেবত-কাণ্ডে 'গৌঃ' পদের আলোচনা আছে।

৪। 'শ্রবস্যুঃ' পদে বিবরণকার 'কীর্ত্তিকাম' অর্থ গ্রহণ করেন। 'রথানাং' পদে 'রথস্বভাবানাং' অর্থ হইতে মরুদ্গণকে আকর্ষণ করিয়া আনা হয়।

বঙ্গানুবাদ।

হে আনন্দের অধিস্বামিন্ (পরমানন্দনিলয়)! আপনি জ্ঞানকিরণ-বিস্তারের সহিত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের প্রতি আগমন করুন; এবং আগমন করিয়া, জ্ঞানকিরণ-বিস্তারের দ্বারা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বা সুকর্ম্মকে পরিপোষণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানের সহিত মিলিত হউক; তদ্দ্বারাই আমরা যেন পরমানন্দ প্রাপ্ত হই।)॥ (২অ—১খ—৪দ—৬সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ ষষ্ঠী। অয়োঃ শ্রুতকক্ষ এব সুকক্ষো বা ঋষিঃ। হে 'মদানাং পতে' (মাদ্যন্ত্যনেনেতি মদঃ সোমঃ; 'মদোঽনুপসর্গে' ইতি করণে অপ্ প্রত্যয়ঃ) সোমানাং স্বামিন্ ইন্দ্র! 'হরিভিঃ' (আ শতেন হরিভিরিত্যাদিষু বহুনামশ্বানাং শ্রুতেঃ, অত্রাপি শত-সহস্রসংখ্যাকৈঃ) অশ্বৈঃ সহ 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'উপ যাহি' তৎপানার্থং শীঘ্রমাগচ্ছ। পুনঃ 'উপ নঃ' ইত্যাদ্যুক্তিরাদরার্থা॥ (২অ—৪খ—৪দ—৬সা)॥

ষষ্ঠ (১৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে দেবতার প্রতি অভক্তি আসে এবং দেবপূজকগণের প্রতি অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। মূলে 'মদানাং পতে' পদ আছে। তাহা হইতে 'মাদ্যন্ত্যনেনেতি মদঃ সোমঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা-মূলে সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের অধিস্বামী বলিয়া দেবতাকে নির্দ্দেশ করা হয়। সোমরস মাদক-দ্রব্য পাইলেই যেন সে দেবতার তৃপ্তি হয়! তাহাতেই যেন তিনি বিভোর হইয়া আছেন! এইরূপ ভাব পরিগ্রহণানন্তর সেই দেবতাকে যেন বলা হইতেছে,—'আমরা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; আপনি আপনার ঘোটকসমূহে আরোহণ করিয়া শীঘ্র আসিয়া তাহা পান করুন।' মূলে দুইবার 'উপ নঃ সুতং' বাক্যাংশ আছে। তাহাতে যেন সেই মদ্যপায়ী বা মদ্যের অধিকারী দেবতাকে আসিবার জন্য আদর করিয়া পুনঃপুনঃ আহ্বান করা হইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাব দ্যোতনা করে। প্রথমতঃ 'মদানাং পতে' পদদ্বয়ে সেই পরমানন্দের অধিপতি আনন্দের নিলয়-স্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সে আনন্দ—তুচ্ছ মাদক-দ্রব্য পানের আনন্দ নহে; মানুষের দুঃখনাশজনিত যে আনন্দ—সেই আনন্দের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত দেখি। 'হরিভিঃ' পদে 'ঘোটকসমূহের দ্বারা' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। ঐ দেবতাকে

মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেও একাধিক ঘোটকে কেমন করিয়া তিনি আরোহণ করিবেন, তাহাও কল্পনা করিতে পারি না। ঐ 'হরিভিঃ' পদ বেদের বহুস্থলে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার সর্ব্বত্রই 'জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা' অর্থই ঐ পদে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক; অর্থাৎ, জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিভিন্ন দিক্ দিয়া বিভিন্ন প্রকারে বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগের কর্ম্মকে বিশুদ্ধ ভাব প্রদান করুক। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-বশে আমরা যেন কোনও অপকর্ম্ম করিয়া না ফেলি।' এইরূপে, আপনি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, আপনাকে সৎকর্ম্মে লীন করিয়া, আপনার মধ্যে ভগবানকে পাইবার কামনা করা হইয়াছে। তাহাই এখানকার প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার বিষয়ও বিবেচনা করিয়া দেখুন। সে প্রার্থনা কি? না—'উপ নঃ সুতং যাহি।' যেখানেই 'সুতং' পদ দেখিয়াছি, তাহার সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি বা সৎকর্ম্ম অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও 'সুতং' পদে সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। বলা হইতেছে,—আমাদিগের ভক্তির নিকট, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের নিকট, আমাদিগের সৎকর্ম্মের নিকট, আপনি আগমন করুন। অর্থাৎ, আমাদিগের সকল কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক;—এইরূপ প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

"উপ নঃ হরিভিঃ সুতং" বাক্যাংশ মন্ত্রে দুই বার প্রযুক্ত হইয়াছে। সকলেই মনে করেন—উহা একই উদ্দেশ্যসাধক। উহার দ্বারা 'এস—তুমি এস' এই বাক্য যেন দুই বার উচ্চারণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ বাক্যাংশ দুই বার প্রয়োগে দুই প্রকার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম বলা হইয়াছে,—'এস, হে ভগবন্, এস—আমার কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞান-সমন্বিত হইয়া এস; আমার কর্ম্ম যেন তোমার সহিত কদাচ সম্বন্ধশূন্য না হয়।' তার পর, দ্বিতীয় প্রার্থনায় বলা হইতেছে,—'আমার কর্ম্মকে তুমি জ্ঞানের দ্বারা পরিপোষণ কর; অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম যেন জ্ঞান-পরিশূন্য না হয়; আমি যেন অজ্ঞানের ন্যায় কর্ম্ম কদাচ না করি।' মন্ত্রাংশের পুনরুল্লেখে, এই দুই রূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। *ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৪খ—৪দ—৬সা)॥

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের ৩১শ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সাতাইশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান দুইটীর সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে,—"প্রজাপতেঃ সুতং রয়িষ্ঠীয়ে সহোরয়িষ্ঠীয়ে বা।"

২। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। অনুবাদাদি উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র।

৩। 'হরিঃ' শব্দ উপলক্ষে পণ্ডিতগণের নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিরুক্তে (নি০ ১১১৫১১) হরি ইন্দ্রের অশ্ব নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রই বা কি, আর অশ্বই বা কি, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই মূল-তত্ত্ব বোধগম্য হয়।

সপ্তমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২

ইষ্টা হোত্রা অসৃক্ষতেন্দ্রং বৃধন্তো অধ্বরে।

১ ২ ৩ ১র ২র

অচ্ছাবভৃথমোজসা ॥ ৭ ॥

গেয়-গানং।

৫র ৪ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ২ ১ ৭ ৮

ইষ্টা হোত্রাঃ। আসৃক্ষা ২ ৩ ৪ তা। ইন্দ্রং বৃধা। তো ২ ৩

৩ ৫ ১ ২ ৪ ৫ ৩ ২ ৪

ধ্বা ২ ৩ ৪ রাই। আচ্ছা ৩ বোভৃ। থমো ৩ জা ৫

২ ২ ১ ২

সা ৬ ৫ ৬। এ ৩। উদধিনিধো ১ঃ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যজ্ঞে, সৎসম্বন্ধে ইতি ভাবঃ) 'বৃধন্তঃ' (আত্মানং বর্দ্ধয়ন্তঃ, পরিপুষ্টাঃ ইতি ভাবঃ)' 'ইষ্টাঃ' (ইষ্টসাধকাঃ, প্রিয়কারকাঃ) 'হোত্রাঃ' (আহুতয়ঃ, হে মম কর্ম্মনিবহাঃ ইতি সম্বোধনস্ত ভাবঃ) যূয়ং 'অবভৃথং' (ত্রুটিবিচ্যুতিনিবারকং, পূর্ণতা-সাধকং) 'ইন্দ্রং' (তং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'ওজসা' (বলেন, একান্তেন ইতি ভাবঃ) 'অসৃক্ষত' (দত্ত, আত্মানঃ সমর্পয়ত বিসর্জ্জয়ত বা)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধন-মূলকঃ। মদীয়ানি শ্রেয়ঃসাধকানি সর্ব্বাণি সৎকর্ম্মাণি ভগবন্তং সমর্পিতানি ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (২অ—৪খ—৪দ—৭সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎ-সম্বন্ধে পরিপুষ্ট, ইষ্টসাধক হে আমার কর্ম্মসমূহ। তোমরা ত্রুটিবিচ্যুতিনিবারক (পূর্ণতাসাধক) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রতি একান্তে আপনাদিগকে সমর্পণ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধক সকল সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হউক।)॥ (২অ—৪খ—৪দ—৭সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। ঋগ্ব্যাখ্যাতাঃ পূর্ব্ববৎ। 'অধ্বরে' অস্মদীয়ে যজ্ঞে 'বৃধন্তঃ' হবির্ভিরিন্দ্রং বর্দ্ধয়ন্তঃ 'ইষ্টাঃ' ইষ্টবন্তঃ যাগং কৃতবন্তঃ সপ্তসংখ্যাকাঃ 'হোত্রাঃ' হোত্রকাঃ 'অবভৃথং' সুত্যাভিবদং 'অচ্ছ' অভি প্রতি 'ওজসা' স্বতেজসা সহিতাঃ 'ইন্দ্রং' 'অসৃক্ষত' অসৃজন্। যাবদবভৃথসমাপ্তি হোত্রকা যজন্তীতি॥ (২অ ৪খ—৪দ—৭সা)॥

সপ্তম (১৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ঃ০ঃ§——

প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যা হইতেই এই মন্ত্রের ভাব নিষ্কাশন করা যায় না। ভাষ্যকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অপ্রকাশ রাখিয়া এই মাত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, যজ্ঞশেষে বিসর্জ্জন-ব্যপদেশে পূর্ব্বযাগকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি-নিবারণ-পক্ষে এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হয়। সামবেদের ভাষ্যে তাঁহার যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে তাহা একটু প্রস্ফুট আছে বলিয়া মনে করি। যজ্ঞের শেষদিনে অবভৃথ যাগকালে যাহা কর্ত্তব্য, তৎপ্রসঙ্গে এই মন্ত্রটী উক্ত হয়। তাহাতে মন্ত্র কি অর্থ দ্যোতনা করে, ঋগ্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে ভাষ্যকার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থে তাঁহার বক্তব্য বেশ বোধগম্য হইবে। সে ভাষ্য ;—

"অপাং অগ্নিরিতি সামর্থ্যাদবভৃথদিন এব কুর্ব্বন্তীত্যুক্তং তৎপ্রসঙ্গাদাহ,—অধ্বরে-ষ্বনীয়ে যজ্ঞে বৃধাসো হবির্ভিরিন্দ্রং বর্দ্ধয়ন্তঃ ইষ্টা ইষ্টবন্তো যাগং কৃতবন্তো সপ্তসংখ্যাকা হোত্রাঃ হোত্রকা অবভৃথমন্ত্যদিবসং অচ্ছ প্রতি ওজসা স্বতেজসা সহিতা ইন্দ্রমসৃক্ষত বিসৃজন্তি। যাবদবভৃথং সপ্তহোত্রকা যজন্তীতি।"

উদ্ধৃত ভাষ্যে "উসৃক্ষত" ক্রিয়া-পদটীকে লটের তৃতীয় পুরুষের বহুবচনে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু দৃশ্যতঃ ঐ পদটী লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের পদ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। হোতৃগণ যজ্ঞশেষে ত্রুটিনিবারণ উদ্দেশে ইন্দ্রকে বিসর্জ্জন দেন। এই প্রকার অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত।

আমরা কিন্তু মন্ত্রার্থ অন্য দৃষ্টিতে দর্শন করি। মন্ত্রটী বিসর্জ্জনের মন্ত্র। তদনুসারেই আমাদিগের মতে—মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনামূলক। সাধক যে সকল সৎকর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন, আহুতি-স্বরূপ সেই সকল সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইহাই এই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিলেই সে ভাব পরিস্ফুট হইবে। প্রথমে দেখুন—'অধ্বরে বৃধন্তঃ' পদদ্বয়। সত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যাহা পুষ্ট হইয়াছে, ঐ দুই পদে তাহাকে বা তৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিতেছে। 'অধ্বরে' পদে সাধারণতঃ হিংসারহিত যজ্ঞ বা কর্ম্ম বুঝায়। যাহা সৎসম্বন্ধযুত, তাহাই অধ্বর বা হিংসারহিত যজ্ঞ। 'বৃধন্তঃ' পদে সেই সত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আপনাকে বর্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট করার ভাব আসে। সেই 'অধ্বরে বৃধন্তঃ' কর্ম্মসমূহই ইষ্টসাধক বা প্রিয়কারক হয়। 'ইষ্টাঃ' পদ তাহাই খ্যাপন করে। যজ্ঞে বা সত্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্ম্মসমূহই যে মানুষের প্রিয়কারী বা হিতসাধক, "অধ্বরে বৃধন্তঃ ইষ্টাঃ" পদত্রয়ে সেই ভাব পাওয়া যায়। হিতসাধক সেই কর্ম্মনিবহ 'হোত্রাঃ' অর্থাৎ হবনীয় হউক—আহুতি-রূপে ভগবানে সমর্পিত হউক, তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হউক, তাঁহাতেই বিসর্জ্জিত হউক,—এই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রার্থে প্রকট দেখিতে পাই। 'অসৃক্ষত' ক্রিয়াপদ সেই ভাবই ব্যক্ত করে। তার পর, এখন

দেখুন—যাঁহাতে সেই কর্ম্মসমূহ আহুতি-রূপে সমর্পিত হইবে, সেই ভগবান্ আবার কেমন? আমরা নির্দ্দেশ করি, 'অবভৃথং' পদ তাহাই খ্যাপন করিতেছে। ঐ পদের ভাব ত্রুটি বিচ্যুতি-নিবারক অর্থাৎ পূর্ণতা-সাধক। ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পিত হইলেই যে আপনার পূর্ণতা সংসাধিত হয়, এই বিশেষণ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। 'ওজসা' পদে ঐকান্তিকতার ভাব আসে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বুঝা যায়,—এই মন্ত্রে আপনার শ্রেয়ঃসাধক সকল কর্ম্মকে ভগবানে সমর্পণের জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। 'অস্কৃত' পদ বিসর্জ্জনের অর্থাৎ সর্ব্বথা সমর্পণের ভাবই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৪খ—৪দ—৬সা)।•

অষ্টমং সাম।

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ।

৩ ১র ১র

অহং সূর্য্য ইবাজনি॥ ৮॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৪ ২র ১র ২ ১ র

অহমিদ্ধা ৫ ইপিতুস্পরাই। মেধামৃতস্য জগ্রহা। অহং সূর্য্যাঃ।

১ ৩র ২ ১

ইবা ২ ৩ ৪। হাহোই। জনি। হোই। হোই।

২র ১র ২র ১র ১ ১ ১ ১

ঔহো ঔহো বা ২ ৩ ৪ ৫ হাউ। বা॥ ৮॥

• • •

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের ২৩ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঁচিশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সামের গেয়-গান সম্বন্ধে উক্ত আছে,—'ইন্দ্রা হোত্রীয়ম্ অপ্সরসং বা অপাংনিধির্ব্বা।'

২। এই সাম-মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা,—

"যজ্ঞে বর্দ্ধনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিমুখে নিজ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বিসর্জ্জন করিতেছেন।"

৩। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবরণকারের উক্তি—"ঋত্বিঃ আগ্নীয়ান্ ঋত্বিজ আহ—ইন্দ্রাঃ প্রিয়া হোত্রাঃ ভবন্ত ইতি হোত্রা আহুতয় ইত্যর্থঃ, তাঃ অসৃক্ষৎ দত্ত বিজত দত্ত ইত্যর্থঃ।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতুঃ' (লোকানাং পালকস্য রক্ষকস্য বা) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'মেধাং' (স্বরূপশক্তিং—প্রজ্ঞানাত্মিকাং ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবে) 'অহং ইৎ' (অহমেব) 'জগ্রহ' (হৃদি ধারয়ামি পোষয়ামি বা গৃহ্নামি বা ইতি ভাবঃ); 'হি' (তর্হি) 'অহং' (হৃদি সত্যভাবপোষণকারী) 'সূর্য্য ইব' (সূর্য্যবৎ প্রকাশমানঃ, স্বপ্রকাশঃ) 'অজনি' (প্রাদুর্ভবেয়ং)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ স্বরূপশক্তিধারণয়া সহ ভগবদ্বিভূতিলাভেন আত্মপ্রকাশো ভবতি। (২অ—৪খ—৪দ—৮সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের পালক বা রক্ষক সৎস্বরূপ ভগবানের প্রজ্ঞান-রূপ স্বরূপ-শক্তিকে আমি হৃদয়ে পোষণ করি; তাহা হইলে, হৃদয়ে সত্য-ভাব-পোষণকারী আমি সূর্য্যবৎ প্রকাশমান্ হইতে পারি। (ভাব এই যে,—ভগবানের স্বরূপশক্তির ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বিভূতি লাভের দ্বারা আত্মপ্রকাশ হয়।) ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৮সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। বৎসঃ কাণ্বঋষিঃ। 'পিতুঃ' পালকস্য 'ঋতস্য' সত্যস্যাপি তস্যেন্দ্রস্য 'মেধাং' অনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং 'অহং ইৎ' অহমেব 'পরিজগ্রহ' পরিগৃহীতবানস্মি নান্যঃ 'হি' যস্মাৎ এবং তস্মাৎ 'অহং' 'সূর্য্যঃ ইব অজনি' সূর্য্যো যথা প্রকাশমানঃ সন্ প্রাদুর্ভবতি তথা অহমজনিষং প্রাদুরভূবং ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৮সা) ॥

অষ্টম (১৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আমরা অভ্যোদ্বোধক মন্ত্র বলিয়া মনে করি। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি (মেধা) লাভের জন্য এখানে সাধকের প্রচেষ্টার বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন,—সত্যের মেধা লাভ করিতে পারিলেই আপনিও সত্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন, সত্যের সহিত মিলিত হইলেই সৎস্বরূপত্ব অধিগত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যাতেই সে নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইবে। সেই মেধা বা স্বরূপ-শক্তি কাহার? তাঁহার পরিচয়ে বলা হইয়াছে,—'ঋতস্য পিতুঃ'; অর্থাৎ, সত্যের পালক বা রক্ষক বা উৎপাদয়িতা। যাঁহা হইতে সত্য উৎপন্ন হয়, যিনি সত্যকে রক্ষা করেন এবং সত্য যাঁহার দ্বারা পরিপুষ্ট, তাঁহারই মেধা অর্থাৎ প্রজ্ঞান-শক্তি লাভের জন্য এখানে, আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশমান্। 'আমি সেই মেধা যদি লাভ করিতে পারি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ-শক্তির যদি অধিকারী হই, তাহা হইলে ঐ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ

হইতে পারি; অর্থাৎ, সূর্য্য যেমন আপনি প্রকাশ হইয়া জগৎকে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমিও তাহাই হই;—নিজে উদ্ধার পাই এবং জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হই। আকাঙ্ক্ষা—সেই মেধা-লাভ; লক্ষ্য—তদ্দ্বারা আপনার ও জগতের হিতসাধন। এই মর্ম্ম এই অর্থই আমরা এই মন্ত্রে লক্ষ্য করি। (২অ—৪খ—৪দ—৮সা)॥ *

—•—

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২

রেবতীর্ন্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ক্ষুমন্তো যাভির্ম্মদেম॥ ৯॥

গেয়-গানং।

৩র ব ১ ১ ৩ ১ ৫ ১ ৩ ৫

রেবতীন। সধা ২ মা ২৩৪ দাই। ইন্দ্রা ২ ইসা ২৩৪ তু।

২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১

তুবিবা ২ জাঃ। ক্ষু ২৩ মা। তো ২ যা। ভির্ম্মো

৫ ৪ ৫

২৩৪ বা। দা ৫ ইমো ৬ হাই॥ ৯॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের দশম ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। পার্থক্য মাত্র—সেখানে 'জগ্রহ' স্থলে 'জগ্রভ' পাঠ দেখি। এই মন্ত্রের গেয়-গান সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে,—"প্রজাপতেঃ নিধনকামম্ সিন্ধুষাম বা।"

২। এই সাম-মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটী হিন্দি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা,—

"আমি পিতা ও সত্য (ইন্দ্রের) অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি সূর্য্যের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছি।"

"মৈঁ নে হী পালনকর্ত্তা সত্যস্বরূপ ইন্দ্রকী অনুগ্রহরূপা বুদ্ধিকো গ্রহণ কিয়া হৈ ঐসা হোনেকে কারণ হী জৈসে সূর্য্য প্রকাশ কর্তা হুয়া প্রকট হোতা হৈ তৈসে হী মৈঁ ভী প্রকট হুয়া হুঁ।"

৩। এই মন্ত্রের 'পিতুঃ' শব্দ উপলক্ষে বিবরণকার 'কশ্যপ সকাশাৎ' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'ইৎ' ও 'হি' পদদ্বয়, তাঁহার মতে, পাদপূরকরূপে ব্যবহৃত আছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (ভগবতি ইন্দ্রদেবে, পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিবন্তঃ—বয়ং ইতি ভাবঃ) 'যাভিঃ' (সচ্চিন্তাভিঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ ইত্যর্থঃ) 'মদেম' (আনন্দমনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং—তচ্চিন্তাঃ, তদ্ভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ, পরমাত্মনি বিনিবিষ্টাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধমানাঃ বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বং লভামঃ, তৎসর্ব্বং ভগবতি বিনিযুক্তো ভবতু ইতি ভাবঃ। (২অ—৪খ—৪দ—৯সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবে (পরমাত্মাতে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট) হউক। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রীতিসাধন-কামনায় উদ্বুদ্ধমান আমরা আনন্দপ্রদ যে শুদ্ধসত্ত্বভাব লাভ করি, তৎসমুদায় ভগবানে বিনিযুক্ত হউক।) ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৯সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমী। শুনঃশেপঋষিঃ। 'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তঃ বয়ং 'যাভিঃ' গোভিঃ 'মদেম' হৃষ্যেম 'ইন্দ্রে' 'সধমাদে' অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তা গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু' ॥ (২অ—৪খ—৪দ—৯সা) ॥

• • •

নবম (১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের বিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূতবলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্যের ভাব এই যে,—'অন্নযুক্ত আমরা যে গো-সমূহের সহিত আনন্দিত হইব, ইন্দ্রদেব আমাদের সহিত হৃষ্ট হইলে আমাদের সেই গাভী সকল ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি রূপ সমৃদ্ধিযুক্ত এবং প্রভূতবলসম্পন্ন হউক।'

আমাদিগের ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয়

আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ। বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রয়ি' শব্দ হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া-প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রয়ি' শব্দ ধনার্থবাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থ-রূপ ধনের সংশ্রবই দ্যোতনা করে। 'রেবতীঃ' পদেও তাহাই খ্যাপন করিতেছে। তার পর—'সধমাদে'; ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ শব্দে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতিযুক্ত' 'শ্রদ্ধাসমন্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে এক সঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্তঃ' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু' ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত) যখন ঐ পদ ব্যুৎপন্ন, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সহিত—স্তুতির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'ক্ষুমন্তঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্রবিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'তাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে—ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব—সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির-বিদ্যমান রহুক—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ—ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি? এখানে তাহাই সূত্রিত হইয়াছে। (২অ—৪খ—৪দ—৯সা)॥ *

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রিশ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানটি—'রেবত্যঃ বাজদাবর্য্যো বা।'

২। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির আভাস মন্ত্রার্থ আলোচনার প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে।

৩। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ক্ষুমন্তঃ রেবতীঃ' এবং 'তুবিবাজাঃ' প্রভৃতি পদত্রয়ের উৎপত্তি বিষয়ে নিঘণ্টু (নি০ ২।৭), (নি০ ৬।১।২৪) এবং (নি০ ৭।১।২৭) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। 'তুবি' শব্দ বহুবাচক এবং 'বাজ' শব্দ বলবাচক অর্থ-দ্যোতক। নিরুক্ত (নি০ ৩।১।৩) ও (নি০ ২।৯।৩) বিভিন্ন অংশ দ্রষ্টব্য।

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমঃ পূষা চ চেততুর্বিবশ্বাসা৺ সুক্ষিতীনাং।
৩ ২ ক ২র ৩ ২
দেবত্রা রথ্যোর্হিতা ॥ ১০ ॥

গেয়-গানং।

সোমঃপূষা। চচাইততূঃ। অযাযো ২ ৩ ৪ বা। বাইশ্বাসা৺ সুক্ষিতী।
নাং। অযাযো ২ ৩ ৪ বা। দাইবত্রাবা ২ ৩। থিযো ৩ র্হা
৫ ইতা ৬ ৫ ৬। গাবো ২ অশ্বা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবত্রা' (দেবেষু, সত্ত্বভাবেষু সত্ত্বকর্ম্মসু—অবস্থিতয়োঃ ইতি যাবৎ) 'রথ্যোঃ' (সৎকর্ম্ম-কারিণোঃ পতিপত্ন্যোঃ, নরনার্য্যোঃ ইতি ভাবঃ) 'হিতা' (হিতৌ, হিতসাধকৌ) 'সোমঃ পূষা চ' (সত্ত্বভাবঃ পোষকশ্চ দেবৌ, সত্ত্বস্বরূপঃ সত্ত্বপোষকশ্চ দেবৌ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বাসাং' (সর্ব্বাসাং) 'সুক্ষিতীনাং' (সুষ্ঠুরূপেণ কর্ম্মক্ষয়কারিণাং অবস্থানাং, মুক্তিনাং—বিষয়ং ইতি যাবৎ) 'চেততুঃ' (জানীতঃ, বিজ্ঞাপয়তঃ ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মণি নিয়োজিতে নরনার্য্যৌ সৎকর্ম্মণা আত্মনোঃ মুক্তেরুপায়ং প্রত্যক্ষং কুরুতঃ। (২অ—৪খ—৪দ—১০সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বকর্ম্মসমূহে অবস্থিত সৎকর্ম্মকারী নরনারীর হিতসাধক সোম ও পূষা দেবদ্বয় (সত্ত্বস্বরূপ সত্ত্বপোষক দেবদ্বয়) সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষয়কর অবস্থার (মুক্তিসমূহের) বিষয় জ্ঞাপন করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মে নিয়োজিত নরনারীগণ সৎকর্ম্মের দ্বারাই আপনাদিগের মুক্তির উপায় প্রত্যক্ষ করেন।) ॥ (২অ—৪খ—৪দ—১০সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমী। শুনঃশেপো বামদেবো বা ঋষিঃ। 'দেবত্রা' দেবেষু 'রথ্যঃ' রথার্হঃ 'অহিতা' আরোঢ়া 'সোমঃ' তাদৃশঃ 'পূষা' সূর্য্যশ্চ 'বিশ্বাসাং' সর্ব্বাসাং 'সুক্ষিতীনাং'

(ক্ষয়ন্তি নিবসন্তীতি ক্ষিতয়ঃ প্রজাঃ) শোভনক্ষিতীনাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনি হবীংষি ইন্দ্রার্থং কৃতানি 'চেততুঃ' জানীতঃ॥ (২অ—৪অ—৪দ—১০সা)॥

সায়ণাচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

দশম (১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

বিবিধ প্রকারে এই মন্ত্রের জটিলতা লক্ষীভূত হয়। কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নানা সংশয় আসে। ভাষ্যে যে ভাব প্রকটিত দেখি, তাহাতে বলা হইয়াছে,—দেবগণের মধ্যে রথার্হ রথারূঢ় সোম আর তাদৃশ পূষা অর্থাৎ সূর্য্য, সকল মনুষ্যগণের সম্বন্ধীয় ইন্দ্রার্থ-কৃত হবিঃসমূহকে জানেন। ইহা হইতে বুঝা যায় এই যে,—বহুদেবতার মধ্যে ঐ দুই দেবতা রথে চড়িয়া আছেন; তাঁহাদের একজন সূর্য্য, আর একজন সোম; ইন্দ্রের উদ্দেশে মনুষ্যগণ যে সকল হবিঃ প্রদান করেন, তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন।

এই ব্যাখ্যার ভাব অপরিস্ফুট। তবে এই ব্যাখ্যা উপলক্ষ করিয়া, 'সোমঃ' পদে চন্দ্র এবং 'পূষা' পদে সূর্য্য অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক একটী ভাব অধ্যাহার করা যাইতে পারে। সূর্য্যকে এবং চন্দ্রকে সেই বিরাট্ পুরুষের দুইটী চক্ষুরূপে পরিকল্পনা করা হয়। কিবা দিবায়, কিবা নিশায়, তাঁহার সেই চক্ষু দুইটী মানুষের কর্ম্মাকর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতেছে। আমরা ভগবানের প্রতি যে হবিরর্পণ করি, ভগবানের উদ্দেশে যে পূজা বিহিত হয়, ঐ দুই চক্ষু তাহার সকলই প্রত্যক্ষ করে। ঐ দুই চক্ষুর দৃষ্টির অন্তরালে কোনও কর্ম্মই করিবার সামর্থ্য আমাদিগের নাই। রাত্রিতে লোক-দৃষ্টির অন্তরালে কোনও অপকর্ম্ম করিয়া যে লুকাইয়া রাখিব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। মনুষ্যগণের সম্বন্ধীয়, কেবল হবিঃপ্রদান কেন, সর্ব্ব-কর্ম্মই সেই দুই চক্ষু প্রত্যক্ষ করিতেছে। এ পক্ষে 'সুক্ষিতীনাং' পদে 'মনুষ্যাণাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত অর্থ সিদ্ধ হয়। তবে এখানে একটী বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার আছে। সে বিষয়টী—"দেবত্রা রথ্যোর্হিতা" বাক্যাংশের বিভাগ-করণ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা ঐ বাক্যাংশকে যে পদত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহার যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, তদ্দ্বারা 'সোমঃ' ও 'পূষা' পদদ্বয়ে চন্দ্র-সূর্য্য-রূপ নেত্রদ্বয় অর্থ প্রকাশ করিলেও বেশ সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে নেত্রদ্বয় কেমন? না—দেবভাবসমূহের মধ্যে নরনারীর হিতসাধক, অর্থাৎ নরনারীর হিতসাধনই তাহাদিগের লক্ষ্য। দেবভাবের মধ্য দিয়া (দেবত্রা) নরনারীর হিতসাধনে ব্রতী (রথ্যোঃ হিতৌ) সেই যে নেত্রদ্বয় (সোমঃ পূষা চ), তাহারা কি করে? না—'বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাং চেততুঃ।' অর্থাৎ, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মাকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! মনে রাখিও—তোমার কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই ভগবান্ লক্ষ্য করিতেছেন। চন্দ্র-সূর্য্য রূপ

ভগবানের দুইটী চক্ষু অহর্নিশ সদাকাল তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন।' এই এক ভাবে অন্বয়-মুখে মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইতে পারে; যথা,—

'দেবত্রা' (দেবকর্ম্মসু, শুদ্ধসত্ত্বেষু) 'রথ্যোঃ' (সৎকর্ম্মনিরতয়োঃ নরনার্য্যোঃ) 'হিতা' (হিতৌ—নিযুক্তৌ) 'সোমঃ পূষা চ' (চন্দ্রসূর্য্যরূপৌ ভগবতঃ নেত্রদ্বয়ৌ) 'বিশ্বাসাং' (সর্ব্বাসাং, সকলানাং) 'সুক্ষিতীনাং' (মনুষ্যাণাং—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) 'চেততুঃ' (লক্ষয়তঃ)।

পুনশ্চ 'রথ্যোর্হিতা' বাক্যাংশকে যদি 'রথ্যোঃ' 'অর্হিতা' পদদ্বয়ে বিভাগ করিয়া ভাষ্যের অনুসরণে অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতেও 'সোমঃ পূষা' পদদ্বয়ে 'চন্দ্র-সূর্য্য-রূপ চক্ষুদ্বয়ের' অর্থ গ্রহণ করিলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে না। 'রথং' শব্দে ও 'রথি' পদে কর্ম্মরূপ রথ বা মনোরূপ রথ এবং সেই রথে অধিরূঢ় আরোহীকে বুঝায়। 'অর্হিতা' পদে 'আরোহণকারী' অর্থ আসে। চন্দ্র ও সূর্য্য-রূপ নেত্রদ্বয় রথে আরোহণ করিয়া আছেন—এবম্বিধ বাক্যে, অন্তরে অবস্থিতি-পূর্ব্বক অথবা কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া আছেন—ভাব পাওয়া যায়। সুতরাং রথের রূপক ভাঙ্গিয়া সে এক অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ, চন্দ্র-সূর্য্য রূপ নেত্রদ্বয় অর্থ-প্রকাশে 'সোমঃ' ও 'পূষা' পদদ্বয়ের প্রয়োগ স্বীকার করিলে, দ্বিবিধ প্রকারেই একই ভাব অধিগত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেদিক দিয়া অর্থোদ্ধারে কেহই চেষ্টা পান নাই।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা 'সোমঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপী দেবতাকে এবং 'পূষা' পদে সদ্ভাবপোষক বা সত্ত্বসংরক্ষক দেবতাকে নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই দুই দেবতা যখন নরনারীর হিতসাধনে ব্রতী হয়েন, তখন মনুষ্যের মুক্তি-লাভের উপায় মনুষ্য দেখিতে পায়। এ পক্ষে 'সুক্ষিতীনাং' পদে কর্ম্মক্ষয়কারী মুক্তির অবস্থা দ্যোতনা করে। ক্ষিতি—বাসস্থান; যাহা সুষ্ঠু বাসস্থান, তাহাই সুক্ষিতি। ক্ষি-ধাতু ক্ষয়ার্থক। যেখানে কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তাহাই ক্ষিতি। সর্ব্বথা সুষ্ঠুরূপে কর্ম্মের ক্ষয়কারী যাহা, তাহাই সুক্ষিতি। মানুষ যখন সত্ত্বভাবে নিমজ্জিত, মানুষ যখন সৎকর্ম্মসমূহে উৎসৃষ্ট-প্রাণ (দেবত্রা), নরনারীর হিতসাধক (রথ্যোঃ হিতা—হিতৌ) সত্ত্বস্বরূপ ও সত্ত্বপোষক দেবদ্বয় (সোমঃ পূষা চ) তখন সেই সুক্ষিতিসমূহের অর্থাৎ মুক্তির উপায়সমূহের বিষয় (সুক্ষিতীনাং) মানুষকে জানাইয়া দেয় (চেততুঃ)। সে পক্ষে এই তত্ত্বই খ্যাপন করে। (২অ—৪খ—৪দ—১০সা)। *

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদে নাই। গেয়-গান—"সোমপোষেয়ম্ গোঅশ্বীয়ং বা।"

২। 'রথ্যোর্হিতা' বাক্যাংশকে আমরা যে 'রথ্যোঃ' ও 'হিতা' (হিতৌ) রূপে গ্রহণ করিয়াছি, ভাষ্যের বিভাগ গ্রহণ করি নাই, তদ্বিষয়ে বিবরণকারের এবং সামশ্রমী মহাশয়ের পোষক উক্তি (এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্করণ হইতে) উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা;—

'রথ্যঃ, অর্হিতা' ইতি চ্ছেদস্তু পদগ্রন্থবিরুদ্ধো বিবরণ-বিরুদ্ধশ্চ। পদকারস্তু 'রথ্যোঃ, হিতা' ইত্যেবং চিচ্ছেদ। "রথ্যোঃ রথশব্দেনাত্র যজ্ঞ উচ্যতে, রংহতের্গতিকর্ম্মণঃ, রথ্যোঃ রথস্য যজ্ঞস্য যৌ বোঢারৌ তৌ পত্নীযজমানাবত্র রথ্যাবুচ্যতে, তয়োঃ, যজ্ঞস্য দেবান্ প্রতি প্রাপয়িত্রোঃ পত্নীযজমানয়োঃ 'হিতা দ্বিবচনস্যায়মাকারঃ' হিতৌ।" সায়ণের পদ-বিভাগ অপেক্ষা এইরূপ পদ-বিভাগেরই যৌক্তিকতা দেখি।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্বং। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
পঞ্চম খণ্ডঃ। পঞ্চমী দশতি।

পঞ্চমী দশতি।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রমভি প্র গায়ত।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বিশ্বাসাহ৺ শতক্রতুং ম৺হিষ্ঠঞ্চর্ষণীনাং॥ ১॥

গেয়-গানং।

৪র ৫ ৪র ৫র ৪ ৫ ৪ ২ ১ ৩ ১ ২ ২ ২
১। পান্তমাবো অন্ধসাঃ। ইন্দ্রামাভি। প্রগায়াতা ৩। হা ৩ হাই।
২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
বিশ্বাসাহং। শতাক্রাতু ৩ মৃ। হা ৩ হাই। ম৺হাইষ্ঠ চা ৩।
২ ২ ১ ^ ৩ ৫র র
হা ৩ হা। ষণা ২ ই। না ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
২^ ৫
উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥ ১॥

৪র ৫ ৪র ৫র ৪ ৫ ৪ ২ ১ ২র ১ — ১ ২
২। পান্তমাবোঅন্ধসঃ। ইহা। ইন্দ্রমভাই। প্রগায়তা ২। ইহা।
১ র র — ১ ২ ১
বিশ্বাসাহ৺শতা ২ ক্রতুং। ইহা। ম৺হা ২ ইষ্ঠঞ্চা।
২ — ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইহা। ষণা ২ ইনাং। ইহা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

• • •

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ ১ ∧ ৩
৩। পা৫ন্তং। আ ৩ বো ৩ অন্ধসাঃ। আইন্দ্রামভাই। প্রগা ২ য়া
৫ ১ ∧ ৩ ৫ ২ ১ ২ ২
২ ৩ ৪ তা। বিশ্বা ২ সা ২ ৩ ৪ হাং। শা ৩ তাক্রা ৩ তুং।
১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ∧ ৩ ৫র র
ম৺হিষ্ঠঞ্চর্ষ। ণায়ে ৩। না ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
২ ১ ১ ১ ১ ১
ও ৩ কা ২ ৩ ৪ ৫ঃ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং সৎকর্ম্ম বা) 'আ পান্তং' (সর্ব্বতোভাবেন পানশীলং, গ্রহণকারিণং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বাসাহং' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং অভিভবিতারং) 'শতক্রতুং' (অশেষকর্ম্মকারিণং, অশেষ প্রজ্ঞাসম্পন্নং) 'চর্ষণীনাং মংহিষ্ঠং' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং সর্ব্বথা হিতসাধকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'প্র গায়ত' (সম্পূজয়ত, আরাধয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ; আত্মনঃ চিত্তবৃত্তীঃ ভগবতি সংন্যস্তায় সঙ্কল্প প্রকাশয়তি। (২অ—৫খ—৫দ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্ম্মকে) সর্ব্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল প্রকার শত্রুর অভিভবকারী, অশেষপ্রজ্ঞা-সম্পন্ন, সাধকগণের সর্ব্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক আরাধনা কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে।) ॥ (২অ—৫খ—৫দ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং। শ্রুতকক্ষঋষিঃ। হে ঋত্বিজঃ। 'বঃ' যূয়ং 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণং অন্নং 'আ পান্তং' আভিমুখ্যেন পিবন্তং [পা-পানে (ভ্বা০ প০) ছান্দসঃ শপোলুক সর্ব্বে বিধয়চ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে ইতি 'ন লোকাব্যয়' (২।৩।৬৯ পা০) ইতি ষষ্ঠী প্রতিষেধাভাবঃ। ততোঽন্ধস-

ইত্যত্র 'কর্তৃকর্ম্মণোঃ' (২।৩।৬৫ পা০) ইতি ষষ্ঠী] সোমমাভিমুখ্যেন পিবন্তং এতাদৃশং 'ইন্দ্রং' 'প্র গায়ত' প্রকর্ষেণাভিষ্টুত। কীদৃশং? 'বিশ্বাসাহং' সর্ব্বেষাং শত্রূণামভিভবিতারং সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং বা অতএব 'শতক্রতুং' বহুবিধপ্রজ্ঞানং বহুবিধ কর্ম্মাণং বা 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'মংহিষ্ঠং' ধনস্য দাতৃতমং যদ্বা যজমানানাং যষ্টব্যত্বেন পূজনীয়মিন্দ্রং প্র গায়তেতি সমন্বয়ঃ ॥ (২অ—৫খ—৫দ—১সা) ॥

প্রথম (১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ঃ০○০ঃ§——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্-গণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে ঋত্বিগ্-গণকে বলা হইতেছে,—'হে ঋত্বিগ্-গণ! সোমলক্ষণ অন্নকে আভিমুখ্যে যিনি পান করেন, এতাদৃশ ইন্দ্রকে তোমরা প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর। সে ইন্দ্র কেমন? তিনি সকল শত্রুর বা সকল ভূতজাতের অভিভবকারী, বহুবিধ-প্রজ্ঞান বা বহুবিধ কর্ম্মকারী এবং মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ ধনদাতা অথবা যজমানগণের যষ্টব্য-হেতু পূজনীয়; সেই ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর।' এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ' পদ সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রদেব তাহা পানের জন্য একান্ত আসক্ত,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ ভাবই পরিব্যক্ত।

আমরা কিন্তু 'অন্ধসঃ' পদে পূর্ব্বাপর 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। দেবগণ বা ভগবান্ গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী? পার্থিব জড়পদার্থ—অন্ন বা সোমলতার রস মাদক-দ্রব্য—অশরীরী দেবগণের কখনই পানীয় হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রহণ করেন—সকল দ্রব্যের সারভূত অংশ। তাহা—'দ্রব্য'-পদার্থ নহে—'ভাব'-পদার্থ।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্-গণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া দেবতার উদ্দেশে আপনাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে বা সৎকর্ম্মকে সমর্পণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্মে বা সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; আর, সেই শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ কর। তাহাই শ্রেয়ঃসাধক।' (২অ—৫খ—৯দ—১সা) ॥ •

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮১ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গান তিনটী যথাক্রমে "অধ্যর্দ্ধেড়-বৈতহব্যম্" "ইহবদ্বামদেব্যম্" "ওকোনিধনং বৈতহব্যম্" প্রভৃতি নামে পরিচিত।

২।' এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, সোমপানের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে—এই ভাবই প্রকাশমান্। সেই ইংরাজী অনুবাদটী এই,—

"Invite ye Indra with a song to drink your draught of

দ্বিতীয়ং সাম।

প্র ব ইন্দ্রায় মাদনꣳ হর্য্যশ্বায় গায়ত।
সখায়ঃ সোমপাব্নে ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

১। প্র ব ইন্দ্রা ২। যমাদা ২ ৩ ৪ নাং। প্র বা ২ ইন্দ্রা। ঔ ৩ হো। যা ২ ৩ ৪ মা। দা ৩ নাং। হরা ২ অশ্বা। ঔ ৩ হো। যা ২ ৩ ৪ মা। যা ৩ তা। সখা ২ য়াঃ সো। ঔ ৩ হো ৩। মাপো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ ব্নো ৬ হাই ॥ ২ ॥

• • •

২। প্রবা ২ ইন্দ্রা। ঔ ৩ হো। যা ২ ৩ ৪ মা। দা ৩ নাং। হরা ২ অশ্বা। ঔ ৩ হো। যা ২ ৩ ৪ গা। যা ৩ তা। সখা ২ য়াঃ সো। ঔ ৩ হো ৩। মাপো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ ব্নো ৬ হাই ॥ ২ ॥

• • •

Soma juice. All-conquering Satakratu, most munificient of all who live."

৩। শতক্রতু, চর্ষণী প্রভৃতি পদ-বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। নিরুক্তে (নি০ ৩।১।১০) বহু-নাম-মধ্যে শত-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ক্রতুঃ' পদ প্রজ্ঞা-নাম-মধ্যে (নি০ ৩।৯।৫) এবং কর্ম্ম-নাম-মধ্যে (নি০ ২।১।১১) পঠিত হয়। 'চর্ষণয়ো মনুষ্যাঃ' (নি০ ২।৩।৯) নিরুক্তে এইরূপ লিখিত আছে। বিবরণকারের মত এই যে, চতুর্থীর বহুবচন অর্থে ঐ পদ এখানে ষষ্ঠীর বহুবচন-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ—"যজমান-মনুষ্যেভ্যঃ।"

২ S S ২ ১ র S ২ S ২ ৩
৩। প্র ব ঈ৩য়া। ঈ৩য়া। ইন্দ্রো ঈ ৩ য়া। ই ৩ য়া। যা ২ ৩ ৪
৫ ২ ২ S ২ S ২ ১ র ১. ২
মা। দা ৩ নাং। হর ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া। আশ্বো ঈ ৩ য়া।
S ২৲ ৩ ৫ ২ ২ S ২
ঈ ৩ য়া। যা ২ ৩ ৪ গা। যা ৩ তা। সখ ঈ ৩ য়া।
S ২ ১ র S ২ S ২ ৪
ঈ ৩ য়া। যাঃ সো ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া ৩। মাপো
৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। আ ৫ বো ৬ হাই ॥ ২ ॥

১ র ১ ১ র ২৲ ৩ ৫ ২ ২
৪। প্রবৌ হোবা ২। ইন্দ্রৌ হোবা। যা ২ ৩ ৪ মা। দা ৩ নাং।
র ১ ১ র ২৲ ৩ ৫ ২ ২
হরৌ হোবা ২। আশ্বৌ হোবা। যা ২ ৩ ৪ গা। যা ৩ তা।
র ১ ১ র ২ ১ ৫
সখৌ হোবা ২। য়াঃ সৌহোবা ৩। মাপো ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫
আ ৫ বো ৬ হাই ॥ ২ ॥

২ র ২ ২ ১ র ২ ২৲ ৩ ৫
৫। প্রবোদা ৩ দা। ঔ ৩ হো। ইন্দ্রোদদা। ঔ ৩ হো। যা ২ ৩ ৪ মা।
২ ২ ২ ২ ২ ১ র ২ ২
দা ৩ নাং। হরিদা ৩ দা। ঔ ৩ হো। আশ্বোদদা। ঔ ৩ হো।
৩ ৫ ২ ২ ১ ২ ২
যা ২ ৩ ৪ গা। যা ৩ তা। সখি দা ৩ দা। ঔ ৩ হো।
১ র ২ ২ ১ ৫
য়াঃ সোদদা। ঔ ৩ হো ৩। মাপো ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫
আ ৫ বো ৬ হাই ॥ ২ ॥

৪ ৫৲ ১ ৪ ২ র র র ১ ১ ৫
৬। প্রবঃ। প্রবাঃ। ইন্দ্রায়েন্দ্রা। যমাদা ১ নাং ২। হরাইহর্য্যশ্বা।
১ ২ ১ ১ ৫
যুগায়া ১ তা ২। সখায়াঃ ২ ৩ সো ৩। মাপো ২ ৩ ৪ বা।
৪ ৫
আ ৫ বো ৬ হাই ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (হে মম সহচারিণ্যঃ সুহৃৎস্বরূপাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'ব' (যুষ্মাকং—সম্বন্ধিনং ইতি যাবৎ) 'মাদনং' (আনন্দপ্রদং স্তোত্রং) 'হর্য্যশ্বায়' (জ্ঞানরশ্মিসম্পন্নায়, জ্ঞানবিতরকায় ইতি ভাবঃ) 'সোমপাব্নে' (শুদ্ধসত্ত্বানাং সৎকর্ম্মাণাং বা পাত্রে গ্রহণকারিণে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'প্র গায়ত' (সর্ব্বথা উচ্চারয়ত, সমর্পয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধক ; আত্মনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বা স্তোত্রমন্ত্রাঃ চ ভগবতি সন্ন্যস্তা ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (২অ—৫খ—৫দ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে জ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানবিতরক) শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্ব্বথা সমর্পণ কর। (ভাব এই যে,—মন্ত্রটী আত্মোবোধক ; আপনার সকল কর্ম্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সন্ন্যস্ত হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা) ॥ (২অ—৫খ—৫দ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। বশিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'সখায়ঃ'। 'বঃ' যুয়ং 'হর্য্যশ্বায়' হরিনামকাশ্বায় 'সোমপাব্নে' সোমানাং পাত্রে 'ইন্দ্রায়' 'মাদনং' মদকরং স্তোত্রং 'প্র গায়ত' প্রপঠত ॥ (২অ—৫খ—৫দ—২সা) ॥

• • •

দ্বিতীয় (১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

— §ঃ০ ○০ঃ§ —

এই মন্ত্রটীও সাধারণতঃ ঋত্বিগ্-গণের বা পুরোহিতগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখায়ঃ' পদ 'হে সখাগণ' এই অর্থে তাঁহাদিগের সম্বোধন-মধ্যে পরিগণিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে সখাগণ! তোমরা হরিনামক অশ্বযুক্ত, সোমরসসমূহের পানকারী, ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র পাঠ কর।'

মন্ত্রের তিনটী অনুবাদ (একটী ইংরাজী, একটী বাঙ্গালা ও একটি হিন্দি) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম বোধগম্য হইবে। যথা ;—

(১) "হে সখাগণ! তোমরা সোমপায়ী হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।"

(2) "Sing ye a song, to make him glad, to Indra, Lord of tawny steeds, the Soma-drinker, O my friends!"

(৩) "হে সখাওঁ তুম হরিনামক অশ্ববালে সোমপান করনেবালে ইন্দ্রকে অর্থ প্রসন্ন করনেবালা স্তোত্র গাও।"

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এখানে 'সখায়ঃ' সম্বোধনে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি যে মানুষের প্রধান সখা, চির-সহচর—নিত্য-সহচর, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। তাহারা যখন সৎপথাবলম্বী হয়, তখনই তাহারা সবন্ধু—সুমিত্র। আবার যখন তাহারা বিপথে গমন করে, অসৎকর্ম্মের পরিপোষক হয়, তখনই তাহারা কপট-বন্ধু বা কু-মিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এ সংসারে সখা দুই অবস্থার দুই প্রকারের আছে। চিত্তবৃত্তিতে সখিত্বের সেই দুই আদর্শই দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তবৃত্তি সম্বোধনে 'সখায়ঃ' পদ এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ কর।' সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব—তিনি যে কেমন, তাহারই পরিচয়-স্বরূপ "হর্য্যশ্বায়" এবং "সোমপাবে" পদদ্বয় দেখিতে পাই। ঐ দুই পদের তাৎপর্য্যার্থের বিষয় পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। অশ্বের সহিত অথবা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সহিত ঐ দুই পদের সম্বন্ধের বিষয় আমরা স্বীকার করি না। তিনি যে জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত এবং সৎকর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী, ঐ দুই পদ সেই ভাবই খ্যাপন করে। অবশিষ্ট 'মাদনং প্রগায়ত' পদদ্বয়ে স্তোত্রমন্ত্র সর্ব্বথা তাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত কর,—এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, সকল বাক্য ও কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত করার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৫খ—৫দ—২সা)॥

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ৩১শ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় গেয়-গান "শাক্ত্যে সামনী" তৃতীয় ও চতুর্থ গেয়-গান "গৌরীবীতে," পঞ্চম গেয়-গান "শাক্তং সাম" এবং ষষ্ঠ গেয়-গান "গৌরীবীতম" নামে অভিহিত। অথবা—"সর্ব্বাণি শাক্তসামানি, সর্ব্বাণি বা গৌরীবীতানি।"

২। 'হর্য্যশ্বায়' পদ সম্বন্ধে নিরুক্তে (নি০ ১।২৫।১) "হরী ইন্দ্রস্য" এইরূপ উক্তি আছে; এবং 'আতোমনিন ক্বনিব্বনিপশ্চ' (৩।২।৭৪) ইত্যাদি সূত্রে 'সোমপাবে' পদ ব্যুৎপন্ন করা হয়।

৩। অনুবাদাদি—মর্ম্মার্থ-আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদটী ভাষ্যে 'যুয়ং' অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়াপদেই যখন সে কর্ত্তার সন্ধান পাওয়া যায়, তখন বিভক্তি-ব্যত্যয়ের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, 'তোমাদিগের স্তোত্রকে ভগবানে অর্পণ কর' এইরূপ ভাবই সঙ্গত হয়।

৫। এই সাম-মন্ত্রের উচ্চারণ-চিহ্নে পাঠান্তর দেখা যায়। পশ্চিমের পাঠে 'ইন্দ্রায়' পদে 'য়ঃ'-কারের উপর ৩ চিহ্ন আছে।

তৃতীয়ং সাম।

০ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
কণ্বা উক্‌থেভির্জরন্তে ॥ ৩ ॥

গেয়-গানং।

১। বয়ংবায়াং। উ ২ ৩ ৪ ত্বা। তাদাদা ২ ৩ ৪ র্থাঃ। ইন্দ্রত্বায়ন্তঃ
সখা ২ ৩ ৪ য়াঃ। কণ্বা ৩ ১ ২ ৩ ৪। উক্‌থেভির্জরন্তে।
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৩ ॥

২। বয়মূ ৩ ত্বাতদিদর্থাঃ। ঐহিহা ২ ই। বয়মুত্বাতদিদর্থা ইন্দ্রত্বায়ন্তঃ
সখা ২ ৩ য়া ঃ। কা ২ ৩ ৪ ণবাঃ। উ। কৃথাই ভির্জো
২ ৩ ৪ বা। রন্তা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সখায়ঃ' (অস্মদঙ্গীভূতায় সুহৃৎস্বরূপায় চিত্তবৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং কাময়মানাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ; অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ ভগবৎপরায়ণাঃ সন্তু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'কণ্বা' (অকিঞ্চনাঃ, অতিক্ষুদ্রাঃ) 'বয়ং' (ইমে প্রার্থনাকারিণঃ) 'তদিদর্থাঃ' (তদুদ্দেশ্যপরায়ণাঃ, ত্বয়ি সন্ন্যস্তপ্রাণাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উক্‌থেভিঃ' (স্তোত্রমন্ত্রৈঃ) 'জরন্তে' (স্তুবন্তে); চিত্তবৃত্তীঃ ভগবদনুসারীঃ করণায় ইমাং প্রার্থনাং জ্ঞাপয়ামঃ—ইতি ভাবঃ। (২অ—৫খ—৫দ—৩সা)।

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং আত্মন ইচ্ছন্তঃ, ত্বাং কাময়মানাঃ) 'তদিদর্থাঃ' (তব স্তোত্রপরায়ণাঃ, কেবলং তব সম্বন্ধিনীং বাক্যং উচ্চার্য্যমানাঃ) 'বয়ং'

(উপাসকাঃ) যদা 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বলাভসমর্থাঃ, কর্ম্মণা সালোক্যাদেঃ অবস্থাপ্রাপ্তাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ ; তদা 'কণ্বাঃ' (বয়মিব অকিঞ্চনাঃ) 'উক্থেভিঃ' (বেদমন্ত্রৈঃ, বেদমার্গানুসরণৈঃ) 'জরন্তে' (জীর্ণাঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তাঃ বা মোক্ষাধিকারিণঃ ভবন্তি)। স্তোত্রেণ কর্ম্মণা চ ভগবতি সখিত্বলাভে সমর্থে সতি স্বতমেব মুক্তিঃ অধিগতা ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২অ ৫খ- ৫দ—৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের অঙ্গীভূত সুহৃৎস্বরূপ চিত্ত-বৃত্তিসমূহ আপনাকে কাময়মান হউক ; (ভাব এই যে,—আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবৎপরায়ণ হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা); অকিঞ্চন অতি-ক্ষুদ্র এই প্রার্থনাকারিগণ সেই উদ্দেশে আপনাকে স্তোত্রমন্ত্র-সমূহের দ্বারা স্তব করিতেছে। (ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিকে ভগবদনুসারিণী করিবার জন্য এই প্রার্থনা জানাইতেছি)॥ (২অ—৫খ—৫দ—৩সা)।

• • •

অথবা,

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে পাইবার অভিলাষী, আপনার স্তোত্রপরায়ণ (কেবল আপনারই সম্বন্ধীয় বাক্য উচ্চারণশীল) উপাসক আমরা, যখন আপনার সখিত্বলাভে সমর্থ (অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সালোক্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত) হইব ; তখন আমাদিগের ন্যায় অকিঞ্চনগণও বেদমন্ত্রের দ্বারা (বেদমার্গানুসরণে) মোক্ষাধিকারী হইবে। (ভাব এই যে,—স্তোত্রের ও কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের সখিত্বলাভে সমর্থ হইলে স্বতঃই মুক্তি অধিগত হইবে।)॥ (২অ—৫খ—৫দ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। মেধাতিথিঃ ঋষিঃ প্রিয়মেধশ্চ। হে 'ইন্দ্র' 'ত্বায়ন্তঃ' ত্বামাত্মন ইচ্ছন্তঃ 'সখায়ঃ' সমানখ্যানাঃ 'বয়ং' 'তদিদর্থাঃ' যৎ ত্বদ্বিষয়ং স্তোত্রং তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং, তাদৃশাঃ সন্তঃ 'ত্বা' ত্বাং জরামহে স্তুমহে। 'উ' ইতি পাদপূরণং। 'কণ্বাঃ' কণ্বগোত্রোৎপন্নাঃ অস্মদীয়াঃ পুত্রাঃ 'উক্থেভিঃ' উকথৈঃ শস্ত্রৈঃ 'জরন্তে' ত্বাং স্তুবন্তি॥ (২অ—৫খ—৫দ—৩সা)॥

• • •

তৃতীয় (১৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত। কিন্তু ইহারও মধ্যে একটী 'সখায়ঃ' পদ আছে। সেই 'সখায়ঃ' পদটীতে ভাষ্যে 'সমানস্থানাঃ' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে; আর, ঐ পদটী 'বয়ং' পদের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! তোমায় পাইবার অভিলাষী তোমার সমানস্থানীয় আমরা; তোমার সম্বন্ধীয় স্তোত্রকে তোমার যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপভাবে কণ্বগোত্রোৎপন্ন আমাদিগের পুত্রগণ উক্থ-শস্ত্রসমূহের দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছে।'

এই মন্ত্রের তিন ভাষায় (বাঙ্গালা ইংরাজী ও হিন্দি) তিনটী অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রার্থ কি ভাবে প্রচলিত আছে, তাহা বেশ বোধগম্য হইবে। সেই তিন প্রকারের তিনটী অনুবাদ; যথা;—

(১) "হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা; তোমায় ইচ্ছা করি; তোমার স্তোত্রই আমাদিগের প্রয়োজন; আমরা তোমায় স্তব করি। কণ্বগোত্রোৎপন্নগণ উক্থ দ্বারা তোমার স্তব করিতেছে।"

(2) "This, even this, O Indra, we implore:
as thy devoted friends,
The Kanvas praise thee with their hymns."

৩। "হে ইন্দ্র! তুম্হেঁ অপনা বনানেকী ইচ্ছা কর্তে হুএ মিত্ররূপ হম কেবল আপকী স্তুতি করনেকো হী অপনা কর্ত্তব্য মানতে হুএ তুম্হারী স্তুতি কর্তে হৈঁ। কণ্বগোত্রী হমারে পুত্র ভী বেদমন্ত্রোঁসে তুম্হারী স্তুতি কর্তে হৈঁ।"

আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'সখায়ঃ' পদটীকে দ্বিবিধ অন্বয়ে দ্বিবিধ অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বে 'সখায়ঃ' পদ চিত্তবৃত্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত দেখিয়াছি। এখানে সেই চিত্তবৃত্তি অর্থেও ঐ পদের প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। আমাদিগের প্রথমবিধ ব্যাখ্যায় সে অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। অপিচ, ঐ পদে সখিত্বের অবস্থায় উপনীত অর্থাৎ সাযুজ্যাদি প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারি! ভগবানের উপাসনার দ্বারা, তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা, তৎসম্বন্ধী বাক্যের দ্বারা, ভগবানের ধ্যান-জ্ঞান-ধারণার দ্বারা, মানুষ সেই অবস্থায় উপনীত হয়। চিত্তবৃত্তিসমূহ যখন একান্তে ভগবানের অনুসারী হয়, তখন তাহাদিগকেও 'সখায়ঃ' পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। আমাদিগের 'সখায়ঃ' হইয়া তাহারা তখন ভগবানের 'সখায়ঃ' হয়। ফলতঃ, ভগবানে গুপ্তচিত্ত হইলে, তাঁহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে

সকল শ্রেয়ঃ অধিগত হইয়া থাকে। এই ভাবই এই মন্ত্রে প্রকটিত। 'কণ্বাঃ' এবং 'জরন্তে' ক্রিয়াপদে যে যে ভাব পাইতে পারি, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। (২অ—৫খ—৫দ—৩সা)॥

— • —

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতম্পরিষ্টোভন্তু নো গিরঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অর্কমর্চ্চন্তু কারবঃ ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

১। ইন্দ্রায় মদ্বনাই সুতাং। ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতাং। পরাইষ্টো

২ ৩ ভা। তুনোগিরো। অর্কমা ২ ৩ র্চ্চা। তুকারা

২ ৩ বাঃ ৩ ৪ ৩ঃ। ঔ ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

২। ইন্দ্রায় মদ্বনে হাউ। ঔইসু ৩ তাং। পরিষ্টো। ভা। তুনো

২ ৩ হাই। গাইরাঃ ২। পরিষ্টোভা। তুনো ২ ৩ হাই।

গাইরা ২ ঃ। অর্কা ২ ৩ মৃ। আ ২ র্চ্চা ২ ৩ ৪ ঔ

হোবা। এ ৩। তুকা ৩ রবা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ষোড়শ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়গান দুইটী "বাধে ইমে" ইত্যাদিরূপে অভিহিত।

২। 'সধায়ঃ' পদের প্রতিবাক্যে বিবরণকার 'যাগপরাঃ' পদ গ্রহণ করেন। উত্তরবাক্যে 'জরন্তে' ক্রিয়াপদ গৃহীত হইয়া থাকে। সেই জন্য ভাষ্যে প্রথমাংশে 'জরামহে' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। নিরুক্তে (নি০ ৩।১৫।৭) 'অর্চ্চতি-কর্ম্মসু' অর্থে 'জরতি' পদ উল্লিখিত দেখা যায়। 'কণ্বাঃ' পদে কণ্ব-ঋষির পুত্র মেধাতিথি প্রভৃতিকে কেহ কেহ লক্ষ্য করেন।

৩। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ মন্ত্রার্থ-আলোচনার সঙ্গেই প্রকাশ করা গিয়াছে।

৩। ইন্দ্রায় মদ্বনে সুতং। ইন্দ্রায় মোবা। দ্বা ৩ নাইসূ ৩ তাং।

পরিষ্টো। ভা ২ ৩। হা ৩ হা ৩। তুনো ২ গা ২ ৩

৪ ইরা। আর্কমর্চ্চা ৩। হা ৩ হা। তুকারা ২·৩

বা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩·৪ ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদ্বনে' (আনন্দস্বরূপায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়—তদুদ্দেশ্যে ইতি যাবৎ) 'নঃ (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্বং, সৎকর্ম্ম) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ চ) 'পরিষ্টোভন্তু' (সর্ব্বথা প্রযুক্তা ভবন্তু); তথা 'কারবঃ' (কর্ম্মপরায়ণাঃ অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'অর্কং' (সর্ব্বৈরর্চ্চনীয়ঃ জ্যোতিঃ, তং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'অর্চ্চন্তু' (পূজয়ন্তু, আরাধয়ন্তু)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি স্তোত্রাণি চ পরমানন্দকারিণে ভগবতি সমর্পিতানি সন্তু; বয়ং সর্ব্বথা তস্য অর্চ্চনায়া নিযুক্তা ভবাম। (২অ ৫খ—৫দ—৪সা)।

বঙ্গানুবাদ।

আনন্দস্বরূপ ভগবন্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম এবং স্তুতিবাক্যসমূহ সর্ব্বথা প্রযুক্ত হউক; এবং কর্ম্মপরায়ণ আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ সকলের অর্চ্চনীয় জ্যোতিঃকে অর্থাৎ সেই ভগবানকে আরাধনা করুক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সকল কর্ম্ম ও স্তোত্র পরমানন্দময় ভগবানে সমর্পিত হউক, আমরা সর্ব্বথা তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্ত থাকি।)॥ (২অ—৫খ—৫দ—৪সা)॥

সায়ণভাষ্যং। অথ চতুর্থী। শ্রুতকক্ষঋষিঃ। 'মদ্বনে' (মাদ্যতেঃ কনিপ্) মদনশীলায় 'ইন্দ্রায়' তদর্থং 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'নঃ' অস্মদীয়াঃ 'গিরঃ' স্তুতিরূপা বাচঃ 'পরিষ্টোভন্তু' স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা (নি০ ৩।১৪) পরিতঃ সোমং স্তুবন্তু। ততঃ 'কারবঃ' স্তুতিকারিণঃ স্তোতারশ্চ 'অর্কং' সর্ব্বৈরর্চ্চনীয়ং সোমং 'অর্চ্চন্তু' পূজয়ন্তু ॥ ৪ ॥

চতুর্থ (১৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে কাহার উদ্দেশে কি ভাবে মন্ত্রটী যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ এই এই যে,—'মদনশীল অর্থাৎ মদ্যপানরত ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোমকে আমাদিগের স্তুতিলক্ষণ বাক্য বা স্তোত্রসমূহ সর্ব্বতোভাবে স্তুতি করুক। অতঃপর স্তুতিকারী ও স্তোতৃগণ সকলের অর্চ্চনীয় সোমকে পূজা করুক।' মদ্যপ ইন্দ্রের জন্য সোমের পূজা হউক,—এতদর্থে কি সুষ্ঠু ভাব পাওয়া যায়, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন। এই মন্ত্রের তিন ভাষার (বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি) তিনটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। অনুবাদ তিনটী; যথা—

(১) "মত্ততাযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্যসকল অভিষুত সোমকে স্তব করুক; স্তুতিকারিগণ অর্চ্চনীয় সোমকে পূজা করুন।"

(2) "For Inlra, lover of carouse, loud be our songs, about the juice,
Let poets sing the syog of praise."

(৩) "প্রসন্নস্বভাব ইন্দ্রকে অর্থ নিচোড়ে হুএ সোমকো হমারী স্তুতিয়েঁ সোমকী সর্ব্বথা প্রশংসা করৈঁ, তদনন্তর স্তুতি করনেবালে সবকৈ পূজনীয় সোমকো পূজৈঁ।"

উদ্ধৃত তিনটী অনুবাদে ভাব প্রায় একই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে শেষোক্ত অনুবাদটীতে 'মন্দনে' পদের বিপরীত অর্থ দেখিতে পাই। সে অর্থ কতকটা আমাদিগের অর্থের অনুকূল। যিনি মদ বা আনন্দস্বরূপ, তিনিই মন্দন। ভগবান্—আনন্দস্বরূপ; তাই তিনি মন্দন। 'সুতঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপর শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানে ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদকে দ্বিতীয়ার একবচনরূপে (কর্ম্মরূপে) গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পদটীকে কর্তৃপদ-রূপে (ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচনের পদ-রূপে) গ্রহণ করি। আমাদিগের মতে—ঐ পদ এবং 'গিরঃ' পদ একই পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং অর্থ উপলক্ষে উহাদের সংযোগাত্মক একটী 'চ' পদ আমরা অধ্যাহার করিয়াছি। তদনুসারে ঐ দুই পদ 'পরিষ্টোভন্ত' ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ মধ্যে পরিগণিত। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের, "মন্দনে ইন্দ্রায় নঃ সুতং গিরঃ পরিষ্টোভন্ত"—পদ-কয়েকটীর ভাব দাঁড়াইয়াছে,—আনন্দস্বরূপ ভগবান সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমাদিগের সকল কর্ম্ম ও স্তোত্রসমূহ প্রযুক্ত হউক।' তাহারা 'পরিষ্টোভন্ত' অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশে স্তুতি করুক,—এবম্প্রকার অর্থ হইতেই ঐ ভাব পাওয়া যায়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ, "কারবঃ অর্কং অর্চ্চন্ত" পদ-কয়েকটী, পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই পরিপোষক অথবা বিশ্লেষক। 'কারবঃ' পদে কর্ম্মপরায়ণ জনগণ বুঝায়। এখানে

আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ ঐ পদের লক্ষ্যস্থানীয়। 'অর্কং' পদে জ্যোতিষ্মন্তকে—জ্যোতিঃস্বরূপ দীপ্তিমান্ দেবতাকে বা সেই ভগবানকে বুঝাইতেছে। এ পক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ সর্ব্বথা সেই ভগবানের পূজায় ব্রতী হউক।'

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনার সার মর্ম্ম এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্ম ও স্তোত্র ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত হউক; এবং আমরা সর্ব্বথা যেন ভগবানের পূজাপরায়ণ হই।' (২অ—৫খ—৫দ—৪সা)॥ *

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অয়ন্ত ইন্দ্র সোমো নিপূতো অধিবর্হিষি।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
এহীমস্য দ্রবা পিব॥ ৫॥

• • •

গেয় গানং।

৫ ২ ১র ২ ১ ২ ১র র ২
১। অয়ন্তআ। দ্রসোমো। হোবা ৩ হোই। নিপূতো আ ৩।
১ ২ ০ ৫ ৫ ২র ১ ১ ৯ ৫
ধোবর্হী ২ ৩ ৪ ইষী। আইহোমস্যা ২ ৩। দ্রা ২ বা ২।
৫র র ২ ৫
৩ ৪ ঔহোবা। পী ২ ৩ ৪ বা॥ ৫॥

• • •

১ ৫ ১র র ১ ৭ ৫
২। অয়ন্তইন্দ্রসো ৪ মাঃ। নিপূতো অধিবা ২ হাইষী ২ এহী
১ ২র ১ ২
২ ইমাস্যা। দ্রবাপাইবা ২। আইহীমস্যাদ্রবা ৩ ১
৫
উবা ২ ৩। পী ২ ৩ ৪ বা॥ ৫॥

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮১ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। মতান্তরে এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯২ম সূক্তের উনবিংশতিতম ঋক্। ইহার প্রথম দুইটী গেয়-গান "গৌরীবীতে ইমে" এবং তৃতীয় গেয় গানটী "ইদং শ্রোতকক্ষ" বলিয়া উক্ত আছে।

২। নিরুক্তে 'গিরঃ' পদ 'স্তুতয়ঃ' অর্থে প্রযুক্ত আছে (নি॰ ১।২ ১৫)। 'কারুঃ' পদ স্তোতৃনাম মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয় (নি॰ ৩।১৫।৩)। 'অর্ক' পদ নানারূপ অর্থে নিরুক্তে (৫ ১।৫৬) ব্যবহৃত। অথচ, এখানে তাহাদিতে সোম অর্থে পরিগৃহীত।

১৩২ ৩ ১ ২ ২৩১ ৪ ৫ ৪ ৫

৩। অয়ন্তইন্দ্রসো ৪ মঃ। না ২ ৩ ৪ ই। পূতো অধিবর্হিষী॥

১ ৩ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ২

নিপূতো অধিবর্হী ২ ৩ ইষী। ঐহোইমা ২ ৩ স্যা। দ্রবা॥

৩ ৫

পা ২ ৩ ৪ ৫ ইবা ৬ ৫ ৬। ঈ ২ ৩ ৪ হা॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অয়ং' (এষঃ স্বতঃসঞ্জাত ইতি ভাবঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'তে' (ত্বদর্থং) 'বর্হিষি' (রিপুণা বিমর্দ্দিতে বিচ্ছিন্নীকৃতে বা হৃদি) 'অধিনিপূতঃ' (সর্ব্বথা নিরন্তরং পবিত্রীকৃতঃ—কর্ম্মণা স্তোত্রেণ চ) অস্তু ইতি শেষঃ; 'ইং' (ইদানীং) 'অস্য' (ইমং সত্ত্বভাবং প্রতি) 'এহি' (আগচ্ছ); তথা 'দ্রবা' (দ্রবেণ, করুণয়া ইতি ভাবঃ) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং হৃদি সত্ত্বস্য সঞ্চারো ভবতু, ত্বমাগত্য চ তৎ গৃহাণ। (২অ—৫খ—৫দ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! এই স্বতঃসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার জন্য রিপুগণ কর্তৃক বিমর্দ্দিত বা বিচ্ছিন্নীকৃত হৃদয়ে নিরন্তর কর্ম্মের বা স্তোত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রীকৃত হউক; এখন এই সত্ত্বভাবের প্রতি আপনি আগমন করুন; এবং করুণা করিয়া তাহা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক, আর আপনি আসিয়া তাহা গ্রহণ করুন।)॥ (২—৫খ—৫দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। ইরিমিঠি ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র' 'তে' তুভ্যং ত্বদর্থং 'অয়ং সোমঃ' 'বর্হিষি অধি' বেদ্যামাস্তীর্ণে দর্ভে 'নিপূতঃ' নিতারং দশাপবিত্রেণ শোধিতঃ অভিষবাদি সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ ইত্যর্থঃ। 'ইং' ইদানীং 'অস্য' ইমং সোমং প্রতি 'এহি' আগচ্ছ; আগত্য চ যত্র রসাত্মকং সোমো হূয়তে তং দেশং প্রতি 'দ্রব' শীঘ্রং গচ্ছ, তদনন্তরং তং সোমং 'পিব'। (২অ—৫খ—৫দ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রের ভাষ্যাদি গৃহীত অর্থ এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! বেদীর উপর বিস্তৃত কুশের উপর দশাপবিত্রের দ্বারা শোধিত অভিষব-সংস্কারে সংস্কৃত; এখন তুমি এই সোমরসের প্রতি এস; আসিয়া, যেখানে যেখানে রসাত্মক সোম আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, সেখানে যাও; এবং উহা পান কর।' কুশের উপর ছিটে ফোঁটা সোমরস ছড়াইয়া দেবতাকে যেন প্রলুব্ধ করা হইতেছে,—এই ভাবই প্রধানতঃ প্রচলিত অর্থাদিতে প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক, সে সকল অর্থের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। এখন আমরা যে দৃষ্টিতে যে অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তাহারই আভাস দেওয়া যাইতেছে।

'সোম' শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও তাহা গ্রহণীয়। 'বর্হিষি' পদে যে হৃদয়কে বুঝায়, আমরা তাহা পূর্ব্বে বহুস্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। রিপুগণের উপদ্রবে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, ইহাই হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা। আমরা মনে করি সেই পক্ষেই ছিন্ন-কুশের সহিত উহার সাদৃশ্য পরিকল্পনা। কুশ যেমন ঘৃতাদিতে অভিষিক্ত হইয়া আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, হৃদয় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বে অভিষিক্ত হইলে দেবপূজার উপযুক্ততা লাভ করে। তার পর, 'এহি' ও 'দ্রব' পদদ্বয়ে যে ভাব পরিগৃহীত হয়, তাহা সর্ব্বথা সমীচীন বলিয়া মনে করি নাই। একবার বলা হইয়াছে,—'এস' (আগচ্ছ), পুনরায় বলা হইয়াছে,—'যাও'; ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করা যায় না। আমরা 'দ্রব' পদকে দ্রবেণ পদের রূপান্তর বলিয়া মনে করি। ভাব—করুণার দ্বারা। এখানে এ মন্ত্রে ভগবান ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দাও। তার পর, তুমি এই হৃদয়ে এস, আসন গ্রহণ কর, আর সেই শুদ্ধসত্ত্বপানে প্রবৃত্ত হও।' সৎকর্ম্মের দ্বারা, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পরিপোষণ দ্বারা, ভগবানের প্রীতি-সাধন-কামনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৫খ—৫দ—৫সা)॥ *

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের একাদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চৌত্রিশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার তিনটী গেয়-গানের প্রথম দুইটী সম্বন্ধে "ইমে বে সৌমিত্রে" এবং তৃতীয়টী সম্বন্ধে "ইহ বদ্দেবোদাসম্" এইরূপ উক্ত আছে।

২। মূলের 'আবর্হিষঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'বর্হিষঃ উপরি' পদ প্রযুক্ত দেখি। 'ঈং' পদ পাদপূরক বলিয়া উক্ত হয়। 'অস্য' পদসম্বন্ধে বিবরণকারের উক্তি,—"অস্য সোমস্য ষষ্ঠী নির্দ্দেশাৎ সক্রম্।" ভাষ্যাদিতে প্রকাশ, এই মন্ত্রের 'এহি দ্রব' এই দুই পদ গত্যর্থক; অভ্যাসে ভূয়সী অর্থ প্রতিপন্ন হয়।

ষষ্ঠং সাম।

৩ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্বরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।
৩ ২ ৩ ১ ২
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি॥ ৬॥

গেয়-গানং।

১। সূরূ। পকৃত্নুমূতয়াই। সুদুঘাং। ইবগো ২। দুহয়া ৩ ১
উবা ২ ৩। উ ৩ ৪ পা। জুহূমা ২ ৩ সী। দ্যবিদ্যবিয়া ৩ ১
উবা ২ ৩। উ ৩ ২ ৩ ৪ পা॥ ৬॥

২। সুরূহাহাউ। পকৃত্নুমূ ২ তায়া ২ ই। সুদুঘাং। ইবাগা ২।
দুহে! ঐহীয়ৈহী ১। জুহো ২। হুবা ২ ই। মাসী ২।
দ্যবিদ্যবি। ঐহীয়ৈহী ১॥ ৬॥

৩। সুরূপকৃত্নু ৩ মূতা ২ ৩ ৪ য়াই। ওইসুরূপকৃত্নুমূ ১ জায়া ২ ই।
ওইসুদুঘামিবাগো ১ দুহা ২ ই। জুহূমসা ৩ ই। দ্যবিস্তা ২ ৩ ৪ বী
ঐহী! জুহূ ২ মাসী ২। দ্যবিদ্যা। বীবী ২ ৩। আঔহোই।
আঔহো ৬ বা। এ ৩। দ্যবী ৩ ঈ ২ ৩ ৪ ৫॥ ৬॥

৪। সুরূপকৃ। ত্নুমূ ২ ৩ য়াই। সুদুঘামী ৩। বাগো দু ২ ৩ ৪
হাই। সুদুঘামা। বাগী ২ দুহাই। জুহূমা ২ ৩ সো ৩।
দ্যা ২ ৩ বী ৩। দ্যা ৩ ৪ ৫ বৌ ৬ হাই।॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুরূপকৃত্নুং' (শোভনকর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষয়িতারং, কর্ম্মশ্রেষ্ঠত্বমকর্ত্তারং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবি দ্যবি' (প্রতিদিনং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘা'মব' (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, যদ্বা—সকলরত্নপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব, যদ্বা—গোদোহনায় অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ ত্বমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোকতৃপ্তিসাধক, হে দেব, তদ্বৎ ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব।' (২অ—৫থ—৫দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের কর্ত্তা (সৎকর্ম্মের পোষক অথবা সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ-সম্পাদয়িতা) ভগবানকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সকল রত্নপ্রদা পৃথ্বীমাতার ন্যায়, অথবা—সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'চন্দ্রকিরণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন।') ॥ (২অ—৪থ—৫দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। 'সুরূপ কৃত্নুং' শোভনরূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারং ইন্দ্রং 'উতয়ে' অস্মদ্রক্ষার্থং 'দ্যবিদ্যবি' প্রতিদিনং 'জুহূমসি' আহ্বয়ামঃ আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—'গোদুহে' গোধুগর্থং 'সুদুঘাং ইব' সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব, যথা লোকে গোর্য্যো দোগ্ধা তদর্থং তস্যাভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গামাহ্বয়ন্তি তদ্বৎ। দ্যবোদ্যবিত্যাদিষু নামসু দ্যবিদ্যবীতি দ্বাদশাহর্নামানীতি পঠিতং॥ (২অ—৫থ—৫দ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

——:• • •:——

এই মন্ত্রের "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমায় অর্থ-নিষ্কাশনে ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে' (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠুদোগ্ধ্রীং গামিব); অর্থাৎ,—দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুগ্ধ দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত

যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে, আরাধ্য দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্নপর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? 'গো' শব্দে গাভীকে বুঝায় বটে; কিন্তু 'গা'-শব্দে পৃথ্বীমাতাকে বুঝায়, 'গো'-শব্দে চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥"

এখানে 'দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ—পৃথিবীর ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীং॥"

অর্থাৎ—'দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিলেন।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা দোহন করিয়াছিলেন।

মন্ত্রের 'গোদুহে' শব্দ, আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘা'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী—তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রপক্ষে দেখুন,—চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্য-রূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—মন্ত্রে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুগ্ধ-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়।

সুতরাং এ ঋকে যেন বলা যাইতেছে—'হে মঘবন ইন্দ্রদেব! ধরিত্রী-মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সংস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার বটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গো-দোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে দেব! তুমি 'আপনিই' করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম! আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি! পৃথীমাতার রস-রূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র-নীচ সর্ব্বানির্ব্বিশেষে নিপতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস। আমাদিগকে আশ্রয়-দান কর।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুং।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগতপালক। তিনি পৃথ্বীমাতায় ন্যায় 'সুদুঘা'। তিনি স্বতঃ-স্নেহশীল। 'তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন';—আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনায় ইহাই মর্ম্মার্থ। (২অ—৫খ—৫দ—৬সা)॥ *

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথম ঋক (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার চারিটী গেয় গানের প্রথম দুইটী "পাক্কবর্ণম্" ও "বীঙ্কম্' অভিধায়ে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ গেয়-গানদ্বয় "ঐগ্নবে বৈণবে বা ঔদলে" অভিধায়ে অভিহিত হয়।

২। এই মন্ত্রের 'জুহূমসি' পদ উপলক্ষে "মসইগাগমে (৭।১।৪৬) রূপম্' এইরূপ সূত্রের হয়। "গোদুহে সুদুঘাম ইব" বাক্যাংশ সম্বন্ধে বিবরণকারের উক্ত,—'যথা গোদোহকর্ম্মার্থং তস্যা এব গোর্দ্দোহনার্থম্ আহ্বয়তি তদ্বৎ।" মন্ত্রের অন্তর্গত "দ্যবিদ্যবি" পদ অহর্নামসু পঠিত হয়। নিরুক্ত (নি০ ২।২৮ ও নি০ ১।৯) দ্রষ্টব্য।

৩। এই মন্ত্রের ইংরাজী বাঙ্গালা সকল অনুবাদেই দুগ্ধ-দোহনের জন্য গাভীকে যেন দোহনকারী আহ্বান করে—এই ভাবই প্রকাশমান দেখি। মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী হিন্দি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা;—

"As a good cow to who milks, we call doer of good deeds
To our assistance day by day"

হিন্দি অনুবাদ।—'গৌ দুহনকে নিমিত্ত সুন্দর দুধবালী গোকে জৈসে পুকারতে হৈ বৈসে প্রতিদিন আহ্বান করতে হৈ।"

সপ্তমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতꣳ সৃজামি পীতয়ে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদং ॥ ৭ ॥

গেয় গানং।

১। ওম্। অভিত্বাবৃষভাসুতাই। সুতꣳসৃজা। মিপাইতা ১ য়া ২ ই। তৃম্পাবা ১ য়া ২। শ্নুহা ৩ ১ উবায়ে ৩। মা ২ ৩ ৪ দাম ॥ ৭ ॥

২। অভিত্ববৃষভা সুতেঅভ্যাহাউ। ত্বাবৃ ৩ ষাভা ১ সুতা ২ ই। সূতꣳসৃজা। মিপাইতা ১ য়া ২ ই। তৃম্পা ৩ হো ই। বিয়া * হো। শ্নুহীমা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ মৃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৭ ॥

৩। অভিত্বাবৃষভাসুতে। সুতꣳসৃজোবা। মিপীতায়া ২ ই। সুতꣳসৃজামি। পীতা ২ ৩ যাই। ত্রো ২ ম্পা ৩। বা ২ যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শ্নুহীমদা ২ ৩ ৪ ৫ মৃ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষভ' (অভীষ্টপূরক হে ভগবন্) 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বথা 'সুতে' (শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে সতি, হৃদি সত্ত্বভাবযুক্তে সতি) অহং 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পীতয়ে' (তব পানার্থং তব গ্রহণায়) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং সৎকর্ম্ম বা) 'সৃজামি' (সম্পাদয়ামি, করোমি); অতঃ 'তৃম্পা' (তৃপ্তিকরং) 'মদং' (আনন্দপ্রদং—তং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'ব্যশ্নুহি' (বিশেষেণ প্রাপ্নুহি)। অস্মাকং কর্ম্ম ভবৎসম্বন্ধযুতং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (২অ—৫খ—৫দ—৭সা)।

অথবা,

'বৃষভ' (অভীষ্টপূরক হে ভগবন্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবে) 'ত্বা (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, উদ্দিশ্য) 'পীতয়ে' (তব পানার্থং গ্রহণায়) 'তৃম্পা' (তৃপ্তিকরং) 'মদং' (আনন্দপ্রদং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং সৎকর্ম্ম বা) 'সৃজামি' (উৎপাদয়ামি, করোমি)°; ভগবতঃ তৃপ্তয়ে সৎকর্ম্মসাধনায় মম প্রীতির্ভবতি ইতি ভাবঃ ; তথা অস্মিন্ 'সুতে' (শুদ্ধসত্ত্বে সৎকর্ম্মাণি বা) 'ব্যশ্নুহি' (বিশেষেণ ব্যাপ্নুহি, পরিব্যাপ্তো ভব)। মদীয়ানি কর্ম্মাণি তব সম্বন্ধযুতানি ভবন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (২অ—৫খ—৫দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অভীষ্টপূরক ভগবন্! সর্ব্বথা হৃদয় সত্ত্বভাবসমন্বিত হইলে, আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আপনার গ্রহণের জন্য, শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্ম্মকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সম্পাদন করি ; (ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হইলে, ভগবানের প্রীতির জন্য আমরা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই) ; তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি সর্ব্বথা প্রাপ্ত হউন ; (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম আপনার সহিত সম্বন্ধযুত হউক—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (২অ-৫খ—৫দ—৭সা)।

* * *

অথবা,

হে অভীষ্টপূরক ভগবন্! আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, সর্ব্বতোভাবে আপনার পানার্থ বা গ্রহণের জন্য, তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্ম্মকে সৃষ্টি করি ; (ভাব এই যে,—ভগবানের তৃপ্তির জন্য আমার যেন সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি হয়) ; আর, সেই সৎকর্ম্মে বা শুদ্ধসত্ত্বে আপনি পরিব্যাপ্ত রহুন, (ভাব এই যে,—আমার কর্ম্মসমূহ আপনার সহিত সম্বন্ধযুত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (২অ—৫খ—৫দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। ত্রিশোকঋষিঃ। হে 'বৃষভ'। কামানাং বর্ষিতরিন্দ্র 'ত্বা' ত্বাং 'সুতে' সোমেঽভিষুতে সতি ত্বং 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'পীতয়ে' পানায় 'অভিসৃজামি' ; 'তৃম্পা' তৃপ্যং 'মদং' মদকরং সোমং 'ব্যশ্নুহি' বিশেষেণ প্রাপ্নুহি ॥ (২অ ৫খ—৫দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুতে' 'সুতং' এবং 'মদং' পদত্রয় বিষম সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য লইয়া দেবতার অর্চনা চলিয়াছে,—এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া যাঁহারা মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সেই ভাবেরই পোষক হইবে। এ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রের যে কয়েকটী ব্যাখ্যা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহার সকল ব্যাখ্যাই সোমরস মাদক-দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। তদনুসারে 'সুতে' পদ অভিষব-সংস্কারে সংস্কৃত সোমরসের অবস্থা-বিশেষকে বুঝাইয়া আসিতেছে। 'সুতং' পদ সোমরসকে লক্ষ্য করিতেছে; এবং 'মদং' পদ মদ্যপানজনিত মত্ততার পরিচয় দিতেছে।

এই প্রকারে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুই একটী নমুনা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

(১) "হে বৃষভ ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে, সেই অভিষুত সোম পানার্থ তোমার উদ্দেশে ত্যাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম-পান কর।"

(2) "Hero the Soma being shed,
I pour the juice for thee to drink :
Sate thee and finish thy carouse !"

আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুতে' পদটী আমাদিগের দ্বিবিধ অন্বয়ে দুই রূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এক প্রকার অর্থে ঐ পদে 'হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত হইলে'—এইরূপ মর্ম্ম প্রাপ্ত হই। অন্য প্রকার অর্থে 'শুদ্ধসত্ত্বে বা সৎকর্ম্মে' এইরূপ ভাব গ্রহণ করি। 'সুতং' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝায়, তাহা আমরা বহুত্র খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। 'মদং' পদ 'আনন্দপ্রদং' অর্থ খ্যাপন করে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রে যে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বেশ উপলব্ধ হইতে পারে। মানুষ যে ভগবানের প্রতি নুরক্তচিত্ত হয়, মানুষ যে ভগবানের উদ্দেশে সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে, তাহার মূল—হৃদয়ে একটু সদ্ভাবের সমাবেশ—হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষ। তাই বলা হইয়াছে—'সুতে'। অর্থাৎ, হৃদয় সর্ব্বথা শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হইলে আমি (আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জনও) ভগবানের উদ্দেশে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয় বা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ভগবানকে সম্বোধন-পূর্ব্বক "ত্বাং অভি সুতং সৃজামি" এই যে বাক্য উচ্চারণ; "আ সুতে" পদদ্বয় তাহারই মূলীভূত। একটু করুণার ধারা হৃদয়ে সিঞ্চিত না হইলে, "সুতং সৃজামি" এই বাক্য বলিবার সামর্থ্য আমার আসে কি? আমরা মনে করি, 'সুতে' পদ আমায় সেই সামর্থ্য প্রদান করিতেছে। আমাদিগের প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় এই ভাবই প্রকাশিত। প্রার্থনা-পক্ষে বলা হইয়াছে,—'তৃপ্তিকর আনন্দপ্রদ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি প্রাপ্ত হউন।'

দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যাতেও লক্ষ্য অভিন্ন আছে; কিন্তু এখানে 'সুতে' পদ অন্য ভাব

ব্যঞ্জনা করিতেছে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায়, "আ ত্বা অস্তি পীতয়ে"—এই কয়েকটী পদে লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছে; প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইতেছে,—'হে ভগবন্! সর্ব্বতোভাবে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আপনারই গ্রহণের জন্য যে শুদ্ধসত্ত্বকে বা সৎকর্ম্মকে সৃষ্টি করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই তৃপ্তিকর ও আনন্দপ্রদ হইবে; সুতরাং নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সেই কর্ম্মের বশে সেই শুদ্ধসত্ত্বে আপনি আসিয়া পরিব্যাপ্ত হউন।' যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হয়, সে কর্ম্ম যে সৎকর্ম্ম, আর সে কর্ম্মে আসিয়া তিনি যে মিলিত হয়েন; তাহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ, আমাদিগের কর্ম্ম সর্ব্বথা সৎ ও ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক,—এইরূপ প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ—৫খ—৪দ—৭সা)॥

—— • ——

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ৩ ৩ ২
য ইন্দ্র চমসেষ্বা সোমশ্চমূষু তে সুতঃ।
১র ২ র ৩ ২ ১
পিবেদস্য ত্বমীশিষে॥ ৮॥

* • *

গেয়-গানং।

৩ ২ ১ ৪ ৫ ৪র র ৫ ১র ২ ১র ২র ১ ২ র
১। যাইন্দ্রা২৩। চমসেষুবাঈষা। সোমশ্চমূষুতেসুতঃ। সোমশ্চমূ।
১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১র
ষুতাইস্‌ ২ ৩ তাঃ। পাইবে ৩ দ্ধাই। আস্যা ৩ হাই! ত্বমীশা
২ ১
২ ৩ ইষা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ই। ডা॥ ৮॥

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৪৫ম সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ৪৬ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার তিনটী গেয়গান সম্বন্ধে উক্ত আছে,—"আর্ষভানি ত্রীণি সৈন্ধুক্ষিতানি বা বাভ্রশ্বানি বা।"

২। মূলের 'বৃষভা' পদে আমরা 'বৃষভ' ও 'আ' পদদ্বয়ের সমাবেশ স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু ঋকে 'বৃষভা' ইত্যাদি পদে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রে 'আত্ব' হয়। এতদনুসারে 'বৃষভা' পদ 'বৃষভ'—এই সম্বোধনের পদ-রূপেই পরিগৃহীত হয়। 'ত্বা' পদ-বিষয়ে "দ্বিতীয়ৈকবচনমিদং চতুর্থ্যেকবচনস্যার্থে দ্রষ্টব্যং" এইরূপ উক্তি আছে। 'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি' (২।৩।৬২) ইত্যাদি নিয়ম আছে। 'অভিসৃজামি' পদের অর্থে বিবরণকার 'আভিমুখ্যেন দদামি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। 'তৃম্পা' পদ সম্বন্ধে 'ঋচি তুম্পা ইতি দ্যচঃ (৬।৩।১৩৫) ইতি দীর্ঘ—এই নিয়মে দীর্ঘত্ব। 'বাভ্রূহী' সম্বন্ধেও ছান্দসে দীর্ঘত্ব এইরূপ উক্ত হয়।

৫ ৱ ৫ৱ ১ৱ ২ ২ ৱ
২। বইন্দ্রচামা ৬ সেষুবা। সোমশ্চমূষুতা ১ ই সূ ৩ তাঃ। সোমশ্চমূ ৩।
২ ১ ২ ২ ১ ৱ ৩ ৫
ষূ ৩ তাইসূ ৩ তাঃ। অ ২ ই। পিবেদস্যো ২ ৩ ৪ হাই।
৩ ২
ত্বমা ৩ ইশা ৫ ইষা ৬ ৫ ৬ ই ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) 'তে' (ত্বদর্থং) 'সুতঃ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাত পবিত্রীকৃতঃ বা) 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ, পরিদৃশ্যমানঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ) 'চমসেষু চমূষু' (বৃহত্তেষু ক্ষুদ্রেষু চ অস্মাসু হৃদয়রূপপাত্রেষু) 'আ' (সর্ব্বতঃ) বিদ্যতে ইতি শেষঃ; 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য অংশং সারভাগং বা) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ) যতঃ 'ত্বং ইৎ ঈশিষে' (ত্বমেব ঈশ্বরো ভবসি), তৎ সর্ব্বং ত্বাং নিবেদয়ামি ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মণঃ তারতম্যানুসারেণ যঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ সঞ্জাতোঽস্তি, কৃপয়া তৎসর্ব্বং গৃহাণ॥ (২অ—৫খ—৪দ—৮সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত বা পবিত্রীকৃত প্রসিদ্ধ যে শুদ্ধসত্ত্বভাব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আমাদিগের হৃদয়-রূপ পাত্রসমূহে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশ বা সারভাগকে আপনি গ্রহণ করুন; যেহেতু আপনি ঈশ্বর হয়েন, সেইজন্য সেই সকল আপনাকে নিবেদন করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মের তারতম্যানুসারে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, কৃপা করিয়া আপনি তাহা সকলই গ্রহণ করুন।)॥ (২অ—৫খ—৫দ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। কুসীদঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'তে' ত্বদর্থং 'সুতঃ' অভিষুতো যঃ 'সোমঃ' 'চমসেষু' এতন্নামকেষু পাত্রেষু তথা 'চমূষু' (চমন্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্রেতি) চম্বো গ্রহাঃ তেষু চ 'আ' সর্ব্বতঃ অস্তি। 'অস্য' তমেতং সোমং 'ত্বং' 'পিব ইৎ' (ইদবধারণে) পিবৈব। কথং মম সোম-পানং-যোগ্যতা? তত্রাহ—হে ইন্দ্র। ত্বং 'ঈশিষে' তস্য ত্বমীশ্বরো ভবসি খলু; যত এবং ততঃ পিবেতি সমন্বয়ঃ; ঈশ ঐশ্বর্য্যে (অ০ আ০) লটি 'ঈশঃ সে' (৭।২।৭৭) ইতি ইডাগমঃ॥ (২অ—৫খ—৫দ—৮সা)॥

অষ্টম (১৬২) সামের মর্ম্মার্থ।
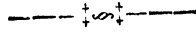
এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'চমসেষু' এবং পদদ্বয় মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশন পক্ষে বিশেষ সমস্যা আনিয়াছে। হবিঃপ্রদানের উপযোগী পাত্রবিশেষকে 'চমস' ও 'চমূ' কহে। যজ্ঞ-ডুমুরাদি কাষ্ঠ নির্ম্মিত 'চমস' এবং 'চমূর' সাহায্যে ঘৃতাদি অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাই 'চমস' ও 'চমূর' ব্যবহারিক প্রয়োগ। মন্ত্রের মধ্যে 'সুতঃ' পদ আছে, 'সোমঃ' পদ আছে; আবার 'চমস' ও 'চমূ' রহিয়াছে। সুতরাং সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের প্রসঙ্গ স্বতঃই আসিয়া থাকে। 'চমসে' এবং 'চমূতে' অভিষুত অর্থাৎ পাকাদি কার্য্যের দ্বারা বিনিঃসৃত সোমরস মাদকদ্রব্যকে রক্ষা করিয়া দেবতার পূজায় প্রদান করা হইত,—এই ভাবই এখানে সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এতদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ইন্দ্রদেব। তোমার জন্য অভিষব-সংস্কারে সংস্কৃত সোম লতার রস চমসে এবং চমূতে যাহা রক্ষিত হইয়াছে, তাহা পান কর; তুমি ঈশ্বর হও, অতএব তুমি ইহা পান কর।' যে কোনও ভাষায় এই মন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে, দেখিতে পাই, তাহার সর্ব্বত্রই এই ভাবই প্রকাশমান্।

এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত চারিটী পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলেই সে ভাব উপলব্ধ হইবে। প্রথমতঃ 'চমসেষু' ও 'চমূষু' পদদ্বয়ে হৃদয়রূপ পাত্রের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'চমস' অপেক্ষা 'চমূ' ক্ষুদ্র। হৃদয়পক্ষেও সেইরূপ ক্ষুদ্রত্বের ও বৃহত্ত্বের পরিকল্পনা করা যায়। যে হৃদয় উদার, মহান্, সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ; যে হৃদয় 'বসুধৈব কুটুম্বকং' ভাবে অনুপ্রাণিত; তাহাতেই বৃহত্ত্বের কল্পনা করা যায়। আর, যে হৃদয়ে অল্প অল্প করিয়া সত্ত্বভাবের পরিপোষণ হইতেছে, যাহা এখনও তাদৃশ সম্প্রসারণ লাভ করিতে পারে নাই, তাহাতেই ক্ষুদ্রত্বের আরোপ করিতে পারি। এই যে দ্বিবিধ হৃদয়, এই দুই হৃদয়ের বিষয় এখানে 'চমসেষু' ও 'চমূষু' পদদ্বয়ে লক্ষ্য করিতে পারি। সেই যে দ্বিবিধ হৃদয়, সেখানে ভগবানের জন্য কি আছে, 'সুতঃ' 'সোমঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'সুতঃ' 'সোমঃ' এই দুইটী পদই প্রায় একার্থবোধক। কিন্তু ঐ দুই পদের একত্র প্রয়োগে একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। 'সুতঃ' পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য—সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত বা পবিত্রীকৃত। 'সোমঃ' পদে সাধারণতঃ শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তি প্রভৃতিকে) বুঝাইয়া থাকে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় প্রকাশিত 'ইন্দ্র' হইতে 'বিষ্ঠিতে' পর্য্যন্ত অংশে) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল হৃদয়ে আপনার জন্য সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চিত আছে; অর্থাৎ, ছোট-বড় সকলেই আপন আপন সৎ-কর্ম্মের দ্বারা কিছু-না-কিছু সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। প্রার্থনা, আপনি সে

সকলই করুন।' মন্ত্রের শেষ অংশে, "ত্বং ইৎ ঈশিষে" এবং "অস্য পিব" বাক্যাংশে, 'সকলই তোমায় সমর্পণ করিতেছি, তুমি ঈশ্বর, সকলই গ্রহণ কর'—এই ভাব প্রকাশ পায়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অস্য' পদ শুদ্ধসত্ত্বের অংশকে অর্থাৎ সারাংশকে লক্ষ্য করে। এইরূপে প্রার্থনার ভাব এই পাই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের তারতম্যানুসারে আমাদিগের মধ্যে যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, হে ভগবন্, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।' এইরূপ আত্মনিবেদনই এই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। (২অ—৫খ—৫দ—৮সা)।

——*——

নবমং সাম।

১　২　　　৩ ১ ২ ৩　১ ২

যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে।

১ ২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২

সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥ ৯ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১র ৩র　র র ৪৫৪　　১র র ২রর র　র র　　১র　　২

১। যোগে যোগে তবস্তরাং। বাজে বাজে হবামহে। সখায়া ২ ৩ ঈ ৩।

২ ১　　৫　　৪　　৫

ন্দ্রমূ ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ যো ৬ হাই ॥ ৯ ॥

* * *

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৭১ম সূক্তের সপ্তম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার দুইটী গেয়গান "কৌৎসে পার্থবাজে বা দাশবাজে বা" এইরূপে অভিহিত হয়।

২। এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—'হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চমস ও চমূ নামক পাত্রে রহিয়াছে, তাহা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর।'

৩। মন্ত্রের 'চমসেষু' পদ-সম্বন্ধে বিবরণকারের উক্তি,—'বহুবচনং, বহুযজ্ঞাপেক্ষম্; বহুষু যজ্ঞেষু অধিসবনফলকেষু।' চমূষু' পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ উক্ত হয়,— 'চমু ছমু জমু অদনে ভ্বা০ প০।' 'অস্য' পদ বিষয়ে বিবরণকারের উক্তি,—'অস্য সোমস্য, ষষ্ঠীনির্দ্দেশাৎ একদেশমিতি বাক্যশেষঃ।'

২। যোগে যোগে তবস্থা ৬ রাং। বাজে ২ বাজে ২ হবা ২ মহে ৩।
হবা ৩ হাই। সাখা ২ য়াঈ ২ ৩। হোবা ৩ হাই।
দ্রমূ ২ ৩। ত্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঊ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৯ ॥

* * *

৩। যোগে যোগে তবাহাউস্তরাং। বাজে বাজে। হবা ২ মাহাই। হবাই।
ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ বা। সাখায়ঈ। দ্রমু ২ তায়াই। হুবাই। ঔ ৩
হো ২ ৩ ৪ বা। সখায়আ। হূবা ২ ই। ঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫
বা ৬ ৫ ৬। দ্রমু ৩ তয়ে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবতঃ সখিসদৃশাঃ প্রিয়াঃ অস্মাকং চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ, কৃপার্হ বয়মিতি যাবৎ) 'যোগে যোগে' (প্রতিকর্ম্মসংযোগে, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে) 'বাজে বাজে' (প্রতি-সংগ্রামে, ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং সংঘর্ষে সতি) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'তবস্তরং' (অতিবলবন্তং, রক্ষণসমর্থং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ)। প্রতি-কর্ম্মারম্ভে সাত্ত্বিকেন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সহ দুষ্টেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং সঙ্ঘর্ষোঽবশ্যম্ভাবী; তস্মাৎ অস্মান্ সংরক্ষিতুং ভগবন্তং সর্ব্বশক্তিমন্তং দেবং প্রার্থয়ামঃ ইতি ভাবঃ। (২অ—৫খ—৫স—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার সখিসদৃশ-প্রিয় আমাদিগের চিত্তবৃত্তি-নিবহ অর্থাৎ তাঁহার কৃপার্হ আমরা, আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মের আরম্ভ-কালে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, সেই অতি-বলবান্ ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করি। ভাব এই যে,—প্রতি কর্ম্মারম্ভে সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহের সহিত দুষ্ট ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী; তাহা হইতে রক্ষার জন্য সর্ব্বশক্তি-মান্ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।)॥ (২অ—৫খ—৫দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমী। শুনঃশেপ ঋষিঃ। 'যোগে যোগে' প্রবেশে প্রবেশে তত্তৎ-কর্ম্মোপক্রমে 'বাজে বাজে' কর্ম্মবিঘাতিনি তস্মিন্ তস্মিন্ সংগ্রামে 'তবস্তবং' অতিশয়েন বলিনং 'ইন্দ্রং' 'ঊতয়ে' রক্ষার্থং 'সখায়ঃ' সখিবৎ প্রিয়া বয়ং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ॥ ৯॥

নবম (১৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিকর্ম্মারম্ভের সময়, সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত অসৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের সংঘর্ষ চলিয়াছে। সর্ব্বদাই উহারা পরস্পর পরস্পরের বৈরী হইয়া রহিয়াছে। সত্তের উপর অসতের প্রভাব—চারিদিক হইতেই বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। সে ক্ষেত্রে রক্ষার ভরসা—একমাত্র ভগবান্। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ যদি কৃপাকটাক্ষপাত করেন, তবেই সে সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। এই মন্ত্র সেই জয়লাভের উপায় কীর্ত্তন করিতেছে। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে সদ্বৃত্তি কেমন করিয়া জয়লাভ করিবে? তাহারই উপদেশ প্রদান-চ্ছলে সাধক আপন চিত্তবৃত্তিসমূহকে কহিতেছেন,—'তোমরা' 'সখায়ঃ' অর্থাৎ তাঁহার সখাস্বরূপ হইবার প্রয়াস পাও; তোমাদিগের প্রতি কর্ম্ম তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হউক; সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম-মাত্রেই তোমরা আত্মরক্ষার কামনায় তাঁহার শরণাপন্ন হও।'

মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমরা যেন তাঁহার সখাস্বরূপ হইয়া, আমাদিগের প্রতি কার্য্যে আমাদিগের প্রতি সংগ্রামে, তাঁহাকে যেন আহ্বান করি।'

প্রার্থনা সরল ও সহজ-বোধ্য বটে; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে এক অতি গভীর কর্ম্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন—'তাঁহার সখাস্বরূপ হও; তাঁহার অনুগ্রহভাজন হও।' কিন্তু কি প্রকারে তাঁহার সখাস্বরূপ বা কৃপার্হ হওয়া যায়? সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই সে পক্ষের একমাত্র সহায় নহে কি? যখন 'সখায়ঃ' অর্থাৎ সখাস্বরূপ হইয়া আমরা তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিব, তখন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা পাইব,—এই ভাবই মনে করা কর্ত্তব্য নহে কি? 'সখায়ঃ' পদের উহাই সার্থক প্রয়োগ বলিয়া মনে হয়। সৎকর্ম্মশীল হওয়াই 'সখায়ঃ' পদের লক্ষ্য। তার পর, কার্য্যমাত্রই যদি তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত হয়; প্রতি কার্য্যে—প্রতি মুহূর্ত্তের জীবন-সংগ্রামে—যদি তাঁহাকে আহ্বান করিতে সমর্থ হই; তাহা হইলেই তিনি মুক্তি-প্রদেশে—সহস্রার বিন্দুমাঝে—অধিষ্ঠিত হইবেন;—তাহা হইলেই তাঁহার সামীপ্যলাভ সুসম্পন্ন হইয়া আসিবে।

মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক। আমরা আমাদিগের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত করিয়া সকল কর্ম্মে যেন তাঁহার শরণাপন্ন হই—এবংবিধ প্রচেষ্টাই এই মন্ত্রের মেরুদণ্ডস্থানীয়। (২অ—৫খ—৫দ—৯সা)॥ *

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশত্তিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ঊনত্রিংশত্তিতম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার তিনটী গেয়-গান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"সৌমেধানি পুরুতিথানি বা পৌর্ব্বাতিথানি বা।"

দশমং সাম।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ২র
আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত।
১ ২ ৩ ১ ২
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১০ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৩র২ র র ৪র ৫ ২ ১ ১ র ২
১। আভূ ৬ ৪। এতানি। ষীদা ৬ তা। ইন্দ্রমভাই। প্রগায়তা।
২র ১র ২ ২ ১ ০ ৫ ২১
সাখায়ঃ (তা)ম। বা ঔ ৩ হো। ববা ২ হা ২ ৩ ৪ সাঃ। হয়াই।
২র ১র ২ ২ ১
সাখায়ঃ স্তোম। বা ঔ ৩ হে। হুম্মা ২ ৩।
১ ৫
হা ৩ ৪ ৫ সো ৬ হাই ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্তোমবাহসঃ' (স্তোত্রবাহকাঃ, স্তুতিকারকাঃ) 'সখায়ঃ' (সখিস্বরূপাঃ, ভগবতা সহ সখ্যভাবেন মিলিতাঃ, হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ।) 'আ তু আ ইত' (ক্ষিপ্রমাগচ্ছত, ত্বরয়া ভগবন্ন্যস্তচিত্তাঃ ভবত ইতি ভাবঃ), 'নিষীদত' (একাগ্রচিত্তেন উপবিশত, ভগবৎসামীপ্যগামিনো ভবত ইতি ভাবঃ); তথা 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভি প্রগায়ত' (সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুত) যূয়মিতি শেষঃ। এষা ঋক্ আত্মোদ্বোধনমূলিকা। চিত্তবৃত্তিঃ সর্ব্বথা ভগবৎপরায়ণা ভবতু ইত্যেবং অভিপ্রায়ঃ। (২অ—৫খ—৫দ—১০সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্তোমবাহক (স্তুতিকারক), সখিস্বরূপ (ভগবানের সহিত সখ্যভাবে মিলিত) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সত্বর আগমন কর (ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হও); একাগ্রচিত্তে উপবেশন কর (ভগবৎসামীপ্যগামী হও); এবং ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার স্তুতি-গানে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট-চিত্ত হও। (এই ঋক্ আত্মোদ্বোধনমূলক; চিত্তবৃত্তি সর্ব্বথা ভগবৎপরায়ণ হউক—ইহাই অভিপ্রায়)। (২অ—৫খ—৫দ—১০সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমী। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। (তুশব্দঃ ক্ষিপ্রার্থো নিপাতঃ) 'আ তু আ ইত' ইতি দ্বাভ্যামাঙ্‌ভ্যাং মন্ত্র তু ইত শব্দেঃস্থানীয়ঃ। হে 'সখায়ঃ' ঋত্বিজঃ। ক্ষিপ্রমস্মিন্‌ কর্ম্মণি আগচ্ছতাগচ্ছত (আদরার্থোঽভ্যাসঃ); আগত্য চ 'নিষীদত' উপবিশত 'ইন্দ্রং' 'অভিপ্রগায়ত' সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুত। কীদৃশাঃ সখায়ঃ? 'স্তোমবাহসঃ' ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদি-স্তোমান্‌ অস্মিন্‌ কর্ম্মণি বহন্তি প্রাপয়ন্তি॥ (২অ—৫খ—৫দ—১০সা)॥

ইতি সায়ণচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥ ২.৫॥

দশম (১৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীত হয়,—এই মন্ত্র যেন ঋত্বিক্‌ ও যজমানগণের কথোপকথনের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝা যায়,—যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজমান যেন ঋত্বিগ্‌গণকে আহ্বান করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে স্তবকারী ঋত্বিগ্‌গণ! যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত এক্ষণে আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করুন এবং ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে স্তব পাঠ করুন।' ভাষ্যকারের টীকার অনুসরণে স্থূলতঃ মন্ত্রের এইরূপ অর্থই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; আর এইরূপ অর্থই অধুনা সাধারণ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই।

কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত "স্তোমবাহসঃ" এবং "সখায়ঃ" পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে মন্ত্রের অন্য অর্থ উপলব্ধ হয়। ঋকের "স্তোমবাহসঃ" পদের অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—যাঁহারা স্তোম (স্তবস্তুতি) বহন করেন। কিন্তু স্তোম বা স্তুতি ভগবৎসমীপে বহন করে কে? সাধারণ ঋত্বিক্‌ বা সাধারণ যজ্ঞকারী কি ভগবানের নিকট স্তবস্তুতি বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন? কখনই না। তবে কাহার উদ্দেশে কি ভাব এখানে অভিব্যক্ত? হৃদয়েশ্বরের নিকট হৃদয় আমার বক্তব্য বহন করিয়া লইয়া যাইবে; মনোময়ের সান্নিধ্য মনের অভিব্যক্তি ঘটিবে; আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ দৌত্যকার্য্য করিবে;—এই ভাবই এখানে পরিস্ফুট দেখি না কি? তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে—এমন ভাবে তাঁহার স্তুতি, তাঁহার গুণগান কে করিতে পারে? সে স্তব তিনিই করিতে পারেন,—যিনি সম্যক্‌প্রকারে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন,—যাঁহার চিত্তবৃত্তি তাঁহাতে ন্যস্ত হইয়াছে,—যিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সাধস্বরূপ হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণং মহৎ॥"

অর্থাৎ—যে সূত্রে প্রজা-সকল গ্রথিত আছে, সেই বিস্তৃত সূত্রকে, সূত্রের সূত্রকে যিনি জানেন, তিনি সেই বৃহৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান অবগত আছেন।

যাঁহার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যাঁহার চিত্তবৃত্তি তাঁহার প্রতি প্রধাবিত ও ন্যস্ত হয়, এ স্বরূপ উপলব্ধির সামর্থ্য তাঁহাতেই সম্ভব।

শ্রুতি (কঠোপনিষৎ) আরও বলিয়াছেন,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

অর্থাৎ,—'অনেক উত্তম বাক্য প্রয়োগে অথবা মেধা বা বহু শ্রবণে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। সেই সাধকের নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।'

তবেই বুঝা যায়,—তাঁহাকে জানা চাই, তাঁহাতে লীন হওয়া চাই; তাঁহাকে পাওয়া চাই। তাহাতেই তাঁহার স্তুতি তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে। কিন্তু কেমনে জানিব—কেমনে পাইব—কেমনে মিলিব? আবশ্যক, আকাঙ্ক্ষা—অনুধ্যান—অনুসরণ; আবশ্যক—চিত্তবৃত্তির বিনিবেশ। চাই—আকুল আকাঙ্ক্ষা; চাই—ঐকান্তিক অনুধ্যান; চাই—অনাবিল অনুস্মরণ; চাই—চিত্তবৃত্তির সখিত্ব। প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে, তাঁহার অনুধ্যানে তাঁহার অনুসরণে প্রাণ-মন উৎসর্গ করিতে না পারিলে, চিত্তবৃত্তিসমূহ তাঁহার প্রতি প্রধাবিত না হইলে, তাঁহার স্বরূপজ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে কি? যাঁহারা সে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই গতচিত্তাত্মা পুরুষই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-বর্ণনে সমর্থ। আর সেই জন্যই তাঁহারা সেই চিৎস্বরূপের গুণগানে সক্ষম। স্বরূপ না বুঝিলে, স্বরূপ-বর্ণনে কে বল সমর্থ হয়? মন্ত্রে সেই অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

চিত্তবৃত্তিসমূহ 'স্তোমবাহসঃ' হইলেই "সখায়ঃ" সখাস্বরূপ হয়। সেই অবস্থাই পরম ভক্তের অবস্থা। ভক্ত ভিন্ন—সাধক ভিন্ন—তাঁহার সখিত্ব কে লাভ করিতে পারে? ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি ভক্তসখা। ভক্তিতেই মুক্তি—ভক্তিতেই সখ্যতা।

শ্রীভগবান তাই নারদের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

তিনি বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না; তিনি যোগীদিগের হৃদয়েও থাকিতে পারেন না। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অবস্থান। ভক্তের হৃদয়েই তিনি পূর্ণ-প্রতিভাত। যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সাধক, তাঁহারাই স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ স্তুতিগানে সমর্থ।

মন্ত্রের উদ্বোধনা,—"হে আমার চিত্তবৃত্তিনিচয়! তোমরাই তো আমার হৃদয়ে মানসযজ্ঞ সাঙ্গোপাঙ্গকরণ রূপে প্রস্তুত। তোমরাই স্তোমবাহ, তোমরাই সখা, তোমরাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ; তোমরাই তাঁহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতে পার। এস, প্রস্তুত হও; ভগবৎচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর॥' (২অ—৫খ—৫দ— ০সা)॥০

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানটী সম্বন্ধে 'বৈবাস্তিথং' 'বৈধাস্তিথং' বা, এইরূপ উক্ত আছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

———:০•০:———

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

———:০•০: —

ঐন্দ্রং পর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ খণ্ড। ষষ্ঠ দশতি।

• • •

ষষ্ঠ দশতিঃ।

—•—

প্রথমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইদং হ্যন্বোজসা সুতং রাধানাম্পতে।
৩ ২ ১ ১ ২
পিবা ত্বাতস্য গির্ব্বণঃ॥ ১॥

• • •

গেয় গানং।

১। ইদা ৬ ম। হিয়া ৩ নূও ১ জাসা ২। সূতং রাধা। নাম্পা ১ তা ২ ই।
পিবাতুবস্যাগিব্বাণাঃ ২ ৩ ৪ঃ। পিবা ৩ ৪ তুবা ৩। স্যা ২ গা।
২ ৩ ৪ ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ গাঃ॥ ১॥

• • •

২। ইন্দ্রং হিয়া ৪ ঔহো। নূ ৩ ওজা ২ ৩ ৪ সা। সূতং রাধা।
না ৬ ২মৃ। পা ২ ৩ ৪ তাই। পিবাতুবস্যা ২ ৩। গ।
বাহাই। বা ২ ৩ ৪ গাঃ। ওহিয়া ৬ হা। হো ৫ ই। ডা॥ ১॥

• • •

৩। ইদ৺হ্যনু ৬ ওজসা। সূত৺রাধা। নাম্পাতো। হোবা ৩ হাই। পিবাতুব। স্যগাইর্ব্বাণো। হোবা ৩ হাই। পিবাতুবৌ। হোবা ৩ হা। স্যগায়ে ৩ঃ। বা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঘৃতশ্চতা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাধানাং পতে' (পরমার্থরূপধনানাং স্বামিন্) 'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য, অর্চ্চনীয় হে ভগবন্!) 'ইদং' (অস্মাকং কর্ম্ম) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'ওজসা' (স্বকীয় প্রভাবেন, করুণয়া ইতি ভাবঃ) অন্ত' (কর্ম্মণঃ, কর্ম্মণা নিঃসৃতং, কর্ম্মণঃ সারভূতং ইতি ভাবঃ) 'সুতং' (শুদ্ধসত্বং) 'তু' (ক্ষিপ্রং, অবিলম্বেন ইতি ভাবঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্ম সত্বসমান্বিতং ভবতু; স্বমাহাত্ম্যেন চ ত্বং তৎ গৃহাণ। (২অ—৭খ—৬দ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমার্থ-রূপ ধনের অধিপতি, স্তুতি-মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চনীয় (হে ভগবন্)! আমাদিগের কর্ম্মকে অনুসরণ করিয়া স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই কর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে সঞ্জাত (কর্ম্মের সারভূত অংশ) শুদ্ধসত্ত্বকে অবিলম্বে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম সত্ত্বসমন্বিত হউক এবং আপনি স্বমাহাত্ম্যে তাহা গ্রহণ করুন)॥ (২অ—৬খ—৬দ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। অথ প্রথমা। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। হে 'রাধানাং' ধনানাং 'পতে' 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ স্তবনীয় ইন্দ্র। 'ওজসা' বলেনোপহিতত্বং 'ইদং অনু' অনেনানুক্রমেণেত্যর্থঃ 'ওজসা' বলেন গ্রাবভিঃ 'সুতং অভিষুতং 'অন্ত' ইমং সোমং 'তু' ক্ষিপ্রং পিব হি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'ওজসা' ও 'অনু' পদ উপলক্ষে বিশেষ অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে। সোমরস মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের একটা পদ্ধতি ছিল বলিয়া কথিত হয়। সোমলতা সংগ্রহ করিয়া দুই খণ্ড প্রস্তরে পেষণপূর্ব্বক তাহা হইতে রস বাহির করা হইত। সে প্রক্রিয়ায় পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। ভাষ্যকারের এবং ব্যাখ্যাকারগণের সিদ্ধান্ত এই যে,—'ওজসা' পদে সেই রস বাহির করার প্রয়াসকে লক্ষ্য করিতেছে। তাই 'ওজসা' পদের প্রতিবাক্যে 'বলেন গ্রাবভিঃ' পদদ্বয় প্রযুক্ত দেখি। কাল-বিশেষের, সমাজ-বিশেষের, সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই এবম্প্রকার অর্থ সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। 'অনু' পদ সেই সিদ্ধান্তেরই পোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ চলিয়া আসিতেছে,—'হে ধনাধিপতি! স্তবে সন্তুষ্ট দেবতা! তোমার উদ্দেশে (অনু) বলের দ্বারা অভিষুত বা প্রস্তুত যে সোম (সুতং), তাহা তুমি শীঘ্র আসিয়া পান কর।' প্রায় সকল ভাষার সকল অনুবাদেই এই ভাব প্রকটিত।

আমরা বলি, এই মন্ত্রে আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত কর্ম্মের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানে সমর্পণ করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'আপনার স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ করুণাপ্রকাশে আমাদিগের কর্ম্মসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি প্রাপ্ত হউন; অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আপনার মিলন হউক।' এ পক্ষে ক্লীবলিঙ্গ 'ইদং' পদ কর্ম্মকে বুঝাইতেছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। 'অনু' পদে অনুসরণ করার ভাব আসে। 'ওজসা' পদে 'স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ স্বমাহাত্ম্যের দ্বারা বা করুণার দ্বারা' ভাব প্রকাশ পায়। সে পক্ষে 'অনু' পদ সেই কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত অর্থ প্রকাশ করে। আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, তাহার সহিত দেবতার মিলন হউক'—এইরূপ প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রতি পদই এই অর্থের সহায়তা করে। (২অ—৬খ—৬দ—১সা)। *

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ৫১ম সূক্তের দশমী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার তিনটী গেয়-গানের নাম,—(১) "আঙ্গিরসং মাধুচ্ছন্দসং বা" (২) "আঙ্গিরসং ক্রৌঞ্চং বা" (৩) "আঙ্গিরসং ব্রতশ্চ্যুন্নিধনম্ প্রাজাপত্যং মাধুচ্ছন্দসং বা"

২। 'রাধ' পদ ধন-নাম মধ্যে পঠিত হয় (নি০ ২।১০।৮)। "গির্ব্বণস্"-সান্ত শব্দ। "গির্ব্বণা দেবা ভবন্তি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি; জুষ্টং গির্ব্বণসে বৃহৎ" ইত্যাদি নিগম আছে (নি০ ৬।৩।১৬)। মন্ত্রের 'ইদং' পদ-সম্বন্ধে ব্যত্যয়ে নপুংসক লিঙ্গ হইয়াছে,—বিবরণকার

দ্বিতীয়ং সাম।

মহাঁ ইন্দ্রঃ পুরশ্চ নো মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥ ২ ॥

গেয়-গানং।

১। মহাঁ ইন্দ্রাঃ। পুরশ্চনো মা ১ হো ২ ত্বামা ২। স্তুব। জ্রিণাই। দ্যৌ ২ র্না প্রা ২। থিনাশা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

২। মাহাহা ইন্দ্রাঃ। পূ ৩ রাশ্চা ৩ নো। মহা ২ ইত্বা ২ ৩ ৪ মা। স্তুবৌ ৩ হো ৩। হবা ৫ জ্রিণাই। দৌর্ন প্র। থিনাশবা ২ ৩ঃ। দ্যৌ ২ র্না ২ ৩ ৪ প্রা। থিনৌ ৩ হো ৩। হবোবা। শা ৫ বো ৬ হাই ॥ ২ ॥

৩। মহাঁ ইন্দ্রা ৫ পুরশ্চনাঃ। মাহিত্বা ৩ ২ ৩ ২ ৩ মা। স্তুবজ্রা ৩ ২ ৩ ২ ৩ ইণাই। দ্যৌর্না ৩ ২ ৩ ২ ৩ প্রা। থিনাশবাঃ ৩ ২ ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

এইরূপ মত প্রকাশ করেন। সায়ণ কিন্তু 'সুপাং সুলুক্' সূত্রে বিভক্তির লোপ কল্পনা করিয়া তৃতীয়ার ঐরূপ হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে তিনি 'ইদং' স্থলে 'অনেন' এবং 'অস্তু' স্থলে 'অনুক্রমেণ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। 'অস্তু' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের উক্তি—"অস্তু ষষ্ঠীনির্দ্দেশাৎ একদেশমিত্যর্থঃ।" মূলে 'পিবা' পদ আছে; 'পিবা ইতি দ্ব্যচ ইতি দীর্ঘ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘত্ব স্বীকার করা হয়। 'হি' ও 'অস্তু' পদদ্বয় পাদ-পূরণে প্রযুক্ত হইয়াছে—কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ, মহত্ত্ব-সম্পন্নঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পরঃ' (আশ্রয়ঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; 'চ' (তথা) বজ্রিণে' (বজ্রধারিণে—শত্রুনাশকায় তস্মৈ দেবায়) 'মহিত্বং' (মহত্ত্বং—অস্মাকং রক্ষণায়) 'অস্তু' (ভবতু); প্রথিনা' (পার্থিবনস্তুনা রিপুপ্রাধান্যেন বা) 'শবঃ' (শবতুল্যঃ শক্তিহীনঃ জনঃ, অকর্ম্মণ্যোঽহমং প্রার্থনাকারী ইতি ভাবঃ) 'দ্যৌর্ন' (দ্যুলোক ইব, স্বর্গবাসিবৎ সৎকর্ম্মপরঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—স দেবঃ স্বকীয়েন মহত্ত্বপ্রভাবেন অস্মাকং আশ্রয়ঃ ভবতু, তথা অস্মান্ সর্ব্বথা সমুন্নতান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ করোতু। (২অ—৬থ—৬দ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বসম্পন্ন ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের আশ্রয় হউন; আর, বজ্রধারী শত্রুনাশক সেই দেবতায় আমাদিগের রক্ষণার্থ মহত্ত্ব বিদ্যমান্ হউক, পার্থিব বস্তুর বা রিপুপ্রধান্যের দ্বারা শবতুল্য শক্তিহীন জন (অকর্ম্মণ্য এই প্রার্থনাকারী) স্বর্গবাসীর ন্যায় সৎকর্ম্মপর হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই দেবতা আপনার মহত্ত্ব-প্রভাবে আমাদিগের আশ্রয়-স্বরূপ হউন এবং আমাদিগকে সর্ব্বথা সমুন্নত সৎকর্ম্মপর করুন।)॥ (২অ—৬থ—৬দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং—অথ দ্বিতীয়া। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। অয়ং 'ইন্দ্রঃ' 'মহান্' শরীরেণ প্রৌঢ়ঃ 'পরশ্চ' গুণৈরুৎকৃষ্টঃ, কিঞ্চ 'বজ্রিণে' বজ্রযুক্তায় ইন্দ্রায় 'মহিত্বং' পূর্ব্বোক্তং দ্বিবিধমাধিক্যং সর্ব্বদা 'অস্তু'। স্বভাবসিদ্ধস্যাপি ভক্ত্যা প্রার্থনামেতৎ। কিঞ্চ 'দ্যৌর্ন' দ্যুলোক ইব 'শবঃ' বলং ইন্দ্রস্য সেনারূপং 'প্রথিনা' পৃথুত্বেন পৃথুতাং ইতি শেষঃ। যথা দ্যুলোকঃ প্রভূতঃ এবমস্য সেনা প্রভূতাস্তু। 'নু' শব্দো যদ্যপি ক্ষিপ্রনামসু নৈরুক্ত্যাদিষু পঠিতঃ তথাপি তদর্থস্যাসম্ভবাৎ সমুচ্চয়ার্থোঽত্র গৃহীতঃ। ন শব্দো লোকে প্রতিষেধার্থ এব স্বাধ্যায়ে তু প্রতিষেধার্থ উপমার্থশ্চেতি দ্বিবিধঃ; যত্র পদে ন শব্দোঽয়ং তেষাং পূর্ব্বং প্রযুজ্যমানঃ প্রতিষেধার্থঃ উপরিষ্টাৎ প্রযুজ্যমান উপমার্থঃ; তথাচ যাস্ক আহ ইতি—'উভয়মন্বধ্যায়ং নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপচারস্তস্য যৎ প্রতিষেধতি দুর্ম্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয় উপরিষ্টাদুপচারস্তস্য যেনোপমিমীতে' ইতি (১।২।৩)। অত্রোপমাবাচিনো দ্যুশব্দস্যোপরি প্রযুক্তত্বাদুপমার্থঃ স্বীকৃতঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতায় যে আকারে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে একটী পদের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। সে পরিবর্ত্তন আবার সকল দেশের পাঠে সমান-রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মূলে আমরা যে "পুরশ্চ নো" পদটী গ্রহণ করিয়াছি, ঋগ্বেদে উহা "পরশ্চ নু" রূপ পঠিত হয়। আবার সামবেদের সংস্করণান্তরে "পরশ্চ নো" এবম্বিধ রূপেও ঐ পদ পঠিত হইতে দেখি। যাহা হউক, অর্থ-পক্ষে সর্ব্বত্রই প্রায় সায়ণেরই অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণের ভাষ্যে, কি ঋগ্বেদে কি সামবেদে উভয়ত্র, ঐ পদ 'পরশ্চ নু' মূর্ত্তিই গ্রহণ করিয়া আছে।

যাহা হউক, সকল ব্যাখ্যাতেই ইন্দ্রের বা দেবতার মাহাত্ম্য-শক্তি বৃদ্ধি পাউক—এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে, 'অস্তু' ক্রিয়াপদ আছে। তাহা হইতেই ঐরূপ ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে।' ভাষ্যানুসারে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—এই ইন্দ্রদেব মহান্ অর্থাৎ আকৃতিতে বৃহৎ এবং গুণসমূহের দ্বারা উৎকৃষ্ট। অপিচ, বজ্রযুক্ত ইন্দ্রদেবের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ আধিক্য সর্ব্বদাই হউক; আর ইন্দ্রদেবের সেনা-রূপ বল দ্যুলোকের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে হউক; অর্থাৎ দ্যুলোক যেমন প্রভূত (অনন্ত), সেইরূপ ইন্দ্রদেবেরও সেনা প্রভূত হউক।' এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, দেবতার মাহাত্ম্য-বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনাকারী উপাসক কেন যে ঐরূপ কামনা করিবেন, তাহার কারণ প্রদর্শন জন্য ভাষ্যকারকে যেন একটু চিন্তিত হইতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—'স্বভাব-সিদ্ধস্যাপি ভক্ত্যা প্রার্থনামেতৎ"; অর্থাৎ,—'ইন্দ্রদেবের ঐ সকল গুণ স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহা ভক্তের প্রার্থনা।' এতদুপলক্ষে কেহ কেহ আবার কহিয়া থাকেন,—'যজমানকে সম্বোধন করিয়া ঋক্‌টী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; ভগবানের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হউক, যজমানকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ যেন সেই উপদেশ প্রদান করিতেছেন।' মন্ত্রের 'শবঃ' পদে 'সৈন্যবল' এবং 'দ্যৌঃ' পদে 'আকাশ' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া তাঁহারা আরও বলেন—'ইন্দ্রের সৈন্যবল আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, এই কথা প্রচারিত হউক; তাহাতে শত্রুগণ ভয় পাইবে।' এ পক্ষে আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধের সম্বন্ধ-সংস্রবও সূচিত হইয়া থাকে। সেই সময় ইন্দ্রের শক্তির বিষয় প্রচার করিয়া শত্রুদলকে যেন ভীতি-প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

বেদ—কল্পতরু—কল্পনার ভাণ্ডার। সুতরাং সকল প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা দ্বিবিধ দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করি। এক দৃষ্টিতে - মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক; অন্য দৃষ্টিতে—মন্ত্রটী আত্মোন্নতি-সাধনের প্রার্থনা মূলক। 'অস্তু' ক্রিয়াপদে শেষোক্ত ভাবই প্রকট দেখি। ভক্ত সাধক "জয় জগদীশ" 'জয় সর্ব্বশক্তিমান্' প্রভৃতি বাণী উচ্চারণ করিয়া অনেক সময় ভগবানের

মাহাত্ম্য উপলব্ধির পরিচয় প্রদান করেন। সে যেন সাধকের আত্মানুভূতির অভিব্যক্তি। সে দৃষ্টিতেও এ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারি। পক্ষান্তরে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় আমরা যে প্রার্থনার ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রের পাঠ আমরা যেরূপ গ্রহণ করিয়াছি অর্থাৎ মন্ত্রের পাঠ যদি "মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নো মহিত্বমস্তু বজ্রিণে" ইত্যাদিরূপ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সুষ্ঠু প্রার্থনাই প্রকাশ পায়; প্রার্থনার মর্ম্ম দাঁড়ায়,—'মহত্ত্বসম্পন্ন সেই দেবতা আমাদিগের আশ্রয়-স্বরূপ হউন, এবং আমাদিগকে সমুন্নত সৎকর্ম্মপর করুন।' কিন্তু যদি অন্য পাঠ গ্রহণ করি অর্থাৎ যদি "পরশ্চ নু" বা "পুরশ্চ নু" পাঠদ্বয়ের কোনও এক পাঠ গ্রহণ করি, তাহা হইলে নিম্নরূপ অন্বয় সমর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। যথা;—

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'নু' (নিশ্চয়ং) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ) 'চ' (তথা) 'পুরঃ' বা 'পরঃ' (আশ্রয়স্বরূপঃ বা শ্রেষ্ঠঃ) ভবতীতি শেষঃ; ইত্যাদি।

অর্থাৎ,—ভগবান ইন্দ্রদেব নিশ্চয়ই মহত্ত্বসম্পন্ন এবং (আমাদিগের) আশ্রয়-স্বরূপ অথবা (সকলের) শ্রেষ্ঠ হয়েন; ইত্যাদি।

এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশ (পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পদ) ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক; এবং অবশিষ্ট কয়েকটী পদ, "মহিত্বমস্তু বজ্রিণে দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ" প্রভৃতি পদ-কয়েকটী, প্রার্থনা-প্রকাশক। সে প্রার্থনার ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ, যে দিক দিয়াই অর্থ নিষ্পন্ন করা যাউক, ভগবানের নিকট সাধকের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৬খ—৬দ—২সা)॥ *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের পঞ্চম ঋক (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার গেয়-গান তিনটী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"বাভ্রাণি, ত্রৈশোকমধ্যানি বা বৈযশ্বানি বা আশ্বানি বা ঐন্দ্রাগ্নেয়সমনানি বা।"

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নু' পদ-সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ দেখিতে পাই। ভাষ্যকার 'পরশ্চ নু' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র সে পাঠ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বিবরণকার কিন্তু 'নু' পাঠ গ্রহণ-পূর্ব্বক পাদ পূরক পদ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন।

৩। এই মন্ত্রের একটী হিন্দি এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি ভাবে মন্ত্রার্থ গৃহীত হইয়া থাকে, বেশ বোধগম্য হইবে। সেই দুইটী অনুবাদ

(১) "হমারা যহ ইন্দ্র শরীরসে বড়া হৈ, গুণো করকৈ শ্রেষ্ঠ হৈ বজ্রধারী ই... অর্থ পূর্ব্বোক্ত দো প্রকারকা গৌরব সর্ব্বদা হো, ঔর দ্যুলোককী সমান ইন্দ্রকা ... বল অধিক প্রসিদ্ধ হো।"

(২) "ইন্দ্র মহৎ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বজ্রধারী ইন্দ্রের মহত্ত্ব অবস্থিতি করুক; তাহার সৈন্য আকাশের ন্যায় প্রভূত।"

তৃতীয়ং সাম।

আ তু ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তঞ্চিত্রং গ্রাভ৺ং সংগৃভায়।

মহাহস্তী দক্ষিণেন ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১। আতূনআ। দ্রক্ষুমা ২ ৩ ন্তাং। চাইত্রং গ্রাভা ২ ৩ ৺ হাই।
সংগৃ ২ ভায়া। মহাহস্তী ২ ৩ ৪ হাই। দক্ষা ২ ইণাইনা।
মাহা ২ ৩। হা ২ স্তী ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
দক্ষিণে ৩ না ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

* * *

২। আতূন ইন্দ্রক্ষুমান্তাং। চিত্রা ২ ঙ্গা ২ ৩ ৪ ভাং। সঙ্গৃভা
২ ৩ ৪ য়া। মা ৩ হা ৩। হা ২ স্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
দক্ষিণেনা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩ ॥

* * *

৩। আতূনই। দ্রক্ষুমা ৬ ন্তাং। চিত্রংগ্রাভ৺ সঙ্গৃভা ২ য়া। চিত্রং
গ্রাভ৺ সম্‌। গৃ। ঔ ৩ হোই। ভা ২ ৩ ৪ য়া। ঐহোই।
মহাহস্তীদক্ষা ২ ৩ হোই। ঔহো। বাহো
২ ৩ ৪ বা। ণা ৫ ইনী ৬ হাই ॥ ৩ ॥

* * *

৫র র　　৫　　২ ১ র　　র　　২ ১ র
৪। আতূনইন্দ্রক্ষুমা ৬ন্তাং। চিত্রংগ্রামং সঙ্গৃভায়া। চিত্রঙ্গ্রামং সং।

২　　৪　　৪　　৫　　২র ১　　র　　র
গৃ২৩। ঈ৩৪হা। ভা২৩৪য়া। ঐহোই। মহাহস্তী

১　　২র ১　　৩র　　৫
দক্ষা২৩হোই। ঔহো। বাহো২৩৪বা।

৪　　৫
ণা৫ইনো৬হাই॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'নঃ (অস্মান্ প্রতি) 'তু' (ক্ষিপ্রং, ইদানীং) 'আ' (আগচ্ছ); তথা 'ক্ষুমন্তং' (স্তুত্যং, আরাধনীয়ং, আকাঙ্ক্ষনীয়ং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অস্মদুচ্চারিতং স্তুতিরূপং) 'চিত্রং' (বৈচিত্র্যসম্পন্নং, পরমার্থরূপং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অলৌকিকশক্তিসম্পন্নং) 'গ্রামং' (ধনং, তব গ্রহণীয়ং অর্চ্চনং, পূজাং ইতি ভাবঃ) 'সংগৃভায়' (সংগৃহাণ—অস্মদর্থং ইতি শেষঃ); তথা 'দক্ষিণেন' (অনুকম্পয়া—তদ্ধনং বিতরণায় ইতি যাবৎ, যদ্বা অস্মাকং সম্বন্ধে ইতি ভাবঃ। 'মহাহস্তী' (মহাহস্তাবশিষ্টঃ, পরমদানশীলঃ ইত্যর্থঃ) ভব ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রতি কৃপাং কৃত্বা পরমধনগ্রহণপূর্ব্বকং অস্মভ্যং বিতরণায় অস্মিন্ মর্ত্ত্যলোকে আগচ্ছ। (২অ—৬খ ৬দ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের প্রতি আগমন করুন; এবং আরাধনীয় অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় বৈচিত্র্যসম্পন্ন পরমার্থ-রূপ ধনকে আমাদিগের জন্য সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুন; আর, অনুকম্পাপূর্ব্বক সেই ধন বিতরণের জন্য পরমদানশীল হউন, অথবা,—আমাদিগের উচ্চারিত স্তুতিরূপ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ধনকে (আপনার গ্রহণীয় অর্চ্চনাকে বা পূজাকে) আপনি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুন; এবং অনুকম্পা-পূর্ব্বক আমাদিগের সম্বন্ধে পরম দানশীল হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া পরমধন গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে বিতরণার্থ এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করুন।)॥ (২অ—৬খ—৬দ ৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ তৃতীয়া। কুসীদো কাণ্ব ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র' 'মহাহস্তী' মহাহস্তবান্ ত্বং 'তু' তদানীমেব 'নঃ' অস্মভ্যং দাতুং 'ক্ষুমান্তং' শব্দবন্তং স্তুত্যমিত্যর্থঃ 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'গ্রাভং গ্রাহকং গ্রহণার্হং বা ধনং 'দক্ষিণেন' হস্তেন 'আ সংগৃভায়' আভিমুখ্যেন সংগৃহাণ ॥ (২অ · ৬খ—৬দ—৩সা) ॥

তৃতীয় (১৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "মহাহস্তী দক্ষিণেন" পদদ্বয় উপলক্ষে মন্ত্রার্থ একটু জটিল হইয়া আছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ইন্দ্র! বিচিত্র ধন গ্রহণ করিয়া আমাদিগের প্রতি বিস্তার কর।'

আমরা মন্ত্রটীতে দুই প্রকার ভাব গ্রহণ করি। এক প্রকার অর্থে পরমার্থরূপ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানকে নিকটে আসিবার কামনা প্রকাশ পায়; অন্য প্রকার অর্থে, আমাদিগের স্তব বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত দেখি। আমাদিগের পরিগৃহীত ঐ দুইরূপ অর্থেই বুঝা যায়, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ভাব ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম প্রায় অভিন্নই আছে। তবে 'মহাহস্তী' ও 'দক্ষিণেন' পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য আমরা প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

'দেবতা মহাহস্তবিশিষ্ট'—এতদ্বাক্যে দেবতার যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাত আছে, তাহা মনে করিতে পারি না। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—দেবতা অশরীরী। সুতরাং দেবতার আবার বড়-বড় হাত-পা থাকিবে কি? এখানে, মহৎ হস্তের যাহা কর্ম্ম, 'মহাহস্তী' পদে তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। 'লোকটার বড় মাথা আছে'—এ কথা বলিলে যেমন তাহার মস্তিষ্কের বা মেধার বিষয়ই মনে আসে, এখানে 'মহাহস্তী' পদে তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'দক্ষিণেন' পদে 'দক্ষিণ হস্তের দ্বারা' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। 'দক্ষিণ' শব্দের 'আনুকূল্য সহায়তা করুণা' প্রভৃতি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে ঐ পদে সেই করুণার ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে এক ব্যাকুল প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! ত্বরায় এস; যে ধনের জন্য সংসার লালায়িত, সেই বিচিত্র ধন লইয়া এস; আর করুণা-প্রকাশে পরমদাতার ন্যায় সেই ধন আমাদিগকে বিতরণ কর। অথবা,—আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ কর, আমাদিগের প্রতি করুণাপর হও।' মন্ত্রের মধ্যে এবম্বিধ প্রার্থনাই আমরা দেখিতে পাই। (২অ—৬খ—৬দ—৩সা)। *

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮২ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ৩৭ম বর্গের) অন্তর্ভুক্ত। ইহার চারিটী গেয় গানের মধ্যে প্রথম দুইটী সম্বন্ধ "গৌরীবিতে" এবং শেষ দুইটী সম্বন্ধে "আপালবৈণবে, বৈণবে বা আপালে বা আকুপরিবা পারবে বা" এইরূপ উক্ত আছে।

চতুর্থং সাম।

৩ ১র   ২র   ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ২

অভি প্র গোপতিং গিরেন্দ্রমর্চ্চ যথা বিদে।

৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২

সূনুং সত্যস্য সৎপতিং ॥ ৪ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ২র ১র ৭ ২

১। অভী অভী। প্রগো ৩ পাতিঙ্গিরা ২। ইন্দ্রমর্চ্চয়াথা ১ বিদা ২ ই।

৩র র ১ ৩ ৫ ১ ৫র র

সূনু ৩ ৮ হাই। স্যাত্যা ২ ৩ ৪ হা। স্যা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ১ ১ ১ ১

পতী ৩ মে ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৪ ॥

* * *

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ৫

২। অভী অভী। প্রগো। পতিঙ্গিরা। ইন্দ্রাং। অর্চ্চায়া ২ ৩ ৪ থা।

১ S ২ ১ ৪র ৩ ৪ ০ ৪ ৫ ১ S ২

হুং ৩ হু ৩ ম্। আ ২ ৪ ইবিদাই। সূনু ৮ সত্যস্যসা। হুং ত হু ৩ ম্।

১ ৫ ৪ ৫

ও ২ ৩ ৪ বা। পা ৫। তী ৬ হাই ॥ ৪ ॥

২। তুলনার জন্য, এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ও একটী হিন্দি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদিগকে দিবার জন্য শব্দমান্ বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর।"

(২) "হে ইন্দ্র! বড়ে বড়ে হাথোঁবালা তূ ইসী সময় হমেঁ দেনেকে লিয়ে স্তুতিকে যোগ্য নানাপ্রকারকে গ্রহণকরনেকে যোগ্য ধনকো দাহিঁন হাথসে অভিমুখে হোকর গ্রহণ করো।"

৩। 'মহাহস্তী' পদ-বিষয়ে কেহ কেহ তৃতীয়া বিভক্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মত,—"মহাংশ্চাসো হস্তশ্চ মহাহস্তঃ, তস্মাদিদং তৃতীয়ৈক বচনম্, তস্য 'ইযাডিয়াজিকারাণ-মুপসঙ্খ্যানম্ (৩।১।৩৯)' ইতীকারাদেশঃ, মহতা হস্তেনেত্যর্থঃ। মন্ত্রের 'তূ' পদে দীর্ঘত্বসম্বন্ধে 'ঋচিতুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যাণাম্ (৬।৩।১৩৩)' সূত্র উক্ত হয়। 'গ্রাভং' পদ-সম্বন্ধে 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি' ইতি ভস্থে রূপং' ইত্যাদি মত পরিগৃহীত। 'সংগৃভায়' পদ-সম্বন্ধে 'ছন্দসি শায়জপি (৩।৪।৯৪) ইতি শায়চ' এবং 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি ভত্বং' উক্তি আছে।"

৩। অভি ৩। প্রগো ৩। পতিং গিরা। ইন্দ্রমর্চ্চয়থাবিদা ২ ৩ ঈ।

সূনু৺ সত্যা ৩ ১ ২ ৩। স্যসা ৫ ৎপতায়ি। সূনু৺ সত্যা

৩ ১ ২ ৩। স্য সাবা। পা ৫। তী ৬ হাই ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ। 'গোপতিং' (জ্ঞানকিরণানাং পালকং রক্ষকং বা, পৃথ্বীপতিং) 'সত্যস্য সূনং' (সত্যাৎ উৎপন্নং, সত্যস্য অঙ্গীভূতং, সৎকর্ম্মণা জাতং) 'সৎপতিং' (সতাং পালকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'অর্চ্চ' (পূজয়); এবং 'যথা' (তস্য প্রকৃতং স্বরূপং) বিদে' (বিদ্ধি, জানীহি; যদ্বা—'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'বিদে' (স জানাতি তদ্বৎ পূজয় ইতি শেষঃ)। ভগবতঃ স্বরূপং বিদিত্বা প্রকৃষ্টরূপেণ তস্য পূজায়াং ব্রতী ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনাং মন্ত্রঃ প্রকাশয়তি। (২অ—৭খ—৭দ—৪সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন। তুমি সেই পৃথ্বীপতি (অথবা জ্ঞানকিরণসমূহের পালক বা রক্ষক), সত্য হইতে উৎপন্ন (সত্যের অঙ্গীভূত অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা জাত), সজ্জনগণের পালক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া, স্তুতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা কর; এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও; অথবা, যে প্রকারে তিনি জানিতে পারেন—সেইরূপ পূজা কর। (ভগবানের স্বরূপ অবগত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার পূজায় ব্রতী হও—মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ করিতেছে।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৪সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। প্রিয়মেধ ঋষিঃ। 'গোপতিং' গবাং স্বামিনং 'ইন্দ্রং' 'অভি অর্চ্চ' 'গিরা' স্তুত্যা প্রকর্ষেণ পূজয় 'যথা বিদে' স যথা স্বাত্মানং স্তুতিপ্রকারং জানাতি যথা বা যাগং প্রতি গন্তব্যমিতি জানাতি তথাঽর্চ্চেতি। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সত্যস্য' যজ্ঞস্য 'সূনুং' পুত্রং তত্রানুরক্তত্বাৎ সূনুরিত্যুপচর্য্যতে 'সৎপতিং' সতাং যজমানানাং পালকং॥ (২অ—৭খ—৭দ—৪সা)॥

চতুর্থ (১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেক পদ সমস্যা সঙ্কুল। 'যথা বিদে' বাক্যাংশে সে সমস্যা অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি তাহা হইতে কি ভাব পরিগৃহীত হইতে পারে, বুঝিয়া দেখুন।

প্রথম—'গোপতিং' পদ। ঐ পদের সাধারণ প্রচলিত অর্থ—গোসমূহের স্বামী। ভাষ্যান্তর্গত 'গবাং স্বামিনং' প্রতিবাক্যেই তাহা দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করার উপদেশ আছে। 'অর্চ্চত' ক্রিয়াপদে কেহ যেন কাহাকেও অর্চ্চনা করিতে বলিতেছেন—এই ভাব ব্যক্ত দেখি। তাহা হইতে যজমানকে বা ঋত্বিক্‌কে সম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যে ইন্দ্রদেবকে অর্চ্চনা করিতে বলা হইয়াছে, তিনি যে কেমন, 'গোপতিং' পদে এবং 'সূনুং সত্যস্য সৎপতিং' বাক্যাংশে তাহাই প্রখ্যাত আছে। উহার 'গোপতিং' পদে 'গোসমূহের পতি পালক বা রক্ষক' অর্থ গ্রহণ করা হয়; এবং 'সত্যস্য সূনুং' পদদ্বয় তাঁহাকে 'যজ্ঞের পুত্র' (যজ্ঞস্য পুত্রং), আর 'সৎপতিং' পদে তাঁহাকে 'সাধু যজমানগণের পালক' (সতাং যজমানানাং পালকং) বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি। এতদনুসারে 'যথা বিদে' বাক্যাংশে, তিনি অর্থাৎ ইন্দ্র যেমন আপনার স্তুতির পদ্ধতি জানেন অথবা তিনি যেমন যজ্ঞের প্রতি গন্তব্য বিষয় অবগত আছেন—এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—হে যজমান বা ঋত্বিক্‌! তুমি সেই গোসমূহের অধিপতি, যজ্ঞের পুত্র, সাধু যজমানগণের পালক, ইন্দ্রের প্রতি স্তুতির দ্বারা পূজা কর; সে পূজা যেন 'যথা বিদে' হয় অর্থাৎ তিনি যেন জানিতে পারেন।'

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'গো' শব্দে বেদে প্রায়ই জ্ঞানকিরণ বা পৃথিবী অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করা হয়, গোটাকতক গরুর অধিস্বামী বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে যে কিছু বলা হয়, তাহা আমরা মনে করি না। তিনি পৃথিবীর পতি। তিনি জ্ঞানের অধিস্বামী। আমরা মনে করি, তাই তিনি 'গোপতিং' নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপ 'সত্যস্য সূনুং' পদদ্বয়ে আমরা অভিন্ন ভাবমূলক বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তিনি সত্যের অঙ্গীভূত, সত্য হইতেই তাঁহার বিকাশ, সৎস্বরূপত্বই তাঁহার পরিচায়ক। এই প্রকার অর্থে 'সত্যস্য সূনুং' বাক্যাংশে দেবতাকে ভগবানের অংশ, অঙ্গীভূত, অথবা বিভূতি রূপেই গণ্য করা যায়; আর, সেই ভাব গ্রহণেই মন্ত্রার্থের সর্ব্বথা সঙ্গতি দেখি। আর এক অর্থ—সৎকর্ম্মের দ্বারা তিনি উৎপন্ন অর্থাৎ মনুষ্যের নিকট প্রকাশমান্। ভাষ্যে যে 'যজ্ঞস্য পুত্রং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যাগাদিরূপ সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভগবান্ যে মনুষ্যের অধিগত হন, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই অর্থেই ঐ বাক্যাংশ

প্রয়োগের সার্থকতা দেখি। 'সৎপতিং' পদের অর্থ-বিষয়ে মতান্তর নাই। তিনি যে সাধুগণের পালক, তদ্বিষয়ে কি আর সংশয় আছে? তেমন যে ইন্দ্রদেব, সেই ইন্দ্রদেবকে স্তবের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা করিতে বলা হইয়াছে। যেখানে যে ভাবে এই মন্ত্রের প্রযুক্তি দেখি, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। পরন্তু প্রার্থনাকারী যে আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া ভগবানের অর্চ্চনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

উপসংহারে "যথা বিদে" বাক্যাংশের বিষয় অনুধাবন করা যাইতেছে। ঐ বাক্যাংশে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ 'বিদে' ক্রিয়াপদে 'অবগত হও' (বিদ্ধি, জানীহি) অর্থ গ্রহণ করি। তদনুসারে ঐ অংশও যথাপূর্ব্ব আত্মোদ্বোধক। অথবা, ভাষ্যের অনুসারী হইয়াই 'বিদে' পদে 'জানেন' (স জানাতি) অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত উহার সম্বন্ধ সিদ্ধ করা যায়। তাহাতে ভাব দাঁড়ায়,—'যেরূপ অর্চ্চনা করিলে তিনি জানিতে পারেন সেইরূপ অর্চ্চনা কর, অর্থাৎ যথাযোগ্য প্রকৃষ্ট অর্চ্চনা কর। ফলতঃ, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের পূজায় ব্রতী হওয়ার জন্যই এই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—১প—১দ—৪সা।॥ *

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৬৯ম সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার তিনটী গেয় গানের প্রথম দুইটী "ধুরীঃ সামনী" এবং তৃতীয়টী "মহাগৌরীবিতম্ গৌর্য্যীবিতং বা" নামে অভিহিত।

২। বিবরণকার 'গোপতিং' পদ উপলক্ষে গো-শব্দে সোম অর্থ গ্রহণ করেন। 'অভি-অর্চ্চ' পদ বিষয়ে তিনি মধ্যম পুরুষের স্থলে উত্তম পুরুষ কল্পনা করেন। তাঁহার মতে ঐ দুই পদের অর্থ 'আভিমুখ্যেন স্তৌমি।' এতদনুসারে 'যথা বিদে' পদের অর্থে 'যথা জানামি' প্রতিবাক্য তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের সায়ণ-ভাষ্যে 'বিদে' উত্তম পুরুষের একবচনের অর্থ গ্রহণ করিতে দেখি। কিন্তু, আমাদিগের মতে, সম্বোধন অনুসারে, এখানে মধ্যম পুরুষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'সত্যস্ত সূনুং' বাক্যাংশ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—"ত্রৈবিদ্যলক্ষণং ব্রহ্ম সত্যং তেন (ব্রহ্মনামকেন ঋত্বিজা) যানি হবীংষি হূয়ন্তে তৈর্জন্যতে যস্মাৎ, তস্মাৎ সত্যস্য সূনুঃ। অথবা সত্যমন্নং হবির্লক্ষণং তেন সঞ্জায়তে আপ্যায়তে বা তস্মাৎ সত্যস্য সূনুং"।

৩। এই মন্ত্রের প্রচলিত দুইটি অনুবাদ (একটী বাঙ্গালা ও একটী হিন্দি) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত তাহার পার্থক্য বুঝিয়া দেখুন। যথা,—

"ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক, তিনি যাহাতে জানিতে পারেন, সেইরূপে স্তুতি বাক্যের দ্বারা অর্চ্চনা কর।"

"গোকৈ স্বামী, যজ্ঞকে পুত্র, যজমানোঁকে পালক, ইন্দ্রকো স্তুতিসে পূর্ণরীতিসে পূজো কৈসে কি বহ হমারে স্তুতি করনেকো ঔর যজ্ঞমেঁ অবশ্য আনা চাহিয়ে ইস বাতকো জানজায়।"

পঞ্চমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ৫॥

গেয়-গানং।

১। কয়ানশ্চী। ত্রআভু ৩ বাৎ। ঊতাইস। দা। বান্ধঃ সা ২ ৩ ৪ খা।
কয়াশা ৩ চী ৩। ষ্ঠা ২ ৩ য়া ৩। বা ৩ ৪ ৫ র্ত্তো ৬ হাই॥ ৫॥

২। হাবোই। হোবাই কয়ানশ্চিত্র আভু ৩ বা ৩ ৪ ৎ। হোবাই।
হোবাঊতীসদা। বৃধাঃ সা ৩ খা ৩ ৪। হীবাই। হোবাই।
কয়াশচাই। ষ্ঠয়া বা ২ র্ত্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা
ঊ ২ ৩ ৪ পা॥ ৫॥

৩। কা ৫ য়া। নশ্চা ৩ ইত্রা ৩ আভুবাৎ। ঊ। তীসদাবৃধঃস। খা।
ঔ ৩ হো হাই। কয়া ২ ৩ শচা ই। ষ্ঠ যৌ হো ৩। হুম্মা ২।
বা ২। র্ত্তো ৩ ৫ হাই॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সদাবৃধঃ' (নিত্যবর্দ্ধমানঃ, চিরনবীনত্বসম্পন্নঃ) 'চিত্রঃ' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টঃ, অভিনব-কর্ম্মযুক্তঃ) 'সখা' (মিত্রভূতঃ, সুহৃৎস্থানীয়ঃ স দেবঃ) 'কয়া ঊতী' (কীদৃশেন কর্ম্মণা তর্পণেন বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ ভুবৎ' (আভিমুখ্যেন ভবেৎ); তথা 'শচিষ্ঠয়া' (প্রজ্ঞাবত্তময়া, প্রজ্ঞাসহিতমনুষ্ঠীয়মানেন) 'কয়া বৃতা' (কেন বর্ত্তনেন কর্ম্মণা বা, স এব প্রাপ্তব্যঃ ইতি শেষঃ। কেন কর্ম্মণা ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ তদ্বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসু ভবতি; মন্ত্রঃ তস্য ব্যাকুলতাপ্রকাশকঃ—ইতি ভাবঃ॥ (২অ—৭খ—৭দ—৫সা)।

বঙ্গানুবাদ।

চিরনবীনত্বসম্পন্ন, অভিনবকর্ম্মযুত, সুহৃৎস্থানীয় সেই দেবতা—কি প্রকার কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের অভিমুখী হয়েন? আর, প্রজ্ঞা সহ অনুষ্ঠীয়মান্ কোন কর্ম্মের দ্বারাই বা তিনি প্রাপ্তব্য হয়েন? (কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে প্রাশ্নিককারী অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন; মন্ত্রে তাঁহার সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৫সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। বামদেব ঋষিঃ। 'সদাবৃধঃ' সর্ব্বদা বৰ্দ্ধমানঃ 'চিত্রঃ' চায়নীয়ঃ 'সখা' মিত্রভূতঃ ইন্দ্রঃ 'কয়া ঊতী' উত্যা তর্পণেন 'নঃ' অস্মান্ 'আ ভুবৎ' আভিমুখ্যেন ভবেৎ। 'শচিষ্ঠয়া' প্রজ্ঞাবত্তময়া প্রজ্ঞাসহিতঃনুষ্ঠীয়মানেন 'কয়া' 'বৃতা' কেন বর্ত্তনেন কর্ম্মণা চ অভিমুখো ভবেৎ। (২অ—৭খ—৭দ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী পাঠ করিলে এবং ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিলে, সহসা মনে হয়—এই মন্ত্রে যেন কেহ কাহারও নিকট ভগবানের পূজার পদ্ধতি শিখিতে চাহিতেছেন। তিনি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'কিরূপ তর্পণের দ্বারা বা কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভগবান নিকটে আসেন?'

প্রশ্ন এইরূপই বটে; ভাবার্থে এইরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়ই মনে আসে সত্য। কিন্তু এ প্রশ্ন যে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমরা মনে করি না। আমাদিগের মতে, মন্ত্রটী আত্মজিজ্ঞাসামূলক। কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আবার কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তিনি নিকটে আসেন,—এইরূপ আত্মানুসন্ধানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। সাধক ব্যাকুল হইয়াছেন; কি করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন—তাহারই সন্ধান করিতেছেন। মন্ত্র এই আত্মানুসন্ধানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্র প্রশ্নমূলক দুইটী 'কয়া' পদ আছে। সেই দুই পদের সহিত যথাক্রমে 'উতী' ও 'বৃতা' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ মাত্র একটী আছে। সেটী—'ভুবৎ'। সুতরাং ঐ ক্রিয়াপদকে উভয় প্রশ্নের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। আমরা এখানে ভাব-পক্ষে 'স এব প্রাপ্তব্যঃ' প্রতিবাক্য শেষাংশে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাকে কি প্রকারে কীদৃশ কর্ম্মের দ্বারা অভিমুখে আনয়ন করা যায়—এবম্বিধ প্রশ্নেও যে ভাব ব্যক্ত করে; কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য হয়েন অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া

যায়,—এরূপ প্রশ্নেও সেই ভাবই প্রকাশ পায়। এখন 'উতী' আর 'বৃত্তা' পদদ্বয় কি মর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহা একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া দেখুন। দুই পদেই ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। যে কর্ম্মে আত্মরক্ষা হয়, তাহাই 'উতী' পদের লক্ষ্য; আর যাহা নিত্য-অনুষ্ঠিত, তাহাই 'বৃত্তা' পদে নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম এই প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দুই প্রকার কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দুই কর্ম্মের ভাব 'উতী' ও 'বৃত্তা' পদদ্বয়ের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (২অ—৭খ—৭দ—৫সা)। *

———•———

ষষ্ঠং সাম।

৫ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ত্যমু বঃ সত্রাসাহং বিশ্বাসু গীর্ষ্বায়তং।

১ ২ ৩ ১ ২

আ চ্যাবয়স্যূতয়ে ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

৫ ২ র ১ — ১ র র ২

১। ত্যমুবাঃ। সত্রাসাহা ২ ম্। বিশ্বাসুগীর্ষ্ব আ ১ য়াতা ২ ম্।

১র ১ ৯ ০ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১

আচ্যা ২ ৩। বা ২ য়া ২ ৬ ৪ ঔ। হোবা। সিয়ু ৩ ত। যে ২ ৩ ৪ ৫ ॥৬॥

২ ২ ৫ র ৪র ৫ ১র রর

২। ত্যা ৩ ৪ ম্। উবঃ সত্রাসাহম্। ও ৬ বা। বিশ্বাসুগীর্ব্বা

— ১ — ১ ২ ১ S ২র ৩র২

২ তাম্। আ ২ চ্যা। বা ২ ৩ য়া। সিয়ৌ ৩ হো। বাহা

১ ৫ ৫

৩ ৪ ৩ ই। তা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হাই ॥ ৬ ॥

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের ৩১ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় মণ্ডল, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৪ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। মন্ত্রটী যজুর্ব্বেদে (ষড়বিংশ অধ্যায়, চতুর্থ কণ্ডিকায়) এবং অথর্ব্ববেদে (২০।১২৪।১) এবং সামবেদেরও আর এক স্থানে (১৬৩২) দৃষ্ট হয়। ইহার গেয়-গান তিনটীর প্রথম দুইটী "বাচঃ সামনী" এবং তৃতীয়টী "মহাবামদেব্যং বামদেব্যং বা" নামে অভিহিত হয়।

২। মন্ত্রের অন্তর্গত 'চিত্রঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'পূজ্যঃ' পদও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'শচী' শব্দ প্রজ্ঞা-নামের মধ্যে নিঘণ্টুতে পঠিত হইতে দেখি। নি০ ৩,৬,৮)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মন। 'বঃ' (যুষ্মাকং, আত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়) 'সত্রাসাহং' (শত্রূণামভিভবিতারং) 'বিশ্বাসু' (সর্ব্বেসু) 'গীর্ষু' (স্তোত্রেষু) 'আয়তং' (বিস্তৃতং, স্তোত্ররূপেণাবস্থিতং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং দেবং) 'উ' (উৎকর্ষেণ সহ) 'আ চ্যাবয়সি' (আভিমুখ্যেন গময়, আনয় ইতি ভাবঃ) ত্বমিতি শেষঃ। হে নর। তব কর্ম্মণা ত্বং যেন প্রকারেণ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নোষি তদর্থং উদ্বুদ্ধো ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনপ্রকাশকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (২অ—৭খ—৭দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! তোমাদিগের আপনার রক্ষার জন্য, শত্রুগণের অভিভবকারী, সকল স্তোত্রে বিস্তৃত অর্থাৎ স্তোত্ররূপে অবস্থিত, সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে উৎকর্ষের সহিত অভিমুখে আগমন করাও অর্থাৎ আনয়ন কর। (আত্মোদ্বোধন-প্রকাশক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—হে মানুষ। তোমার কর্ম্মের দ্বারা তুমি যেন ভগবানের সামীপ্য লাভ কর, তজ্জন্য উদ্বুদ্ধ হও)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। যজমানঃ স্তোতারং সম্বোধ্যাহ। হে স্তোতঃ। 'সত্রাসাহং' সত্রা শব্দো বহুবাচী বহূনামভিভবিতারং যদ্বা শত্রূন্ স্ববলেন সঙ্গত্য জেতারং। 'বঃ' যুষ্মদীয়েষু 'বিশ্বাসু' 'গীর্ষু' সর্ব্বেষু স্তোত্রেষু 'আয়তং' বিস্তৃতং সর্ব্বাত্রেন্দ্র এব স্তূয়তে তস্মাৎ তেষু বিততং ত্যং উ উ ইত্যবধারণে তমেবেন্দ্রং 'উতয়ে' অস্মদ্রক্ষণায় 'আচ্যাবয়সি' চ্যুঙ্ প্রুঙ্ প্লুঙ্গতৌ (ভ্বা০ আ০) ত্বদীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ যজ্ঞং প্রতি অভিমুখ্যেন গময়॥ (২অ—৭খ—৭দ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী স্তোতাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে সিদ্ধান্ত হয়। কেহ যেন (ঋত্বিকই হউন আর যজমানই হউন) অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে স্তোতা। শত্রুদিগে সবলে সঙ্গত হইয়া জয়কারী, তোমাদিগের সকল স্তোত্রের মধ্যে বিস্তৃত, সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার জন্য তোমাদিগের স্তোত্রের দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞের প্রতি আনয়ন কর।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদটী সমস্যামূলক। সম্বোধ্য এবং তদনুসারী ক্রিয়া-পদ একবচনের আছে। সুতরাং 'বঃ' পদটী কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় আসে। ফলে ঐ

পদটীতে একবচনের প্রতিবাক্যই গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। আমরা তাই, ভাবে উহার প্রতিবাক্যে 'আত্মনঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। অপিচ, মন্ত্রটীকে আমরা আত্মোদ্বোধক মন্ত্র বলিয়া মনে করি। প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতেছেন,—'হে আমার মন! তুমি সেই দেবতাকে নিকটে আনয়ন কর; অর্থাৎ সেই দেবতার সহিত তোমার মিলন হউক।' সে মিলনে কি হইবে? তোমার অর্থাৎ আমার রক্ষা হইবে। কেন-না, সেই দেবতা শত্রুগণের অভিভবকারী। তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর; তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে; কেন না, তিনি সকল স্তোত্রমন্ত্রের সহিত বিদ্যমান আছেন। মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৭খ—৭দ—৬সা)॥ *

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।

৩ ২ ৩ ১ ২

সনিং মেধামযাসিষং॥ ৭॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ৩ ২র ৩ ৫

সাদা। সম্পতাইমদ্ভুতা। ও২৩৪বা। প্রায়াও২৩৪বা।

১ S ২ ১ ৪র ১ S ২

আইন্দ্রা। স্যাকামা২৩৪৫য়া৬৬৬ম্। সনিম্মে২

৫ ৪

ধাময়াসিষ২৩৪৫ম্॥ ৭॥

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯২ম সূক্তের সপ্তম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার দুইটী গেয়-গানের নাম যথাক্রমে "ইন্দ্রস্য সত্রাসাহীয়ে, অভিভূস্য আজিতৌ বা।'

২। এই মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে কাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী যে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা;—

"সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিমুখে আগমন করাও।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্ভুতং' (অপূর্ব্বকর্ম্মকারকং) 'ইন্দ্রস্য' (ভগবত ইন্দ্রদেবস্য) 'প্রিয়ং' (সখায়ং, অভিন্নরূপং ইতি ভাব) 'কাম্যং' (কমনীয়ং, অভিলষিতং) 'সনিং' (ধনস্য দাতারং) 'সদসস্পতিং' (শ্রেষ্ঠজ্ঞানপালকং) 'মেধাং' (প্রজ্ঞাং—লক্ষ্যং ইতি যাবৎ) 'অযাসিষং' (প্রাপ্তবানস্মি. প্রার্থয়াম ইতি ভাবঃ)। প্রজ্ঞালাভায় অহং সদসস্পতেঃ শরণং যাচে—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (২অ—৭খ—৭দ—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপূর্ব্বকর্ম্মকারক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সখা অর্থাৎ অভিন্নরূপ, কমনীয়, ধনদাতা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানের পালক সদসস্পতি দেবতাকে প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। (ভাব এই যে,—প্রজ্ঞালাভের জন্য আমি সদসস্পতি দেবতার শরণ যাচ্ঞা করিতেছে।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। মেধাতিথির্ঋষি। 'মেধাং' লক্ষ্যং 'সদসস্পতিং' এতন্নামকং দেবং 'অযাসিষং' প্রাপ্তবানস্মি। কীদৃশং? 'অদ্ভুতং' আশ্চর্য্যকরং 'ইন্দ্রস্য' 'প্রিয়ং' সোমপানে সহচারিত্বাৎ 'কাম্যং' কমনীয়ং 'সনিং' ধনস্য দাতারং॥ (২অ ৭খ—৭দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—*—

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের ভাব এই যে,—'আমি প্রজ্ঞালাভের জন্য সদসস্পতি দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি কেমন? না—অদ্ভুত, ইন্দ্রের সখা, কমনীয় এবং দাতা।' আমরা এখানে প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করি। 'সদসস্পতিঃ' যে দেবতা, মন্ত্রে তাঁহার একটু স্বরূপ জানিতে পারি। ঐ পদে দেবতার নিগূঢ় তত্ত্ব পরিব্যক্ত দেখি। 'সদসঃ' ও 'পতিঃ' এই দুই পদের সমবায়ে ঐ 'সদসস্পতিঃ' পদ ব্যুৎপন্ন দেখি। যিনি যাগাদি কর্ম্মের অর্থাৎ সকল সৎকর্ম্মের সম্পাদনে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন, তিনিই 'সদসস্পতিঃ,' শব্দার্থে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে শ্রেষ্ঠজ্ঞানদাতা দেবতাকেই সদসস্পতি নামে অভিহিত করা যায়। ভাষ্যাদিতে প্রকাশ, ঐ পদ অগ্নির দ্যোতক। 'অগ্নি' শব্দে বেদে যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, সে পক্ষেও তাঁহার সদসস্পতি নামের সার্থকতা দেখি। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্ম্ম সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। ঐ পদ সেই জ্ঞানেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

এই সূক্তেই মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন পদের অর্থ-সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে। দেবতত্ত্ব অনুভূত হইলে, কি ইন্দ্র, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি বরুণ, অথবা কি সদসস্পতি—কাহারও

মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্যষ্টিভাবে যে ভগবদ্বিভূতি, তাহাই বিভিন্ন নাম-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে; সমষ্টিগত হইলে, সব এক হইয়া যায়। সুতরাং বুঝিতে গেলে, তাঁহাদিগের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই; সকল দেবতাই পরস্পরের সখা বা প্রিয় হয়েন। এই ভাবেই তাঁহাদিগের অভিন্নত্ব প্রতীত হইতে পারে। আমরা তাই 'ইন্দ্রস্য প্রিয়ং' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে 'ইন্দ্রদেবস্য অভিন্নরূপং' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। এই বিষয়টী বুঝিতে পারিলে, অন্যান্য বিশেষণের অর্থ বিষয়ে আর কোনরূপ দ্বিধা বা সংশয় আসিতে পারে না। তিনি কাম্য বা কামনীয়, তিনি সনি বা দাতা, তিনি অদ্ভুত বা অপূর্ব্ব কর্ম্মকারী—সকলই তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে। শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, শ্রেষ্ঠজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানপর হইলে, অসাধ্য-সাধন সম্ভবপর হয়,—অপ্রত্যক্ষীভূত প্রত্যক্ষীভূত হইয়া আসে। বিশেষণ-নিবহ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। উপসংহারে 'অযাসিষং' ক্রিয়াপদ-সম্বন্ধে একটু অনুধাবনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঐ পদের প্রতিবাক্যে যদি 'প্রাপ্তবানস্মি' (প্রাপ্ত হইয়াছি) ক্রিয়াপদ গ্রহণ করি, তাহা হইলে মন্ত্রটীতে সাধকের আত্মানুভূতির ভাব প্রকটিত আছে মনে করিতে হইবে। আর, তাহা হইলে 'মেধাং' পদের প্রতিবাক্যে 'প্রজ্ঞাং প্রাপ্তা' পদদ্বয় গ্রহণ করার আবশ্যক হইবে। তাহাতে ভাব দাঁড়াইবে,—'প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অর্থাৎ, আমার প্রজ্ঞালাভের ফলে প্রজ্ঞাধিপতি আমার অধিগত হইয়াছেন।' কিন্তু এই অর্থ অপেক্ষাও 'প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি'—এবম্বিধ অর্থেরই সার্থকতা দেখা যায়।

বলা হইয়াছে,—দেবতা দাতা; বলা হইয়াছে—দেবতা ইন্দ্রসখা অর্থাৎ ইন্দ্রদেবতার ন্যায় বিবিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; বলা হইয়াছে—তিনি কমনীয়; বলা হইয়াছে—তিনি অদ্ভুত কর্ম্মকারী। এখন লক্ষ্য করুন,—তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করা হইয়াছে। ধনের প্রার্থনা নাই, পার্থিব জন্য কোনও সুখৈশ্বর্য্যের কামনা নাই; আছে,—একমাত্র কামনা—তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। তাহারও আবার কারণ অলৌকিক। সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার কামনা করিতেছেন,—কেন? প্রজ্ঞা-লাভের জন্য। প্রজ্ঞা-লাভই যে মানুষের সার-কামনা শ্রেষ্ঠ কামনা হওয়া সঙ্গত, এ মন্ত্র তাহাই শিক্ষা দিতেছে। দেবতার নিকট, ভগবানের নিকট, মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনার সামগ্রী কি থাকিতে পারে? এ মন্ত্র বলিতেছে—প্রজ্ঞা-লাভই সেই শ্রেষ্ঠ সামগ্রী। (২অ—৭খ—৭দ ৭সা)। *

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ৩৫ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানটী "বামদেব্যম্" নামে অভিহিত।

২। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে সদসম্পতিকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু "সোমপানেন সহচারিত্বাৎ" তিনি ইন্দ্রের সখা বলায়, দেবত্ব খর্ব্ব হয়।

অষ্টমং সাম।

যে তে পন্থা অধো দিবো যেভির্বিশ্বমৈরয়ঃ।

উত শ্রোষন্তু নো ভুবঃ॥ ৮॥

গেয় গানং।

যেতে পন্থা আ ৩ধো দিবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। বেভির্বিশ্বা

৩ মাইরয়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হাই। উতাশ্রো ২ ৩ ৪ সা। ভুনো

২ ৩। ভূ ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ভী॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'দিবঃ অধঃ' (দ্যুলোকস্য অধোভাগে, ইহলোকে ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ, তৎপ্রাপ্তিমূলকাঃ ইতি ভাবঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'পন্থাঃ' (মার্গাঃ—গতাগতিলক্ষণাঃ, মনুষ্যাণাং সৎকর্ম্মরূপাঃ ইতি যাবৎ) সন্তি, 'উত' (অপিচ) 'যেভিঃ' (যৈঃ মার্গৈঃ, কর্ম্মভিঃ ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং জগৎ) 'ঐরয়ঃ' (পরিচালিতং ভবতি), তত্ত্বং 'নঃ ভুবঃ' (অস্মাকং বর্ত্তমানানি নিবাসস্থানানি, ইহজীবনানি ইতি ভাবঃ) 'শ্রোষন্তু' (জানন্তু)। অয়ং ভাবঃ—ভগবন্নির্দ্দিষ্টানি ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকানি কর্ম্মাণি ইহজীবনে একান্তজ্ঞাতব্যানি; হে ভগবন্! তৎকর্ম্মাণি অস্মান্ জ্ঞাপয় শিক্ষয় বা—ইত্যেবং প্রার্থনা। (২অ—৭খ—৭দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধী অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্তিমূলক প্রসিদ্ধ যে পথসকল (মনুষ্যের সৎকর্ম্মরূপ) আছে এবং যে সকল পথের (কর্ম্মের) দ্বারা জগৎ পরিচালিত হয়; সেই পথের তত্ত্ব আমাদিগের বর্ত্তমান নিবাসস্থান অর্থাৎ ইহজীবন জ্ঞাত হউক। (ভাব এই যে,—ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক কর্ম্মসমূহ ইহজীবনে একান্ত জ্ঞাতব্য; প্রার্থনা—হে ভগবন্! সেই কর্ম্মসমূহ আমাদিগকে জানাইয়া দিউন বা শিখাইয়া লউন।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৮সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। বামদেব ঋষিঃ। হে ইন্দ্র। 'দিব' দ্যুলোকস্য 'অধঃ' অধস্তাৎ 'যে' 'পন্থাঃ' পন্থানঃ মার্গাঃ সন্তি, 'যেভিঃ' যৈর্ম্মার্গৈঃ 'বিশ্বং' সর্ব্বং জগৎ 'ঐরয়ঃ' প্রাপ্তবানসি, 'তে' মার্গাঃ যজমানৈঃ স্তুত্যামিতি শেষঃ। 'উত' অপিচ 'নঃ' অস্মদীয়া 'ভুবঃ' ভূমীঃ নিবাসস্থানানি 'শ্রোষন্তু' যজমানাঃ তদনুগ্রহাচ্ছৃণ্বন্তু॥ (২অ—৭খ—৭দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত দেখি, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে ইন্দ্র। দ্যুলোকের অধঃ হইতে যে পথ সকল আছে, যে পথ-সকলের দ্বারা সকল জগৎকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেই পথ সকল যজমানগণ কর্ত্তৃক স্তুতির যোগ্য হয়। অপিচ, আমাদিগের নিবাস-স্থান-সমূহ যজমানগণ আপনার অনুগ্রহে শ্রবণ করুন।'

বলা বাহুল্য, ঐরূপ অর্থের ভাব পরিগ্রহ করা বিশেষ কষ্ট কল্পনা-মূলক। অপিচ, এই মন্ত্রের একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তদনুসারে 'বিশ্বং' পদটী 'ব্যশ্বং' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। কিন্তু তাহাতেও ঐ মন্ত্রের যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাও পরিস্ফুট নহে। সে অর্থ মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে; যথা,—

'May all thy paths beneath the sky
　　whereby thou speedest Vyasva on,
Yes, let all spaces hear our voice!'

ফলতঃ, মন্ত্রটী যে কি ভাব প্রকাশ করিতেছে, প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যাতেই তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। মন্ত্রের একটী হিন্দি অনুবাদও নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। দেখুন,—তাহাতেই বা কতটুকু কি ভাব উদ্ধার হয়। যথা;—

"হে ইন্দ্র। দ্যুলোককে নীচে জো মার্গ হৈঁ, জিন মার্গোঁসে সকল জগৎকো প্রাপ্ত হুয়া হৈঁ, বহ মার্গ যজমানোঁ স্তুতি করনে যোগ্য হৈঁ, ঔর হমারে নিবাসস্থানোঁকো যজমানে শুনেঁ।"

এই সকল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা দেখিয়া, কাহার উদ্দেশে কি লক্ষ্য লইয়া মন্ত্রটী যে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, আমরা যেদিক দিয়া যে ভাবে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি-অসঙ্গতি তাহাতে স্বতঃই বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রটী ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত। এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্। এ সংসারে যে পথে আপনার আগমন হয় অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর যে কর্ম্মের দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে অর্থাৎ ইহসংসারে গতাগতির মূলীভূত যে কর্ম্মসমূহ নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আপনি তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এই মর্ত্ত্যবাসী আমাদিগকে জানাইয়া বা শিখাইয়া দিউন। সে কর্ম্ম-তত্ত্ব জানিয়া বা শিখিয়া আমরা যেন

আপন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারি—ইহাই ভাবার্থ।' আমরা মনে করি, এইরূপ প্রার্থনাই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

কি সূত্রে, কোন্ পদের কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণে ঐ ভাব আমরা গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রকটিত হইয়াছে। প্রথম দেখুন—'দিবঃ অধঃ' পদদ্বয়। ঐ দুই পদে স্বর্গের অধোভাগে অর্থাৎ এই মর্ত্ত্যলোকে অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'তে' পদে 'তব' প্রতিবাক্যে 'ভগবানের সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'যে পন্থাঃ' পদদ্বয়ে 'মনুষ্যের সৎকর্ম্মরূপ মার্গ-সমূহকেই' লক্ষ্য করে। মানুষের কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ভগবান্ গতাগতি করিয়া থাকেন। তিনি যে কর্ম্মের মধ্যে আগমন করেন, সেই কর্ম্মের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত দেখি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম অংশে, "দিবঃ অধঃ তে যে পন্থাঃ" বাক্যাংশে, ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! যে পথ-সমূহের বা যে কর্ম্মসমূহের দ্বারা আপনি ইহলোকে আগমন করেন।' তার পর, বলা হইয়াছে,—"যেভিঃ বিশ্বং ঐরয়ঃ।" এখানে অর্থ পাই এই যে,—'যে সকল কর্ম্মের দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হয়।' এতদ্দ্বারা জীবের সংসারে গতাগতির প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। কর্ম্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার; একবিধ কর্ম্মে ভগবানে লীন হওয়া যায়, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে; আর, অন্যবিধ কর্ম্মে জন্মাদির মধ্যে আসিতে হয়। প্রথমোক্ত অংশে, "তে যে পন্থাঃ" বাক্যাংশে, ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক কর্ম্মের—ভগবানে লীন হওয়ার উপযোগী কর্ম্মের প্রতিই লক্ষ্য আসে; আর শেষোক্ত অংশে, "যেভিঃ বিশ্বং ঐরয়ঃ" বাক্যাংশে সংসারে গমনাগমনের ভাব প্রাপ্ত হই। 'উত' পদকে ঐ দুই কর্ম্মের সংযোগ-সাধক অব্যয়-রূপে গ্রহণ করি।

এখন অবশিষ্ট রহিল—"নঃ ভুবঃ শ্রোষন্তু।" উহার সাধারণ অর্থ—'আমাদিগের নিবাসস্থান-সমূহ শ্রবণ করুক।' এই অর্থ হইতেই 'কি শ্রবণ করুক' এবম্বিধ একটা আকাঙ্ক্ষা আসে। উপরে যে দ্বিবিধ কর্ম্মের বিষয় বলা হইয়াছে, ঐ আকাঙ্ক্ষাই তৎসম্পর্কে প্রতিপন্ন হয়। তাই আমরা, মন্ত্রার্থ বিশদ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশে, 'তত্ত্বং' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। তার পর, 'আমাদিগের নিবাসস্থান সমূহ শ্রবণ করুক'—এতদ্বাক্যের অর্থ কি, অনুধাবন করুন। 'আমাদিগের নিবাস-স্থান' বলিতে এই 'পৃথিবী অর্থাৎ ইহ-জীবন' অর্থ আসে। 'শ্রবণ করুক' বলিতে 'জানুক বা শিক্ষা লাভ করুক' ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপই প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবান্! সে তত্ত্ব আপনি আমাদিগকে জানাইয়া বা শিখাইয়া দিউন।' (২অ—৭খ—৭স—৮সা)॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয়-গানের নাম—"অশ্বিনীঃ সাম।"

২। মন্ত্রের 'বিশ্বং' পদ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণের টীকা; যথা,—"বিশ্বম্‌ এবং পাঠো ভাষ্য-মাত্র-সম্মতঃ। "ব্যশ্বম্" ইতি পাঠস্তু সংগৃহীত—"সমস্ত-পুস্তকানাম্।" ব্যশ্ব—একজন ঋষি বলিয়া কথিত হন। আমরা 'ব্যশ্বং' পাঠের সঙ্গতি দেখি না।

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ভদ্রং ভদ্রং ন আ ভরেষমূর্জ্জং শতক্রতো।

১ ২ ৩ ১ ১

যদিন্দ্র মৃড়য়াসি নঃ॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানং।

ভদ্রম্ভাদ্রাম্। নআভা২৩রা৩। আইষামুর্জ্জাম্। শংক্রা২৩

তা৩উ। যাদিন্দ্রাম্। ড়া২য়া২৩৪ঔহোবা। সী২৩৪নাঃ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (অশেষপ্রজ্ঞাবন্, অশেষকর্ম্মকারিণ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যদি' (অস্মাকং কর্ম্ম অভিলক্ষ্য ত্বং যদি ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং বা) 'মৃড়য়াসি' (সুখয়সি, সুখাভিলাষী ভবসি), তর্হি 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'ভদ্রং ভদ্রং' (শ্রেষ্ঠকল্যাণসাধনং) 'ইষং' (অন্নং, অভীষ্টবর্ষণং) তথা 'উর্জ্জং' (বলপ্রাণং) 'আ ভর' (দেহি)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! যেন অস্মাকং পরমং শ্রেয়ঃ ভবতি, তদ্বিধেহি। (২অ—৭খ—৭দ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অশেষপ্রজ্ঞাবান্ (অশেষকর্ম্মকারী) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া আপনি যদি আমাদিগকে সুখী করেন (আমাদিগের সুখাভিলাষী হয়েন), তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি শ্রেষ্ঠ কল্যাণসাধক অভীষ্টবর্ষণ (অথবা অন্নদান) করুন, আর আমাদিগকে বলপ্রাণ প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব,—হে ভগবন! যাহাতে আমাদিগের পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, তাহাই বিহিত করুন।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। অথ নবমী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে 'শতক্রতো' শতবিধকর্ম্মন্ শতপ্রজ্ঞ বা ইন্দ্র! 'ভদ্রং ভদ্রং' কল্যাণতমং সুখোৎপাদকং বা ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আভর' সম্পাদয়

দেহি, তথা 'ইষং' 'উর্জ্জং' অন্নরসং যদ্বা বলবদন্নং দেহি, 'নঃ' অস্মান্ 'যদ্' যদি 'মৃড়য়াসি' সুখয়সি তর্হি ধনাদিকং দেহীতি। মৃড় সুখে (ক্রা॰ প॰) তস্য লেটি অন্যস্যাড়াগমঃ ॥ ৯ ॥

নবম (১৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে ত্রিবিধ প্রার্থনার বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, 'ভদ্রং ভদ্রং' পদদ্বয়ে কল্যাণতম বা সুখসাধক ধনের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর 'ইষম্ উর্জ্জম্' পদদ্বয়ে অন্নরসকে অথবা বলবৎ অন্নকে কামনা করা হইয়াছে। পরিশেষে মন্ত্রের দ্বিতীয় পদের অর্থ উপলক্ষে উহার সহিত ধনাদিকে অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে ঐ অংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'আমাদিগকে যদি সুখী কর, তাহা হইলে ধনাদি প্রদান কর।' মূলে প্রার্থনামূলক ক্রিয়া মাত্র একটী আছে। সেই ক্রিয়া পদটী 'আ ভর।' ঐ পদ উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে তিনটী ক্রিয়া-পদ গ্রহণ করা হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে 'যদি' পদটী স্বতন্ত্র রহিয়া গিয়াছে।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের শেষ অংশের সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধ স্বীকার করি। এই অংশের 'যদি' পদের সম্বন্ধ পূর্ব্বপাদে বিদ্যমান্ আছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্। যদি আপনি আমাদিগের কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে সুখী করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলে পরম কল্যাণপ্রদ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। আমাদিগের যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাই বিহিত করুন।' এ পক্ষে 'ইষং' ও 'উর্জ্জং' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অভীষ্টবর্ষণ এবং বল ও শক্তি প্রকাশ পায়। ঐ দৃষ্টিতে 'ভদ্রং ভদ্রং' পদদ্বয়কে বিশেষণ মধ্যে গণ্য করা যায়। যদি প্রদান করিতে হয়, আমায় শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন,—এবংবিধ প্রার্থনাই এই মন্ত্রে প্রকাশমান্। (২অ—১খ—১দ—৯সা) ॥ *

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের ২৮ম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৩ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"গোতমস্য ভদ্রম্।"

২। এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে 'যদি' পদের প্রতিবাক্যে "for" পদ গৃহীত হইয়াছে। সে অনুবাদ ; যথা,—

"Bring to us all things excellent, O Satkaratu,
food and strength,
For, Indra thou art kind to us !"

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত স্বরাজো অশ্বিনা॥ ১০॥

* . *

গেয় গানং।

৩ ৪ ৩র ৪র ৩ ৪ ৩ ৪ ৫ ৩র ৪র ৩ ৪ ৩
অস্তিসোমো অয়ংসুতঃ। অ। স্ত্যেআস্তী। সোমো অয়ংসুতঃ
৩ ৫ ৪ ৪ ৫
পিবন্ত্যস্যম। রুতো ২ ৩ ৪ হাই। উতস্বরা ৫ জোবা।
৪ ৫
শ্বা ৫ ইনো ৬ হাই ॥ ১০ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং কর্ম্মণা সঞ্জাতঃ, স্বতঃপরিদৃষ্টঃ যঃ ইতি ভাবঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'অস্তি' (বিদ্যতে), 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য অংশং ইতি ভাবঃ) 'স্বরাজঃ' (স্বয়ং দীপ্যমানাঃ, সর্ব্বত্রপ্রকাশশীলাঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'পিবন্তি' (স্বতমেব গৃহ্ণন্তি), 'উত' (অপিচ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ দেবৌ অপি) তৎ পিবতঃ ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মণা হৃদি কিঞ্চিদপি শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারে সতি নরঃ বিবেকস্য অনুকম্পাং লভতে, তথা অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বা ব্যাধিঃ বিনশ্যতি। (২অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব থাকে, সেই শুদ্ধসত্ত্বের অংশকে স্বয়ং দীপ্যমান্ (সর্ব্বত্র-প্রকাশশীল) মরুদ্গণ (বিবেকরূপী দেবতারা) স্বতঃই গ্রহণ করেন, এবং অশ্বিদ্বয়ও (অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়ও) তাহা গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে একটু শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলেই বিবেকের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অন্তর-বাহ্য সকল ব্যাধিই নাশ প্রাপ্ত হয়)॥ (২অ—৭খ—৭খ—১০সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমী। বিন্দুর্ঋষিঃ। 'অয়ং' পুরোবর্ত্তী 'সোমঃ সুতঃ' মরুদর্থ-মধ্যাভিঃ অভিষুতঃ 'অস্তি' বিদ্যতে, তস্মাৎ 'অস্য' অস্যাদেশে এনং সুতং সোমং 'স্বরাজঃ' স্বয়ং দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা নাস্তদিয়েনেত্যর্থঃ, তাদৃশাঃ 'মরুতঃ' প্রাতঃ 'পিবন্তি', 'উত' অপিচ 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ সোমং প্রাতঃসবনে পিবতঃ। (২অ—৭খ—৭দ—১০সা)।

দশম (১৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

যেখানে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, যেখানে আপনার কর্ম্মের দ্বারা মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে সমর্থ হয়; সেখানেই মানুষের হৃদয়ে বিবেকের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে, সেখানেই অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির শান্তি আনয়ন করে। এই নিত্য-সত্যতত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে বুঝিতে পারি।

যদি আমরা দেখিতে পাই, যদি আমরা বুঝিতে পারি—"অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ" অর্থাৎ—এই শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদিগের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে; তখনই বুঝা যায়—"পিবন্ত্যস্য মরুতঃ উত স্বরাজো অশ্বিনা", অর্থাৎ—মরুদ্দেবগণ তাহা পান করিতেছেন, আর অশ্বিদ্বয় তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ভাব এই যে,—সেই অবস্থাতেই আমাদিগের মধ্যে বিবেকরূপী দেবগণের ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাতেই অন্তরের ও বাহিরের সকল ক্লেদকালিমা দূরে যায়। মরুদ্দেবগণকে এবং অশ্বিদ্বয়কে আমরা যথাক্রমে বিবেকরূপী দেবগণ ও অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। তদ্বিষয়ে আমাদিগের যুক্তি প্রভৃতির পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। বিবেক স্বতঃপ্রকাশসম্পন্ন, বিবেকরূপী দেবগণকে (মরুদ্গণকে) তাই 'স্বরাজঃ' অভিধায়ে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহারা সোমপান করেন' বলিতে, 'হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের সহিত তাঁহাদিগের সম্মিলন হয়'— ইহাই ভাবার্থ। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয়ে বিবেকের প্রতিষ্ঠা ঘটিলে, ব্যাধি-বিপত্তির বিভীষিকা আপনিই বিদূরিত হয়। "উত অশ্বিনা"—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য অভিষব-ক্রিয়া দ্বারা সংশোধিত অর্থাৎ পরিশ্রুত হইলে, মরুৎ নামক দেবগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহা পান করেন;—এইরূপ অর্থই এখন গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, আমরা সে অর্থ অনুমোদন করি না। (২অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥ *

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৪ম সূক্তের চতুর্থ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৮ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানটী অশ্বিনোঃ সাম, সোম-সাম বা" নামে অভিহিত হয়।

২। ঋষি-সম্বন্ধে "পূতদক্ষস্য সুদক্ষস্য বা ইদমার্ষম্"—বিবরণকার এইরূপ মত প্রকাশ করেন। (এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদাদি পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা

ছন্দ আৰ্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রং পর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ। অষ্টম দশতি।

অষ্টম দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ঈঙ্খয়ন্তীরপস্যুব ইন্দ্রং জাতমুপাসতে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বন্বানাস: সুবীর্য্যং ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৩র ২ – ১ – ১ ২র ১ ২ –

ঈঙ্খয়ন্তীঃ। অপা ২ স্যূবা ২ ঃ। আইন্দ্রঞ্জাতম্। উপা সাতা ২ ই।

১র ২ ১ ২ ২

বন্বানা ২ ৩ সাঃ। সুবীরিয়া ৩ ১ উবা ২ ৩। বৃধে ॥ ১ ॥

৩। মন্ত্রে 'পিবন্তি' ক্রিয়াপদ আছে। কিন্তু অনুবাদাদিতে ঐ লটের পদের পরিবর্ত্তে লোটের পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়। যথা,—

"এই সোম অভিষুত হইয়াছে, স্বভাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয় ইহার অংশ পান করুন।"

মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে 'স্বরাজঃ' পদটীকে মূলের অনুবর্ত্তনে সমস্তাক মধ্যেই রাখা হইয়াছে। যথা,—

"Here is the Soma ready pressed : of this the Maruts;
yea of this
Self-luminous the Asvins drink."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঈঙ্খয়ন্তীঃ' (গচ্ছন্ত্যঃ, ভগবদনুসারিণ্যঃ) 'অপস্যুবঃ (শুদ্ধসত্বং অভিলাষিণ্যঃ— চিত্তবৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'জাতং' (উৎপন্নং, সৎকর্ম্মণা প্রাদুর্ভূতং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং, ইন্দ্রদেবং) 'উপাসদতে' (পরিচরন্তি, প্রাপ্নুবন্তি) ; তথা 'সুবীর্য্যং' (আত্মনাং শোভনকর্ম্ম-নিঃসৃতং ধনং ইতি ভাবঃ) 'বন্বানাসঃ' (তস্মাৎ দেবাৎ প্রাপ্তাঃ সত্যঃ সম্ভক্তবত্যো ভবন্তি) । ভগবন্নিবিষ্টচিত্তা জনা আত্মনাং কর্ম্মণা মুক্তিং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (২অ—৮খ—৮দ—১সা) ।

বঙ্গানুবাদ।

ভগবদনুসারী, শুদ্ধসত্ত্বের অভিলাষী—চিত্তবৃত্তিসমূহ, সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং আপনাদিগের শোভনকর্ম্মনিঃসৃত ধন সেই দেবতা হইতে প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ করে। (ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত জনগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—১সা ॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমে খণ্ডে—সৈষা প্রথমা। ইন্দ্রমাতরো দেবজাময় ঋষিকাঃ। 'ঈঙ্খয়ন্তীঃ' গচ্ছন্ত্যঃ স্তুত্যাদিভিঃ ইন্দ্রং প্রাপ্নুবত্যঃ 'অপস্যুবঃ' অপঃ কর্ম্ম আত্মন ইচ্ছন্ত্যঃ ইন্দ্রমাতরঃ অস্য সূক্তস্য দ্রষ্ট্রাঃ 'জাতং' প্রাদুর্ভূতং তং 'ইন্দ্রং উপাসতে' পরিচরন্তি, 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং চ 'বন্বানাসঃ' তস্মাৎ ইন্দ্রাৎ সম্ভক্তবত্যো ভবন্তি। 'বন্বানাসঃ' 'জজ্ঞানাসঃ' ইতি পাঠৌ॥ (২অ—৭খ—৭দ—১সা)॥

প্রথম (১৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে একটা উপাখ্যানের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। তদ্দ্বারা মন্ত্রের অর্থ অধিকতর জটিলতাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

মূলে 'ঈঙ্খয়ন্তীঃ' এবং 'অপস্যুবঃ' পদদ্বয় আছে; তাহা হইতে 'ইন্দ্রমাতরঃ' (ইন্দ্রের মাতৃগণ) পদ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। সেই মাতৃগণ কেমন? না তাঁহারা স্তুতিসমূহের দ্বারা ইন্দ্রকে পাইবার অভিলাষিণী (অপস্যুবঃ)। আর তাঁহারা কেমন? না—আপনাদিগের কর্ম্ম আকাঙ্ক্ষাকারিণী (অপস্যুবঃ)। এমন যে মাতৃগণ, তাঁহারা করিয়াছিলেন কি? না— ইন্দ্রের পরিচর্য্যা বা সেবা। ইন্দ্র কেমন? না—'জাতং।' ইহা হইতে ভাষ্যকার 'প্রাদুর্ভূতং' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুবাদকারিগণ 'সদ্যোজাত' অর্থ পরিগ্রহণ করেন। যাহা হউক, সেই যে ইন্দ্র, তাঁহার সেবা করিয়া ইন্দ্রের মাতৃগণ ফললাভ করিয়াছিলেন কি? না—ইন্দ্র হইতে শোভন বীর্য্যযুক্ত ধন পাইয়া তাহা সম্ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন?

এই তো প্রচলিত অর্থসমূহের মর্ম্ম। ইন্দ্রের অনেকগুলি মাতা ছিলেন। তাঁহারা সদ্যোজাত ইন্দ্রের সেবায় প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার ফলে ইন্দ্রের নিকট হইতে অনেক ধন ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। এ যে কি ব্যাপার, এ যে কিরূপ রূপক-অলঙ্কার, তাহা উদ্ভেদ করা অল্প কল্পনা-শক্তির কার্য্য নহে। সুতরাং আমরা আর সে পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টাই করিলাম না। বিশেষতঃ, এই মন্ত্রের ঋষির নাম-প্রসঙ্গে "ইন্দ্রমাতরো দেবজাময় ঋষিকাঃ" এইরূপ লিখিত হইয়া, তাহার সহিত "ঈশ্বয়ন্তীঃ" প্রভৃতি পদের অন্বয় যুক্ত হওয়ায়, জটিলতার পরিবৃদ্ধিই দেখিতে পাই।

এখন, সাদাসিধা সরলভাবে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ঔচিত্যানৌচিত্য তাহাতেই বোধগম্য হইবে। আমরা মনে করি, "ঈশ্বয়ন্তীঃ" ও "অপস্যুবঃ" পদদ্বয় চিত্তবৃত্তিকে লক্ষ্য করিতেছে। চিত্তবৃত্তি—নানা রূপ ও নানাপথে প্রধাবিত। তাহারা সকলে যদি একান্তে ভগবদনুসারী (ঈশ্বয়ন্তীঃ) হয় এবং শুদ্ধসত্ত্বের অভিলাষী (অপস্যুবঃ) হয়, তাহা হইলে দেবতা বা ভগবান্ তাহাদিগের অধিগত হইয়া থাকেন। সেই ভগবান্ বা দেবতা যে আকাশ-কুসুম নহেন, "জাতং" পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। তিনি 'জাতং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মের দ্বারাই প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাঁহাকে পাইতে চাও? তাঁহাকে দেখিতে চাও? সৎকর্ম্মের সাধনা কর। তাহার মধ্যেই তিনি প্রাদুর্ভূত হইবেন। ফলতঃ, চিত্তবৃত্তিসমূহ 'ঈশ্বয়ন্তীঃ' ও 'অপস্যুবঃ' হইলেই আপনাদিগের কর্ম্মের মধ্যে দেবতাকে দেখিতে পাইবে,—ইহাই এখানকার ভাবার্থ। তার পর, সেই দেবতাকে পরিচরণ করিতে বা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইলে, কি ফল লাভ করিবে? 'বস্বানাসঃ সুবীর্য্যং' পদদ্বয় তাহাই খ্যাপন করিতেছে। তখন সেই দেবতা হইতে আপনার সেই শোভনকর্ম্মনিঃসৃত ধন (অর্থাৎ মোক্ষাদি) সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ, মানুষ যখন সর্ব্বতোভাবে ভগবানে অনুরক্ত হয়, মানুষ যখন সর্ব্বথা তাঁহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তখন তাহার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। মন্ত্র এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৮খ—৮দ ১সা)। *

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"ত্বাষ্ট্র সাম"। 'ত্বষ্ট্রী' এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

২। ভাষ্যের "ইন্দ্রমাতরঃ" সম্বন্ধে ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথ্স সাহেব যে মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবনীয়। যথা,—(The Hymn) "Ascribed to Indra's Mothers, the Consorts of Gods." মূলের "অপস্যুবঃ" পদ-সম্বন্ধে তাঁহার অর্থ ও মন্তব্য; যথা,—"The active ones: the Water-goddesses, or the Consorts of the Gods may be meant" এ সকল ব্যাখ্যায় কি ভাব আসে, পাঠকগণই বুঝিয়া দেখুন।

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র
ন কি দেবা ইনীমসি ন ক্যা যোপয়ামসি।
৩১ ২
মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি ॥ ২ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ র ২১ ২ ১ S ২ ৫ র
নকিদেবাঃ। ইনাই। ইনীমাসা ৩ ই। মাসী ৩ য়া। নকিযায়ো।
২১ ২ ১ S ২ ৫
পয়া। পয়ামাসা ৩ ই। মাসা ৩ য়া। মন্ত্রশ্রুত্যাম্।
২১ ২ ১ S ২
চরা। চরামাসা ৩ ই। মাসী ৩ য়া ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (হে দীপ্তিদানাদিগুণাভিব্যঞ্জিকা ভগবদ্বিভূতয়ঃ) যুষ্মদ্‌বিষয়ে 'ন কি ইনীমসি' (ন কিমপি হিংস্মঃ, বিপরীতং কর্ম্ম মা কুর্ম্মঃ); যুষ্মাকং বিরাগভাজনং কর্ম্ম মা করবাম—ইত্যেবং সঙ্কল্পপ্রকাশকঃ এষো মন্ত্রঃ। তথা যুষ্মদ্‌বিষয়ে 'ন কি আ যোপয়ামসি' (সর্ব্বতোভাবেন কিমপি ন মোহয়ামঃ, মোহজনকং কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যজাম); যুষ্মাকং কর্ম্মসম্পাদনায় সর্ব্বথা অনুরাগসম্পন্না ভবাম ইতি ভাবঃ। তথা 'মন্ত্রশ্রুত্যং' (শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্ম) 'চরামসি' (আচরামঃ); কদাপি অপকর্ম্ম ন করবাম ইতি সঙ্কল্পঃ। (২অ—৮খ—৮দ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণাভিব্যঞ্জক ভগবদ্বিভূতিসমূহ)! আপনাদিগের সম্বন্ধে যেন কোনরূপ হিংসা অর্থাৎ বিপরীত কর্ম্ম না করি; (আপনাদিগের বিরাগভাজন কোনও কর্ম্ম করিব না—মন্ত্র এইরূপ

৩। গ্রিফিথস্ সাহেবের ইংরাজী অনুবাদের পাদটীকায় ইন্দ্রের মাতৃগণের প্রসঙ্গ আসে বটে; কিন্তু তিনি মন্ত্রের অনুবাদে ভাষ্যের অনুসরণ করেন নাই। সে অনুবাদে ইন্দ্রের মাতৃগণের প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত বাঙ্গালা ও হিন্দী অনুবাদে ইন্দ্রের মাতৃগণের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। সে সকল অনুবাদ উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। মন্ত্রার্থ আলোচনাতেই সে সকল কথা বলা হইয়াছে।

সঙ্কল্প-প্রকাশক); আপনাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ মোহগ্রস্ত না হই অর্থাৎ মোহজনক কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিব; (আপনাদিগের কর্ম্ম-সম্পাদনে সর্ব্বথা অনুরাগসম্পন্ন হইব—এই ভাব); আর যেন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আচরণ করি; (কদাপি অপকর্ম্ম করিব না—এই সঙ্কল্প।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দ্বিতীয়া। গোধা ঋষিঃ। হে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ঃ। যুষ্মদ্বিষয়ে 'ন' 'কি' 'ইনীমসি' ন কিমপি হিংস্মঃ। মীঙ্ হিংসায়াং ক্র্যাযাদিকঃ মীনাতের্নিগমে (পা০ ৭৩৮১) ইতি হ্রস্বঃ, ইদন্তোমসি (পা০ ৭১৪৬) মকারলোপশ্ছান্দসঃ। আকারঃ সমুচ্চয়ে। ন কি ন চ 'যোপয়ামসি' যোপয়ামঃ অননুষ্ঠানেন অন্যথানুষ্ঠানেন বা মোহয়ামঃ। যুপ বিমোহনে (চু০ প০)। কিন্তুর্হি 'মন্ত্রশ্রুত্যং' মন্ত্রেণ শ্রার্য্যং শ্রুতৌ বিধিবাক্যপ্রতি-পাদ্যং যদ্ যুষ্মদ্বিষয়ং কর্ম্ম তৎ 'চরামসি' আচরামঃ অনুতিষ্ঠামঃ। 'ইনীমসি মিনীমসি' ইতি চ পাঠৌ॥ (২অ—৮খ—৮দ—২সা)।

* . *

দ্বিতীয় (১৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধক সঙ্কল্প বা প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের সম্বোধ্য—সকল দেবতা বা দেবভাবসমূহ। কোনও দেবতার বিষয়ে যেন বিপরীত আচরণ না করি, কোনও দেবভাব হৃদয়ে সঞ্চার-পক্ষে যেন উদাসীন না হই,—"ন কি ইনীমসি" বাক্যাংশ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। "ন ক্যা যোপয়ামসি" বাক্যাংশের ভাব এই যে,—দেবভাব-সম্বন্ধে কদাচ যেন মোহগ্রস্ত না হই; অর্থাৎ, কোন্‌টী প্রকৃত দেবাভব (সদ্ভাবঃ), আর কোন্‌টী ভ্রান্তি (অসদ্ভাব), তাহা যেন বুঝিতে পারি। তৃতীয়তঃ—"মন্ত্রশ্রুত্যং চরামসি"; এই বাক্যাংশের ভাব এই যে,—যেন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মহাজনগণ-প্রদর্শিত পিতৃপুরুষগণের পরিগৃহীত পথেরই অনুসারী হইতে পারি। এই তিন ভাব ঐ তিন মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে; আর, ঐ তিন ভাবের মধ্যেই যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে। সঙ্কল্প পক্ষে দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—"হে দেবগণ! আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, কদাচ দেবভাবের হিংসা বা বিপরীতাচরণ করিব না, কখনও ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইব না, সর্ব্বদাই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পিতৃপ্রদর্শিত পথে বিচরণ করিব।" পক্ষান্তরে প্রার্থনার ভাবে দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে দেবগণ! এই অনুগ্রহ করুন যেন বিপরীত কর্ম্ম না করি, যেন বিপথে না যাই, যেন পিতৃপিতামহের পরিগৃহীত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে

চলিতে পারি।' প্রতি পদের বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। মর্ম্মার্থে ঐ দুই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২অ—৮খ—৮দ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

০ ১ ২র ৩১ ২ ৩ ১ ২
দোষো আগাদ্বৃহদ্গায় দ্যুমদ্গামন্নাথর্ব্বণ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
স্তুহি দেবং সবিতারং ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪র ৫র র ৪ ২ ১ র ২ ১র ৩ ২
দোষো আগাৎ। বৃহদ্গায়। দ্যুমদ্গা ২ ৩ মান্। আথর্ব্বণা ৩।
২ ১ S ২ ৩র ২ ৪ ৫
স্তুহি। ঔ ৩ হো ৩ ৪ ই। দেবা ৩ ম্। সবোবা।
৪ ৫
তা ৫ রো ৬ হাই ॥ ৩ ॥

* * *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৩৪ম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। তবে সেখানে সামান্য পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ইহার গেয়-গানের নাম —"গোধা সাম"।

২। প্রচলিত অনুবাদ-সমূহে মন্ত্রটীকে আপনার নির্দ্দোষিতা-প্রতিপাদক রূপে (সাফাই) প্রখ্যাত দেখি। তিন ভাষায় প্রচলিত তিনটী অনুবাদ; যথা,—

(১) "হে দেবতাগণ! তোমাদিগের বিষয়ে কিছুই ত্রুটি করি নাই, কোনও কর্ম্মেই শৈথিল্য বা ঔদাস্য করি নাই। মন্ত্র ও শ্রুতি অনুসারে আচরণ করিয়া থাকি। দুই হস্তে রাশীকৃত যজ্ঞসামগ্রী লইয়া তন্মাত্র সহায়ে এই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি।"

(2) "Never, O gods. do we offend, nor are we ever obstinate: we walk as holy text command."

(৩) "হে ইন্দ্রাদি দেবতাও! তুম্হারে বিষয়মে হম কুছ ভী হানি নহী করতে হৈঁ মন্ত্রোমেঁ অনেকোঁ বাক্যোমে বর্ণন কিয়ে হুএ তুম্হারে বিষয়কে কর্ম্মকো আচরণ করতে হৈঁ।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আথর্ব্বণ' (শ্রেয়োমার্গানুসারিন) 'দ্যুমদ্গামন্' (জ্যোতিরন্বসন্ধিৎসু, দিব্যজ্ঞানপিপাসু, যদ্বা—চঞ্চলগমনশীল, হে মম মনঃ ইতি ভাবঃ) 'দোষঃ' (অপরাধঃ পাপঃ, ত্রুটিবিচ্যুতি, যদ্বা—সন্ধ্যা, তব জীবনস্য শেষমুহূর্ত্তং ইতি ভাবঃ) 'আগাৎ' (আগচ্ছতি, তব কর্ম্মণা সহ নিত্যং সংঘটতি); তস্মাৎ তদ্দোষং পরিহারায় 'বৃহদ্গায়' (সর্ব্বথা সর্ব্বক্ষণং বা ভগবন্তং আরাধয়); তথা 'দেবং' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতং) 'সবিতারং' (জ্ঞানপ্রদাতরং, মঙ্গলপ্রেরকং সবিতৃদেবং) 'স্তুহি' (পূজয়, তস্যানুসরণে প্রবৃত্তো ভব ইতি ভাবঃ)। মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। উদ্বোধনায়া ভাবঃ—'জীব। হেলয়া দিনং হৃতবানসি; যদি শ্রেয়ঃ কাঙ্ক্ষসি, অধুনামপি সতর্কো ভব।' (২অ—৮খ—৮দ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেয়ঃপথানুসারী, দিব্যজ্ঞানপিপাসু (অথবা—চঞ্চলগমনশীল) হে আমার মন! অপরাধ বা পাপ (ত্রুটি বিচ্যুতি) তোমার কর্ম্মের সহিত নিত্য সংঘটিত হইতেছে; অথবা, তোমার জীবনের শেষমুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিয়াছে, সে কারণ, অপরাধ পরিহারের জন্য, সর্ব্বথা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের আরাধনা কর; আর, দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা (মঙ্গলপ্রেরক) সবিতৃদেবতাকে পূজা কর—তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হও। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক; উদ্বোধনার ভাব এই যে,—'জীব! তুমি হেলায় দিন হারাইয়া আসিয়াছ; যদি শ্রেয়ঃ চাও, এখনও সাবধান হও।') ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৩সা।) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ। হে 'বৃহদ্গায়'! বৃহদাখ্যস্য সাম্নো গাতঃ! 'দ্যুমদ্গামন্' দীপ্তগমন! 'অথর্ব্বণ' অথর্ব্বঋষেরপত্য! ঋষিঃ স্বাত্মানমেবামন্ত্রয়তে স্তং 'দোষঃ' ঋত্বিগ্‌যজমানাপরাধেন যঃ কশ্চিদ্ দোষঃ 'আগাৎ' আগচ্ছতি তৎপরিহারার্থং 'সবিতারং' প্রেরকং এতন্নামকং দেবং 'স্তুহি'। যদ্বা 'দোষঃ' দূষয়তি নাশয়তি তমাংসীতি দুনোতি উপতপতি রক্ষাংসীতি বা দোষঃ, সঃ সবিতা 'আগাৎ' অতো হে 'আথর্ব্বণ'! 'বৃহৎ' স্তোত্রং 'গায়'। তথা 'গামন্' গায়তীতি গামা। হে এবম্বিধ! স্বাত্মন! 'দ্যুমৎ' দীপ্তিমদনন্তং স্তোত্রং উপগায়। শিষ্টং পুনরাদরার্থং ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৩সা) ॥

• • •

তৃতীয় (১৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারী অর্থে প্রতীত হয়, যেন অথর্ব্ব ঋষির পুত্র'ক সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছিল। তদনুসারে 'বৃহদ্গায়' দ্যুমদ্গামন্ পদদ্বয় 'অথর্ব্বণ পদে বিশেষণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এবং মন্ত্রের অন্তর্গত 'দোষো আগাৎ' পদদ্বয়ের অর্থ গৃহীত হয়,—'ঋত্বিগ্ যজমানের অপরাধের দ্বারা যজ্ঞাদিতে যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহার পরিহারার্থ।' অথবা, অপরাধ হইতে রক্ষা করেন—এই বাক্যে, 'দোষঃ' পদে অপরাধ হইতে রক্ষাকারী' অর্থ দাঁড়াইয়া, উহা সবিতা দেবতার দ্যোতক হইয়াছে। এইরূপে দুই প্রকার অর্থে মন্ত্রটীর ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"হে 'বৃহদ্গায়' অর্থাৎ বৃহদাখ্য সামের গানকারী, দ্যুমদ্গামন্' অর্থাৎ দীপ্তগমন, 'আথর্ব্বণ অর্থাৎ অথর্ব্ব ঋষির পুত্র! (এখানে অথর্ব্ব ঋষি যেন আপনার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন) তুমি 'দোষঃ' অর্থাৎ ঋত্বিগ যজমানের অপরাধের দ্বারা যে কোনও দোষ হইয়াছে, তাহা পরিহারের জন্য, প্রেরক সবিতা নামক দেবতাকে স্তব কর। অথব, দোষ বা অপরাধ হইতে রক্ষাকারী সেই সবিতা দেবতা আসিয়াছেন; অতএব, হে অথর্ব্বণ! বৃহৎ স্তোত্র গান কর। সেইরূপ গানকারী হে আমার পুত্র দীপ্তিমন্ অন্য যে স্তোত্র, তাহা গান কর।" এবম্বিধ ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যাই সাধারণতঃ প্রচলিত।

কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এখানে প্রার্থনাকারী আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞান-লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। 'দোষঃ আগাৎ' পদদ্বয়ের মর্ম্ম আমরা অন্য দুই প্রকারে গ্রহণ করিয়াছি। 'দোষঃ' পদে 'অপরাধ বা ত্রুটিবিচ্যুতি' অর্থ আসে; আবার ঐ পদে বেদে আরও এক অর্থও প্রাপ্ত হই। সে অর্থ—সন্ধ্যা। তাহা হইতে 'জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত' ভাব আসে। 'আগাৎ' পদে 'আসিয়াছে' অথবা 'নিত্য সংঘটিত হইতেছে'—এরূপ ভাব পাইতে পারি। তদনুসারে 'দোষঃ আগাৎ' পদদ্বয়ে দুই প্রকার অর্থ সিদ্ধ হয়। এক অর্থ—'তোমার কর্ম্মের সহিত নিত্য যে অপরাধ সঞ্চিত বা সংঘটিত হইতেছে'; আর এক অর্থ—'তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে।' এই দুই ভাবের কথা স্মরণ করাইয়া, মনকে বলা হইতেছে,—'হে মন! এখনও তুমি সতর্ক হও; এখনও তুমি ভগবানের প্রতি আত্মনিয়োগ কর।'

উদ্বোধনার এই ভাব-বিষয়ে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ভাষ্যের সহিত আমাদিগের এই ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। পার্থক্য ঘটিয়াছে—প্রধানতঃ সম্বোধ্য বিষয়ে। আমরা অথর্ব্ব ঋষির পুত্রের সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার না করিয়া, মনঃ-সম্বোধনে মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে নির্দ্দেশ করিতেছি। 'আথর্ব্বণ' এবং দ্যুমদ্গামন্' পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে উহাদিগের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'অথ' পদে 'মঙ্গল'

অর্থ আসে; 'অর্ব্বণ' গত্যর্থক। যে মঙ্গলের পথে গমন করিতে চায় বা অনুসারী হয়, সেই 'আথর্ব্বণ'। এইরূপ 'দ্যুমদ্গামন্' পদে দ্বিবিধ ভাবে মনঃসম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারি। 'চঞ্চলগমন' অর্থে মনেরই প্রতি লক্ষ্য আসে। আবার, জ্ঞানের পিপাসা মনেই প্রকাশ পায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই, মন্ত্রের সম্বোধ্য সন্ধান করিয়া পাওয়া যায়। সেই বিষয় বিবেচনা করিয়াই মন্ত্রটীকে আমরা আত্মোদ্বোধক মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। মন্ত্র বলিতেছেন,—'জীব! এখনও সতর্ক হও; এখনও ভগবানে শরণ লও।' (২অ—৮খ—৮দ—৩সা) ॥ *

—— • ——

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ক ২র ৩ ২ ৩ ১

এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ।

৩ ২ ২ ৩ ২

স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

৩র র ১ র ২ র ১ ২ ১ ২ ২ ১র

এষো উষাঃ। আপূর্ব্বিয়া। ব্যুচ্ছতি। হোবা ৩ হাই। প্রিয়াদা

২ ৩ ২ ৩র ২ ২ ১ ৫

২ ৩ ইবা ৩ ৪ঃ। স্তুষা ৩ ৪ ইবামা ৩। শ্বিনো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫

বৃ ৫ হো ৬ হাই ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'এষঃ' (এষা, জ্ঞানিগণৈঃ পরিদৃশ্যমানা) 'অপূর্ব্ব্যা' (অভিনবত্বসম্পন্না) 'প্রিয়া' (রমণীয়া) 'উষ' (জ্ঞানোন্মেষকারিণী উষোদেবতা) যদা 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ—আগত্য ইতি শেষঃ) 'ব্যুচ্ছতি' (অজ্ঞানান্ধকারং নশ্যতি), তদা 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী অপর কোনও বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয়-গানের নাম—"সবিতুঃ সাম।" বিবরণকারের মতে, এই মন্ত্রের ঋষি—'বামদেব।'

২। 'দোষঃ' পদে যে 'সন্ধ্যা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, ঋগ্বেদ সংহিতার বিভিন্নস্থানে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—"দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্" (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ম—১সূ—৭ঋ)। গ্রিফিথ্‌স সাহেব তাঁহার অনুবাদে "দোষঃ আগাৎ" পদদ্বয়ের প্রতিবাক্য তাই "Evening is come" অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 'দ্যুমদ্গামন্ আথর্ব্বণ' পদের তাঁহার অর্থ—"Atharvans' nobly singing son."

হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) স্তুষে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি)। জ্ঞানোন্মেষসহকারেণ বয়ং দেবপূজাপরায়ণা ভবাম ইতি ভাবঃ। (২অ—৮খ—৮দ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই (জ্ঞানিগণের দৃশ্যমানা) অভিনবত্বসম্পন্না, রমণীয়া, জ্ঞানোন্মেষ-কারিণী উষো দেবতা, যখন দ্যুলোক হইতে আসিয়া অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন, তখন, হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়, আমি আপনাদিগের আরাধনা করি। (আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইলে, আমরা দেব-পূজাপরায়ণ হই—ইহাই ভাবার্থ)॥ (২অ—৮খ—৮দ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ চতুর্থী। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। 'এষঃ' এষৈব অস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানা 'প্রিয়া' সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুঃ 'অপূর্ব্ব্যা' পূর্ব্বেষু মধ্যরাত্র্যাদিকালেষু বিদ্যমানা ন ভবতি কিন্ত্বিদানীন্তনা 'উষা' উষোদেবতা 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য সকাশাৎ আগত্য 'বৃচ্ছতি' তমো বর্জ্জয়তি। 'অশ্বিনা' হে অশ্বিনৌ। 'বাং' যুবাং 'বৃহৎ' প্রভূতং যথা ভবতি তথা 'স্তুষে' স্তৌমি॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (২৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের আভাষ, সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রাপ্ত হইবেন। সে অনুবাদ; যথা,—'এই আমাদিগের পরিদৃশ্যমান্, সকল লোকের প্রীতি-হেতুক উষা, পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যরাত্র্যাদিকালে অবিদ্যমান্ ছিলেন; কিন্তু ইদানীং সেই উষা দেবতা দ্যুলোকসকাশ হইতে আসিয়া তমোনাশ করিতেছেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদিগের উভয়কে প্রভূত স্তব করিতেছি।' রাত্রি প্রভাতে উষা-সমাগমে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের পূজা আরম্ভ হয়। সাধারণ প্রচলিত অর্থে, মন্ত্রে এই ভাব প্রাপ্ত হই।

কিন্তু 'উষা দেবতা' বলিতে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং 'অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়' যে যে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশক হয়েন, তাহাতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহ করে। যে দেবতার অনুকম্পায় বা যে দেবভাবের বিকাশে হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হয়, সেই দেবতাকে 'উষা দেবতা' বলিয়া মনে করি। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিদ্বয় বলিতে অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয়ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হইয়াছে। ঐ দুই দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা হইলে, তখন আর মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে কোনরূপ দ্বিধাভাব বা অস্বস্থার আসিতে পারে না। জ্ঞানোন্মেষ হইলেই, দেবতার পূজায় (দেবভাব-সঞ্চয়ে) প্রবৃত্তি আসে। বাহ্য ও আভ্যন্তরিণ ব্যাধি বিনাশই সে প্রবৃত্তির প্রথম প্রচেষ্টা। অন্তরের ব্যাধি এবং দেহের ব্যাধি যে কি প্রকারে সঞ্জাত হয়

এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ আছে, সে বিষয় সামান্য অনুভাবনাতেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এখানে তাহার বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। ভগবৎ-কৃপায় জ্ঞানোন্মেষ হইলে, মানুষ প্রথমে অন্তরস্থিত ও বহিঃস্থিত ব্যাধি দূর করিতে প্রয়াস পায়। এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

প্রার্থনা-পক্ষে এখানে যেন বলা হইতেছে, 'হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! আপনি আমার জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দেন। আর হে অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়! আমি যেন আমার জীবন-প্রভাতে প্রথমেই আপনাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হই। আপনাদিগের কৃপায় আমার বহিরন্তর ব্যাধি-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ হউক।' (২অ—৮খ—৮দ—৪সা)।*

— ০ —

পঞ্চমং সাম।

২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
৩ ১ ৩ ৩ ১ ২র
জঘান নবতীর্নব ॥ ৫ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১ ১ র র — S ২ ১র
১। ওম্। ইন্দ্রোদধীচো অস্থভিরিয়া ২ ঈ ৩ য়া। বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুত
— S ১র র - ১ ৲ ৩
ইয়া ২ ঈ ৩ য়া। জঘাননবতীর্নবইয়া ২। ই ২। যা ২ ৩ ৪।
২র ৩ ৫
ঔহোবা। ঊ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৫ ॥

৫ র ২ ৩ ৫ ২ ১র
২। ইন্দ্রোদ ধাই। চো অস্থা ২ ৩ ৪ ভীঃ। বৃত্রাণিয়া।
২র ১ ২ ১র ২ ৩ র ২ ১
প্রাতিষ্কুতাঃ। জঘানা ২ ৩ না। বতীর্নবা।
২ ৪ ৫ ৪
ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৫ ॥

* * *

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৪৬ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ৩৩ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—'উষস সাম।'

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্রতিষ্কুতঃ' (প্রত্যাখ্যানশব্দরহিত, প্রার্থনাপূরকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'দধীচঃ' (পরার্থে উৎসৃষ্টজীবনস্য, দেবত্বরক্ষণায় আত্মত্যাগপরায়ণস্য-জনস্য ইতি ভাবঃ) 'অস্থভিঃ' (ক্ষুদ্রশক্তিভিরেব) 'নবতির্নব' (নবনবপ্রভাববিশিষ্টানি, অশেষশক্তিসম্পন্নানি) 'বৃত্রাণি' (অজ্ঞানানি, অজ্ঞানতাজনিতানি পাপানি) 'জঘান' (নশ্যতি)। হে জীব! শক্তিস্তে অল্পা, ভীষণাশ্চ পাপপ্রভাবাঃ; কিন্তু বিভীতো মা ভব; সৎকর্ম্মণি যদি উৎসৃষ্টপ্রাণো ভবসি, ভগবানের তব সহায়ো ভূত্বা ত্বদীয়ং পাপং বিনশ্যতি। মন্ত্র এতৎ নিত্যসত্যতত্ত্বং প্রকাশয়তে। ইতি ভাবঃ। (২অ—৮খ—৮দ—৫সা)॥

• ˳ °

বঙ্গানুবাদ।

প্রত্যাখ্যান-শব্দরহিত (প্রার্থনাপূরক) ভগবান্ ইন্দ্রদেব, দেবভাব-রক্ষণের নিমিত্ত আত্মত্যাগপরায়ণ জনের ক্ষুদ্রশক্তিসমূহের দ্বারাই, নবনব-প্রভাব বিশিষ্ট (অশেষ শক্তিসম্পন্ন) অজ্ঞানতাজনিত পাপসমূহকে নাশ করিয়া থাকেন। (হে জীব! তোমার শক্তি অল্প, আর পাপের প্রভাব ভীষণ; কিন্তু সে জন্য ভয় করিও না; সৎকার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ হইতে পারিলে, ভগবানই সহায় হইয়া তোমার পাপকে বিনষ্ট করিবেন। মন্ত্র এই নিত্য-সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, ইহাই ভাবার্থ)॥ (২অ—৮খ—৮দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। গোতম ঋষিঃ। অত্র শাট্যায়নিন ইতিহাসমাচক্ষতে। আথর্ব্বণস্য দধীচো জীবতো দর্শনেন অসুরাঃ পরাবভূবুঃ। অথ তস্মিন স্বর্গতে অসুরৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্রস্তৈরসুরৈঃ সহ যোদ্ধুমশক্নুবংস্তমৃষিমন্বিচ্ছন স্বর্গং গত ইতি শুশ্রাব। প্রপচ্ছ তত্র তান্ ইহ কিমস্য কিঞ্চিৎ পরিশিষ্টমঙ্গমস্তি? ইতি তস্মা অবোচ অস্ত্যেতদাশ্বং শীর্ষং যেন শিরসা অশ্বিভ্যাং মধুবিদ্যাং প্রাব্রবীৎ তত্তু ন বিদ্মঃ যদ্যত্রাভবদিতি পুনরিন্দ্রোঽব্রবীৎ তদন্বিচ্ছতেতি। তদ্বা অন্বৈষুঃ তচ্ছর্যণাবত্যনুবিদ্য জহ্রু (শর্যণাবদ্ধ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্পন্দতে)। তস্য শিরসোঽস্থিভিরিন্দ্রোঽসুরান জঘানেতি। 'অপ্রতিষ্কুতঃ' পরৈরপ্রতিশব্দিতঃ প্রতিকূলশব্দবর্জিতঃ ইন্দ্রঃ আথর্ব্বণস্য 'দধীচঃ' এতৎসংজ্ঞকস্য ঋষেঃ 'অস্থভিঃ' পার্শ্বশিরঃসম্বন্ধিভিরস্থিভিঃ 'নবতির্নব' নবসংখ্যাকা নবতীঃ দশোত্তরা অষ্টশতসংখ্যাকাঃ (৮১০) তথাহি লোকত্রয়বর্ত্তিনো দেবান্ জেতুম্ আদাবাসুরী মায়া ত্রিধা সম্পদ্যতে। ত্রিবিধা সা অতীতানাগতবর্ত্তমানকালভেদেন তৎকালবর্ত্তিনো জেতুং পুনরপি প্রত্যেকং ত্রিগুণতা ভবতি। এবং নব সম্পদ্যন্তে। পুনরপি উৎসাহাদিশক্তিত্রয়রূপেণ ত্রৈগুণ্যে সতি সপ্তবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে। পুনঃ সাত্বিকাদিগুণত্রয়ভেদেন ত্রৈগুণ্যে সতি একোত্তরা অশীতিঃ

সম্পদ্যতে। এবং চতুর্ভিস্ত্রিকৈগুণিতায়া মায়ায়া দশসু দিক্ষু প্রত্যেকমবস্থানে সতি নবনবতয়ঃ সম্পদ্যতে। এবম্বিধমায়ারূপাণি বৃত্রাণি আবরকানি অসুরজাতানি 'জঘান' হতবান্॥ ৫॥

পঞ্চম (১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "দধীচো অস্থভিঃ" পদদ্বয় উপলক্ষে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট এক উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রার্থ এক নূতন মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আছে। দধীচির অস্থিসকল লইয়া তাহার দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। একবার বধ করেন নাই, নয়-সংখ্যক নব্বই বার (৮১০) তাহাদিগকে হনন করিয়াছিলেন। মন্ত্রার্থে এখানে এই ভাব প্রকাশিত। এ বিষয়ে শাট্যায়নগণ যে উপাখ্যান প্রচার করেন, তাহা এইরূপঃ—অথর্ব্ব-বংশীয় দধীচি ঋষির জীবিত অবস্থায় তাঁহার বিদ্যার প্রভাবে অসুরগণ পরাভূত হইয়াছিল। কিন্তু ঋষি স্বর্গগমন করিলে, অসুরগণে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়। ইন্দ্র তখন বড়ই সঙ্কটে পড়েন; অসুরগণের সহিত যুদ্ধে অশক্ত হইয়া ঋষির সন্ধান করিতে থাকেন। অতঃপর ঋষি স্বর্গগত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহার দেহের কোনও অংশ পৃথিবীতে আছে কি না—তৎসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন অশ্বশির প্রদান-পূর্ব্বক অশ্বিদ্বয় যে ঋষিকে মধুবিদ্যা প্রদান করেন, তৎপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; এবং ঋষির সেই অশ্বমুণ্ড শর্য্যণাবতে পতিত আছে—জানিতে পারেন। সেই মুণ্ডের অস্থিসমূহ লইয়া ইন্দ্র বৃত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাই এখানকার উপাখ্যান। পুরাণে কিন্তু এই উপাখ্যানই আবার অন্যরূপে প্রকটিত আছে। পুরাণে দেখিতে পাই, দধীচি ঋষির অস্থি হইতে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং ত্বষ্টা, ইন্দ্রের জন্য সেই বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; আর, ইন্দ্র সেই বজ্রের সাহায্যে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে অন্য ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। বৃত্র এখানে আর এক জন নহে; তাহাদিগের মৃত্যুও আবার এক বার হয় নাই। এ সকল যে রূপক, সহসাই তাহা মনে আসে না কি? ঋষির অস্থি লইয়া বৃত্রগণকে বহুবার হনন করা হয়,—এবংবিধ ব্যাখ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? যাহা হউক, সে সকল কথার আলোচনায় অনেক অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা আবশ্যক হয়। সুতরাং এখানে সে পথে অগ্রসর হইবার আর চেষ্টা না করিয়া, স্থূল দৃষ্টিতে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ প্রাপ্ত হই, তাহাই বিশ্লেষণ করিতেছি।

'বৃত্র' শব্দে অজ্ঞানতা বুঝায় এবং 'বৃত্রাণি' পদে অজ্ঞানতাজনিত পাপসমূহ অর্থ হয়। এ বিষয় আমরা নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। অজ্ঞানতা-জনিত পাপ অসংখ্য প্রকারে সঞ্জাত হয়; এবং একবার নাশ হইলেও তাহারা সর্ব্বথা নাশপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে নাশ করার আবশ্যক হয়। 'নবতীর্নব' পদ বিভিন্ন প্রকারে অন্বিত হইতে পারে। ঐ পদকে 'বৃত্রাণি' পদের বিশেষণরূপে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়

গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ঐ পদকে অন্যরূপ সুষ্ঠু অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই 'নবতির্নব' পদে পুনঃপুনঃ নাশ করার ভাব আসে। যেমন পাপের বৃদ্ধি হইবে, অমনি তাহাকে ধ্বংস করিবে; কোনও দিক দিয়া তাহার কোনরূপ ক্রিয়া যেন প্রকাশ না পায়, তৎপক্ষে যত্ন পাইবে। এই উপদেশও এখানে প্রাপ্ত হইতে পারি। পক্ষান্তরে 'নবতীর্নব' পদে যদি 'নবনবক' কার্য্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য করি, তদ্দ্বারাও ভাব বেশ পরিস্ফুট হইতে পারে। মানুষের অশেষমঙ্গলসাধক 'নবনবক' কর্ম্ম আছে। সেই সকল কার্য্যের বিষয় আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার একটী ঋকের ব্যাখ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছি। রক্তবীজের বংশের ন্যায় পরিবর্দ্ধনশীল পাপের বংশকে নাশ করিতে হইলে যে সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেই সকল কর্ম্মের বিষয় প্রখ্যাত দেখি। ফলতঃ মানুষের বিবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা পাপের পরিবৃদ্ধিকে ভগবান্ নাশ করিয়া থাকেন, ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ। 'দধীচির অস্থি' বাক্য সে পক্ষে ক্ষুদ্রশক্তি মানুষকে নির্দ্দেশ করে। যে জন অতি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষীণশক্তি, তাহার দ্বারাও অসাধ্য সাধন হয়,—নিত্য-পরিবর্দ্ধমান্ পাপের বংশ নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে;—সে যদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসৃষ্টপ্রাণ হয়,—নব নব সৎকর্ম্মে আপনাকে ন্যস্ত রাখে। ভগবানই সহায় হইয়া তাহার ক্ষুদ্রশক্তিকে প্রবল করিয়া তুলেন। একটু সৎপথাবলম্বী হইতে পারিলে, সকল বিপদ দূরে যায়,—শ্রেয়ঃ স্বতঃই অধিগত হয়। যে দৃষ্টিতেই দেখি না কেন, মন্ত্র যে এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে,—মন্ত্র যে এই তত্ত্বই জানাইয়া দিতেছে, তাহাই বোধগম্য হয়। (১অ—৮খ—৮দ—৫সা) ॥ •

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,— "ভুষ্টুরাতিথ্যোহে।"

২। মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে "নবতীর্নব" পদকে "বৃত্রাণি" পদের সহিত অন্বিত হইতে দেখি। মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ (গ্রিফিথ্‌স সাহেবের) এই:—

> "Armed with the bones cf dead Dadhyach, Indra
> with unresisted might.
> The nine-and-ninety Vrittas slew."

কিন্তু প্রচলিত অনুবাদে প্রকাশ,—

"অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচ ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করিয়াছিলেন।"

৩। 'নবতীর্নব' বাক্যাংশে 'নবনবক' কর্ম্মের পরিকল্পনা মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ সংহিতার বিভিন্ন স্থানে দ্রষ্টব্য। উক্ত ঋগ্বেদ-সংহিতার ১৬১৩ পৃষ্ঠায় (১ম—৩১সূ—১৪ঋ) এবং অন্যান্য নানা স্থানের (১ম—৫৪সূ—৬ঋ এবং ১ম—৫৭সূ—৯ঋ প্রভৃতি স্থানে) ব্যাখ্যায় 'নবনবক' কর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

ষষ্ঠং সাম।

২উ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।
৩১ ২ ৩ ১ ২র
মহা৺ অভিষ্টিরোজসা ॥ ৬ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫র র ২ ১২ ২ ১ ২র ১ ২
ইন্দ্রেহিমাহাউ। ৎসো ৩ আন্ধা ৩ সাঃ। বাইশ্বেভিঃ সো ২ ৩ হা ৩।
১২ ৩ ৫ ১ ১ ^ ৩
মাপর্ব্বা ২ ৩ ৪ ভীঃ। মহা৺ ২ ৩। আ ২ ভা ২ ৩ ৪
৫র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ষ্টিরোজসা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব)। 'এহি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ); (সর্ব্বৈঃ ভক্তজনৈঃ, অস্মাভিরনুষ্ঠিতৈঃ ইতি ভাবঃ) 'সোমপর্ব্বভিঃ' (তবারাধনারূপযজ্ঞোৎসবৈঃ, সৎকর্ম্মভিঃ) 'অন্ধসঃ' (ভক্তিসুধারূপৈঃ অন্নৈঃ) 'মহান্' (ঐশ্বর্য্যসম্পন্নঃ) ত্বম্ 'মৎসি' (মত্তঃ—হৃষ্টো ভব); অপিচ, 'ওজসা' (স্বপ্রভাবেন) 'অভিষ্টিঃ' (শত্রূণাং অভিভবিতা ভব, শত্রূন্ নিপাতয় ইতি শেষঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পূজায়াং পরিতুষ্টো ভব; অন্তঃশত্রুঞ্চ বহিঃশত্রুঞ্চ—সর্ব্বাণ শত্রূণ—নিপাতয়। (২অ—৭খ—৭দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন; বিশ্ববাসী এই ভক্তজনের (আমাদিগের) আপনার আরাধনা-রূপ যজ্ঞোৎসবে অর্থাৎ সৎকর্ম্মে, ভক্তিরূপ অন্নের দ্বারা, মহান্ আপনি, পরিতুষ্ট হউন; আর, স্বপ্রভাবে শত্রুদিগকে নিপাত করুন। (প্রার্থনার ভাব—হে ভগবন্! আমাদিগের পূজায় পরিতুষ্ট হউন; আর, আমাদিগের অন্তঃশত্রুকে ও বহিঃশত্রুকে অর্থাৎ সকলপ্রকার শত্রুকে নাশ করুন।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—৬সা)

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠি। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'এহি' অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ; আগত্য চ 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ 'সোমপর্ব্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ 'অন্ধসঃ' অন্ধোভিঃ অন্নৈঃ 'মংসি' মাদ্য হৃষ্টো ভব; ততঃ 'ওজসা' বলেন 'মহান্' উর্দ্ধং ভূত্বা 'অভিষ্টিঃ' শত্রূণামভিভবিতা ভবেতি শেষ; অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু বলনামসু ওজঃ পাজঃ ইতি (নি০ ২।১) পঠিতং॥ (২অ—৭ব—৭৭—৬সা)॥

ষষ্ঠ (১৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর আলোচনায় অন্তরে ত্রিবিধ ভাবের উদয় হয়। প্রথমতঃ, মনে হয়, এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন নাই; বিশ্ববাসী সকলের কিসে মঙ্গল হয়, এই মন্ত্র সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত।

'এহি' এই ক্রিয়াপদে, 'তুমি এই যজ্ঞক্ষেত্রে এস' অথবা 'এই ভারতবর্ষে এস' ইত্যাদি-রূপ সঙ্কীর্ণ ভাব কেহ কেহ মনে আনেন। 'এহি' পদের অর্থ—'এস।' প্রথম দৃষ্টিতে 'এস' বলিতে 'এই যজ্ঞস্থলে এস'—এই ভাবই মনে হয় বটে। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ঐ ক্রিয়াপদে "তুমি এস—এই পৃথিবীতে এস—বিপদ দূর করিবার জন্য এস" এইরূপ অর্থই প্রতীত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, 'অন্ধসঃ' পদ অন্ন-বিষয়ক। বুঝুন—ঐ অন্ন (অন্ধসঃ) প্রস্তুত হইয়াছে কাহাদের দ্বারা। উত্তর—'বিশ্বেভিঃ'—বিশ্ববাসী জনগণের দ্বারা। 'আমাদিগের যজ্ঞে এস'—এই ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, "বিশ্বেভিঃ অন্ধসঃ" পদদ্বয় কেন থাকিবে? তৎপক্ষে 'অস্মৎ' শব্দের বা তদ্ভাবদ্যোতক অন্য কোনরূপ শব্দের ব্যবহার থাকা উচিত ছিল। "বিশ্ববাসী জনগণের অন্ন বা পূজা গ্রহণ করিয়া প্রীত হও; আর, শত্রুনাশ কর—আমাদিগের;"—এরূপ উক্তি অর্ব্বাচীনের মুখেই শোভা পায়। জ্ঞানস্বরূপ বেদে এতদ্রূপ অসঙ্গত নিরর্থক বাক্য প্রয়োগ অসম্ভব। আমরা মনে করি, এখানেও প্রার্থনায় বিশ্বজনীন ব্যাপকতার ভাব আসিতেছে। অর্থাৎ, কেবল আমাদিগের শত্রু নহে, 'বিশ্ববাসীর শত্রু নাশ কর'—প্রার্থনায় ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তার পর—'সোমপর্ব্বভিঃ'। সায়ণ ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—"সোমরসরূপৈঃ অন্ধসঃ অন্নৈঃ" অর্থাৎ,—সোমরস রূপ অন্নের দ্বারা। কিন্তু 'সোমরস-রূপ অন্নের দ্বারা বিশ্ববাসী জনগণ পূজা করে'-এ এক বিষম প্রহেলিকা। দুই জন, দশ জন, শত জন, সহস্র জন—যাঁহারা সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সন্ধান জানিতেন বা সেই রস দিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন; তাঁহাদিগের পক্ষের কথা হইলে বরং ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু বিশ্ববাসী জনগণের প্রসঙ্গ যে ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে 'সোমপর্ব্ব' বলিতে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের পর্ব্ব কি করিয়া মনে করিতে পারি? পরন্তু এরূপ সমস্যার স্থলে 'সোম' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণের অবসরই প্রাপ্ত হইতে পারি না কি? বিশ্ববাসী সকলের দ্বারা উপহৃত অন্ন—তোমার গ্রহণের উপযোগী অন্ন—সে অন্ন কি প্রকারের? আমরা বলি—সে অন্ন 'ভক্তি'।

ভক্তি ভিন্ন সে অন্ন অন্য আর কিছুই হইতে পারে না। ভক্তিই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একমাত্র প্রকৃষ্ট অন্ন। এখানে সেই অন্নের কথাই বলা হইয়াছে। বিশ্ববাসী সকলেই সে অন্ন তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারে।

'সোম' পদের সহিত 'পর্ব্ব' শব্দের সমাবেশ-বিষয় অনুধাবন করিলেও, সে অর্থের স্বরূপ-তত্ত্ব অবধারণে সহায়তা লাভ করা যায়। পূরণবাচক 'পৃ' ধাতু হইতে 'পর্ব্বন্' শব্দের উৎপত্তি। উহার ভাবার্থ—সংহতি। তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিতেছি। আর, তাহা হইলে, ঋকের অর্থ হয় এই যে—'বিশ্ববাসী সকলের ভক্তি একত্রিত (সংহতিপ্রাপ্ত, মিলিত হইয়া তোমার যজ্ঞ পর্ব্বে অন্নরূপে নিবেদিত হইয়াছে; তুমি এস; হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ কর; আর তাহাদের—বিশ্ববাসী সকলের—শত্রু বিমর্দ্দন কর।'

এক জন এক স্থলে তোমার পূজায় ব্রতী নয়। এক দেশে এক শ্রেণীর যাজ্ঞিক তোমার পূজার আয়োজন করিয়া নিশ্চিন্ত নয়। বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ভক্ত তোমায় আহ্বান করিতেছে; দিকে দিকে তোমার পূজার আয়োজন চলিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে তাঁহাদিগের সে পূজার উপচারে পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু সমষ্টিভাবে তাঁহাদিগের সে পূজার উপকরণ অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। আর, তাই বলা হইয়াছে—"সোমপর্ব্বভিঃ"। পর্ব্বই তো সর্ব্বত্রই। যিনি যে দিকে যে ভাবেই পূজার আয়োজন করুন, ভক্তিরূপ সোমসুধা সর্ব্বত্রই সে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? অতএব, এখানে ভগবানের প্রতি জগদ্বাসীর ভক্তির বিষয়ই উক্ত হইয়াছে প্রতীত হয়। বিশ্ববাসীর ভক্তি—এই সংহতির ভাব আছে বলিয়াই 'পর্ব্ব' শব্দের সার্থক প্রয়োগ বুঝিতে পারি। সোমরূপ ভক্তিসুধা সর্ব্বত্র সঞ্চিত হইয়া ভগবানের পূজা-উৎসবের আয়োজনে ব্রতী আছে। তিনি মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া মানবের শত্রুনাশ করুন—শ্রেয়ঃসাধন করুন।

মন্ত্রের আর একটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ঐ ভাবই দৃঢ়ীকৃত হয়। মন্ত্রে আছে—'মহান্'; অর্থাৎ, তুমি অশেষ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। ইহার ভাবার্থ এই যে,—'তোমাকে প্রদানের উপযুক্ত এমন কি সামগ্রী আছে যদ্দ্বারা তোমার তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে? আছে—আমাদিগের সম্বল—এক মাত্র ভক্তিসুধা। তুমি তাহা গ্রহণ কর; এবং তাহাতেই হৃষ্ট হও।' মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি। (২অ—৭খ—৭ম—৬সা)। ০

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের নবম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। যজুর্ব্বেদ সংহিতায়ও (৩।২৫) এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। ইহার গেয় গানের নাম—"পৌষম্।"

। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমপর্ব্বভিঃ' পদ উপলক্ষে সোমরস রূপ মাদক দ্রব্যের উৎসব অর্থাৎ মদ্যপানাদির আনন্দ এইরূপ ভাবই সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে সে ভাব বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

"Come, Indra, and delight thee with the juice at all our Soma feasts, Protector, mighty in thy strength."

সপ্তমং সাম।

আ তূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্দ্ধমা গহি।
মহান্মহীভিরূতিভিঃ ॥ ৭ ॥

গেয় গানং।

আতূ ঔহো। আতূ ঔহো। নইন্দ্রবৃত্রা ২ ৩ ৪ হান্। অস্মাকমর্দ্ধম্।
আগা ২ ৩ হো। গাহী ২। মাহী ২ ম্মা হো ২ ৩।
ভিরূ ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ ইভী ৬ হাই ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন' (শত্রুনাশক, অজ্ঞানতানাশকারিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'তু' (ক্ষিপ্রং) 'আ' (আগচ্ছ); 'মহান' (মহত্ত্বসম্পন্নস্ত্বং) 'মহীভিঃ' (মহতীভিঃ 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ সহ) 'অস্মাকং অর্দ্ধং' (অস্মৎসমীপং) 'আ গহি আগচ্ছ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রাপয় সংরক্ষ চ। (২অ—৭খ ৭দ—৭সা)।

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনাশক (অজ্ঞানতানাশকারী) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের প্রতি শীঘ্র আগমন করুন; মহত্ত্বসম্পন্ন আপনি মহতী রক্ষার সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের নিকট আগমন করুন, এবং আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।)। (২অ—৭খ—৭দ—৭সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। হে 'বৃত্রহন্'! বৃত্রাণাং শত্রূণং হিংসক 'ইন্দ্র'! ত্বং 'নঃ' অস্মান্ প্রতি 'আ' 'তু' ক্ষিপ্রং আগচ্ছ; হে ইন্দ্র! 'মহান্' প্রভূতঃ ত্বং 'মহীভিঃ' মহতীভিঃ 'ঊতিভিঃ' রক্ষাভিঃ সহ 'অস্মাকং' 'অর্দ্ধং' সমীপং 'আ গহি' আগচ্ছ। (২অ—৭খ—৭দ—৭সা)॥

সপ্তম (১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী ব্যাকুলতার সহিত ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন; ডাকিতেছেন,—'হে ভগবন্! পাপের জ্বালায় আমরা জর্জ্জরীভূত; আপনি পাপনাশক; আমাদিগের পাপ নাশ করুন। আপনি নিকটে আসিলেই পাপ পলায়ন করিবে, আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হইব। তাই প্রার্থনা—আপনি শীঘ্র নিকটে আসুন, আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃত্রহন্' পদের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের ও ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের যে মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা গিয়াছে। বৃত্র বলিতে যে কোনও দেহধারী অসুরকে বুঝায় না, অজ্ঞানতা-রূপ মানুষের শত্রুই যে বৃত্র নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। অর্থান্তরে মেঘ'কও বুঝাইতে পারে, আবার দেহধারী অসুরকেও বুঝাইতে পারে; কিন্তু সঙ্গতি-পক্ষে অজ্ঞানতা অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। (২অ—৭খ—৭দ—৭সা)। *

অষ্টমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
ওজস্তদস্য তিত্বিষ উভে যৎ সমবর্ত্তয়ৎ।
২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রশ্চর্ম্মেব রোদসী॥ ৮॥

গেয় গানং।

৫ ২ ১র ২ ৩ ৫ ২
১। হা। হাউবা ৩। ওজস্তদস্যতিত্বিষে ২ ৩ ৪। হা। হাউবা।
২ ১র ২৩ ৫ ২ ১ ২র
উভেযৎসমবর্ত্তয়া ২ ৩ ৪ ৫। হা। হাউবা ৩। ইন্দ্রশ্চর্ম্মে
১র ৩ ১ ১ ১ ১
২ বরোদসী ২ ৩ ৪ ৫॥ ৮॥

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে ৩২ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৭ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"ইন্দ্রস্য মায়া।"

২। এই মন্ত্রের "অর্দ্ধমা" স্থানে ঋগ্বেদে "অর্ধম" পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে 'গহি' পদেই "আগচ্ছ" অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

৪র ৪ ২ ১র ২
২। ওজস্তদা ৫ স্যতিত্বিষাই। উভেবৎসমবর্ত্তয়াদা ১ ইন্দ্রা ২ ৩ঃ।

১ ৲ ০ ৫র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
চা ২ র্ম্মা ২ ৩ ৪০ঔহোবা। বরোদসী ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'ওজঃ' (বলং) 'ত্বিত্বিষে' (দিদীপে, সদৈব প্রদীপ্তঃ প্রকাশিতো বা ভবতি, বিদ্যত ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যেন ওজসা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'উভে রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ উভলোকে) 'চর্ম্মেব' (চর্ম্মবৎ সম্প্রসারণ-সঙ্কোচন-ক্রিয়য়া) 'সমবর্ত্তয়ৎ' (সম্যগ্ বর্ত্তয়তি)। ভগবতো মাহাত্ম্যজ্ঞাপকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রভাবেন দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বথা পরিচালিতৌ ভবতঃ—ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—১দ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

এই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সেই প্রসিদ্ধবল সর্ব্বদা প্রদীপ্ত অর্থাৎ প্রকশিত আছে; সেই বলের দ্বারা ইন্দ্রদেব দ্যাবাপৃথিবী উভয় লোককে চর্ম্মের ন্যায় সম্প্রসারণ-সঙ্কোচন-দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আবর্ত্তিত (পরিচালিত) করেন। (এই মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রভাবের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সর্ব্বপ্রকারে পরিচালিত হইতেছে)॥ (২অ—১খ—১দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। বৎস ঋষি। অস্য ইন্দ্রস্য 'তৎ' 'ওজঃ' বলং 'ত্বিত্বিষে' দিদীপে; ত্বিষ দীপ্তৌ (দি০ প০), 'যৎ' যেন ওজসা অয়ং ইন্দ্রঃ 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবা-পৃথিব্যৌ 'চর্ম্মেব' 'সমবর্ত্তয়ৎ' সম্যগ্ বর্ত্তয়তি। যথা কশ্চিৎ কশ্চিৎ চর্ম্ম কদাচিদ্ বিস্তারয়তি কদাচিৎ সঙ্কোচয়তি, এবং তদধীনে অভূতামিত্যর্থঃ। (২অ—১খ—১দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡•‡———

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "চর্ম্মেব" উপমা সমস্যামূলক। ভাষ্যকার সে সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। কোনও কোনও চর্ম্মকে যেমন কখনও সঙ্কুচিত ও কখনও বিস্তারিত করিতে পারা যায়, সেইরূপ ভগবান্ ইন্দ্রদেব আপনার স্থানসমূহ বিস্তারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন। তাহাতে এরূপ ইভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ

উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? এ পক্ষে দুইপ্রকার ভাব গ্রহণ করা যায়। এ সংসারে কখনও স্বর্গীয় ভাব—শুদ্ধসত্ত্বের অংশ—প্রাধান্য লাভ করে; আবার কখনও পাপের প্রভাব—অসত্ত্বের প্রাধান্য—বিস্তৃত হয়। মানুষের কর্ম্মাকর্ম্মানুসারে ভগবানই তাহার নিয়ন্তা হয়েন। তুলাদণ্ডের পরিমাপে পাপের ভার যখন বৃদ্ধি পায়, পুণ্যের অংশ তখন কমিয়া আসে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চতুর্যুগের পরিকল্পনা—পাপ-পুণ্যের সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ অবস্থাই দ্যোতনা করিতেছে। এতদনুসারে এখানকার চর্ম্মের উপমায় 'রবারের' স্থিতি-স্থাপকতার বিষয় মনে আসে।

অবস্থার আবর্ত্তন হইতেছে। একের সম্প্রসারণ ও অপরের সঙ্কোচন ঘটিতেছে;—এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভগবানের মহীয়সী শক্তি ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। এই তত্ত্বই এই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত বাক্যাংশে প্রখ্যাত দেখি। (·অ—৭খ—৭দ—৮সা)। •

—— • ——

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২ ২ ২

অয়মু তে সমর্তসি কপোত ইব গর্ভধিং।

বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥ ৯ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ র ২ ১ ২

অয়া ৫ মু। তা ৩ ইসা ৩ মানসাই। কাপোতই। বগার্ভা ধী ২ মৃ।

১ — ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫

বাচা ২ স্তাচ্চী ২ ৩ ৎ। ন ও ২ · ৪ বা। হা ৫ সী ৬ হাই ॥ ৯ ॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার দুইটী গেয়-গানের নাম "ইন্দ্রস্য সংবর্ত্তস্য বা সংবর্ত্তে।"

২। এই মন্ত্রের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে মর্ম্মার্থ উপলব্ধ হওয়া সুকঠিন। একটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"(১) যে বলের দ্বারা ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী উভয়কে চর্ম্মের ন্যায় সম্বর্ত্তিত করেন তাঁহার সেই বল দীপ্ত হইয়াছিল।"

"(2) That might of his shone brightly forth when Indra broght together, like
A skin, the worlds of heaven and earth."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং সম্পাদিতঃ) 'অয়ংউ' (অয়মপি জ্ঞানোৎপন্নঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ) যং 'কপোত ইব গর্ভধিং' (কপোত-কপোতী-মিলনবৎ ত্বং 'সমতসি' (সাতত্যেন সম্যক্ প্রাপ্নোষি যেন সহ সম্মিলিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ), 'তৎ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবসংযুতং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বচঃ' (স্তোত্রং সৎকর্ম্ম চ) 'চিৎ' (নিশ্চিতমেব) 'ওহসে' (প্রাপ্নোষি)। জ্ঞানসংযুতং সৎকর্ম্ম স্তোত্রঞ্চ নিশ্চিতমেব ভগবৎসামীপ্যং লভতে ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—৭দ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার উদ্দেশে সম্পাদিত জ্ঞানোৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বভাব— যাহার সহিত আপনার কপোত-কপোতীর ন্যায় সম্মিলন হয়, সেই ভাবসমন্বিত আমাদিগের স্তোত্র (সৎকর্ম্ম) আপনি নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসংযুত সৎকর্ম্ম ও স্তোত্র নিশ্চয়ই ভগবৎসমীপ্য লাভ করে।)॥ (২অ—১খ—৭দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমী। শুনঃশেপ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'অয়ং উ' অয়মপি দৃশ্যমানঃ সোমঃ 'তে' ত্বদর্থং সম্পাদিতঃ যং সোমং 'সমতসি' সম্যক্ সাতত্যেন প্রাপ্নোষি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'কপোত' 'ইব' যথা কপোতাখ্যঃ পক্ষী গর্ভধারিণীং কপোতীং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। 'তচ্চিৎ' তস্মাদেব কারণাৎ 'নঃ' অস্মদীয়ং বচঃ 'ওহসে' প্রাপ্নোষি॥ (২অ—১খ—৭দ—৯সা)॥

* * *

নবম (১৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:*:——

এই মন্ত্রের মধ্যে একটী গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অথচ, সাধারণতঃ ইহার যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা অতিশয় অসদ্ভাবদ্যোতক। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়মু' পদে সাধারণতঃ সোমরসের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। সে পক্ষে কপোত-কপোতীর দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ, সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের প্রতি ইন্দ্রদেবের এতই আসক্তি যে, তিনি কপোতীর অনুসরণে কপোতের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ থাকেন। এরূপ ব্যাখ্যা দেখিলে, বেদের এবং দেবতার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা আসিতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়,—কি শব্দ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ঐ যে, 'অয়ম' পদ, উহা পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ খ্যাপন করে না কি?

পূর্ব্ব-মন্ত্রে যে জ্ঞানোন্মেষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ভগবানের যে প্রভাবের বিষয় খ্যাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে ভগবান্ যে কোথায় অবস্থিতি করেন, তাহা বুঝা যায়। সত্ত্বের—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। এখানে তাহার প্রতিই লক্ষ্য আসে। জ্ঞানোৎপন্ন যে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব, ভগবান তাহার সহিত অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকেন। সকল শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এ তত্ত্ব বিবৃত আছে। এ পক্ষে কপোত-কপোতীর মিলনের তুলনা অতি সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কপোত-কপোতী সর্ব্বদাই পরস্পরের সাহচর্য্যে অবস্থিত থাকে। এজন্য অবিচ্ছিন্ন প্রণয়ের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত কবিমাত্রেই কপোত-কপোতীর উপমা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে পরস্পর আনুরক্তির ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্র ও দেবতা যে অভিন্ন, শ্রুতি এই জন্যই তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষের নিমিত্ত প্রযত্নপর হও। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আপনিই শুদ্ধসত্ত্বভাব বিকাশ পাইবে। সে ভাবের বিকাশ হইলেই ভগবান্ আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন। জ্ঞানপূত কর্ম্ম সমূহ স্বতঃই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্ভাব-সংযুত যে স্তোত্র, তাহাই ভগবানের নিকট অবিরোধে উপস্থিত হয়। মানুষ যখন-তখন যে সে অবস্থায় স্তোত্র-মাত্র উচ্চারণ করিয়াই, সুফল-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। সে যে তাহাদের বিভ্রম, মনে মুখে এক হইয়া ভগবানকে আহ্বান করিতে না পারিলে—তিনি যে আকৃষ্ট হন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই মন্ত্র সেই তত্ত্বই বিশদভাবে প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্র বলিতেছেন,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানী হইতে চেষ্টা কর; হৃদয় সদ্ভাবে পরিপূর্ণ কর; অন্তরে বাহিরে অভিন্ন হইয়া ভগবানের স্তবে প্রবৃত্ত হও; তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন।' (২অ—৭খ—৭দ—৯সা)। *

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৮ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"আঙ্গিরসস্য শৌনঃশেপম্ চ্যাবনং বা।"

২। মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে এই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতেই প্রচলিত অর্থ বোধগম্য হইবে। যথা,—

'হে ইন্দ্র! এই দৃশ্যমান সোমরস তোমারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে। যে সে মরসকে তুমি পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাক। উক্তবিষয়ে দৃষ্টান্ত,—কপোতের তুল্য,—যেরূপ কপোত নামক পক্ষী গর্ভধারিণী কপোতীকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। সেই কারণেই আমাদিগের বাক্য প্রাপ্ত হইয়া থাক।'

৩। প্রচলিত প্রায় সকল অনুবাদই ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু গ্রিফিথ্‌স সাহেব প্রায় কথায় কথায় ও ছত্রে ছত্রে অনুবাদ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

দশমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৫ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ২
বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।

২ ৩ ১ ২
প্র ন আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১০॥

* * *

গেয়-গানং।

বাত আবাতু। ভা ৫ ইষজাম্। শাম্ভুময়ঃ। ভুনোহৃদা ২ ৩ ৪ ই।
হাহোই। প্রনআয়ূংষী ৩ তা। রিষাৎ। ঔ ২ ৩ হোবা। ইডা॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ভবৎকৃপয়া 'বাত' (বায়ুঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'হৃদে' (হৃদয়ে) 'শম্ভু' (রোগশমনস্য ভাবয়িতৃ, ব্যাধিনাশকং) 'ময়োভু' (সুখস্য ভাবয়িতৃ, সুখসাধকং) 'ভেষজং' (ঔষধং) 'আবাতু' (আগময়তু); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'আয়ূংষি' (জীবনকালানি) 'প্র তারিষৎ' (প্রবর্দ্ধয়তু)। সর্ব্বত্রসঞ্চালনপরঃ বায়ুঃ অস্মাকং প্রাণশক্তিপ্রদঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (২অ—৭খ—৭দ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার কৃপায় বায়ু আমাদিগের হৃদয়ে ব্যাধিবিনাশক শান্তিপ্রদ ঔষধ আনয়ন করুন; এবং আমাদিগের জীবনকালকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বায়ু আমাদিগকে প্রাণশক্তি দান করুন।)॥ (২অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥

সুতরাং তিনি "অয়ম্" পদ উপলক্ষে সোমরসকে আর টানিয়া আনেন নাই। তিনি ঐ পদের প্রতিবাক্যে "এই" (this) মাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহার ইংরাজী অনুবাদটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"This is thine own. Thou drawest near,
as turns a pigeon to his mate :
Thou carest, too, for this our prayer."

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমী। বাতায়ন উল্ল ঋষিঃ। 'বাতঃ' বায়ুঃ 'নঃ' অস্মাকং 'হৃদে' হৃদয়ায় 'ভেষজং' ঔষধং উদকং বা 'আ বাতু' আগময়তু। কীদৃগ্ ভূতং? 'শম্ভু' রোগশমনস্য ভাবয়িতৃ 'ময়োভু' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িতৃ। অপিচ, 'নঃ' অস্মাকং 'আয়ুংষি' 'প্রতারিষৎ' প্রবর্দ্ধয়তু॥ (২অ—৭খ—৭দ—১০সা)॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ সমাপ্ত॥

দশম (১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সাধারণ প্রার্থনামূলক। বায়ু সর্ব্বব্যাপী। বায়ু প্রাণরূপে অবস্থিত। সুতরাং বায়ু যদি মানুষের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হয়, তাহা হইলে উদ্বেগের কারণ আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'বায়ু আমাদিগের ঔষধ স্বরূপ হউক।' যাহার মধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে হয়, যাহার মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান আছি, সে যদি ব্যাধিনাশক এবং শান্তিপ্রদায়ক হয়, তাহা হইলে ভাবনার কারণ কিছুই থাকে না। জীব বায়ু-সমুদ্রে নিমজ্জমান; বায়ু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে; বায়ু ভিন্ন নিমেষ-মাত্র অবস্থানের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বায়ুর নিকট অথবা বায়ুর সম্বন্ধে মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'বায়ু আমাদিগের ব্যাধিনাশক ও সুখসাধক হউক।'

এখানে একটী বিষয় প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষ্যাদিতে এই মন্ত্রটীর দেবতা 'বায়ু' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'ইন্দ্রই' দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন। যদিও ভাষ্যাদিতে সে ভাব প্রকাশ নাই, কিন্তু তাৎপর্য্যার্থে তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। অথচ, বায়ুও একজন দেবতা। বায়ু যখন নিজেই একজন দেবতা, তখন তাঁহার শান্তিপ্রদ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য, অপরের নিকট অর্থাৎ অন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হয় কেন? এই সমস্যার সমাধানে দ্বিবিধ ভাব মনে আসিতে পারে।

প্রথমতঃ, দেবতত্ত্ব যাঁহার অধিগত হইয়াছে, 'সর্ব্বদেবময় ব্রহ্ম' বলিয়া যাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে; তিনি, কি বায়ুকে, কি অগ্নিকে, অথবা অন্য যে কোনও দেবতাকে, মূলতঃ সর্ব্বাধার সেই ভগবানকে, সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন; কেন-না, তাঁহার নিকট ভেদ-ভাব নাই—তাঁহার নিকট সকলই সম ন। সুতরাং ইন্দ্রই হউক আর বায়ুই হউক, অথবা ইন্দ্র ও বায়ু যাঁহার রূপ-বিভূতি, তাঁহাকেই—উপাসনা তিনি করিতেছেন মনে করা যায়। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায়, 'হে ভগবন্' সম্বোধন—সেই দৃষ্টিতেই সূচিত হইয়াছে। •

• খণ্ডের ও দশতির সংখ্যা-নির্দ্দেশ-বিষয়ে এই দশতির প্রারম্ভে কয়েকটী মন্ত্রে 'সপ্তম' স্থলে 'অষ্টম' পাঠ লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সপ্তম খণ্ড' ও 'সপ্তম দশতি' ২১১ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়া এইখানে শেষ হইল।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাদিগের সমদৃষ্টি সঞ্জাত হয় নাই, যাঁহারা দেবতায় ভেদভাব পরিকল্পনা করেন, ইন্দ্রদেবের উপাসক হইলে, তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়াছেন মনে করা যাইতে পারে; অথবা, বায়ুদেবতার উপাসক হইলে, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন মনে করিতে পারি। ফলতঃ, বিভিন্ন স্তরের উপাসকের পক্ষে মন্ত্রের সম্বোধন বিভিন্ন প্রকারে পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল সংশয় দূর হয়—যদি সাধারণতঃ ভগবৎ-সম্বোধনে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করি; আমরা সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করিলাম।

প্রার্থনা—ভেষজের। কিন্তু সে ভেষজ (ঔষধ) কেমন হওয়ার প্রয়োজন? তাহারই সম্বন্ধে 'শম্ভূ' ও 'ময়োভূ' পদ দেখিতে পাই; অর্থাৎ, সে ঔষধ শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হউক—এই প্রার্থনা। এ পক্ষে একটী পদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। সেটি,—'হৃদে' পদ। যে ঔষধ প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা যেন হৃদয়ে আসে—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। হৃদয় কি প্রকারে ব্যাধিমুক্ত হয়, হৃদয়ে কেমন করিয়া শান্তি আসিতে পারে, সেই প্রার্থনাই এখানে প্রকট দেখি। সুতরাং এখানে প্রার্থী কি সামগ্রী চাহিতেছেন, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হৃদয় নির্ম্মল হউক, হৃদয়ের কলুষকালিমা দূরে যাউক, হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করুক,—এই প্রার্থনাই এখানে প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—৭খ ৭দ—১০সা)॥ ০

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৮৬ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ৪৪ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"প্রতীচীনেড়ং কাশীতম্।" ঋগ্বেদে "প্র ণ আয়ুংষি" পাঠ দৃষ্ট হয়।

২। ভাষ্যের অর্থের অনুসারী হইতে হইলে, পক্ষান্তরে এখানে জলের (বৃষ্টির) কামনা প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। কেন-না, ভাষ্যে "ভেষজং" পদের প্রতিবাক্যে "ঔষধং উদকং বা" পদ-সমষ্টি দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের একটী হিন্দি অনুবাদে এই অনুসরণই দেখিতে পাই। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা বা ইংরাজী অনুবাদে সে ভাব প্রকাশমান নহে। নিম্নে তিন ভাষার তিনটী অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তাহাতেই সে তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "বায়ু হমারে হৃদয়কে অর্থ রোগশান্তি করনেবালে সুখ দেনেবালে ঔষধ বা জলকো প্রাপ্ত করাবৈঁ ঔর হমারী আয়ুওঁকো বঢ়াবৈঁ।"

(২) "May Vata breathe his balm on us, healthful, delightful to our heart :
May he prolong our days of life."

(৩) "বায়ু ঔষধের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন, তিনি কল্যাণকর সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ু দান করুন।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ। অষ্টমী দশতি।

* * *

অষ্টম দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩ ২

যঙ্ রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১২

ন কিঃ স দভ্যতে জনঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৫ ৪ ৫র ৪ ১ র র ২ ১

যঙ্ রক্ষন্তি প্রচেতসাঃ। বরুণোমিত্রো অর্য্যা ২ ৩ মা। ন। কাইংসা ২ ৩

২ ১ ২ ১ ∧ ৩ ৫ র র ৩ ৫

দা। হুস্মায়ে ৩। ভ্যা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জা ২ ৩ ৪ নাঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (করুণাবর্ষণশীলঃ, বরুণদেবঃ) 'মিত্র' (মিত্রবৎ হিতকারী, মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকঃ, অর্য্যমা দেবঃ) প্রভৃতয়ঃ 'প্রচেতসঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ দেবাঃ) 'যং' (জনং) 'রক্ষন্তি' (আশ্রয়ং দদতি, আশ্রয়ন্তি), 'সঃ' (আশ্রয়প্রাপ্তঃ) 'জনঃ' (মনুষ্যঃ, পুরুষঃ) 'ন কিঃ' (কেনাপি ন) 'দভ্যতে' (হিংস্যতে)। ভগবৎকরুণাপ্রাপ্তঃ জনঃ সর্ব্বথা রক্ষাং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (২ম- ৮থ—৮দ—১সা.)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

করুণাবর্ষণশীল 'বরুণ', মিত্রবৎ হিতকারী 'মিত্র', গতিকারক 'অর্য্যমা' প্রভৃতি প্রজ্ঞানসম্পন্ন দেবগণ যে জনকে আশ্রয়-দান করেন, আশ্রয়প্রাপ্ত সেই জন কাহারও কর্তৃক হিংসিত হয় না। (ভাব এই যে,—ভগবানের করুণাপ্রাপ্ত জন সর্ব্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমে খণ্ডে—সৈষা প্রথমা। কণ্ব ঋষি। 'প্রচেতসঃ' প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তাঃ বরুণাদয়ো দেবাঃ যং যজমানং 'রক্ষন্তি' 'সঃ' যজমানঃ 'ন' 'কি' 'দভ্যতে' কেনাপি ন হিংস্যতে॥ (২অ—৮খ—৮দ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রে তিনটী দেবতার নাম আছে। বলা হইয়াছে,—তাঁহারা যাহাকে রক্ষা করেন, কেহ তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না। সেই তিন দেবতা—বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা। বরুণ বলিতে, যিনি মঙ্গল বর্ষণ করেন, সর্ব্বদা সুমঙ্গল আনিয়া দেন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। মিত্র বলিতে, যিনি মিত্রের ন্যায় সুহৃদের ন্যায় হিতকারী, তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। 'অর্য্যমা' পদে গতিকারক অর্থাৎ মুক্তি-প্রদাতা দেবতা বুঝাইয়া থাকে। ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বিভিন্ন-নাম-রূপ-ক্রিয়ার দ্বারা পরিচিত হইতে দেখি। তাঁহারাই দেবতা পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হয়েন। এখানে বলা হইতেছে,—পূর্ব্বোক্ত তিন দেবতা যদি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে কোনও বিপদ আসিয়া আর মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে না। দেবতা যদি মঙ্গলবর্ষণকারী হয়েন, দেবতা যদি মিত্রের ন্যায় হিতকারী হয়েন, দেবতা যদি গতিকারক মুক্তিদাতা হয়েন, তবে আর ভাবনা রহিল কিসের? তাহা হইলে, দেবতার সেরূপ অনুকম্পা প্রাপ্ত হইলে, মানুষের কি আর শত্রুর ভয় থাকে? মন্ত্র সেই নিত্য-সত্য-তত্ত্ব খ্যাপন করিতেছে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, হৃদয়কে সেইরূপ ভাবে প্রস্তুত কর, যেন দেবগণ তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ করেন।'

এখানে তিনটী দেবতার নাম আছে। আর, তাঁহাদিগকে 'প্রচেতসঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেই দেবত্রিতয়ের নাম, এখানকার পর্য্যায় এবং তৎসহ ঐ বিশেষণটীর সম্বন্ধের বিষয় বিবেচনা করিলে, একটা নূতন ভাব মনে আসে। 'প্রচেতসঃ' পদে বুঝা যায়, দেবগণ প্রজ্ঞান-সম্পন্ন। তাহাতে নানা ভাবের মধ্যে এই একটা ভাব মনে করিতে পারি যে, তাঁহারা আমাদিগের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই, আমরা সুকর্ম্মকারী হইয়াছি জানিতে পারিলেই, তাঁহারা আমাদিগের অভীষ্টপূরণে প্রবৃত্ত হন, আমাদিগের প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করেন, এবং আমাদিগকে মোক্ষপথের প্রতি অগ্রসর

করিয়া দেন। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা—এই তিন দেবরূপে তাঁহারা পরিচিত থাকায়, ঐ তিন ভাবই মনে আসে।

শত্রুনাশ আর কি?—সে সেই মোক্ষপথের বাধা অপসারণ। দেবতার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আমরা আপনারাই সে বাধা অপসারণে সমর্থ হই। হৃদয়ে দেবভাব আসিলেই শত্রু বিমর্দ্দিত ও বিতাড়িত হয়। ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য (২অ—৮খ—৮দ—১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া।

৩ ২ ৩ ১ ২

বরিবস্যা মহোনাং॥ ২॥

* * *

গেয়-গানং।

২ র ৩র৪ ৫র৪৫ ২ র১ ১২ ২ ১র

১। গাব্যোষুণোযথাপুরা। অশ্বযোতরথা। যাবরিবস্যা। ম। হো মা

র ২ ৪র র ৩ ৪

২৩। হোনা ৩৪ ঔহোবা। উ ২৩৪পা॥ ২॥

* * *

২ র র ২ ২ — — ১ ২ ১ —

২। গাব্যোষুণোযথাপুরা ৬ এ। অশ্বয়ো ১ত। রথা ২। যা। বরিবা ২

১ ২ ১র ৫ ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১

স্যা। মহো। মহো ২ না ২৩৪ ঔহোবা। ঈ ২৩ ৫॥ ২॥

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একচত্বারিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ২২ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"সৌমিত্রম্।"

২। ঋগ্বেদ-সংহিতায় মন্ত্রটীর একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পাদের 'ন কিঃ' স্থলে সেখানে 'নু চিৎ' পাঠ আছে। তাহা হইতে ভাষ্যেও অর্থের ভাব একটু পরিবর্তিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখানে সায়ণভাষ্যে 'দভ্যতে' পদ কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু সেখানে (ঋগ্বেদে) ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে বলিয়া উহার প্রতিবাক্যে 'দভ্নোতি, শত্রূন্ হিনস্তি' প্রভৃতি পদ পরিগৃহীত হইতে দেখি। এখানকার ভাব 'সে জন কোনও শত্রু কর্ত্তৃক হিংসিত হয় না।' সেখানকার ভাব,—'সে জন শীঘ্র শত্রুগণকে নাশ করে।'

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। ত্বং 'যথা পুরা' (যথাপূর্ব্বং, চিরকালং) 'নঃ' (অস্মাকং)) 'গব্যা' (জ্ঞানপ্রাপ্তেরিচ্ছয়া) 'উ' (এবং) 'অশ্বয়া' (ব্যাপ্তিপ্রাপ্তেরিচ্ছয়া) 'উত' (অপিচ) 'রথয়া' (উচ্চগতিপ্রদানোপযোগিযানপ্রাপ্তেরিচ্ছয়া—পরিচালিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'মহোনাং' (ধনানাং) 'সু' (সুন্দরং শ্রেষ্ঠং—অংশং ইতি যাবৎ, মোক্ষং ইতি ভাবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বরিবস্য' (দেহি) অস্মান্ ইতি শেষঃ॥ প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং অভিলাষানুরূপং ফলং প্রযচ্ছ। (২অ—৮খ—৮দ—২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি চিরকাল আমাদিগের জ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা এবং ব্যাপ্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা, আর উচ্চগতিপ্রদানোযোগী যান-প্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা, পরিচালিত হইয়া ধনসমূহের শ্রেষ্ঠ অংশকে (মোক্ষকে) সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব,—হে ভগবন্! আমাদিগের অভিলাষানুরূপ ফল আমাদিগকে প্রদান করুন।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। বৎস ঋষিঃ। হে ইন্দ্র। 'গব্যোষু' (গব্যা উ সু ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়স্য একবদ্ভাবেন নিপাতবত্ত্বাৎ প্রকৃতিভাবাভাবঃ) 'নঃ' অস্মাকং গবামিচ্ছয়া অস্মাকং গাং দাতুং 'যথা' 'পুরা' পূর্ব্বং অস্মাকং সম্বন্ধিনি যজ্ঞে গবাদিদানায় বরিবস্যসি অস্মাকং গাং দাতুং 'যথা' ... উদ্দেশ্যাপি সুষ্ঠু 'বরিবস্য' পরিচর আগচ্ছেত্যর্থঃ। ন কেবলং গবিচ্ছয়া কিন্তু 'অশ্বয়া' অশ্বপ্রদানেচ্ছয়া 'উত' অপিচ 'রথয়া' রথেচ্ছয়া 'মহোনাং' ধনানাং (কর্ম্মণি ষষ্ঠী) মহান্তি পূজাকরাণি ধনানি দানায় 'বরিবস্য' পরিচর দেহীত্যর্থঃ॥ (২অ—৮খ—৮দ—২সা)॥

* • *

দ্বিতীয় (১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—০০—

এই মন্ত্রটীর পদবিন্যাস বিশেষ সমস্যাপূর্ণ। মূলে 'গব্যো ষু' পদ আছে। উহার বিশ্লেষণে 'গব্যা উ সু' পদত্রয় নিষ্কর্ষ করা হয়, এবং উহার 'সু' পদটীতে 'গব্যা' পদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। অর্থ দাঁড়ায়,—'সুন্দর গরু পাইবার ইচ্ছার দ্বারা গরু দান করিয়া।' 'নো' পদ 'নঃ' রূপ প্রাপ্ত হইয়া 'আমাদিগের' অর্থ প্রকাশ করে। 'যথা' ও 'পুরা' পদদ্বয় উপলক্ষে 'যেমন পূর্ব্বে' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা হয়। এইরূপ 'অশ্বয়া' ও 'রথয়া' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'অশ্ব-প্রাপ্তির ইচ্ছার দ্বারা' এবং 'রথের ইচ্ছার দ্বারা' অর্থ

পরিগৃহীত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ, আমাদিগের ঐরূপ সকল ইচ্ছার পূরণ করিয়া'—এইরূপ ভাব অধ্যাহৃত হয়। 'মহোনাং' পদ উপলক্ষে, কর্ম্মের স্থলে ষষ্ঠী হইয়াছে—এইরূপ স্বীকার-পূর্ব্বক 'পূজাকর মহৎ ধনসমূহকে' অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকারে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে যেমন ভাবে আমাদিগের গোরু লাভের ইচ্ছার দ্বারা সুন্দর গোরুসকল প্রদান করিয়াছিলে, অশ্ব লাভের ইচ্ছার দ্বারা সুন্দর অশ্বসকল প্রদান করিয়াছিলে, রথ-লাভের ইচ্ছার দ্বারা সুন্দর রথসকল প্রদান করিয়াছিলে, সেইরূপ মহৎ ধনসমূহ প্রদান করিয়া আমাদিগের পরিচর্য্যা কর, অর্থাৎ সেই ধনসমূহ আমাদিগকে দাও।'

এই মন্ত্রের কিরূপ অর্থ এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, তাহা প্রদর্শনের জন্য বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি তিন ভাষার তিনটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যথা,—

(১) "হে মহাধনবান্ ইন্দ্র! আমাদের গো লাভের ইচ্ছা হইলে, কিম্বা অশ্ব লাভের ইচ্ছা হইলে, কিম্বা রথ লাভের ইচ্ছা হইলে, পূর্ব্বকালের ন্যায় দান কর।"

(২) "According to our wish for kine, for steeds and chariots, as of old,
Be gracious to our wealthy chiefs" !

(৩) "হে ইন্দ্র! জৈসে পহিলে হমারে যজ্ঞমেঁ গৌ আদি দেনেকো আপ আয়ে থে তৈসে হী অব হমৈ সুন্দর গৌ দেনেকী ইচ্ছা করকৈ ঔর অশ্বদানকী ইচ্ছা করকৈ ঔর রথ দেনেকী ইচ্ছা করকৈ প্রতিষ্ঠা করানেবালে ধনোঁকো দেনেকে লিয়ে আইয়ে।"

প্রচলিত তিনটী অনুবাদে তিনপ্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহোনাং' পদটী ঋগ্বেদে 'মহামহ' পাঠ আছে। মন্ত্রের বঙ্গানুবাদটীতে তাহারই অনুসরণ দেখি। তদনুসারে ঐ পদ সম্বোধনের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখানে 'দান কর' (দেহি) ক্রিয়ার প্রধান কর্ম্মপদ অপ্রকাশ রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ইংরাজী অনুবাদটীতে, 'অপরের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন—অপরের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন'—এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে ; তদ্দ্বারা 'আমাদিগের ধনবান্ অধিপতিগণের প্রতি করুণাপর হউন' (Be gracious to our wealthy chiefs)—এবম্বিধ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তৃতীয় হিন্দি অনুবাদটীকে অনেকাংশে ভাষ্যের অনুসারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমাদিগের (বিবিধরূপ) ইচ্ছা তিনি পূরণ করুন—এবম্বিধ ভাবই এখানে প্রকাশমান্।

এখন, সেই ইচ্ছাটী কি, আর কি দিয়া তিনি পূরণ করিবেন, তাহারই প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিভিন্ন স্তরের প্রার্থনাকারী এখানে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা ইহসংসারে গাভীকে অশ্বকে বা শকটকে সর্ব্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষণীয় সামগ্রী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা 'গব্যা' 'অশ্বয়া ও 'রথয়া' পদত্রয়ে গোরু, ঘোড়া ও গাড়ী পাইবার ইচ্ছাই প্রকট দেখিবেন। কিন্তু ঐ তিন সামগ্রীই যে ঐহিক-পারত্রিকের সকল সুখের সারভূত সামগ্রী নহে—তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আর ঐ পথে ঐ অর্থের অনুসরণে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। তখন, গো অশ্ব ও রথ—এই শব্দত্রয়ের নিগূঢ়

তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। গো-শব্দে জ্ঞানকিরণ অথবা পৃথিবী অর্থ প্রাপ্ত হই। তদনুসারে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা অথবা পার্থিব সকল বিভবের আধিপত্য লাভেচ্ছা—ঐ 'গব্য' পদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যায়। 'অশ্ব' শব্দে ব্যাপকতার ভাব আসে। সে পক্ষে আপনার ব্যাপ্তিকামনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। রথ শব্দে উদ্ধারের উপযোগী কর্ম্ম-রূপ যানের প্রসঙ্গ আসিয়া থাকে। এইরূপে ঐ তিন পদে, জ্ঞান-লাভের ইচ্ছা, ব্যাপকতার ইচ্ছা এবং পরিশেষে মুক্তি-লাভের কামনা প্রকাশ পায়। আর, সেইরূপ ইচ্ছার পূরণ-পক্ষে কোন সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে, 'মহোনাং' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই দৃষ্টিতে দর্শন করিলে 'সু' (সু) পদটী লক্ষ্যস্থলে আসিতে পারে। যাহা 'মহোনাং সু', তাহাই আমাদিগকে দান কর,—এইরূপ প্রার্থনার ভাবই এ পক্ষে প্রকাশমান্ দেখি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবান্! আমরা যেন জ্ঞানলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, আমরা যেন ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করি অর্থাৎ সংসারের সকলকেই যেন আপনার বলিয়া মনে করিতে পারি, এবং আমরা যেন আপনাদিগের পরিত্রাণের উপযোগী সৎকর্ম্ম-রূপ যান প্রস্তুত করিতে পারি। আর, আমাদিগের সেই সকল কর্ম্মের বা তদনুরূপ প্রার্থনার ফলে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করিতে সমর্থ হই।' (২অ—৮খ—৮দ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইমাস্ত ইন্দ্র পৃশ্নয়ো ঘৃতং দুহত আশিরং।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এনামৃতস্য পিপ্যুষীঃ॥ ৩॥

গেয়-গানং।

২র ২ ১ র S ২A ৩র S ২ ২

ইমাস্তঈ। ন্দ্রপৃশ্নয়ো ঘৃতন্দ, ৩ হা। ঔহো ৩ হা ৩। হা ৩ ই।

১ ১ ৫ ৩র ২ ৩ ২ ২ ১ ৫

ত আ ২ শা ২ ৩ ৪ ইরাম্। এনা ৩ ৪ মৃতা ৩। স্যপো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫

প্যু ৫ যো ৬ হাই॥ ৩॥

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের, ৪৬ম সূক্তের, দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয় গান দুইটীর নাম,—"শ্যাবাশ্বে।"

২। ঋগ্বেদের পাঠ 'বহিবসু মহামহ'। বিবরণকারের মতে 'মহোনাং' স্থলে 'মঘোনাং' পাঠ গৃহীত হইয়া থাকে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (ত্বদীয়াঃ, তব সম্বন্ধিন্যঃ) 'ইমাঃ' (এতাঃ, স্বতঃপ্রকাশমানাঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'পিপ্যুষীঃ' (বর্দ্ধয়িত্র্যঃ) 'পৃশ্নয়ঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'এনাং' (প্রসিদ্ধং, সর্ব্বৈরনুভাব্যং) 'আশিরং' (ক্ষরণশীলং, জীবহিতসাধকং ইতি ভাবঃ) 'ঘৃতং' (শুদ্ধসত্বং) 'দুহতে' (দুহন্তি, ক্ষারয়ন্তি, হৃদি সঞ্চারয়ন্তি, ইতি ভাবঃ)। ভগবতা সহ সম্বন্ধবিশিষ্টং সত্যস্য বর্দ্ধকং যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানমেব হৃদি শুদ্ধসত্বং প্রতিষ্ঠাপয়তি—ইতি ভাবঃ। (২অ—৮খ-৮দ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সম্বন্ধীয়, স্বতঃপ্রকাশমান, সত্যের পরিবর্দ্ধনকারী, জ্ঞানরশ্মিসমূহ,—সকলের অনুভাব্য জীবহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে দোহন করিয়া আনে—হৃদয়ে সঞ্চারিত করে। (ভাব এই যে,—ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সত্যের বৃদ্ধিকারী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। বৎস ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'তে' ত্বদীয়াঃ 'ইমাঃ' 'পৃশ্নয়ঃ' প্রাষ্টবর্ণা গাবঃ 'ঘৃতং' ক্ষরণশীলঃ 'এনাং' 'আশিরং' আশ্রয়ণদ্রব্যং পয়ঃ দুহতে' দুহন্তি ক্ষারয়ন্তি। কীদৃশ্যঃ পৃশ্নয়ঃ? 'ঋতস্য' সত্যস্য অবিতথস্য ইন্দ্রস্য যজ্ঞস্য বা 'পিপ্যুষীঃ' বর্দ্ধয়িত্র্যঃ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

ভাষ্যের ভাব এই যে,—'ইন্দ্রদেবের কতকগুলি গাভী ছিল, সেগুলি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট; তাহাদিগের স্তন হইতে ক্ষরণশীল দুগ্ধ নিঃসৃত হইত; সে দুগ্ধ যজ্ঞাদির পরিবৃদ্ধি করিয়া থাকে।' এ পক্ষে, বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট গাভীগণই 'পৃশ্নয়ঃ' নামে অভিহিত হয়, এবং 'ঘৃতং' ও 'আশিরং' পদদ্বয়ে 'ক্ষরণশীল দুগ্ধ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'ঋতস্য' পদে 'সত্যের সম্বন্ধ অব্যাহত থাকিলেও, যজ্ঞ অর্থই পরিগৃহীত হইতে দেখি। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা এইরূপ;—

(১) "হে ইন্দ্র! তোমার এই সত্যবর্দ্ধয়িত্রী গাভীগণ ঘৃত এবং আশির দোহন করে।"

(2) "Indra, these spotted cows yield thee their butter
and the milky draught,
Aiders, thereby, of sacrifice."

(৩) "হে ইন্দ্র তুম্হারী যহ শ্রেষ্ঠ বর্ণকী সত্য ইন্দ্র ঔর যজ্ঞকী বঢ়ানেবালে ইস্ দুধকো পাত্রমেঁ পূর্ণ করদেতী হৈঁ।"

ভাষ্যে এবং এই তিন ভাষার তিনটী অনুবাদে যে পার্থক্য আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র।

এখন আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'পৃশ্নিঃ' 'পৃশ্নিমাতরঃ' প্রভৃতি পদ ঋগ্বেদ সংহিতায় বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। নিঘণ্টু-নিরুক্তে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় ঐ পদের বিভিন্ন রূপ অর্থ গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। সায়ণও ঐ পদের অর্থে কোথাও 'পৃথিবী' কোথাও বা 'মেঘ' প্রতিশব্দ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বেশ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছি, 'পৃশ্নিঃ' পদে জ্ঞানরশ্মি অর্থই সঙ্গত হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায় (১ম—২৩সূ—১০ঋ) আমরা জ্ঞানরশ্মি অর্থেরই সঙ্গতির বিষয়ই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এখানেও সেই সিদ্ধান্তেরই উপযোগিতা দেখিতেছি। ফলতঃ 'পৃশ্নয়ঃ' শব্দে ইন্দ্রের গাভীগণকে না বুঝাইয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় সত্যবর্দ্ধনকারী জ্ঞানরশ্মিসমূহকেই লক্ষ্য করিতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদের বিশ্লেষণ করিলেই এই অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—দেখুন—'তে' পদ। ঐ পদের অর্থ—আপনার সম্বন্ধীয়; অর্থাৎ ঐ পদে 'দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত' অর্থ ই আসিয়া থাকে। 'ইমাঃ' পদের 'এতাঃ' প্রতিবাক্যে স্বতঃপ্রকাশমান বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ঋতস্য পিপ্যুষীঃ' পদদ্বয়ে 'সত্যের বর্দ্ধনকারী' অর্থই প্রাপ্ত হই। জ্ঞানরশ্মির দ্বারা হৃদয়ে যে সত্যের পরিবৃদ্ধি ঘটে, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সেই যে জ্ঞানরশ্মিসমূহ অর্থাৎ ভগবানের সহিত যে জ্ঞান সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ-তাহা কেমন এবং তদ্দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হয়, এখানে যথাপর্য্যায় তাহাই দ্যোতিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ সকলের অনুভাব্য জীবহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। 'দুহতে' পদে দোহন করার বা সঞ্চারিত করার ভাব আসে। 'ঘৃতং' পদে যে শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য আসে, পূর্ব্বেও বহুস্থলে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। 'আশিরং' পদে ক্ষরণশীল অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপক জীবহিতসাধক প্রভৃতি ভাব আসে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের তাৎপর্য্য দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, সত্যের পরিবৃদ্ধিকারী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই হৃদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্বের উন্মেষ করিয়া দেয়।' মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্। আমার হৃদয়ে আপনার সহিত সম্বন্ধযুত সেই জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন।' (২অ—৮খ—৮দ—৩সা)॥ *

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূক্তের ১৯শ ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয় গানের নাম—'শৈশ্বত্তিনম্।'

চতুর্থং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
অয়া ধিয়া চ গব্যয়া পুরুণামন পুরুশ্চত।
১ ২র ৩ ১ ২
যৎ সোমে সোম আভুবঃ॥ ৪॥

গেয়-গানং।

অয়াধিয়াচ গব্যা ৬ য়া। পুরুণা ৩। মন্যা ২ ৩ ৪ রু। ষ্টুতো।
বা ৩ ২। যৎ সোমে ৩ সোমআ। যা ২ মীমেসো।
মও ২ ৩ ৪ বা। ভূ ৫ বো ৬ হাই॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুণামন্' (বহুনামধারিন) 'পুরুষ্টুত' (বহুভিঃ পূজিত হে দেব।) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'সোমে সোমে' (অস্মদনুষ্ঠিতেষু সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মসু, অস্মৎসঞ্চিতেষু সর্ব্বেষু সত্ত্বভাবেষু) 'আভুবঃ' (আবির্ভবসি), 'চ' (তদা) বয়ং 'অয়া' (অনয়া, তব সম্বন্ধিন্যা ইতি ভাবঃ) 'গব্যয়া' (জ্ঞানকিরণানি আত্মন ইচ্ছন্ত্যা, জ্ঞানানুসারিণ্যা) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা যুক্তা ইতি ভাবঃ) ভবেম ইতি শেষঃ। বয়ং যদা সৎকর্ম্মপরায়ণা ভবামঃ তদা তব সম্বন্ধিং জ্ঞানং লভেম,—সৎকর্ম্মণা সহৈব ভগবৎপ্রাপ্তির্ভবতি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (২অ—৮খ—৮দ—৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

বহুনামধারী, বহুজনের পূজিত (হে দেব)! যখন আপনি আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ আমাদিগের সঞ্চিত সকল সত্ত্বভাবের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন, তখন আমরা আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানানুসারী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকি। (ভাব এই যে,—আমরা যখন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই, তখনই আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান-লাভ করি,—সৎকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—৪সা)॥

সায়ন-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে 'পুরুণামন্'। বহুবিধশক্রবৃত্রহাদি-নামোপেত। যদ্বা বহুস্তুতিমন্। নময়তি স্তুত্যা দেবং বশং নয়নীতি নাম স্তোত্রং, অতএব 'পুরুষ্টুত'। বহুভিরভিষ্টুতেন্দ্র। 'সোমে সোমে' মদীয়েষু সর্ব্বেষু সোমেষু ত্বং 'যৎ' যদা 'আভুবঃ' তেষাং পানার্থং সমন্তাদভবঃ তদা বয়ং 'গব্যয়া' অনয়া ঈদৃশ্যা 'গব্যয়া' গা আত্মন ইচ্ছন্ত্যা 'ধিয়া' বুধ্যা যুক্তা ভবেম। ত্বমি 'সোমং' পিবতি সতি বয়ং গবাদিযুক্তা ভবেমেত্যর্থঃ। 'আভুবঃ' 'আভবঃ' ইতি চ পাঠৌ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৪সা)॥

চতুর্থ (১৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—§•§—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "সোমে, সোমে" পদদ্বয় উপলক্ষে মন্ত্রার্থ ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দুই পদের ভাব—'প্রতি সোমযাগে'; অর্থাৎ,—যেখানেই সোমরস মাদক-দ্রব্য তোমাকে অর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে—সেই খানেই।' কি হইয়াছে? না—তুমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; আর আমরা "গব্যয়া ধিয়া" অর্থাৎ গাভী-প্রাপ্তির অভিলাষী বুদ্ধি-যুক্ত হইতে পারিয়াছি। ভাব এই যে,—সোমরস মাদক-দ্রব্যের যজ্ঞ আরম্ভ না হইলে তুমিও আসিবে না, আমাদিগের মধ্যেও গোরু চাহিবার উপযোগী বুদ্ধি সঞ্জাত হইবে না। ফলতঃ, বুদ্ধির দৌড় হইল—গোরু চাওয়ায় ইচ্ছা পর্য্যন্ত; তাহাও আবার—সোমরসের যজ্ঞ করিলে এবং ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলে।

এই কি বেদ? আর এই কি বেদের ব্যাখ্যা! অথচ, প্রায় সকল ব্যাখ্যাই এই পথেই প্রধাবিত।

এখন, আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতির বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। 'পুরুণামন্' ও 'পুরুষ্টুতঃ' পদদ্বয় যে ভগবানের যোগ্য সম্বোধন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হইবে। তাঁহার নামের যে সংখ্যা নাই, তিনি যে বহুনামে পরিচিত হইয়া থাকেন, 'পুরুণামন্' তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। বিশ্বে বহুজন অসংখ্য মানব যে তাঁহার পূজায় ব্রতী রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। 'পুরুষ্টুত' সম্বোধন—তাঁহার সেই বিশেষত্বটুকু খ্যাপন করিতেছে। তার পর "সোমে সোমে" পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা বুঝিয়া দেখুন। সৎকর্ম্ম, শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তি প্রভৃতিই 'সোম' শব্দের নির্দ্দেশক। এ বিষয়ে বহু আলোচনা করা গিয়াছে। এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা লক্ষিত হয়। ভগবান্ বিরাজমান্ থাকেন—সে কোথায়? সত্য সত্যই কি তিনি মণ্ডপগণের মদ্য-ভাণ্ডের সঙ্গে অবস্থিত করেন? কখনই না! যেখানে সৎকর্ম্ম, যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, যেখানে ভক্তি, সেই খানেই তাঁহার প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ের আর বিশ্লেষণ আবশ্যক করে না। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম অংশের "যৎ সোমে সোমে আভুবঃ" পদ কয়েকটীর ভাব এই যে,—'প্রতি সৎকর্ম্মের মধ্যে প্রতি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে যখন তুমি আবির্ভূত হও।' সৎকর্ম্ম করিলেই, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলেই, তিনি আসিবেনই আসিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য। আর

এক ধ্রুব সত্য—তখন কি ঘটিবে বা কি হইবে। গো-শব্দে আমরা যে পূর্ব্বাপর জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ, তখন ভগবানের সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা—তাঁহার অনুসারী হইবার সঙ্কল্প—হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। বুদ্ধি তখন ভগবানের স্বরূপ বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইবে,—প্রাণ তখন তাঁহাতে আত্মলীন হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্র একটী নিত্য-সত্যতত্ত্ব-খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রার্থনার বা একটী আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারি। সে আত্মোদ্বোধনা এই যে,—'হে জীব! তুমি সৎকর্ম্মপর হও, তাহা হইলে ভগবান আসিয়া সেই কর্ম্মের মধ্যে উপস্থিত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয় তাঁহাকে জানিবার জন্য বা তাঁহাতে মিলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে।' আর সে প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমায় তুমি সেই কর্ম্ম-শক্তি সেই বুদ্ধি প্রদান কর,—যেন তোমাকে প্রাপ্ত হই।' এই সকল ভাবই আমরা এ মন্ত্রে গ্রহণ করি। (২অ—৮খ - ৮দ—৪সা)॥ *

—— ॰ ——

পঞ্চমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী।
৩ ১ ২ ৩ ১
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসুঃ ॥ ৫ ॥

* * *

গেয় গানং।

৫র র ৪৫ ২ ১ ২ — ১ র ২ র ১ ২ -
পাবকানঈয়া। সরাস্বাহতী ২। বাজেভির্ব্বা। জিনাইবহতী ২।
১ ১ A ৩ ৫র র ২ ১র ৩ ১ ১ ১ ১
যজ্ঞা ২ ৩ মৃ। বা ২ ষ্টূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ধিয়া বহসূ ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ৫ ॥

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৯৩ম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"বৈতহব্যম্।"

২। 'গব্যয়া ধিয়া' পদদ্বয়ে সাধারণতঃ গো-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট বুদ্ধি' অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রিফিথ্স সাহেবের ইংরাজী অনুবাদে "thought that longs for milk" অর্থাৎ দুগ্ধ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট বুদ্ধি বা চিন্তা অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাও সেই একই।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পাবকা' (পবিত্রকারিণী, মুক্তিদায়িনী) 'বাজিনীবতী' (অন্নবতী, অন্নপ্রদানকারিণী, জয়প্রদায়িনী) 'ধিয়া বসুঃ' (কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা, কর্ম্মানুসারেণ ধনদাত্রী) 'সরস্বতী' (জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী) 'বাজেভিঃ' (জয়ৈঃ সহ, ধনৈঃ সহ,) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞং' (আরব্ধং কর্ম্ম) 'বষ্টু' (কাময়তাং, সম্পাদয়তু) ॥ প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবি। অস্মাকং কর্ম্মানুষ্ঠানং অস্মান্ জয়যুক্তান্ করোতু,—কর্ম্মণা সহ যেন বয়ং পরমং ধনং লভামহে তদেব বিধেহি।' (২অ—৮খ—৮দ—৫সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারিণী, জয়প্রদায়িনী, কর্ম্মফলবিধায়িনী দেবী সরস্বতী (জ্ঞানধিষ্ঠাত্রী দেবী) আমাদিগের যজ্ঞ (আরব্ধ কর্ম্ম) জয়ের সহিত সম্পন্ন করিয়া দেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবি! আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান আমাদিগকে জয়যুক্ত করুক;—আমাদিগের কর্ম্মের সহিত আমরা যেন পরম ধন লাভ করি, তাহারই বিধান করুন।) ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। 'সরস্বতী' দেবী 'বাজেভিঃ' হবির্লক্ষণৈঃ অন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ যদ্বা যজমানেভ্যো দাতব্যৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'যজ্ঞং' 'বষ্টু' কাময়তাং, কাময়িত্বা চ নির্ব্বাহয়ত্বিত্যর্থঃ। তথাচৈতরেয়ারণ্যকাণ্ডে শ্রুত্যৈবং ব্যাখ্যাতং যজ্ঞং বষ্টিবিতি যদাহ, যজ্ঞং বহত্বিত্যেব তদাহেতি। কীদৃশী সরস্বতী? 'পাবকা' শোধয়িত্রী 'বাজিনীবতী' অন্নবৎক্রিয়াবতী 'ধিয়াবসুঃ' কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা বাগ্দেবতায়াস্তথাবিধধননিমিত্তত্বমৈতরেয়ারণ্যকাণ্ডে শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতং। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুরিতি বাগ্বৈ ধিয়াবসুরিতি। শ্যেনঃ সোমঃ ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতিসংখ্যাকেষু দেবতাবিশেষবাচিষু পদেষু সংমা সরস্বতী ইতি পঠিতং। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্ট (নৈ০ ১১।২৬) পাবকা নঃ সরস্বতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্ম্মবসুরিতি ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

এই মন্ত্রে দেবী সরস্বতীর স্তুতি-বন্দনা দেখিয়া, সরস্বতী-নদীর উপাসনা করা হইয়াছে বলিয়া অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জল আছে, সেই নদীই সরস্বতী —এইরূপ অর্থে নদীমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল,—এমন অর্থও কেহ কেহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন আর্য্যগণের আদি-বাসস্থান মধ্য-এসিয়ায় ছিল,—এই যুক্তির

যাঁহারা অনুসরণ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—মরুক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া আর্য্যগণ যখন সরস্বতী নদীর তীরে উপনীত হইলেন, উত্তপ্ত বালুকারাশির পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধবারিপূর্ণ স্রোতস্বিনী সরস্বতীকে দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না; তাঁহারা দৈবীজ্ঞানে সরস্বতী নদীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু, অন্য পক্ষে দেখিতে গেলে, এ মন্ত্রে কাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে, বুঝিতে পারি? মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশমী ঋক্। সেখানে, একে একে অগ্নি-দেবতার, বায়ুদেবতার, ইন্দ্রদেবতার, বরুণদেবতার, মিত্রদেবতার, অশ্বিদেবদ্বয়ের এবং পরিশেষে সর্ব্বদেবতার অর্চ্চনার বিষয় প্রখ্যাত হওয়ার পর, এই মন্ত্রটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে ভগবানের অব্যক্ত অনন্ত মহিমার সকল অংশ যেন ব্যক্ত হয় নাই। তিনি যেমন পুরুষরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেছেন, তেমনই আবার তিনি যে প্রকৃতি-রূপে চরাচর ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু ঐ সকল দেবতার উপাসনায়, সে ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? কায়া থাকিলেই ছায়া থাকিবে; আলোক থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে; পুরুষ থাকিলেই প্রকৃতি থাকিবে; সত্য মানিতে হইলেই মিথ্যার অঙ্গীকার আবশ্যক হইবে। সংসারে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিত্ত-দর্পণে তাহারই বিপরীত প্রতিভাত হয়। যখন পিতৃরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি, তখনই মাতৃভাবের বিকাশ দেখিতে পাই।

বিশ্বদেবগণের স্তব শেষ করিয়া, পুরুষ-রূপে পিতারূপে তাঁহার স্তব সমাপন করিয়া, যখন তৃপ্তি হইল না; তখন তাঁহার অন্য এক বিভূতির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি যে মাতৃ-রূপে স্নেহধারায় সন্তানের শ্রেয়ঃসাধন করেন, তখন সেই ভাব জাগরূক হইল। ইহা সাধনার একটী স্তরবিশেষ। 'সরস্বতী' শব্দে যাঁহারা জল বা নদী অর্থ করেন, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত, এ জল—সাধারণ জল নহে, এ নদী—পর্ব্বতবাহিনী সাধারণ স্রোতস্বিনী নহে। এ ধারা—জননীর স্নেহধারা; এ নদী—অমৃত-প্রবাহিণী। এক দিকে তেজোরূপে, বায়ু-রূপে, ক্ষিতি-রূপে তিনি যেমন প্রকাশমান্ রহিয়াছেন; অন্যদিকে তিনি আবার তেমনই মমতার মন্দাকিনী-রূপে, স্নেহের নির্ঝরিণী-রূপে, প্রবাহিতা হইতেছেন। এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে বিকশিত।

বলা হইয়াছে—তিনি 'পাবকা'। 'পুণাতীতি পাবকা'। অর্থৎ পূতকারিণী পতিত-পাবনী, সুতরাং মুক্তিদায়িনী। আমি অপবিত্র আছি, পাপের ক্লেদ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃরূপিণী তিনি; সে ক্লেদ বিধৌত করিয়া আমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। অবোধ সন্তান, মলমূত্র মাখিয়া অলিন্দে পড়িয়া কাঁদিতেছে। যেই তাহার ক্রন্দন-স্বর জননীর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল; অমনি তিনি দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানের অঙ্গ বিধৌত করিয়া দিলেন, এবং পরিশেষে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিতে লাগিলেন। পাপরাশি বিধৌতিকরণের প্রসঙ্গে এইরূপে নদীর বা জলের উপমার সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'পাবকা সরস্বতী'—এ দুই পদ, আমরা মনে করি, পাপী তাপীর পরিত্রাণকারিণী অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

আর বলা হইতেছে,—তিনি 'বাজিনীবতী'। টীকাকারগণ এই শব্দের বিবিধ অর্থ

নিষ্কাশন করিয়া গিয়াছেন। এক পক্ষ বলিয়াছেন,—'বাজিনীবতী' পদের অর্থ 'অন্নপ্রদান-কর্ত্রী'। তিনি অন্নপ্রদানকর্ত্রী তো বটেনই! সন্তানের মুখ চাহিয়া কে অন্ন দান করে? অজ্ঞান অবোধ সন্তান যতই দুর্ব্বিনীত হউক না কেন, তাহাকে অন্নদান না করিয়া জননী কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তাই যেন বলা হইয়াছে—মাতৃরূপে তিনি অন্নদাত্রী! অন্য আর এক পক্ষ ঐ 'বাজিনীবতী' পদের অর্থ করেন, 'অশ্বারূঢ়া'। বলা বাহুল্য, সে অর্থ তাঁহার এক রূপ-কল্পনা করিয়া নিষ্পন্ন করা হয়। আমরা কিন্তু মনে করি, সে অর্থেরও বৈশিষ্ট্য আছে তিনি অশ্বারূঢ়া—অর্থাৎ দ্রুতগতিবিশিষ্টা। কি জন্য দ্রুতগতিবিশিষ্টা?—সন্তানের উদ্ধার-কামনায়। সন্তান বিপন্ন হইলে, সন্তান ক্রন্দন করিলে, জননী কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তিনি দ্রুতগতি আসিয়া, সন্তানের সেবায় ব্যাপৃত হন। মন্ত্র যেন তাই বলা হইয়াছে —দেবী সরস্বতী—বাজিনীবতী। 'বাজিনীবতী' শব্দের আর এক অর্থ—বিজয়দাত্রী। সন্তানের বিজয়-লাভ বা সুফল-প্রাপ্তি কোন জননীর আকাঙ্ক্ষিত নহে?

আর বলা হইয়াছে—তিনি 'ধিয়াবসু' (ধিয়া কর্ম্মণা বসু ধনং লভ্যতে যস্যাঃ সকাশাৎ সা ধিয়াবসু) অর্থাৎ—কর্ম্মানুসারে ধনদাত্রী। এই বিশেষণেই সরস্বতীর প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে জ্ঞানদাত্রী দেবীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। মা আমার স্নেহময়ী বটেন;—মা আমার পতিত-উদ্ধারিণী সত্য;—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একাদেশদর্শিনী নহেন। তিনি কর্ম্মফলের উপযোগী ধন দান করেন; তাঁহাতে স্নেহ আছে, করুণা আছে, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি করুণাময়ী; কিন্তু তাঁহার করুণার প্রবাহ অযথা পথে প্রবাহিত নয়। ইহ-সংসারে সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, যে সন্তান যেমন সৎকর্ম্মকারী, জননীর স্নেহ তাহার প্রতি সেইরূপ অধিক; মন্ত্রের উক্তিতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্র যেন উপদেশ দিতেছে,—'সৎকর্ম্মশীল হও; জননী সুফল প্রদান করিবেন। বিদ্যা উপার্জ্জন কর, জ্ঞানলাভ কর; সিদ্ধকাম হইবে।'

মন্ত্রের 'বাজেভিঃ' পদে 'অন্নৈর্দ্ধনৈর্ব্বা' অর্থ সূচিত হয়। মানুষ অন্ন চায়—ধন চায়। তাই সাধারণভাবে তাহার প্রার্থনা'—'দেবী যেন অন্নের সহিত—ধনের সহিত আসিয়া, এই যজ্ঞে উপস্থিত হন।' কিন্তু 'বাজেভিঃ' শব্দে 'জয়ের দ্বারা' 'সুফলের দ্বারা' অর্থ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি বিজয়-দানের সহিত আগমন করুন অর্থাৎ সুফল দান করুন,—ইহাই 'বাজেভিঃ' পদের নিগূঢ় অর্থ। আমরা যেন সুকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহা হইলেই তিনি অন্নের দ্বারা, ধনের দ্বারা, কামনার অতীত সামগ্রীর দ্বারা, মোক্ষরূপ পরম ধনের দ্বারা, আমাদিগকে সুকর্ম্মের সুফল প্রদান করিবেন। মন্ত্রে এইরূপ ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। (২অ—৮খ—৮দ—৫সা)॥ *

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়গানের নাম—'ভারদ্বাজং'।

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ১ ২
ক ইমং নাহুষাম্বা ইন্দ্রং৺ সোমস্য তর্পয়াৎ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স নো বসূন্যা ভরাৎ॥ ৬॥

* * *

৩ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র ১ ২ — ১ র
১। কইমম্। উহুবাহাই। নাহু ৩ ষাইষ্ ১ বা ২। আইন্দ্রং৺সোম।
১ ২ — ১ ১৮ ১২র ১ ২ — ১ র
স্যতার্পা৹য়া ২ ৎ। সনো ২ বসূ। নিয়াভা ১ রা ২ ৎ। সানো
৪ ১২র ১ ২ ১র ২ ১র ২
২ বসূনি। আ ২ ৩। ভরাউবা। আগহিয়েহিতাইমে ১॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাহুষীষু' (বন্ধনদশাগ্রস্তেষু লোকেষু) 'কঃ' (কো জনঃ) 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বেন) 'ইমং' (এতং প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'তর্পয়াৎ, (পূজয়েৎ প্রীণাতি); ঘোরবন্ধনদশাগ্রস্তঃ কোঽপি শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং ন প্রীণাতি ইতি ভাবঃ; 'সঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ), 'নঃ' (বন্ধনদশাগ্রস্তেভ্যঃ অস্মভ্যং, যদ্বা—অস্মাকং কর্ম্মণা তৃপ্তঃ সন্) 'বসূনি (ধনানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণি, যদ্বা—লোকান্) 'আ ভরাৎ' (প্রযচ্ছতু, শুদ্ধসত্ত্বেন পরিপূরয়তু)। বন্ধনদশাগ্রস্তো নরঃসত্ত্বসম্পন্নো ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (২অ—৮খ—৮দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বন্ধনদশাগ্রস্ত লোকসমূহের মধ্যে কোন জন্ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা এই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে পূজা করিয়া থাকে? (ঘোরবন্ধনদশাগ্রস্ত কেহই শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের প্রতিসম্পাদন করে না—ইহাই ভাবার্থ); সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব বন্ধনদশাগ্রস্ত আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধনসমূহ প্রদান

২। পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ পঞ্চম মন্ত্রটীর অর্থ উপলক্ষে গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিবার সময় প্রথমে সরস্বতী নদীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তীকালে বাগ্দেবী সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ হইতেছে।

করুন, অথবা আমাদিগের কৃত কর্ম্মে প্রীত হইয়া লোকসমূহকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। (ভাব এই যে,—বন্ধনদশাগ্রস্ত মনুষ্য শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হউক—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (২অ—০খ—৮দ—৬সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। বামদেব ঋষিঃ। 'নাহুষীষু' নহুষ ইতি মনুষ্যনাম (নি০ ২।৩।১) নহুষসম্বন্ধিনীষু প্রজাসু 'কঃ' 'ইমং' 'ইন্দ্রং' 'সোমস্য' সোমেন 'তর্পয়াৎ' তর্পয়তি প্রীণাতি। 'সঃ' নাহুষীভিস্তর্পয়িতুমশক্য ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মাকং সম্বন্ধিনি যজ্ঞে তৃপ্তঃ সন্ 'বসূনি' ধনানি 'আভরৎ' আহরত্বিত্যর্থঃ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৬সা)

ষষ্ঠ (১৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'নাহুষীষু' এবং 'সোমস্য' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রার্থে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'নাহুষীষু' পদ উপলক্ষে 'নহুষ নামক ব্যক্তি-বিশেষের পুত্রগণের বা বংশ-পরম্পরার মধ্যে' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এরূপ উপাখ্যান আছে যে,—'সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে নহুষ নামে এক জাতি বাস করিত। আর্য্যগণের পঞ্চ-বিভাগের মধ্যে তাহারা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং প্রকারান্তরে তাহারা অনার্য্য জাতির মধ্যে গণ্য ছিল। ইন্দ্রদেব সেই অনার্য্য নহুষগণের পূজা গ্রহণ করিতেন না; পরন্তু আপনার দলভুক্ত আর্য্যগণকেই পুরস্কারাদি প্রদান করিতেন।' এখানে এই মন্ত্রাংশে সেই উপাখ্যানের সম্বন্ধ রহিয়াছে,—সাধারণতঃ ব্যাখ্যাকারগণের ইহাই অভিমত। 'সোমস্য' পদে, বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকারে, 'সোমের দ্বারা' (সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য প্রদানের দ্বারা) অর্থ গ্রহণ করা হয়। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার ভাব এই যে,—'নহুষ সম্বন্ধীয় প্রজাগণের মধ্যে কে এই ইন্দ্রকে সোম-রসের দ্বারা তর্পণ বা প্রীণন করিতে পারে? নহুষগণ যাঁহাকে প্রীত করিতে অসক্ত, সেই ইন্দ্র আমাদিগের সম্বন্ধীয় যজ্ঞে তৃপ্ত হইয়া ধনসমূহ আহরণ করুন।' ভাষ্যের ইহাই ভাবার্থ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি এই অর্থেরই অনুসারী।

মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী হিন্দি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা প্রচলিত অর্থের ভাব সম্যক বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) 'Who' mid the Nahusha tribes shall state this Indra with his Soma juice!
He shall bring precious things to us."

(২) "মানুষী প্রজাওঁসে ইস ইন্দ্রকো কৌন তৃপ্ত করসক্তা হৈ বহ মানুষী প্রজাওঁসে তৃপ্ত করনেকো অশক্য ইন্দ্র হমারে যজ্ঞমেঁ তৃপ্ত হোকর ধনোঁকো দেয়।"

শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিতে 'নাহুষীষু' পদে নহুষের সম্বন্ধ পরিত্যক্ত দেখি। উহার প্রতিবাক্যে 'মানুষী প্রজাসু' পদদ্বয় গৃহীত হওয়ায় সাধারণ মনুষ্য মাত্রের প্রতি লক্ষ্য আসে। যাহারা সাধারণ মনুষ্যের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মাত্র আহার-বিহার প্রভৃতিই যাহাদিগের কার্য্য, তাহারা ইন্দ্রদেবের তৃপ্তি-সাধনে সমর্থ নহে। প্রশ্নে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। সোমরসের দ্বারা তাহারা দেবতাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ, তাহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ই হয় না। এই ভাবই সঙ্গত দেখি। প্রার্থনা-পক্ষে ভাব এই যে,—সাধারণ মনুষ্যগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, আমরা সাধারণ মনুষ্য হইলেও, সেই দেবতা আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। আমাদিগের পরিগ্রহ অর্থ এই দৃষ্টিতেই নিষ্কাশিত। তবে আমরা 'নাহুষীষু' পদে আরও একটু ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করি। 'নহ' ধাতুর অর্থ বন্ধন। সে পক্ষে 'নাহুষীষু' পদে বন্ধনদশাগ্রস্ত জনগণের প্রতি লক্ষ্য আসে। যাহারা মায়ামোহের বন্ধনে অথবা কর্মকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ আছে, তাহারা কখনই ভগবানের প্রীতি-সাধনে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার সম্ভবপর নহে; সুতরাং তাহারা কেমন করিয়া কি দিয়া ভগবানকে তৃপ্ত করিবে? মন্ত্রের প্রথম চরণে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) এই ভাবই প্রকটিত। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ—'প্রার্থনামূলক'। সে প্রার্থনা,—'সেই ভগবান্ আমাদিগকে ধনসমূহ প্রদান করুন।' সেই প্রার্থিতব্য ধনসমূহই বা কি প্রকার, আর প্রার্থনাকারী আমরাই বা কেমন, পূর্ব্ব চরণের সম্বন্ধ-সূত্রে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সেই দৃষ্টিতেই 'নঃ' পদের প্রতিবাক্যে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'বসূনি' পদের মর্ম্মার্থেও দুই রূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা 'সোমস্য' পদে (ভাষ্যানুসারে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া) 'শুদ্ধসত্ত্বেন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। আর, ধাত্বর্থাদির অনুসরণে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'নাহুষীষু' পদের প্রতিবাক্যের 'বন্ধন-দশাগ্রস্তেষু লোকেষু' পদদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। ঐ দুই পদের প্রতিবাক্যের অনুসরণেই 'নঃ' এবং 'বসূনি' পদদ্বয়ের মর্ম্মার্থ অধিগত হয়। তাহা হইতেই, 'বন্ধনদশাগ্রস্ত আমাদিগের' এই ভাব 'নঃ' পদে গ্রহণ করিতে পারি; এবং 'বসূনি' পদে যে ধনসমূহকে বুঝাইতেছে, তদ্দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ধনসমূহের প্রতিই লক্ষ্য আকৃষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ দুই পদে (কতকটা ভাষ্যের অনুসরণেই) আমাদিগের কর্ম্মে তৃপ্ত হইয়া, লোকগণকে (আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ করুন—এইরূপ ভাব আসিতেছে। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'হে ভগবন্। এই বন্ধনদশাগ্রস্ত আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া আমাদিগকে বন্ধন মুক্ত করুন।' (২অ-৮খ-৮দ—৬সা)॥ ০

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী অন্য বেদে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার গেয়-গানের নাম,—'অরুণস্য বৈতহব্যস্য সাম সৌভরং বা।'

২। এই মন্ত্রের 'নাহুষীষু' পদ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকে এইরূপ টিপ্পনী দৃষ্ট হয়;—"নহুষ ইতি মনুষ্যনাম, তেষু ভবাঃ জ্যোতিষ্টোমাদ্যাঃ ক্রিয়া নাহুষ্যঃ। তাসু

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ০ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ যাহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমং।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এদং বর্হিঃ সদো মম ॥ ৭ ॥

* * *

গেয় গানং।

৫র র ২ ১ ২ — ১ ২ — ১ ২

১। আয়াহিসু। ষুমাহাহইতে ২। ষুমাহা ১ ইতে ২। আইন্দ্রসোমম্।

১ ২ ১ ২ ৯ ৩র ২ ৩ ২ ১র

পিবাইমম্। পিবাতা ১ ইমা ২ মৃ। এদম্বর্হাইঃ। সদোমা

২ ১

২ ৩মা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ইডা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ 'ইন্দ্রদেব।) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মৎসকাশং ইতি ভাবঃ); 'তে' (তৎপ্রভাবেণ) 'সুষুমা হি' (বয়ং মনুষ্যাঃ মরদেহবিশিষ্টাঃ, যদ্বা—বয়ং যেন সত্ত্বসম্পন্না ভবাম তদ্বিধেহি ইতি শেষঃ); অতঃ 'ইমং' (এতং, জন্মসহজাতং অতিসামান্যং যদস্তি ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পিব' (গৃহাণ); মম (মদীয়ং) 'ইদং' (এতৎ, উপেক্ষিতং) 'বর্হিঃ' (হৃদ্রূপং দর্ভাসনং) 'আ সদঃ' (আসীদ, প্রাপয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! কৃপয়া মাং সত্ত্বসম্পন্নং কুরু তথা মদীয়ে এতস্মিন্ উপেক্ষিতে হৃদয়ে আসনং গৃহাণ।' (২অ—৮খ—৮দ—৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের নিকটে আগমন করুন; আমরা মরদেহবিশিষ্ট মনুষ্য (অথবা, আপনার প্রভাবের দ্বারা আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হইতে পারি, তাহা বিহিত করুন); অতএব, জন্মসহজাত

নাহুষীষু জ্যোতিষ্টোমাদিষু ক্রিয়াস্বিত্যর্থ।" শব্দের এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়,—'জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াসমূহের মধ্যে কে এই ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা তর্পণ করিতে পারে?' এই প্রকার অর্থে বহু ভাব প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তাহা বাহুল্য মাত্র।

এই যে অতি সামান্য শুদ্ধসত্ত্ব আছে, সর্ব্বতোভাবে তাহা গ্রহণ করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়রূপ দর্ভাসনে আসীন হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমায় সত্ত্বসম্পন্ন করুন এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন।)॥ (২অ ৮খ—৮দ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। ইহিমিষ্ঠ ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'আয়াহি' আগচ্ছ, বয়ং তে ত্বদর্থং 'সুষুমা হি' সোমমভিষুতবন্তঃ খলু তং 'ইমং' অভিষুতং, 'সোমং' ত্বং পিব তদর্থং 'মম' মদীয়ং ইদং 'বর্হিঃ' বেদামাস্তীর্ণং দর্ভং আসীদ অভি নিষাদ॥ (২অ—৮খ—৮দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুষুমা,' 'সোমং' এবং 'বর্হিঃ'—এই তিনটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে। 'সুষুমা' পদে 'আমরা সোমরস অভিষুত করিয়া রাখিয়াছি'—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়। এ অর্থ যে সম্পূর্ণ কষ্টকল্প-প্রসূত, তাহা সহসা বুঝা যাইতে পারে। 'সোমং' পদের সঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়াই এখানে অভিষব-ক্রিয়াকে টানিয়া আনা হইয়াছে। নচেৎ, নিঘণ্টু নিরুক্ত অনুসারেও ঐ পদের ঐ অর্থ সিদ্ধ হয় না; আবার, যুক্তি অনুসারে ঐ পদের অন্য অর্থ সিদ্ধান্তিত হইতে পারে। 'সুষুমাঃ' পদ মনুষ্য নাম মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয়। সে অর্থের অনুসরণ করিলে 'সুষুমাঃ পদের প্রতিবাক্যে "বয়ং মনুষ্যাঃ নরদেহবিশিষ্টাঃ" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। "সোমং" পদে যথাপূর্ব্ব শুদ্ধসত্ত্ব অর্থই সঙ্গত হয়। তাহা হইতে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব পাই এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা নরদেহধারী, আপনি অশরীরী, সুতরাং আমাদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ মিলন সম্ভবপর নহে। অপিচ, আমরা এমন কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারি নাই, যদ্দ্বারা আপনাকে লাভ করিতে পারি। তাই প্রার্থনা—জন্মসহজাত স্বতঃসঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু হৃদয়ে আছে, তাহা আপনি গ্রহণ করুন; আর এই হৃদয়ে আসিয়া সমাসীন হউন।'

প্রচলিত অর্থের ভাব,—'হে ইন্দ্র! তুমি এস। তোমার জন্য সোমরস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তাহা পান কর, আর এই কুশের উপর উপবেশন কর।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ হইল,—'আমরা ক্ষুদ্র মানুষ; আমাদিগের কি আছে যে, আপনাকে প্রদান করিব? আপনি কৃপা করিয়া হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হউন, আর হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে সত্ত্বভাব আছে, তাহাই গ্রহণ করুন।' ভাবের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়াইল, তাহার কারণ—মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর মর্ম্মপরিগ্রহণেই উপলব্ধ হইবে। 'সুষুমা হি' পদে আমরা

দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এক ভাবে 'মনুষ্য' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি, আর এক ভাবে প্রার্থনা প্রকাশ পায়। শেষোক্ত অর্থ-প্রকাশে 'সুষুমা তি' পদের প্রতিবাক্যে "বয়ং যেন সত্ত্বসম্পন্না ভবামঃ তদ্বিধতি" এইরূপ পদসমষ্টি গ্রহণ করা যায়। 'ইমং' আর 'ইদং' পদে, যথাক্রমে 'অতি-সামান্য' এবং 'উপেক্ষিত' ভাব আসে। 'বর্হিঃ' পদ 'হৃদয়-রূপ কুশাসন' অর্থ প্রকাশ করে। অন্যত্র এ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ এ মন্ত্রে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার আকুল কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন—মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই সারমর্ম্ম। (২অ—৮খ—৮দ—৭সা)। •

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ ৮॥

গেয়-গানং।

৩ ২ ৩ ১ র ৩ ২ ৩

১। মহাইত্রা ২ ৩ ৪ ইণম্। অবা ২ বস্তু। দ্যুক্ষম্মা ২ ৩ ৪

১ ৩ ২ ১ ২ ১র

ইত্রা। স্যা ২ র্য্যম্ণঃ। দুরাধা ২ ৩ ৪ র্ষাম্। বরৌহো ২ ৩ ৪।

৫ ৪

বা। ণ ৫ স্যো ৬ স্যা ২ হাই॥ ৮॥

র র ৫ ১ ১ ২

২। মহিত্রীণমেবরস্তু ৬ এ। দ্যুক্ষম্মিত্রস্যার্য্যম্ণাঃ। দুরা ধা ২ ৩ র্ষাম।

১ ১ ১ ৩ ৫র র

বরৌহো ২। হূস্যা ২ ণ। স্যো ২। যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২র ১ ২ ২ ৩ ১ ১

হাওবা ওবা ২ ৩ ৪ ৫॥ ৮॥

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ২২ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—'সৌভরম্।'

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্রস্য' (সুহৃৎস্থানীয়স্য মিত্রদেবস্য) 'অর্য্যমণঃ' (গতিকারকস্য পথপ্রদর্শকস্য অর্য্যমনদেবস্য) 'বরুণস্য' (করুণাবারিবর্ষণকারিণঃ বরুণদেবস্য) 'ত্রীণাং' (ত্রয়ানাং এতেষাং দেবানাং) 'দুরাধর্ষং' (শত্রূণাং অসহনীয়ং, শত্রুনাশকং) 'দ্যুক্ষং' (দীপ্তং, তেজঃ) তথা 'মহি' (মহৎ) 'অবর্' (অবঃ, রক্ষণং) 'অস্তু' (অস্মাকং অধিগতো ভবতু) প্রার্থনায়া ভাবঃ—ভগবৎকৃপয়া পূর্ব্বোক্তানাং মিত্রাদিনাং ত্রয়াণাং দেবানাং তেজঃ রক্ষণং চ অস্মাসু অবিচলিতং তিষ্ঠতু। (২অ—৮খ—৮দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রস্থানীয় 'মিত্রদেবতার', গতিকারক পথপ্রদর্শক 'অর্য্যমন্ দেবতার', করুণাবারিবর্ষক 'বরুণদেবতার'—এই তিন দেবতার শত্রুনাশক তেজঃ এবং মহৎ রক্ষণ আমাদিগের অধিগত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় পূর্ব্বোক্ত তিন দেবতার তেজঃ ও রক্ষা আমাদিগের মধ্যে অবিচলিত থাকুক।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। বারুণিঃ সত্যধৃতিঃ ঋষিঃ। 'ত্রীণং' ত্রয়াণাং 'মিত্রস্য' 'অর্য্যম্ণঃ' 'বরুণস্য' চ 'দ্যুক্ষং' দীপ্তং অতএব 'দুরাধর্ষং' অন্যৈর্ধর্ষিতুং বাধিতুমশক্যং 'মহি' মহৎ 'অবর্' অবঃ রক্ষণং অস্মাকং অস্তু। অবস ইত্যত্র অবঃশব্দস্য বিসর্জ্জনীয়স্য রেফাদেশশ্ছান্দসঃ। অবর্ অবঃ ইতি চ পাঠৌ॥ ২অ—৮খ ৮দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

এই মন্ত্রে 'মিত্র' 'অর্য্যমন্' ও 'বরুণ' এই তিন দেবতার নিকট দুইটী বস্তু পাইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে। অথবা, সে প্রার্থনা ভগবানের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও মনে যাইতে পারে। সে পক্ষে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! ঐ তিন দেবতার কৃপায় যেন আমরা সেই দুই বস্তু প্রাপ্ত হই।'

এখন, প্রার্থিত বস্তু দুইটী যে কি তাহা অনুধাবন করা যাউক। সে দুই বস্তু—"দুরাধর্ষং দ্যুক্ষং" এবং "মহি অবর্"। প্রথম প্রার্থনার সামগ্রী—শত্রুদমনকারী তেজঃ'; দ্বিতীয় প্রার্থনার সামগ্রী—'মহৎ রক্ষা।' তেজের দ্বারা দীপ্তির দ্বারা যদি রিপুগণকে দমন করিতে পারা যায়, আর আত্মরক্ষার উপযোগী সত্ত্বভাবসমূহের যদি অধিকারী হইতে পারা যায়; তাহা হইলেই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ভগবান্ মিত্ররূপে আসিয়া আমাদিগকে ঐ দুই সামগ্রী প্রদান করুন; অভীষ্টবর্ষণকারী রূপে আসিয়া আমাদিগকে

ঐ দুই সামগ্রী প্রদান করুন; আর, পরিত্রাণকারী রূপে আসিয়া আমাদিগকে ঐ দুই সামগ্রী প্রদান করুন;—এই মন্ত্রের প্রার্থনায় ইহাই মর্ম্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অথবা, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঐ তিন দেবতার সম্বোধন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকের করুণা-প্রার্থনাও এখানকার লক্ষ্য বলিতে পারি। মূলতঃ দুইই এক। (২অ—৮খ—৮দ—৮সা)॥ •

—— • ——

নবমং সাম।

ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ।

স্মসি স্থাতর্হরীণাং ॥ ৯ ॥

• • •

গেয় গানং।

১। ত্বাবতো। ৩ হৌ ৩ হো ৩ ১ ই। পুরূবসো ৩। হৌ ৩ হে ৩ ১ ই। বয়মিন্দ্রায় ৩। হৌ ৩ হে ৩ ১ ই। প্রণেতা ৩ঃ। হৌ ৩ হো ৩ ১ ই। স্মসিস্থাতা ৩ঃ। হৌ ৩ হো ৩ ১ ই। হরীণা ৩ম্। হৌ ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৪ ই। ডা ॥ ৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পুরূবসঃ' (প্রভূতধনোপেত) 'প্রণেতঃ (কর্ম্মণাং উৎকর্ষসাধক) 'হরীণাং' (জ্ঞানকিরণানাং) 'স্থাতঃ' (অধিষ্ঠাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ বয়ং) 'ত্বাবতঃ' (ত্বদধীভূতাঃ, ত্বৎসহ মিলনাভিলাষিণঃ ইতি ভাবঃ) স্মসি' (স্মঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্। ত্বয়া সহ মিলনাভিলাষিণো বয়ং; অস্মভ্যং আশ্রয়ং দেহি। (২অ—৮খ—৮দ—৯সা)।

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় দশম মণ্ডলের ১৮৫ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ৪৩ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। যজুর্ব্বেদেও (৩।১১) এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। ইহার গেয় গানের নাম—"ইমে দ্বে পাষ্ঠৌহে।"

২। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রটীর পাঠ 'অবরস্তু' স্থলে 'অবোহস্তু' আছে।

বঙ্গানুবাদ।

বহুধনবিশিষ্ট, সকল কর্ম্মের উৎকর্ষসাধক, জ্ঞানকিরণসমূহের অধিষ্ঠাতা, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অর্চ্চনাকারী আমরা আপনার অঙ্গীভূত অর্থাৎ আপনার সহিত মিলনাভিলাষী হইয়াছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা আপনার সহিত মিলনাভিলাষী; আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন।)॥ (২অ—৮খ—৮দ—৯সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমী। বৎস ঋষিঃ। হে 'পুরূবসঃ' বহুধন। 'প্রণেতঃ' কর্ম্মণাং পারং প্রকর্ষেণ নেতঃ। 'ইন্দ্র!' 'ত্বাবতঃ' ত্বৎসদৃশস্য ইন্দ্রসমানস্যান্যস্যাভাবাৎ তবৈবেত্যর্থঃ তব স্বভূতাঃ 'বয়ং' 'স্মসি' স্মঃ। হে 'হরীণাং' এতৎ সংজ্ঞকানামশ্বানাং 'স্থাতঃ' অধিষ্ঠাতঃ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

নবম (১৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে কি প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বোধন 'হরীণাম্ স্থাতঃ' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে তদ্বিষয়ে প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের অর্থের পার্থক্য ঘটিয়াছে। আর, তদনুসারেই দুই অর্থ দুই রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রের প্রার্থনা কি? মন্ত্রে বলা হইয়াছে কি? "বয়ং ত্বাবতঃ স্মসি।" এখানে 'স্মসি'—এই মধ্যম পুরুষের এক বচনের ক্রিয়াপদকে, 'স্মঃ'—এই উত্তম পুরুষের বহুবচনের ক্রিয়াপদ রূপে পরিকল্পনা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়,—'হে ইন্দ্র। তোমার সদৃশ অন্য কেহ না থাকায় আমরা তোমারই স্বভূত হই।' এইরূপ, সম্বোধ্য 'হরীণাম্ স্থাতঃ' পদদ্বয়ের ভাব গ্রহণ করা হয়—'হরি নামক অশ্বসমূহের অধিষ্ঠাতা।' অর্থাৎ, হরি-নামক অশ্বসমূহে যিনি অধিষ্ঠান করেন। সম্বোধনের বিশেষণ-রূপে 'পুরূবসঃ' 'প্রণেতঃ' এবং 'হরীণাম স্থাতঃ' এই পদ-কয়টী পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—যিনি হরি-নামক অশ্বসমূহে অধিষ্ঠিত হয়েন যিনি বহুধনের অধিস্বামী এবং যিনি কর্ম্মসমূহকে উৎকর্ষ দান করেন। সেই ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—"হে বহুধনবান্ কর্ম্মপূরক ইন্দ্র। তোমার সদৃশ লোকেরই আমরা আত্মীয়, তুমি হরীনামক অশ্বের অধিষ্ঠাতা।" বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই অর্থই দেখিতে পাই। পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাখ্যাতেও এই ভাবই প্রকাশমান্। মন্ত্রটীর হিন্দি ভাষায় প্রচলিত ব্যাখ্যা; যথা,—

"বহুত ধনবালে কর্ম্মোঁকো উত্তমতাসে পার লাগানেবালে হরিনামক অশ্বোঁকে অধিষ্ঠাতা হে ইন্দ্র তুম্হারে নিজ হম হৈঁ।"

"তোমার সদৃশ লোকেরই আমরা আত্মীয়,"—এতদুক্তি দেবতার মাহাত্ম্যপ্রকাশক অথবা দেবতার নিকট প্রার্থনামূলক—কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা বুঝিতে পারি না। ইংরাজী ভাষার একটী অনুবাদে মন্ত্রের ভাব কিন্তু অন্যরূপে পরিব্যক্ত দেখি। যদিও 'হরীণাম্ স্থাতঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে ইন্দ্রদেবকে অশ্বের পরিচালক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, কিন্তু 'ত্বাবতঃ' পদের অর্থে তাঁহার উপর নির্ভরপরায়ণতার ভাব প্রকাশমান্ দেখি। 'প্রণেতঃ' পদ-সম্বন্ধেও সেই ইংরাজী ব্যাখ্যায় সুষ্ঠুভাব প্রকাশমান্। যথা,—

"We, Indra, Lord of ample wealth, our guide,
depeud on one like thee,
Thou driver of the tawny steeds !

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য—ভগবানের সহিত মিলন। 'ত্বাবতঃ' পদ সেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক। এখানে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমরা আপনার সহিত মিলনাভিলাষী; আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন।' 'হরীণাম্' পদের বিষয় পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদে 'জ্ঞানকিরণসমূহ' অর্থ প্রকাশ পায়। ভগবান্ যে জ্ঞানকিরণসমূহের অধিষ্ঠাতা, তাঁহারই অনুকম্পায় যে আমরা জ্ঞানলাভে সমর্থ হই অথবা জ্ঞানের অভ্যন্তরে তিনি যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। আর, এই জন্যই তিনি 'হরীণাম্ স্থাতঃ।' সকল কর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধন,—সেও তাঁহারই করুণা সাপেক্ষ। তাঁহার করুণা ভিন্ন জ্ঞান-লাভও হয় না, তাঁহার করুণা ভিন্ন কর্ম্মেও উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর নহে। আর, সেই জন্যই তিনি 'প্রণেতঃ'। বহু প্রকার ধনের—সর্ব্বপ্রকার ধনের অধিস্বামী বলিয়াই তিনি 'পুরূবসঃ'।

তারপর, মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্মসি' ক্রিয়াপদটীকে অব্যাহত রাখিয়া অন্বয়ান্তরে মন্ত্রে আর এক সুষ্ঠুভাব প্রকাশ পাইতে পারে। সে পক্ষে 'পুরূবসঃ' 'প্রণেতঃ' এবং 'হরীণাম্ স্থাতঃ' পদত্রয়কে সম্বোধন-পদ মধ্যে গণ্য না করিয়া,সম্বোধ্য 'ইন্দ্র' পদের আকাঙ্ক্ষিত 'ত্বং' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিতে পারি। তাহাতে অন্বয় ও ব্যাখ্যা হয়;—

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) যদি 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ বয়ং) 'ত্বাবতঃ' (ত্বয়া সহ মিলনাভিলাষিণো ভবামঃ), তদা ত্বং 'পুরূবসঃ' (বহুধন-সম্পন্নঃ—অস্মৎসম্বন্ধে ইতি ভাবঃ) 'প্রণেতঃ' (অস্মাকং কর্ম্মণাং উৎকর্ষসাধকঃ) তথা 'হরীণাং স্থাতঃ' (অস্মাকং জ্ঞানকিরণানাং অধিষ্ঠাতঃ) 'স্মসি' (ভবসি)।

'স্মসি' পদকে 'স্মঃ' রূপে পরিবর্ত্তিত করার অপেক্ষা এই অর্থকেই আমরা অধিকতর সঙ্গত অর্থ বলিয়া মনে করি। সুধিগণ সকল অর্থই বিচার করিয়া দেখিবেন। (২অ—৮খ—৮দ—৯সা)।০

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৪৬ম সূক্তের প্রথমা ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক চতুর্থ অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয় গানের নাম—"সাকমশ্বং ধুরাং সাম বা।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকং। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।
নবমঃ খণ্ডঃ। নবমী দশতি।

নবমী দশতি।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২র
উত্বা মদন্তু সোমাঃ কৃণুষ রাধো অদ্রিবঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৫ র র ৪ ৫ ২ ১র ২ ১র ২র ১
১। উত্বামন্দন্তুসো হোমাঃ। কৃণোহো। ষরোহো। ধা অদ্রিবাঃ।
২ ১ ২ ১ — — S ২
অ। বত্রা ২ ৩ হ্মা। দ্বিষা ২ ঃ হা ২ ই। ঔ ৩ হো ৩ ১
২ ১ A ৩ ৫র র ২
য়ে ৩। জা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।
১ ১ ১ ১ ১
যয়ু ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (অদ্রিবৎ দৃঢ়, অচঞ্চলেতি ভাবঃ, হে ভগবন্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, সৎকর্ম্মাণি) 'উৎ' (উৎকৃষ্টং, সর্ব্বতোভাবেন) 'মদন্তু' (মাদয়ন্তু, বিচালয়ন্তু); অস্মভ্যং 'রাধঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'অব' (রক্ষণং, আশ্রয়ং) 'কৃণুষ' (প্রদানং কুরু, প্রযচ্ছ); তথা 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' (ভগবতঃ দ্বেষ্টীন্, সৎকর্ম্মণি বাধাপ্রদানকারিণঃ রিপূন্) 'জহি' (নাশয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং শত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মভ্যং আশ্রয়ং পরমার্থঞ্চ দেহি। (২অ—৯খ—৯দ—১সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

অদ্রিবৎ দৃঢ় অচঞ্চল হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ (সৎকর্ম্মনিবহ) আপনাকে আনন্দিত (বিচালিত) করে; আপনি আমাদিগকে পরমার্থরূপ ধন এবং রক্ষা প্রদান করুন; আর আমাদিগের রিপুশত্রুগণকে বিনাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ আপনি আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিন ও পরমার্থ প্রদান করুন।)॥ (২অ—৯খ—৯দ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমে খণ্ডে—সৈষা প্রথমা। প্রগাথ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'সোমাঃ' 'উৎ' উৎকৃষ্টং 'মদন্তু' মাদয়ন্তু। হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্ ইন্দ্র! ত্বমস্মভ্যং 'রাধঃ' ধনং 'কৃণুষ' কুরু প্রযচ্ছ। কিঞ্চ 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' ব্রাহ্মণদ্বেষ্টীন্ 'অব' 'জহি' বিদারয়েত্যর্থঃ॥ (২অ—৯খ ৯দ—১সা)।

* . *

প্রথম (১৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— . ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমাঃ' ও 'মদন্তু' পদদ্বয় উপলক্ষে, ভাষ্যাদিতে প্রকাশ, ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'এই সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্যসমূহ তোমাকে মত্ততা প্রদান করুক; অর্থাৎ, এই সোমরস পান করিয়া তুমি মত্ততাযুক্ত হও।' তার পর, 'অদ্রিবঃ' পদে 'বজ্রবন্' অর্থাৎ বজ্রধারী অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে যেন বলা হইতেছে,—'তুমি আমাদিগকে 'রাধঃ কৃণুষ' অর্থাৎ ধন দাও।' একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বুঝা যায়, মদ্য দানে মদ্য পান করাইয়া দেবতার মত্ততাসাধনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে কৌশলে ধনাদি-লাভের কামনাই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে

'ব্রহ্মদ্বিষঃ' পদে 'ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ' অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই দ্বেষ্টৃগণকে হনন বা বিদারণ করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপে প্রচলিত অর্থসমূহে মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মন্ত্রে নিম্নলিখিত ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে ; যথা,—হে ইন্দ্র। এই সোমসকল তোমাকে উত্তমরূপে মত্ততাযুক্ত করুক ; আর, হে অদ্রিবন্ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের জন্য ধন প্রস্তুত কর অর্থাৎ প্রদান কর ; আর, ব্রাহ্মণের বিদ্বেষিগণকে বিদারণ (হনন) কর।

অতঃপর আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'অদ্রিবঃ' পদে আমরা 'পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়' অর্থাৎ 'অচঞ্চল' অর্থ গ্রহণ করি। সেই অচঞ্চল পর্ব্বতবৎ দৃঢ় ভগবান্ যে বিচালিত হন, আনন্দময়ের মধ্যে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয় মন্ত্রের প্রথমাংশে "ত্বা সোমাঃ উৎ মদন্তু" সেই ভাব প্রকাশমান দেখি। অচঞ্চল তিনি, কি প্রকারে বিচলিত হন, আনন্দের সাগরে কি প্রকারে কাহার দ্বারা আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়? 'সোমাঃ' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে সেই অবস্থা উপস্থিত হয় ; অর্থাৎ, সৎকর্ম্ম অথবা শুদ্ধসত্ত্বভাব সেই অচঞ্চল ভগবানকেও বিচালিত করিতে পারে। তার পর, তাঁহার নিকট কোন্ সামগ্রী প্রার্থনা করা হইয়াছে—বুঝিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে—আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন, আশ্রয়-দানে রক্ষা করুন। সে পক্ষে তিনি আর কি করিবেন? 'ব্রহ্মদ্বেষিগণকে হনন করুন।' এখানে 'ব্রহ্মদ্বিষঃ' পদে ব্রাহ্মণগণের হিংসাকারী' অর্থ কেন গ্রহণ করিব? ভগবানের প্রতি যাহারা হিংসাপরায়ণ, সৎকর্ম্মে যাহারা বাধা প্রদানকারী, তাহারাই ব্রহ্মদ্বিষ নামে অভিহিত হয় না কি? এপক্ষে আমাদিগের রিপুগণের প্রতি লক্ষ্য আসে। কাম-ক্রোধাদি রিপুগণই ভগবৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করে। এখানে সেই রিপুগণের প্রভাব নাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, রিপুগণকে দমন করিয়া, আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হে ভগবন্, আমাদিগকে আপনাতে আশ্রয় দান করুন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনা,—তাৎপর্য্যার্থ। (২অ—৯খ—৯দ—১সা)॥ *

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, ৫৩ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ৪৪ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত) ইহার গেয়গানের নাম—"যামম্।"

২। সামবেদের ইংরাজী অনুবাদে যদিও সোমরসের (Soma juices) সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষিগণের প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে "অব ব্রহ্মদ্বিষো জহি" অংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে "Drive off the enemies of prayer." আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাৎপর্য্য-পক্ষে এখানে সেই ভাবই প্রকাশ দেখি। কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত অনুবাদসমূহে ব্রাহ্মণদ্বেষী অর্থই লিখিত আছে। আর, তাহা হইতে কোনও ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটী রচনা করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য খ্যাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন,—এতাদৃশ উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ং সাম।

গির্ব্বণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্দ্ধারাভিরজ্যসে।

ইন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ ॥ ২ ॥

* • *

গেয়-গানং।

গির্ব্বণঃ পাহিনঃ সুতং। গির্ব্বণঃ পা। হিনংসুতা ২ মৃ। মধোর্দ্ধারা-

ভিরাহো ২। জ্যাসে ২ ৩। হাউবা। ইন্দ্রাত্বা ২ ৩ দা।

তমায়ে ৩৫। য. ২ শা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

হুরী ৩ শ্রো ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য, স্তুতিমন্ত্রেণ প্রাপ্য ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পাহি' (পিব, গৃহাণ); যদৈব ত্বং 'মধোঃ ধারাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য অভিসেচনৈঃ) 'অজ্যসে' (সিচ্যসে, অভিসিঞ্চিতো ভবসি), তদা 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া শোধিতং, ত্বৎসম্বন্ধযুতং, ত্বৎপ্রদত্তং ইতি ভাবঃ) 'ইৎ' (এব) 'যশঃ' (শ্রেয়ঃ) অস্মান্ প্রদদাসি ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ হে ভগবন্! তব তৃপ্তিপ্রদং শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি সঞ্চার্য্য অস্মাকং শ্রেয়ঃসাধনং কুরু ॥ (২অ—৯খ—৯দ—২সা) ॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতিমন্ত্রসেব্য (স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্য) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন; যখনই আপনি শুদ্ধসত্ত্বের অভিসিঞ্চনের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হয়েন, তখনই আপনার সম্বন্ধযুত (আপনার প্রদত্ত) শ্রেয়ঃ আমাদিগকে প্রদান করেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার তৃপ্তিপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করুন।) ॥ (২অ—৯খ—৯দ—২সা) ॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভিঃ বাগ্ভিঃ স্তুতিভিঃ বননীয়। তথা চ যাস্কঃ গির্ব্বণো দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তীতি (নিঃ ৬।১৪) তাদৃশ হে 'ইন্দ্র'। 'নঃ' অস্মদীয়ং 'সুতং' অভিষুতং ইমং সোমং 'পাহি' পিব ; যতঃ 'মধোঃ' মদকরস্য সোমস্য 'ধারাভিঃ' 'অজ্যসে' সিচ্যসে। হে ইন্দ্র। 'ত্বাদাতং' ইৎ ত্বয়া শোধিতং বিশদীকৃতমেব 'যশঃ' অন্নং অস্মাসু ভবতি॥ (২অ—৯খ—৯দ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রের 'সুতং' এবং 'মধোঃ ধারাভিঃ' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই সোমরসের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। ভাব দাঁড়াইয়াছে ইন্দ্রদেব যেন সে রসে ডুবিয়া আছেন। চলিত ভাষায় যেমন বলে,—'লোকটা মদে ডুবিয়া আছে', ইন্দ্রদেব সেইরূপ যেন সোমরস মাদক-দ্রব্যের ধারায় নিমজ্জিত রহিয়াছেন ;—ঐ সকল পদে এইরূপ ভাব অধ্যাহার করা হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে ;—'হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের অভিষুত সোম পান কর ; যেহেতু তুমি মদকর সোমের ধারার দ্বারা সিক্ত হইয়া থাক। হে ইন্দ্র! অন্ন তোমার কর্তৃক শোধিত হয়।'

ভাষ্যানুসারে যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অর্থ সাধারণতঃ ঐ ভাবই প্রাপ্ত হইয়াছে। 'যশঃ' পদে অন্ন অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'ত্বাবতং' পদে 'আপনার কর্তৃক শোধিত' অর্থ পরিকল্পিত হয়। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে কি সম্ভব অধ্যাহৃত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, পূর্ব্বাপর যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, আমাদিগের অর্থ এখানেও সেই পথেরই অনুসারী। শুদ্ধসত্ত্বের অভিসিঞ্চনে ভগবান্ অভিসিঞ্চিত হয়েন ; তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন ; আর, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত যে যশঃ, তাহাই তিনি আমাদিগকে প্রদান করেন। এবম্বিধ মর্ম্মই এখানে প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া ভগবান্ আমাদিগকে শ্রেয়ঃ প্রদান করুন,—মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি। (২অ–৯খ—৯দ—২সা)॥ *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ৪০ম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"আঙ্গিরসম্ হরিশ্রীনিধনম্।"

২। মন্ত্রটীর ইংরাজী অনুবাদে ভাষ্যানুসারী অর্থের সহিত অর্থের একটু পার্থক্য দেখিতে পাই। "ত্বাদাতং ইৎ যশঃ' বাক্যাংশে "glory in thy gift." অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র ৩ ২
সদা ব ইন্দ্রশ্চর্কৃষদা উপো নু স সপর্য্যান্।
২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
নঃ দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্র॥ ৩॥

গেয়-গানং।

২ ২ ২ ৩ ৪ ২ র ১ ২ ১ ৩ ২ র ১
সাদা। ব ইন্দ্রা ৩ঃ। চক্রৃষাদা। উপোনুসা ৩ঃ। সাপর্য্যান্নঃদেবা ২ ৩ঃ।
২ ২ ২ ৪
বৃতা ২ ৪ ৩ঃ। শূ ৩ ৪ ৩। রা ৬ আ ৫ মিন্দ্রা ৬ ৫ ৬ঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ উপো নু' (যুষ্মাকং সমীপে) 'সপর্য্যান' (নিত্যবিদ্যমান, পরিভ্রাম্যমান্) 'স ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সদা' (সর্ব্বদা) 'চর্কৃষৎ' সৎকর্ম্মানুষ্ঠানার্থং আকৃষৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি, যুষ্মান আকর্ষয়তি ইতি ভাবঃ); 'শূরঃ' (শৌর্য্যসম্পন্নঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বৃতঃ' (অস্মাভিঃ পূজিতঃ সন্) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'দেবঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতঃ, অস্মাকং দেবত্ববিধায়কঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ। এতস্য ভাবঃ—ভগবান্ সদৈব সৎকর্ম্মসম্পাদনায় যুষ্মান্ উদ্বোধয়তি; তদুদ্বোধনং শ্রুত্বা যূয়ং পূজাপরায়ণা ভবত; তেন শ্রেয়ঃ ভবিষ্যতি। (২অ—৯খ—৯দ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের সমীপে নিত্যবিদ্যমান্ (পরিভ্রাম্যমান্) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব তোমাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য আকর্ষণ করিতেছেন; শৌর্য্যসম্পন্ন সেই ইন্দ্রদেব তোমাদিগের কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইলে তোমাদিগের দেবত্ববিধায়ক হইবেন। (আত্মোদ্বোধক এই মন্ত্র। ইহার ভাব এই যে,—ভগবান্ সর্ব্বদা সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; সেই উদ্বোধনা শুনিয়া তোমরা পূজাপরায়ণ হও; তদ্দ্বারা শ্রেয়ঃ হইবে।)॥ (২অ—৯খ—৯দ—৩সা)।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। বামদেব ঋষিঃ। হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'ইন্দ্রঃ' 'সদা' সর্ব্বদা 'বঃ' যুষ্মান্ 'আ' 'চক্র্‌ষৎ' যজ্ঞানুষ্ঠানার্থং আকৃষৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি। কিং কুর্ব্বন্? 'উপোম্‌' যুষ্মাকং সমীপ এব 'স' 'সপর্য্যন্' পুনঃ পুনঃ ভৃশং বা সপর্য্যাং কুর্ব্বন্ হবির্ভোক্তুং মামহ্বযধ্ব-মিতি প্রার্থয়মান ইত্যর্থঃ। অত এব শ্রুত্যন্তরে দেবানাং যজমানপ্রদত্তহবিরূপজীবিত্বং শ্রূয়তে। ইতো দানাদ্ধি দেবা উপজীবন্তীতি। অতঃ অস্মৎসপর্য্যাকর্তৃত্বাৎ 'ইন্দ্রঃ' 'দেবঃ' 'ন' 'শূরঃ' যজমানানাং বাধক ইত্যর্থঃ॥ (১অ—১খ—১দ—৩সা)।

তৃতীয় (১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বড়ই কৌতুকপ্রদ। মন্ত্রে ঋত্বিগ্‌যজমান-গণকে সম্বোধন করিয়া কেহ যেন বলিতেছেন,—'হে ঋত্বিগ্‌যজমানগণ! ইন্দ্র সর্ব্বদা তোমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য আকর্ষণ করিতেছেন; সেই উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদিগের সমীপে পুনঃপুনঃ (সর্ব্বদা) 'সপর্য্যা' করিতেছেন; অর্থাৎ, 'হবিঃ ভোজনের জন্য আমাকে আহ্বান্ কর'—এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। এইরূপ 'সপর্য্যা' করার জন্য ইন্দ্র দেবতা হয়েন,—যজমানগণের বাধাপ্রদানকারী হয়েন না।' বিশ্লেষণ করিলে এরূপ ব্যাখ্যার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—ইন্দ্র যেন সোমপানের জন্য লালায়িত হইয়া ফিরিতেছেন; আর তজ্জন্য তিনি সোমদানকারীদিগের সহায় হইয়া আছেন।

আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনাকারী এখানে আপনার চিত্তবৃত্তি-সমূহকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের মহিমার বা কার্য্যের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন। আমরা যাহাতে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানপরায়ণ হই, আমাদিগের চিত্তবৃত্তি-সমূহ যাহাতে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত থাকে, তদুদ্দেশ্যে তত্ত্বদর্শী সাধক এখানে বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; ভগবান্ তোমাদিগের নিকটে অবস্থান করিয়া তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন,—সর্ব্বথা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে আহ্বান করিতেছেন। ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি সদয় হইবেন; তদ্দ্বারা আমরা দেবত্বের অধিকারী হইতে পারিব। তিনি 'শূরঃ' অর্থাৎ শৌর্য্যসম্পন্ন; তিনি 'বৃতঃ' অর্থাৎ আমাদিগের কর্তৃক পূজিত হইলে, 'নঃ' অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি 'দেবঃ' দীপ্তিদানাদিগুণসম্পন্ন (দেবত্ববিধায়ক) হয়েন।' মন্ত্রে এই ভাবেরই দ্যোতনা আছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—১খ—১দ—৩সা)॥ *

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয় গানের নাম—"বৈরূপম্।"

২। মন্ত্রটীর দুইটী ব্যাখ্যা (ইংরাজী ও হিন্দি) পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল। যথা,—

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ৩ ১ ২
আ ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
২উ ৩ ১ ২
ন ত্বামিন্দ্রাতিরিচ্যতে ॥ ৪ ॥

গেয়-গানং।

২র র ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১
আত্বাবিশন্ত্বিন্দা ৬ বাঃ। সমুদ্রমিবসিন্ধবঃ। সমুদ্রমি। বসিন্ধা ২ ৩
১ ১ র ব ২ র ২ ১উ ২ ১
বাঃ। নত্বামিন্দ্রাতিরিচ্যতে। ন ত্বা মা ২ ৩ য়িন্দ্রা। তিরিচ্যা
২ ১ ২
২ ৩ তা ৩ ৪ তয়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, অস্মাকং সৎকর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'সমুদ্রং ইব সিন্ধবঃ' (নদ্যঃ যথা সমুদ্রং প্রবিশন্তি তদ্বৎ, সাগরগামিন্যঃ নদ্যঃ ইব) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ-বিশন্তু' (সম্মিলিতা ভবন্তু); নদী যথা স্বতমেব সাগরসঙ্গমাভিলাষিণী, তদ্বৎ মম কর্ম্মাণি ভগবৎপরায়ণানি ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা; যৎ হে ভগবন্ 'ত্বং' (ত্বাং) 'ন অতিরিচ্যতে' (কোঽপি লঙ্ঘয়িতুং ন শক্যতে); ভবানেব শ্রেষ্ঠঃ, ভবদীয়ঃ সমকক্ষঃ কোঽপি নাস্তি; অতঃ ত্বৈব শরণাপন্ন ভবামি—ইতি ভাবঃ। (২অ—২খ—১দ - ৪সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ অর্থাৎ আমাদিগের সকল কর্ম্ম, নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ সাগরগামী নদীসকলের ন্যায়, আপনাতে সম্মিলিত হউক; (ভাব এই যে,—নদী

(I) "Indra hath ever thought of you and tended you
whth care. The God,
Heroic Indra, is not checked."

(২) "হে ঋত্বিক যজমানো! ইন্দ্র সর্ব্বদা তুম্হারে সমীপ বার বার প্রার্থনা করতা হুআ। তুমকৈ যজ্ঞানুষ্ঠানকে নিমিত্ত করনা চাহতা হৈ। হমারা বরণ কিয়া হুআ ইন্দ্রদেব শূর হৈ।"

যেমন স্বতঃই সাগরসঙ্গমাভিলাষিণী, আমার কর্ম্মসমূহ সেইরূপ ভগবৎ-পরায়ণ হউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা); যেহেতু হে ভগবন্! আপনাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনার সমকক্ষ কেহই নাই; অতএব আপনারই শরণ লইয়াছি।)॥ (২অ—৯খ—৯দ—৪সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'ইন্দবঃ' শ্রবন্তঃ অস্মাভির্দীয়মানাঃ সোমাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'আবিশন্তু'। তত্র দৃষ্টান্তঃ সমুদ্রং ইব সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলা নদ্যো যথা সমুদ্রং জলাশয়ং সর্ব্বতঃ প্রবিশন্তি তদ্বৎ। যত এবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র! ত্বাং কশ্চিদপি দেবঃ ধনেন বলেন বা 'ন' 'অতিরিচ্যতে' নাতিরিক্তোঽস্তি সামর্থ্যবান্ বিত্তোঽধিকো নাস্তীত্যর্থঃ॥ (২অ—৯খ—৯দ—৪সা)।

* . *

চতুর্থ (১৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ • §——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদ উপলক্ষ সোমরসকে আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'স্যন্দনশীলা নদীসমূহ যেমন সর্ব্বতোভাবে জলাশয়ে প্রবেশ করে, আমাদিগের প্রদত্ত সোমরস সকল সেইরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হউক। যেহেতু আপনা হইতে ধনে বা বলে কাহারও আধিক্য নাই। অর্থাৎ, ধনে ও বলে আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদিগের প্রদত্ত সোমরস সকল আপনার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইতেছে; আপনি তৎসমুদয় গ্রহণ করুন।'

কিন্তু 'ইন্দবঃ' পদে কোন্ সোমলতার রস অর্থ গ্রহণ করিব? যাহা অমৃতের ন্যায়, যাহা অনাবিল, যাহা জ্যোতির্ম্ময়, তাহাই 'ইন্দবঃ'। এ পক্ষে সৎকর্ম্ম শুদ্ধসত্ব প্রভৃতিই 'ইন্দবঃ' পদের তাৎপর্য্যার্থে প্রাপ্ত হই। ঋগ্বেদের বহুস্থলে 'ইন্দবঃ' পদ ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। এ পক্ষে মন্ত্রের এবং তদন্তর্গত উপমার মর্ম্ম এই যে,—'নদীসমূহ যেমন আপনা-আপনি সাগরের অভিমুখে গমন করে, আমাদিগের কর্ম্মসমূহ, সত্বভাবাপন্ন হইয়া, সেইরূপ আপনাতে মিলিত হউক; অর্থাৎ আপনার উদ্দেশে বিহিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে রত থাকি।' মন্ত্র এই অর্থ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ ৯খ—৯দ—৪সা)॥ *

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, ৮১ম সূক্তের, ২২ম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"আসিতং সিন্ধুষাম বা।"

পঞ্চমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥ ৫ ॥

গেয় গানং।

৫ ৩ ২র ৩ ৪ব ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ২

ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহাৎ। ইন্দ্রামর্কাই। ভিরর্কিণাঃ। ইন্দ্রবাণী ৩।

২ ২ ৪ ৪

হা তহায়ি! অনূ ৫ সতা। হো ৫ য়ি। ডা ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'গাথিনঃ' (উদ্গাতারঃ, সামগাঃ) 'বৃহৎ' (বৃহতা, মহতা) 'উক্থেন' (সামমন্ত্রেণ) 'ইন্দ্রং ইৎ' (ইন্দ্রমেব) 'অনূষত' (অনাবিষুঃ, স্তুতবন্তঃ), 'অর্কিণঃ' (ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণকারিণো হোতারঃ) 'অর্কেভিঃ' (ঋঙ্মন্ত্রৈঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রমেব) অনূষত ইতি শেষঃ; 'বাণীঃ' (বাণ্য', যজুর্ম্মন্ত্রৈরধ্বর্য্যব ইতি ভাবঃ.) ইন্দ্রং (ইন্দ্রমেব) অনূষত ইতি শেষঃ। সর্ব্বে অর্চ্চনাকারিণো ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং অর্চ্চয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (২অ—৯খ—৯দ—৫সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ মহৎ সামগানে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ ঋঙ্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন; যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যজুর্ম্মন্ত্রে ইন্দ্রদেবেরই স্তব করেন। (ভাব এই যে—অর্চ্চনাকারী সকলেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।) ॥ (২অ—৯খ—৯দ—৫সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। 'গাথিনঃ' গীয়মানসামযুক্তা উদ্গাতারঃ 'ইন্দ্রং ইৎ' ইন্দ্রমেব 'বৃহৎ' বৃহতা ত্বামিদ্ধি হবামহে। ইত স্যামৃচ্যুৎপন্নেন বৃহন্নামকেন সাম্না 'অনূষত' স্তুবন্তি। 'অর্কিণঃ' অর্চ্চনহেতুমন্ত্রোপেতা হোতারঃ 'অর্কেভিঃ' উক্থরূপৈর্ম্মন্ত্রৈরনূষতঃ। যে ত্ববশিষ্টা অধ্বর্য্যব স্তে বাণীঃ বাগ্ভির্যজুরূপাভি ইন্দ্রং অনূষত। অর্কশব্দস্য মন্ত্রপরত্বং যাস্কেনোক্তং (নি০ ৫।৪) অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চ্চন্তীতি ॥ ৫ ॥

পঞ্চম (১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ইন্দ্র-নামে কোন্ দেবতার উপাসনা করা হইয়াছে, এই এক মন্ত্রে তাহার মর্ম্ম অনুধাবন করা যায়।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'সামগায়ী উদ্গাতৃগণ সামমন্ত্র যে গান করেন, সে তো তোমারই স্তুতিগান। ঋগ্বেদীয় হোতৃগণের উচ্চারিত ঋঙ্মন্ত্রসমূহ—সে তো তোমারই স্তুতি। অধ্বর্য্যু-গণের যে যজুর্মন্ত্র—সে সকল তো তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয়। এক কথায়, ত্রয়ী (বেদ) তোমারই স্তুতিগানে বিনিযুক্ত আছে।' *

এমন যে ইন্দ্রদেব—তাঁহার যে উপাসনা, সে কি সেই জগৎপতির উপাসনা নহে? এই মন্ত্র স্পষ্ট করিয়া সেই বাণীই বিঘোষিত করিতেছে।

নাম দেখিয়া বিচঞ্চল হও কেন? তিনি যে অনন্ত। তাঁহার যে অনন্ত নাম। ইন্দ্র তাঁহার সেই অনন্ত নামের একটী নাম মাত্র।

যেমন তাঁহার নামের অন্ত নাই, তেমনই তাঁহার কর্ম্মেরও অন্ত নাই। অনন্তকর্ম্মী বলিয়াই অনন্ত রূপ-গুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি। যাঁহারা ইন্দ্র নামে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন ('ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' অর্থাৎ ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন); যাঁহারা বিষ্ণু, হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ-কারণরূপে ঘোষণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধ-শক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ। জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে উহা

---

* পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—ঋগ্বেদ প্রথমে রচিত হইয়াছিল, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ পরবর্ত্তী কালের রচনা; সুতরাং এই ঋকের 'গাথিনঃ' 'অর্কিণঃ' ও 'বাণীঃ' শব্দ দ্বারা 'সাম' 'ঋক্' ও 'যজুর' উল্লেখ প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহাদের মতে,—সাধারণ ভাবে ঐ তিন শব্দে 'গাথী' 'অর্কী' ও 'বাণী' এই শ্রেণীর উপাসক বা মন্ত্রোচ্চারণকারী অর্থ মাত্র বুঝাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ মত সমীচীন নহে। একই বেদ যখন বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়; তখন একের মধ্যে অন্যের উল্লেখ না থাকিবার কোনই হেতু নাই।

অনির্ব্বচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব। ত্রিবিধ চিত্তে জগৎ-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি (পঞ্চদশী), যথা,—

"তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক লৌকিকৈঃ॥"

পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এতাদৃশ বিরুদ্ধ মত-ভাবের অধ্যাস হয়, তখন যিনি অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে—তাঁহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে—যে বহু মতবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। ইহাই অধিকার-বাদ। আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ যে কঠোর-কঠিনভাবে অধিকারী-অনধিকারীর স্তর-পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষয়ে অভিনিবেশ-পক্ষে উপদেশ-দানই উদ্দেশ্য মাত্র।

এই দেখুন না কেন,—আমাদিগের ষড়দর্শন। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনাশ—অনাবিল সুখসাধন; অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী, বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে সাগরাভিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু সে যখন সাগরে গিয়া মিশিয়া যায়, তখন তাহার নাম-রূপ সমস্ত লোপ পায়। সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে, চিত্তনদী সেইরূপ নাম-রূপবিমুক্ত হয়। জীবের তাহাই প্রার্থনীয়।

শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই কহিয়াছেন;—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের সেই লক্ষ্যই হউক। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নাম-রূপে বিমুক্ত হইয়া, মানুষ, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেই লীন হউক।

সামগানকারী উদ্গাতৃগণ যে ইন্দ্রের গুণগান করেন, ঋগ্বেদীয় হোতৃগণ যে ইন্দ্রের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, অথবা যজুর্ব্বেদীয় অধ্বর্য্যুগণ যে ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকেন; তিনি এক—তিনি অভিন্ন। এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবেই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে। তাঁহাতে ভেদভাব ভ্রান্তিমাত্র। মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য—মন্ত্রের ইহাই শিক্ষা। (২অ—১খ—১দ—৫সা)। *

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডল, সপ্তম সূক্তের, প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম "যমস্ত ইন্দস্ত বা অর্কঃ।"

ষষ্ঠং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
ইন্দ্র ইষে দদাতু ন ঋভুক্ষণমৃভ৺ রয়িং।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বাজী দদাতু বাজিনং ॥ ৬ ॥

গেয়-গানং।

১। ইন্দ্রইষেদদাতুনঃ। ওহায়ি। ঋভু। ক্ষণা২ম্। ঋভু৺রা
২৩৪য়াম্। বাজীদদাতুবা৩। বাজীদদা। তুবো
২৩৪বা। জা৫ য়িনো৬হায়ি ॥ ৬ ॥

২। ইন্দ্রইষে দদাতুনা৬এ। ঋভুক্ষণম্। ভু২১২৩ম্। রয়ী
৩৪৩ম্। বা২৩জা। দদা২উ২৩। তুবোবা।
জা৫ য়িনো৬হায়ি ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'ইষে' (অস্মাকং অভীষ্টপূরণায়) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ঋভুক্ষণং' (দেবত্বনিলয়ং, সাধুসঙ্গরূপং স্বর্গং ইতি ভাবঃ) 'ঋভুং' (নরদেহে দেবত্বং) তথা 'রয়িং' (পরমার্থরূপং ধনং, মোক্ষং ইতি ভাবঃ) 'দদাতু' (প্রযচ্ছতু); তথা 'বাজী' (বলবান্, যজ্ঞঃ, সৎকর্ম্মরূপী স দেবঃ) অস্মভ্যং 'বাজিনং' (বলং, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যং) 'দদাতু' (প্রযচ্ছতু)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মভিঃ যে দেবত্বপ্রাপ্তাঃ তে এব ঋভবঃ; ভগবদনুকম্পয়া বয়ং ঋভুত্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামঃ; ভগবান্ অস্মান্ তদবস্থায়াং নয়তু। (২অ—৯খ—৯দ—৬সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের অভীষ্টপূরণের জন্য আমাদিগকে 'ঋভুক্ষণ' অর্থাৎ দেবত্বনিলয় (সাধুসঙ্গরূপ স্বর্গ), 'ঋভু' অর্থাৎ নরদেহে

দেবত্ব, এবং পরমার্থ-রূপ ধন (মোক্ষ) প্রদান করুন; আর, সৎকর্ম্মরূপী সেই দেবতা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা যাঁহারা দেবত্বপ্রাপ্ত, তাঁহারাই ঋভুগণ; ভগবানের অনুকম্পার দ্বারা আমরা ঋভুত্ব পাইবার ইচ্ছা করি, ভগবান্ আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া যাউন।)॥ (২অ- ৯খ—৯দ—৬সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। 'ইন্দ্রঃ' এবমস্মাভিঃ স্তুতঃ ইষ্টঃ সন্ 'ঋভুক্ষণং' (বাষপূর্ব্বস্য)—ইতি দীর্ঘাভাবঃ (পা০ ৬।৪।৯)। যাগাদিকর্ম্মকরণেন মহান্তং সর্ব্বেষাং ভ্রাতৄণাং শ্রেষ্ঠং সৌধন্বনং বা অথবা তৃতীয়সবনে প্রজাপতিসবিত্রোর্ম্মধ্যে সোমপানেন মহান্তঃ 'রয়িং' দাতারং 'ঋভুং' সোমপানেন মর্ত্ত্যত্বং বিহায় দেবত্বং প্রাপ্তং তাদৃশং এতন্নামকং দেবং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ইষে' অন্নার্থং 'দদাতু' প্রযচ্ছতু। তথা 'বাজী' বলবান্ 'ইন্দ্রঃ' 'বাজিনং' বলবন্তং বাজনামানং কনীয়াংসং বা ভ্রাতরং সৌধন্বনং অস্মাকমন্নলাভায় দদাতু ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (১৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—:*:—

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিলভাবাপন্ন। 'ঋভুক্ষণং' ও 'ঋভুং' পদ—সেই জটিলতার মূলীভূত। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। বলা হইয়াছে,—ইন্দ্রদেব আমাদিগকে প্রদান করুন। কি প্রদান করিবেন? সেই প্রার্থনার সামগ্রী ত্রিবিধ বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে; আবার, একবিধ প্রার্থিতব্য বস্তু দ্বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি।

প্রথমতঃ, প্রার্থিতব্য বস্তু ত্রিবিধ বলিয়া মনে করা যাউক। তাহা হইলে, 'ঋভুক্ষণং', 'ঋভুং' ও 'রয়িং' এই পদত্রয়ে কি বস্তু কি বা ভাব দ্যোতনা করে, দেখা যাউক। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঋভুদেবগণ সম্বন্ধে কয়েকটী সূক্ত আছে। প্রথম মণ্ডলের বিংশ সূক্ত—ঋভুদেব-সম্বন্ধীয়। ঐ সূক্তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে, ঋভুদেবগণ বলিতে কি ভাব প্রাপ্ত হই—তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই মানুষই যে কর্ম্মগুণে দেবতা হইতে পারে, ঋভুদেবগণ তাহারই আদর্শ। সুতরাং "ঋভুং দদাতু" বলিতে আমাদিগকে ঋভুত্ব প্রদান করুন অর্থাৎ আমরা যাহাতে নরদেহধারী হইয়াও দেবত্বলাভ করিতে পারি, তাহারই বিধান করিয়া দিউন,—এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পায়। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, 'ঋভুক্ষণং' পদে 'ঋভুগণের নিবাসস্থান' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। সে কেমন? অর্থাৎ, ঋভুগণ যেখানে বাস করেন। তাৎপর্য্য—সৎসঙ্গ। সাধুসঙ্গ যে স্বর্গস্বরূপ, শাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ দেখিতে পাই। প্রকারান্তরে সাধুসঙ্গকেই স্বর্গ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে, এখানকার আর একটী প্রার্থনা হইল,—'ভগবান্ আমায় সাধুসঙ্গরূপ স্বর্গ প্রদান করুন।' তার পর, 'রয়িং' পদ কি ভাব

প্রকাশ করে বুঝিয়া দেখুন। ঐ পদের বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদে পরমার্থ-রূপ ধনের (মোক্ষের) প্রার্থনা প্রকাশ পায়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে,—'ঋভুক্ষণং' 'ঋভুং' 'রয়িং' পদত্রয়ে যথাক্রমে সাধুসঙ্গ-লাভের, ঋভুত্বে উপনীত হইবার, এবং পরিশেষে মোক্ষপ্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে "বাজী দদাতু বাজিনং" বাক্যাংশে, 'সেই অবস্থায় উপনীত হইবার উপযোগী সামর্থ্য আমায় প্রদান করুন'—এবম্বিধ কামনা প্রকাশ পাইয়াছে এতদনুসারে মন্ত্রার্থ দাঁড়াইতেছে,—হে ভগবন্! আমায় সেই সামর্থ্য—সেই শক্তি প্রদান কর, আমি যেন সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে পারি, আমি যেন নরদেহে দেবত্ব (ঋভুত্ব) লাভ করিতে সমর্থ হই, পরিশেষে আমি যেন তোমাতেই লীন হইতে পারি।' মন্ত্রের এই অর্থ, এই ভাবই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয়তঃ, "ঋভুক্ষণং ঋভুং রয়িং" পদত্রয় যদি একই অর্থ-সাধক হয় অর্থাৎ প্রথমোক্ত পদদ্বয় শেষোক্ত (রয়িং) পদের দ্যোতক হয়, তাহাতেও তাৎপর্য্যার্থ অভিন্ন রহিয়া যায়। আমরা নরদেহধারী মানুষ, আমাদিগকে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই কর্ম্মাধীন-দেহ দ্বারাই অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই অগ্রসর হইতে হইবে। সে পক্ষে, পরমার্থ-রূপ যে ধনের (রয়িং) প্রার্থনা করা হইতেছে, 'ঋভুক্ষণং' ও 'ঋভুং' তাহারই স্তরবিশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অট্টালিকার শীর্ষদেশে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপানাবলী অতিক্রম করার আবশ্যক হয়, এখানে তাহার স্তর-স্বরূপ ঐ দুই অবস্থার নির্দ্দেশ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশ করে। ভাষ্যে ভাবের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিতে পাই। ভাষ্যকার দুইপ্রকারে 'ঋভুক্ষণং ঋভুং' পদদ্বয়ের অর্থ-প্রকাশে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন—'ইন্দ্র এই প্রকারে আমাদিগের কর্তৃক স্তুত বা ইষ্ট হইয়া ঋভুক্ষণ (অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মকরণের দ্বারা মহান্ অর্থাৎ সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সুধনবিশিষ্ট) ঋভুক আমাদিগকে প্রদান করুন। অথবা, তৃতীয় সবনে প্রজাপতি সবিতৃদেবের মধ্যে সোমপানের দ্বারা মহান্ 'রয়ির' দাতা ঋভুকে প্রদান করুন' এইরূপে বুঝা যায়, এখানকার প্রার্থনা—'ইন্দ্র আমাদিগকে ঋভুক দেন।' সেই ঋভু কেমন? না—সোমপানের দ্বারা মর্ত্যত্ব ত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত। তিনি ইন্দ্রের ভ্রাতা। তিনি বলবান্। তিনি সুধনবিশিষ্ট। তাদৃশ ঋভু নামক দেবতাকে আমাদিগকে দিবেন—কি জন্য? না—আমাদিগের অন্নের জন্য! বলা বাহুল্য, বহু উপাখ্যানের অবতারণা না করিলে এই ব্যাখ্যার কোনই মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারা যায় না। প্রধানতঃ সেই সকল উপাখ্যানের অনুসরণে মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার ত্রিবিধ আদর্শ (একটী বাঙ্গালা, দুইটী ইংরাজী এবং একটী হিন্দি) এইখানে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "ইন্দ্রই অন্নদাতা ও অমর ঋভুক্ষা দেবকে (ঋভুক্ষা অর্থে ঋভু, স্পষ্টই বোধ হইতেছে) আমাদের দান করুন। বলবান্ ইন্দ্র রাজকে দান করুন।"

(a) "May Indra bring to us the bounteous Ribhu Ribhukshana to partake of our sacrificial viands; may he, the mighty, bring the mighty (Vaja)."

(b) "May Indra give, to aid us, wealth handy that rules the skilful ones.

Yea. may the strong give potent wealth !'

(৩) "হমসে ইস্ প্রকার স্তুতি কিয়া হুআ ইন্দ্র সবোঁ মেঁ শ্রেষ্ঠ দাতা সোমপানসে অমর হুএ ঋভু নামক দেবতাকো হমৈঁ অন্নকে লিয়ে দো, তথা বলবান্ ইন্দ্র বলবান ছোটে ভাইকো হমৈঁ অন্নকী প্রাপ্তিকে নিমিত্ত দো।"

উপরি উদ্ধৃত চারিটী ব্যাখ্যায় চারি প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (২অ—১খ—১দ—৬সা)॥•

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
ইন্দ্রো অঙ্গ মহদ্ভয়মভীষদপ চুচ্যবৎ।

২উ ২ ১ ২র
স হি স্থিরো বিচর্ষণিঃ॥ ৭॥

• • •

গেয় গানং।

৫ ৮ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২
ইন্দ্রোঅঙ্গ। মহদ্ভা২৩য়াম্। অভীষদ। পচচ্যা২৩বা৩৪ৎ।

৩ ১ ৩ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
সহা৩৪য়িস্থিরা৩ঃ। বিচোবা। ষা৫নো৬হায়ি॥৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্থিরঃ' (দৃঢ়চেতাঃ) 'বিচর্ষণিঃ' (সর্ব্বদ্রষ্টা) 'স ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মহৎ' (অধিকং, ভীষণং) 'ভয়ং' (ভয়কারণং) 'অঙ্গ' (ক্ষিপ্রং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অভীষৎ'

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, ৮২ম সূক্তের ৩৪ম ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৭ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"সৌমিত্রে।" বিবরণকারের মতে—এই মন্ত্রের ঋষি সুকক্ষ।

(অভিভবতি) 'অপচুচ্যবৎ' (অপচ্যাবয়তি, দূরীকরোতি চ)। ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য প্রভাবেন ভীষণং ভয়কারণমপি দূরীভবতি—ইতি ভাবঃ। (২অ - ৯খ - ৯দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দৃঢ়চেতা সর্ব্বদ্রষ্টা সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব ভীষণ ভয়ের কারণকে নিশ্চয়ই শীঘ্র অভিভব করেন ও দূর করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রভাবের দ্বারা ভীষণ ভয়ের কারণও দূর হয়।)॥ (২অ - ৯খ—৯দ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। গৃৎসমদ ঋষিঃ। 'ইন্দ্রঃ' 'মহৎ' অধিকং 'ভয়ং' সাধ্বসং ভয়কারণং বা 'অঙ্গ' ক্ষিপ্রং 'অভীষৎ' অভিভবতি 'অপচুচ্যবৎ' অপচ্যাবয়তি চ। যদ্বা 'অভীষৎ' অভিভবৎ ভয়কারণং অপচ্যাবয়েৎ। হি যস্মাৎ কারণাৎ 'স স্থিরঃ' কেনাপি চালয়িতুমশক্যঃ 'বিচর্ষণিঃ' বিশ্বস্য দ্রষ্টা। (২অ—৯খ—৯দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (২০০) সামের মর্ম্মার্থ।

——•:*:•——

এই মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবের ত্রিবিধ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। তিনি যে অচঞ্চল, তিনি যে সর্ব্বদ্রষ্টা, তিনি যে কিছুতেই বিচলিত নহেন, পরন্তু সকলের সকল কার্য্যই তিনি যে দেখিতে পান, 'স্থিরঃ' ও 'বিচর্ষণিঃ' বিশেষণ পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। বলা হইয়াছে,—এ সংসারে ভয়ের কারণ যত কিছু থাকুক না কেন, সে ভয় আবার যতই বিভীষিকাপ্রদ হউক না কেন, সেই দেবতার কৃপালাভ করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে অব্যাহত থাকিতে পারা যায়।

ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী—তিন ভাষার প্রচলিত তিনটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ভাব বেশ উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(1) "Verily Indra, conquering all, drives even mighty
fear away,
For firm is he and swift to act."

(২) "ইন্দ্র অধিক ও অভিভবকারী ভয় দূর করুন, তিনি স্থির ও প্রজ্ঞাবান্।"

হিন্দি ভাষার অনুবাদে এই ভাবই আর এক প্রকারে প্রকাশমান। যথা,—

"কিসীসে চলায়মান নহো সকলেবালা বিশ্বকা দ্রষ্টা ইন্দ্র অধিক ভয়কো শীঘ্র নিশ্চয় তিরস্কৃত করতা হৈ দূরভী করতা হৈ।"

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের নিগূঢ় উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা ভগবানের শরণাপন্ন হও, দেবতার আশ্রয় গ্রহণ কর; কোনপ্রকার বিভীষিকা অথবা কোনপ্রকার বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।' (২ম ৯খ—৯২—৭সা)। *

অষ্টমং সাম।

২১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২
ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্ব্বণো গিরঃ।
২ ৩ ৩ ২উ ৩ ১ ২
গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥ ৮ ॥

গেয়-গানং

৩ র ২ ১ ২ ২
ইমা উত্বা। সুতায়ি সুতায়ি। নক্ষন্তা ২ ৩ য়িগে ৩ ৪ ঃ। বনঃ।
২ ২ ১র ১ ২ ১ ২
গাতয়িরাঃ। গাবোবা ৩ ৎসা ৩ ম্। নধী ২ ৩ ৪ বা।
৪ ২
না ৫ বো ৬ হায়ি ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্) 'সুতে সুতে' (বিশুদ্ধীকৃতে সৎকর্ম্মসহযুতে বা সতি) 'ইমাঃ' (অস্মদীয়াঃ এতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ। 'গাবঃ বৎসং ন ধেনবঃ' (ভগবতি একান্তানুরাগিণ্যঃ জ্ঞানপ্রভাঃ যথা নিবাসস্থানং ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ, যদ্বা—সদ্যঃ প্রসূতাঃ গাবিঃ যথা স্বসন্তানং প্রতি প্রধাবন্তি তদ্বৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উ' (সর্ব্বথা) 'নক্ষন্তে' (প্রাপ্নুবন্তু)। বিশুদ্ধভাবেন সৎকর্ম্মণা সহ বা উচ্চারিতাঃ বেদমন্ত্রাঃ হি ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (২ম—৯খ—১দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্! বিশুদ্ধীকৃত অর্থাৎ সৎকর্ম্মসহযুত হইলে, আমাদিগের এই স্তুতিমন্ত্রসকল, ভগবানে একান্তানুরাগিণী জ্ঞানপ্রভা

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের, ৪১ম সূক্তের দশমী ঋক্ (দ্বিতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ইন্দ্রস্য অভয়ঙ্করম্।"

যেন নিবাসস্থান ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (অথবা—সদ্যঃপ্রসূতা গাভীগণ যেমন স্বসন্তানের প্রতি ধাবমান হয় সেইরূপ) আপনাকে সর্ব্বথা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (তাৎপর্য্যার্থ এই যে—বিশুদ্ধ ভাবে অথবা সৎকর্ম্মের সহিত উচ্চারিত বেদমন্ত্র সকল নিশ্চয়ই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।)॥ (২অ—১খ—৯দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। হে 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভির্বননীয়েন্দ্র। 'সুতেসুতে' সোমেঽভিষুতে সতি 'ইমঃ' অস্মদীয়াঃ 'গিরঃ' স্তুতয়ঃ 'ত্বা' ত্বাং 'ঋক্ষন্তে' ব্যাপ্নুবন্তি। 'ধেনবঃ' দোগধ্র্যঃ 'গাবঃ' 'ন' গাব ইব 'বৎসং' যথা শীঘ্রং ব্যাপ্নুবন্তি তদ্বৎ॥ (২অ—১খ—৯দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (২০১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুতেসুতে' পদ উপলক্ষে সোমরসের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হয়। সোমরস অভিষুত অর্থাৎ অভিষবাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, তাহা পান করিবার জন্য ইন্দ্রদেব যেন ছুটিয়া আসেন। কেমন ভাবে ছুটিয়া আসেন? তাহারই উপমায় যেন বলা হইতেছে, দুগ্ধবতী গাভী যেমন বৎসের প্রতি ছুটিয়া যায়, তিনিও তেমনই সোমপানের জন্য ছুটিয়া যান। মন্ত্রে যদিও স্তুতিসকল (গিরঃ) ছুটিয়া যায়—এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাব-পক্ষে ইন্দ্রই ছুটিয়া আসেন—এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া থাকে। অন্য সময় স্তুতি-মন্ত্র যেন সহজে শুনিতে পান না। কিন্তু যখনই সোমরস মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হইল, আর তাঁহাকে আহ্বান করা গেল, অমনি সে আহ্বান তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল; তিনি তাহা শুনিতে পাইলেন অর্থাৎ আহ্বান শুনিয়া নিকটে আসিলেন।

এই মন্ত্রের 'সুতেসুতে' পদদ্বয়ের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থের সকল জটিলতা দূর হয়। সত্য সত্যই কি মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়া স্তব করিলে সে স্তব তাঁহার নিকট পৌঁছায়? আমরা তাহা মনে করি না। হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিতে পারিলে, ভগবদুদ্দেশে উৎকৃষ্ট সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইলে, তখন যে স্তোত্র মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখন যে ভগবানকে আহ্বান করা যায়, ভগবানের নিকট নিশ্চয়ই তাহা পৌঁছিয়া থাকে। উপমায় সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। "গাবঃ বৎসং ন ধেনবঃ"—এই উপমা বেদে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে সকল স্থলে একই ভাব একই অর্থ সঙ্গত দেখিয়াছি। উপমায় ক্ষিপ্র গমনের ভাব প্রাপ্ত হয়। সে পক্ষে 'গাবঃ' 'বৎসং' এবং 'ধেনবঃ' পদত্রয়ের প্রত্যেকের দ্বিবিধ অর্থ সঙ্গত দেখি। 'ধেনবঃ গাবঃ' পদে 'সদ্যপ্রসূত গাভীসকল' অর্থ আসে; আবার 'ভগবানে একান্তানুরাগী জ্ঞানপ্রভা' অর্থও পাইতে

পারি। 'বৎসং' পদে 'স্বসন্তান' অথবা 'নিবাস-স্থান' অর্থ উপলব্ধ হয়। ভগবানে একান্তানুরাগী অর্থাৎ ভগবদনুসারী যে জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত যে জ্ঞান, তাহা যে ত্বরায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সে এক নিত্য-সত্য। তৎপক্ষে 'সুতে সুতে' পদদ্বয়ে 'বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মসমন্বিত হইলে' এইরূপ ভাব আসে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের স্তোত্রমন্ত্রসমূহ বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মসহযুত হউক এবং ত্বরায় আপনাকে প্রাপ্ত হউক। আপনার প্রতি একান্তানুরাগিণী অর্থাৎ ভক্তিযুক্তা জ্ঞানপ্রভা আপনাকে যেমন ত্বরায় প্রাপ্ত হয়, আমার স্তোত্রমন্ত্র সেইরূপ আপনাকে সত্বর লাভ করুক।' (২অ—১খ—১দ—৮সা)॥

নবমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রা নু পূষণা বয়ং সখ্যায় স্বস্তয়ে।

৩ ২ ৩ ১ ২

হুবেম বাজসাতয়ে॥ ৯॥

* * *

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ১র ২ ১ র ২ ২ ১ ২ ১

ইন্দ্রানুপূ ষণা বা ২ ৩ য়াম্। সাখ্যায়। স্বুবস্তা ২ ৩ যায়ি। হুবে ২

১ ২ ১ ২ ২ ২

মাবা ২ ৩। জসো ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ যো ৬ হায়ি॥ ৯॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫ম সূক্তের, ২৮ম ঋক (চতুর্থ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ২৬ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয় গানের নাম "ভাষ্ট্রসাম।"

২। এই ঐন্দ্র পর্ব্বেরই অন্যত্র (২অ—৪খ—৪দ—২সা) এই মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বিতীয় ও নবম ঋকে এই মন্ত্রের অনুরূপ উপমা আছে। তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, এই মন্ত্রের ভাবার্থ সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারে।

৩। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে সোমরসের সম্বন্ধই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। একটী বঙ্গানুবাদ, যথা,—"হে স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী গাভীগণ যেরূপ বৎসের নিকট ধাবমান হয়, তদ্রূপ বারংবার সোমরস অভিষুত হইলে আমাদের এই স্তুতিসকল দ্রুতবেগে তদভিমুখে গমন করে।"

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'স্বস্তয়ে' (শান্তিলাভায়) তথা 'বাজসাতয়ে' (সৎকর্ম্মসাধনার্থং বলপ্রাপণায়) 'ইন্দ্রা পূষণা' (ইন্দ্রপূষণৌ দেবৌ, শান্তিপুষ্টিসাধকৌ তৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং, ত্বরয়া) 'সখ্যায়' (সখিত্বায়, সখ্যভাবেন প্রাপ্তয়ে) 'বয়ং হুবমে' (বয়ং আহ্বয়াম)। যৌ দেবৌ শান্তিপুষ্টিবিধায়কৌ, তয়োরারাধনা সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ। (২অ—১খ—৯দ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শান্তিলাভের আশায় এবং সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত শক্তিলাভের আশায়, শান্তিপুষ্টিসাধক ইন্দ্র ও পূষা দেবদ্বয়কে, ত্বরায় সখ্যভাবে পাইবার জন্য, আমরা আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই যে,—যে দেবতা-দ্বয় শান্তিপুষ্টিবিধায়ক হয়েন, সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহাদিগের আরাধনা করা কর্ত্তব্য।)॥ (২অ—১খ—৯দ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। অথ নবমী। ভরদ্বাজ ঋষিঃ। ইতরেতরযোগাদিন্দ্রপূষণকয়োরুভয়ত্র দ্বিবচনং। 'ইন্দ্রা পূষণা' দেবৌ 'নু' অদ্য চ বয়ং 'স্বস্তয়ে' 'সখ্যায়' শোভনায় সখিত্বায় 'বাজসাতয়ে' বাজস্যান্নস্য বলস্য বা সাতয়ে সম্ভজনায় চ হুবেম আহ্বয়ামঃ স্তবামো বা॥ ৯॥

* * *

নবম (২০২) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রের প্রধান সমস্যা-মূলক পদ—'ইন্দ্রা' ও 'পূষণা'। ভাষ্যে প্রকাশ—ইতরেতর-যোগ-হেতু উভয় পদেই দ্বিবচনের বিভক্তি সংযোগ হইয়াছে। তার পর, 'সুপাং সুলুক' সূত্র অনুসারে 'ইন্দ্রৌ' ও 'পূষণৌ' স্থলে 'ইন্দ্রা' 'পূষণা' দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হোক, ঐ দুই পদে দুই স্বতন্ত্র দেবতা নির্দ্দেশ করিতেছি, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। ভাষ্যে প্রকাশ, ঐ দুই দেবতাকে দ্বিবিধ সামগ্রীর জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। সেই দুই সামগ্রী 'স্বস্তয়ে সখ্যায়' এবং 'বাজসাতয়ে'; অর্থাৎ, শোভন সখিত্ব এবং অন্নের বা বলের সম্ভজন।

কিন্তু আমাদিগের অর্থ--সখ্যভাবে দেবদ্বয়কে পাইবার প্রার্থনা। 'সখ্যায়' পদের প্রতিবাক্য আমরা তাই 'সখ্যভাবেন প্রাপ্তয়ে' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। সেই সখ্যভাবে পাইবার উদ্দেশ্য কি? শান্তিলাভ এবং শক্তিলাভ। 'স্বস্তয়ে' এবং 'বাজসাতয়ে' পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশ পায়। 'আমি শান্তি চাই'—এই কথা বলিলে, কি ভাব ব্যক্ত করে? তদ্দ্বারা শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় না কি? আমরা 'স্বস্তয়ে' পদের

প্রতিবাক্যে তাই 'শান্তিলাভায়' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজসাতয়ে' পদে 'সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা' প্রকাশ পায়। শান্তির অধিকারী হইতে হইলে, সৎকর্ম্ম-সাধনে সামর্থ্যলাভ সর্ব্বথা প্রয়োজন। সৎকর্ম্মসাধনের ফলে মানুষ শান্তি-লাভে সামর্থ্য হয়। সে পক্ষে এখানে বরং 'স্বস্তয়ে' পদের সহিত 'বাজসাতয়ে পদের সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। কিন্তু 'স্বস্তয়ে' পদকে 'সখ্যায়' পদের বিশেষণ রূপে পরিকল্পনা করার পক্ষে, আদৌ যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি,—এই মন্ত্রে দেবতার সখ্যতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। সে প্রার্থনার উদ্দেশ্য—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য এবং শান্তিলাভ।

এখন 'ইন্দ্র' ও 'পূষণ' দেবতা-সম্বন্ধে কি ভাব মনে আসিতে পারে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। ইন্দ্রদেবে শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে; তাঁহার সম্বন্ধে যত মন্ত্রই অনুশীলন করা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই তাঁহাতে শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজমানা আছেন দেখিতে পাইয়াছি। পূষণ দেবতায় 'পুষ্টি' অর্থাৎ শান্তির ভাব প্রাপ্ত হই। অভাব-পূরণই পুষ্টি। অভাব দূরীভূত হওয়াই শান্তি। 'ইন্দ্র' ও 'পূষণ' দুই দেবতায় ঐ দুই বিভূতির পরিকল্পনা করিয়া প্রার্থনাকারী তাঁহাদিগের সখিত্ব প্রার্থনা করিতেছেন; বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনারা আমায় শক্তি ও শান্তি প্রদান করুন।' মন্ত্রার্থে এইরূপ ভাবই আমরা প্রাপ্ত হই। (২অ—৯খ—৯দ—৯সা)॥ *

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৭ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, ২৩ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"পৌষম্।"

২। এই মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদে ত্রিবিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে দ্বিবিধ সামগ্রীর প্রার্থনা দেখিতে পাই। কোন্ ব্যাখ্যায় কি অর্থে কিরূপে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, নিম্নে দ্ধৃত অংশে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। যথা,—

(১) "Indra and Pushan will we call for friendship and prosperity,
And for the winning of the spoil."

(২) "হে ইন্দ্র ও পূষা! অদ্য আমরা আমাদিগের মঙ্গলার্থ তোমাদিগের সহিত বন্ধুত্বের জন্য ও অন্ন লাভের নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"

(৩) হিন্দি ভাষার অনুবাদে কিয়দংশে ভাষ্যের অনুসরণ এবং কিয়দংশে কল্পনার প্রভাব দেখা যায়। যথা,—

"ইন্দ্র ঔর পূষা দেবতাকো আজ হী হম্ কল্যাণরূপ মিত্রভাবকে নিমিত্ত অন্ন ঔর জলকী প্রাপ্তিকে লিয়ে আহ্বান করতে হৈঁ।"

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
ন কি ইন্দ্র ত্বদুত্তরং ন জ্যায়ো অস্তি বৃত্রহন্।
২ ৩ ২উ ৩ ২
ন কোবং যথা ত্বং॥ ১০॥

গেয় গানং।

৪ ৫ ১ ২ ১র র S ১ ২
ন। ক্যোনাকী। আইন্দ্রত্বদুত্তরাম্। নজ্যাযো ২। অস্তা ২ ৪ যির্ব্বা।
S ২ ৩ ৫ ১ ২র ১ ২
হুং ৩ হুম্। ত্রা ২ ৩ ৪ হান্। নক্যো। বংয়া ২ ৩ থা। হুং ৩
২ ২ ৫
হু ৬ ৪ ৩ম্। তু ৩ ৪ ৫ বো ৬ হায়ি॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহন্' (শত্রুনাশক, অজ্ঞানত্ব'নাশক) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বৎ' (ত্বত্তঃ) 'উত্তরং' (উত্তরঃ, উৎকৃষ্টতরঃ—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইতি ভাবঃ) 'ন কি অস্তি' (কোঽপি ন বিদ্যতে); ত্বত্তঃ 'জ্যায়ঃ' (প্রশস্ততরঃ—দাতা ইতি ভাবঃ) 'ন' (কোঽপি নাস্তি); 'যথা ত্বং' (যাদৃশঃ গুণমহিমাপেতস্ত্বং) 'এবং' (তাদৃশঃ গুণমহিমাসম্পন্নঃ) 'ন কি' (কোঽপি ন বিদ্যতে)। জগতি ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য সমকক্ষঃ কোঽপি নাস্তি—ইতি ভাবঃ। (২অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানতা-নাশক হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনা হইতে উৎকৃষ্টতর (ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন) কেহ নাই; আপনার অপেক্ষা প্রশস্ততর (দাতা) কেহ নাই; আপনি যাদৃশ গুণ-মহিমা-বিশিষ্ট, তাদৃশ গুণ-মহিমা-সম্পন্নও কেহ নাই। (ভাব এই যে,—জগতে ভগবান ইন্দ্রদেবতার সমকক্ষ কেহই নাই)॥ (২অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।। অথ দশমী। বামদেব ঋষিঃ। হে 'বৃত্রহন্' বৃত্রস্য নাশক। 'ইন্দ্র'। ইন্দ্রশোবেহপীতি শেষঃ; 'ত্বৎ' ত্বত্তঃ 'উত্তরঃ' উৎকৃষ্টতরঃ 'ন কি' 'অস্তি' ন ভবতি; ত্বত্তো

'জ্যায়ঃ' জ্যায়ান্ প্রশস্ততর একোঽপি নাস্তি। ইন্দ্র! 'ত্বং' লোকে 'যথা' প্রসিদ্ধো ভবসি তথাবিধ একোঽপি 'নকি এবং' নকিরেবাস্তি নৈব ভবতি। কশ্চিদপি লোকে ইন্দ্রসদৃশো নাস্তীত্যর্থঃ॥ (২অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥

* * *

দশম (২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক। মন্ত্রের সাধারণ অর্থ,—'আপনা হইতে উৎকৃষ্টতর (উত্তরং) কেহ নাই, প্রশস্ততর (জ্যায়ঃ) কেহ নাই, এবং আপনার সমকক্ষ (যথা এবং) কেহ নাই।' এই অর্থ হইতে নানারূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন বলা হয়,—তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কেহ নাই, তখনই বিষয়-বিশেষের প্রসঙ্গ মনে আসে। উৎকৃষ্টতর বলিলেই, কোন্ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে। দেবতাকে এখানে যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইবে। সাধারণতঃ এখানে ঐশ্বর্য্যাদির বিষয় মনে আসিতে পারে। তাহাতে ভাব আসে,—তিনি উৎকৃষ্টতর ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই। 'উত্তরং' অর্থাৎ তিনি উৎকৃষ্টতর,'—ইহা হইতে ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—তিনি প্রশস্ততর। কেহ ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিরূপে ব্যয়িত হয়, তৎপ্রতি স্বতঃই দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। যাহার ঐশ্বর্য্য আছে, অথচ দাতৃত্বশক্তি নাই, পরন্তু কার্পণ্য সে ঐশ্বর্য্যকে বেরিয়া আছে; তাহার ঐশ্বর্য্য থাকা-না থাকা উভয়ই সমান। দাতৃত্বই ঐশ্বর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এখানে 'তিনি প্রশস্ততর' বলিতে তাঁহার দাতৃত্ব প্রশস্ত বিস্তৃত তুলনা-রহিত—এবম্বিধ ভাব পাওয়া যায়। তবেই বুঝা যায়, মন্ত্রে তাঁহাকে পরম-ঐশ্বর্য্যশালী এবং শ্রেষ্ঠদাতা বলা হইয়াছে। উপসংহারে "যথা ত্বং ন কি" প্রভৃতি বাক্যাংশে তাঁহার ন্যায় গুণ-মহিমা-বিশিষ্ট দ্বিতীয় আর কেহ নাই এই ভাব প্রকাশ পায়। তাঁহাতে গুণ—ঐশ্বর্য্যের বিকাশ; তাঁহার মহিমা—সে ঐশ্বর্য্যে বিতরণ। (২অ—৯খ—৯দ—১০সা)॥ *

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের, ত্রিশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ঃ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৯শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ইন্দ্রাণ্যং সাম"

২। ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। সেখানে 'ন কি ইন্দ্র' স্থলে 'নকিরিন্দ্র' 'উত্তরং' স্থলে 'ত্বদুত্তরো' এবং 'জ্যায়ো' স্থলে 'জ্যায়া' পাঠ আছে। অর্থ পক্ষে তাহাতে সঙ্গতি দেখি।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দশমঃ খণ্ডঃ। দশমী দশতি।

দশমী দশতি।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২

তরণিং বো জনানাং ত্রদং বাজস্য গোমতঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

সমানমু প্র শংসিষং ॥ ১ ॥

গেয়-গানং।

৫ ৪ ২ ২ ১ র ২ ২ ১ ২ ৩

তরণিং বাঃ। জনা ২ ৩ নাম্। ত্রদং বাজা ৩ স্যা ৩। স্যাগো'মা

৫ ২ ১র ২ ৪

২ ৩ ৪ তাঃ। সমানা ২ ৩ মূ। প্রশা ৫ ৬ সিষাম্।

৪ ৫

হো ৫ ইডা ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং, যুষ্মান্ সৎপথি পরিচালনায়) তথা 'জনানাং' (লোকানাং—মঙ্গলসাধনায় ইতি যাবৎ) 'তরণিং' (পরিত্রাণসাধকং) 'ত্রদং' (শত্রু-বিমর্দ্দকং, রিপুনাশকং) 'গোমতঃ' (জ্ঞানযুতস্য) 'বাজস্য' (কর্ম্মণঃ—দাতারং ইতি যাবৎ)

তং দেবং 'সমানং উ' (নিরন্তরমেব) 'প্র-শংসিষং' (প্রকর্ষেণ স্তৌমি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। আত্মহিতসাধনায় তথা জনহিতসাধনায় দেবারাধনা কর্ত্তব্যা; অহং তৎসঙ্কল্পবদ্ধো ভবামি॥ (২অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের (তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালনার্থ) এবং লোকসমূহের মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণ-সাধক, শত্রুবিমর্দ্দক, জ্ঞানসমন্বিত সৎকর্ম্মের প্রদাতা, সেই দেবতাকে নিরন্তর প্রকৃষ্টভাবে পূজা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; আপনার হিতসাধনের জন্য এবং জনহিত-সাধনের জন্য দেবতার অর্চ্চনা কর্ত্তব্য; আমি তদ্বিষয়ে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ (২অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমে খণ্ডে—সৈষা প্রথমা। ত্রিশোক ঋষিঃ। হে অস্মদীয়া জনাঃ! 'বঃ' যুষ্মাকং 'জনানাং' পুত্রপৌত্রাদীনাং 'তরণিং' তারকং 'ত্রদং' শত্রূণাং তর্দ্দয়িতারং 'গোমতঃ' পশুমতঃ 'বাজস্য' অন্নস্য দাতারং চ ইন্দ্রং 'সমানং উ' সাধারণমেব 'প্রশংসিষং' প্রকর্ষেণ স্তৌমি॥ (২অ—১০খ—১০দ—১সা)॥

প্রথম (২০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ——:*:—— ——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদ উপলক্ষে মন্ত্রার্থ অন্যপথে প্রধাবিত হইয়াছে। যজমান, ঋত্বিক্ বা পুরোহিত অথবা অনির্দ্দিষ্ট অন্য কোনও ব্যক্তি, আপনার আত্মীয়গণকে (জনসাধারণকেও হইতে পারে) সম্বোধন করিয়া যেন বলিতেছেন,—"হে আমাদিগের লোকসকল! 'বঃ' তোমাদিগের 'জনানাং' পুত্রপৌত্রাদিসমূহের 'তরণিং' তারক (ত্রাণকর্ত্তা) 'ত্রদং' শত্রুগণের তর্দ্দয়িতা (বিমর্দ্দক) 'গোমতঃ' পশুমৎ (পশুবিশিষ্ট) এবং 'বাজস্য' অন্নের দাতা ইন্দ্রকে 'সমানম্ উ' সাধারণ ভাবেই (সাধারণতঃ) 'প্রশংসিষং' প্রকৃষ্টরূপে স্তব করি।" ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের এই অর্থই সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু কি জন্য অথবা কাহার জন্য স্তব করিতেছি, তদ্বিষয়ে কোনও আভাষ প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং মন্ত্রটী উচ্চারণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যে কি কোথাও তাহা পরিস্ফুট নহে। পরন্তু সম্বোধনের জটিলতা শিথিলীকৃত করার পক্ষে এবং দেবতার গুণ-মহিমার স্বরূপ-নির্ণয়-পক্ষে শত অন্তরায় আসিয়া বাধা প্রদান করে।

মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দেশের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ প্রচলিত অর্থসমূহ কি ভাব পরিগ্রহ করিয়া আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। যথা ;—

(১) "হে স্তোতাগণ! তোমাদের সন্তানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দ্দক, গো-বিশিষ্ট অন্নদাতা সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি।"

(2) "Him have I magnified, our Lord in common, guardian of your folk,
Discloser of great wealth in kine."

(৩) "হে হমারে পুরুষোঁ। তুম্ পুত্র পৌত্রাদিকোঁকো তারক শত্রুওঁকো ভয় দেনেবালে পশুওঁবালে অন্নকে দাতা ইন্দ্রকো নিরন্তর হী স্তুতি করতা হুঁ।"

কোন্ ব্যাখ্যায় কোন পদে কি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আর তদ্দ্বারা মন্ত্রের কি ভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ব্যাখ্যা সমূহের আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে।

আমরা মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধক বলিয়া মনে করি। ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাকারী পূজক তাঁহার মহিমার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; আর বুঝিতে পারিয়াছেন—চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে বশীভূত করিতে না পারিলে, তাহাদিগকে কেন্দ্রভূত করিয়া ভগবানের প্রতি সঞ্চালিত করিতে সমর্থ না হইলে, এ জীবনে শান্তিলাভের কোনই ভরসা নাই। তাই তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতেছেন। চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া যেন বলিতেছেন—'তোমরা একটু স্থির হও, একটু চাঞ্চল্য পরিহার কর। আমি তোমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য—কেবল তোমাদিগেরই বা বলি কেন—পারিপার্শ্বিক সকলেরই মঙ্গলের জন্য, দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। দেবতা—পরিত্রাণকারী; দেবতা—শত্রুবিমর্দ্দক; দেবতা—জ্ঞানের ও কর্ম্মের প্রদাতা, অর্থাৎ জ্ঞানসংযুত যে কর্ম্মের দ্বারা সকল আপদের শান্তি হয়, দেবতাই তাহার মূলাধার। সুতরাং হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা একটু স্থৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি দেবতার পূজায় ব্রতী হইতে পারিলে, তোমাদিগকেও আর সংসারের পাপ প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে বিমর্দ্দিত হইতে হইবে না; আমিও শান্তির অধিকারী হইতে পারি।' আমরা মনে করি, মন্ত্রার্থের বিশ্লেষণে, এইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্তবৃত্তিসমূহ সৎপথে পরিচালিত হইলে, নিশ্চয়ই মানুষের আপনার এবং সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জনগণের মঙ্গল-সাধন হয়। দেবতার আরাধনায় সেই শুভফল প্রদান করে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত প্রতি পদের ('গোমতঃ' 'বাজস্য' প্রভৃতির) যে প্রতিবাক্য প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসরণে এই তত্ত্ব অধিগত হইবে। (২অ—৩খ—১০দ—১সা)। *

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, ৪৫ম সূক্তের ২৮ম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ৪৭ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম— 'শ্যাবাশ্বং তারণং বা।" মতান্তরে মন্ত্রের ঋষির নাম—'বিরূপ।'

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ২ ৩ ২র
অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
সজোষা বৃষভং পতিং ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

অসৃগ্রমাইন্দ্রা ৬ তে গিরাঃ। প্রাতী ২ ত্বামু ২ ৎ। অহা।
সতা। সা ১ জী ২ যাবা ২। ষভা ২ স্পতিং। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'গিরঃ' (বেদমন্ত্রস্বরূপা বাচঃ) 'অসৃগ্রং' (অসৃজম, উচ্চারয়ামি), 'বৃষভং' (বর্ষণশীলং, অভীষ্টপূরকং) 'পতিং' (পালকং) 'ত্বাং প্রতি' (তব সকাশং) 'উদহাসত' (উদগমন্, ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ); ত্বং চ 'অজোষাঃ' (সেবিতবানসি, সাদরেণ তৎ গৃহ্নাসি ইতি ভাবঃ)। ভগবন্মহিমদ্যোতকোঽয়ং স্তোত্রমন্ত্রঃ। মন্ত্রা ভগবৎপ্রাপকা ইতি ভাবঃ। (২অ—১০খ—১০দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বেদমন্ত্রস্বরূপ আপনার যে বাক্য আমি উচ্চারণ করি, অভীষ্টপূরক প্রতিপালক আপনার সমীপেই তাহা গমন করিয়া থাকে, এবং আপনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। (এই স্তোত্রটি ভগবানের মহিমা-প্রকাশক। স্তোত্র মন্ত্রের দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (২অ—১০খ—১০দ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। মধুচ্ছন্দা ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'তে গিরঃ' ত্বদীয়াঃ স্তুতীঃ 'অসৃগ্রং' সৃষ্টবানস্মি। তা গিরঃ স্বর্গেঽবস্থিতং 'ত্বাং' 'প্রতি' 'উদহাসত' উদগত্য প্রাপ্নুবন। তাদৃশীর্গিরস্ত্বং 'সজোষাঃ' সেবিতবানসি। কীদৃশং ত্বাং? 'বৃষভং' কামানাং বর্ষিতারং 'পতিং' সোমস্য পাতারং, যজমানানাং পালয়িতারং বা, পাতা বা পালয়িতা বেতি (১০।১১) যাস্কেনোক্তত্বাৎ॥ (২অ—১০খ—১০দ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্র ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত মন্ত্রাদির সাফল্যের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে। বলা হইতেছে—'মন্ত্ররূপ আপনার যে বাক্য আমরা প্রকাশ করি, উচ্চারণ করি বা বা আপনার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করি, তাহা আপনার নিকট পৌঁছিয়া থাকে এবং আপনি সাদরে তাহা গ্রহণ করেন।'

আপনি সৎস্বরূপ। আপনার বাক্যও সৎস্বরূপ। সতের সহিত সতের মিলন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সৎস্বরূপ যে আপনার বাক্য (মন্ত্র), সে আপনিই আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হয়। বাষ্প যেমন উর্দ্ধগামী হয়; বাষ্প যেমন উর্দ্ধে আকাশে বাষ্পসমুদ্রে গিয়া স্বতঃই মিলিত হয়; মন্ত্রের 'উদগাসত' (উদগমন্) পদে, সতের সহিত সতের মিলন-সম্বন্ধে সেই ভাবই ব্যক্ত হইতেছে। এ পক্ষে সহজবোধ্য সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইয়া থাকে।

তবে মন্ত্রে মতদ্বৈধের হেতুভূত একটী পদ আছে—'অসৃগ্রম্'। 'সৃজ' ধাতুর 'লঙ্' বিভক্তির উত্তমপুরুষের একবচনে 'অসৃজম্' পদ হয়। বেদে আর্ষ-প্রয়োগে তাহাই 'অসৃগ্রম্' মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাই পূর্ব্বসূরিগণের অভিপ্রায়। আমরাও সে মত মান্য করি। তবে সাধারণতঃ যে অর্থ করা হয়,—'হোতা বলিয়াছেন—আমি এই মন্ত্র সৃষ্টি (রচনা) করিয়াছি;" এ অর্থ আমরা অনুমোদন করি না। বেদমন্ত্র যে ঋষি-বিশেষের রচনা—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, বেদমন্ত্র যে পুরুষকৃত পৌরুষেয় এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য, কেহ কেহ 'অসৃগ্রম্' পদ উপলক্ষ করিয়া, ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। 'সৃজ্' ধাতুর অর্থ—'নির্ম্মাণ করা, ত্যাগ করা'। এখানে সে 'নির্ম্মাণ' বা 'ত্যাগ' কি ভাব প্রকাশ করিতেছে? 'তে গিরঃ অসৃগ্রং'—তোমার বাক্য, তব মুখনিঃসৃত বাক্য, আমি যাহা নির্ম্মাণ বা ত্যাগ করিয়াছি; ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে? ইহাতে বুঝায় না কি,—'তোমার যে বাক্য আমি প্রকাশ করি, উচ্চারণ করি বা তোমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করি?' 'নির্ম্মাণ' বা 'ত্যাগ—ধাতুর দুই অর্থেরই এ ক্ষেত্রে সার্থকতা উপলব্ধ হয়। এরূপ স্থলে, হোতৃবিশেষের সহিত সম্বন্ধ-হেতু মন্ত্রের অনিত্যত্ব কল্পনায়ও অবশ্যই ব্যাঘাত ঘটে। অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—ত্রিকালেই ঋত্বিগগণ বা হোতৃগণ ঐ একই মন্ত্র একই ভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন। তাহাতে বেদ-বাক্যের নিত্যত্ব-বিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক আসিতে পারে না। অতএব, আমরা অবাধে ঐ অংশের অর্থ করিতে পারি,—'তোমার বাক্য বা তোমার স্তুতি যাহা তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, আমরা তাহা উচ্চারণ করিলে, সে বাণী তোমার সামীপ্য লাভ করে এবং তুমি সাদরে তাহা গ্রহণ কর'। অর্থাৎ, প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনার অনুরূপ ফল প্রদান কর।' ইহাই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। শ্রুতি-স্মৃতির সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে,

এইরূপ অর্থ স্বীকার ব্যতীত অন্য অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তাস্তি বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।" অপিচ, কখনও কোনও ঋষি আপনাকে বেদ রচয়িতা বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ঋষিবিশেষকে শ্রষ্টা বলা যাইতে পারে; কিন্তু মন্ত্রের রচয়িতা বলা যায় না। (২অ—১০দ—১০খ—২সা)।

— — • — —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সুনীথো ঘা স মর্ত্ত্যো যং মরুতো যমর্য্যমা।
৩ ২উ ৩ ১ ২
মিত্রাস্পান্ত্যদ্রুহঃ॥ ৩॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ২ ৪ ৫ ১ ২ ১ ২ ১র ২ ১র র ১ ২
সুনীথোঘা ৫ সমর্ত্তিয়াঃ। যম্মরুতো ২ যমর্য্যমা। মিত্রাস্পান্ত্যদ্রুহঃ।
১ ১ ২র ১ ২ ১ ০ ১ ২ ১ ১
উ। উ। বাহা ৩ ১ উবা ২। অতিদ্বিষা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যং (জনং) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ, মরুদ্গণাঃ) পান্তি' (রক্ষন্তি), 'যং' (জনং) 'অর্য্যমা' (অর্য্যমণঃ, গতিকারকাঃ, পথপ্রদর্শকাঃ দেবাঃ) পান্তি, তথা যং 'অদ্রুহঃ' (দ্রোহনাশকাঃ, শান্তিস্থাপকাঃ ইতি ভাবঃ) ''মিত্রাঃ (সুহৃৎস্থানীয়াঃ দেবাঃ) পান্তি; 'স মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীলঃ স জনঃ) 'ঘা' (নিশ্চিতং) 'সুনীথঃ' (সুকর্ম্মপরঃ, সুখলোক প্রাপ্তঃ। ভবতি ইতি শেষঃ। দেবানাং কৃপাপ্রাপ্তঃ জনঃ ইহজীবনেঽপি স্বর্গসুখাধিকারী ভবতি—ইতি ভাবঃ। (২অ—১০খ—১০দ—৩সা)।

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, নবম সূক্তের, চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ১৯ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"বৈরূপম্।"

২। ঋগ্বেদ-সংহিতায় 'সঘোষা' স্থলে 'ওঘোষা' পাঠ দৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

যে মনুষ্যকে বিবেকরূপী দেবগণ, মরুদ্গণ রক্ষা করেন, যে মনুষ্যকে গতিকারক বা পথ-প্রদর্শক অর্য্যমণ দেবগণ রক্ষা করেন এবং যাহাকে শান্তিবিধায়ক সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেবগণ রক্ষা করেন; মরণধর্ম্মশীল সেই মানুষ নিশ্চয়ই সুখস্থান স্বর্গলাভ করে। (দেবগণের কৃপাপ্রাপ্ত জন ইহজীবনে স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে—ইহাই ভাব।)॥ (২অ—১০খ—১০দ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। বৎস ঋষি। 'সঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ যজমানঃ 'সুনীথঃ' সুযজ্ঞঃ সুনয়নো বা ভবতি। 'ঘ' ইতি প্রসিদ্ধৌ। স ইত্যুক্তং কমিত্যাহ। 'যং' যজমানং 'মরুতঃ' দেবাঃ 'পান্তি রক্ষন্তি 'অদ্রুহঃ' অদ্রোগ্ধারো মরুতঃ। তথা অয়ং 'অর্য্যমা' পাতি। 'যং' 'মিত্রঃ পাতি স এবং ভবতীতি॥ ২অ—১০খ ১০দ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (২০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——:•:——

এই মন্ত্রে তিনটী দেবতার নাম আছে; আর, একটী ক্রিয়াপদ আছে। ক্রিয়াপদটী—বহু বচনের; কিন্তু দেবত্রয়ের দুইটিতে বহুবচনের এবং একটীতে একবচনের প্রয়োগ দেখা যায়। অপিচ, 'অদ্রুহঃ' বিশেষণটীতে একবচনের বিভক্তি লক্ষ্য হইলেও, ভাষ্যে মরুদ্গণের বিশেষণ রূপে উহাতে বহুবচনের প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। আমরা কিন্তু একই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট স্বীকার করিয়া দেববাচক তিনটী পদকেই বহুবচনের পদ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি; এবং 'অদ্রুহঃ' পদটীকেও বহুবচনের পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। ভাষ্যে দুইটী দেবতাবাচক পদকে একবচনের পদ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে; এবং তাহাতে একটী দেবতাবাচক পদকে বহুবচনের পদ বলিয়া গৃহীত হইতে দেখি। তদনুসারে—'মরুতঃ পান্তি' 'অর্য্যমা পাতি' এবং মিত্রঃ পাতি'—ভাষ্যে ব্যাখ্যা-মুখে এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু "মিত্রাস্পান্ত্যদ্রুহঃ" বাক্যাংশের বিশ্লেষণে বহুবচনের 'মিত্রাঃ' পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আমাদিগের ব্যাখ্যায়, 'মিত্রাঃ' ও 'মরুতঃ' এই বহুবচনান্ত পদদ্বয়ের সহিত 'অর্য্যমা' পদকে বহুবচনের পদ স্বীকার করিয়া, উহার প্রতিবাক্যে 'অর্য্যমণঃ' পদ গ্রহণ করা গিয়াছে। দেবতা এক হইয়াও বহু হয়েন; গৌরবে বহুবচন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্রের ভাব-পক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের আর বিশেষ কোনও মত-পার্থক্য ঘটে নাই। দেবতাগণ যাহাকে রক্ষা করেন, সে যে সুকর্ম্মশীল সুতরাং সুনয়নবিশিষ্ট অর্থাৎ ভগবদ্দর্শী সুতরাং

সুখলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'সুনীথ' পদে ভাষ্যে 'সুযজ্ঞ সুনয়নো বা' প্রভৃতিবাক্য দৃষ্ট হয়। তাহা হইতেই ঐ সকল ভাব পাওয়া যাইতে পারে। 'মরুতঃ' 'অর্যামা' ও 'মিত্রাঃ' বলিতে কোন্ কোন দেবতাবের প্রতি লক্ষ্য আসে, পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেও সে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। বিস্তার বাহুল্য মাত্র। (২অ—১০খ—১০দ—৩সা)।

চতুর্থং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
যদ্বীডাবিন্দ্র যৎস্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতং।

১ ২ ৩ ১ ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৪ ॥

*

গেয়-গানং।

২র র র র ৩ ৫ ৫ ২ র র ৪ ২ ৩ ৫
ঔহোবা ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ও ৬ হা। যদ্বীডাবী ৩ দ্রা ৩ য়স্থিরাই।

২র র র র ৫ ৫ ২ র ৪
ঔহোবা ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ও ৬ হা। যৎপর্শানে ৩ পা ৩

২র ৩ ৫ ২র র র র ৩ ৫ ৫ ৫
রাভৃতং। ঔহোবা ঔহো ২ ৩ ৪ বা। ও ৬ হা।

২ র ৪ ২র২৫ ২র র র র ৩
বসুস্পার্হা ৩ স্তা ৩ দভর। ঔহোবা ঔহো ২।

৫ ৫ ৪ ৫
৩ ৪ বা। ও ৬ হা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, ৪৬ম সূক্তের, চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত।) ইহার গেয়-গানের নাম— "সৌমিত্রম্ কৌৎসং বা।"

২। এই মন্ত্রের ঋগ্বেদের পাঠ—"মিত্রঃ প পান্ত্যদ্রুহঃ।" ভাষ্যকার এই দৃষ্টিতেই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যৎ' (ধনং) 'বীড়ৌ' (দৃঢ়স্থানে, সুরক্ষিতাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ। 'পরাভৃতং' (বিন্যস্তং, রক্ষিতং), তথা 'যৎ' (ধনং) 'স্থিরে' (অপরিবর্ত্তনীয়ে অবস্থায়াং, নিত্যং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং, তথা 'যৎ' (ধনং) 'পর্শানে' (বিমর্শাক্ষমে, অজ্ঞাতপ্রদেশে) পরাভৃতং, 'তৎ' (সর্ব্বং) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং 'বসু' (ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ)। দৃঢ়রক্ষিতং দুষ্প্রাপ্যং অজ্ঞাতং নিত্যস্বরূপং যদ্ধনং ত্বয়ি বিদ্যমানং অস্তি অস্মভ্যং তৎপ্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা॥ (২অ—১০খ—১০দ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ় স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল-প্রকার ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)॥ (২অ—১০খ—১০দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। ত্রিশোক ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া চ 'বীড়ৌ' দৃঢ়ৈঃ পরৈঃ কম্পয়িতুমশক্যে 'যৎ' ধনং 'পরাভৃতং' বিন্যস্তং 'যৎ' চ 'স্থিরে' স্বয়মচলে পরাভৃতং 'যৎ' চ অপি 'পর্শানে' বিমর্শাক্ষমে পরাভৃতং, যৎ 'বসু' 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'তৎ' ধনং 'আভর' আহর॥ (২অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

* * *

চতুর্থ (২০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ধনের প্রার্থনা আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন-রূপে ধন রক্ষিত হইয়া থাকে। পার্থিব অপার্থিব সকল প্রকার ধনের সম্বন্ধেই এরূপ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'পর্শানে'—এই রূপ ত্রিবিধ স্থানে—ত্রিবিধ আবরণে আমাদিগের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ভগবান্ ইন্দ্রদেবের নিকট সেই ধনের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ় স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধনকে কাঁপাইতে বা নাড়াইতে সমর্থ নহে, হে ভগবন্! আমাদিগকে সেই ধন আপনি প্রদান করুন;—অর্থাৎ আপনি ভিন্ন অন্যে যে ধনের অধিকারী নহে, সেই ধন আমরা যাচ্ঞা

করিতেছি। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় অবস্থায় আছে, অর্থাৎ যে ধন নিত্য সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নহে অর্থাৎ আমাদিগের সকলের অজ্ঞাত স্থানে (পর্শানে) যে ধন রক্ষিত আছে, হে ভগবন্! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' ফলতঃ, দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অপরের অপরিজ্ঞাত নিত্য-স্বরূপ পরমার্থরূপ যে ধন এক মাত্র আপনারই অধিকারে আছে, হে ভগবন সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। (২অ—১০খ—১০দ—৪সা)॥

পঞ্চমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
শ্রুতং বো বৃত্রহন্তমং প্র শর্ধং চর্ষণীনাং।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আশিষে রাধসে মহে॥ ৫॥

গেয়-গানং।

৩ ৩ ১র ২ ২ ২ র ১ ৩
শ্রুতাং। বো বৃত্রহন্তমং। প্রশর্দ্ধং চর্ষণা ২ ৩ ইনাং। আশা ইষা
২ৎ ৩ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ৫
২ ৩ ইরা। ধসেমহা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, মম আত্মহিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) (তথা 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং—হিতসাধনায় ইতি যাবৎ, যদ্বা—আত্মোৎকর্ষসাধকানাং মহাত্মানাং—পদাঙ্কানুসরণেন ইতি যাবৎ) 'বৃত্রহন্তমং' (শত্রুনাশকং, অজ্ঞানতাদূরীকারকং) 'শর্দ্ধং' (বলভূতং, সর্ব্বস্তাঃ শক্তেঃ আশ্রয়স্থলং) 'শ্রুতং' (প্রসিদ্ধং তং দেবং) 'মহে' (মহতে) 'রাধসে' (ধনায়) 'প্র' প্রকৃষ্টরূপেণ) 'আশিষে' (স্তুতিভিঃ পূজয়ামি)। সাধুনাং পদাঙ্কানুসরণায় লোকানাং হিতসাধনায় বা তথা আত্মোৎকর্ষবিধানায় সকলশ্রেয়ঃকারণং ভগবন্তং আরাধয়ামি ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (২অ—১০খ—১০দ—৫সা)।

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৪৫ম সূক্তের ৪১ম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ৯৪ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত।) ইহার গেয় গানের নাম—"স্তৌভম্।"

২। এই মন্ত্রের ঋষির নাম পাঠান্তরে 'ত্রিশোক' স্থলে 'অশোক' দৃষ্ট হয়॥

বঙ্গানুবাদ

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের জন্য (আমার আত্মহিতসাধন উদ্দেশ্যে এবং মনুষ্যগণের হিতসাধনের নিমিত্ত (অথবা আত্মোৎকর্ষ-সাধক মহাত্মগণের পদাঙ্কানুসরণে) অজ্ঞানতানাশক সকল শক্তির আশ্রয়-স্থল সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে মহৎ ধনের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে পূজা করি। (সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে অথবা মনুষ্যের হিতসাধনের জন্য এবং আত্মোৎ-কর্ষ বিধানের নিমিত্ত সকল মঙ্গলকারণ ভগবানকে আরাধনা করিতেছি। এই প্রকার সঙ্কল্পমূলক এই মন্ত্রটী।)। (২অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। সুকক্ষ ঋষিঃ। 'শ্রুতং' বিখ্যাতং 'বৃত্রহন্তমং' অতিশয়েন বৃত্রস্য হন্তারং 'শর্দ্ধং' বলভূতং বেগবন্তরং বা এতাদৃশমিন্দ্রং 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'বঃ' যুষ্মাকং 'আশিষে'। আশ্রাতেলেঁটি উত্তম ইতি সিপ্ প্রত্যয়ঃ ছন্দস্যপি দৃশ্যতে (পা০ ৬৪।৭৩) ইত্যাভাগমঃ। তমিন্দ্রং স্তুতিঃ প্রীণয়িত্বা যুষ্মভ্যং প্রকর্ষেণ অস্মৈ প্রযচ্ছানীত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'মহে' মহতে 'রাধসে' ধনায় ধনং যুষ্মভ্যং দাতুং। 'আশিষে আশুষে' ইতি চ পাঠো॥ (২অ—১০খ—১০দ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (২০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

এই মন্ত্রটীর অন্তর্গত 'বঃ' পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী যেন ঋত্বিগ্গণকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে—এইরূপ পরিকল্পনা দেখিতে পাই। তদনুসারে ঋত্বিগ্গণকে দক্ষিণা বা অর্থ দান উপলক্ষে এই মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহাতে মন্ত্রটীর যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহার তিনটী আদর্শ (বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দি—তিন ভাষার) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) "(হে ঋত্বিকগণ)! প্রসিদ্ধ, বৃত্রহন্তা, বলস্বরূপ ইন্দ্রের (স্তুতি করিয়া তোমাদিগকে প্রভূত ধন দান করি।"

(২) "Him your best Vritra-slayer, him the famous champion of mankind
I urge to great munificence"

(৩) "প্রসিদ্ধ অতিশয় করকৈ বৃত্রাসুরকে নাশক পরমবেগ বালে ইন্দ্রকো মনুষ্যোঁ মেঁ তুম্হারে বহুত যে অন্নকে লিয়ে প্রসন্ন করকৈ বিশেষরূপ সে অর্পণ করতা হূ।"

ইহার মধ্যে ইংরাজী ব্যাখ্যাটিতে কোনও একটী ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া

বুঝা গেল না। তবে মোটামুটি সকল ব্যাখ্যাতেই মন্ত্রোচ্চারণকারীই যে ধনের প্রদাতা, তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রটী যে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে এবং আত্মোদ্বোধনমূলক, ভাবার্থে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা যখন প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদিগের নিজেরও মঙ্গল সাধিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক সংসারের অপরেরও মঙ্গল সাধিত হয়। সংসারে একজন সৎকর্ম্মকারী হইলে, সংসারে একজন সাধুর অভ্যুত্থান ঘটিলে, পারিপার্শ্বিক অনেকেরই তাহাতে উপকার হইয়া থাকে। মন্ত্র সেই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রোচ্চারণকারী এই মন্ত্রে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন,—'আমি যেন আত্মহিতের জন্য এবং পারিপার্শ্বিক সকলের হিতের জন্য সেই সর্ব্বশক্তির আশ্রয়স্থল ভগবানকে পূজা করিতে সমর্থ হই।' প্রার্থনার পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমায় সেই শক্তি দাও, আমি যেন আমার চিত্তবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সর্ব্বথা তোমার পূজায় ব্রতী হইতে পারি। কেন-না, তদ্দ্বারা আমার আত্মহিতসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জনহিতসাধন অবশ্যম্ভাবী।' চিত্তবৃত্তিসমূহের সম্বোধনে সুতরাং আত্মসম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—১০খ—৩দ—২সা)।

———•———

ষষ্ঠং সাম।

অরং ত ইন্দ্র শ্রবসে গমেম শূর ত্বাবতঃ।
অরং শক্র পরেমণি ॥ ৬ ॥

গেয় গানং।

আরন্তইন্দ্রশ্রবসেএ। এ। গমাইমশূরত্বাবতা ৩ঃ। হোবা ৩ হাই। অরা২ শাহক্রা ২ ৩। হোবা ৩ হাই। পরাইমা ২ ৩ণা ৩ ৪ ৩ ই। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা ॥ ৬ ॥

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮২ম সূক্তের, ষোড়শ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৪ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"শ্রৌতং।"

২। এই মন্ত্রে 'আশিষে' পদের পাঠ ঋগ্বেদে 'আত্তয়ে' রূপ দৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (শৌর্য্যসম্পন্ন) 'শক্র' (শক্তিমন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'শ্রবসে' (মঙ্গলসাধনায়—অস্মাকং লোকানাং চ) 'ত্বাবতঃ' (ত্বদঙ্গীভূতাঃ, ত্বৎসহমিলনাভিলাষিণঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব, ত্বৎসম্বন্ধীনি) 'পরেমণি' (শ্রেষ্ঠকর্ম্মণি) 'অরং অরং' (পর্য্যাপ্ত-রূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'গমেম' (গচ্ছেম, তিষ্ঠেম, যেন বয়ং মিলিতাঃ সন্তঃ তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ)। অত্র প্রার্থনা—হে ভগবন্! এবং বিধেহি যেন বয়ং নিখিলহিতসাধনায় সর্ব্বথা তব পূজাপরায়ণা ভবাম। (২অ—১০খ ১০দ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শৌর্য্যসম্পন্ন শক্তিমন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের এবং লোকসমূহের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত, আপনার সহিত মিলনাভিলাষী হইয়া (আপনার অঙ্গীভূত হইয়া) আপনার সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-সমূহে সর্ব্বতোভাবে আমরা যেন মিলিতে পারি, তাহারই বিধান করুন! (এখানকার প্রার্থনা—হে ভগবন্! এইরূপ বিধান করুন—আমরা যেন নিখিল-হিত-সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকারে আপনার পূজাপরায়ণ হই।)॥ (২অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। বামদেব ঋষিঃ। হে 'শূর' বীর 'ইন্দ্র'! তে তব 'শ্রবসে' শ্রবণীয়াং ত্বদীয়াং কীর্ত্তিং শ্রোতুং। 'অরং' অলং পর্য্যাপ্তং যথা ভবতি তথা 'গমেম' প্রবৃত্তা ভবেম। হে 'শক্র' শক্তিযুক্তেন্দ্র! 'ত্বাবতঃ' ত্বৎসদৃশস্য 'পরেমণি' পরত্বে উৎকর্ষনিমিত্তং 'অরং' 'গমেম' ত্বৎকীর্ত্তিবদন্যস্যাপি ত্বৎসদৃশস্য দেবস্য কীর্ত্তি গচ্ছেমেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

* * *

ষষ্ঠ (২০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বীর ইন্দ্র! আপনার কীর্ত্তি শুনিতে পর্য্যাপ্তরূপে প্রবৃত্ত হই। হে শক্তিযুক্ত ইন্দ্র! আপনার সদৃশ উৎকর্ষনিমিত্ত ত্বৎকীর্ত্তিবৎ ত্বৎসদৃশ অন্য দেবতার কীর্ত্তি প্রাপ্ত হই।' এখানে ভাষ্যের 'শ্রবসে' পদে শ্রবণযোগ্য আপনার কীর্ত্তি শুনিতে (শ্রবণীয়াং ত্বদীয়াং কীর্ত্তিং শ্রোতুং) অর্থ গৃহীত হইয়াছে; 'ত্বাবতঃ' পদে আপনার সদৃশের (ত্বৎসদৃশস্য) এবং 'পরেমণি' পদে 'পরত্বে' অর্থাৎ 'উৎকর্ষনিমিত্ত' অর্থ গৃহীত হইতে দেখি।

প্রতিবাক্যে ও বঙ্গানুবাদে ভাষ্যের অর্থ পরিস্ফুট না হইলেও, উহার অন্তর্নিহিত ভাব উপেক্ষণীয় নহে। ভাষ্যানুসারী প্রার্থনাতেও আত্মোৎকর্ষসাধনের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বথা প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতাকে সম্বোধন করিয়া মানুষ যখন বলিতে পারে,—আপনার কথা শ্রবণে

আমার প্রবৃত্তি হউক ;' আর যখন বলিতে পারে;—'আপনার সদৃশ শক্তিশালী দেবগণের কীর্ত্তিকে আত্মোৎকর্ষসাধনের জন্য যেন প্রাপ্ত হই ;' তখন ভগবৎ-সমীপে তাহার প্রকৃষ্ট প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইল—বলা যাইতে পারে। দেবতার মাহাত্ম্য কথা গ্রহণ করিতে, দেবতার কীর্ত্তি বা শক্তি প্রাপ্ত হইতে, আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে প্রার্থনা, তাহা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। ভাষ্যাভাসে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ভাষ্যানুসারী অর্থ অনুসরণীয়।

তার পর, আমরাও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারও যৌক্তিকতা বুঝিয়া দেখুন। 'শ্রবসে' পদে 'মঙ্গলের জন্য—রক্ষার জন্য' অর্থ বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি মানুষ যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, তাহাতে তাহার আপনার এবং তাহার আত্মীয় জনের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই প্রকাশ পায়। 'শ্রবসে' পদ সেই আকাঙ্ক্ষা দ্যোতনা করিতেছে। 'ত্বাবতঃ' পদের বিষয় পূর্ব্বে এই সামবেদেরই অন্যত্র (২অ—৮খ—৮দ—৯সা) প্রকাশ করিয়াছি। সেখানেও ঐ পদে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, এখানেও সেই ভাবেরই সার্থকতা দেখা যায়। 'পরেমণি' পদে 'শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসমূহের' অর্থ পাইতে পারি। 'গমেম' পদ 'গচ্ছেম' পদের রূপান্তর। বিধিলিঙের ঐ ক্রিয়াপদের দ্বারা 'এরূপ বিধান করুন' ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি, এই মন্ত্রে ভগবানের সহিত মিলনের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যে পক্ষে ভগবানেরই অনুগ্রহ কামনা করা হইয়াছে। (২অ—১০খ—১০দ—৬সা)॥ *

———•——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ১ ২

ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুকথিনং।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥ ৭॥

• • •

গেয় গানং।

৫ র ২ ৩ ২ ৩ ৪ ৫ ১ র ২ ২ ১ ২

ধানাবন্তঙ্করম্ভিণাং। অপূপবন্তম্ ১ কৃথো ৩ নাং। ইন্দ্রাপ্রা ২ ৩ ৪

৫ ৩ ৫ ৪ ৫ ৪ ৫

তাঃ। ও ২ ৩ ৪ হাই। জুষোবা। স্বা ৫ নো ৬ হাই॥ ৭॥

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই মন্ত্রটী অন্য বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয় গানের নাম—"আভীষবম্।"

২। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পরেমণি' পদ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। গ্রিফিথ্স সাহেব লিখিয়াছেন ' At hiichest feast." কিন্তু তিনি বলিয়াছেন,—"The meaning of Paremani is uncertion" কিন্তু ষ্টিভেন্সন্ এই পদের অর্থ করিয়াছেন,—'In our most solemn secrifice."

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবান ইন্দ্রদেব) 'নঃ' (অস্মাকং, অস্মদুচ্চারিতং) 'ধনাবন্তং' (আধারবিশিষ্টং, হৃৎসম্বন্ধযুতং, আন্তরিকং ইতি ভাবঃ) 'করম্ভিণং' (স্নেহার্দ্রযুত, প্রীতি-ভক্তিযুতং) 'অপূপবন্তং' (কেন্দ্রীভূতচিত্তবৃত্তিসমন্বিতং) 'উক্থিনং' (স্তোত্রং) 'প্রাতঃ' (আদৌ, কর্ম্মপ্রারম্ভে ইতি ভাবঃ) জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মদুচ্চারিতং প্রীতিভক্তিসমন্বিতং পূজকং ত্বং গৃহাণ। (২অ—১০খ—১০দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদির উচ্চারিত আন্তরিক প্রীতি-ভক্তিযুত কেন্দ্রীভূতচিত্তবৃত্তিসমন্বিত স্তোত্রকে প্রথমেই (কর্ম্ম-প্রারম্ভে) আপনি গ্রহণ করুন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের উচ্চারিত প্রীতিভক্তিসমন্বিত পূজাকে আপনি গ্রহণ করুন।)॥ (২অ—১০খ—১০দ—৭সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং। অথ সপ্তমী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। যজমানো ব্রূতে—হে 'ইন্দ্র'! 'ধানাবন্তং' ধানা ভৃষ্টযবাঃ তদ্বন্তং 'করম্ভিণং' করম্ভো দধিমিশ্রাঃ সক্তবঃ তদ্বন্তং 'অপূপবন্তং' সংনীয় পুরোডাশাপেতং 'উক্থিনং' স্তোত্রং 'নঃ' অস্মদীয়মিমং সোমং 'প্রাতঃ' সবনে জুষস্ব' সেবস্ব। করম্ভশব্দাৎ তদস্যাস্তীত্যত ইনিঃ অস্ত প্রত্যয়স্বরঃ। প্রাতঃস্বরাদিম্বস্তোদাত্তত্বেন পত্তিস্বারম্ভোদত্তঃ॥ (২অ—১০খ—১০দ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (২১০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ধানবন্তং' 'করম্ভিণং' এবং 'অপূপবন্তং' পদ তিনটির অর্থ-উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আছে। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে এই মন্ত্রের সংহত একটী 'সোমং' পদ সংযোজিত হইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়,—'হে ইন্দ্র! ভৃষ্টযববিশিষ্ট দধিমিশ্রিত যবাদি চূর্ণ (ছাতু) সমন্বিত সজ্জের পুরোডাশ (পিষ্টক) বিশিষ্ট মন্ত্রসংযুক্ত আমাদিগের এই সোমকে (সোমরস মাদক দ্রব্যকে) আপনি সেবা করুন।' সোমরস মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের একটা ক্রিয়ার বিষয় প্রখ্যাত আছে। সোমরসের সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া সোমরসকে সুস্বাদু করা হইত—সোমরস প্রস্তুতের এই এক প্রক্রিয়ার বিষয় জানা যায়। এখানে আবার ভাষ্যাদির ভাবে বুঝা যাইতেছে, দধিমিশ্রিত ভৃষ্টযবের (ছাতুর (পিণ্ড সোমরসের সহিত দেবতাকে

অর্পণ করা হইতেছে। এই মন্ত্রার্থ যে, পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণের কল্পনা প্রসূত ভৃষ্টযবের মণ্ডাদির প্রসঙ্গেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা এখানে দ্বিবিধ দৃষ্টিতে দুই ভাবের অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। ভগবানের উদ্দেশে দ্বিবিধ সামগ্রী অর্পণ করা যায়। সাধারণ ভক্ষ্য ভোজ্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী ভগবানে অর্পণ করা হইয়া থাকে, আবার অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তি প্রভৃতি) ভগবানে উৎসৃষ্ট হইতে পারে। সে পক্ষে, একরূপ দৃষ্টিতে এখানে তণ্ডুল-পিষ্টকাদি-সমন্বিত আহার্য্য-দ্রব্য তাঁহাকে সমর্পণ করা হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবটুকুকেও ভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করা যাইতেছে—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। পক্ষান্তরে 'সোমং' পদ অধ্যাহারে 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণেও ঐ ভাব নিষ্কর্ষ করা যায়। তদনুসারে ভাষ্যানুসারী প্রতি-বাক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক অধ্যাহৃত 'সোমং' পদে শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ করিলেই মন্ত্রার্থ সুষ্ঠুভাব-দ্যোতক হয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা সে পথ পরিগ্রহণ করি নাই; 'সোমং' পদকেও অধ্যাহার করিয়া আনি নাই। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা 'ধানাবন্তং' 'করম্ভিণং' ও অপূপবন্তং' পদত্রয়ের মর্ম্মার্থে যথাক্রমে 'আধারবিশিষ্টং' 'প্রীতিভক্তি-যুতং, এবং 'কেন্দ্রীভূতচিত্তবৃত্তিসমন্বিতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং ঐ সকল পদ 'উক্থিনং' পদের দ্যোতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তৎপক্ষে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের স্তুতিমন্ত্র গ্রহণ করুন; আর, সেই সকল স্তুতিমন্ত্র পূর্ব্বোক্তরূপে আন্তরিকতাবিশিষ্ট প্রীতিভক্তিযুত এবং সকলচিত্তবৃত্তির কেন্দ্রীভূত অবস্থায় উচ্চারিত হউক। অর্থাৎ, আমাদিগের সকল চিত্তবৃত্তি এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া সেই স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণে প্রবৃত্ত হউক।' আমরা এক মনে এক ধ্যানে যেন ভগবানের পূজায় ব্রতী হই, আর তিনি যেন সে পূজা গ্রহণ করেন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। 'ধানাবন্তং' 'করম্ভিণং' ও 'অপূপবন্তং' পদত্রয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ-বিষয়ে ঐ সকল পদের ধাতু ও প্রত্যয়-গত ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে। (২অ—১০খ—১০দ—৭সা)।০

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের, ৫২ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"পৌষম্।"

২। এই মন্ত্রের অর্থ—ইংরাজী, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা—

(১) হে ইন্দ্র! ভৃষ্টযবযুক্ত, দধিমিশ্রিত, সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উক্থবিশিষ্ট আমাদিগের (সোম) প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর।"

(2) "Indra, accept at break of day our Soma mixt with roasted corn,

With groats with cake, with eulogies."

(৩) "যজমান কহতা হৈ কি—হে ইন্দ্র ভুনে হুয়ে যববালে দাধমিলে সক্তু উবালে যকিল পুরোডাশসে যুক্ত স্তুতি কিয়ে হুয়ে হমারে ইস সোমকো প্রাতকালকে সবনমে সেবন করো।"

অষ্টমং সাম।

৩ ১ ২৪৩ ১২৩ ১২ ৩ ১২
অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোদবর্ত্তয়ঃ।
২৩ ১ ২৪৩ ১২
বিশ্বা যদজয়ঃ স্পৃধঃ॥ ৮॥

গেয়-গানং।

অপাম্ফেনেননমুচেঃ। শিরই। দ্রোত। অবা ২ র্ত্ত ২ ৩ ৪ ৫ য়াঃ।
বাইশ্বা ২ ৩ ঃ। যা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। জয়স্পৃধা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যং' (যদা) ত্বং 'অপাং ফেনেন' (শুদ্ধসত্ত্বানাং প্রবাহেণ) 'নমুচেঃ' (পাপস্য, অসুরস্য) 'শিরঃ' (মস্তকং, প্রাধান্যং) 'উদবর্ত্তয়ঃ' (ছিনৎসি, নশ্যসি) তদা 'বিশ্বা' (সর্ব্বাঃ) 'স্পৃধঃ' (শত্রূণাং স্পর্দ্ধাঃ, অসদ্বৃত্তীনাং কার্য্যকারিতাঃ) 'অজয়ঃ' (জয়সি, হংসি, নশ্যতে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মহিমাজ্ঞাপকঃ প্রার্থনাসূচকশ্চ। অস্য ভাবঃ—'হে ভগবন্! যদা ত্বং পাপং নশ্যসি, হৃদি শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ দদসি, তদা সর্ব্বাঃ অসদ্বৃত্তয়ঃ দূরীভবন্তি।' অথবা,—'হে ভগবন্! মহ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রযচ্ছ; তেন মদীয়ং পাপং নাশয়, অসদ্বৃত্তেঃ প্রভাবঞ্চ বিদূরয়।' (২অ—১০খ—১০দ—৮সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনি শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহের দ্বারা পাপের প্রাধান্যকে নাশ করেন, তখন সকল শত্রুগণের স্পর্দ্ধা নাশ প্রাপ্ত হয়। (এই মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক ও প্রার্থনাসূচক। ইহার ভাব,—'হে ভগবন্! যখন আপনি পাপকে নাশ করেন, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন, তখন সকল অসদ্বৃত্তি দূরীভূত হয়।' অথবা,—'হে ভগবন্!

৪। মন্ত্রের প্রথম পাদের অর্থে ষ্টিভেন্‌সন্ লিখিয়াছেন,—"Accompanied with rice, curds, sweet cakes and praises." ফলতঃ সকলেই সোমের বিশেষণ-রূপে ঐ মন্ত্রাংশকে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু 'সোম' পদ কেন অধ্যাহৃত হয়, সোমের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ না করিলে, কদাচ তাহার সার্থকতা রক্ষিত হইবে না।

আমাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন ; তদ্দ্বারা আমার পাপকে নাশ করুন এবং অসদ্বৃত্তির প্রভাবকে বিদূরীরিত করুন।' (২অ—১০খ—১০দ—৮সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। গোষূক্ত্যশ্বসূক্তিনাবৃষী। পুরা কিলেন্দ্রোঽসুরান্ জিত্বা নমুচিমসুরং গ্রহীতুং ন শশাক। স চ যুধ্যমানস্তেনাসুরেণ জগৃহে। স চ গৃহীতমিন্দ্রমেবমবোচৎ ত্বাং বিস্মৃজামি রাত্রাবহ্নি চ শুষ্কেণার্দ্রেণ চায়ুধেন যদি মাং ন হিংসীরিতি। স ইন্দ্রস্তেন বিস্মৃষ্টঃ সন অহোরাত্রয়োঃ সন্ধৌ শুষ্কার্দ্রং বিলক্ষণেন ফেনেন তস্য শিরশ্চিচ্ছেদ। অয়মর্থোঽস্যাং প্রতিপাদ্যতে। 'ইন্দ্রঃ।' ত্বম 'অপাং' 'ফেনেন' বজ্রীভূতেন 'নমুচেঃ' অসুরস্য 'শিরঃ' 'উদবর্ত্তয়ঃ' শরীরাদুদগময়বর্ত্তয়ঃ অচ্ছেৎসীরিত্যর্থঃ। কদেতি চেৎ 'যদ্' যদা 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানাঃ আসুরীঃ সেনাঃ 'অজয়ঃ' জিতবানসি। ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা অসুরান্ পরাভূয় নমুচিমসুরং নালভত ইত্যাদিকমথর্ব্বব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ম্ ॥ (২অ ১০খ—১০দ—৮সা)।

• • •

অষ্টম (২১১) সামের মর্ম্মার্থ।

——§•§——

সমস্যামূলক জটিলভাবপূর্ণ পদবিশিষ্ট এই মন্ত্রটীর অর্থ অলৌকিক এক উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে। তাহাতে বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি জলের ফেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলে; সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলে।"

(২) "With water's foam thou torest off, Indra, the head of Namuchi.
when thou o'ercomest all the foes."

উদ্ধৃত উভয় প্রকার অর্থেই দেখা যাইতেছে, ইন্দ্র জলের ফেনার দ্বারা নমুচি-নামক অসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন ; আর, তখন সকল শত্রুই পরাজিত হইয়াছিল।

এই বিষয়ে পুরাণের যে উপাখ্যানটী আছে, তাহা এই ;—অসুরগণের সহিত দেবগণের যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ইন্দ্র তখন নমুচি নামক অসুরকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; পরন্তু তিনিই (ইন্দ্রই) নমুচি কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হইয়াছিলেন। তখন নমুচির সহিত ইন্দ্রকে এক সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয়। সে সর্ত্তটী এই যে,—দিবসে অথবা রাত্রিতে আর্দ্র অথবা শুষ্ক কোনরূপ অস্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র নমুচিকে কখনও বধ করিতে পারিবেন না। হিরণ্যকশিপু যেরূপ বর পাইয়াছিলেন এবং যে বর প্রাপ্তির জন্য তিনি বিষ্ণুকে তৃণ-তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন—সর্ত্তও কতকটা সেইরূপ। দেবগণের সহিত অসুরগণের শত্রুতা ; কিন্তু অসুর নাশ পক্ষে ঐরূপ অন্তরায়। তাহা হইলে, দেবগণ আর কেমন করিয়া অসুর সংহারে সমর্থ হইবেন

অতএব, ইন্দ্র মুক্তিলাভ করিলেও, নমুচির প্রভাবে দেবগণকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তখন ইন্দ্র এক কৌশল অবলম্বন করেন। দিবাভাগেও নহে, রাত্রিতেও নহে—উভয়ের সন্ধিক্ষণে—সন্ধ্যাকালে, শুষ্ক বা আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা নহে—জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রের সহিত সেই উপাখ্যানের সম্বন্ধ আছে,—ভাষ্যকারের এবং ব্যাখ্যাকারগণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু আমাদিগের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। 'অপাং' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই ভাবই অব্যাহত দেখি। সেই দৃষ্টিতেই 'অপাং ফেনেন' পদদ্বয়ে 'শুদ্ধসত্ত্বামৃতের প্রভাবের দ্বারা' অর্থ প্রাপ্ত হই। হৃদয়ে সত্ত্বভাব যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার যে উচ্ছ্বাস, 'অপাং ফেনেন' পদদ্বয়ে তাহাই সিদ্ধান্ত হয়। 'নমুচি' শব্দে পাপকে বুঝায়। যে সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে না (ন+মুচ্), যে তোমাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না, সেই নমুচি বা নমুচি অসুর। তাহার 'শির' বলিতে তাহার 'প্রাধান্য' অর্থই অনুভূত হয়। ফলতঃ, "অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ" এই বাক্যাংশের শব্দগত অর্থ "জলের ফেনার দ্বারা নমুচির শিরকে" হইতেই রূপক ভাঙ্গিয়া 'শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহের দ্বারা পাপের প্রভাবকে' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'উদবর্ত্তয়ঃ' এবং 'অজয়ঃ' ক্রিয়াপদদ্বয়ে অতীত-কালের বিভক্তি আছে; কিন্তু নিত্যসত্য-বাক্য পরিকল্পনায় উহার অর্থে আমরা বর্ত্তমান কালের প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। অর্থ-পরিগ্রহণ-পক্ষে ঐ দুই পদের প্রতিবাক্যে লটের অথবা লোটের পদ গ্রহণ করা যায়। সেই দৃষ্টিতেই আমরা প্রতিবাক্যাদি গ্রহণ করিয়াছি। (২অ—১০খ—১০দ—৮সা) •

—— • ——

নবমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইমে ত ইন্দ্র সোমাঃ সুতাসো যে চ সোত্বাঃ।

১ ২
তেষাং মৎস্ব প্রভূবসো ॥ ৯ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫ র ২ ১র ২ ১ ২ ১ব র ২
ইমেতআ। দ্র.সামাঃ। হোবা ৩ হোই। সুতাসোয়ে ৩।

১ ১ ৮ ৩ ৫ ৩ ৫র ৫ ২ ১ ২ ১
চাসোতূ ২ ৩ ৪ বাঃ। তে ৪ ষাং। হাই ৩ হাই। মাৎস্বপ্রভু

৫ ৪ ৫
২ ৩ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ হোই ॥ ৯ ॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের, ত্রয়োদশ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ইন্দ্রস্য ক্ষুরপবি।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রভূবসো' (ত্রাণদ প্রভূতধনবন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সুতাসঃ' (বিশুদ্ধাঃ, অবিমিশ্রাঃ) 'চ' (তথা) 'সোত্বাঃ' (সংশোধনযোগ্যাঃ, বিমিশ্রাঃ) 'ইমে' (অস্মাকং হৃদিস্থিতে) 'যে' (সর্ব্বদৈব অনুভূতাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, ভক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বদর্থং) বিদ্যন্তে, 'তেষাং' (শুদ্ধসত্ত্বানাং—অংশং গ্রহণং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'মৎস্ব' (হৃষ্টো ভব)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! অবিমিশ্রা বিমিশ্রা বা চ ভক্তি অস্মাকং হৃদি সঞ্চিতা ভবতি, সর্ব্বাং গৃহাণ, তথা অস্মান্ পরিত্রায়স্ব। (২অ—১০খ—১০দ—৯সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ত্রাণকারী প্রভূত ধনবন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বিশুদ্ধ (অবিমিশ্র) এবং সংশোধনযোগ্য (বিমিশ্র) আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত সর্ব্বদা অনুভূত যে শুদ্ধসত্ত্বভাবসকল (ভক্তিসমূহ) আপনার জন্য বিদ্যমান্ আছে, তাহার অংশ গ্রহণপূর্ব্বক আপনি পরিতৃপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! অবিমিশ্রা ও বিমিশ্রা যে ভক্তি আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চিত হয়, সকলই আপনি গ্রহণ করুন; আর আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (২অ—১০খ—১০দ ৯সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমী। বামদেব ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! 'তে' ত্বদর্থং 'ইমে' পুরতো দৃশ্যমানাঃ 'সোমাঃ' 'সুতাসঃ' অভিষুতাঃ 'যে' 'চ' অন্যে সোমাঃ 'সোত্বাঃ' ইত উর্দ্ধমভি-ষোতব্যাঃ হে 'প্রভূবসো!' প্রভূতধনবন্নিন্দ্র! 'তেষাং' অভিষুতানাং অভিষোতব্যানামর্থে 'মৎস্ব' হৃষ্টো ভব॥ (২অ—১০খ—১০দ—৯সা)॥

• • •

নবম (২১২) সামের মর্ম্মার্থ

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমাঃ', 'সুতাসঃ' এবং 'সোত্বাঃ' এই তিনটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আছে। 'সোমাঃ' পদে 'সোমরস মাদকদ্রব্য' অর্থ গ্রহণ করা হয়; 'সুতাসঃ' পদে অভিষব-ক্রিয়াদির দ্বারা তাহা প্রস্তুত অর্থাৎ পানের উপযোগী হইয়া আছে—এইরূপ ভাব গৃহীত হয়; এবং 'সোত্বাঃ' পদে তাহা অভিষব-ক্রিয়ার উপযুক্ত করা হইতেছে—এবম্বিধ অর্থ দ্যোতিত হইয়া থাকে। সোমলতা আহরণ করিয়া তাহার কতকগুলির রস বাহির করা হইয়াছে এবং কতকগুলির রস প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে—এই সকল ভাবই ঐ সকল পদে গৃহীত হইতে দেখি। তদনুসারে 'মৎস্ব' পদ মাদক দ্রব্য-পান-জনিত হর্ষের ভাব প্রকাশ করে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন। 'সোম' শব্দে আমরা সে মলতার 'বর্হিঃ' অর্থ কোথাও গ্রহণ করি নাই। তদনুসারে 'সুতাসঃ' ও 'সোত্রাঃ' পদদ্বয়ের অর্থও অনুরূপ পরিকল্পনা করি। কর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে অবিমিশ্র ও বিমিশ্র দ্বিবিধ ভাবের উৎপত্তি ঘটে। সেই দৃষ্টিতে এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমার কর্ম্মের দ্বারা আমার হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অবিমিশ্রই হউক আর বিমিশ্রই হউক, কৃপা করিয়া আপনি তাহা গ্রহণ করুন, আর তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হউন। এখানে ভগবানের করুণার উপর নির্ভরপরায়ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে (২অ—১০খ—১০দ—৯সা)।*

—— * ——

দশমং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তুভ্যং সুতাসঃ সোমাঃ স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো।

৩ ১ ২

স্তোতৃভ্য ইন্দ্র মৃড়য় ॥ ১০ ॥

* * *

গেয়-গানং।

তুভ্যং হাউ। সুতাসঃ সোমাঃ। স্তীর্ণংবা ২ ৩ র্হীঃ। বিভা ২ হো ১ ই। বা ২ ৩ সা উ। স্তোতা ৩ উ বা ৩। ভ্যআ ২ ই। দ্রম্ ৩ ৪। ঔহোবা। ডা ২ ৩ ৪ য়া ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিভাবসো' (দীপ্তিধন, পরমধনাধিকারিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) 'তুভ্যং' (ত্বদর্থং) 'সুতাসঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'বর্হিঃ' (হৃদি—অস্মাকং

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী অন্য বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয় গানের নাম—"সৌমত্রম্"

২। এই মন্ত্রের 'সোমাঃ' পদে সোমরস অর্থই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে। মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী হিন্দি অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। তদ্দ্বারা তাহা বেশ উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(1) "Thine are these Soma juices, thine, Indra, those
Still to be expressed:
Enjoy them, Lord of princely wealth !"

(২) "হে ইন্দ্র! তুমহারে লিয়ে যহ সোম সম্পাদন কিয়ে হৈঁ ঔর জো সম্পাদন কিয়ে জায়ঁগে হে প্রশংস ধনবালে ইন্দ্র উন সব সোমরসোঁসে প্রসন্ন হুজিয়ে।"

ইতি যাবৎ) 'স্তীর্ণং' (বিস্তীর্ণং ভবতু ইতি শেষঃ); তথা ত্বং 'স্তোতৃভ্যঃ' (প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং) 'মৃড়য়' (কৃপাং কুরু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্। ভগবৎকৃপয়া হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্জায়তু ; তদা অস্মান্ সুখয়। (২অ—১০খ—১০দ—১০সা)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনাধিকারী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার জন্য বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ আমাদিগের হৃদয়ে বিস্তীর্ণ হউক ; আর আপনি এই প্রার্থনা-কারী আমাদিগকে কৃপা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হউক, আর আপনি আমাদিগকে সুখী করুন।) ॥ (২অ—১০খ—১০দ—১০সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দশমী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে 'বিভাবসো' দীপ্তিধন দীপ্তিব্যাপক বা ইন্দ্র। 'তুভ্যং' ত্বদর্থং 'সোমাঃ' 'সুতাসঃ' অভিষুতা তথা 'বর্হিঃ' 'স্তীর্ণং' প্রসারিতং। অতঃ হে 'ইন্দ্র'! ত্বং বর্হিষি নিষণ্ণ সোমান্ পীত্বা 'স্তোতৃভ্যঃ' অস্মভ্যং 'মৃড়য়' দয়াং কুরু যদ্বা অস্মান্ সুখয়। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং ইতি চতুর্থী ॥ (২অ—১০খ—১০দ—১০সা) ॥

দশম (২১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটীতে পূর্ব্বোক্ত (নবম) মন্ত্রেরই অনুরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই মন্ত্রেও 'সুতাসঃ' ও 'সোমাঃ' পদদ্বয় আছে। তাহা হইতে অভিষুত সোমরসের প্রসঙ্গ আসিয়া থাকে এবং 'বর্হিঃ স্তীর্ণং' পদদ্বয়ের 'কুশের উপর বিস্তৃত বা প্রক্ষিপ্ত সোমরস' অর্থ গ্রহণ করা হয়। এ সকল বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং অধিক আলোচনা বাহুল্য মনে করি। আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রের প্রথম পাদের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হউক।' এ পক্ষে 'ভবতু' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করার আবশ্যক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে ভগবানের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'স্তোতৃভ্যঃ' অর্থাৎ তাঁহার প্রার্থনাকারী আমাদিগকে তিনি কৃপা করুন, তাঁহার কৃপায় আমরা যেন সুখের অধিকারী হই,—ঐ অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ। (২অ—১০খ—১০দ—১০সা)।*

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮২ম সূক্তের ২৫ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৫ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম —"সৌমিত্রং।"

২। এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদীয়-পাঠ—"তুভ্যং সোমাঃ সুতে ইমে স্তীর্ণং বর্হির্বিভাবসো। স্তোতৃভ্য ইন্দ্রমাবহ।" বলা বাহুল্য, এই পাঠের অর্থ অনুরূপ হয়।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

একাদশঃ খণ্ডঃ। একাদশী দশতি।

একাদশ দশতি।

প্রথমং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২ ৩ ১ ২
আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুং।

১ ২ ৩ ১ ২
মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫র ২ ১ র ২ ১
আবইন্দ্রাং। ক্রিবিং যথা। বাজয়া ২ ৩ ন্তাঃ। শতাক্রতুং।

২ ১ S ২ ৫
মংহিষ্ঠা ২ ৩ ং সী। চায়া ৩ উবা ৩ ই। দূ ২ ৩ ৪ ভীঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (সৎকর্ম্মসাধনমিচ্ছন্তঃ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং, যুষ্মাকং অভ্যুদয়ার্থমিতি শেষঃ) 'শতক্রতুং' (প্রজ্ঞাসম্পন্নং) 'মংহিষ্ঠং' (সর্ব্বব্যাপকং) 'ইন্দ্রং' (দেবং) 'ইন্দুভিঃ' (ভক্তিসুধাভিঃ) 'ক্রিবিং যথা' (শস্যমিব) 'আ' (সম্যক্) 'সিঞ্চে' (সিঞ্চামি, তর্পয়ামি)। লোকো যথা অন্নবৃদ্ধ্যর্থং জলসেকৈঃ শস্যং সিঞ্চতি অহমপি তথা শুদ্ধসত্ত্বপরিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং ভক্তিরসৈরভিসিঞ্চামি ইতি ভাবার্থঃ। (২অ—১১খ—১১দ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধনেচ্ছু হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমাদিগের অভ্যুদয়ের জন্য, প্রজ্ঞাসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক ইন্দ্রদেবকে, ভক্তিসুধা দ্বারা, শস্যে জল-সিঞ্চনের ন্যায়, সম্যকরূপে অভিসিঞ্চন করিতেছি। (লোকে যেমন অন্নবৃদ্ধির জন্য জল-সেচনের দ্বারা শস্যকে সিঞ্চন করিয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের পরিবৃদ্ধির জন্য ভক্তিরসের দ্বারা ভগবানকে উপাসনা করিতেছি।)॥ (২অ—১১খ—১১দ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ একাদশে খণ্ডে—সেয়ং প্রথমা। শুনঃশেপ ঋষিঃ। 'বাজয়ন্তঃ' অন্নমিচ্ছন্তো বয়ং শুনঃশেপাঃ হে ঋত্বিগ্ যজমানাঃ! 'বঃ' যুষ্মাকং সম্বন্ধিনং 'ইন্দ্রং' 'ইন্দুভিঃ' সোমৈঃ 'আ সিঞ্চে'। বচনব্যত্যয়ঃ (পা° ৩।১।৮৫)। সর্ব্বতঃ সিঞ্চামহে সংর্পয়ামঃ। কীদৃশং? 'শতক্রতুং' শতসংখ্যাককর্ম্মোপেতং 'মংহিষ্ঠং' অতিশয়েন মহান্তং। সেচনে দৃষ্টান্তঃ—'ক্রিবিং যথা'। কৃতীচ্ছেদনে, কৃন্ততে ছিন্ততে খনতে ইতি ক্রিবিঃ ক্রিবিং তাং জলেন পূরয়ন্তি তদ্বৎ॥ (২অ—১১খ—১১দ—১সা)।

প্রথম (২১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——— ⁝•⁝ ———

এ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—লোকে যেমন জলদ্বারা গর্ত্তকে পূর্ণ করে, ইন্দ্রদেবের উদর-রূপ গর্ত্ত সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্য দ্বারা সেইরূপ পূর্ণ করা হয়।' ভাষ্যে আর যে কোনও গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না। সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ; যথা,—'অধুনা অন্নাভিলাষী শুনঃশেপ আমরা, হে ঋত্বিগ্‌গণ হে যজমানগণ! যুষ্মৎসম্বন্ধীয় (তোমাদের) এই ইন্দ্রদেবকে সোমরস দ্বারা তর্পণ (প্রীতিসম্পাদন) করিতেছি। ইন্দ্রদেব কিরূপ? না—শতসংখ্যক কর্ম্মযুক্ত এবং অতিশয় প্রবৃদ্ধ। সেচন—(তর্পণ) বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই,—যেরূপ সাধারণ লোকগণ কূপকে জল দ্বারা পূর্ণ করে, তদ্রূপ। 'বব্রঃ কাটঃ' ইত্যাদি চতুর্দ্দশ কূপ নামের মধ্যে 'ক্রিবিঃ' কূপঃ সূদঃ' এইরূপ পঠিত হইয়াছে।' ঋগ্বেদের ভাষ্যে এরূপও উল্লিখিত হইয়াছে।

মন্ত্রের সমস্ত মূলক পদ তিনটী; 'বাজয়ন্তঃ', 'বঃ' এবং 'ক্রিবিং'। 'বাজয়ন্তঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'অন্নাভিলাষী আমরা শুনঃশেপগণ।' তাঁহার ভাষ্যানুসারে 'বঃ' পদে ঋত্বিগ যজমানগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'ক্রিবিং' পদ, কূপ বা গর্ত্ত অর্থ খ্যাপন করিতেছে। সায়ণ-ভাষ্যে 'বাজয়ন্তঃ' পদের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ঋষিকুমার শুনঃশেপের সম্বন্ধ লোপ পায়। পরন্তু একাধিক শুনঃশেপ এখানকার লক্ষ্যস্থল দেখা যায়। সুতরাং অজিগর্ত্ত-পুত্র শুনঃশেপ বধ্যভূমে নীত হইয়া যে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন,

এখানে সায়ণের ব্যাখ্যাতেই তাহা অপ্রতিপন্ন হয়। বুঝুন—শুনঃশেপ কত জন। জন্ম-জন্মান্তরে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকাল ব্যাপিয়া, কত শুনঃশেপ, কত প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, বর্ত্তমান-মুক্তির প্রার্থনা করিতেছেন,—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? শুনঃশেপ-সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর যে অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, এখানে সায়ণের ভাষ্যে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তার পর, 'বাজয়ন্তঃ' প্রভৃতি পদের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। 'বাজয়ন্তঃ' পদের মূলীভূত 'বাজ' শব্দে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম বুঝাইয়া থাকে। সেই সৎকর্ম্মের অভিলাষী (বাজয়ন্তঃ) বলিতে, কাহাদের প্রতি লক্ষ্য আসে। সে কি সেই সত্ত্বভাব সমূহ নহে? হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ না হইলে, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে কি? অতএব, 'বাজয়ন্তঃ' পদে এখানে শুনঃশেপ-রূপ আমরাই হই, আর অপর যে কেহই হউন, সত্ত্বভাবের অধিকারীকেই (সত্ত্বভাবকেই) বুঝাইতেছে—মনে করিতে পারি। তাহা হইলে, 'বঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতাও সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হয়; তজ্জন্য আর ঋত্বিগ্-যজমানকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয় না। সেই সত্ত্বভাব, ঋত্বিগ্-যজমান-রূপেই আসুক, আর জ্ঞানী ভক্ত সাধক-রূপেই আসুক, এখানে 'বঃ' পদে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর, 'ক্রিবিং' পদের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন ছেদনার্থক 'কৃতী' ধাতু হইতে 'ক্রিবিং' পদ নিষ্পন্ন। তদনুসারে, 'খনিত হয়' বলিয়া, 'ক্রিবিং' পদে কূপাদি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে সেচনের ('সিঞ্চে' পদের) প্রয়োজন কি আছে। 'কূপ' হইতে সেচন করা হইতে পারে; কিন্তু 'কূপে জলসেচন' কষ্টকল্পনা মাত্র। পরন্তু ছেদন-সেচন শস্য সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে,। অতএব, আমরা 'ক্রিবিং যথা' বাক্যে, 'শস্যমিব' অর্থ পরিগ্রহ করিলাম।

এইবার মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করুন। জল-সেচনে কূপ পরিপূর্ণ করার ন্যায়, সোমরস দ্বারা ইন্দ্রদেবের উদর পূরণ করা অর্থই সঙ্গত হয়?—না, জলসেচনে শস্যের পরিপুষ্টিসাধনজনিত অন্নাদি প্রাপ্তির ন্যায়, ভক্তিরসাভিষেকে ভগবানকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আপনার শ্রেয়োলাভকামনাই অধিকতর সঙ্গত হয়? মন্ত্রে যখন প্রার্থনার ভাব আছে; তখন, আপনার অন্তরস্থিত সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া বলাই সঙ্গত হয়,—'হে আমার অন্তরস্থ সত্ত্বভাবসমূহ, তোমাদের অভ্যুদয়-কামনায়, আমি সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে ভক্তিসুধাভিসারে তর্পণ করিতেছি;—মনুষ্যগণ যেমন অন্নলাভাশায় শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করে। ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন; আকাঙ্ক্ষার সমস্ত সামগ্রীই তাঁহাতে বিদ্যমান্ আছে; শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের ফলে, যেমন অন্নাদি-লাভে তৃপ্ত হওয়া যায়, ভক্তিসুধা-প্রদানে তাঁহার নিকট হইতে সেইরূপ অশেষ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকি।' আমরা মনে করি, ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (২অ-১১খ—১১দ—১সা)।

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্। (প্রথম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ২৮ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত) ইহার গেয় গানের নাম—"কৌৎসম্।"

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অতশ্চিদিন্দ্র ন উপা যাহি শতবাজয়া।

৩ ১ ৩ ১ ২
ইষা সহস্রবাজয়া ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

অতশ্চিদিন্দ্রন্নউপা ৬ এ। আয়াহিশ। তবাজা ২ ৭ য়া ৩ ৭।

ইষা ৩ ৪ স হা ৩। স্রবো ২ ৩ ৪ বা। জা ৫ যো ৬ হাই ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'শতবাজয়া সহস্রবাজয়া' (অশেষসৎকর্ম্মসহযুতেন) 'ইষা' (পরিত্রাণোপায়েন অভীষ্টপূরণেন বা সহ) 'অতশ্চিৎ' (অতঃপর, স্বর্লোকাৎ বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'উপা যাহি' (প্রাপয়, উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন্! অস্মান্ সৎকর্ম্মসমন্বিতান্ কৃত্বা ত্রায়স্ব—ইতি প্রার্থনা। (২অ—১১খ—১১দ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অশেষসৎকর্ম্মসহযুত পরিত্রাণোপায়ের সহিত অতঃপর (অথবা স্বর্গলোক হইতে) আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ উদ্ধার করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মসমন্বিত করিয়া পরিত্রাণ করুন।)॥ (২অ—১১খ—১১দ—২সা)॥

২। প্রথম মন্ত্রটীর 'বাজয়ন্তঃ' ও 'বঃ' পদ উপলক্ষে মন্ত্রটীকে চিত্তবৃত্তির সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। সে পক্ষে মন্ত্রের অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা হইতে পারে,—'বাজয়ন্তঃ' (সৎকর্ম্মসাধনমিচ্ছন্তঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং হিতসাধনায় সৎকর্ম্মবিধানায় বা) 'শতক্রতুং মংহিষ্ঠং ইন্দ্রং ইন্দুভিঃ ক্রিবিং যথা আ সিঞ্চে।' ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যাখ্যাদি আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে নিষ্পন্ন হইবে।

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'অতশ্চিৎ' অস্মাৎ দ্যুলোকাদেব যদ্বা অস্মাচ্ছক্রস্থানাৎ 'শতবাজয়া' শতসংখ্যাকবলযুক্তেন তথা 'সহস্রবাজয়া' বাজোঽন্নং (নং ২।৭) সহস্রসংখ্যাকান্নবতা বহুলান্নেন 'ইষা' অন্নরসেন যুক্তঃ সন্ 'নঃ' অস্মান্ 'উপা যাহি' অধিকমাভিমুখ্যেনাগচ্ছ॥ (২অ—১খ—১১দ—২সা)।

দ্বিতীয় (২১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অতশ্চিৎ' পদে 'দ্যুলোক হইতেই' অথবা 'আমাদিগের শক্রস্থান হইতে' অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'শতবাজয়া' ও 'সহস্রবাজয়া' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'শতসংখ্যক বলযুক্ত' ও 'সহস্রপ্রকার অন্নবিশিষ্ট' (বহুল অন্নসম্পন্ন) ভাব প্রকাশ পায়। 'ইষা' পদে 'অন্নরসের দ্বারা যুক্ত' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত হয় এই যে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি দ্যুলোক হইতেই অথবা শক্রস্থান হইতে শতপ্রকার বলযুক্ত এবং সহস্রপ্রকার অন্নযুক্ত অন্নরসের সহিত আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন।'

ভাষ্যের এই ভাব হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ নিম্নরূপে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মন্ত্রের তিন ভাষায় তিনটী ব্যাখ্যা দেখুন; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! এই (দ্যুলোক) হইতেই শতবলযুক্ত অন্নদ্বারা যুক্ত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর।"

(2) 'O Indra, even from that place come unto us with food that gives
A hundrad, yea, a thousand powers."

(৩) "হে ইন্দ্র! দ্যুলোকসে হী সৈকড়োঁ প্রকারকে বলসে যুক্ত সহস্রোঁ প্রকারকে অন্নসে যুক্ত অন্নরসকো সাথমেঁ লিয়ে হুএ হমারে অভিমুখ হোকর পাস আইয়ে।"

উদ্ধৃত ত্রিবিধ ব্যাখ্যায় ভাবের কিরূপ পার্থক্য আছে, সহজেই বোধগম্য হইবে বটে; এবং সকল ব্যাখ্যার মধ্যেই 'ইষা' এবং 'শতবাজয়া' ও সহস্রবাজয়া' পদত্রয়ের অর্থের বিষয়ে যেন একটা প্রহেলিকার আবরণ লক্ষ্য হইবে।

এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি। 'বাজ' শব্দে যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম অর্থ প্রাপ্ত হই। 'শতবাজয়া' ও 'সহস্রবাজয়া' পদদ্বয়ে 'অশেষ সৎকর্ম্মের সহিত যুক্ত' অর্থ আসিয়া থাকে। 'ইষ' শব্দে 'অভীষ্টপূরণ' (পরিত্রাণ) প্রভৃতি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্বিষয় বহুস্থলে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে প্রার্থনার বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে আর কোনই অন্তরায় দেখিতে পাই না। অশেষসৎকর্ম্মযুত পরিত্রাণোপায়ের সহিত অথবা অভীষ্টপূরণের সহিত আপনি আগমন করুন,—এতাদৃশ প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। সে প্রার্থনার সাদাসিধা ভাব এই যে,—'হে

ভগবন্! আমায় সহস্রপ্রকারে সংকল্পান্বিত করিয়া আমার মুক্তির উপায় বিধান করুন।' আপনি আমায় প্রাপ্ত হউন—বলিতেই, 'মুক্তিদান করুন,—এই ভাবই আসিয়া থাকে। (২অ—১১খ—১১দ—২সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

আ বুন্দং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছাদ্বি মাতরং

২ ৩ ১ ২র

ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে॥ ৩॥

গেয়-গানং।

১ ২ ১র ২ ১ ৫ ৩

বুন্দম্বু। ত্রহাদ। দাই। জাতঃ পৃচ্ছা ৩ ৫। বিমা ২ তা

৫ ২ ১ ২ ১ ২ র ১

২ ৩ ৪ রাম্। ক উগ্রা ২ ৩ঃ কে। হাশ্চণ্বিরোইডা

২ ১

২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃত্রহা' (শত্রুনাশকঃ রিপুবিমর্দ্দকঃ দেবভাবঃ বা) 'জাতঃ' হৃদি উৎপন্নঃ সন্, হৃদি জাগরিতঃ সন্) 'মাতরং' (আত্মনঃ উৎপত্তিস্থানং, ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'বি' (বিশেষেণ, নিশ্চিতং ইতি ভাবঃ) 'পৃচ্ছাৎ' (অনুস্মরেৎ, কদাপি বিপথগামী ন ভবতি ইতি ভাবঃ), তথা 'বুন্দং' (শত্রুনাশকং আয়ুধং) 'আ-দদে' (আদায়, গৃহ্লাতি ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'কে কে উগ্রাঃ' (কে কে রিপবঃ প্রচণ্ডবলসম্পন্নাঃ) তথা 'শৃণ্বিরে' (বীর্য্যেণ বিশ্রুতাঃ, বীর্য্যবন্তঃ) তান্ সর্ব্বান্ তেষাং বা 'হা' (হন্তি যদ্বা—সংহারকঃ ভবতি। সত্ত্বভাবঃ ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষাসারী ভূত্বা অন্তঃশত্রূণ্ উন্মূলয়তি—ইতি ভাবঃ। (২অ—১১খ—১১দ—৩সা)।

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮১ম সূক্তের দশমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৬শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম,—"ঔষসং।"

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুনাশক রিপুবিমর্দ্দক দেবতা বা দেবভাব, হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া, আপনার উৎপত্তি-স্থান ভগবানকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করে (অর্থাৎ কখনও বিপথগামী হয় না); এবং শত্রুনাশক আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, কোন্ কোন্ শত্রু প্রচণ্ডবলসম্পন্ন ও বীর্য্যে বিশ্রুত অর্থাৎ বীর্য্যবান্, তাহাদিগের সকলকে হনন করে, অথবা তাহাদিগের সকলের হন্তারক হয়। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব ভগবানের পদাঙ্কানুসারী হইয়া অন্তঃশত্রুসমূহকে উন্মূলিত করে।)॥ (২অ—১১খ—১১দ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। ত্রিশোক ঋষিঃ। 'জাতঃ' উৎপন্নঃ 'বৃত্রহা' ইন্দ্রঃ 'বুদং' ইষুং। তথা চ যাস্কঃ বুন্দ ইষুর্ভবতীতি (নি০ ৯।৩২)। 'আদদে' আদায় চেষুং 'উগ্রাঃ' উদগূর্ণবলাঃ 'কে' 'কে' চ ইহ 'শৃণ্বিরে' বীর্য্যেণ বিশ্রুতা ইতি স্বীয়াং 'মাতরং' 'বি পৃচ্ছাৎ' অপ্রাক্ষীৎ। (২অ—১১খ—১১দ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (২১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ * §—

এই মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। মন্ত্রের যে অর্থ অধুনা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কি দেবতা, কি মন্ত্র—উভয়েরই মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বিস্মৃত হইতে হয়। পরন্তু একটা যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী মন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে—বুঝিতে পারা যায়।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের ভাব এই যে,—'বৃত্রহননকারী ইন্দ্র যেই জন্ম গ্রহণ করিলেন, অমনই ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং আপনার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বলুন তো মা, কে কে উগ্রবীর্য্য শত্রু আছে? আর কেই বা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন?' অর্থাৎ, তাহা জানিতে পারিলে তিনি যেন সেই সকল শত্রুকে আপনার করধৃত ধনুর্ব্বাণের দ্বারা হনন করিবেন—ইহাই তাঁহার প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

এই মন্ত্রেরও তিন ভাষার তিনটী প্রচলিত ব্যাখ্যা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহাতে ঐ অর্থই যে সর্ব্বত্র একবাক্যে পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

(১) "বৃত্রহা জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা উগ্র বলিয়া বিখ্যাত।"

(২) "The new born Vritra-slayer asked his mother, as he seized his shaft,

Who are the fierce and famous ones?"

(৩) "উৎপন্ন হুআ ইন্দ্র বাণকো গ্রহণ করতা হুআ, ঔর উস বাণকো লেকর বল দিখানেবালে কৌন কৌন ইস জগৎমেঁ বিখ্যাত হুএ হৈঁ যহ বাত অপনী মাতাসে বুঝতা হুআ।"

এখন আমরা কোন্ দৃষ্টিতে কি অর্থ গ্রহণ করিতে পারি, তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'বৃত্রহা' পদ। ঐ পদে দেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। যিনি শত্রুনাশক, অজ্ঞানতানাশক, রিপুনাশক, তিনিই 'বৃত্রহা' দেবতাও যাহা, দেবভাবও তাহাই। দেবতার উৎপত্তি অর্থই দেবভাবের বিকাশ। দেবভাবের উন্মেষ বা বিকাশই দেবতার বা দেবভাবের জন্ম। এখন বুঝিয়া দেখুন,—দেবতার বা দেবভাবের সেই জন্ম বা উৎপত্তি কোথায় হয়? সে কি হৃদয়ে নহে? হৃদয়ই কি দেবভাবের জন্মস্থান নহে? এই দৃষ্টিতেই 'জাতঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'হৃদি উৎপন্নঃ সন্' অথবা 'হৃদি জাগরিতঃ সন্' বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর, এখন বিবেচনা করুন দেখি—উৎপত্তির আধার কি? অর্থাৎ, সেই দেবতা বা দেবভাব উৎপন্ন হয় কোথা হইতে? দেবতত্ত্ব আলোচনায় আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি যে,—'দেবতা বা দেবভাব ভগবানেরই অঙ্গীভূত বা অংশস্বরূপ, সুতরাং তাঁহা হইতেই সমাগত। যাহা ব্যষ্টিভাবে দেবতা, তাহাই সমষ্টিভাবে ভগবান্।' ইহাই সূক্ষ্মতত্ত্ব। অতএব, ব্যষ্টিভাবে দেব-রূপের এবং সমষ্টিভাবে ভগবৎ-রূপের পরিকল্পনা করা যায়। সেই দৃষ্টিতেই এখানে 'মাতরং' পদের প্রতিবাক্যে, 'আত্মনঃ উৎপত্তিস্থানং ভগবন্তং' অর্থাৎ 'আপনার উৎপত্তিস্থান ভগবানকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কেন না, যত কিছু দেবত্ব বা দেবভাব, সকলই সেই মূলাধার ভগবান্ হইতেই আসিয়া থাকে। অতঃপর 'পৃচ্ছাৎ' পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। বিধিলিঙের ঐ পদে দেবতার বা দেবভাবের স্বাধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হই। এখানে 'পৃচ্ছাৎ' পদের প্রতিবাক্যে তাই 'অনুস্মরেৎ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। দেবতা বা দেবভাব জন্মমাত্র অর্থাৎ হৃদয়ে জাগরিত হইয়াই আপনার মাতাকে জিজ্ঞাসা করে অর্থাৎ ভগবানের অনুস্মরণ করে (বিপথগামী হয় না)—ইহাই এ মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্যার্থ। অসদ্ভাব বা কুপ্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া থাকে; কিন্তু দেবভাব সদাই সৎপথানুবর্ত্তী সুতরাং ভগবানের অনুসারী থাকে। এই নিত্যসত্য তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত দেখি।

এখন, "বৃন্দং আ দদে", "কে কে উগ্রাঃ শৃণ্বিরে" এবং "হ" এই বাক্যাংশ কয়েকটীর মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'বৃন্দং' পদে অন্য নানা ভাব গ্রহণ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা না করিলেও, 'শত্রুনাশক আয়ুধ' অর্থ গ্রহণ করিলেও, ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই অসদ্বৃত্তি-নাশের আয়ুধ-স্থানীয়। হৃদয়ে দেবভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান-রূপ শত্রুনাশক (অসদ্বৃত্তি-অপহারক) আয়ুধসমূহ মানুষ প্রাপ্ত হয়। 'বৃন্দং আ দদে' বাক্যাংশে সেই আয়ুধ গ্রহণের ভাবই প্রাপ্ত হই। "কে কে উগ্রাঃ শৃণ্বিরে" বাক্যাংশে প্রচণ্ড-বিক্রম-সম্পন্ন কামক্রোধাদি রিপুসমূহের প্রতি লক্ষ্য আসে। উহারাই 'শৃণ্বিরে' অর্থাৎ বিশ্রুত। উহাদিগের অপেক্ষা প্রখ্যাত শত্রু মানুষের আর কি কিছু আছে! উহারাই মুক্তিপথের একমাত্র অন্তরায়। 'শৃণ্বিরে' পদ উহাদিগকেই

নির্দ্দেশ করে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হা' পদটীতে দ্বিবিধ মূর্ত্তি বা ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ অব্যয় পদটীকে ক্রিয়াপদ বলিতেও পারি। তাহাতে উহার প্রকৃত রূপ 'হন্তি' দাঁড়াইতে পারে। অথবা ঐ পদে 'হননকর্ত্তা' অর্থ গ্রহণ করিয়া 'ভবতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহারেও অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়। ভাব পক্ষে তাহাতেও কোনও পার্থক্য ঘটে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটীকে ভগবন্মহিমাজ্ঞাপক নিত্যসত্য তত্ত্বপ্রখ্যাপক মন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। মন্ত্রের সাদাসিধা ভাব এই,—'হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হইলেই তাহার প্রভাবে শত্রুগণ নাশপ্রাপ্ত হয়।' (২অ—১১খ—১১দ—৩সা)। *

— • —

চতুর্থং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃবৎকৃথঁ, হবামহে সুপ্রকরস্নমূতয়ে।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সাধঃ কৃণ্বন্তমবসে ॥ ৪ ॥

• • •

গেয় গানং।

৩ ৫ ৫ ১ ১ র ১
বৃবদুকৃথঁ হ ৬ বা মহাই। সাপ্রা ২ কারা ২। স্নমু। তয়াই।
২ ১ ২ ১ ৫ র ৫
সা ১ ধা ২ ঃ কার্ণ্বা ২ ৩। তগো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ হাই ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণায়) তথা 'অবসে' (পালনায়) 'সুপ্রকরস্নং' (প্রসৃতবাহুং, সদাদানশীলং) 'সাধঃ কৃণ্বন্তং' (সাধকং কুর্ব্বন্তং, সাধুত্বং প্রদাতরং) 'বৃবদুকৃথং' (মন্ত্ররূপং দেবং, ভগবন্তং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। রক্ষণপালনসর্ব্বমূলীভূতং সাধুত্বপ্রদাতরং ভগবন্তং শরণং যাচামহে—ইতি ভাবঃ। (২অ—১১খ—১১দ—৪সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের রক্ষণের এবং পালনের জন্য সেই প্রসৃতবাহু (সদাদানশীল) সাধুত্বপ্রদাতা মন্ত্ররূপ দেবতাকে আমরা আহ্বান করি। (ভাব

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৪৫ম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪২ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ঔষসং।"

এই যে,—রক্ষণপালন সকলের মূলীভূত সাধুত্ব-প্রদাতা ভগবানের শরণ যাচ্ঞা করিতেছি।)॥ (২অ—১১খ—১১দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। মেধাতিথির্ঋষিঃ। 'উতয়ে' লোকস্য রক্ষণায় 'সুপ্রকরস্নং' প্রসৃতবাহুং। করস্নৌ বাহু কর্ম্মণাং প্রস্নাতারৌ ইতি যাস্কবচনাৎ। 'অবসে' লোকস্য পালনায় 'সাধঃ' সাধকং ধনং 'কৃণ্বন্তং' কুর্ব্বন্তং প্রযচ্ছন্তং 'বৃবদুক্থং' মহদুক্থং ইন্দ্রং 'হুবামহে' আহ্বয়ামঃ। তথা চ যাস্কঃ বৃবদুক্থো মহদুক্থো বক্তব্যমস্মা উক্থমিতি বাঃ (নি০ ৬৪) ইতি॥ (২অ—১১খ—১১দ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (২১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দুইটী বিষয় প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ—মন্ত্রের প্রার্থনা কি? দ্বিতীয়তঃ—মন্ত্রের দেবতাই বা কে? কোন দেবতার নিকট কি সামগ্রী প্রার্থনা করা হইতেছে, এখানে তাহাও বুঝিয়া দেখার আবশ্যক। 'উতয়ে' ও 'অবসে' পদদ্বয়ে প্রার্থনার বিষয় বোধগম্য হয়। আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগকে পালন করুন—সাধারণতঃ এই দুই প্রার্থনার ভাবই মন্ত্রে উদ্ভাসিত দেখি। কিন্তু সেই রক্ষা বা পালন-কার্য্য কিরূপে সংসাধিত হইবে, দেবতার স্বরূপ বোধগম্য হইলেই তাহা বুঝা যায়। দেবতা কেমন? 'সুপ্রকরস্নং', 'সাধঃ কৃণ্বন্তং' এবং 'বৃবদুক্থং'। প্রার্থীর জন্য তাঁহার বাহু সদা প্রসারিত রহিয়াছে; যে জন যে বস্তুর প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকেই তাহা প্রদান করিবার জন্য তিনি বাহু প্রসারিত করিয়া আছেন। তাঁহার করুণা-পরায়ণতার—দানশীলতার—এই পরিচয় স্বরূপ 'সুপ্রকরস্নং' পদ প্রযুক্ত দেখি। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পরিচয়—'সাধঃ কৃণ্বন্তং।' ঐ বাক্যাংশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—তিনি সাধু গঠন করেন, অর্থাৎ তাঁহারই অনুকম্পায় আমরা সাধুত্ব লাভ করিতে পারি। তার পর বলা হইয়াছে,—তিনি 'বৃবদুক্থং। ঐ পদের ভাব এই যে, মন্ত্র-রূপে তিনি বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। বিস্তৃতভাবে বুঝিতে গেলে বুঝা যায়, সৎপ্রসঙ্গে সদ্বাক্যে সাধুচিন্তায় তিনি ওতঃপ্রোতঃ মিশিয়া রহিয়াছেন। দেবতার এই তিনটী পর্য্যায় অনুধাবন করিতে পারিলেই, বুঝিতে পারা যায়, আমাদিগের রক্ষা (উতয়ে) এবং পালন (অবসে) কোথায় নির্ভর করিতেছে। যে দেবতাকে আহ্বান করিতেছি, সেই দেবতার অনুসরণই রক্ষার ও পালনের মূল-স্থান নহে কি? তিনি উক্থ রূপে বিদ্যমান; সুতরাং বেদমন্ত্রের ও তদনুসারী শাস্ত্রের অনুসরণই—শাস্ত্রবাক্যের ও সৎপ্রসঙ্গের অনুধ্যানই—এ পক্ষে এক সহায় বলিয়া মনে করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ—তিনি সাধু সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সাধুত্ব প্রদান করেন। সাধু হইবার বা সাধুত্ব লাভের প্রচেষ্টাও সুতরাং তাঁহারই অনুসরণ। তাঁহার 'সুপ্রকরস্নং' বিশেষণ হইতে জনাহতসাধনায় অনুরাগসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

এই সকল বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের ভাব প্রাপ্ত হই,—'আমাদিগের পালন ও রক্ষার জন্য আমরা যেন সাধু হইবার চেষ্টা করি, আমরা যেন শাস্ত্রালোচনায় সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিতে সক্ষম। হই, আর আমরা যেন বিশ্বের হিতসাধনে ব্রতী থাকিতে পারি।' এই মন্ত্রে এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২অ— ১খ—১১দ—৪সা)। ০

—— ০ ——

পঞ্চমং সাম।

৩　২　১ ২　৩ ১　২　৩ ২

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রো নয়তি বিদ্বান্।

৩　২　৩ ২　৩ ১ ২

অর্য্যমা দেবৈঃ সজোষাঃ ॥ ৫ ॥

* * *

গেয় গানং।

ঋজুনীতীনোবরুণঃ। ইহা। মিত্রোনয়তিবিদ্বা ২ ৩ ৫ সাঃ। ইহা।

অর্য্যমাদা ২ ৩ ইবাই। ইহা। সজোষা ৩ উবা ৩। ঈ ৩ ৪ হা ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (কৃপাবারিবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ হিতসাধকঃ মিত্রদেবঃ) 'সজোষাঃ' (সমানপ্রীতিঃ, মিত্রবরুণবৎ করুণাসম্পন্নঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকঃ, পথপ্রদর্শকঃ, অর্য্যমণ দেবঃ) 'বিদ্বান্' (জ্ঞাতব্যং উত্তমং স্থানং জানন্) 'নঃ' (অস্মান্) 'ঋজুনীতী' (সরল-মার্গেণ) 'নয়তি' (অভিমতং ফলং প্রাপয়তি)। যদা বয়ং দেবানাং অনুকম্পালাভসমর্থা ভবামঃ, দেবাঃ তদা মঙ্গলপন্থানং প্রদর্শয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (২অ—১১খ—১১দ—৫সা)।

* * *

অথবা,

'বরুণঃ' (করুণাবারিবর্ষকঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃদ্বৎহিতসাধকঃ) 'সজোষাঃ' (সমানপ্রীতিঃ; স্বতঃকরুণাপরায়ণঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকঃ পথপ্রদর্শকঃ স দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্,

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৩২ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ভারদ্বাজম্।"

২। এই সাম মন্ত্রের অন্তর্গত 'সাধঃ' পদটী ঋগ্বেদে 'সাধু' রূপে পঠিত হয়।

অস্মাকং ত্রুটিবিচ্যুতিং ইতি ভাবঃ) 'বিদ্বান' (জানন্) 'ঋজুনীতী' (সরলমার্গেণ) 'নয়তু' (অস্মান্ অভীষ্টস্থানং প্রাপয়তু)। দেবাঃ স্বতঃকৃপাপরায়ণাঃ সন্তঃ অস্মান্ ত্রায়ন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা—ইতি ভাবঃ। (২অ—১১খ—১১দ—৫সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

কৃপাবারিবর্ষক বরুণদেব, সুহৃৎস্থানীয় হিতকারী মিত্রদেব, সমানপ্রীতি অর্থাৎ মিত্রবরুণের ন্যায় করুণাসম্পন্ন অর্য্যমণ্‌দেব, নেতব্য উত্তমস্থান জানিয়া আমাদিগকে সরলমার্গে অভিমত ফল প্রাপ্ত করেন। (ভাব এই যে,—যখন আমরা দেবগণের অনুকম্পালাভে সমর্থ হই, দেবগণ তখন মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন।)॥ (২অ—১১খ ১১দ—৫সা)।

• • •

অথবা,

করুণাবারিবর্ষক, সুহৃদ্বৎহিতসাধক, স্বতঃকরুণাপরায়ণ, গতিকারক পথপ্রদর্শক সেই দেবতা, আমাদিগকে অর্থাৎ আমাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি জানিয়া, সরল পথে আমাদিগকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যাউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবগণ স্বতঃকৃপাপরায়ণ হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (২অ—১১গ—১১দ—৫সা)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। গোতম ঋষিঃ। অহরভিমানী দেবঃ 'মিত্রঃ'। 'বরুণঃ' রাত্র্যভিমানী। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ। 'বিদ্বান্' নেতব্যমুত্তমং স্থানং জানন্ 'নঃ' অস্মান্ 'ঋজুনীতী' ঋজুনীত্যা ঋজুনয়নেন কৌটিল্যরহিতেন গমনেন 'নয়তি' অভিমতং ফলং প্রাপয়তি। তথা 'দেবৈঃ' অন্যৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ 'সজোষাঃ' সমানপ্রীতিঃ 'অর্য্যমা' অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যশ্চ অস্মানৃজুগমনেনাভিমতং স্থানং প্রাপয়তু। 'নয়তি' 'নয়তু' ইতি চ পাঠৌ॥ (২অ—১১খ—১১দ—৫সা)॥

• • •

পঞ্চম (২১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে এই মন্ত্রটীর আমরা দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম। শেষোক্ত ব্যাখ্যায় 'নয়তি' ক্রিয়াপদটীকে 'নয়তু' রূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'নয়তি' ও 'নয়তু' দ্বিবিধ পাঠই প্রসিদ্ধ আছে। প্রার্থনার পক্ষে শেষোক্ত পাঠেরই অধিকতর সঙ্গতি দেখি। তার পর, এই মন্ত্রের 'বরুণঃ মিত্রঃ অর্য্যমা' এই তিনটী পদকে একপ্রকার ব্যাখ্যায়

আমরা তিনটী স্বতন্ত্র দেবতার দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি; অন্য প্রকার ব্যাখ্যায়ও ঐ তিনটী পদকে একই দেবতার দ্যোতক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। শেষোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষক 'নয়তি' ক্রিয়াপদ। ঐ পদে একবচনের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং দেবতাবাচক ঐ তিনটী পদকে একই দেবতার দ্যোতক বলিয়া মনে করিতে পারি। নচেৎ ব্যাখ্যা ব্যপদেশে তিনবার 'নয়তি' পদ আবৃত্তির আবশ্যক হয়।

আমরা যে দুই প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছি, তাহার এক প্রকার ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ ভাষ্যেরই অনুসরণ করা গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় অভিনব সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছি;

এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইলে 'বিদ্বান' পদটীর মর্ম্ম পরিগ্রহণ প্রথম আবশ্যক। ভাষ্যানুসারী "নেস্তব্যমুত্তমং স্থানং জানন্" প্রভৃতিবাক্য হইতে 'আমাদিগের গমনযোগ্য স্থান অবগত হইয়া' তাঁহারা আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাউন—এইরূপ ভাব আসে। কিন্তু ঐ অংশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগকে জানিয়া অর্থাৎ আমাদিগের ক্রটি বিচ্যুতি জানিয়া, আমাদিগের সম্বন্ধে সুবিধান করুন। কোন্ স্থান আমাদিগকে লওয়ার উপযুক্ত—তাহা জানাও যাহা, আমাদিগের ক্রটি বিচ্যুতি জানিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করার মর্ম্মই তাহাই। আমরা সেই দৃষ্টিতেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দেবৈঃ' পদ 'অন্যান্য দেবগণের বা দেবভাবের সহিত' অর্থ দ্যোতনা করে। ঐ পদের প্রয়োগ উপলক্ষে 'বরুণঃ মিত্রঃ অর্য্যমা' পদত্রয়কে একই দেবতার বা একই দেবভাবের দ্যোতক বলিয়া মনে হয়। ঐ তিন দেবতা অন্য দেবগণের সহিত আমাদিগকে সুখস্থান প্রদান করুন বলিলেও যে বিশেষ কোনও দোষ হয়, তাহা নহে। তবে 'নয়তি' এই ক্রিয়া-পদ-হেতু তিন দেবতাকে এক দেবতা বলিয়া মনে করিলেও ভাব অসঙ্গত হয় না। যাহা হউক, এই মন্ত্রের প্রার্থনার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে,—'করুণাবর্ষণকারী হইয়া, মিত্ররূপে আসিয়া, মুক্তিপথ-প্রদর্শক দেবতা, সকল দেবভাবের সহিত আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউন, আমাদিগকে উদ্ধার করুন।' (২অ—১১খ—১১দ—৫সা)। *

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৯০ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৭ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয় গানের নাম—"কৌৎসম্।"

২। এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার ত্রিবিধ আদর্শ নিম্ন প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

( ) "বরুণ ও মিত্র (উত্তম পথ) অবগত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল গতিতে লইয়া যান; এবং দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমাও (আমাদিগকে) লইয়া যান।"

(2) 'Mitra who knoweth leadeth us, and Varuna who guideth straight,
And Aryaman in accord with Gods,"

ষষ্ঠং সাম।

০২ ৩২৩ ২ ৩ ২ ৩১২৩১২
দূরাদিহেব যৎসতোঽরুণপ্সুরশিশ্বিতৎ।
২ ৩২ ৩১২
বি ভানুং বিশ্বথাতনৎ॥ ৬॥

গেয় গানং।

দূরাদী ২ ৩ হেব যৎসতাঃ। অরুণপ্সুরশিশ্বা ২ ৩ ইতাৎ। বিভানূ ২ ৩ বী।
শ্বথাতনৎ। ইডা ২ ৩ ভা ৩৪ ৬। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই। ডা॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'অরুণপ্সুঃ' (জ্ঞানদ্যুতিঃ, জ্ঞানোন্মেষিকা ঊষা দীপ্তির্বা) 'দূরাৎ' (অতিদূরস্থানৎ, অন্যলোকাৎ) 'ইহ' (ইহলোকে, অস্মৎসকাশে) 'এব' (নিশ্চিতং, সর্ব্বথা) 'অশিশ্বিতৎ' (প্রকাশিতা ভবতি); বয়ং যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ ভবামঃ—ইতি ভাবঃ; তদা 'ভানুং' (দীপ্তিং, জ্ঞানপ্রভাং ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বথা' (বহুবিধং) 'বি-অতনৎ' (বিস্তারয়তি, প্রকাশয়তি); তদা বিবিধসৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় প্রবৃত্তর্জ্জায়তে—ইতি ভাবঃ। জ্ঞানোন্মেষণ সহ সকলং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং পরিবর্দ্ধতি—ইতি তাৎপর্য্যং। (২অ—১১খ—১দ—৬সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন জ্ঞানদ্যুতি (জ্ঞানোন্মেষিকা দীপ্তি) অতি-দূরস্থান হইতে (অন্য-লোক হইতে) ইহলোকে আমাদিগের নিকটে সর্ব্বথা প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ, আমরা যখন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই; তখন সেই জ্ঞানপ্রভা বহুবিধভাবে প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, তখন নানা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসে; (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—জ্ঞানোন্মেষ-সহকারে সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পরিবর্দ্ধিত হয়।)॥ (২অ-১১খ ১১দ—৬সা)।

(৩) 'দিনকা অভিমানী দেবতা মিত্র, রাত্রিকা অভিমানী দেবতা বরুণ পহুঁচানে যোগ্য উত্তম স্থানকো জানতা হুআ হমেঁ সরল গতিকে দ্বারা অভিমত ফল প্রাপ্ত করাতা হৈ অন্য দেবতা উঁকে সাথ সমান প্রীতিবালা দিনরাতকা বিভাগকরণেবালা সূর্য্য ভী হমেঁ সরল মার্গসে উস্ স্থান পর পহুঁচাবে।"

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। ব্রহ্মাতিথি ঋষিঃ। 'দূরাৎ' দূরত এব বিপ্রকৃষ্টে এব নভসঃ প্রাক্প্রদেশে বর্ত্তমানা ইহ ইব 'সতঃ' সতী সমীপে বিদ্যমানা ইব 'অরুণপ্সুঃ' আরোচমানরূপা ঈদৃশী উষা 'যৎ' যদা 'অশিশ্বিতৎ' অশ্বেতয়ৎ। শ্বিতা বর্ণে অস্মাৎ ণ্যন্তাৎ লুঙ চঙুরূপং; যদৃত্তান্ নিত্যং (পা০ ৮।১।৬৬) ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তদা 'ভানুং' দীপ্তিং 'বিশ্বথা' বিশ্বধা বহুবিধ 'ব্যতনৎ' বিস্তারয়তি। তনোতের্ব্বাত্যয়েন শপ্ (পা০ ১।১।৮৫) প্রাতরনুবাকে উষস্যেন ক্রতুনা (১।২৪।২) উষাঃ স্তুতা সতী প্রাদুর্ব্বভূব। হে অশ্বিনৌ! শংসমানং অশ্বিনং ক্রতুং শ্রোতুং যুবামপি প্রাদুর্ভবত ইত্যধ্যাহারেণ বাক্যং পূরণীয়ং। সতঃ সতী ইতি পাঠৌ॥ (১অ—১১খ—১১দ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (২।৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ-প্রচলিত অর্থে এই মন্ত্রটীতে উষোদয়ের বর্ণনা আছে—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। দূরে অর্থাৎ অন্ধকারের পূর্ব্বভাগে দীপ্তিমান্ উষা প্রকাশ পাইলে আমাদিগের নিকটে আলোক বিচ্ছুরিত হয় এবং ক্রমশঃ সে আলোক সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে পূর্ব্বোক্ত ভাবই বিবিধ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। এই মন্ত্রের তিন ভাষার তিনটী প্রচলিত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যথা;—

(১) "দূর হইতেই নিকটে বর্ত্তমানার ন্যায় দীপ্তিরূপবিশিষ্ট (উষা) যখন সমস্ত বস্তু শ্বেতবর্ণ করিয়া দেন, তখন দীপ্তিকে বহুপ্রকারে বিস্তারিত করেন।"

(2) "When, even as she were present here, red Dawn hath shone from far away.
She spreadeth light on every side."

(৩("দুর আকাশকে পূর্ব্বভাগমেঁ সমীপমেঁ বর্ত্তমানসী প্রকাশস্বরূপা উষা জব প্রকাশ ফৈলাতী হৈ তব দীপ্তিকো অনেকোঁ প্রকারকা করতী হৈ।"

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। আমরা মনে করি, জ্ঞানোন্মেষের কার্য্যকারিতার বিষয় এই মন্ত্র রূপকে প্রখ্যাত রহিয়াছে। আমরা যখন অজ্ঞানতা-আঁধারে আচ্ছন্ন থাকি, তখন জ্ঞান আমাদিগের নিকট হইতে দূরস্থানে অবস্থিতি করে। কিন্তু সেই জ্ঞান যখন উষার আলোকের ন্যায় আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া দীপ্তিদান করে, তখন আমরা নানাবিধ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, আর তদ্দ্বারা জ্ঞানের প্রভাব বিশেষ-রূপে বিস্তারিত হইয়া পড়ে এখানে উষার উপমা বড়ই স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু উপমা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অন্ধকারে সংসার সমাচ্ছন্ন ছিল; উষার উদয়ে সে আঁধার ক্রমে অপসৃত হইল। পরিশেষে পূর্ণ-প্রভায়—সূর্য্যের রশ্মিতে—সংসার আলোকময় হইয়া উঠিল। হৃদয়-রাজ্যে জ্ঞানোন্মেষ-সম্বন্ধে এই দৃশ্যই প্রত্যক্ষীভূত হয়। অজ্ঞানে ডুবিয়া আছি; কিন্তু যখনই হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখনই সৎকর্ম্মের পর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল,—তখনই

শনৈঃ শনৈঃ আপনার মুক্তি প্রশস্ত হইয়া আসিল। মন্ত্র জ্ঞানোন্মেষের শুভফল-দ্যোতক এবম্বিধ নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রকটিত রহিয়াছে। (১অ—১১খ—১দ—৬সা) *

— • —

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং।
২ ৩ ১ ২
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ॥ ৭॥

• • •

গেয়-গানং।

৩র ৪র ৫ র ২ ২র ১ ৩র ৪ ৫ ২
আনোমিত্রা। বরুণা ৩। ঔহোবা ২ ৩ ৪। ঘৃতৈর্গব্যূতিমু। ক্ষতা।
২র ১ - ১ ২র ১ Sর ২র ১ - র
৩ম্। ঔহোবা ২। মাধ্বারজারাংসিসূ ৩ ঔহোবা ২। ক্রতু।
১ ২ ১
ইডা ২ ৩ ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ই ডা॥ ৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতূ' (শোভনকর্ম্মাণৌ সৎকর্ম্মপ্রাপকৌ) 'মিত্রাবরুনা' (হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ, মিত্রস্থানীয়ঃ তথা অভীষ্টপূরকঃ তৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোব্যূতিং' (জ্ঞানমার্গং নিবাসস্থানং বা) 'ঘৃতৈঃ' (শুদ্ধসত্বৈঃ, যদ্বা—ভক্তিরসৈঃ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'উক্ষতং' (সিঞ্চতং) তথা 'রজাংসি' (রজোভাবানি, পারলৌকিকানি আবাসস্থানানি) 'মধ্বা' (মধুর-রসেন অমৃতেন বা) সিঞ্চতং ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! মিত্ররূপেণকরুণা-বারিবর্ষণেন ইহলোকে পরলোকে চ অস্মভ্যং শান্তিং প্রযচ্ছ॥ (২অ—১খ—১১দ—৭সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভনকর্ম্মযুক্ত (সৎকর্ম্মপ্রাপক) হে মিত্রবরুণ দেবতাদ্বয় (মিত্র-স্থানীয় আর অভীষ্টপূরক সেই দেবদ্বয়) আমাদিগের জ্ঞানমার্গকে অথবা

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ঔষদম্।"

২। এই মন্ত্রের অন্তর্গত "সতঃ" এবং "বিশ্বথা" পদদ্বয় যথাক্রমে "সতী" এবং "বিশ্বধা" রূপে পঠিত হইতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে "বিশ্বধা" পাঠই আছে।

নিবাসস্থানকে শুদ্ধসত্ত্বের অথবা ভক্তিরসের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিঞ্চন করুন; আর রজোভাবসমূহকে অথবা পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহকে অমৃতের দ্বারা (মধুররসের দ্বারা) অভিসিঞ্চন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! মিত্ররূপে করুণাবারিবর্ষণের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে আমাদিগকে শান্তি দান করুন।) ॥ (২অ—১১খ—১১দ—৭সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ সপ্তমী। বিশ্বামিত্রো জমদাগ্নির্ব্বা ঋষিঃ। 'সুক্রতু' শোভনকর্ম্মাণৌ 'মিত্রাবরুণা' হে মিত্রবরুণৌ! 'নঃ' অস্মাকং 'গবূাতিং' গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং ঘৃতৈঃ ক্ষরণসাধনৈঃ পয়োভিঃ 'আ' 'উক্ষতং' আ সমন্তাৎ সিঞ্চতং অস্মভ্যং দোগ ধ্রীঃ গাঃ প্রযচ্ছতমিতি ভাবঃ। 'রজাংসি' পারলৌকিকান্যস্মদাবাসস্থানানি 'মধ্বা' মধুরেণ দুগ্ধরসেন সিঞ্চতং। গব্যূতিং গোর্য়ূতৌ ছন্দসি (পা৽ ৬।১।১২৩) ইতি বান্তাদেশঃ। মধ্বা সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাদত্র নুমভাবঃ॥ (২অ—১১খ—১১দ—৭সা) ॥

• • •

সপ্তম (২২০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ⁘ ——

এই মন্ত্রে মিত্র ও বরুণ যুগ্ম দেবতার সম্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। দেবতা—মিত্র; দেবতা—বরুণ। ভাব এই যে,—'দেবতা মিত্ররূপে আসুন—দেবতা অভীষ্টপূরক হউন।' দেবতা কেমন? না—শোভনকর্ম্মকারী বা সুকর্ম্মপ্রাপক। অর্থাৎ, সেই মিত্রবরুণ দেবতা সৎকর্ম্মের নিয়ন্তা। এখন, তাঁহাদিগের নিকট কোন্ সামগ্রী প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। প্রথম বলা হইয়াছে—"নঃ গোব্যূতিং ঘৃতৈঃ আ উক্ষতং।" তার পর বলা হইয়াছে—"রজাংসি মধ্বা উক্ষতং।" প্রার্থনা—দ্বিবিধ সামগ্রী। কিন্তু প্রচলিত অর্থসমূহে প্রার্থিতব্য সেই সামগ্রী অতি হেয় সামগ্রীর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া আছে। কেন-না, 'গোব্যূতিং' পদে সাধারণতঃ 'গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং' অর্থাৎ গাভী চলাচলের পথ বা গরুর গৃহ (গোয়াল) অর্থ গ্রহণ করা হয়। গরুর পথকে বা গরুর গৃহকে ঘৃতের দ্বারা সিঞ্চিত কর—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই অর্থই সিদ্ধ হয়। যদিও তাহা নিরর্থক, কিন্তু তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—'আমাদিগকে দুগ্ধবতী গাভী দান করুন।' তার পর 'রজাংসি' পদে পরলোক সংক্রান্ত বাসস্থানসমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই বাসস্থানকে দুগ্ধের দ্বারা (মধ্বা) সেচন করা হউক—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে মিত্র-বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে কতকগুলি গাভী দান কর; আর, আমাদিগের পরলোকের আবাসস্থান সকল যেন দুগ্ধদ্বারা সিঞ্চিত হয়, অর্থাৎ সেখানে গিয়াও যেন পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হই।'

যাহার যতটুকু আকাঙ্ক্ষা, যেনমত্র তাহার পক্ষে ততটুকু সামগ্রী প্রদানের ভাবভোতনা

করে। তাই, পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে, এই মন্ত্রে পরমার্থের পরমতত্ত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হই। 'গোবৃতিং পদে দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'জ্ঞানমার্গ' অথবা 'নিবাস-স্থান' এই দুই অর্থ ঐ পদে প্রাপ্ত হই। 'ঘৃতৈঃ' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা' অথবা 'ভক্তিরসের দ্বারা' অর্থ আসিয়া থাকে। তাহা হইলে এই মন্ত্রের প্রথমাংশের, 'নঃ' হইতে 'উক্ষতং' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীর, প্রার্থনার মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগের জ্ঞানমার্গ ভক্তিরসের দ্বারা আর্দ্র হউক; অর্থাৎ, আমরা যেন শুষ্ক জ্ঞানের বৃথা বিতর্কে কালাতিপাত না করি।' এক অর্থে এই ভাব আসিতে পারে। আর এক অর্থে,—আমাদিগের নিবাসস্থানকে অর্থাৎ এই পৃথ্বীলোককে শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা সিক্তিত করুন; ইহলোকে যেন আর অসত্ত্বের প্রাধান্য—পাপের প্রকোপ—বৃদ্ধি না পায়, সকলেই যেন সত্ত্বসম্পন্ন হয়; এই এক ভাব পাওয়া যায়। ফলতঃ মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায় ঐ দুই সুষ্ঠুভাবই সঙ্গত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে 'রজাংসি' ও 'মধ্বা' পদদ্বয় উপলক্ষে আর দুই সুষ্ঠু ভাব গ্রহণ করা যায়। 'রজাংসি' পদে 'রজোভাবসমূহ' অথবা 'পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। সে পক্ষে 'মধ্বা' পদে 'মধুররসের দ্বারা' বা 'অমৃতের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা যায়। মানুষের রজোভাব নাশ করার পক্ষে মধুররসের একান্ত আবশ্যক। আবার পারলৌকিক আবাসস্থানে অমৃতই পরম বাঞ্ছনীয়। স্বর্গাদির পর যে মোক্ষের স্থান সেই স্থান পাইবার কামনাই 'রজাংসি মধ্বা সিক্ষতং' বাক্যে প্রকাশ পায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে ইহলোকে ও পরলোকে শান্তিলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। (২অ—১১থ—১১দ—৭সা)॥ *

— * —

অষ্টমং সাম।

২ ১ ২ ৩ ২ ০ ২ ৩ ১ ২ ০ ১ ২
উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা যজ্ঞেষত্নত।
০ ১ ২ ৩ ১ ২র
বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে॥ ৮॥

* * *

গেয় গানং।

০ র র ০র ১ ২র ১ ৭ - ৩ ০
উদুত্যেসূনা ৬ বোগিরাঃ। কাষ্ঠায়। জ্ঞাই। যুবা ২ ত্না ২ ৩ ৪ তা।
২র ১র ০ ১ ৪ ২ ০
বাশ্রাশ্রা ২ ৩ ভো ৩। জ্ঞু ২ ৩ যা ৩। তা ৩ ৪ ৫ বো ৬ হাই॥ ৮॥

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ম সূক্তের ষোড়শী ঋক্, (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয় গানের নাম—"মিত্রাবরুণয়োঃ সংযোজনম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্যে' (প্রসিদ্ধা মরুতঃ, বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'উৎ' (শ্রেষ্ঠস্য) 'গিরঃ' (বাচঃ, শব্দস্য) 'সুনবঃ' (উৎপাদকাঃ); 'যজ্ঞসু' (তেষাং গতিরূপেষু কর্ম্মমার্গেষু) 'কাষ্ঠাঃ' (দিশঃ) 'অত্নত' (অতনিষত, বিস্তৃতবন্তঃ); 'বাশ্রাঃ' (দিবসাঃ, কালেতি যাবৎ) 'অভিজ্ঞু' (তেষাং আভিমুখ্যে অনুসরণে) 'যাতবে' (গন্তুং প্রেরিতবন্তঃ)। দিক্‌কালশব্দাঃ তেষাং মরুদ্দেবানাং শাসনপরিচালিতাঃ বিবেকাধীনাঃ বা সন্তি ইতি ভাবঃ॥ (২অ—১১খ—১১দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রসিদ্ধ মরুদ্দেবগণ (বিবেকরূপী দেবগণ) শ্রেষ্ঠ বাক্যের উৎপাদক; তাঁহাদের গতিরূপে (কর্ম্মপথে) দিক্-সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে; কাল তাঁহাদিগের অভিমুখেই প্রধাবিত হইয়াছে। (ভাব এই যে,—দিক কাল-শব্দ সেই মরুদ্দেবগণের শাসন-পরিচালিত অথবা বিবেকের অধীন আছে।)॥ (২অ—১১খ—১১দ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ অষ্টমী। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। 'ত্যে' তে প্রসিদ্ধাঃ 'গিরঃ' 'সুনবঃ' বাচ উৎপাদকাঃ মরুতঃ। বায়বো হি তাল্বোষ্ঠাদিষু সঞ্চরন্তো বাচমুৎপাদয়ন্তি। 'যজ্ঞসু' স্বকীয়েষু যাগেষু বর্ত্তমানেষু সৎসু 'কাষ্ঠাঃ' অপঃ। আপোঽপি কাষ্ঠা উচ্যন্তে ক্রান্ত্বা স্থিতা ভবন্তীতি (নি॰ ২।১৫) যাস্কঃ। 'উৎ উ' উৎকর্ষেণৈব 'অত্নত' অতানিষবন্তঃ বিস্তারিতবন্তঃ। উদকং বিস্তার্য্য তৎপানার্থং 'বাশ্রাঃ' হম্ভারবোপেতাঃ গা 'অভিজ্ঞু' জান্বভিমুখং যথা ভবতি তথা 'যাতবে' গন্তুং প্রেরিতবন্ত ইতি শেষঃ॥ (২অ—১১খ—১১দ—৮সা)॥

* * *

অষ্টম (২২১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহ বড়ই আয়াসসাধ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ—বিভিন্ন বিপরীত ভাব-দ্যোতক। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ প্রায়ই বিভিন্ন এক পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। বৈদেশিক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও বা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি এই মন্ত্রের ভাবের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়া আছে। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই দেখা যায়। কাহারও কাহারও ব্যাখ্যায় সে প্রভাব বড়ই প্রকট হইয়া রহিয়াছে। দুইটী ইংরাজী, দুইটী বাঙ্গালা এবং একটী হিন্দী ব্যাখ্যা এস্থলে প্রথমে

উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর' এই মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ ; যথা,—

(১) "বাক্যোৎপাদক মরুদ্দেবসকল, স্বীয় গমনানন্তর জলকে বিলক্ষণরূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ জল পান করিতে হম্বারববিশিষ্ট গোসকলকে সত্বর গমনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন।"

(২) "তাঁহারা শব্দের উৎপাদক, তাঁহারা গমনকালে জল বিস্তার করেন, এবং গাভীদিগকে হম্বারবপূর্ব্বক জানু পর্য্যন্ত (সেই জলে) প্রেরণ করেন।"

(3) "They are the generators of speech : they sdread out the waters in their courses : they urge the lowing (cattle) to enter (the water), up to their knees (to drink)."

(4) "And these sons, the singers, stretched out the fencees in their racings ! the cows had to walk knee-deep."

(৫) "উন প্রসিদ্ধ বাণীকো উৎপন্ন করনেবালে মরুতোঁ নে, জো কি তালু ওষ্ঠ আদিমেঁ বিচরকর শব্দকোঁ উৎপন্ন করতে হৈঁ তিন বায়ুওঁনে অপনে যজ্ঞোঁকে হোনে পর জলোঁকো উৎকর্ষ করকে বিস্তারিত কিয়া ঔর জলকো ফৈলাকর উসকো পীনেকে লিয়ে রম্ভাতী হুই গৌওঁকো ঘুটনোঁ কে বল জানেকো প্রেরণা কিয়া।"

(৬) সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।—'প্রসিদ্ধ মরুদ্গণ বাক্যসমূহের উৎপাদক। বায়ুসমূহ তালু ও ওষ্ঠাদিতে সঞ্চরণ করিয়া বাক্য উৎপাদন করে। আপনাদের গমন-সময়ে মরুদ্গণ, জল-সমূহকে (কাষ্ঠা) উৎকর্ষ দ্বারা বিশেষরূপ বিস্তর করিয়াছিল। 'অপ'ও কাষ্ঠা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; অপও ক্রান্তস্থিত থাকে, যাস্ক তাহা বলিয়াছেন (নি০ ২।১৫)। জল বিস্তার করিয়া, তাহা পান করিবার জন্য, হাম্বারবযুক্ত গো-সমূহকে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাদের জানু পর্য্যন্ত সেই জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল।' *

ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই সায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন। কাহারও ব্যাখ্যায় বা কোনও কথা বাদ পড়িয়াছে ; কাহারও ব্যাখ্যায় বা অতিরিক্ত এক-আধটা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তবে শেষোক্ত (ইংরাজী) ব্যাখ্যাটি দেখিয়াই, এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে যে দেশ-কালের পারিপার্শ্বিক প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। অনুবাদক ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে কাঠ দিয়া ঘেরা বেড়া দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহারই প্রতিচ্ছবি আসিয়া পড়িয়াছে। † এইরূপ মনে হয়,—

---

* এখানে সায়ণের ভাষ্যটি বড়ই জটিল। ম্যাক্সমূলার তাই ভাষ্যটিরও অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ,—"There, the producers of speech, have spread water in their courses, they cause the cows to walk up to their knees in order to drink the water."

† তিনি লিখিয়াছেন,—মরুদ্গণ তাঁহাদের ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রের race course বেড়া বাড়াইয়াছিলেন। এবম্বিধ বাক্যের ভাব এই যে, আকাশে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বিস্তৃত হইয়া

গরুই যাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল, বেদ তাঁহাদের সমাজে প্রচলিত ছিল বা তাঁহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল—এই ভাব যাঁহাদের মনে আসিবে, তাঁহারা মন্ত্রের মধ্যে স্বতঃই গাভীর উপমা-সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবেন। এ ক্ষেত্রে, এ কথা আমরাও অবশ্য অস্বীকার করি না যে, যে ভ্রান্তির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত আছি, আমাদিগের ব্যাখ্যাও সে ভ্রান্তির কবল হইতে হয় তো সম্পূর্ণরূপ পরিত্রাণ পায় নাই। যাহা হউক, এই সূত্রে মন্ত্রের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহারই একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

মন্ত্রটীকে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশের ("ত্যা উদু গিরঃ সূনবঃ" বাক্যের) অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই ঐকমত্য লক্ষিত হইবে। 'মরুদ্দেবগণই শব্দের উৎপাদক'—এ উক্তির সার্থকতা সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। এক পক্ষে বায়ুই শব্দের জনয়িতা। অন্য পক্ষে, সত্ত্বভাবেই শব্দব্রহ্মের উদ্ভূতি,—দেবভাব হইতেই মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এ বিষয়ে, কোনই মতান্তরের কারণ নাই। অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"যজ্ঞেষু কাষ্ঠা অত্নত।" এখানে 'কাষ্ঠাঃ' পদে 'কাঠের বেড়া' অর্থ গ্রহণ করিলাম না;—'অপঃ' (জল) অর্থও গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বুঝিলাম না। 'কাষ্ঠাঃ' পদে, 'দিকসকল' অর্থই আমরা এখানে নির্দ্দেশ করি। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—'তাঁহাদের গতিরূপে (কর্ম্মপথে) দিক্‌-সকল বিস্তৃত।' ভাব এই যে,—তাঁহারাও অনন্ত অসীম দিকসকলও অনন্ত অসীম। ইহাতে দেবভাবসমূহের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধ হয়। সে প্রভাব—দিক্‌-সকলের ন্যায় অসীম; অথবা, অনন্ত অসীম যে দিকসমূহ, তাহারাও সে প্রভাবের আয়ত্তাধীন হইয়া আছে। ঐ অংশে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করা যায়। শেষাংশ—"বাশ্রাঃ অভিজ্ঞু যাতবে।" কেন হাম্বারবকারী গাভীর সম্বন্ধ এখানে টানিয়া আনি? 'বাশ্' ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা।' এই হইতে হাম্বারব ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গাভীকে টানিয়া আনা হইয়াছে। অথচ, 'বাশ্র' শব্দের একটী অর্থ—'দিবস, দিন।' কিন্তু সে অর্থ ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত। আমরা এখানে সেই 'দিবস' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'বাশ্রাঃ' পদ এখানে বহুবচনান্ত। তাহাতে দিবস-সমূহকে—দিবস-সমূহের সমষ্টিভূত কালকে লক্ষ্য করে। ভাব পরিগ্রহ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! কালও আপনাদিগের অভিমুখে ধাবমান্; অর্থাৎ, কালও আপনাদেরই আয়ত্তাধীন।'

এখন, একবার পূর্ব্বাপর পদ-কয়েকটীর ভাব সমাবেশ অনুধাবন করুন। দিক্, কাল, শব্দ—এই তিন লইয়াই সংসার বা সৃষ্টি-বিভাগ। কিন্তু এ তিনই ধ্যান-ধারণার অতীত—অনন্ত অসীম। অথচ, প্রকারান্তরে এখানে বলা হইয়াছে, এই তিনকেও মানুষ আয়ত্তী-কৃত করিতে পারে। কি প্রকারে?—দেবভাবের প্রভাবে। মানুষ যখন দেবভাবসমূহের অধিকারী হয়, তখন দিক্‌ কাল-শব্দকে তাহারা আপনাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে।

মেঘদিগকে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিচালিত করিয়াছিল। এই সূত্রে তিনি বলেন,—
"Kastha may mean the wooden enclosures (carceres) or the wooden poles that served as turning and winning posts (metae)"

এখানে যোগের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত আছে—মনে করিতে পারি। যোগ আর কি?—সে তো ভগবানে আত্মলীন হওয়া। সে আত্মলীন হওয়া—কি প্রকারে সম্ভবপর? দেবভাবের অধিকারী হওয়া—দেবত্ব লাভ করা। বায়বীয়-সূক্তের আলোচনায়, বায়ু দেবতার সহিত যোগের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা একটু আভাস দিয়াছি। এখানেও সেই ভাব ব্যক্ত দেখিতেছি। মরুদ্দগণ-রূপ দেবভাব সমূহকে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, ভগবানের সহিত যুক্ত (যোগ-পরায়ণ) হইতে পারিলে, দিক্ কাল বা শব্দ সকলই তোমার আয়ত্তীকৃত হইয়া আসিবে। তখন, তোমার শ্রেয়ঃসাধনের পথে কেহই কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবে না। দিক্ কাল শব্দ আয়ত্ত হইলে, দিক্-কাল-শব্দ রূপী অনন্ত ভগবানও তোমার আয়ত্ত হইবেন। এতদুভয় অলক্ষ্য পারম্পারিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। এই মন্ত্র এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে মরুদ্দেবগণ রূপ ভগবদ্বিভূতিনিবহ! দিক্ কাল-শব্দ আপনাদের আয়ত্তাধীন। আপনাদিগের অনুসরণকারী আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন; আপনাদিগের অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লউন; তাহাতে আপনাদিগের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, আপনাদিগের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়া, আমরাও যেন দিক্-কাল-শব্দের প্রভাব ধারণা করিতে সমর্থ হই।' (১অ—১১প—১দ—৮সা)। *

—— • ——

নবমং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২উ ৩ ২
ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদং।

১ ২ ৩ ২
সমূঢ়মস্য পাংসুলে ॥ ৯ ॥

• • •

গেয়-গানং।

ইদা ৬ মে। বিষ্ণু ২ঃ। বিচক্রা ২ ৩ ৪ মাই। ত্রাইধানি। দধাঃপা ১ দা ২ মৃ। সমূ ২ হো ১। ঢা ২ ৩ মা ৩। স্যা ২ প ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। সুলে ১ ॥ ৯ ॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৩৭ম সূক্তের দশমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ১৩শ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"ঋতুষাম।"

২। এই মন্ত্রের "বজ্রেষহস্ত" স্থলে ঋগ্বেদে 'অজ্ঞেষহস্ত" পাঠ দৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরঃ) 'ইদং (সর্ব্বং জগৎ) 'বিচক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ।; 'ত্রেধা' (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালমেব) 'পদং' (স্থানং, আধিপত্যং, ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্যং) 'নিদধে' (নিরন্তরং ধৃতং, চিরায় অক্ষুণ্ণং, যদ্বা—ধৃতবান্ স ইতি শেষঃ); 'অস্য' (বিষ্ণোঃ) 'পাংসুলে' (রশ্মিকণযুক্তে প্রভুত্বে, জ্ঞানস্বরূপে পদে) 'সমূঢ়ং' (সম্যগন্তর্ভূতং, সংস্থিতং জগদিতি শেষঃ)। ঋগিয়ং বিষ্ণুস্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকবিষ্ণোঃ প্রভুত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষ্ণুরেব বিভূতস্বরূপেণ অণুপরমাণুক্রমেণ সর্ব্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। (২অ—১১খ—১১দ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন; অতীত অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মহিমা নিরন্তর ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে অথবা তিনি ধারণ করিয়া আছেন; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত আছে। (এই মন্ত্রে বিষ্ণুর স্বরূপ পরিবর্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর প্রভুত্বে নিখিল জগৎ সদাকাল অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভূতিস্বরূপে অনুপরমাণুক্রমে সকলকে অধিকার করিয়া বিদ্যমান্ আছেন।) ॥ ৯ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ নবমী। মেধাতিথির্ঋষিঃ। 'বিষ্ণুঃ' ত্রিবিক্রমাবতারধারী 'ইদং' প্রতীয়মানং সর্ব্বং জগৎ উদ্দিশ্য 'বিচক্রমে' বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্। তদা 'ত্রেধা' ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ 'পদং' 'নিদধে' স্বকীয়ং পাদং প্রক্ষিপ্তবান্। 'অস্য' বিষ্ণোঃ 'পাংসুলে' পাংসুরে ধূলিযুক্তে পাদস্থানে 'সমূঢ়ং' ইদং সর্ব্বং জগৎ সম্যগন্তর্ভূতং। সেয়মৃগ যাস্কনৈবং ব্যাখ্যাতা। বিষ্ণুর্ব্বিশতের্ব্বা ব্যশ্নোতের্ব্বা যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ ত্রেধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায়। পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ। 'সমূঢ়মস্য' পাংসুরেহপ্যায়নেঽন্তরিক্ষে 'পদং' ন দৃশ্যতে অপিবোপমার্থে স্যাৎ সমূঢ়মস্য পাংসুলং ইব পদং ন দৃশ্যতে ইতি। পাংসবঃ পাদৈঃ সূনুয় ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা। পংসনীয়া ভবন্তীতি বা (নি০ ১২।১৯) ইতি ॥ (২অ—১১খ—১১দ—৯সা ॥

* * *

নবম (২২২) সামের মর্ম্মার্থ

—:•:—

এই মন্ত্রের বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'ত্রেধা বিচক্রমে', 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুলে সমূঢ়ং'—এই বাক্যাংশ-ত্রয়, সেই বিভিন্ন-রূপ—অর্থ গ্রহণের হেতুভূত। 'ত্রেধা' পদে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' পদে 'ভ্রমণ করিয়াছিলেন',—সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ

পরিগ্রাহ করা হয়। 'পদং' পদে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা করিয়াছিলেন,' —এবম্বিধ অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়া থাকে। আর পর, 'পাংসুলে' পদে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমূঢ়ং' পদে 'সমাবৃত হইয়াছিল,'—এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"বিষ্ণু যখন মধ্য এসিয়া হইতে দলবল সহ এদেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিনি তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' * কেহ বা বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—এইরূপ উক্তি হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। † কেহ বা, বিষ্ণুকে সূর্য্য জ্ঞান করিয়া, সূর্য্যরশ্মির বিষয় ধূলি বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া লন। ‡

প্রচলিত সকল মতের ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝিলাম, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থ সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবপন্ন। মন্ত্রের অন্তর্গত বহুভাবদ্যোতক পদ-কয়টির বিষয় অনুধাবন করিলে, সে মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। 'বিষ্ণুঃ' পদে এবং 'বিচক্রমে' পদে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে ঋগ্বেদ-সংহিতার বিষ্ণু-সংক্রান্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (১ম—২২সূ—১৭ঋ প্রভৃতিতে) ব্যক্ত করিয়াছি। ঐ দুই পদে, বিশ্বব্যাপক ভগবান্ যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন—এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ত্রেধা' পদে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে; অর্থাৎ, তিন কালে সমভাবে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ করিতেছে। ঐ পদে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে;—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—অবস্থাত্রয়ও ঐ পদে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতিশীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন, এই ভাব হইতেই তাহা দ্যোতনা করে। মন্ত্রের আর

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"পূর্ব্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্য স্থিস্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের বিশুদ্ধপদ এই অন্তর্ব্বর্ত্তি প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্ত্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।" এটী রমানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার। যথা, বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" সায়ণের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে ভাব দাঁড়ায়,—'ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান বিষ্ণু এই প্রতীয়মান্ (পরিদৃশ্যমান) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষরূপে ক্রমন (বিস্তার) করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিন প্রকারে স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন সর্ব্বজগৎ সম্যগ্‌রূপে এই বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।'

† বেন্‌ফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য) প্রকাশ করেন।

‡ মুইর (Muir) এই মত (ধূলিকণার উপমায় সূর্য্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন।

একটী পদ—'পদং'। আমরা মনে করি, ঐ পদে আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বুঝায়। মন্ত্রের আর একটী পদ—'নিদধে।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে, ঐ পদ 'অবস্থিতি' 'ক্ষেপণ' প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে এক জন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং 'দধে' ধৃতবান্) 'নিরন্ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, ঐ পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির-অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের 'পাংসুরে' পদে—ধূলি নহে—'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ, অণুপরমাণুময় জ্ঞান স্বরূপে (জ্ঞানরশ্মিরূপে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং' পদ। ঐ পদে, 'এই জগৎ সম্যগ্‌রূপে তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে'—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। *

---

* যাস্কের যে নিরুক্ত সায়ণভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, ("যদিদং" হইতে "ঔর্ণাভঃ" প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন); তাহাতে শাকপূণি ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণের মতে আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই, যাহাতে আমাদিগের ব্যাখ্যার কোনরূপ বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু, তাঁহাদের ব্যাখ্যার মর্ম্মানুধাবন করিলে, আমাদিগের অভিমতেরই দৃঢ়তা সাধিত হয়। ঐ নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা এখানে দুর্গাচার্য্যকৃত পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে—বোধগম্য হইবে। যথা,—"বিষ্ণুর্বিশতেঃ। কথমিতি? যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক? তং তাবং পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বিদ্যুদাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং তমু অক্রিণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তংগিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্য মন্যতে।"

দুর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অস্তগিরি রূপ ভাব-মাত্র আগমন করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহাতে বিষ্ণু শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অস্ত স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার অর্থের প্রবর্ত্তক। 'পাংসুরে সমূঢ়' পদের ব্যাখ্যায়, মুইর 'সূর্য্য-রশ্মি' অর্থ করেন। বিষ্ণুর পদ-পরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমূলার (Max Muller) লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"The stepping of Vishnu is emble-metic of the rising, the culminating and setting of sun."

এই হইতে পাশ্চাত্য-ভাবকগণ প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যার 'সূর্য্যাত্মনা' 'বৈদ্যুতাত্মনা' প্রভৃতির ভাব কেহই গ্রহণ করেন নাই। তাহা বুঝিলে ঐরূপ স্থূল অর্থ পরিগৃহীত হইত না; তাহাতে সূক্ষ্মভাবে তিনি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য, তিনি যে মধ্য-এসিয়া' হইতে এদেশে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। ম্যাক্সমূলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রবন্ধ দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের ভিত্তি-

এইরূপে, মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে, 'সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অনন্ত বিশ্ব স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যগ্রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমপদ ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ মন্ত্রটীতে প্রার্থনার ভাবও আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,—'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার সত্তা বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্তা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই মন্ত্র হইতে এই সকল নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২অ—১১খ—১১দ—৯সা)। *

স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন,—'তৈত্তিরীয়-সংহিতার একটী মন্ত্রে (৪।১।১১৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর, ঋগ্বেদের (৪র্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকের) একটী মন্ত্রে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন, এমন মন্ত্রও (৮ম মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The 'Sacred Books of the East, vol XXXII, Vedic Hymns translated by F MaxMuller, P. 133)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী— এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান উইটনেসে' ("Arian Withess) রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—"The 'three strides' of vishnu are noticed in the Rig veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of vishnu himself.' রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম-নিবাস তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।' যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতেই দেখুন, সর্ব্বত্র অর্থের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইলে এবং বেদবাক্যের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে।

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২২ম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম— "বৈষ্ণবং সাম।"

২। এই মন্ত্রটী যজুর্ব্বেদে (৫।১৫) এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণে (১।১৭) দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদে ইহার পাঠে একটী 'স্বাহাঃ' পদ অতিরিক্ত আছে। অপিচ ঋগ্বেদে ও যজুর্ব্বেদে 'পাংসুলে' স্থলে "পাংসুরে" পাঠ দৃষ্ট হয়।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ। কৌথুমী শাখা।

ঐন্দ্রপর্ব্ব। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ। দ্বাদশী দশতি।

দ্বাদশ দশতি।

প্রথমং সাম।

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপেরয়।

অস্য রাতৌ সুতং পিব॥ ১॥

গেয়-গানং।

অতীহিমা। ন্যুষা ২ বাইণা ২ ম্। সুষুবাং সা ২ ম্। হোই। উপে

১ রায়া ২। অস্যরাতা ২ ৩ উ। সূ ২ তা ২ ৩ ৪

ঔহোবা। পী ২ ৩ ৪ বা॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মন্যুষাবিণং' (অস্মান্ প্রতি হিংসাপরায়ণং রিপুশত্রুং, পাপপ্রভাবং ইতি ভাবঃ) 'অতীহি' (অতিক্রমং কুরু, তান্ বিতাড়য় ইতি ভাবঃ); তথা 'সুষুবাংসং' (শুদ্ধসত্বং) 'উপেরয়' (অস্মৎসমীপং প্রেরয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'অস্য'

(অস্মদীয়ানুষ্ঠীয়মানস্য) 'রাতৌ' (দানে, সৎকর্ম্মণি) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং, বিশুদ্ধাং ভক্তিং) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ) প্রার্থনায়া ভাবঃ,—হে ভগবন্! রিপূন্ বিমর্দ্দয়িত্বা হৃদি সত্ত্বভাবং সঞ্চার্য্য অস্মাকং কর্ম্মসু অধিষ্ঠিতো ভব। (২অ—১২খ—২দ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগের প্রতি হিংসাপরায়ণ শত্রুকে (পাপের প্রভাবকে) আপনি অতিক্রম করুন (বিতাড়িত করুন); আর শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ করুন (অর্থাৎ আমাদিগকে প্রদান করুন); আর আমাদিগের অনুষ্ঠীয়মান্ সৎকর্ম্মে শুদ্ধসত্ত্বকে (বিশুদ্ধা ভক্তিকে) গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুগণকে বিমর্দ্দন করিয়া হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার-পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ম্মসমূহে আপনি অধিষ্ঠিত হউন।)॥ (২অ—২খ—১২দ—১সা)

• • •

সায়ন-ভাষ্যং। অথ দ্বাদশখণ্ডে—সৈষা প্রথমা। মেধাতিথি ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! 'মন্যুমাবিনং' ক্রোধেন সোমং সুন্বন্তং 'অতীহি' অতিগচ্ছ। তথাশ্বিন দেশে 'সুষুবাংসং' সোমং 'সুতং' সুন্বন্তং 'উপেরয়' সমীপে প্রেরয়। 'অস্য' যজমানস্য 'রাতৌ' যজ্ঞাখ্যে দানে অভিষুতং সোমং 'পিব'। (২অ—২খ—১২দ—১সা)।

• • •

প্রথম (২২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে একটা 'সোমং' পদ অধ্যাহার করিয়া আনা হয়। তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ইন্দ্র! যে জন ক্রোধ-পূর্ব্বক সোমরস প্রস্তুত করে, তাহাকে তুমি অতিক্রম কর অর্থাৎ পরিত্যাগ কর; আর, এখানে সুন্দররূপে যে সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নিকটে আগমন কর; এবং এই যজমানের দানে (দানগ্রহণ পূর্ব্বক) এখানে যে সোম প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পান কর।' ঋগ্বেদে মন্ত্রটীর একটু পাঠান্তর আছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণটী সর্ব্বতোভাবে ক্রোধপরায়ণ বা পাপীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এবং শেষ অংশটী শ্রদ্ধা-সহকারে সোমপ্রস্তুতকারীর সম্বন্ধ প্রযুক্ত হইতে দেখি। সামবেদের এই মন্ত্র "অতীহি মন্যুষাবিণং" অংশে ক্রোধসহকারে বা অশ্রদ্ধা-সহকারে যে জন সোম প্রস্তুত করে, আপনি তাহাকে অতিক্রম করুন,—এই ভাব ব্যক্ত করে। আর, পরবর্ত্তী অংশে, 'সুষুবাংসমুপেরয়' হইতে 'পিব' পর্য্যন্ত অংশে 'যে জন শ্রদ্ধা-সহকারে যত্নের সহিত সোম প্রস্তুত করে, তাহার প্রদত্ত সোম আপনি পান করুন'—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই বা কি ভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, আর সামবেদের এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই বা কি ভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, নিম্নোদ্ধৃত চতুর্ব্বিধ অনুবাদে তাহা বোধগম্য হইবে।

(১) ঋগ্বেদের মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ ;—"হে ইন্দ্র! ক্রোধপূর্ব্বক অভিষবকারীকে ও অনুপযুক্তস্থানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আইস। তুমি (আমাদের) দত্ত এই অভিষুত সোম পান কর।"

(২) সামবেদের মন্ত্রের হিন্দি অনুবাদ ;—"হে ইন্দ্র! ক্রোধসে সোমকা রস নিকালনে-বালে কো ত্যাগ'দ ঔর তুহাঁ সুন্দর প্রকারসে রস নিকালনেবালেকো ভেজো ইস যজমানকে যজ্ঞসম্বন্ধী দানমেঁ সম্পাদিত সোমকো পিয়ো।"

(৩) ঋগ্বেদের ও সামবেদের দুই প্রকার মন্ত্রের দুই প্রকার ইংরাজী অনুবাদ ;—

(1) "Pass him who pours libations out in angry mood or af er sin :
Here drink the juice we offer thee ;"

(2) Pass by the wrathful offerer ; speed the man who pours libation, drink
The juice which he presents to thee."

আমাদিগের ব্যাখ্যায় প্রার্থনার সকল অংশেই আত্মসম্পর্কিত প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যায়, প্রার্থনা অনুসারে, তিনটী ক্রিয়াপদ উপলক্ষে মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম প্রার্থনা—'মন্যুষাবিণং অতীহি।' এই দুইটী পদ হইতে ক্রোধ সহকারে সোমরস প্রস্তুতের প্রসঙ্গ কেন যে আসে, বুঝিতে পারি না। পরন্তু 'মন্যুষাবিণং' পদে, মন্যুর দ্বারা বা হিংসার দ্বারা যে আবিষ্ট, সেই রিপুশত্রুকে অর্থাৎ পাপের প্রভাবকে লক্ষ্য করে। আমাদিগের রিপুই আমাদিগের মন্যুর বা হিংসার মূলীভূত। বলা হইতেছে,— 'আপনি তাহাকে অতিক্রম করুন।' অর্থাৎ, রিপু আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; দেবতাকে বা কোনও সদ্ভাবকে নিকটে আসিতে দেয় না; তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আসুন অর্থাৎ তাহাদিগকে বিতাড়িত করুন।' এই হইল—প্রথম প্রার্থনা। দ্বিতীয় প্রার্থনা—"সুষুবাংসং উপেরয়।" এখানে 'সুষুবাংসং' পদে যে দৃষ্টিতে সোমের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা হয়, সেই দৃষ্টিতেই শুদ্ধসত্ত্ব (ভক্তি প্রভৃতি) অর্থ আসিয়া থাকে। 'সু' ধাতুর অর্থ—প্রসব বা উৎপন্ন। তাহা হইতে সদ্ভাব উৎপাদনের প্রসঙ্গই সমীচীন। কিন্তু যেখানেই ঐ ধাতুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত পদ দৃষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই সোমরসের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। ফলতঃ, যাহাতে সদ্ভাব উৎপন্ন হয়,—সেই প্রার্থনাই এখানকার সমীচীন প্রার্থনা বলিয়া মনে করি। এখানকার প্রার্থনা,— আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন।

প্রথম প্রার্থনা—রিপুর দমন; দ্বিতীয় প্রার্থনা—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণ। এই দুই প্রার্থনার পরই তৃতীয় প্রার্থনার সার্থকতা উপলব্ধ হয়। যখন রিপুদমন হইল, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের

সঞ্চার হইল; তখনকার ইহাই যোগ্য প্রার্থনা—"অস্য রক্ষতৌ সুতংপিব।" অর্থাৎ, আমাদিগের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের মধ্যে আপনি আসিয়া আমাদিগের ভক্তি-সুধাকে পান করুন। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'রিপুবিমর্দ্দনে, সত্ত্বভাব সঞ্চারণে, হে ভগবন্, আপনি হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হউন।' (২অ—১২খ—১২দ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
কদু প্রচেতসে মহে বচো দেবায় শস্যতে।
১ ২র ৩ ১ ২
তদিদস্য বর্দ্ধনং ॥ ২ ॥

গেয়-গানং।

৩ ৪ ৫ ৪র ৫ র ৫ ২ ১ ২ ২র ৫ ৫র
কদুপ্রচেতসে। মহা ৩ ই। বা ২ ৩ ৪ চো। দেবাহাউ। বচোদেবা
২ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ১
য়শস্যা ২ ৩ তা ২ ৩ ই। তদা ৩ ৪ ইদ্বিয়া ৩। স্যবো
৫ ৪ ৫
২ ৩ ৪ বা। ধা ৫ হনা ৬ হাই ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মহে' (মহতে) 'প্রচেতসে' প্রকৃষ্টজ্ঞানায়, সর্ব্বজ্ঞায়) 'দেবায়' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতায় তস্মৈ) 'কদু' (কুৎসিতং, অযোগ্যং) 'বচঃ' (অস্মাদুচ্চারিতং বাক্যং মন্ত্রং ইতি ভাবঃ) 'শস্যতে' (প্রশস্তং গ্রহণীয়ং বা ভবতু—দেবানুগ্রহেণ ইতি শেষঃ); 'তদিৎ' (তদেব) 'অস্য' (প্রার্থনাকারিণঃ অস্মদীয়স্য 'বর্দ্ধনং' (প্রবৃদ্ধিকারণং, শ্রেয়ঃসাধকং ইতি ভাবঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোচ্চারণস্য ক্রটিবিচ্যুতিং পরিহৃত্য ভগবান্ অস্মান্ পরিবর্দ্ধয়তু সুমঙ্গলং দদাতু বা ইত্যেবং প্রার্থনা—ইতি ভাবঃ। (২অ—১২—১২দ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

মহৎ, সর্ব্বজ্ঞ দীপ্তিদানাদি গুণযুক্ত সেই দেবতার উদ্দেশে উচ্চারিত অযোগ্য মন্ত্র (আমাদিগের উচ্চারিত বাক্য) দেবতার অনুগ্রহে

---

* প্রথম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের ৩২ম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"কৌৎসম্।"

২। এই মন্ত্রের পাঠান্তরে ঋগ্বেদে "সুমুপারণে" এবং "ইমং রাতং" পদ দৃষ্ট হয়।

প্রশস্ত অর্থাৎ দেবতার গ্রহণীয় হউক; তাহাই অর্থাৎ সেই মন্ত্রই প্রার্থনাকারী আমাদিগের প্রবৃদ্ধির কারণ অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক হউক। (ভাব এই যে,—মন্ত্রোচ্চারণের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে পরিহার করিয়া ভগবান্ আমাদিগকে পরিবর্দ্ধন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে সুমঙ্গল দান করুন—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ দ্বিতীয়া। বামদেব ঋষিঃ। 'মহে' মহতে 'প্রচেতসে' প্রকৃষ্টজ্ঞানায় 'দেবায়' দ্যোতনাদিগুণযুক্তায়েন্দ্রায় 'কদ্' কুৎসিতং অস্মদীয়ং 'বচঃ' স্তোত্ররূপং সূক্তং 'শস্ততে' প্রশস্তং যথা ভবতি দেবস্তথানুগৃহ্ণাত্বিত্যর্থঃ। 'তদিৎ' তদেব 'অস্য' যজমানস্য 'বর্দ্ধনং' হি প্রবৃদ্ধিসাধনং খলু॥ (২অ—১২খ—১২দ—২সা)॥

দ্বিতীয় (২২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—§•§—

তিনি মহৎ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি দীপ্তিদানাদিগুণযুত। আমরা এমন কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারি—যাহাতে তাঁহার প্রকৃত মহিমা প্রকাশ পাইতে পারে। আমাদিগের ভাষায় তেমন বাক্য নাই, আমাদিগের কল্পনা সেরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই,—যদ্দ্বারা ভগবন্মহিমা সর্ব্বথা ব্যক্ত হইতে পারে। তাহা তো এক প্রকার অসম্ভবই বটে। অধিকন্তু যে সকল মন্ত্র বা শাস্ত্রবাক্য প্রাপ্ত হই, পদে পদে তাহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। সেই দোষ পরিহারের উদ্দেশেই এই মন্ত্রটীর উচ্চারণের সার্থকতা দেখিতে পাই।

আমরা যে যেমন তেমন করিয়া অজ্ঞানের ন্যায় বিকৃত উচ্চারণে অসমীচীন ভাব-গ্রহণে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা যেন বৃথা না হয়; ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, প্রার্থনার ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন;—মন্ত্র এই অর্থই দ্যোতনা করিতেছে। আমাদিগের অপ্রশস্ত বাক্য প্রশস্ত হউক, অস্ফুট বাণী পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাউক, আর তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার সার মর্ম্ম। (২অ—১২খ—১২দ—২সা)॥ *

---

* দ্বিতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী অন্য বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয়-গানের নাম—"কাশ্যপম্ আপসয়নং বা"

২। এই মন্ত্রের 'কদ্' পদ উপলক্ষে সামবেদের ইংরাজী অনুবাদে গ্রিফিথ্স সাহেব প্রশ্নের ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে শেষাংশে ভাব-সঙ্গতি থাকে নাই। মন্ত্রের দুই চরণের অনুবাদে তিনি যথাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"What is the word addressed to him, God great and excellently wise?
For this is what exalteth him."

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

উক্থং চ ন শস্যমানং নাগোরয়িরা চিকেত।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ন গায়ত্রং গীয়মানং ॥ ৩॥

গেয়-গানং।

উক্থঞ্চনোহাই। শস্যমানম্। নাগোরা ২ ৩ য়ীঃ। আচিকেতা।

নগায়া ২ ৩ ত্রাম্। গী। য়মা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

উ ২ ৩ ৪ প্বা ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাগোঃ' (অস্তোতুঃ, অভক্তস্য অজ্ঞস্য বা) 'অরিঃ' (অরিঃ, স ভগবান্) 'শস্যমানং' (পঠ্যমানং উচ্চারিতং বা—নাগবা তেন ইতি যাবৎ) 'উক্থং চ' (শস্ত্রমপি, বেদমন্ত্রমপি) 'ন আচিকেত' (ন অভিজানাতি, ন গৃহ্লাতি ইতি ভাবঃ); তথা 'গীয়মানং' (গাতব্যং—তেন গবা ইতি যাবৎ) 'গায়ত্রং' (গায়ত্রাখ্যং সাম) 'ন' (ন শৃণোতি ইতি ভাবঃ)। হৃদি যদি ভক্তিঃ ন সঞ্জায়তে, তদা মন্ত্রোচ্চারণেন নাস্তি ফলং ইতি ভাবঃ। (২অ—১২খ—১২দ—৩সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

অভক্তের (অস্তোতার) শক্র সেই ভগবান্, অভক্তের পঠ্যমান বা উচ্চারিত বেদ মন্ত্রও গ্রহণ করেন না, এবং গীয়মান্ সাম-মন্ত্রও শ্রবণ করেন না। (ভাব এই যে,—হৃদয়ে যদি ভক্তি সঞ্জাত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রোচ্চারণে কোনই ফল নাই।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ তৃতীয়া। মেধাতিথিপ্রিয়মেধাবৃষী। গায়ত্রেণ্ডোঃ 'অগোঃ' অস্তোতুঃ 'অরিঃ' অরিঃ। ব্যত্যয়েন যকারঃ (পা০ ৩।১।৮৫)। শক্রঃ। ইন্দ্রঃ 'শস্যমানং' স্তোত্রা পঠ্যমানং 'উক্থং' 'চ ন' শস্ত্রমপি 'আচিকেত' অভিজানাতি। কিত জ্ঞানে, ছান্দসো লিট (পা০ ৩।৪।৭)। নেতি সম্প্রত্যর্থে। 'ন' সম্প্রতি প্রস্তোত্রাদিভিঃ 'গীয়মানং' গায়ত্রং' গাতব্যং

সাম যদ্বা গায়ত্রাখ্যং আচিকেতেত্যেব। অতঃ কারণাৎ বয়মপি তমিন্দ্রং স্তুম ইত্যর্থঃ। অগোঃ আগোঃ ইতি, অয়িঃ অরিঃ ইতি চ পাঠৌ॥ (২অ—১২খ—১২দ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (২২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ——: * :—— ——

এই মন্ত্রটীর একটী অভিনব পদ—'নাগোঃ'। ঋগ্বেদে উহা 'অগোঃ' রূপে পঠিত হয়। সায়ণের ভাষ্যে এখানে 'অগোঃ' পাঠ গ্রহণ-পূর্ব্বকই অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। তদনুসারে ঐ পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'অস্তোতুঃ' (অস্তোতার)। এখানে 'অয়িঃ' পাঠ আছে। ঋগ্বেদে 'অরিঃ' পাঠ দৃষ্ট হয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা 'র' স্থানে য কার হইয়াছে—পাণিনির সূত্রানুসারে ঐ দুই পদই একার্থবোধক এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয়। মন্ত্রের প্রথম চরণে 'চ' ও 'ন' পদদ্বয় আছে। সেই দুই পদকে যুগ্মভাবে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের 'অপি অর্থ অর্থ গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় চরণের 'ন' পদটীকে 'সম্প্রতি' অর্থ-জ্ঞাপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। 'অগোঃ' পদের ব্যুৎপত্তি-উপলক্ষে 'গায়তের্গোঃ' বাক্য প্রযুক্ত দেখি। তাহাতে গো-শব্দে গরু অর্থ গ্রহণে না করিয়া 'বাক্য' বা 'স্তুতি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝা যায়। * এইরূপ ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"অস্তোতার শক্র ইন্দ্র হোতার পঠ্যমান শস্ত্রকেও (মন্ত্রকেও) জানিয়া থাকেন; সম্প্রতি প্রস্তোতাদিগের দ্বারা গীয়মান গাতব্য সাম অথবা গায়ত্রাখ্য সাম জানিতেছেন। এই কারণে আমরাও সেই ইন্দ্রকে স্তব করি।" এবম্বিধ ভাষ্যার্থেরই অনুসরণে মন্ত্রের যে বাঙ্গালা ও হিন্দি অনুবাদ প্রচারিত আছে, তাহারও দুইটী আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "ইন্দ্র স্তুতিশূন্য লোকের শক্র, তিনি উচ্চার্য্যমান উক্থ জানিতে পারেন, সম্প্রতি গায়ত্রও গান করা হইতেছে।"

(২) "স্তুতি ন করনেবালেকা শক্র ইন্দ্র হোতাকে পঢ়েহুএ স্তোত্রকোভী জানতা হৈ, ইস সময় প্রস্তোতা আদিকে গায়ে হুএ গায়ত্র সাম কো জানতা হী হৈ, ইস কারণ হমভী উস্ ইন্দ্রকী স্তুতি করতে হৈঁ।"

---

* সামবেদের ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব কিন্তু 'গো' শব্দের গরু অর্থ এখানেও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার ব্যাখ্যা আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহার ব্যাখ্যার ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'যাহার ভাণ্ডারে গাভী নাই, তাহার ধনসম্পত্তি কখনও প্রকৃত স্তুতিকে প্রাপ্ত হয় না; অথবা গাতব্য সাম গানও প্রাপ্ত হয় না।' তাঁহার (গ্রিফিথ্‌সের) সেই ইংরাজী অনুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"His wealth who hath no store of kine
hath ne'er found out recited laud,
Nor song of praises that is sung."

কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রচারিত আছে, উপরি উক্ত আলোচনায় তাহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে সম্পূর্ণ অন্য ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা প্রধানতঃ অনুসরণীয়। 'নাগোঃ' ও 'অগোঃ' পদে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরাও তাহাই অনুসরণ করিলাম। যাহার জ্ঞান নাই, যাহার ভক্তি নাই, সুতরাং যে অকর্ম্মকারী, সেই 'নাগোঃ' বা অস্তোতা। সেইরূপ অস্তোতার বা অভক্তের 'অরিঃ' বা নাশক বা বিমর্দ্দক যিনি, এখানে 'নাগোঃ অরি' এই পদদ্বয়ে তাঁহাকেই (ভগবানকেই) নির্দ্দেশ করিতেছে। মন্ত্রে যে দুইটী 'ন' পদ আছে, সেই দুইটীকেই 'না'-অর্থ জ্ঞাপক বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি। 'চ' পদে 'অপি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। 'শস্যমানং' পদের সম্বন্ধে 'হোত্রা' পদ অধ্যাহার না করিয়া 'নাগবা তেন' পদ অধ্যাহারে ভাব সুরক্ষিত হয় বলিয়া মনে করি। 'ন' এবং 'আচিকেত' পদদ্বয়ে না-জানার অর্থাৎ না-গ্রহণ করার ভাব প্রকাশ পায়। এইরূপ, শেষ চরণের 'ন' পদ উপলক্ষে 'ন আচিকেত' হইতে ভাবে 'ন শৃণোতি' বাক্য অধ্যাহার করিতে পারি। ফলতঃ অভক্তের উচ্চার্য্যমানা স্তোত্র তিনি গ্রহণ করেন না এবং তাহার গাতব্য গানও তিনি শ্রবণ করেন না,—মন্ত্রার্থে এই ভাবই সর্ব্বথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'অন্তরে অনুধ্যান কর, মুখে মন্ত্র উচ্চারিত বা গীত হউক, তাহা হইলেই ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিবেন।' (২অ—১২খ—১২দ—৩সা)। *

—•—

চতুর্থং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্র উক্‌থেভির্ম্মন্দিষ্ঠো বাজানাং চ বাজপতিঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

হরিবাংৎসুতানাᳲ সখা ॥ ৪ ॥

• • •

গেয়-গানং।

• ২ ১ ২ ১ ২ ৩ • ১র ২

ইন্দ্র উক্‌থাই। ভির্ম্মান্দাইষ্ঠো ৩। বাজানাং ২ ৩ ৪ ঞা। বাজপতিঃ।

১ ৳ ৩ • ১র ২র ১

হরা ২ ইবা ২ ৩ ৪ ৎ স। তানা ২ ᳲ স। খা।

২ ৪• ৪

ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ই। ডা ॥ ৪ ॥

---

* তৃতীয় সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, দ্বিতীয় সূক্তের, চতুর্দ্দশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ১৯ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহাই গেয়-গানের নাম—"বার্হদুক্থম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'বাজানাং' (সৎকর্ম্মকারিণাং) 'বাজপতিঃ' (সৎকর্ম্মপালকঃ) 'সুতানাং' (শুদ্ধসত্ত্বাধিকারিণাং, ভক্তিমতাং ইতি ভাবঃ) 'সখা' (সুহৃৎ, মিত্রঃ) 'হরিবান্' (জ্ঞানাধারঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'উক্‌থেভিঃ' (উক্‌থমন্ত্রৈঃ—তেষাং বাজানাং সুতানাং উচ্চারিতৈঃ বা ইতি ভাবঃ) 'মন্দিষ্ঠঃ' (হৃষ্টঃ—ভবতি ইতি শেষঃ)। যঃ সৎকর্ম্মকারী যঃ চ ভক্তিমান্, তস্যৈব পূজাং ভগবান্ গৃহ্লাতি ইতি ভাবঃ। (২অ—১২খ—১২দ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারীদিগের সৎকর্ম্মের পালক, শুদ্ধসত্ত্বাধিকারিগণের (ভক্তিমান্‌দিগের) সখা, জ্ঞানাধার ভগবান্ ইন্দ্রদেব সেই তাঁহাদিগেরই (অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারিগণের ভক্তিমান্‌দিগের) স্তোত্র-মন্ত্রে প্রীত হয়েন। (ভাব এই যে,—যে জন সৎকর্ম্মকারী, যে জন ভক্তিমান্, তাঁহারই পূজা ভগবান্ গ্রহণ করেন।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ চতুর্থী। বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। 'বাজানাং' অন্নানাং মধ্যে 'বাজপতিঃ' উৎকৃষ্টান্নপতিঃ 'হরিবান্' হরিনামকাশ্ববান্ 'ইন্দ্রঃ' 'উক্‌থেভিঃ' স্তোতৃপ্রযুক্তৈঃ উকথ্যমানৈর্ব্বা শস্ত্রৈঃ 'মন্দিষ্ঠঃ' অতিশয়েন তৃপ্তঃ সন্ 'সুতানাং' অভিষুতানাং সোমানাং 'সখা' সখিবৎ প্রীতিকরঃ সোমৈঃ প্রীয়ত ইত্যর্থঃ। (২অ—১২খ—১২দ—৪সা)।

* * *

চতুর্থ (২২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ • §—

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'অন্নসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট অন্নের পতি, হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র, স্তোতৃগণের প্রযুক্ত (উচ্চারিত) উকথসমূহের বা শস্ত্র-সমূহের দ্বারা অতিশয়রূপে তৃপ্ত হইয়া, অভিষুত সোমসমূহের সখা অর্থাৎ সখিবৎ প্রীতিকর হয়েন অর্থাৎ সোমরসসমূহের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন।' ভাষ্যে এবম্বিধ অর্থেরই আভাস পাওয়া যায়। অন্যান্য যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ বা 'বাজ' শব্দে 'বল' বা 'শক্তি' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক 'বাজানাং বাজপতিঃ' পদদ্বয়ের অর্থে তাঁহাকে 'শক্তিসমূহের অধিপতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; এবং 'সুতানাং সখা' পদদ্বয়ে, তিনি যে সোমরসের অত্যন্ত প্রিয়, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

আমাদিগের অর্থে যে স্বতন্ত্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার প্রধান কারণ,—'বাজ' ও 'সুত' শব্দদ্বয়ের অন্য অর্থ পরিগ্রহণ। সৎকর্ম্মই যে 'বাজ' শব্দে অভিহিত হয় এবং

'সুত' শব্দে যে শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তি প্রভৃতিকে) লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। তাহাতে পূর্ব্বপূর্ব্ব মন্ত্রের অর্থের সহিত এই মন্ত্রের অর্থে বেশ ঐক্য থাকে। পূর্ব্বমন্ত্রে প্রখ্যাপিত আছে— দেখিতে পাইয়াছি, ভগবান্ অভক্তের বা অকর্ম্মকারীর স্তোত্রমন্ত্র গ্রহণ করেন না। এখানে পক্ষান্তরে বলা হইতেছে,—তিনি সৎকর্ম্মকারীর এবং ভক্তিমানের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন্ পথে তাঁহার গতাগতি হয়, এই দুই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত দেখি। (২অ—১খ—১২দ—৪সা)। •

পঞ্চমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ যাহ্যুপ নঃ সুতং বাজেভির্মা হৃণীয়থাঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মহাঁ᳚ ইব যুবজানিঃ ॥ ৫ ॥

গেয় গানং।

৩র ৫র ৪ ১ ২ ১ ২ ২ ১র র S ১র ২র

আয়াহী। উপনঃসুতম্। হোবা ৩ হাই। বাজে ২ ভির্ম্মহৃণীয় থা ৩ঃ।

১ র ২ ২র ২১ ১ ২ ২ ১৲ ৩

হোবা ৩ হাই। মহা᳚ইবযুবা ২ ৩। হোবা ৩ হা ৩ ই। জা ২ না।

৫৭ র ২৲ ৫

৩৪ ঔহোবা। ঊ ৩ ২ ৩ ৪ পা ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং, ভক্তিং) 'উপ' (সমীপং) 'আ যাহি' (আগচ্ছ); 'বাজেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ, অস্মদনুষ্ঠিতৈঃ পূজাপ্রকরণৈঃ ইতি ভাবঃ) 'মা হৃণীয়থাঃ' (মা হ্রিয়স্ব, অপ্রীতো মা ভব); পরন্তু 'যুবজানিঃ' (যৌবনোপেতা জায়া যস্য স) 'ইব' (যথা) 'মহান্' (স্বকীয়াং জায়াং প্রতি মহান্ অনুরক্তো ভবতি তদ্বৎ ত্বাং প্রতি অস্মান্ অনুরাগসম্পন্নান্ কুরু)। যুবতীং পত্নীং প্রতি চরিত্রবান জনো যথা একান্তানুরাগী ভবতি তদ্বৎ, হে মহান, অস্মান্ ত্বাং প্রতি একান্তানুরাগিনঃ ক্রিয়তাং ইত্যেবং—প্রার্থনা। (২অ—১২খ—২দ—৫সা)।

---

* চতুর্থ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোন বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয়-গানের নাম—"বার্হদুক্থম্।"

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তির) সমীপে আপনি আগমন করুন; আমাদিগের অনুষ্ঠিত পূজাপ্রকরণসমূহের দ্বারা (সৎকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা) অপ্রীত হইবেন না; পরন্তু যুবজানি যেন আপনার জায়ার প্রতি মহান্ অনুরক্ত হয়, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে আপনার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন করুন। (ভাব এই যে,- যুবতী পত্নীর প্রতি চরিত্রবান্ মনুষ্য যেমন একান্তানুরাগী হয়, হে মহান্, সেইরূপ আপনার প্রতি আমাদিগকে একান্তানুরাগী করুন।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৫সা)।

সায়ণ ভাষ্যং। অথ পঞ্চমী। মেধাতিথিপ্রিয়মেধাবৃষী। হে ইন্দ্র! 'নঃ' অস্মদীয়ং 'সুতং' অভিষুতং সোমং 'উপ যাহি' প্রত্যাগচ্ছ। কিঞ্চ 'বাজেভিঃ' অন্নদীর্ঘৈর্হবির্ভিরন্নৈঃ মা 'হৃণীয়থাঃ' মা হ্রিয়স্ব! তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'যুবজানিঃ' যৌবনোপেতা জায়া যস্যাসৌ যুবজানিঃ জায়ায়া নিঙ্ (পা॰ ৫। ১৩) ইতি সমাসান্তঃ 'মহান্ ইব' প্রভু'রিব যথা রূপবদ্‌ভার্য্যোপেতঃ প্রভুঃ অন্যাভির্নাপহ্রিয়তে কিন্তু তামেব যুবতিং প্রত্যাগচ্ছতি তদ্বৎ। (২অ—১২খ—১২দ—৫সা)॥

পঞ্চম (২২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর উপমাংশ বিশেষ সমস্যামূলক। সাধারণতঃ ঐ উপমাংশের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে,—'যাহার যুবতী ভার্য্যা আছে, সেই স্বামী যেমন সেই ভার্য্যার প্রতি অনুরক্ত হয়, হে ইন্দ্রদেব, আপনি সেইরূপ আমাদিগের প্রতি অনুরক্ত হউন।' ঐ মন্ত্রাংশে মাত্র তিনটী পদ আছে। তাহার একটী পদ—'মহান্'; উহা হইতে প্রভু স্বামী, মহত্ত্বসম্পন্ন, মহান্ চরিত্রবান প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পদ—'ইব'; উহা উপমার্থজ্ঞাপক। তৃতীয় পদ—'যুবজানিঃ', উহার অর্থে, যাহার যুবতী স্ত্রী আছে তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, তিনটী পদের শব্দগত অর্থ—'মহান্ যেমন যুবজানি।' ইহা হইতে ভাবে যেদিক দিয়া যে অর্থ নিষ্পন্ন করা যায়; অর্থাৎ, দেবতার সম্বন্ধেও ঐ বাক্যাংশ প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার প্রার্থনাকারী মনুষ্যের সম্বন্ধেও ঐ বাক্যাংশের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথমোক্ত অর্থে ভাব পাওয়া যায়,—'যুবতী পত্নীর প্রতি যেমন তাহার স্বামী স্বতঃই অনুরক্ত হন, আমাদিগের প্রতি আপনি সেইরূপ অনুরাগসম্পন্ন হউন।' পক্ষান্তরে আবার উহা হইতে ভাব আনা যায়,—'যুবতী স্ত্রীর প্রতি পতি যেমন অনুরক্ত হয়, প্রার্থনাকারী আমরা যেন আপনার প্রতি সেইরূপ অনুরাগসম্পন্ন হই।' আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পরন্তু 'মহান্' পদের একটু

নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ঐ পদের ভাব—মগান অর্থাৎ চরিত্র-বান ব্যক্তি। দুশ্চরিত্র জন, গৃহে যুবতী পত্নী বিদ্যমান থাকিতেও ব্যভিচারী হইয়া থাকে। এখানে সেরূপ অসৎ চরিত্রের সম্বন্ধ ঐ মগান পদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আমরা এই অংশে সুন্দর একটী প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করি। সে প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমরা যেন সচ্চরিত্র হই; আমরা যেন আপনার প্রতি একান্তানুরাগী হই; আপনি আমাদিগকে চরিত্রবান্ করুন; এবং আপনার প্রতি পরম অনুরাগসম্পন্ন করিয়া লউন।'

মন্ত্রের প্রথম দুই অংশ সাধারণ প্রার্থনা-মূলক। "আ যাহ্যপ নঃ সুতং" বাক্যাংশে, আমাদিগের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের বা ভক্তির নিকটে আপনি আগমন করুন,—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় অংশে 'বাজেভির্মা হৃণীয়থাঃ' বাক্যাংশে, আমাদিগের পূজা-প্রকরণে অর্থাৎ উপাসনায় যদি কোনরূপ ত্রুটি থাকে, তাহাতে আপনি অপ্রীত হইবেন না—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। শেষের প্রার্থনায় দ্বিবিধ ভাবই আমনন করা যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে,—'আমাদিগের কর্ম্মে আপনি সর্ব্বথা প্রীতিযুক্ত বা অনুরক্ত হউন; অথবা, আপনার প্রতি আমরা যেন সর্ব্বথা অনুরাগসম্পন্ন ভক্তিপরায়ণ হইতে পারি।' মন্ত্রের তিনটী চরণে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (২অ—১২খ—১২দ—৫সা)।*

—•—

ষষ্ঠং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২
কদা বসো স্তোত্রং হর্য্যত আ অব শ্মশা রুধদ্বাঃ।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দীর্ঘং সুতং বাতাপ্যায় ॥ ৬ ॥

• • •

গেয় গানং।

২র ৩ ৫র ১ ২ ২ ৩ ৪
১। ঔ ২ হো ১ ই। কদাবসো। স্তোত্রা ৩ ম্। হর্য্যতাআ। ঔ ২
৩ ২ ৩ ৫র ৩ ২ ১ ৩
হো ১ ই। অবশ্মশা। রুধাদ্ব ২ ৩ ৪ বা। ঔ ২ হো ১ ই।
৩র ২ ৩ ৫ ৩র ২ ২
দীর্ঘংসুতম্। বাতা ৩ ৪ ৩। পী ৩ য়া ৫ য়া ৬ ৫ ৬।
৩ ১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৬ ॥

---

* পঞ্চম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ১৮ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত) ইহার গেয় গানের নাম—"কৌৎসম।"

৩২　৩র ৪র ৫　১　২　২ ৩ ৪ ৫　১ ২
২। কদা ৩ ৪ ঔহোবা। বসো। স্তোত্রা ৩ ম্। হর্য্যতা আ। অবা

৩র ৪র ৫　১ ৯　৩ ২৯ ৩　৫　৩র ২
৩৪। ঔহোবা। শ্মশা ২। রুধাদূ ২ ৩ ৪ বাঃ। দীর্ঘা ৩ ৪

৩র ৪র ৫　১　র ২　২　৪
ঔহোবা। সুতা ২ ৩ ম্। বাতা ৩ ৪ ৪। পী ৩ য়া ৫

য়া ৬ ৫ ৬ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (বাসয়িতঃ, আশ্রয়প্রদাতঃ হে ভগবন্।) 'কদা' (কস্মিন্‌কালে) 'স্তোত্রং' (অস্মদুচ্চারিতং মন্ত্রং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হর্য্যতে' (ত্বাং কাময়তে, যদ্বা—ত্বয়া কাম্যতে); কদা 'অবরুধৎ' (অবরোৎস্যতি, অসদ্বৃত্তিঃ অবরুদ্ধা ভবিষ্যতি); কদা 'শ্মশা' (কুল্যা, সদ্‌বৃত্তিপ্রবাহা) 'বাঃ' (বারয়িষ্যতি, মুক্তগতিঃ ভবতি); তথা কদা 'দীর্ঘং' (প্রশস্তং, মহৎ) 'সুতং' (শুদ্ধসত্বং) 'বাতাপ্যায়' (ত্বাং প্রতি প্রবাহরূপেণ প্রবহতি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্। মদীয়াং পাপপ্রবৃত্তিং বারয়িত্বা ময়ি সত্বসমাবেশং কুরু, ত্বরয়া মাং আশ্রয়ঞ্চ দেহি। (২অ—১২খ—১২দ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশ্রয়প্রদাতা হে ভগবন্! কোন্‌-কালে (কতদিনে) আমাদিগের উচ্চারিত মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে আপনাকে কামনা করিবে? (অথবা, কোন্ কালে কতদিনে আমাদিগের উচ্চারিত স্তোত্র-মন্ত্র আপনার কাম্য হইবে)? কবে কতদিনে অসদ্বৃত্তি অবরুদ্ধ হইবে? কবে কতদিনে সদ্বৃত্তির প্রবাহ মুক্তগতি হইবে? আর কতদিনে মহৎ শুদ্ধসত্ত্ব আপনার প্রতি প্রবাহ-রূপে প্রবাহিত হইবে? (হে ভগবন্! আমার পাপবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিয়া আমাতে সত্ত্বসমাবেশ করুন, এবং আমাকে ত্বরায় আশ্রয় দেন। ইহাই প্রার্থনার ভাব।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং। অথ ষষ্ঠী। কৌৎসো দুর্ম্মিত্র ঋষিঃ। হে 'বসো।' বাসয়িতঃ ইন্দ্র। 'স্তোত্রং' অস্মৎকর্ত্তৃকং 'হর্য্যতে' কাময়মানায় কাময়মানং ত্বাং। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। 'কদা' কস্মিন্‌কালে 'অবারুধৎ' অবরোৎস্যতি, অবরুধ্য চ কদা 'বাঃ' বারয়িষ্যতি, তাদৃশঃ কালঃ কদা অস্মাকং সম্ভবিষ্যতীত্যাশাস্তে। অত্র দৃষ্টান্তঃ। অপ্সুতে

ক্ষেত্রমিতি 'খপা' কুল্যা লুপ্তোপমমেতৎ যথা কুল্যা তত্ত উদকাস্তবরুণদ্ধি অবরুধ্য চ বারয়তে তথেত্যর্থঃ। কিমুদ্দিশ্যাবরোধ ইতি তত্রাহ। 'দীর্ঘং' সবনত্রয়রূপেণায়তং 'সুতং' অভিষুতং সোমং প্রতি। কিমর্থমিতি তদাহ। 'বাতাপ্যায়' বাতেনাপ্যতে অধস্তান্নিপাত্যতে ইতি বাতাপ্যমুদকং তস্য প্রদানায়েত্যর্থঃ॥ (২অ—১২খ—১২দ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (২২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ বিষম প্রহেলিকাপূর্ণ। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সে প্রহেলিকা অধিকতর জটিল করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম—'হর্য্যতে' পদ। ভাষ্যে ঐ পদটীকে চতুর্থী বিভক্তির পদ স্বীকার করিয়া ব্যত্যয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তিমূলক প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে ঐ পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'কাময়মান্ আপনাকে' অর্থাৎ স্তোত্র পাইবার কামনা করেন এমন যে দেবতা তাঁহাকে।' তার পর, 'আ-অব-রুধৎ' হইতে 'অবারুধৎ' পদ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার প্রতিবাক্যে অবরোৎস্যতি' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'বাঃ' পদ উপলক্ষে 'বারয়িষ্যতি' প্রতিবাক্যের পরিকল্পনা দেখি। 'খপা' পদটীর 'কুল্যা' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক উহাকে উপমার্থক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণটির অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে বাসয়িত ইন্দ্র! আমাদিগের কৃত স্তোত্রের জন্য কাময়মান আপনাকে কোন্ কালে অবরুদ্ধ করিবে, আবার সেই অবরোধই বা কখন নিবারিত হইবে! অর্থাৎ, তাদৃশ ...ল কখন আমাদিগের পক্ষে সম্ভব হইবে—তাহার আশা করিতেছি। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'ক্ষেত্র-সেচনকারী এই জলপ্রবাহ লুপ্ত—অবরুদ্ধ, তাহার অবরোধ মোচনের ন্যায় ইহাই ভাবার্থ।' মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ এইভাবে গৃহীত হওয়ার পর, দ্বিতীয় চরণের তিনটী পদ-সম্বন্ধে গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে। অবরোধ কি উদ্দেশ্যে? 'দীর্ঘং' অর্থাৎ দীর্ঘ সবনত্রয়রূপে বিস্তৃত 'সুতং' অভিষুত সোমের উদ্দেশ্যে। কি জন্য বাধা? তাহার উত্তর—'বাতাপ্যায়'; বায়ুর দ্বারা অধঃপাতিত করিবার জন্য অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া উদক প্রদানের নিমিত্ত।

ভাষ্য উপলক্ষে মন্ত্রের ঐ যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার ভাব পরিগ্রহণ বড়ই কঠিন। সুতরাং তদ্বিষয়ে গবেষণা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ঐ ভাষ্য-উপলক্ষে কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে তাহারও দুই একটী নমুনা প্রদর্শন করিতেছি।

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি স্তব বাঞ্ছা কর, স্তব দিয়াছি; বৃষ্টির জন্য প্রচুর সোম প্রস্তুত করিয়াছি; কবে আমাদিগের ক্ষেত্রের জলপ্রণালী বারিপূর্ণ হইবে?"

"হে ব্যাপক ইন্দ্র! হমারে কিয়ে হুএ স্তোত্রকো চাহতে হুএ আপকো কৃত্রিম নদীকো সমান জলদানকে নিমিত্ত ফৈলে হুএ সম্পাদিত সোমকে প্রতি কব রোকগে ঔর রোককর কব বারণ করোগে।"

কিন্তু মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ দেখিতে পাই, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। দুই প্রকারের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(1) "When will he, (like) a dam, obstruct and let loose the long-protracted libation for the sake of wind driven (rain)?"

(2) When, Vasu, wilt thou love the laud? Now let the channel bring the stream.

The juice is ready to ferment."

সোমরস-প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-বিশেষের প্রতি কেহ বা লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ বা কৃষি ক্ষেত্রে জলসেচনের কামনা প্রকাশমান দেখিয়াছেন। মন্ত্রের প্রহেলিকা সর্ব্বত্রই অটুট রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি,—তদ্বিষয় দুই এক কথা বলার আবশ্যক মনে করিতেছি। যদিও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ পরিস্ফুট আছে, তথাপি ঐ ব্যাখ্যামূলে যে সকল গ্রন্থি বিদ্যমান, তৎসমুদায় উন্মোচন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

প্রথম সম্বোধ্য 'বসো' পদ। ঐ পদের 'বাসয়িতঃ' প্রতিবাক্য হইতেই 'আশ্রয়প্রদ' ভাব আসে। দেবতা আশ্রয়দাতা, তাই 'বসো' সম্বোধনে আহূত হন। দ্বিতীয় বিচার্য্য পদ—'হর্য্যাতে'। আমরা ঐ পদটীকে চতুর্থীর পদ না বলিয়া ক্রিয়াপদ-রূপে গ্রহণ করি। তদনুসারে ঐ পদের যথা-প্রতিবাক্য 'কামাতে' নিদ্ধারিত হয়। বাক্যাংশের গঠন অনুসারে, 'স্তোত্রং' পদকে ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া, আমরা 'হর্য্যাতে' পদের প্রতিবাক্যে যথাক্রমে 'ত্বাং কাময়তে' 'ত্বয়া কাম্যতে' বাক্যাংশদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) মর্ম্মে এক আহ্বানের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'কোন্ কালে কত দিনে আমরা তেমন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিব—যে মন্ত্র আপনার কাম্য হইবে!' এখানে সৎকর্ম্মসমন্বিত, ভগবদুদ্দেশে-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান-সংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এই দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে 'অবরুধৎ' এই চতুর্থ পদে, ভাব আসে এই যে,—'কবে আমাদিগের অসদ্বৃত্তি অবরুদ্ধ হইবে, অর্থাৎ কত দিনে আমরা অসদ্বৃত্তির প্রলোভন-কবল ছিন্ন করিতে পারিব?' সংসারে পাপ-প্রলোভনে পরিবেষ্টিত মানুষের প্রাণে যখন সত্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, তখনই তাহার এইরূপ আত্মচিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতঃপর (পঞ্চমতঃ) বিচার্য্য—'খশা বাঃ' বাক্যাংশ; 'খশা' পদের 'কুল্যা' প্রতিবাক্য হইতেই সদ্বৃত্তির প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বাঃ' পদে 'বারয়িষ্যতি' হইতেই 'মুক্তগতিঃ ভবতি ভবিষ্যতি বা' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। যে পক্ষে আত্মচিন্তনের বা প্রশ্নের ভাব হয়,—'কত দিনে কত কালে আমাদিগের হৃদয়ে সদ্বৃত্তির প্রবাহ অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইবে!' এইরূপে বুঝিতে পারি,—অসদ্বৃত্তির বাধা থাকিবে না, সদ্বৃত্তির স্নিগ্ধ-ধারায় হৃদয় অভিসিঞ্চিত হইবে—এইরূপ কামনাই এখানে প্রকাশ পায়।

উপসংহারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ভাব পরিগ্রহণ করুন। এখানেও সেই আত্মজিজ্ঞাসার

ভাব পরিলক্ষিত হয়। 'কবে কত দিনে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহ মহান্ আধার প্রাপ্ত হইয়া আপনার সহিত মিলিত হইবে।'—এখানে 'বাতাপ্যায়' পদে 'বায়ুর দ্বারা প্রবাহ-রূপে সঞ্চালিত হওয়ার' প্রসঙ্গে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রটীতে প্রশ্নচ্ছলে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—আমার স্তোত্র বা পূজা আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থাৎ সত্ত্বসমন্বিত হউক। দ্বিতীয় প্রার্থনা—আমার অসদ্বৃত্তি অবরুদ্ধ অর্থাৎ সঙ্কুচিত হউক। তৃতীয় প্রার্থনা—আমার হৃদয়ে সদ্বৃত্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হউক। চতুর্থ প্রার্থনা—আমার কর্ম্মের দ্বারা মহৎ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া আপনাতে গিয়া লীন হউক। (২অ—১২খ—১২দ—৬সা)॥ *

—— • ——

সপ্তমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতূঁ৺রনু।

২ ৩২ ৩১ ২র

তবেদঁ৺সখ্যমস্তৃতম্ ॥ ৭ ॥

• • •

গেয়-গানং।

৫র র ২র১ ২র১ - র ২ ২র১

ব্রাহ্মণাদী। ন্দ্ররাধসাঃ। পিবাসোমা ২ মৃ। ঋতুঁ৺রনু। তবেদাঁ৺সা

১ ৪ ২ ৫

২ ৩। খ্যা ২ ৩ মা ৩। স্তা ৩ ৪ ৫ র্তো ৬ হাই ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'ঋতূন্ অনু' (সর্ব্বান্ ঋতুন অনুসৃত্য, সদাকালং ইতি ভাবঃ) 'ব্রাহ্মণাৎ' (ব্রহ্মপরায়ণাৎ সাধকাৎ) 'রাধসঃ' (ধনানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণি, পূজাং ইতি ভাবঃ) গৃহ্লাণি ইতি শেষঃ; 'হি' (যস্মাৎ) 'তব ইৎ' (তবৈব) 'সখ্যং' (সখিভাবং সখিত্বং 'অস্তৃতং' (অবিচ্ছিন্নং—তেন সহ ইতি যাবৎ); 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, অস্মাকং ইমাং পূজা ভক্তিসুধাং বা) পিবা' (সর্ব্বতোভাবেন পিব, গৃহাণ ইতি প্রার্থনা)। অয়ং ভাবঃ হে

---

* ষষ্ঠ সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ১০৫ম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায় ২৬ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার দুইটী গেয়-গানের নাম—"ইমে দ্বে কৌৎসে।"

ভগবন্। ত্বং হি ভক্তানাং সখা; তেষাং পূজাং সদৈব গৃহ্ণাসি; বয়ং বিমূঢ়াঃ ভক্তিশূন্যাঃ, কৃপয়া অস্মাকং ইমাং পূজাং গৃহাণ—অস্মান্ ত্রায়স্ব। (২অ—১২খ—১২দ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সকল ঋতুকে অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ সদাকাল, ব্রহ্মপরায়ণ সাধকগণের নিকট হইতে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধনসমূহ (পূজা) গ্রহণ করিয়া থাকেন; কেন-না, আপনার সখিত্ব সাধকের সহিত অবিচ্ছিন্ন। প্রার্থনা—আমাদিগের এই পূজা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি ভক্তগণেরই সখা; তাঁহাদিগেরই পূজা সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকেন; আমরা বিমূঢ় ভক্তিশূন্য; কৃপা করিয়া আমাদিগের এই পূজা গ্রহণ করুন—আমাদিগকে ত্রাণ করুন।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ সপ্তমী। মেধাতিথির্ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'। 'ব্রাহ্মণাৎ' ব্রাহ্মণাৎ-শংসিসম্বন্ধাৎ 'রাধসঃ' ধনভূতাৎ পাত্রাৎ 'সোমং' 'পিব'। কিং কৃত্বা? 'ঋতূন্' 'অনু' দেবাননুসৃত্য ঋতবোঽপি পিবন্ত্বিত্যর্থঃ। 'হি' যস্মাৎ 'তব ইদং' সখ্যং 'অস্তৃতং' ঋতুনামবিচ্ছিন্নং তস্মাদৃতুভিঃ পানং যুক্তং। (১অ—১২খ—১২দ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (২২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ঋগ্বেদ-সংহিতার ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের যে ভাব ও যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে তাহার একটু পরিবর্তন সাধিত হইল। প্রার্থনা-বিষয়ে বা লক্ষ্য বিষয়ে সে পরিবর্ত্তনে বিশেষ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য হইবে না। তবে শব্দার্থে এবং অন্বয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। সে ব্যাখ্যায় আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখানে স্বাধীনভাবেই অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। কেন-না, এখন বুঝিতেছি, বর্ত্তমান প্রণালীতেই সঙ্গত ও সুষ্ঠু অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই ব্যাখ্যায় কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাষ্যের বা পূর্ব্ব ব্যাখ্যার সহিত পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা প্রণিধান করিলেই মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট হইয়া আসিবে। এখানে প্রথমতঃ তাহারই আভাস দিতেছি।

মন্ত্রে 'ঋতূন্' ও 'অনু' পদদ্বয় আছে। ভাষ্যানুসারে 'ঋতুদেবতাগণকে অনুসরণ করিয়া' অর্থ আসে। তাহাতেও অবশ্য ভাবের কোনও বিপর্য্যয় ঘটে না। কিন্তু ঐ 'ঋতূন্' পদকে

যদি কালবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতে সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হই না কি? 'ঋতূন অনু'— সকল ঋতুগণকে অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ সদাকাল—এই ভাব ঐ পদদ্বয়ে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি না কি? এখানে তাহাতেই অধিকতর অর্থ সঙ্গতি দেখি। তার পর, 'ব্রাহ্মণাৎ' পদ। ঐ পদে ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিগ্‌বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু ঐ পদে ব্রহ্মপরায়ণ সাধককে নির্দ্দেশ করে না কি? পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত ঐ পদের অর্থে 'ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ঋত্বিগ্‌বিশেষের নিকট হইতে' অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা এখানে 'ব্রহ্মপরায়ণ সাধক হইতে' অর্থ গ্রহণ করিলাম। তার পর, 'রাধসঃ' পদ। ঐ পদকে পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত স্বীকার করিয়া 'ধনভৃত পাত্র হইতে' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদ দ্বিতীয়ার বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার অর্থ—শুদ্ধসত্ত্বরূপধনসমূহকে। 'রাধঃ' 'রাধসঃ' প্রভৃতি পদে যে অর্থ বা যে ভাব নিষ্কর্ষ হয়, বহুস্থলে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ইন্দ্র "ঋতূন্ অনু রাধসঃ" বাক্যাংশের ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! আপনি সদাকাল ব্রহ্মপরায়ণ সাধকের শুদ্ধসত্ত্বরূপ ধনসমূহকে বা পূজাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন।' এই ভাব উপলক্ষেই আমরা মন্ত্রার্থে 'গৃহাণ' ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি। "হি তব ইত অস্তৃতং" বাক্যাংশ এই অর্থেই সঙ্গত প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। কেন-না, ব্রহ্মপরায়ণ সাধকের—ভক্তিমান উপাসকের—সহিতই ভগবানের সখিত্ব বা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ফলতঃ, 'ইন্দ্র' হইতে 'অস্তৃতং' ব্যাক্যাংশে ('সোমং পিবা' পদদ্বয়কে স্বতন্ত্র রাখিয়া) ভগবানের সখিত্বের বা করুণার স্বরূপ তত্ত্ব প্রাপ্ত হই। তিনি যে ভক্তের সখা, তিনি যে সাধকের বন্ধু, তিনি যে সদাকাল তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত তিনি যে অচ্ছেদ্যভাবে বিদ্যমান্ আছেন,—এই তত্ত্বই এখানে প্রকাশমান্ রহিয়াছে।

ভগবানের এইরূপ অবস্থার পরিচয় দিয়াই প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—"আ সোমং পিব"; অর্থাৎ, করুণাপূর্ব্বক আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। ভাব এই যে,— 'আমরা সাধক নই, ভক্ত নই, মাত্র করুণার প্রার্থী; দয়া করিয়া আমাদিগের পূজা আপনি গ্রহণ করুন'। (২অ—২খ—১২দ—৭সা)। *

---

* সপ্তম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, পঞ্চদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অষ্টক, ২৮ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"অর্দ্ধসদ্মনম্।"

২। এই মন্ত্রের "তবেদ৮ সখ্যমস্তৃতং" স্থলে ঋগ্বেদে "তবেদ্ধিসখ্যমস্তৃতং" পাঠ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সামের পা-সম্বন্ধেও ঋগ্বেদে পাঠান্তর আছে। ঋগ্বেদের পাঠ—"হর্য্যন্ত আবশ্মনা" ইত্যাদি। অপিচ, মতান্তরে ষষ্ঠ সামের ঋষির নামে "দ্যুম্নিধস্ত সুমিত্রস্ত হবার্ষস্" পাঠ দৃষ্ট হয়।

অষ্টমং সাম।

৩২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্ব্বণঃ।
১ ২
ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥ ৮ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৫৪ ৫র র ৪৫ ৪ ২র ১র ১ ১
বয়ং ঘাতে অপিস্মসাই। স্তোতারইন্দ্রগির্ব্বণঃ। ববা ২ ৩ হোই।
৭ - ১ ১ ৭১ ১ৎ
তুবন্নোজী ২। ববা ২ ৩ হো। স্বপো ২ ৩। মা ২ পা ২ ৩
৫র র ২ ১ ০ ১ ১ ১ ১
৪ ঔহোবা এ ত। উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বয়ং অপি' (প্রার্থনাকারিণো বয়মপি) 'ঘা' (নিশ্চিতং, অবিলম্বেন যেন) 'তে' (তব) 'স্তোতারঃ' (স্তবপরায়ণাঃ, উপাসকাঃ) 'স্মসি' (ভবাম); তথা 'সোমপাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য গ্রহণকারিন্) 'ত্বং নঃ' (ত্বং অস্মান্) 'জিন্ব' (প্রীণয়, সুখয়)। ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ তব পূজাপরায়ণান্ কৃত্বা প্রতিপালয়—ইত্যেবং প্রার্থনা। (২অ—১২খ—১২দ—৮সা)।

* * *

অথবা,

'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিভিঃ প্রাপ্য, আরাধনায়া অধিগম্য) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) 'ত্বং সোমপাঃ' (ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারী) 'স্মসি' (ভবসি); 'ঘ' (যেন) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণো বয়ং) 'তে' (তব) 'স্তোতারঃ' (উপাসকাঃ, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতাঃ ইতি ভাবঃ) ভবাম তদ্বিধেহি ইতি শেষঃ; 'অপি' (অপিচ, তথা) 'নঃ' (অস্মান্) 'জিন্ব' (প্রীণয়, সুখয়, ত্রায়স্ব)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! যদা ত্বং শুদ্ধসত্ত্বানুসারী, তস্মাৎ প্রার্থয়ামহে—অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নান কৃত্বা অস্মাভিঃ সহ মিলিতো ভব। (২অ—১২খ ১২দ—৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রার্থনাকারী আমরাও অবিলম্বে যেন আপনার স্তবপরায়ণ হই; আর, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণকারিন্! আপনি

আমাদিগকে সুখী করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আপনার পূজাপরায়ণ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৮সা)॥

• • •

অথবা,

স্তুতিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ আরাধনার দ্বারা অধিগম্য হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি শুদ্ধসত্ত্বের গ্রহণকারী হয়েন; যাহাতে প্রার্থনাকারী আমরা আপনার উপাসক অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হইতে পারি, তাহারই বিধান করুন; আর, আমাদিগকে সুখী করুন অর্থাৎ পরিত্রাণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! যেহেতু আপনি শুদ্ধসত্ত্বের অনুসারী, সেই জন্যই প্রার্থনা করি। আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন করিয়া আমাদিগের সহিত আপনি মিলিত হউন।)॥ (২অ—১২খ—১৩দ—৮সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ অষ্টমী। মেধাতিথিঋষিঃ। হে 'গির্ব্বণঃ' গীর্ভির্ব্বননীয় 'ইন্দ্র'। 'তে' তবাপি 'বয়ং' 'ঘ' বয়ং খলু 'স্তোতারঃ' 'স্মসি' স্মঃ ভবামঃ। হে 'সোমপাঃ' সোমস্ত পাতরিন্দ্র। 'ত্বং নঃ' অস্মান্ 'জিন্ব' প্রীণয়সি। (২অ—১২খ—১২দ—৮সা)।

• • •

অষ্টম (২৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ প্রকার অন্বয়ে মন্ত্রটীর দ্বিবিধ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিলাম। প্রথমতঃ, আমরা মনে করি, মন্ত্রটীতে প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান। ভাষ্যানুসারী অর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব এবং শেষাংশে দেবতার স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত। সে অর্থে প্রথমে বলা হইয়াছে,—'হে গির্ব্বণ! আমরা নিশ্চয়ই আপনার স্তোতা হই।' তার পর, বলা হইল,—'হে সোমপানকারী আপনি আমাদিগকে প্রীতিদান করিয়া থাকেন।'

আমরা কিন্তু এখানে প্রার্থনার ভাব লক্ষ্য করি। 'স্মসি' পদের প্রতিবাক্যে, বচনব্যত্যয় পুরুষব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, ভাষ্যে 'স্মঃ ভবামঃ' পদদ্বয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা উহাতে আরও একটু পরিবর্ত্তন করিতে চাই। প্রতিবাক্যে আমরা 'লটের' পদ না লইয়া 'লোটের' পদ গ্রহণ করি। 'স্মসি' পদের পরিবর্ত্তে আমরা 'ভবাম' পদ গ্রহণ করিলাম। তার পর 'ঘ' পদের নিশ্চয়ার্থ হইতেই 'যেন অবিলম্বে' এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব দাঁড়াইল,—'হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার পূজাপরায়ণ হই।'

ফলতঃ, দেবতার করুণা-প্রভাবে দেবতার সেবায় আমাদিগের প্রবৃত্তি আসুক, দেবভাব-সঞ্চারে আমাদিগের আনুরক্তি হউক,—এই আকাঙ্ক্ষাও এখানে প্রকাশ পায়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'সোমপাঃ' পদে আমরা 'সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের পানকারী' বলিয়া সম্বোধনের ভাব গ্রহণ করি না। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তিভাবের) গ্রহণকারী। তাই তিনি 'সোমপাঃ' সম্বোধনে আহুত হয়েন। তার পর, 'জিন্ব' পদে 'লোট' বিভক্তির সম্বন্ধই পরিকল্পনা করা যায়। তাই উহার প্রতিবাক্যে 'প্রীণয়সি' স্থলে প্রীণয়' বা 'সুখয়' পদ গ্রহণ করিয়াছি। দেবতা প্রার্থনাকারীকে প্রীত করেন—ইহা তাঁহার কর্ম্ম বটে; কিন্তু তাঁহার সেই মহিমাবর্ণনা অপেক্ষা তাঁহার কৃপা-প্রার্থনাই এখানকার সঙ্গত লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করি। বিশেষতঃ তাহাতে 'জিন্ব' ক্রিয়াপদের লোটের বিভক্তির পরিবর্ত্তন করার আদৌ আবশ্যক হয় না। আমাদিগের পরিগৃহীত দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যাদিতেও মর্ম্মার্থ একই রূপ প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় 'সোমপাঃ' পদকে সম্বোধনের পদ বলিয়া স্বীকার করি নাই; আমরা বলি, 'সোমপাঃ' পদ এখানে প্রথমার পদ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। তার পর, ঐ পদের ভাবও সোমরস রূপ মাদকদ্রব্য-পানকারী নহে, উহার মর্ম্মার্থ—শুদ্ধসত্ত্বের (ভক্তির ও সৎকর্ম্ম প্রভৃতির) গ্রহণকারী। তার পর, আমরা 'মৃদসি' পদকে অব্যাহত রাখিবারই চেষ্টা পাইয়াছি; ঐ পদের ব্যত্যয়-স্বীকার করিবার আবশ্যকতা মনে করি নাই। যাহা হউক, দুই প্রকার ব্যাখ্যাতেই মন্ত্রটী যে প্রার্থনামূলক, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। (২অ—১২খ—১২দ—৮সা)॥

নবমং সাম।

১ ২ ৩১ ২র ৩২ ৩১ ২
এন্দ্র পৃক্ষু কাসু চিন্নৃম্ণং তনূষু ধেহি নঃ।
১ ২ ২ ১ ২
সত্রাজিদুগ্র পৌংস্যম্॥ ৯॥

* *

গেয়-গানং।

৫র র ৫ ২ র ১ ২ —
এন্দ্রপৃক্ষুকাসূচী ৬ দে। নৃম্ণাম্। তনূষু ৩ ধা ইহা ইনা ২ঃ।
১ র ২ ১ ২ ২ ৫
সাত্রাজিদু। গ্রপৌ ২ ৩ ৮ সিয়াউ। বা ২। উ ৩ ৪ পা॥ ৯॥

---

* অষ্টম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৩২ম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহাই গেয়-গানের নাম—"অর্দ্ধসদ্মনম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) 'পৃক্ষু' (সম্পৃক্তাসু, অস্মৎসম্বন্ধীষু) 'কাসু চিৎ' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু এব, রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তনূষু' (অঙ্গেষু, দেহেষু) নৃম্ণং (মনুষ্যোচিতং বলং) 'আ ধেহি' (সমন্তাৎ স্থাপয়); তথা 'উগ্র' (হে তেজস্বিন) 'সত্রাজিৎ' (বিশ্ববিজয়িনং) 'পৌংস্যং' (পারুষ্যং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) আ ধেহি ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! রিপুদমনায় সৎকর্ম্মসাধনায় চ অস্মভ্যং পুরুষোচিতং বলং প্রযচ্ছ। (২অ—১২খ—১২দ—৯সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামেই (রিপুগণের সহিত আমাদিগের সংগ্রামে) আমাদিগের দেহে (প্রতি অঙ্গে) মনুষ্যোচিত বল সর্ব্বথা স্থাপন করুন; আর হে তেজস্বিন্, বিশ্বজয়ী পৌরুষ (সৎকর্ম্মসাধন সামর্থ্য) আমাদিগকে প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্। রিপুদমনে ও সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগকে পুরুষোচিত শক্তি প্রদান করুন।)॥ (২অ—১২খ—১২দ—৯ সা)।

• • •

সায়ণ ভাষ্যং। অথ নবমী। বিশ্বামিত্রোগাথিনোভীপাদ উদলো বা ঋষিঃ। হে 'ইন্দ্র'! "পৃক্ষু" সম্পৃক্তাসু 'কাসু' 'চিৎ' কাস্বপি 'নঃ' অস্মাকং 'তনূষু' অঙ্গেষু 'নৃম্ণং' বলং 'আ' 'ধেহি' আ সমন্তাৎ স্থাপয়। হে 'উগ্র' উদগূর্ণবল ইন্দ্র! 'সত্রাজিৎ' ষাদশাভাভিঃ সত্রৈঃ জীয়মানো বশীক্রিয়মাণঃ সন্ 'পৌংস্যং' পুংসে হিতং বলং আ ধেহি প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। (২অ—১২খ—১২দ—৯সা)।

• • •

নবম (২৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা—"নৃম্ণং তনূষু আ ধেহি নঃ"। দ্বিতীয় প্রার্থনা—"সত্রাজিৎ পৌংস্যং আ ধেহি নঃ"। প্রথম প্রার্থনায় দেহসম্বন্ধ অর্থাৎ দেহে অঙ্গে মনুষ্যোচিত বল-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় প্রার্থনায় বিশ্বজয়ী পারুষ্য অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য যাচ্ঞা করা হইয়াছে। দেহে বা প্রতি অঙ্গে যে মনুষ্যোচিত শক্তির কামনা করা হইয়াছে, তাহা কি জন্য? "পৃক্ষু কাসু চিৎ" বাক্যাংশে তাহারই আভাস পাই। তাহার ভাব—'আমাদিগের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া আছে যাহারা যাহারা, তাহাদিগের সম্বন্ধে।' এই বাক্যাংশে রিপুগণের সহিত সংগ্রামের বিষয়ই মনে আসে।

আমাদিগের সহিত সম্পৃক্ত বা সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে—সে কাহারা (কাসু)? সে কি রিপুগণ নহে? ফলতঃ, এখানে সর্ব্বতোভাবে রিপুগণের প্রতিই লক্ষ্য আসে। আমাদিগের সহিত সম্পৃক্ত অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান্ থাকিয়াই তাহারা আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তাই তাহাদিগকে দমনের জন্য শক্তিলাভের প্রার্থনা প্রথমেই জানান হইয়াছে। তার পর, রিপু-বিমর্দ্দন-কামনার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে—আমাদিগকে 'সত্রাজিৎ পৌংস্যং' প্রদান করুন। 'সত্রাজিৎ' পদে সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশ্ববিজয়ের ভাব প্রকাশ পায়। দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী সত্রাজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সকল শত্রুকে জয় করা যায়। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে পরমপদলাভই সত্রাজিৎ যজ্ঞের সমাধানের ফল। এ পক্ষে এই মন্ত্রে রিপুদমনপূর্ব্বক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তির কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ—১২খ—২দ—৯সা)।

—— • ——

দশমং সাম।

৩ ১　২র　৩ ২ ৩ ১　২র　৩ ২　৩ ২

এবা হ্যসি বীরয়ুরেবা শূর উত স্থিরঃ।

৩২　৩　২ ৩　১ ২

এবা তে রাধ্যং মনঃ॥ ১০॥

• • •

গেয় গানং।

২র র ২　র ২র　২র ১ ২　—　১　র　১ ২র

এবাহো ৩ অসীবীরয়ূঃ। এবাশূ ১ বা ২ ঃ। উতা ২ ৩ স্থিরাঃ। আইবা-

র ১　২র　১ ১ ১

তেরা। ধিয়া ২ ৩ স্মাউ। বা ৩ স্তৌষে ৩ ৪ ৫॥ ১০॥

---

* নবম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী অন্য কোনও বেদে দৃষ্ট হয় না। ইহার গেয় গানের নাম—"অভীপাদস্য ঔদলস্য সাম।"

২। মতান্তরে এই মন্ত্রের ঋষি-সম্বন্ধে "বামদেবস্য র্ষম্" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

৩। এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ (গ্রিফিথ্স-সাহেব কৃত) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অন্য ভাব পরিলক্ষিত হইবে। যথা,—

(1) "O Indra, in eaoh fight and fray give to our
bodies manly strength :
Strong Lord, grant ever-conguering might !"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'এব' (নিশ্চিতং) 'বীরয়ুঃ' (শত্রূন্ হন্তুং কাময়মানঃ, যদ্বা—উপাসকান্ শৌর্য্যসম্পন্নান্ কর্ত্তুং কাময়মানঃ) 'অসি' (ভবসি); 'হি' (যতস্ত্বং) 'শূরঃ' (শৌর্য্য-সম্পন্নঃ) 'উত' (অপিচ) 'স্থিরঃ' (দৃঢ়ঃ) 'এব আ' (সর্ব্বতোভাবেন অসি); 'মনঃ' (অস্মাকং অন্তঃকরণং) 'তে' (তব) 'রাধ্যং' (আরাধনাপরায়ণং) 'এব আ' (সর্ব্বতোভাবেন সুনিশ্চিতং ভবতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—শৌর্য্যপ্রদাতা স্বয়ংশৌর্য্যবান্ স দেবঃ অস্মাকং অন্তরং তদনুসারিণং করোতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (২অ - ১২খ—১২দ—১০সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি নিশ্চিতই শত্রুদিগকে হননের জন্য কাময়মান হয়েন (অথবা উপাসকগণকে শৌর্য্যসম্পন্ন করিতে অভিলাষী হয়েন); যেহেতু আপনি সর্ব্বতোভাবে শৌর্য্যসম্পন্ন এবং দৃঢ় আছেন; আমাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে আপনার আরাধনাপরায়ণ হউক। (ভাব এই যে,—শৌর্য্যপ্রদাতা স্বয়ং শৌর্য্যবান্ সেই দেবতা আমাদিগের অন্তরকে তাঁহার অনুসারী করুন—ইহাই প্রার্থনা)॥ (২অ—১২খ—১২দ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।—অথ দশমী। শ্রুতকক্ষ ঋষিঃ। হে ইন্দ্র! ত্বং 'বীরয়ুঃ' বীরান্ যুদ্ধকর্ম্মণি সমর্থান্ শত্রূন্ হন্তুং কাময়মানঃ 'এব অসি' ভবসি খলু 'হি' প্রসিদ্ধৌ অত এব ত্বং 'শূরঃ' সামর্থ্যবানেব ভবসি। 'উত' অপি চ 'স্থিরঃ' সংগ্রামে ধৈর্য্যবান্ ভবসি। একত্র স্থিত্বৈব শত্রূন্ সম্প্রহরসীত্যর্থঃ। এবং সতি 'তে' তব 'মনঃ' 'রাধ্যং' স্তুতিভিরারাধনীয়মেব, যতো'হনেন মনসা ত্বং শত্রুবধং সংগ্রামে ধৈর্য্যাদিকং করোষীতি। তত এব তব মনঃ সর্ব্বৈঃ স্তুত্যমিত্যর্থঃ॥ (২অ—১২খ—১২দ—১০সা)॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিক-মার্গ-প্রবর্ত্তক শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দোব্যাখ্যানে ঐন্দ্রকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

* * *

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥
দ্বিতীয়োঽধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ॥

—— • ——

দশম (২৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত "বীরয়ুঃ" পদ এবং শেষ চরণের "মনঃ" পদ অনুধাবনার বিষয়ীভূত। 'বীরয়ুঃ' পদের শব্দগত অর্থ—বীরকে যিনি কামনা করেন। তাহা হইতে ভাষ্যে 'যুদ্ধকর্ম্মে সমর্থ শত্রুদিগের হননের জন্য কামনাপর' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদে কিন্তু ঐ পদের অর্থে 'তুমি বীরগণকেই কামনা কর' এইরূপ বাক্য গৃহীত হইতে দেখি। এই প্রকার অর্থে দুই রূপ ভাব গ্রহণ করা যায়। বীর-শব্দে 'শত্রু' অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাকে হননের জন্য ভাবই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বীর-শব্দে শৌর্য্যসম্পন্ন অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাকে আপনার জন করিয়া লয়েন—এবম্বিধ ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। সুতরাং বীর-শব্দের মর্ম্ম এখানে যে ভাবে যিনি পরিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার ব্যাখ্যা তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার অর্থের দ্যোতক হইবে। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদে ঐ পদে 'তুমি সাহসী ব্যক্তিগণের বন্ধু' এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত যে হিন্দি অনুবাদ, তাহা ভাষ্যেরই অনুসারী। দ্বিতীয়তঃ 'মনঃ' পদটীকে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'তে' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে ঐ পদে 'ভগবানের মন'—এইরূপ অর্থ ই সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে বিভিন্ন ভাষার অনুবাদে মন্ত্রটীতে যেরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কয়েকটী আদর্শ (হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী) নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা;—

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্য্যবান্, তোমার মন সকলের আরাধনীয়।"

(২) "For so thou art the brave man's friend: a hero, too, art thou, and strong:
So may thine heart be won to us!"

(৩) "হে ইন্দ্র! তুম যুদ্ধমেঁ বীর শত্রুওঁকো মারনেকী কামনাবালে হী হো যহ বাত প্রসিদ্ধ হৈ, ইসী কারণ তুম শূর হো ঔর সংগ্রামমেঁ ধৈর্য্যধারী হো, এক স্থান পর স্থির রহকর হী শত্রুওঁকা সংহার করতে হো, ঐসা হোনেসে তুম্হারা মন স্তুতিয়োঁসে আরাধনা করনেযোগ্য হৈ।"

পূর্ব্ব-কথিত যে দুই পদের সম্বন্ধ-সূত্রে মন্ত্রার্থে ঐ রূপ বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ পাইয়াছে, সেই দুই পদের সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যায় যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বোধগম্য হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহণ-পক্ষে আর কোনই দ্বিধা উপস্থিত হইবে না। 'বীরয়ুঃ' পদে, আমরা বলি,—ভগবানের বা দেবতার এক প্রধান মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। সে মহিমা,—তিনি তাঁহার উপাসকগণকে শৌর্য্যসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং শূরঃ' (শৌর্য্যসম্পন্ন), স্বয়ং 'স্থিরঃ' (দৃঢ়); সুতরাং তাঁহার

উপাসক বা অনুসরণকারীও 'শূরঃ' ও 'স্থিরঃ' হউক—ইহাই তাঁহার কামনা। 'বীরঃযুঃ' পদ সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। তার পর 'মনঃ' পদ। আমরা বলি, ঐ পদ প্রার্থনাকারী আমাদিগের সম্বন্ধ প্রযুক্ত। 'তাঁহার মন আমাদিগের হউক'—ইহাতেও সেই প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু 'আমাদিগের মনঃ' বা অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি ন্যস্ত হউক—তাঁহার আরাধনায় বিনিবিষ্ট হউক—এতদ্দ্বারা সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাবই প্রকাশ পায়। আমরা তাই ঐ পথে অর্থ-গ্রহণই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছি।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রথম চরণ—ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক, দ্বিতীয় চরণ—তদনুগত প্রার্থনা-পরিজ্ঞাপক। তিনি তাঁহার উপাসকগণকে শৌর্য্যসম্পন্ন করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন; ইহাই তাঁহার প্রকৃতি। অতএব, আমরা যেন তাঁহার উপাসক হইতে পারি, উপাসক হইয়া শৌর্য্য বা রক্ষা লাভ করি। ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য্যার্থ। (২অ—১২খ—১২দ—১০সা)। *

---

* দশম সামের টিপ্পনী।

১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলে ৯ম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২০ম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহার গেয়-গানের নাম—"আমহীয়বম্।"

২। এই মন্ত্রের ঋষি 'সুকক্ষ' বলিয়াও উক্ত আছে।

— • —

ইতি সামবেদসংহিতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীমদ্দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা কৃতা বঙ্গানুবাদ-মর্ম্মার্থ-সমেতা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

* * *

বেদব্যাখ্যায়াং বক্তব্যং।

—:• •:—

সমাপ্তোঽয়ং সামবেদ-সংহিতায়া দ্বিতীয়োঽধ্যায় ঐন্দ্রপর্ব্বণি প্রথমশ্চ। পরেণ অধ্যায়দ্বয়েন ঐন্দ্রপর্ব্বণঃ পরিসমাপ্তির্ভবতি।

আগ্নেয়পর্ব্বণি যথা অগ্নিনা সহ আদিত্য-বসু রুদ্রাদয়ো দেবাঃ সম্পূজিতা ঐন্দ্রপর্ব্বণি তথা ইন্দ্রেণ সহ উষা-পূষা-মিত্রাবরুণ-প্রভৃতয় আরাধিতাঃ ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ প্রাধান্যক্রমেণ পর্ব্বদ্বয়স্য আগ্নেয়পর্ব্ব ঐন্দ্রপর্ব্ব (আগ্নেয়কাণ্ড ঐন্দ্রকাণ্ডো বা) ইতি আখ্যা প্রযুজ্যতে।

যদিচেৎ বিভিন্ননামরূপাভ্যাং দেবাঃ সম্পূজ্যন্তে, কিন্তু তে অভিন্নাঃ। লোকানাং ধ্যানধারণাসামর্থ্যানুসারেণ তেষাং নামরূপাণাং অভিব্যক্তিঃ। দেবানাং বিশেষণনিবহেন তত্তত্ত্বং অধিগম্যতে; বেদমন্ত্রাণাং অনুধ্যানেন অনুশীলনেন চ তজ্জ্ঞানমপি সঞ্জায়তে। বেদস্তদ্ভাষতে হি,—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম হুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বা নমাহুঃ॥"

অতো বেদানাং পঠন-পাঠন-ব্যাখ্যায়াং ত্রিতত্ত্বং অনুস্মর্ত্তব্যং কো বেদঃ? কে দেবাঃ? মন্ত্রাঃ কিংবিধাঃ? এতানি তত্ত্বত্রয়াণি। অতি-

সংক্ষেপেণ বাক্যমাত্রেণ তদ্বক্তুং প্রচেষ্টামহে। বিদ্ জ্ঞানে; তথা বেদো জ্ঞাপয়িতা। কিং জ্ঞাপয়তি? সত্যং পরমার্থতত্ত্বং আত্মানং ভগবন্তং ব্রহ্মাণং বা। অতো বেদো ব্রহ্মজ্ঞাপক আত্মসন্ধানপ্রদায়কো বা। দিব্ দীপ্ত্যাং; তথা যে দীপ্তিসম্পন্নাঃ স্বতঃপ্রকাশিতাস্তে দেবাঃ। দীপ্তিষু জ্যোতিঃষু কুত্র পার্থক্যম্? আধারভেদেন যদি কদা পার্থক্যমনুভূয়তে অদো বিভ্রমসমাকুলিতং। জ্ঞানাধারো বেদস্তদ্বিভ্রমং অপসারয়তি। অতো দীপ্তিরূপা দেবা অভিন্নাঃ। মন্ পূজায়ং, তথা মন্ত্রাঃ পূজাপ্রকরণাঃ। পূজায়াং ত্রিবিধা দৃষ্টির্লক্ষ্যতে। তদ্যথা;—কঃ পূজ্যঃ? কো বা পূজকঃ? কা পূজাপদ্ধতিঃ? তাসু সমস্যাসু সমাধানায় মন্ত্রাণাং প্রয়োজনং মন্যামহে। তস্মাৎ মন্ত্রাস্ত্রিবিধাঃ পরিদৃশ্যতে। মন্ত্রা ভগবন্মহিম-প্রখ্যাপকাঃ, মন্ত্রা আত্মোদ্বোধকাঃ, মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাশ্চ। অস্মাকং বেদব্যাখ্যায়াং এতল্লক্ষ্যমেব পরিদ্রষ্টব্যম্।

কো যদি শ্রেয়ানভিলষতি, এতল্লক্ষ্যানুক্রমেণ বেদস্য পঠন-পাঠন-ব্যাখ্যায়াং প্রবৃত্তো ভবেৎ। নচেৎ বৃথৈব বেদপাঠো ভবিষ্যতি। ইতি।

[১৩২৯-সালাব্দে শ্রাবণস্য সপ্তদশদিবসে লিখিতং।]

'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয়ঃ।
হাওড়া (কলিকাতা)।

নিবেদকস্য
শ্রীদুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণঃ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——:• • •:——

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য মন্ত্রসূচী।

——:• • •:——

ঐন্দ্রপর্ব্ব।

মন্ত্রঃ । পৃষ্ঠাঙ্কঃ ।

ব ।

ভ ।

ম ।

য ।

র ।

শ ।

স ।